ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ

(মূল ও বঙ্গানুবাদ)

১৮

বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(কলিকাতা, ১৪ নং তেলিপাড়া লেন।)

কলিকাতা

৩ নং ভীমঘোষের লেন গ্রেট ইডিন প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ৪৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

যখন প্রথম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রকাশিত হয়, তখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে এই মূল মহাপুরাণের টিপ্পনীতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। কিন্তু বিশ্বকোষের কার্য্যে আমি এত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐ টিপ্পনী লিখিয়া গ্রন্থের প্রধান অভাব মোচন করিতে কিছুমাত্র সময় পাই নাই। এজন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ লজ্জিত রহিয়াছি। ঐরূপ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনীযুক্ত স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমার চিরপোষিত অভিলাষ পূর্ণ করিব এবং দায় হইতে উদ্ধার হইব, এই মাত্র প্রার্থনা। এই মহাপুরাণের মন্তব্য ব্যতীত আর কিছুই আমি করিতে পারি নাই। সময়াভাব প্রযুক্ত ইহার প্রকাশ ভার আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসুর উপর অর্পণ করিয়াছি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণতর্কতীর্থ, কালীপদ সেনগুপ্ত, বেণীমাধব ন্যায়রত্ন, শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, ৺ লক্ষ্মীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, শ্রীদধিভূষণ কাব্যতীর্থ এবং মুনীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এই পুরাণের স্থানবিশেষে অনুবাদ অথবা প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১লা শ্রাবণ, ১৩০২।

বিনীত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

পূর্ব্বভাগের সূচীপত্র।

মন্তব্য।

প্রায় চতুঃসহস্রাধিক বৎসর অতীত হইল, মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাণ চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত। বেদোক্ত প্রাচীন উপাখ্যানাদি বর্ণিত হওয়াতেই উহার নাম পুরাণ হইয়াছে। পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত; মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। উভয়েরই মূল বেদ। মহর্ষি বেদব্যাস দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে এক বেদকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, পরে ঐ বেদেরই উপাখ্যানাংশ হইতে মহাভারত নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন।

মহাপুরাণ অষ্টাদশ খানি। ঐ অষ্টাদশ মহাপুরাণে সর্ব্বশুদ্ধ চারি লক্ষ শ্লোক আছে। ঐ সকল মহাপুরাণ বা অপরাপর মুনি-বিরচিত উপপুরাণ সকল কিছু দিন হইল অতীব দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি কতকগুলি মহানুভবের যত্নে কয়েকখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলেও অবশিষ্ট কয়েকখানি এখনও দুষ্প্রাপ্যই রহিয়াছে। এমন কি অনেকেই উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছেন। এই কারণে আমরা দুষ্প্রাপ্য পুরাণের প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্যের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পুরাণ সকল আর্য্যজাতির জ্ঞানোন্নতির প্রধান পরিচায়ক। প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, পুরাণে তাহার প্রভূত নিদর্শন নিহিত থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাদিগের অসুলভতাপ্রযুক্ত এখন পর্য্যন্ত অনেকেই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন। ফলতঃ ঐ অভাবের নিরাকরণের নিমিত্তই আমরা এই পুরাণ-প্রচাররূপ অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

আমরা প্রথমেই এই যে পুরাণখানির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই পুরাণ খানির নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দুইখানি; একখানি মহাপুরাণ, আর একখানি উপপুরাণ। বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, বরাহ এবং বায়ুপুরাণ বা শিবপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কেবল মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার কূর্ম্ম ও গরুড়পুরাণে এবং মধুসূদন সরস্বতীকৃত প্রস্থান

ভের গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ ও উপপুরাণ উভয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিও ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দেবী-ভাগবত ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে অষ্টাদশ উপপুরাণ বর্ণনাকালে ব্রহ্মাণ্ডের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সমস্ত পুরাণগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কাহারও মতে ব্রহ্মাণ্ড কেবল অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত; আবার কাহারও মতে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ আছে।

এখন আমরা বিষম গোলযোগে পড়িলাম, কাহাকে উপপুরাণ আর কাহাকে মহাপুরাণ বলি? একেত সাধারণের বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এক্ষণে আর পাওয়া যায় না; বিধর্ম্মী যবনের কবলিত হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্য-জগতের অমূল্য রত্নসমূহ যেরূপে নষ্ট হইয়াছে, ভারতের অমূল্য ধন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মহাপুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণখানিও সেইরূপে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে *; এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কেবল কতকগুলি তীর্থমাহাত্ম্য, † অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও রাধাহৃদয় সেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

* অধ্যাপক উইলসন্ এবং ৺ রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নাই, কতক-গুলি মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের নাম অধিকার করিয়াছে। (Wilson's Vishnu Purána, Ed. by Hall, Vol. I. p. LXXXV.) আবার কাহারও মতে অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও রাধা-হৃদয় লইয়াই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ; কিন্তু এই উভয় মতই সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক।

† গোমুক্তিমাহাত্ম্য, কালহস্তিমাহাত্ম্য, তঞ্জাপুরীমাহাত্ম্য, শিবকাঞ্চীমাহাত্ম্য, কুম্ভ-কোণমাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য, চম্পকারণ্যমাহাত্ম্য, পিণাকিনীমাহাত্ম্য, শ্রীমুষ্ণমাহাত্ম্য, বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্য, বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্য, হস্তিগিরিমাহাত্ম্য, বেদারণ্যমাহাত্ম্য, পাপবিনাশ-মাহাত্ম্য, পারিজাতাচলমাহাত্ম্য, লক্ষ্মীপুরমাহাত্ম্য, সুগন্ধবনমাহাত্ম্য, পুন্নাগবনমাহাত্ম্য, নরসিংহমাহাত্ম্য, মন্দারবনমাহাত্ম্য, আদিপুরীমাহাত্ম্য, হেরম্বকানন মাহাত্ম্য, দেবদারুবন-মাহাত্ম্য, শ্রীনিবাসমাহাত্ম্য, ব্রহ্মপুরীমাহাত্ম্য, গোপুরীমাহাত্ম্য, ললিতোপাখ্যান (Dr. Burnell's Sanskrit Mss. in the Palace of Tanjore, p. 190.), এতদ্ব্যতীত নীলাদ্রিভূজঙ্গ, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, কমলামাহাত্ম্য প্রভৃতি আরও কয়েকখানি মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরা-ণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু অপরাপর মহাপুরাণোক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের লক্ষণাদির উপর নির্ভর করিলে ঐ মাহাত্ম্যগুলি ব্রহ্মাণ্ডনামক মহাপুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুক্রমণিকায় ঐ সকল মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কোন

সাধারণের অমূলক বিশ্বাস এবং ভ্রান্তিপূর্ণ মতের নিরাকরণার্থ আমরা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ প্রকাশে যত্নবান্ হইলাম। এই মহাপুরাণের প্রকাশের পূর্ব্বে দুই একটি বিষয়ের মীমাংসা করা অতীব প্রয়োজন হইয়াছে। ১ম, আমরা যে পুরাণখানি প্রকাশ করিতেছি, এই খানিই প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ কি না? এবং আমাদের প্রকাশ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের সাপক্ষে কোন পৌরাণিক প্রমাণ আছে কি না?

২য়, মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না, সাধারণের এরূপ অমূলক বিশ্বাস জন্মিবার কারণ কি? অধ্যাপক উইলসন্, ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কেন মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন?

উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেওয়া সহজ কথা নয়। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, এতদ্ব্যতীত সমগ্র পৌরাণিক গ্রন্থের আলোচনা না করিলে উপস্থিত প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অতি সুকঠিন, আবার ঐ দুই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, সাধারণের অমূলক বিশ্বাসও তিরোহিত হইতেছে না। এদিকে দেখা যাইতেছে কেবল ঐ দুইটি প্রশ্নের সুচারুরূপে মীমাংসা করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু সেরূপ সময় কৈ? যাহা হউক, যতদূর সাধ্য সংক্ষেপে উপস্থিত প্রশ্ন দুইটির মীমাংসা করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব। প্রথমে দেখা যাউক, অপরাপর পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের কিরূপ লক্ষণাদি নির্ণীত হইয়াছে।—মৎস্যপুরাণের ৫৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহাত্ম্যমধিকৃত্যাব্রবীৎ পুনঃ।
তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিশতাধিকম্ ॥ ৫৪ ॥
ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং শ্রূয়তে যত্র বিস্তরঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডপুরাণঞ্চ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৫ ॥

কথাই লিখিত হয় নাই; সুতরাং অপরাপর মহাপুরাণ ও মূল ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণের মত স্বীকার করিলে ঐ মাহাত্ম্যগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, ঐ গুলি ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া ধরিলে আর কোন গোল থাকে না। বাস্তবিক ঐ সকল মাহাত্ম্যের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত আধুনিক সময়ে ৪।৫ শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা যে পুরাণ বলিয়াছিলেন, তাহাই ১২২০০ শ্লোকসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড। যে পুরাণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভবিষ্যকল্প বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

শিব উপপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

"ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাদ্ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্।"

ব্রহ্মাণ্ডের চরিত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভূগোলবিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।

শিব মহাপুরাণে বায়ুসংহিতায় ১১ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্মাণ্ডং চাতিপুণ্যোঽয়ং পুরাণানামনুক্রমঃ।" ৪০।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি পুণ্যপ্রদ এবং সমস্ত পুরাণের অনুক্রমণিকা স্বরূপ।

নারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৯ অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণ সম্বন্ধে অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়, অতি আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিলাম—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুরাতনম্।
যচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ভাবিকল্পকথাযুতম্॥
প্রক্রিয়াখ্যোঽনুষঙ্গাখ্য উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থ উপসংহারঃ পাদাশ্চত্বার এব হি॥
পূর্ব্বপাদদ্বয়ং পূর্ব্বো ভাগোঽত্র সমুদাহৃতঃ।
তৃতীয়ো মধ্যমো ভাগশ্চতুর্থস্তূত্তরো মতঃ॥
১। আদৌ কৃত্যসমুদ্দেশো নৈমিষাখ্যানকং ততঃ।
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিশ্চ লোককল্পনমেব চ॥
এষ বৈ প্রথমঃ পাদো দ্বিতীয়ং শৃণু মানদ॥
২। কল্পমন্বন্তরাখ্যানং লোকজ্ঞানং ততঃ পরম্।
মানসী সৃষ্টিকথনং রুদ্রপ্রসববর্ণনম্॥
মহাদেববিভূতিশ্চ ঋষিসর্গস্ততঃ পরম্।
অগ্নীনাং বিচয়শ্চাথ কালসদ্ভাববর্ণনম্॥
প্রিয়ব্রতাচয়োদ্দেশঃ পৃথিব্যায়ামবিস্তরঃ।
বর্ণনং ভারতস্যাস্য ততোঽন্যেষাং নিরূপণম্॥

জম্ব্বাদিসপ্তদ্বীপাখ্যা ততোঽধোলোকবর্ণনম্ ।
ঊর্দ্ধলোকানুকথনং গ্রহচারস্ততঃ পরম্ ॥
আদিত্যব্যূহকথনং দেবগ্রহানুকীর্ত্তনম্ ।
নীলকণ্ঠাহ্বয়াখ্যানং মহাদেবস্য বৈভবম্ ॥
অমাবাস্যানুকথনং যুগতত্ত্বনিরূপণম্ ।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং চাথ যুগয়োরন্ত্যয়োঃ কৃতিঃ ॥
যুগপ্রজালক্ষণঞ্চ ঋষিপ্রবরবর্ণনম্ ।
বেদানাং ব্যসনাখ্যানং স্বায়ম্ভুবনিরূপণম্ ॥
শেষমন্বন্তরাখ্যানং পৃথিবীদোহনন্ততঃ ।
চাক্ষুষেঽদ্যতনে সর্গো দ্বিতীয়োঽঙ্ঘ্রিঃ পুরো দলে
৩ । অথোপোদ্ঘাতপাদে তু সপ্তর্ষিপরিকীর্ত্তনম্ ।
প্রাজাপত্যচয়স্তস্মাদ্দেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥
ততো জয়াভিব্যাহারৌ মরুদুৎপত্তিকীর্ত্তনম্ ।
কাশ্যপেয়ানুকথনমৃষিবংশনিরূপণম্ ॥
পিতৃকল্পানুকথনং শ্রাদ্ধকল্পস্ততঃ পরম্ ।
বৈবস্বতসমুৎপত্তিঃ সৃষ্টিস্তস্য ততঃ পরম্ ॥
মনুপুত্রাচয়শ্চাতো গান্ধর্ব্বস্য নিরূপণম্ ।
ইক্ষ্বাকুবংশকথনং বংশোঽত্রেঃ সুমহাত্মনঃ ॥
অমাবসোরাচয়শ্চ রজেশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
যযাতিচরিতঞ্চাথ যদুবংশনিরূপণম্ ॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য চরিতং জামদগ্ন্যং ততঃ পরম্ ।
বৃষ্ণিবংশানুকথনং সগরস্যাথ সম্ভবঃ ॥
ভার্গবস্যানুচরিতং তথা কার্ত্তবধাশ্রয়ম্ ।
সগরস্যাথ চরিতং ভার্গবস্য কথা পুনঃ ॥
দেবাসুরাহবকথা কৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনে ।
ইনস্য চ স্তবঃ পুণ্যঃ শুক্রেণ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং বলিবংশনিরূপণম্ ।
ভবিষ্যরাজচরিতং সংপ্রাপ্তেঽথ কলৌ যুগে ॥

এবমুদ্ঘাতপাদোঽয়ং তৃতীয়ো মধ্যমে দলে।
৪। চতুর্থমুপসংহারং বক্ষ্যে খণ্ডে তথোত্তরে।
বৈবস্বতান্তরাখ্যানং বিস্তরেণ যথাতথম্॥
পূর্ব্বমেব সমুদ্দিষ্টং সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে।
ভবিষ্যাণাং মনূনাঞ্চ চরিতং হি ততঃ পরম্॥
কল্পপ্রলয়নির্দ্দেশঃ কালমানং ততঃ পরম্।
লোকাশ্চতুর্দ্দশ ততঃ কথিতা মানলক্ষণৈঃ॥
বর্ণনং নরকাণাঞ্চ বিকর্ম্মাচরণৈস্ততঃ।
মনোময়পুরাখ্যানং লয়ঃ প্রাকৃতিকস্ততঃ॥
শৈবস্যাথ পুরস্যাপি বর্ণনঞ্চ ততঃ পরম্।
ত্রিবিধাদ্‌গুণসম্বন্ধাজ্জন্তূনাং কীর্ত্তিতা গতিঃ॥
অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণনং হি ততঃ পরম্॥
ইত্যেষ উপসংহারঃ পাদো বৃত্তঃ স চোত্তরঃ।
চতুষ্পাদং পুরাণং তে ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতম্॥
অষ্টাদশমনৌপম্যং সারাৎসারতরং দ্বিজ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ চতুর্লক্ষং পুরাণত্বেন পঠ্যতে॥
তদেব ব্যস্য গদিতমত্রাষ্টাদশধা পৃথক্।
পারাশর্য্যেণ মুনিনা সর্ব্বেষামপি মানদ॥
বস্তুদ্রষ্ট্রাথ তেনৈব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
মত্তঃ শ্রুত্বা পুরাণানি লোকেভ্যঃ প্রচকাশিরে॥
মুনয়ো ধর্ম্মশীলাস্তে দীনানুগ্রহকারিণঃ।
ময়া চেদং পুরাণন্তু বশিষ্ঠায় পুরোদিতম্॥
তেন শক্তিসুতায়োক্তং জাতুকর্ণায় তেন চ।
ব্যাসো লব্ধা ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদ্গতম্।
প্রমাণীকৃত্য লোকেঽস্মিন্ প্রাবর্ত্তয়দনুত্তমম্॥”

“বৎস! ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিষয় শ্রবণ কর। ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক এবং উহাতে ভাবী কল্পের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড-

পুরাণে প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার এই চারিটি পাদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদদ্বয়ের নাম পূর্ব্ব ভাগ, তৃতীয় পাদের নাম মধ্যম ভাগ এবং চতুর্থ পাদের নাম উত্তর ভাগ। উহার প্রথম পাদে কৃত্যসমুদ্দেশ, নৈমিষাখ্যান, হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি, লোককল্পনা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে কল্প, মন্বন্তর, লোকবিভাগ, মানসীসৃষ্টি, রুদ্রপ্রসব, মহাদেববিভূতি, ঋষিগণ, অগ্নির বিস্তার, কালসদ্ভাব, প্রিয়ব্রতবংশবিস্তার, পৃথিবীর পরিমাণ, ভারতবর্ষ-বৃত্তান্ত, জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের বৃত্তান্ত, পাতালাদি অধোলোকের বৃত্তান্ত, ঊর্দ্ধলোকবৃত্তান্ত, গ্রহচার, আদিত্যব্যূহ, দেবগ্রহানুকীর্ত্তন, নীলকণ্ঠাখ্যান, মহাদেব-বৈভব, অমাবাস্যা, যুগতত্ত্ব, যজ্ঞপ্রবর্ত্তন, অন্ত্যযুগকার্য্য, যুগপ্রজালক্ষণ, ঋষিপ্রবরকীর্ত্তন, বেদবিভাগ, স্বায়ম্ভুবনিরূপণ, শেষমন্বন্তরাখ্যান, পৃথিবীদোহন, এবং চাক্ষুষমন্বন্তরীয় সর্গ বর্ণিত হইয়াছে। উপোদ্ঘাতাখ্য তৃতীয়পাদে সপ্তর্ষি-বৃত্তান্ত, প্রাজাপত্যবিস্তার, দেবাদির সমুদ্ভব, জয়াভিব্যাহার, মরুদুৎপত্তি, কাশ্যপেয়ানুকথন, ঋষিবংশনিরূপণ, পিতৃকল্পানুকথন, শ্রাদ্ধকথা, বৈবস্বতসমুৎপত্তি, মনুপুত্রবিস্তার, গান্ধর্ব্বনিরূপণ, ইক্ষ্বাকুবংশ, অত্রিবংশ, অমাবসু-চরিত্র, রজির চরিত্র, যযাতির চরিত্র, যদুবংশনিরূপণ, কার্ত্তবীর্য্য-চরিত, জামদগ্ন্যচরিত, বৃষ্ণিবংশানুকথন, সগরোৎপত্তি, ভার্গব-চরিত, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনবধ, সগরচরিত ভার্গবকথা, দেবাসুরসংগ্রামকথা, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, শুক্র কর্ত্তৃক ইন্দের স্তব, বিষ্ণুমাহাত্ম্য, বলিবংশ ও ভবিষ্য-রাজ-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরখণ্ডে উপসংহারপাদে সংক্ষিপ্ত বৈবস্বতাখ্যান, ভবিষ্য-মনুচরিত কল্পপ্রলয়-নির্দ্দেশ, কালমান, চতুর্দ্দশ লোকের পরিমাণ ও লক্ষণ, নরকবৃত্তান্ত, মনোময়পুর-বৃত্তান্ত প্রাকৃতিক লয়, শৈবপুরবৃত্তান্ত, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সম্বন্ধ হেতু জীবগণের বিভিন্ন গতি, অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য ব্রহ্মের অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে লক্ষণ নির্দ্দেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই চতুষ্পাদ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ইহা অষ্টাদশ মহাপুরাণের সারভূত। সমগ্র পুরাণে চতুর্লক্ষ শ্লোক আছে; অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উহার একটি অংশ। পরাশরতনয় মহর্ষি বেদব্যাস আমার নিকট হইতে এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া ভূলোকে প্রচারিত করেন। আমি এই পুরাণ প্রথমে বশিষ্ঠের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। শক্তি আবার

জাতূকর্ণকে ঐ পুরাণ শ্রবণ করান। ব্যাস তাঁহার নিকট হইতেই বায়ুপ্রোক্ত এই পুরাণ প্রাপ্ত হয়েন। এই অনুত্তম পুরাণ ব্যাস কর্ত্তৃক ভূলোকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।”

উপরে যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের লক্ষণাদি ও বর্ণিত বিবরণাদির বিষয় একরূপ মোটামুটি জানা যায়। এখন কথা হইতেছে যে, উক্ত লক্ষণ ও বিবরণ আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে কি না এবং উহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে কি না? আমাদের গৃহীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ঐ সমস্ত লক্ষণ ও বিবরণাদি বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একমাত্র অনুক্রমণিকা পাঠ করিলেই সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই অনুক্রমণিকা মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বর্ণনীয় বিষয়গুলির একরূপ মোটামুটি সূচি দেওয়া হইয়াছে। এই অনুক্রমণিকার সহিত নারদীয়-পুরাণোক্ত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণাখ্যানের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এতদ্ব্যতীত মৎস্যপুরাণের মতের সহিত ও ইহার অনৈক্য হইতেছে না। মৎস্যপুরাণ বলিতেছে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল। আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ১ অধ্যায়ে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—

“পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বেদসম্মিতম্॥”

মৎস্যের মতে, যাহাতে ভবিষ্য-কল্প-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। আমাদের আলোচ্য এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একবিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভবিষ্য-কল্প-বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ বিস্তৃত কল্পবিবরণ অপর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না।

শিব উপপুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ডের চরিত বর্ণিত হওয়ায় এই পুরাণের নাম ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের আলোচ্য এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৪ হইতে ৪৯ অধ্যায়ে যে ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের ভূগোলবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ অপর কোন পুরাণে হয় নাই। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব, মৌলিকত্ব এবং মহাপুরাণত্ব সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ বা সন্দেহ থাকিতেছে না।

তবে কথা এই, অধ্যাপক উইলসন, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিচক্ষণ

পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কারণে সন্দিহান হইয়াছেন? সন্দেহ হইবারই কথা। যাঁহারা কেবল পুথির উপর নির্ভর করিয়া পুরাণাদির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পুথিতে প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় "বায়ুপ্রোক্তে সংহিতায়াং" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কেবল এইরূপ পুষ্পিকার উপর নির্ভর করিয়া, কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকে বায়ুপুরাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া, শেষে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হারাইয়া এই মূল মহাপুরাণের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাদের মহাভ্রম বলিতে হইবে; নারদীয় পুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে—

"ব্যাসো লব্ধ্বা ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদ্গতম্।
প্রমাণীকৃত্য লোকেঽস্মিন্ প্রাবর্ত্তয়দনুত্তমম্॥"

এই বচন দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যখন বায়ুপ্রোক্ত হইতেছে, তখন হস্তলিখিত পুথিতে যে 'বায়ুপ্রোক্তে সংহিতায়াং' এইরূপ পুষ্পিকা গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভ্রম নয়। বরং যাঁহারা 'বায়ুপ্রোক্ত' নাম পড়িয়াই তাহা বায়ুপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগেরই মহাভ্রম বলিতে হইবে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে একখানি বায়ুপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও ঐরূপ মহাভ্রম পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূল বায়ুপুরাণ না ছাপাইয়া ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অধিকাংশ বায়ুপুরাণ নামে প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই মহাভ্রম ঘটিলেও এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। এখন সেই পূজনীয় মহাপুরুষ পরলোকগত হইয়াছেন, ভারতের পুরাতত্ত্ববিদ্ মাত্রই তাঁহার অভাবে এখনও শোকসন্তপ্ত! এমন দুঃসময়ে সেই মহাত্মার বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলা কখনই বিবেচনাসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ সেই মহাত্মাকে আমরা হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, দুঃখের সহিত দুই এক কথা লিখিতে হইল।

রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রকাশিত বায়ুপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ছয়খানি হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া বায়ুপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ছয়খানি পুথির মধ্যে ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৯৭৫ নং পুথি খানিই তাঁহার আদর্শ, অপর পুথিগুলি প্রায় অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ হওয়ায়, পাঠ মিলাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এখন আমরা তাঁহার সেই আদর্শ পুথি লইয়াই দুই এক কথা বলিব। সেই পুথির লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হয় যে, তাহা বায়ুপুরাণ নয়, আমাদের আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। রাজেন্দ্রলালের আদর্শ পুথির ৮১।২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্র উচ্যতে।
তস্মাচ্চতুঃশতং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ত্রেতাদীনি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত্রিশতঃ স্মৃতঃ॥
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা।
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে॥
কলের্বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ॥
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
সসন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ॥
এতৎ দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চ চ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশকৈরেব দ্বে সহস্রে তথাপরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ॥
যথা বেদশ্চতুষ্পাদশ্চতুষ্পাদং তথা যুগং।
যথা যুগঞ্চতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ং।
চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা *॥"

---

* রাজেন্দ্রলালের প্রকাশিত বায়ুপুরাণের ১ম ভাগে ২৬৫।৬ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক কয়টি যথানিয়মে আদর্শ পুস্তকানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৎসংগৃহীত চারি খানি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের পুথিতে ২৭ অঃ আছে। পাঠক মহাশয়। যথাস্থানে তাহার অনুবাদ দেখিয়া লইবেন॥

ইতিপূর্ব্বে নারদীয় পুরাণের বচন দ্বারা জানা গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ চারি পাদে বিভক্ত (প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপোদ্ঘাতপাদ ও উপসংহার পাদ) এবং দ্বাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত। অতএব রাজেন্দ্রলালের আদর্শ পুথি বর্ণিত "এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ। চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা।" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই পরিচয় দিতেছে। এতদ্ভিন্ন সোসাইটি প্রকাশিত বায়ুপুরাণের পূর্ব্বভাগে চতুর্থ অধ্যায়োক্ত—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১০
কল্পেভ্যোঽপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ শুচিঃ।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি মারুতং বেদসম্মিতম্ ॥ ১১
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথ্যবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদ্ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ।
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥"

এই কয়েকটি শ্লোক দ্বারা চতুষ্পাদসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই আভাস দিতেছে। যদিও উক্ত বচনের মধ্যে "মারুতং বেদসম্মিতং" এইরূপ পাঠ থাকায় উহাকে বায়ুপুরাণ বলিয়া প্রকৃতই সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা ভ্রমপাঠ বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। কারণ, আমাদের সংগৃহীত চারিখানি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রাচীন পুথিতে 'ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মিতম্' এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণপরিচায়ক প্রকৃত পাঠ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ রাজেন্দ্রলালের আদর্শপুথির সমাপ্তিপুষ্পিকায়—"ইতি মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দ্বাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং সমাপ্তম্।" এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সমাপ্তিজ্ঞাপক পাঠ পরিলক্ষিত হয়। এই আদর্শ পুথিখানি ১৬৯৮ সংবতে অর্থাৎ প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে নাগরাক্ষরে লিখিত হয়। ইহার শেষ পাতে পুরাণখানির শ্লোকসংখ্যাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

প্রক্রিয়াপাদে (শ্লোক সংখ্যা)		৪৮০০
অনুষঙ্গপাদে	,,	৩৬০০
উপোদ্ঘাতপাদে	,,	২৪০০
উপসংহারপাদে	,,	১২০০
		মোট ১২০০০ শ্লোক।

প্রায় সকল পুরাণের মতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১২০০০। (১) অতএব রাজা রাজেন্দ্রলাল দ্বাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ নামে প্রকাশ করিয়া, মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বায়ুপুরাণ-সম্বন্ধে আমাদের দু এক কথা বলা আবশ্যক। কারণ সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে যে, সোসাইটি-প্রকাশিত বায়ুপুরাণই মূল বায়ুপুরাণ। বায়ুপুরাণ সম্বন্ধে এখানে দুই এককথা না বলিলে, হয়ত সাধারণের অমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকিয়া যাইবে, আমাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোসাইটির বায়ুপুরাণ মূলে বায়ুপুরাণই নয়, উহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অঙ্গমাত্র। ঐ অপ্রকৃত বায়ুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা গণনা করিলে ত্রয়োদশ সহস্রের অধিক হয় না। অধিকাংশ পুরাণ ও পৌরাণিকগণের মতে মূল বায়ুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০। মৎস্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।
যত্র তদ্বায়বীয়ং স্যাদ্ রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্।
চতুর্বিংশতিসাহস্রং পুরাণং তদিহোচ্যতে॥"

বায়ু শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুক্ত যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক বায়ুপুরাণ।

স্কন্দপুরাণীয় অবন্তিখণ্ডে রেবামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতম্।
শিবভক্তিসমাযোগাচ্ছৈবং তচ্চাপরাখ্যয়া॥"

বায়ু কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত চতুর্থ পুরাণের নাম বায়বীয় পুরাণ। তাহাতে শিবভক্তির উপদেশ আছে বলিয়া তাহার অপর নাম শৈব।

নারদীয় পুরাণে পূর্ব্বভাগে ৯৫ অধ্যায়ে—

---

(১) মৎস্যপুরাণের মতে শ্লোকসংখ্যা ১২২০০ এবং দেবীভাগবতের মতে ১২১০০। যাহা হউক দুই একশত শ্লোকের এদিক্ ওদিক্ হইলেও অধিকাংশ পুরাণ ও পৌরাণিক মতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ১২০০০ শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বায়বীয়কম্।
যস্মিন্ শ্রুতে লভেদ্ধাম রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রং তৎপুরাণং প্রকীর্তিতম্।
শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মাণ্যত্রাহ মারুতঃ॥
তদ্বায়বীয়মুদিতং ভাগদ্বয়সমাচিতম্।
সর্গাদিলক্ষণং যত্র প্রোক্তং বিপ্র সবিস্তরম্॥
মন্বন্তরেষু বংশাশ্চ রাজ্ঞাং যে যত্র কীর্ত্তিতাঃ।
গয়াসুরস্য হননং বিস্তরাদ্যত্র কীর্ত্তিতম্॥
মাসানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং মাঘস্যোক্তং ফলাধিকম্।
দানধর্ম্মা রাজধর্ম্মা বিস্তরেণোদিতাস্তথা॥
ভূপাতালককুব্ব্যোমচারিণাং যত্র নির্ণয়ঃ।
ব্রতাদীনাঞ্চ পূর্ব্বোঽয়ং বিভাগঃ সমুদাহৃতঃ॥
উত্তরে তস্য ভাগে তু নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনম্।
শিবস্য সংহিতাখ্যা বৈ বিস্তরেণ মুনীশ্বর॥
যো দেবঃ সর্ব্বদেবানাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
স তু সর্ব্বাত্মনা যস্যাস্তীরে তিষ্ঠতি সন্ততম্॥
ইদং ব্রহ্মা হরিরিদং সাক্ষাচ্চেদং পরো হরঃ।
ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং কৈবল্যং নর্ম্মদাজলম্॥
ধ্রুবং লোকহিতার্থায় শিবেন স্বশরীরতঃ।
শক্তিঃ কাপি সরিদ্রূপা রেবেয়মবতারিতা॥
যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রস্যানুচরা হি তে।
বসন্তি যাম্যতীরে যে লোকং তে যান্তি বৈষ্ণবম্॥
ওঙ্কারেশ্বরমারভ্য যাবৎ পশ্চিমসাগরম্।
সঙ্গমাঃ পঞ্চ চ ত্রিংশন্নদীনাং পাপনাশনাঃ॥
দশৈকমুত্তরে তীরে ত্রয়োবিংশতি দক্ষিণে।
পঞ্চত্রিংশত্তমঃ প্রোক্তো রেবাসাগরসঙ্গমঃ॥
সঙ্গমৈঃ সহিতাশ্চৈবং রেবাতীরদ্বয়েঽপি চ।
চতুঃশতানি তীর্থানি প্রসিদ্ধানি চ সন্তি হি॥

সন্তি চান্যানি রেবায়াস্তীরযুগ্মে পদে পদে ॥
সংহিতেয়ং মহাপুণ্যা শিবস্য পরমাত্মনঃ।
নর্ম্মদাচরিতং যত্র বায়ুনা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥”

হে বিপ্র! বায়বীয় পুরাণ শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পরমাত্মা রুদ্রের ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ পুরাণ চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক। বায়ু শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাহাই বায়ুপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বায়ুপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত। উহাতে সবিস্তার সর্গাদিলক্ষণ, মন্বন্তরীয় রাজবংশাবলী, গয়াসুরসংহার, মাস সকলের মাহাত্ম্য, মাঘমাসের ফলাধিক্য, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ভূচর ও খেচরাদি এবং ব্রতাদিনির্ণয়, পূর্ব্বভাগে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় লইয়া এই শিবসংহিতা। ইহার উত্তরভাগে নর্ম্মদাতীর্থ বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণের দুর্বিজ্ঞেয় সনাতন মহাদেব স্বয়ং ঐ নর্ম্মদার তীরে সততই অবস্থান করেন। ঐ নর্ম্মদার জল ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব স্বরূপ এবং উহা নিরাকার কৈবল্য ব্রহ্মস্বরূপ। দেবাদিদেব মহেশ্বর লোকহিতের নিমিত্ত নিজ শরীর হইতে নিজ শক্তিভূত সরিদ্রূপা রেবা নদী অবতারিত করিয়াছেন। উহার উত্তরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা রুদ্রের অনুচরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উহার দক্ষিণ তীরে বাস করেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ওঙ্কারেশ্বর হইতে পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত পঞ্চত্রিংশৎ পাপনাশন নদীসঙ্গম আছে। উহার উত্তর তীরে একাদশ এবং দক্ষিণ তীরে ত্রয়োবিংশতি সঙ্গমস্থল, পরে মধ্যস্থ সঙ্গমটি লইয়া সর্ব্বসমেত পঞ্চত্রিংশৎ সঙ্গমস্থল দৃষ্ট হয়। রেবানদীর উত্তর তীরে চারিশত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে। তদ্ভিন্ন আরও সামান্য তীর্থ অনেক আছে। এই শিবসংহিতা পরম পবিত্র। উহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত। ইহাতে নর্ম্মদাচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি পাঠে জানা যায়, বায়ুর অপর নাম শিবপুরাণ এবং এই পুরাণে নারদীয়োক্ত বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত সোসাইটির বায়ুপুরাণ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত নয়। কেবল বায়ুপুরাণের অন্তর্গত গয়ামাহাত্ম্য উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলালের আদর্শ ৯৭৫ নং গবর্ণমেণ্টের পুথিতে এককালে গয়ামাহাত্ম্য নাই। এতদ্দ্বারা জানা

যাইতেছে, পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল আপনার মত প্রচার করিবার জন্য তাঁহার পুথিতে না থাকিলেও আপন ইচ্ছানুসারে গয়ামাহাত্ম্য সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। এ বড় আক্ষেপের কথা! তিনি কি করিয়া যে গয়ামাহাত্ম্য আপনার সম্পাদিত পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন, আমরা কিছুতেই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে বায়ু এই পুরাণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির মুদ্রিত বায়ুপুরাণের প্রথমে শ্বেতকল্পের প্রসঙ্গ আদৌ নাই। বরং বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারি-প্রকাশিত শিবপুরাণের বায়ু-সংহিতায় শ্বেতকল্পের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সংহিতায় উত্তরভাগে প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

"বক্ষ্যামি পরমং পুণ্যং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
শিবজ্ঞানার্ণবং সাক্ষদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥ ২৩
শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমার্থৈর্বিভূষিতম।
শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন বায়ুনা কথিতং পুরা॥" ২৪

অতএব স্বীকার করিতে হইল, শ্বেতকল্পাশ্রয়ী বায়ুপুরাণ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয় নাই। *

অন্যান্য স্মৃতিসংগ্রহাদি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে বায়ুপুরাণোদ্ধৃত যে সমস্ত বচন আমরা দেখিতে পাই, তাহা সোসাইটির বায়ুপুরাণে নাই। এখানে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের কথা বলিব। বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভাগবত-টীকায় নৈমিশ শব্দের নামনিরুক্তি কালে বায়ুপুরাণ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—"তথাচ বায়বীয়ে।

এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া স্মৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥"

সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকটি ত নাই, তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ আছে—

* বায়ুপুরাণ ও শিবপুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত তাহার কোন সংস্রব না থাকায়, তদ্বর্ণনে ক্ষান্ত থাকিলাম।

"ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্॥"

সোসাইটি মুদ্রিত বায়ু ২অঃ, ৭ শ্লোঃ।

শ্রীধরস্বামীধৃত বায়ুপুরাণের শ্লোকটি যদিও সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকে নাই, কিন্তু বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শিবপুরাণে বায়ুসংহিতায় স্পষ্টই আছে—

"এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥"

বায়ুসংহিতা পূর্ব্বভাগ ২য় অঃ, ৮৮ শ্লোঃ।

ঐ উদ্ধার হইতেও জানা যাইতেছে, সোসাইটি-প্রকাশিত বায়ুপুরাণ মোটে বায়ুপুরাণই নয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অঙ্গমাত্র, এবং সেই মুদ্রিত পুস্তকে গয়া মাহাত্ম্য একত্র প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ পুস্তকখানি এক অদ্ভুত জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহাকে এক কথায় বায়ুপুরাণ কি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কিছুই বলা যাইতে পারে না।

কোন দেশের প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কেবল তত্তদ্দেশের পুরাতত্ত্ববিদ্গণ দ্বারাই উক্ত কার্য্য সুসমাহিত হইতে পারে, এই বিবেচনায় সুসভ্য জাতিমাত্রই তাদৃশ পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণকে লইয়া এক একটি সভা সংস্থাপন করিয়া থাকেন এবং ঐরূপ সভা হইতেই ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এসিয়াটিক সোসাইটিও তজ্জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এইরূপ অনুচিত পরিণামে কোন্ বিবেচক ব্যক্তিই না উক্ত সোসাইটির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন? ফলতঃ সোসাইটির উক্ত অসঙ্গত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়াই আমরা এই পুরাণ প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। নতুবা আমাদিগের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এরূপ ভার আরোপিত হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় সঙ্কল্পিত কার্য্য সফল হইলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিব।

খৃষ্টের ৮ম শতাব্দীতে এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যবদ্বীপে কবিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আমরা আবার আজ মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রচারে উদ্যোগী হইলাম।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়,
১৪ নং তেলিপাড়া লেন। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্

প্রক্রিয়াপাদঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অনুক্রমণিকা।

প্রপদ্যে দেবমীশানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্।
মহেশ্বরং মহাত্মানং সর্ব্বস্য জগতঃ পতিম্॥ ১॥
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
প্রভুং ভূতভবিষ্যস্য সাম্প্রতস্য চ সৎপতিম্॥ ২॥
জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ।
ঐশ্বর্য্যমৈশ্বর্য্যধর্ম্মাশ্চ সত্যকং কৃপয়া সহ॥ ৩॥
য ইমান্ ঈক্ষতে ভাবান্নিত্যং সদসদাত্মকান্।
অবিসন্নপ্রনষ্টার্থো ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরঃ॥ ৪॥

নিখিল-সংসার-পতি, নিত্য, ধ্রুব, অব্যয়, মহাদেব ও মহাত্মা ঈশানকে নমস্কার। সেই সর্ব্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের প্রভু, সর্ব্বত্র অবিজিত ও সাধুশ্রেষ্ঠ লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে নমস্কার। ১-২। অপ্রতিম জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্থৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সত্য ও করুণা প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যে জগৎপতির আয়ত্তাধীন; যিনি সর্ব্বদাই সৎ অসৎ সমুদায় পদার্থই নিরীক্ষণ করিতেছেন; ক্রিয়াভাবের জন্য সমুদায় পদার্থ যে ঈশ্বরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, যিনি নিত্যশক্তি-সম্পন্ন, যোগাবলম্বনে সর্ব্বতত্ত্ববিৎ, লোকতত্ত্বজ্ঞ ও লোককর্ত্তা; যিনি

লোককৃল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় যোগবিৎ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫ ॥
তমজং বিশ্বকর্ম্মাণং চিৎপতিং লোকসাক্ষিণম্।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসুর্ব্রজামি শরণং বিভুম্ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মবায়ুমহেশেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ।
ঋষীণাঞ্চ বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ৭ ॥
তন্নপ্ত্রে চাতিযশসে জাতূকর্ণায় চর্ষয়ে।
বাসবেয়ায় শুচয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় চ ॥ ৮ ॥
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মিতম্।
শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমৈর্ষৎ বিভূষিতম্ ॥ ৯ ॥
অধিশিষ্যাস্ত্রবিক্রান্তে রাজন্যেঽনুপমত্বিষি।
প্রশাসতীমাং ধর্ম্মেণ ভূমিং ভূমিপসত্তমে ॥ ১০ ॥
ঋষয়ঃ সংশিতাত্মানঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
ঋজবো নষ্টরজসঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ ॥ ১১ ॥
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রং বিতেনিরে।
নদ্যাস্তীরে দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়াঃ শুচিরোধসঃ ॥ ১২ ॥

চরাচর সমুদায় ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; আমি পুরাণাখ্যানে জিজ্ঞাসু হইয়া সেই বিশ্বকর্ম্মা, লোকসাক্ষী, চিৎপতি, অনুৎপত্তিমান্ বিভুর শরণ গ্রহণ করি। ৩-৬। আমি সমাহিতচিত্তে ব্রহ্মা, বায়ু, মহাদেব, ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠ, তৎপৌত্র অতিযশস্বী ঋষি জাতূকর্ণ এবং পূতাত্মা জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া বেদসম্মত এবং ধর্ম্মার্থন্যায়ানুগত শাস্ত্রবাক্যপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বর্ণন করিব। ৭-৯।

যে সময়ে অপ্রতিমকান্তি, নৃপতিশ্রেষ্ঠ, পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সত্যব্রতপরায়ণ, সরলচেতা, রজোগুণশূন্য, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় ও প্রশংসিত ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পবিত্রতটিনী ও পূতসলিলা দৃষদ্বতী নদীকূলে একটি দীর্ঘ যজ্ঞের আরম্ভ করেন। ১০-১২। মহাবুদ্ধি পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ

দীক্ষিতাংস্তান্ যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরান্।
ঋষীন্ দ্রষ্টুং মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যচ্চ ভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেঽস্মিল্লোমহর্ষণঃ ॥ ১৪ ॥
তপঃশ্রুতাচারনিধের্ব্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ।
শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥
পুরাণবেদো হ্যখিলস্তস্মিন্ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ভারতী যা চ বিপুলা যা মহাভারতী কথা ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সূত্রাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূমাবোষধয়ো যথা ॥ ১৭ ॥
সতান্ন্যায়েন সুধিয়ো ন্যায়বিন্মুনিপুঙ্গবান্।
অভিগম্যোপসংস্থত্য নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮ ॥
তোষয়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানৃষীন্।
তে চাপি সত্রিনঃ প্রীতাঃ সসদস্যা মহাত্মনে ॥ ১৯ ॥
তস্মৈ সাম চ পূজাঞ্চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে।
অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত ॥ ২০ ॥

সূত সেই যজ্ঞ দর্শন করিতে গিয়া সুমধুর বাক্য দ্বারা শ্রোতৃসমূহকে রোমাঞ্চিত করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি কর্ম্মানুযায়ী 'লোমহর্ষণ' নামে বিখ্যাত হইলেন। ১৩-১৪। ত্রিলোকবিখ্যাত তপঃপরায়ণ বৈদিকাচারনিষ্ঠ মেধাবী লোমহর্ষণ ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য। ১৫। ভূমিতলে ওষধিসমূহের ন্যায় তিনি নিখিল বেদ, পুরাণ, মহাভারত সম্বন্ধীয় বিপুল ভারতী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ক কথা, সূত্র এবং পরিভাষা সমস্ত আপন আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। ১৬-১৭। ন্যায়বিদ্ মেধাবী সূত সেই সকল মুনিপুঙ্গবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের পরিতুষ্টির জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিলে, সদস্যগণসহ মহত্তেজঃসম্পন্ন যাজ্ঞিক ঋষিগণ প্রীত হইয়া যথাবিধি তাঁহার অভ্যর্থনাদি সম্পাদন করিলেন।

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলপতি শৌনক অতিবিশ্বস্ত লোমহর্ষণের দর্শনলাভে

দৃষ্ট্বা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্ ।
তস্মিন্ সত্রে গৃহপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২১ ॥
ইঙ্গিতৈর্ভাবমালক্ষ্য তেষাং সূতমচোদয়ৎ ।

শৌনক উবাচ ।

ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধির্ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২২ ॥
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ ।
দুদোহ বৈ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং পুরা ॥ ২৩ ॥
এষাঞ্চ ঋষিমুখ্যানাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্ ।
শুশ্রূষাঽস্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমর্হসি ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বে হীমে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ ।
স্বান্ স্বান্ বংশান্ পুরাণৈস্তু শৃণুয়ুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥
সপুত্রান্ দীর্ঘসত্রেঽস্মিন্ যেন শ্রাবয়সে মুনীন্ ।
দীক্ষিষ্যমাণৈরস্মাভিস্তেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

স্বয়ং পুরাণশ্রবণে অভিলাষী হইয়া এবং ইঙ্গিতাদি দ্বারা যজ্ঞস্থলে সমাগত অপরাপর মুনিগণেরও তাদৃশ অভিলাষ অবগত হইয়া সূতকে পুরাণপাঠে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত ! তুমি ইতিহাস-পুরাণের জন্যই ব্রহ্মবিদ্ মহাবুদ্ধি ভগবান্ ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়া, তাঁহার পুরাণাশ্রয়া বুদ্ধিকে দোহন করিয়াছ ; সুতরাং পুরাণ শ্রবণ করাইতে তুমিই একমাত্র উপযুক্ত । হে মহাবুদ্ধে ! এই দেখ, সম্মিলিত ধীমান্ মুনিপুঙ্গবগণ পুরাণ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন ; ইঁহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন বংশীয় এবং ব্রহ্মবাদী ; সকলেই স্বস্ব বংশানুগত ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । বিশেষতঃ পুরাণ-শ্রবণের জন্য দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তোমার আনয়নের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অতএব তুমি সপুত্র মুনিগণের নিকট পুরাণ কীর্ত্তন কর । ১৮—২৬ । সূত সত্যব্রতপরায়ণ, পুরাণজ্ঞ

ইতি সঞ্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ২৭ ॥
স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভিঃ স্মৃষ্টঃ পুরাতনঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেজসাম্ ॥ ২৮ ॥
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতীনাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাসপুরাণেষু ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৯ ॥
ন হি বেদেষধিকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।
বৈণ্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥
সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রাগমং বর্ণবৈকৃতম্।
ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ ॥ ৩১ ॥
জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত।
প্রমাদাত্তত্র সংজজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কর্ম্মসু ॥ ৩২ ॥
শিষ্যহব্যেণ যৎ পৃক্তমভিপৃক্তং গুরোর্হবিঃ।
অধরোত্তরাপচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

মুনিগণের এইরূপ আগ্রহাতিশয় দর্শনে পুরাণপাঠে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—দেবতা, ঋষি, অমিততেজা নৃপতি, বেদোক্ত মহাত্মগণ এবং ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশ কীর্ত্তন করাই সূতের জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রাচীন সাধুগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৭—২৯। বেদাধিকার না থাকায় এতদ্ব্যতীত আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সূতের দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন সময়ে বেণতনয় মহাত্মা পৃথু এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে বৃহস্পতির হবির সহিত ইন্দ্রের হবি সংসৃষ্ট হয়, এবং ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাহাই আহুতি দেওয়া হইয়াছিল; এইরূপে গুরুশিষ্যের হবিসংসর্গবশতঃ ঐ যজ্ঞে বিকৃতবর্ণ সূত কোন সূতীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের নিয়মও সেই যজ্ঞ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ২৮—৩৩। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণ বা তদপেক্ষা নীচ যোনিতে সূতের জন্ম; সুতরাং সাধর্ম্ম্য অনুসারে সূতকে

যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্‌ব্রাহ্মণাবরযোনিতঃ।
ততঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
নিয়মো হ্যস্য সূতস্য ব্রহ্মক্ষেত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৫ ॥
তৎ স্বধর্ম্মমহং প্রোক্তো ভবদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
কস্মাৎ স্বধর্ম্মং ন ব্রূয়াৎ পুরাণমৃষিসংস্তুতম্ ॥ ৩৬ ॥
পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবী সমপদ্যত।
অপধ্যাতা চ পিতৃভির্ম্মৎস্যযোনৌ বভূব সা ॥ ৩৭ ॥
অরণীব হুতাশস্য নিমিত্তং যস্য জন্মনঃ।
তস্যাং জাতো মহাযোগী ব্যাসো বেদবিদাম্বরঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মৈ ভগবতে কৃত্বা নমো ব্যাসায় বেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তিনে ॥ ৩৯ ॥
মানুষচ্ছদ্মরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৪০ ॥
জাতমাত্রঞ্চ যং বেদ উপতস্থে সসংগ্রহঃ।
ধর্ম্মমেব পুরস্কৃত্য জাতুকর্ণাদবাপ তাং ॥ ৪১ ॥
মতিং মন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ।
প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের তুল্যধর্ম্মা বলা যাইতে পারে। ৩৪। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আনুগত্যই সূতের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং রথ, হস্তী, অশ্বচারণ প্রভৃতি কর্ম্ম সূতের জঘন্য ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৫। অতএব পুরাণপাঠই যখন সূতের স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তখন ব্রহ্মবাদিগণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ঋষিপূজিত পুরাণ পাঠ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে কেন না প্রস্তুত হইব? ৩৬।

অগ্নিজন্ম বিষয়ে অরণীর ন্যায়, বাসবী নাম্নী পিতৃগণের মানসী কন্যা যাঁহার জন্মক্ষেত্র এবং যাঁহার জননী হইবার জন্যই ঐ বাসবী পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মৎস্যযোনি পরিগ্রহ করেন, যে মহাপুরুষের জন্মমাত্রই ধর্ম্মপুরঃসর সাঙ্গবেদ জাতুকর্ণের নিকট হইতে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি বেদসাগর হইতে বুদ্ধিরূপ মন্থানদণ্ড দ্বারা ইহলোকে মহাভারতচন্দ্রমা প্রকাশ করিয়াছেন,

বেদদ্রুমশ্চ যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত।
ভূমিকালগুণান্ প্রাপ্য বহুশাখো যথা দ্রুমঃ॥ ৪৩॥
তস্মাদহমুপশ্রুত্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ।
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্ববেদেষু পূজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ॥ ৪৪॥
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং মাতরিশ্বনা।
পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ব্বং নৈমিষীয়ৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৪৫॥
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্মুখঃ।
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভুর্হেতুরীশ্বরঃ॥ ৪৬॥
অব্যক্তং কারণং যচ্চ নিত্যং সদসদাত্মকম্।
মহদাদিবিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ৪৭॥
অণ্ডং হিরণ্ময়ঞ্চৈব বভূবাপ্রতিমন্ততঃ।
অণ্ডস্যাবরণঞ্চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা॥ ৪৮॥

এবং বৃক্ষ যেমন ভূমিগুণ ও কালগুণ প্রাপ্ত হইয়া বহুশাখাবিশিষ্ট হয়, সেই-রূপ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বেদবৃক্ষ সুবহুশাখা পরিবৃত হইয়াছে, সেই পুরাণপুরুষ, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, মানুষচ্ছদ্মরূপী, প্রভবিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার ভগবান্ ব্যাসদেবকে প্রণিপাত করিয়া, সেই সর্ব্ববেদপূজিত, সর্ব্বজ্ঞ ও দীপ্ততেজা ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেবের নিকট উপশ্রুত পুরাণ কীর্ত্তন করিব; এই পুরাণ নৈমিষারণ্যস্থিত মহাত্মা মুনিগণের আদেশানুসারে পূর্ব্বকালে বায়ু কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ৩৬—৪৫।

এই পুরাণে প্রথমতঃ মহেশ্বর, পর, অব্যক্ত, চতুর্বাহু, চতুর্ম্মুখ, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বকারণভূত ঈশ্বর যেরূপে কারণস্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, নিত্য, অসৎ এবং মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত পদার্থনিচয়ের সৃষ্টি করেন; যেরূপে অনুপম হিরণ্ময় অণ্ডের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ঐ অণ্ড জলাবৃত, জল তেজঃসমাবৃত, তেজঃ অনিলাবৃত, অনিল আকাশাবৃত, আকাশ ভূত-সমূহ-পরিবৃত, ভূতনিচয় তন্মাত্ররূপ ভূতাদিপরিবৃত, ভূতাদিও আবার মহত্তত্ত্বে পরিবৃত এবং মহত্তত্ত্ব

বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনা বৃতম্ ।
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাবৃতো মহান্ ॥ ৪৯ ॥
অতোঽত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাঞ্চোপবর্ণিতম্ ।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবোঽত্র বর্ণ্যতে ॥ ৫০ ॥
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং কল্পানাঞ্চোপবর্ণনম্ ।
কীর্ত্তনং ব্রহ্মক্ষত্রস্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫১ ॥
অতঃপরং ব্রহ্মণশ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্ত্যন্তে ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৫২ ॥
কল্পানাং বৎসরঞ্চৈব জগতঃ স্থাপনন্তথা ।
শয়নঞ্চ হরেরত্র পৃথিব্যুদ্ধরণন্তথা ॥ ৫৩ ॥
সন্নিবেশঃ পুরাদীনাং বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
বৃক্ষাণাং গৃহসংস্থানাং সিদ্ধানাঞ্চ বিনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥
যোজনানাং পথাঞ্চৈব সঞ্চরং বহুবিস্তরম্ ।
স্বর্গস্থানবিভাগঞ্চ মর্ত্ত্যানাং ভুবিচারিণাম্ ॥ ৫৫ ॥
বৃক্ষাণামোষধীনাঞ্চ বীরুধাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্ ।
বৃক্ষনারকিকীটত্বং মর্ত্ত্যানাং পরিকীর্ত্তনম্ ॥ ৫৬ ॥

অব্যক্তপরিবৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৪৬—৪৯। ক্রমে ঐ অণ্ডমধ্যে বিশ্বদেবগণ, ঋষি, নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বর্ণন, সমগ্র মন্বন্তর, কল্প, ব্রহ্মক্ষত্রাদি ও ব্রহ্মার জন্ম কীর্ত্তন; তদনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির উপবর্ণন এবং অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার অবস্থা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫০—৫২। কল্পের বৎসর নির্দ্দেশ; জগতের প্রতিষ্ঠাপন; প্রলয়ান্তে হরির শয়ন; পৃথিবীর উদ্ধার; বর্ণ ও আশ্রম বিভাগানুসারে গৃহাদির এবং গৃহসংস্থিত বৃক্ষাদির সন্নিবেশ ও সিদ্ধ সকলের বিনাশবর্ণন; যোজনপথের বহুবিস্তৃত সঞ্চরণ; স্বর্গের স্থানবিভাগ; মর্ত্ত্য প্রাণী, বৃক্ষ, ওষধি ও লতা প্রভৃতির স্থানবিভাগ; মর্ত্ত্যগণের কর্ম্মানুসারে বৃক্ষ ও নারকিকীটত্ব প্রাপ্তি; দেবতা ও ঋষিসমূহের দ্বিবিধ গতি এবং অগ্ন্যাদির সৃষ্টিবিষয়ও ইহাতে

দেবতানামৃষীণাঞ্চ দ্বে সৃতী পরিকীর্ত্তিতে।
অঙ্গাদীনাং তনূনাঞ্চ সৃজনম্ব্যজনস্তথা॥ ৫৭॥
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ ৫৮॥
অঙ্গানি ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
পশূনাং পুরুষাণাঞ্চ সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৯॥
তথা নিবর্হণং প্রোক্তং কল্পস্য চ পরিগ্রহঃ।
নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণো বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ॥ ৬০॥
ত্রয়োঽন্যে বুদ্ধিপূর্ব্বাস্তু ততো লোকানকল্পয়ৎ।
ব্রহ্মণোঽবয়বেভ্যশ্চ ধর্ম্মাদীনাং সমুদ্ভবঃ॥ ৬১॥
যে দ্বাদশ প্রসূয়ন্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ।
কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতিসন্ধিশ্চ যত্তয়োঃ॥ ৬২॥
তমোমাত্রাবৃতত্বাচ্চ ব্রহ্মণোঽধর্ম্মসম্ভবঃ।
তথৈব শতরূপায়াঃ সম্ভবশ্চ ততঃ পরম্॥ ৬৩॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতয়শ্চ তাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে ধুতপাপ্মানো যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৬৪॥

সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৫৩—৫৭। যেরূপে সর্ব্ব প্রথমেই ব্রহ্মহৃদয়ে পুরাণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তৎপরে বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রত ও নিয়ম মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় কথিত হইয়াছে। পশু ও পুরুষ-সমূহের উদ্ভব কথা, ব্রহ্মার নয়টি মানস-সৃষ্টির বিষয়, এবং ঐরূপ অন্য তিনটি মানস-সৃষ্টির কথা, লোককল্পনা, যে দ্বাদশটি প্রজা প্রতিকল্পেই ব্রহ্মকলেবর হইতে সমুদ্ভূত হয় ধর্ম্মাদি সেই দ্বাদশটি প্রজার উৎপত্তি কথা এবং কল্পদ্বয়ের অন্তর ও উভয় কল্পের প্রতিসন্ধির বিষয়, তমোগুণ্ বশতঃ ব্রহ্মা হইতে যেরূপে অধর্ম্ম ও শতরূপার উৎপত্তি, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। ৫৮—৬৩। পাপস্পর্শ-পরিশূন্য প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, প্রসূতি, আকূতি এবং অন্যান্য লোকপ্রতিষ্ঠার আধারভূত ব্যক্তিগণের বর্ণনা,

রুচেঃ প্রজাপতেশ্চোর্দ্ধমাকুত্যাং মিথুনোদ্ভবঃ ।
প্রসূত্যামপি দক্ষস্য কন্যানাং প্রভবস্ততঃ ॥ ৬৫ ॥
দাক্ষায়ণীষু চাপূর্দ্ধং শ্রদ্ধাদ্যাসু মহাত্মনাম্‌ ।
ধর্ম্মস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্য সুখোদয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
তথাঽধর্ম্মস্য হিংসায়াং তামসোঽশুভলক্ষণঃ ।
মহেশ্বরস্য সত্যাঞ্চ প্রজাসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥
নিরাময়ঞ্চ ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীর্ত্তিতং পুনঃ ।
যোগং যোগনিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্‌ ॥৬৮।
প্রাদুর্ভাবশ্চ রুদ্রস্য মহাভাগ্যং তথৈব চ ।
ত্রৈবেদিকাং কথাঞ্চাপি সংবাদঃ পরমো মহান্‌ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মনারায়ণাভ্যাঞ্চ যত্র স্তোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্‌ ।
স্তুতস্তাভ্যাং স দেবেশস্তুতোষ ভগবান্‌ শিবঃ ॥ ৭০ ॥
প্রাদুর্ভাবোঽথ রুদ্রস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গে মহাত্মনঃ ।
কীর্ত্ত্যন্তে নাম হেতুশ্চ যথারোদীন্মহামনাঃ ॥ ৭১ ॥

আকুতিতে প্রজাপতি রুচি ও প্রসূতিতে দক্ষ সঙ্গত হইলে যেরূপে দক্ষকন্যা-গণের উৎপত্তি ; শ্রদ্ধাদি দাক্ষায়ণীতে সাত্ত্বিক ধর্ম্ম সঙ্গত হইলে যেরূপে মহাত্মগণের সুখের সৃষ্টি ; হিংসায় অধর্ম্ম সহবাসে যেরূপে তামস অশুভ এবং সতী ও মহেশ্বরের সঙ্গমে যেরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সমস্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬৪—৬৭।

যোগী সেই নিরাময় ব্রহ্মাকে যেমন মুমুক্ষু দ্বিজগণের 'যোগ' বলিয়া থাকেন। ৬৮। সেইরূপ রুদ্রের প্রাদুর্ভাবকে 'মহাভাগ্য', এবং যে বৈদিক কথায় ব্রহ্মনারায়ণ কর্ত্তৃক রুদ্রের স্তব-বাক্য কথিত আছে, সেই ত্রৈবেদিক কথাকে পরম ও মহৎ 'সংবাদ' বলিয়া স্বীকার করেন। দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ শিব ব্রহ্মনারায়ণের সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, যেরূপে মহাত্মা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মহামনা রুদ্রের রোদন শব্দসমূহ যেরূপে তাঁহার নামনিচয়ের এক একটি হেতু বলিয়া

রুদ্রাদীনি যথা স্রষ্টৌ নামান্যাপ্নোৎ স্বয়ম্ভুবঃ ।
যথা চ তৈর্ব্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৭২ ॥
ভৃগ্বাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
বসিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মর্ষের্যত্র গোত্রানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৭৩ ॥
অগ্নেঃ প্রজায়াঃ সম্ভূতিঃ স্বাহায়াং যত্র কীর্ত্তিতা ।
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্ ॥ ৭৪ ॥
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কীর্ত্ত্যতে চ মহেশ্বরাৎ ।
দক্ষস্য শাপঃ সত্যর্থে ভৃগ্বাদীনাঞ্চ ধীমতাম্ ॥ ৭৫ ॥
প্রতিশাপশ্চ রুদ্রস্য দক্ষাদদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
প্রতিষেধশ্চ বৈরস্য কীর্ত্ত্যতে দোষদর্শনাৎ ॥ ৭৬ ॥
মন্বন্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৭৭ ॥
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য কন্যায়াং শুক্রলক্ষণঃ ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ ॥ ৭৮ ॥
তেষাং নিয়োগো দ্বীপেষু দেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ।
স্বায়ম্ভুবস্য সর্গস্য ততশ্চাপ্যনুকীর্ত্তনম্ ॥ ৭৯ ॥

কীর্ত্তিত হইয়াছে, স্বয়ম্ভু যেরূপে রুদ্রাদি অষ্টনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেরূপে চরাচর ত্রৈলোক্য তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত হইয়াছে; ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রজা-সৃষ্টি, ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠের বংশবর্ণনা, (৭২-৭৩) স্বাহাগর্ভে অগ্নির প্রজোৎপত্তি; তদনন্তর পিতৃবংশপ্রসঙ্গে স্বধাগর্ভে দ্বিবিধ পিতৃগণের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেরূপে সতীর জন্য মহেশ্বর হইতে দক্ষ ও ধীমান্ ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপ, অদ্ভুতকর্ম্মা দক্ষ হইতে রুদ্রের প্রতিশাপ ও দোষ-দর্শনে শত্রুতার প্রতিষেধ, তৎসমুদায়ই ইহাতে বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্বন্তর প্রসঙ্গানুসারে কালজ্ঞান, কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত হইতে সমুৎপন্ন পুত্রগণের সর্গবিস্তার, পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপ ও দেশ বিভাগে তাঁহাদিগের নিয়োগ কথা; স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টিপ্রকরণ, নাভি ও মহাত্মা

উক্তো নাভের্নিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ ।
দ্বীপানাং সসমুদ্রাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ॥ ৮০ ॥
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ তদ্ভেদানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তসু ॥ ৮১ ॥
বিস্তরান্ মণ্ডলাচ্চৈব জম্বুদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ কীর্ত্ত্যতে পর্ব্বতৈঃ সহ ॥ ৮২ ॥
হিমবান্ হেমকূটস্তু নিষধো মেরুরেব চ ।
নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৮৩ ॥
তেষামন্তরবিষ্কম্ভা উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ ।
কীর্ত্ত্যন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥ ৮৪ ॥
ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ।
ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টানি গতিমদ্ভির্ধ্রুবৈস্তথা ॥ ৮৫ ॥
জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ ।
ততশ্চাপ্যম্ময়ী ভূমির্লোকালোকশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৮৬ ॥
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।
ভূরাদয়শ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বরণৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ ॥ ৮৭ ॥

রজের উৎপত্তি ; দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ, নদী ও নদীর ভেদ কীর্ত্তন ; সহস্র প্রকার দ্বীপভেদ মধ্যে সপ্তবিধ, তাহার অন্তর্ভেদ ; মণ্ডলানুসারে সমুদ্র ও জম্বুদ্বীপের বিস্তার ও পর্ব্বতসহ তাহাদিগের যোজনানুসারে পরিমাণের বিষয় ; (৭৪—৮২) হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই সাতটি বর্ষপর্ব্বতের মধ্যভাগ উন্নতি ও পরিসর পরিমাণ, তত্রত্য অধিবাসিগণের, নদী, পর্ব্বত, স্থাবর ও জঙ্গম ভূতাদি দ্বারা উপনিবিষ্ট ভারতাদি বর্ষ সমূহের এবং সপ্তসাগরাবৃত জম্বুদ্বীপাদি দ্বীপসমূহের জলময়ী ভূমি ও লোকালোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৮৩—৮৬। অণ্ডমধ্যবর্ত্তী যাবতীয় পরিদৃশ্যমান লোকসমূহ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ; প্রাকৃত আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূরাদি ত্রিলোকের ঐকদেশিক পরিমাণ, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং অব-

সর্ব্বঞ্চ তৎপ্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিকম্।
সব্যাসপরিমাণঞ্চ সংক্ষেপেণৈব কীর্ত্ত্যতে ॥ ৮৮ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ ॥ ৮৯ ॥
মাহেন্দ্রাদ্যাঃ পুনঃ পুণ্যা মানসোত্তরমূর্দ্ধনি।
অতঊর্দ্ধং গতিশ্চোক্তা স্বর্গস্যালাতচক্রবৎ ॥ ৯০ ॥
নাগবীথ্যজবীথ্যোশ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব মণ্ডলানাঞ্চ যোজনৈঃ ॥ ৯১ ॥
লোকালোকস্য সন্ধ্যায়া অহ্নো বিষুবতস্তথা।
লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোর্দ্ধং কীর্ত্ত্যন্তে যে চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৯২ ॥
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ।
গৃহিণাং ন্যাসিনাঞ্চোক্তৌ রজঃসত্ত্বসমাশ্রয়াৎ ॥ ৯৩ ॥
কীর্ত্ত্যতে চ পদং বিষ্ণোর্ধর্ম্মাদ্যা যত্র ধিষ্ঠিতাঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহাণাং জ্যোতিষাস্তথা ॥ ৯৪ ॥
কীর্ত্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাৎ প্রজানাঞ্চ শুভাশুভম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোঽর্থবশাৎ স্বয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

শিষ্ট জলাংশের যোজনানুসারে পরিমাণ; মানস সরোবরের উত্তর তটস্থিত পবিত্র মাহেন্দ্রাদির বিষয়; অলাতচক্রবৎ স্বর্গগতি, নাগবীথী ও অজবীথীর লক্ষণ; কাষ্ঠা, লেখা, মণ্ডল, যোজন, লোকালোক, সন্ধ্যা, বিষুবানুসারে দিবসের বিষয়, ঊর্দ্ধ ও চতুর্দ্দিকস্থ লোকপাল-সমূহের কীর্ত্তন এবং পিতৃলোক, দেবলোক, গৃহী ও ন্যাসিগণের রজঃ ও সত্ত্ব-গুণানুসারে দক্ষিণ ও উত্তর পথের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৭—৯৩।

যাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পদার্থ চতুষ্টয় অধিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণু-পদও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধ্রুবসামর্থ্য অনুসারে সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক গ্রহদিগের সঞ্চার এবং তদনুসারে জীবগণের শুভাশুভ বর্ণিত হইয়াছে। যে

কীর্ত্ত্যতে ভগবান্ যেন প্রসর্পতি দিবি স্বয়ম্।
সরথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা ॥ ৯৬ ॥
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।
অপাং সারময়শ্চেন্দোঃ কীর্ত্ত্যতে চ রথস্তথা ॥ ৯৭ ॥
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্ত্যেতে সূর্য্যকারিতৌ।
সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ৯৮ ॥
কীর্ত্ত্যতে শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ।
তারারূপাণি সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৯৯ ॥
নিবাসা যত্র কীর্ত্ত্যন্তে দেবানাং পুণ্যকারিণাম্।
সূর্য্যরশ্মিসহস্রে চ বর্ষশীতোষ্ণনিঃস্রবঃ ॥ ১০০ ॥
প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কর্ম্মতোঽর্থতঃ।
পরিমাণগতী চোক্তে গ্রহাণাং সূর্য্যসংশ্রয়াৎ ॥ ১০১ ॥
যথা চাশু বিষাৎ প্রাপ্তা শম্ভোঃ কণ্ঠস্য নীলতা।
ব্রহ্মপ্রসাদিতস্যাশু বিষাদঃ শূলপাণিনঃ ॥ ১০২ ॥
স্তূয়মানঃ সুরৈর্বিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মহেশ্বরম্।
লিঙ্গোদ্ভবকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১০৩ ॥

রথে ভগবান্ সূর্য্য আকাশে বিচরণ করেন, তাহা ব্রহ্মনির্ম্মিত এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগশ্রেষ্ঠ ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া কথিত আছে।

ঐরূপ চন্দ্রেরও জলময় রথের বিষয় বর্ণিত আছে। ৯৪—৯৭। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সূর্য্যকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধ্রুব হইতে সূর্য্যাদির রথ-সমূহের কীর্ত্তন এবং যাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব অবস্থিত, গ্রহগণের সহিত তারা-রূপী নক্ষত্রগণের ও পুণ্যকারিদিগের যথায় নিবাসস্থল, সেই শিশুমারও কীর্ত্তিত হইয়াছে। সূর্য্যের রশ্মিসহস্রে বর্ষ, শীত ও উষ্ণের নিঃস্রব, নাম কর্ম্ম ও অর্থানুসারে রশ্মির বিভাগ এবং সূর্য্যসংশ্রয় হেতু গ্রহগণের পরিমাণ ও গতি কথিত হইয়াছে। ৯৮—১০১।

যেরূপে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূলপাণি বিষপান দ্বারা নীলকণ্ঠ

বিশ্বরূপাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।
পুরূরবস্ত ঐলস্য মাহাত্ম্যানুপ্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১০৪ ॥
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণঞ্চামৃতস্য বৈ।
ততঃ পর্ব্বাণি কীর্ত্ত্যন্তে পর্ব্বণাঞ্চৈব সন্ধয়ঃ ॥ ১০৫ ॥
স্বর্গলোকগতানাঞ্চ প্রাপ্তানাঞ্চাপ্যধোগতিম্।
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং শ্রাদ্ধেনানুগ্রহো মহান্ ॥ ১০৬ ॥
যুগসংখ্যা প্রমাণঞ্চ কীর্ত্ত্যতে চ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগে চাপকর্ষাদ্বার্ত্তায়াঃ সংপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১০৭ ॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সংস্থিতির্ধর্ম্মতস্তথা।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনঞ্চৈব সংবাদো যত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১০৮ ॥
ঋষীণাং বসুনা সার্দ্ধং বসোশ্চাধঃ পুনর্গতিঃ।
প্রশ্নানাং অধরত্বঞ্চ স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্ ॥ ১০৯ ॥
প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্বাপরস্য কলেশ্চাত্র সংক্ষেপেণ প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১১০ ॥

হইয়াছেন, যেরূপে দেবস্তুত হইয়া বিষ্ণু মহেশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন, যেরূপে সর্ব্বপাপনাশক পবিত্র লিঙ্গোৎপত্তি হইয়াছিল ও যেরূপে বিশ্বরূপ মহাদেব হইতে প্রধানের অদ্ভুত পরিণাম হইয়াছিল, এ সমুদায়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইলাপুত্র পুরূরবার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, দ্বিবিধ 'পিতৃলোকদিগের অমৃতের তর্পণ এবং তৎপরে পর্ব্ব ও পর্ব্বসন্ধি কথিত হইয়াছে। ১০২-১০৫। স্বর্গগত ও অধোগতিপ্রাপ্ত দ্বিবিধ পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ দ্বারা মহৎ অনুগ্রহ-বর্ণন, যুগসংখ্যা, সত্যযুগের প্রমাণ, অপকর্ষ হেতু ত্রেতাযুগের প্রমাণ, বর্ণ ও আশ্রমের বার্ত্তা-প্রবর্ত্তন, সংখ্যা-প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মানুসারে বর্ণ ও আশ্রমের সংস্থিতি, যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন, বসুগণ সহ ঋষিদিগের সংবাদ ও বসুগণের ঊর্দ্ধগতি এবং পুনর্ব্বার অধোগতির বিষয়ও কথিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু-বিষয়ক প্রশ্ন ভিন্ন প্রশ্নান্তরের নিন্দা, তপস্যার প্রশংসা, সম্পূর্ণরূপে যুগের অবস্থা,

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং প্রমাণানি যুগে যুগে ।
কীর্ত্ত্যন্তে যুগসামর্থ্যাৎ পরিণাহোচ্ছ্রয়ায়ুষঃ ॥ ১১১ ॥
শিষ্টাদীনাঞ্চ নির্দ্দেশঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে ।
বেদস্য তদ্বিজাতানাং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্‌ ॥ ১১২ ॥
শাখানাং পরিমাণঞ্চ বেদব্যাসাভিশব্দিতম্‌ ।
মন্বন্তরাণাং সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ ॥ ১১৩ ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ । *
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ ॥ ১১৪ ॥
মন্বন্তরস্য সংখ্যা চ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা ।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্‌ ॥ ১১৫ ॥
অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তমানেন কীর্ত্ত্যতে ।
তথা মন্বন্তরাণাঞ্চ প্রতিসন্ধানলক্ষণম্‌ ॥ ১১৬ ॥
অতীতানাগতানাঞ্চ প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
মন্বন্তরক্রমশ্চৈব কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১১৭ ॥

দ্বাপর ও কলির সংক্ষেপে বর্ণনা, দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌জাতির প্রতিযুগে প্রমাণ, যুগসামর্থ্যানুসারে আয়ুর বিশালতা ও উন্নতি, শিষ্টাদির নির্দ্দেশ, বেদের আবির্ভাব, বেদজাত মন্ত্রসমূহের প্রাদুর্ভাব এবং বেদব্যাসোক্ত বেদশাখা সমূহের পরিমাণও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্বন্তরের সংহার, সংহারান্তে পুনর্ব্বার দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের উৎপত্তি, বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করা অসাধ্য বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ১০৬—১১৪। মানুষ সংখ্যানুসারে মন্বন্তরের সংখ্যা, সমুদায় মন্বন্তরের লক্ষণ, বর্ত্তমান অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের লক্ষণ এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর মধ্যে অতীত ও অনাগতের প্রতিসন্ধানলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মন্বন্তরের ক্রম, কালজ্ঞান এবং সমুদায় মন্বন্তরে

* "সীমাদীনাঞ্চ নির্দ্দেশঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে ।
মন্ত্রাণাং লক্ষণৈঃ শুদ্ধৈঃ ঋষীণাং তারকাদিভিঃ ॥
ঈশ্বরাণামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ ।
গোত্রাণাং লক্ষণঞ্চৈব আর্যাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্‌ ॥"
(ইত্যাদিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ দৃশ্যতে ।)

মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজেশানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
দক্ষস্য চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সুতাঃ॥ ১১৮॥
ব্রহ্মাদিভিস্তে জনিতা দক্ষেণৈব চ ধীমতা।
সাবর্ণ্যাদ্যাশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে মনবো মেরুমাশ্রিতাঃ॥ ১১৯॥
ধ্রুবস্যোত্তানপাদস্য প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।
পৃথুনাপি চ বৈণ্যেন ভূমের্দ্দোহপ্রবর্ত্তনম্॥ ১২০॥
পাত্রাণাং পয়সাঞ্চৈব বৎসানাঞ্চ বিশেষণম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্ব্বমেব দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা॥ ১২১॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ।
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে জন্ম সোমস্যাংশেন ধীমতঃ॥ ১২২॥
ভূতভব্যভবৎসত্বং মহেন্দ্রাণাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মন্বাদিকা ভবিষ্যন্তি আখ্যানৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতাঃ॥ ১২৩॥
বৈবস্বতস্য চ মনোঃ কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্॥ ১২৪॥
ব্রহ্মশুক্রাৎ সমুৎপত্তির্ভৃগ্বাদীনাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
বিনিবৃত্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষস্য মনোঃ শুভে॥ ১২৫॥

দেবতা ও রাজাদিগের বর্ণনও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদিজনিত দক্ষের দৌহিত্র ও প্রিয় দুহিতার কন্যাগণ এবং ধীমান্ দক্ষজনিত সুমেরুনিবাসী সাবর্ণ্য প্রভৃতি মনুগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ১১৫—১১৯। উত্তানপাদতনয় ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, বেণতনয় পৃথু কর্ত্তৃক ভূমিদোহন, তাহাতে পাত্র, দুগ্ধ ও বৎসের বর্ণনা এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি যেরূপে বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, তাহাও কথিত হইয়াছে। ১২০—১২১। দশ প্রচেতার ঔরসে ও মারিষাগর্ভে চন্দ্রের অংশে প্রজাপতি ধীমান্ দক্ষের জন্ম বিবরণ; মহেন্দ্রগণের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানতা-কীর্ত্তন, মনুপ্রভৃতি যেরূপে বহু-আখ্যান-পরিবৃত হইবেন, বৈবস্বত মনু যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মশুক্র হইতে মহাদেব যেরূপে বারুণীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও পরি-

দক্ষস্য কীর্ত্যতে সর্গো ধ্যানাদ্বৈবস্বতেঽন্তরে।
নারদঃ প্রিয়সংবাদী দক্ষপুত্রান্মহাবলান্॥ ১২৬॥
নাশয়ামাস শাপায় আত্মনো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
ততো দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামেব বিশ্রুতাঃ॥১২৭॥
কীর্ত্যতে ধর্ম্মসর্গশ্চ কশ্যপস্য চ ধীমতঃ।
অতঊর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ॥ ১২৮॥
একত্বঞ্চ পৃথক্‌ত্বঞ্চ বিশেষত্বঞ্চ কীর্ত্যতে।
ঈশ্বত্বাচ্চ যথা সপ্ত জাতা দেবাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ১২৯॥
মরুৎপ্রসাদো মরুতাং দিত্যা দেবাংশসম্ভবাঃ।
কীর্ত্যন্তে মরুতাঞ্চাথ গণাস্তে সপ্তসপ্তকাঃ॥ ১৩০॥
দেবত্বং পিতৃবাক্যেন বায়ুস্কন্ধেন চাশ্রয়ঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্॥ ১৩১॥
সর্ব্বভূতপিশাচানাং পশূনাং পক্ষিবীরুধাম্।
উৎপত্তয়শ্চাপ্সরসাং কীর্ত্যন্তে বহুবিস্তরাৎ॥ ১৩২॥
সমুদ্রসংযোগকৃতং জন্মৈরাবতহস্তিনঃ।
বৈনতেয়সমুৎপত্তিস্তথা চাস্যাভিষেচনম্॥ ১৩৩॥

কীর্ত্তিত হইয়াছে। চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টিকার্য্য নিবৃত্ত হইলে দক্ষ ধ্যান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র প্রিয়সংবাদী নারদ সেই সকল মহাবল পুত্রগণকে অভিশাপ দ্বারা বিনষ্ট করেন; তখন দক্ষ বীরিণী-গর্ভে প্রসিদ্ধ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও সতী প্রভৃতি কন্যাগণের সৃষ্টি করিলেন, ইহার বিশদ বর্ণনা এবং ধীমান্ কশ্যপের ধর্ম্মসৃষ্টির বিষয়ও কথিত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব, বিভিন্নতা ও বিশেষত্বের বিষয় এবং স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক সপ্তদেবের উৎপত্তি-কথা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ১২২—১২৯। মরুদ্গণের প্রতি দেবগণের অনুগ্রহ, দিতি-গর্ভে ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার বায়ুগণের দেবাংশে উৎপত্তি, পিতৃবাক্যানুসারে বায়ুসমূহের দেবত্ব; দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রক্ষঃ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও লতা প্রভৃতির ও অপ্সরোগণের

ভৃগূণাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চাঙ্গিরসামপি।
কশ্যপস্য পুলস্ত্যস্য তথৈবাত্রের্ম্মহাত্মনঃ ॥ ১৩৪ ॥
পরাশরস্য চ মুনেঃ প্রজানাং যত্র বিস্তরঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্ ॥ ১৩৫ ॥
তিস্রঃ কন্যাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে যাসু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
পিতৃদৌহিত্রনির্দ্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে ॥ ১৩৬ ॥
বিস্তরস্তে ভগবতঃ পঞ্চানাং সুমহাত্মনাম্।
ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্য ততঃ পরম্ ॥ ১৩৭ ॥
বিকুক্ষিচরিতঞ্চোক্তং ধুন্ধোশ্চৈব নিবর্হণম্।
বৃহদ্বলান্তসংক্ষেপাদিক্ষ্বাকাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৮ ॥
নিম্যাদীনাং ক্ষিতীশানাং যাবজ্জহ্নুগণাদিতি।
কীর্ত্ত্যতে বিস্তরো যশ্চ যযাতেরপিভূপতেঃ ॥ ১৩৯ ॥
যদুবংশসমুদ্দেশো হৈহয়স্য চ বিস্তরঃ।
ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্য বিস্তরঃ ॥ ১৪০ ॥
জ্যামঘস্য চ মাহাত্ম্যং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
দেবাবৃধস্য ত্বর্কস্য বৃষ্টেশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১৪১ ॥

উৎপত্তি-বিবরণ, সমুদ্র হইতে ঐরাবত হস্তীর উৎপত্তি, গরুড়ের জন্ম, গরুড়ের অভিষেক, ভৃগুগণ ও অঙ্গিরস-সমূহের জন্মকথা; কশ্যপ, পুলস্ত্য, মহাত্মা অত্রি, মহামুনি পরাশর এবং দেবতা ও ঋষিসমূহের প্রজাসৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩০—১৩৫। লোকাধিষ্ঠাত্রী কন্যাত্রয়ের বিষয়, পিতৃদৌহিত্রের নির্দ্দেশ, দেবগণের জন্মবিবরণ; ভগবান্, পঞ্চ মহাত্মা, ইলা ও আদিত্যের অন্যান্য বিবরণ; বিকুক্ষির চরিত্র-বর্ণনা, ধুন্ধুরাজের বিনাশ-বর্ণনা, বৃহৎ সৈন্য-সমূহের সংক্ষেপ কার্য্য, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির চরিত্র এবং নিমি হইতে জহ্নুগণ পর্য্যন্ত নৃপতিবৃন্দের ও যযাতি-রাজের চরিত্র পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৬—১৩৯। যদুবংশের নির্দ্দেশ, হৈহয়রাজ ও ক্রষ্টুবংশের বর্ণনা, জ্যামঘের

অত্রিমিত্রান্বয়শ্চৈব বিষ্ণোর্দ্দিব্যাভিশংসনম্।
বিবস্বতোঽথ সংপ্রাপ্তির্মণিরত্নস্য ধীমতঃ॥ ১৪২ ॥
যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্ত্যতে চ মহাত্মনঃ।
কীর্ত্ত্যতে চান্বয়ঃ শ্রীমান্ রাজর্ষের্দ্দেবমীঢ়ুষঃ॥ ১৪৩ ॥
পুনশ্চ জন্ম চাপ্যুক্তং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ।
কংসস্য চাপি দৌরাত্ম্যং একান্তেন সমুদ্ভবঃ॥ ১৪৪ ॥
বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জ্জন্ম প্রজাপতেঃ।
বিষ্ণোরনন্তরশ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ণনম্॥ ১৪৫ ॥
দেবাসুরে সমুৎপন্নে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে।
সংরক্ষতা শক্রবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভৃগোঃ॥ ১৪৬ ॥
ভৃগুশ্চোত্থাপয়ামাস দিত্যাং শুক্রস্য মাতরম্।
দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাযুতাঃ॥ ১৪৭ ॥
নারসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ।
শুক্রেণারাধনং স্থাণোর্ঘোরেণ তপসা কৃতম্॥ ১৪৮ ॥
বরদানপ্রলুব্ধেন যত্র শর্ব্বস্তবঃ কৃতঃ।
অনন্তরং বিনির্দ্দিষ্টং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্॥ ১৪৯ ॥

মাহাত্ম্য এবং দেবাবৃধ, অর্ক ও মহাত্মা বৃষ্টির প্রজাসৃষ্টি কথিত হইয়াছে। ১৪০—১৪১। অত্রি ও মিত্রের বংশ; বিষ্ণুর দিব্য কথা, ধীমান্ বিবস্বানের মণিরত্ন-প্রাপ্তি, মহাত্মা যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টি এবং রাজর্ষি দেবমীঢ়ুষের সমৃদ্ধ বংশ বর্ণিত হইয়াছে। ১৪২—১৪৩। কংসের জন্ম, চরিত্র ও দৌরাত্ম্য-কথা এবং দেবকীগর্ভে বাসুদেব বিষ্ণুর আবির্ভাব, প্রজাসৃষ্টি; দেবাসুর উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য ভৃগুসমক্ষে স্ত্রীবধ করিয়া বিষ্ণুর অভিশাপ-প্রাপ্তি, ভৃগু কর্ত্তৃক শুক্রমাতার উদ্ধার; দেবাসুরের দ্বাদশ-বৎসর-ব্যাপী সংগ্রাম, নারসিংহ প্রভৃতি প্রাণনাশক মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব, উৎকট তপস্যা দ্বারা শুক্রের শিবারাধনা ও সুরাসুরের তৎপরবর্ত্তী ক্রিয়াকলাপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৪—১৪৮। মহাত্মা শুক্র জয়ন্তীর সহিত আসক্ত হইলে,

জয়ন্ত্যা সহ সক্তে তু যত্র শুক্রে মহাত্মনি ।
অসুরান্মোহয়ামাস শুক্ররূপেণ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৫০ ॥
বৃহস্পতিস্তু তান্ শুক্রঃ শশাপ সুমহাদ্যুতিঃ ।
উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্জ্জন্মাদিশব্দনম্ ॥ ১৫১ ॥
তুর্ব্বসুঃ শুক্রদৌহিত্রো দেবযান্যা যদোরভূৎ ।
অনুদ্রুর্হ্যুস্তথা পূরুর্যযাতিতনয়া নৃপাঃ ॥ ১৫২ ॥
অত্র বংশ্যা মহাত্মানস্তেষাং পার্থিবসত্তমাঃ ।
কীর্ত্ত্যন্তে দীর্ঘযশসো ভূরিদ্রবিণতেজসঃ ॥ ১৫৩ ॥
কুশিকস্য চ বিপ্রর্ষেঃ সম্যগ্যোধর্ম্মসংশ্রয়ঃ ।
বার্হস্পত্যস্তু সুরভির্যত্র শাপমিহানুদৎ ॥ ১৫৪ ॥
কীর্ত্তনং জহ্নুবংশস্য শান্তনোর্বীর্য্যশব্দনম্ ।
ভবিষ্যতাং তথা রাজ্ঞামুপসংহারশব্দনম্ ॥ ১৫৫ ॥
অনাগতানাং সপ্তানাং মনূনাঞ্চোপবর্ণনম্ ।
ভীমস্যান্তে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ণনম্ ॥ ১৫৬ ॥
পরার্দ্ধপরয়োশ্চৈব লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে ।
ব্রহ্মণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি শুক্ররূপে অসুরদিগকে মোহিত করেন, তজ্জন্য অসুরদিগের প্রতি তেজস্বী শুক্রের অভিশাপ বিবরণ সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর জন্মবিবরণ ; দেবযানী হইতে উৎপন্ন শুক্রদৌহিত্র, যদু ও তদনন্তরোৎপন্ন তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্যু, পুরু প্রভৃতি যযাতি-পুত্রগণ এবং তদ্বংশীয় মহাবল যশস্বী নৃপতিবৃন্দের চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৯—১৫৩। বিপ্রর্ষি কুশিকের ধর্ম্ম-বর্ণনা, সুরভি কর্ত্তৃক বৃহস্পতি-শাপের প্রেরণ, জহ্নু-বংশের বর্ণন, শান্তনুর বলবীর্য্যের কথা, ভাবী ভূপতিগণ, অনাগত সপ্ত মনুর বিবয় এবং কলিযুগ ক্ষীণ হইলে সংহার বর্ণনা কথিত হইয়াছে। ১৫৪—১৫৬। পরার্দ্ধ ও পরের লক্ষণ, যোজনাগ্র দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ-নির্ণয়, ভূত-সমূহের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভেদে ত্রিবিধ

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকঃ স্মৃতঃ ।
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ১৫৮ ॥
অনাবৃষ্টির্ভাস্করাচ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ ।
মেঘাশ্চৈকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ ॥ ১৫৯ ॥
সংখ্যালক্ষণমুদ্দিষ্টং ততো ব্রাহ্মং বিশেষতঃ ।
ভূরাদীনাঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ণনম্ ॥ ১৬০ ॥
কীর্ত্ত্যন্তে চাত্র নিরয়াঃ পাপানাং রৌরবাদয়ঃ ।
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাত্তু শিবস্য স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৬১ ॥
যত্র সংহারমায়ান্তি সর্ব্বভূতানি সঙ্ক্ষয়ে ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৬২ ॥
ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্ব্বসংহারবর্ণনম্ ।
অষ্টরূপ্যমতঃ প্রোক্তং প্রাণস্যাষ্টকমেব চ ॥ ১৬৩ ॥
গতিশ্চোর্দ্ধমধশ্চোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াৎ ।
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১৬৪ ॥
প্রাসঙ্খ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতা ।
দৌরাত্ম্যঞ্চৈব ভোগানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্ ।
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্ ॥ ১৬৬

প্রতিসঞ্চর ; প্রভাকর হইতে অনাবৃষ্টি ; প্রলয়, অগ্নি, মেঘ, একার্ণব, বায়ু, রাত্রি, ব্রাহ্ম-লক্ষণ ও সংখ্যা এবং ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের বর্ণনা কথিত হইয়াছে। ১৫৭—১৬০। পাপানুসারে রৌরবাদি নরকের বর্ণনা, প্রলয়-কালে যেখানে সর্ব্বভূত লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মলোকের উপরিস্থ সেই শিবলোকের বর্ণনা, সর্ব্বজীবের পরিণতি-নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রতিসৃষ্টি ও তাহার সংহার-বর্ণনা ; প্রাণের অষ্টরূপতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুসারে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি, প্রতিকল্পে মহাভূত-সমূহের সংক্ষয়, দুঃখনিবহের সংখ্যা-নির্দ্দেশ, ব্রহ্মারও অনিত্যতা, ভোগসমূহের দৌরাত্ম্য ও তাহার পরিণতি-নির্ণয় ; কেবল বৈরাগ্য হইতে

নানাত্বদর্শনাচ্ছুদ্ধং ততস্তদভিবর্ত্ততে।
ততস্তাপত্রয়াতীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৬৭ ॥
আনন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কুতশ্চন।
কীর্ত্ত্যতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽন্যস্য পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬৮ ॥
কীর্ত্ত্যতে ঋষিবংশশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
ইতি কৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্যোপবর্ণিতঃ ॥ ১৬৯ ॥
কীর্ত্ত্যন্তে জগতো হ্যত্র সর্ব্বপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ ॥ ১৭০ ॥
প্রাদুর্ভাবো বসিষ্ঠস্য শক্তের্জ্জন্ম তথৈব চ।
সৌদাসান্নিগ্রহস্তস্য বিশ্বামিত্রকৃতেন চ ॥ ১৭১ ॥
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যত্বং যথা বিভোঃ।
জজ্ঞে পিতৃণাং কন্যায়াং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ ॥ ১৭২ ॥
শুকস্য চ তথা জন্ম সহপুত্রস্য ধীমতঃ।
পরাশরস্য প্রদ্বেষো বিশ্বামিত্রকৃতো যথা ১৭৩ ॥
বসিষ্ঠসম্ভূতশ্চাগ্নিবিশ্বামিত্রজিঘাংসয়া।
সন্তানহেতোর্বিভুনা চীর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা ॥ ১৭৪ ॥

মোক্ষের দুর্লভতা ও তাহার দোষ-নির্দ্দেশ; ব্যক্তাব্যক্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাত্ব দর্শন দ্বারা পরিশুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্বের অভিবর্ত্তন; আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপপরিশূন্য, রূপাতীত, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মানন্দের বর্ণনা এবং ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার সৃষ্টিপ্রণালী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬১—১৬৮। সর্ব্বপাপনাশক ঋষিবংশের কীর্ত্তন, পুরাণের উদ্দেশ্য, জগতের প্রলয়ক্রিয়া, ভূতনিকরের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ফল, বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সৌদাসের নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি, বিভুর অদৃশ্যতা, কুমারী-গর্ভে মহামুনি ব্যাসের উৎপত্তি, ধীমান্ শুকদেবের জন্ম, বিশ্বামিত্রকৃত পরাশর ও ব্যাসদেবের প্রতি বিদ্বেষ, বিশ্বামিত্রের বিনাশ সাধনের জন্য বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অগ্নি উৎপাদন, সন্তানের জন্য বিশ্বামিত্র-হিতৈষী

দৈবেন বিধিনা বিপ্র বিশ্বামিত্রহিতৈষিণা।
একং বেদশ্চতুষ্পাদশ্চতুর্দ্ধা পুনরীশ্বরঃ॥ ১৭৫॥
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বান্ স্ববুদ্ধিতঃ।
তস্য শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চ শাখাভেদাঃ যথাকৃতাঃ॥ ১৭৬॥
প্রয়োগৈঃ ষড়্গুণীয়ৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
পৃষ্টেন চানুপৃষ্টাস্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৭৭॥
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভুনা তদ্ধিতৈষিণা।
সুনাভং দিব্যরূপাখ্যং সত্যাঙ্গং শুভবিক্রমম্॥ ১৭৮॥
অনৌপম্যমিদঞ্চক্রং বর্ত্তমানমতন্দ্রিতাঃ।
পৃষ্ঠতো যাত নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্স্যথ যদ্ধিতম্॥ ১৭৯॥
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমির্বিশীর্য্যতে।
পুণ্যঃ সদেশো মন্তব্য ইত্যুবাচ তদা প্রভুঃ॥ ১৮০॥
উক্ত্বা চৈবমৃষীন্ ব্রহ্মা হ্যদৃশ্যত্বমগাৎ পুনঃ।
গঙ্গাগর্ভজমাহারং নৈমিষেয়ত্বমেব চ॥ ১৮১॥

ধীমান্ স্কন্দ কর্ত্তৃক দৈববিধানুসারে তপশ্চরণ; ভগবান্ ব্যাস স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে একমাত্র বেদ যেরূপ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও যেরূপে বেদের শাখা বিভাগ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। ১৬৯—১৭৬। যথাযোগ্য প্রয়োগ অনুসারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ পুণ্যদেশে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া পিতামহের নিকট 'কোন্ দেশ পবিত্র' প্রতিপ্রশ্ন করায়, হিতৈষী স্বয়ম্ভূ মুনিদিগকে এইরূপে পুণ্যদেশের সন্ধান বলিয়াছিলেন যে, হে মুনিগণ! তোমরা এই সুন্দর নাভি ও সত্যরূপ অঙ্গবিশিষ্ট, মঙ্গলপ্রদ, অনুপম, দিব্যরূপ নামক ধর্ম্মচক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর; যেথানে এই চক্রের নেমি শীর্ণ হইয়াছে দেখিবে, সেই স্থানই পুণ্যদেশ বলিয়া জানিও এবং তথায় তোমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে। ১৭৭—১৮০। ব্রহ্মা মুনিদিগকে এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন, তখন মুনিগণও তাঁহার আদেশানুসারে চক্রের পশ্চাতে গমন

ঈজিরে চৈব সত্রেণ মুনয়ো নৈমিষে তদা।
মৃতে শরদ্বতি তথা তস্য চোত্থাপনং কৃতম্॥ ১৮২॥
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্তু শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ।
নিঃসীমাং গামিমাং কৃৎস্নাং কৃত্বা রাজানমাহরন্॥ ১৮৩॥
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তমাতিথ্যৈরপূজয়ন্।
প্রীতং তথা কৃতাতিথ্যং রাজানং বিধিবত্তদা॥ ১৮৪॥
অন্তর্দ্ধানগতঃ ক্রূরঃ স্বর্ভানুরসুরোঽহরৎ।
অনুসক্রুর্হ্যতং চাপি নৃপমৈড়ং যথা পুরা॥ ১৮৫॥
গন্ধর্ব্বসহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্।
সন্নিপাতঃ পুনস্তস্থ যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ॥ ১৮৬॥
দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়ং সর্ব্বং যজ্ঞে বস্তু মহাত্মনাম্।
তদা বৈ নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে॥ ১৮৭॥
যথা বিবদমানস্তু ঐড়ঃ সংস্থাপিতস্তু তৈঃ।
জনয়িত্বা ত্বরণ্যান্তে ঐড়পুত্রং যথায়ুষম্॥ ১৮৮॥

করিতে করিতে নৈমিষারণ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তন্মধ্যস্থ শরদ্বান্ নামক ঋষির মৃত্যু হওয়ায় অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে অসীম ধরণীমণ্ডলের নৃপতি করিয়া আনয়ন করিলেন। ১৮১—১৮৩। মুনিগণ শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিবামাত্র ক্রূরচেতা রাহু অন্তরাল হইতে তাঁহাকে হরণ করিল। এই ঘটনার পর মুনিগণ তাহার অনুসরণপূর্ব্বক ঐড় নৃপকে গন্ধর্ব্বসহ কলাপগ্রামে বাস করিতে দেখিয়া যেরূপে তাঁহাকে যজ্ঞে আনয়ন করেন, ঐড়রাজ তথায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহাদিগের সমুদায় যাজ্ঞিক দ্রব্য স্বর্ণময় দর্শনে লোভবশতঃ মুনিগণসহ বিবাদ করিয়া যেরূপে নিহত হইয়াছিলেন, অরণ্য মধ্যে ঐড়পুত্র আয়ুঃ যেরূপে জন্মলাভ করেন এবং যজ্ঞান্তে সকলেই যেরূপে আয়ুর উপাসনা করিয়াছিলেন; হে দ্বিজসত্তমগণ! এই

সমাপরিস্থা তৎসত্রমায়ুষং পর্য্যুপাসতে ।
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ব্যাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৮৯ ॥
ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুত্তমম্ ।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং পুরাণং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ১৯০ ॥
অবতারশ্চ রুদ্রস্য দ্বিজানুগ্রহকারণাৎ ॥
তথা পাশুপতা যোগা স্থানানাঞ্চৈব কীর্ত্তনম্ ॥ ১৯১ ॥
লিঙ্গোদ্ভবস্য দেবস্য নীলকণ্ঠত্বমেব চ ॥
কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১৯২ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ ।
কীর্ত্তনং শ্রবণং চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৯৩ ॥
অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সংপ্রচক্ষ্যতে ।
সুখমর্থঃ সমাসেন মহানপ্যুপলভ্যতে ॥ ১৯৪ ॥

পুরাণে তৎসমুদায়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৪—১৮৯। ঋষিগণের পরম-লোকতত্ত্ব, অনুত্তমজ্ঞান, দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রের অবতার, পাশুপতযোগ ও স্থান-বর্ণন, এই কয়েকটি বিষয় স্বয়ং ব্রহ্মা এই পুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং মহাদেবের লিঙ্গোৎপত্তি ও নীলকণ্ঠত্ব এই উভয় স্থান ব্রহ্মবাদী বায়ু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১৯০—১৯২।

এই পুরাণ বিশেষরূপে কীর্ত্তন, শ্রবণ বা ধারণ করিলে, পাপনিচয়ের বিনাশ-সাধন, জীবনের পবিত্রতা, আয়ুঃ বৃদ্ধি, যশোলাভ এবং জন্ম ধন্য হইয়া থাকে। ১৯৩। বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণের পূর্ব্বে এইরূপ সংক্ষেপে বিষয়সমূহ পরিশ্রুত থাকিলে, পরে অর্থবোধ অনায়াসে হইতে পারে বলিয়া, প্রথমেই পুরাণোক্ত বিষয়সমূহ যথাক্রমে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা হইল; পরে ইহার এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিব। যিনি কেবলমাত্র এই প্রথম অংশই সমাহিত-চিত্তে পাঠ করেন, তাঁহার অবশ্যই সম্পূর্ণ পুরাণপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। অঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ বেদ

তস্মাৎ কিঞ্চিৎ সমুদ্দিশ্য পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বিস্তরম্।
পাদমাদ্যমিদং সম্যক্ যোঽধীয়ীত জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৯৫॥
তেনাধীতং পুরাণং তৎ সর্ব্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ॥ ১৯৬॥
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥ ১৯৭॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
অভ্যসন্নিমমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥ ১৯৮॥
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্।
যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্॥ ১৯৯॥
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবর্ত্ততে॥
তস্যাপি জগতঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ॥ ২০০॥
অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
মহেশ্বরঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্।

চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও, পুরাণ অজ্ঞাত থাকিলে বিচক্ষণ হইতে পারে না; যেহেতু ইতিহাস ও পুরাণই বেদের পরিপোষক। ১৯৪—১৯৭। অধিক কি পুরাণাদিজ্ঞানবিহীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকেই বেদ ভয় করেন, কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃকই বেদের অবমাননা হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ-কথিত এই অধ্যায় পাঠ করিলে ইহকালে আপদ্ বিনাশ ও জীবনান্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া এবং ইহা বেদের পূরক অর্থাৎ ইহা হইতে অতিরিক্ত বিষয়-সম্বলিত আর কোন শাস্ত্র না থাকায় ইহার নাম 'পুরাণ' হইয়াছে। পুরাণের এই ব্যুৎপত্তি অবগত থাকিলে পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে মহেশ্বর নিখিল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী জগৎস্রষ্টা নারায়ণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার সৃষ্টি সময়ে এই পুরাণের সৃষ্টি

স সর্গকালে চ করোতি সর্গান্
সংহারকালে পুনরাদদীত ॥ ২০১ ॥

ইতি শ্রীআদিমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

প্রত্যব্রুবন্ পুনঃ সূতমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
কুত্র সত্রং সমভবৎ তেষামদ্ভুতকর্ম্মণাম্ ॥ ১ ॥
কিয়ন্তঞ্চৈব তৎ কালং কথঞ্চ সমবর্ত্তত।
আচচক্ষ পুরাণঞ্চ কথং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২ ॥
আচক্ষ্ব বিস্তরেণেদং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
ইতি সম্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভং বচঃ ॥ ৩

করিয়া প্রলয়কালে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং অতি যত্নপূর্ব্বক সকলে এই পুরাণ শ্রবণ করুন। ১৯৮—২০১।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণের প্রক্রিয়াপাদে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

শুক বলিলেন,—তপোনিধি ঋষিগণ পুনর্ব্বার সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধীমন্! সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষিসমূহের সেই যজ্ঞ কোথায়, কত কাল পর্য্যন্ত, কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল? এবং কিরূপেই বা বায়ু তাঁহাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তৎসমুদায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন; আমাদিগের শুনিতে নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। সূতও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ধীরাগ্রণী সুধীগণ!

শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা ঈজিরে সত্রমুত্তমম্।
যাবন্তঞ্চাভবৎ কালং যথা চ সমবর্ত্তত ॥ ৪ ॥
সিসৃক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বসৃজঃ পুরা।
সত্রং হি ঈজিরে পুণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৫ ॥
তপোগৃহপতির্যত্র ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্।
ইলায়া যত্র পত্নীত্বং শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥
মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাস্তস্মিন্ সত্রে মহাত্মনাম্ ॥
বিবুধা ঈজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্ ॥ ৭ ॥
ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্ ॥ ৮ ॥
যত্র সা গোমতী পুণ্যা সিদ্ধচারণসেবিতা।
রোহিণী সুষুবে তত্র তত্তঃ সৌম্যোঽভবং সুতঃ ॥ ৯ ॥
শক্তির্জ্যেষ্ঠঃ সমভবৎ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
অরুন্ধত্যাঃ সুতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বতন মহর্ষিসমূহ যেখানে যতকাল পর্য্যন্ত যেরূপে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—৪।

পূর্ব্বে বিশ্বকর্ত্তৃগণ বিশ্বসৃষ্টির অভিলাষে স্বয়ং ব্রহ্মাকে মহাযজ্ঞের কুলপতি ব্রহ্মপদে অভিষিক্ত করিয়া যেখানে সহস্রবৎসরকাল পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে মহাতেজা মৃত্যু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে বিবুধগণও সহস্রবৎসরকাল যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ভ্রমণশীল ধর্ম্মচক্রের নেমি শীর্ণ হইয়া যাওয়ায় যে স্থান নৈমিষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, যেখানে সিদ্ধচারণ-নিষেবিত পবিত্র-সলিলা গোমতী নদী প্রবাহিতা, যেখানে মহাত্মা বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রশান্ত-চেতাঃ শক্তি রোহিণীগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলেন, যেখানে বশিষ্ঠের বিপুলতেজস্বী অন্যান্য শত পুত্র অরুন্ধতী গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে শক্তি কর্ত্তৃক কল্মাষপাদ ভূপতি অভিশপ্ত হইয়াছিলেন,

কল্মাষপাদো নৃপতির্যত্র শপ্তশ্চ শক্তিণা।
যত্র বৈরং সমভবদ্বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ॥ ১১॥
অদৃশ্যন্ত্যাং সমভবন্মুনির্যত্র পরাশরঃ।
পরাভবো বসিষ্ঠস্য যস্মিন্ জাতেঽপ্যবর্ত্তত॥ ১২॥
তত্র তে ঈজিরে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ।
নৈমিষে ঈজিরে যত্র নৈমিষেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩॥
তৎ সত্রমভবত্তেষাং সমাঃ দ্বাদশ ধীমতাম্।
পুরূরবসি বিক্রান্তে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্॥ ১৪॥
অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ।
তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদিতি হি নঃ শ্রুতম্॥ ১৫॥
উর্ব্বশী চকমে যঞ্চ দেবহূতিপ্রণোদিতা।
আজহার চ তৎ সত্রং স্বর্বেশ্যাসহ সঙ্গতঃ॥ ১৬॥
তস্মিন্নরপতৌ সত্রং নৈমিষেয়াঃ প্রচক্রিরে।
যং গর্ভ্ভে সুষুবে গঙ্গা পাবকাদ্দীপ্ততেজসম্॥ ১৭॥

যেখানে বিশ্বামিত্রসহ বশিষ্ঠের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যেখানে বশিষ্ঠের পরাভবনিবর্ত্তনকারী মহামুনি পরাশর অদৃশ্যন্তীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নৈমিষক্ষেত্রে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই নৈমিষক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা 'নৈমিষেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৫—১৩। ধীমান্ মুনিপুঙ্গবগণের ঐ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে মহাপরাক্রান্ত পুরূরবা পৃথিবীপতি ছিলেন; তিনি অষ্টাদশ দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াও রত্ন-লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেবহূতিপ্রেরিত উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, এই স্বর্গবেশ্যাসহ সঙ্গত হইয়া তিনিও এক যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন। ১৪—১৬।

অগ্নির সঙ্গমে গঙ্গার গর্ভ হয়, গঙ্গা সেই জরায়ু পর্ব্বতশিখরে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ও বৃহস্পতি

তদুল্বং পর্ব্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং প্রত্যপদ্যত।
হিরন্ময়স্ততশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং দেবো ভাবয়ন্ লোকভাবনম্।
বৃহস্পতিস্ততস্তত্র তেষামমিততেজসাম্ ॥ ১৯ ॥
ঐড়ঃ পুরূরবা ভেজে তং দেশং মৃগয়াং চরন্।
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২০ ॥
লোভেন হতবিজ্ঞানস্তদাদাতুং প্রচক্রমে ॥
নৈমিষেয়াস্ততস্তস্য চুক্রুধুর্নৃপতের্ভৃশম্ ॥ ২১ ॥
নিজঘ্নুশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ কুশবজ্রৈর্মনীষিণঃ।
ততো নিশান্তে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ ॥ ২২ ॥
কুশবজ্রৈর্বিনিষ্পিষ্টঃ স রাজা ব্যজহাত্তনুম্।
ঔর্ব্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রঞ্চক্রু নৃপং ভুবি ॥ ২৩ ॥
নহুষস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে।
স তৈঃ পরিবৃতঃ সম্যক্ ধর্ম্মশীলো মহীপতিঃ ॥ ২৪ ॥
আয়ুঃ প্রিয়তমঃ পুত্রস্তস্মাৎ স নরসত্তমঃ।
স্থাপয়িত্বা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ ॥ ২৫ ॥

সেই সুবর্ণ দ্বারা মুনিসমূহের ঐ যজ্ঞস্থল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭—১৯। একদা ইলাপুত্র পুরূরবা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া ঐ অনুপম স্বর্ণময় যজ্ঞস্থল দেখিতে পাইলেন এবং তদ্দর্শনে স্বাভাবিক লোভবশতঃ একেবারে হতজ্ঞান হইয়া ঐ সকল স্বর্ণ গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে নৈমিষেয় ঋষিগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং রাত্রিকালে কুশবজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিষ্পেষণপূর্ব্বক নিহত করিয়া তাঁহার উর্ব্বশীগর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ২০—২৩। পুরূরবা-পুত্র এই মহাত্মাই নহুষের পিতা বলিয়া বিখ্যাত। সর্ব্ব সাধারণের প্রিয়তম মহীপতি এই আয়ু সেই সমস্ত ঋষিপরিবৃত হইয়া সম্যক্ ধর্ম্মশীল হওয়ায়, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি-কামনায়, যজ্ঞ আরম্ভ

সত্রমারেভিরে কর্ত্তুং যথাবদ্ধর্ম্মভূতয়ে।
বভূব সত্রং তত্তেষাং বহ্বাশ্চর্য্যং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
বিশ্বং সিসৃক্ষতাং তেষাং পুরা বিশ্বসৃজামিব।
বৈখানসৈঃ প্রিয়সখৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিকৈঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যৈশ্চ মুনিভির্জুষ্টং সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভৈঃ।
পিতৃদেবাপ্সরঃসিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বোরগচারণৈঃ ॥ ২৮ ॥
সম্ভারৈস্তু শুভৈর্জুষ্টৈস্তৈরেবেন্দ্রসদো যথা।
স্তোত্রসত্রগ্রহৈর্দ্দেবান্ পিতৃন্ পিত্রৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥ ২৯ ॥
আনর্চুশ্চ যথাজাতি গন্ধর্ব্বাদীন্ যথাবিধি।
আরাধয়িতুমিচ্ছন্তস্ততঃ কর্ম্মান্তরেষথ ॥ ৩০ ॥
জগুঃ সামানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ব্যাজহ্রুর্মুনয়ো বাচং চিত্রাক্ষরপদাং শুভাম্ ॥ ৩১ ॥
মন্ত্রাদিতত্ত্ববিদ্বাংসো জগদুশ্চ পরস্পরম্।
বিতণ্ডাবচনাশ্চৈকে নিজঘ্নুঃ প্রতিবাদিনঃ ॥ ৩২ ॥

করিলেন। বিশ্বসৃষ্টিকাম পূর্ব্বতন বিশ্বকর্ত্তৃগণের অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের ন্যায় তাঁহাদিগের এই যজ্ঞও নিরতিশয় বিস্ময়জনক হইল। প্রিয়সখা বালিখিল্য, বৈখানস, মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সূর্য্যানলসদৃশ প্রদীপ্ত মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অপ্সরোগণ, সিদ্ধসমূহ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগনিকর ও কুশীলব সমূহ দ্বারা পরিবৃত এবং বিবিধ মঙ্গলপ্রদ সম্ভার-সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইয়া, ঐ যজ্ঞস্থল ইন্দ্রসভার ন্যায় সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঋষিগণ প্রথমেই সমাগত দেবসমূহকে স্তব ও অন্যান্য যাজ্ঞিকবর্গকে উপহার দ্বারা, পিতৃগণকে পিত্র্যকর্ম্ম দ্বারা এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে অন্যান্য প্রীতিপ্রদ ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা জাতিবিভাগানুসারে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তখন কোন স্থানে গন্ধর্ব্বগণের সামগান, কোথাও অপ্সরঃসমূহের সুললিত নৃত্য, কোথাও শাস্তিপ্রিয় ঋষিগণের সুমধুর বাক্যবিন্যাস, কোথাও বা বিচারপ্রিয় ন্যায়সাংখ্যবেত্তা বিদ্বান্ ঋষিসমূহের পরস্পর বিতণ্ডা-বাক্য;

ঋষয়স্তত্র বিদ্বাংসঃ সাংখ্যার্থন্যায়কোবিদাঃ ।
ন তত্র দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদধুর্ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৩৩ ॥
ন চ যজ্ঞহনো দৈত্যা ন চ যজ্ঞমুষোঽসুরাঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং দুরিষ্টং বা ন তত্র সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥
শক্তিপ্রজ্ঞাক্রিয়াযোগৈর্বিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ ।
এবং বিতেনিরে সত্রং দ্বাদশাব্দং মনীষিণঃ ॥ ৩৫ ॥
ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়ো ধীরা জ্যোতিষ্টোমান্ পৃথক্ পৃথক্ ।
চক্রিরে পৃষ্ঠগমনান্ সর্ব্বানযুতদক্ষিণান্ ॥ ৩৬ ॥
সমাপ্তযজ্ঞাস্তে সর্ব্বে বায়ুমেব মহাধিপম্ ।
পপ্রচ্ছুরমিতাত্মানং ভবদ্ভির্যদহং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রণোদিতশ্চ বংশার্থং স চ তানব্রবীৎ প্রভুঃ ।
শিষ্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদৃগ্বশী ॥ ৩৮ ॥
অণিমাদিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্য্যৈর্যঃ সমন্বিতঃ ।
তির্য্যগ্‌যোন্যাদিভির্দ্ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বলোকান্ বিভর্ত্তি যঃ ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে যজ্ঞস্থলের চতুর্দ্দিকেই আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাও ব্রহ্মরাক্ষসের পাপচেষ্টা, যজ্ঞাপহারী অসুরগণের যজ্ঞহনন, অথবা প্রায়শ্চিত্ত বা দুশ্চেষ্টার আশঙ্কামাত্রেরও সম্ভাবনা রহিল না। ২৪—৩৪। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতি মনীষী মহর্ষিগণ শক্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা বিধি-সমূহের সম্যক্ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দ্বাদশবৎসরব্যাপী মহাযজ্ঞ সমাপন করিয়া, যাজ্ঞিক সমূহের প্রত্যেককেই অযুত পরিমিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ৩৫—৩৬। হে দ্বিজগণ! যজ্ঞান্তে মুনিপুঙ্গবগণ নিশ্চিন্তচিত্ত হইলেন এবং আমাকে যেরূপ আপনারা বংশকীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, এইরূপ তাঁহারাও অমিতাত্মা মহাধিপ বায়ুকে বংশকীর্ত্তনে অনুরোধ করিলেন। ৩৭। যিনি স্বায়ম্ভুবশিষ্য, সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শী, জিতেন্দ্রিয় এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত; যৎকর্ত্তৃক নিরন্তরই সপ্তস্কন্ধরূপ সপ্তলোক প্লাবিত রহিয়াছে, যিনি জগৎ-সমূহের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, বিষয়মাত্রেই যাঁহার সপ্তগণ নিয়ত

সপ্তস্কন্ধাদিকং শশ্বৎ প্লবতে যো জগদ্বরঃ।
বিষয়ে নিয়তা যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ॥ ৪০॥
ব্যূহাংস্ত্রয়াণাং ভূতানাং কুর্ব্বন্ যশ্চ মহাবলঃ।
তেজসশ্চাপ্যুপাদানং দধাতি যঃ শরীরিণম্॥ ৪১॥
প্রাণাদ্যা বৃত্তয়ঃ পঞ্চ করণানাঞ্চ বৃত্তিভিঃ।
প্রের্য্যমানঃ শরীরাণাং কুর্ব্বতে যস্য ধারণম্॥ ৪২॥
আকাশযোনির্দ্বিগুণঃ শব্দস্পর্শসমন্বিতঃ।
তৈজসপ্রকৃতিশ্চোক্তোঽপ্যয়ং ভাবো মনীষিভিঃ॥ ৪৩॥
তত্রাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ।
বাত্তারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৪৪॥
ভারত্যা শ্লক্ষ্ণয়া সর্ব্বান্ মুনীন্ প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পুরাণজ্ঞঃ সুমনসঃ পুরাণাশ্রয়যুক্তয়া॥ ৪৫॥

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

অবস্থিত রহিয়াছে, যিনি ক্ষিত্যপ্তেজঃ ভূতত্রয়ের সঙ্ঘাতকারক, যিনি এই শরীরী প্রাণিসমূহকে ধারণ করিতেছেন, যাঁহার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক পঞ্চ বৃত্তি, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরিগণকে ধারণ করেন, আকাশ যাঁহার উৎপত্তিকারণ, যিনি শব্দ ও স্পর্শ-গুণসমন্বিত, এবং যাঁহাকে মনীষিগণ তৈজস প্রকৃতিও বলিয়া থাকেন; সেই লোকাতীত-ক্রিয়াপর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুরাণজ্ঞ ভগবান্ বায়ু সুললিত পুরাণবাক্য দ্বারা সুমনা মুনিদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। ৩৮—৪৫।

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণে প্রক্রিয়াপাদে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

মহেশ্বরায়োত্তমবীর্য্যকর্ম্মণে
সুরর্ষভায়ামিতবুদ্ধিতেজসে ।
সহস্রসূর্য্যানলবর্চ্চসে নমঃ
ত্রিলোকসংহারবিসৃষ্টয়ে নমঃ ॥ ১
প্রজাপতীন্ লোকনমস্কৃতাংস্তথা
স্বয়ম্ভু রুদ্রপ্রভৃতীন্ মহেশ্বরান্ ।
ভৃগুং মরীচিং পরমেষ্ঠিনং মনুম্
রজস্তমোধর্ম্মমথাপি কশ্যপম্ ॥ ২ ॥
বশিষ্ঠদক্ষাত্রিপুলস্ত্যকর্দ্দমান্
রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্ ।
মুনিস্তথৈবাঙ্গিরসং প্রজাপতিম্
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পুলহঞ্চ ভাবতঃ ॥ ৩ ॥
মনূংশ্চ সর্ব্বান্নিখিলানবিশ্রুতান্
প্রজাবিবৃদ্ধ্যপি কার্য্যশাসনান্ ।
পুরাতনানপ্যপরাংশ্চ শাশ্বতান্
তথৈব চান্যান্ সগণানবস্থিতান্ ॥ ৪

সূত বলিলেন,—আমি অসীম পরাক্রমশালী, অদ্ভুতকর্ম্মা, অপরিমিত-বুদ্ধি, সহস্র সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ মহত্তেজঃসম্পন্ন এবং ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংহার-কর্ত্তা, দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে, সর্ব্বজন-নমস্কৃত, প্রজাপতি, স্বয়ম্ভু, রুদ্র প্রভৃতি দেবসমূহকে, ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজ ও তমোগুণাবলম্বী কশ্যপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দ্দম, রুচি, বিবস্বান্, ক্রতু, অঙ্গিরস, প্রজাপতি, পুলহ, ১৪ মনু এবং বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য তপোনিষ্ঠাচারী, বেদবিধিপালনে তৎপর, সুধীর মুনিদিগকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিয়া, সেই

তথৈব চান্যানপি ধৈর্য্যশোভিনঃ
মুনীন্‌ বৃহস্পত্যুশনঃপুরোগমান্‌ ।
তপঃশুভাচারবিধিক্রিয়াবতঃ
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনীম্‌ ॥ ৫ ॥
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমামনুত্তমাং
সুরেশদেবর্ষিগণৈরলঙ্কৃতাম্‌ ।
শুভামতুল্যাং সুমহামৃষিপ্রিয়াম্‌
প্রজাপতীনামপি চোল্বণার্চ্চিষাম্‌ ॥ ৬ ॥
বিশুদ্ধবাগ্‌বুদ্ধিশরীরতেজসাং
তপোভৃতাং ব্রহ্মদিনাদিকালিকীম্‌ ।
প্রভূতভাবিষ্ণুতপৌরুষশ্রিয়ং
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসৃতামুদাহৃতাম্‌ ॥ ৭ ॥
পরাং পরাণামনিলপ্রকীর্ত্তিতাং
সমাসবন্ধৈর্নিযতৈর্যথাতথম্‌ ।
বিশব্দনেনাপি মনঃ প্রহর্ষিণীং
যস্যাঞ্চ বদ্ধা প্রথমা প্রবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ
যত্তৎ স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ম্‌ ।
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিঃ প্রসূতিঃ
আত্মা গুহা যোনিরথাপি চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

দেবেন্দ্রদেবর্ষিগণ-ভূষিত, মঙ্গলময়, অনুপম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রদীপ্তপ্রভ, বিশুদ্ধ-কায়বাক্‌মনাঃ তপোনিষ্ঠ ঋষিসমূহের প্রিয়তম, ব্রহ্মদিগের ন্যায় আদিকালীয়, প্রভূত পৌরুষশোভা-পরিশোভিত, শ্রুতিস্মৃতিবিখ্যাত এবং যথাতথ সমাস-বন্ধাদি শব্দবিন্যাস দ্বারা মনোহারক প্রভঞ্জনকথিত কলিপাপনাশক প্রজাপতির মঙ্গলময় সৃষ্টিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিব, যে প্রসঙ্গে ঈশ্বরকারিতারূপে প্রধান প্রবৃত্তি সন্নিবিষ্ট আছে। ব্রহ্ম, প্রধান, প্রকৃতি, প্রসূতি, আত্মা, গুহা,

ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরঞ্চ
শুক্রং তপঃ সত্ত্বমতিপ্রকাশম্।
তদ্ব্যষ্টি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ং
তমপ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তম্ ॥ ১০ ॥
স্বয়ম্ভুবা লোকপিতামহেন
উৎপাদকত্বাদ্রজসোঽতিরেকাৎ।
কালস্য যোগান্নিয়মাবধেশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারান্ ॥ ১১ ॥
লোকস্য সন্তানবিবৃদ্ধিহেতূন্
প্রকৃত্যবস্থা সুষুবে যথাষ্টৌ।
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য
দেবাসুরাদিক্রমসাগরাণাম্ ॥ ১২ ॥
মনুপ্রজেশর্ষিপিতৃদ্বিজানাং
পিশাচযক্ষোরগরাক্ষসানাম্।
তারাগ্রহার্কর্ক্ষনিশাচরাণাং
মাসর্ত্তুসংবৎসররাত্র্যহানাম্ ॥ ১৩ ॥
দিক্কালযোগাদিযুগায়নানাং
বনৌষধীনামপি বীরুধাঞ্চ।

যোনি, চক্ষু, ক্ষেত্র, অমৃত ও অক্ষর শুক্র, তপঃ, সত্ত্ব, প্রভৃতি নামসমূহ দ্বারা অপ্রমেয় আদি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১—৯। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ পুরুষের সহিত ঐ অপ্রমেয় কারণভাব সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অতিপ্রকাশ ঐ নিত্যপুরুষ দ্বিতীয়ের ন্যায় বিভিন্নরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও সৃষ্টিকালে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মহেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই অষ্ট প্রকৃতি উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বহুলতা, কালযোগ ও নিয়মাবধিত্ব-বশতঃ লোকসমূহের বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞযুক্ত প্রকৃতির বিকারভূত দেবতা, অসুর, পর্ব্বত,

জলৌকসামপ্সরসাং পশূনাং
বিদ্যুৎসরিন্মেঘবিহঙ্গমানাম্ ॥ ১৪ ॥
যৎ সূক্ষ্মগং যদ্ভুবি যদ্বিয়ৎস্থং
যৎ স্থাবরং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বস্য তস্যাস্তি গতির্বিভক্তি-
রাব্রহ্মণো যাবদিয়ং প্রসূতিঃ ॥ ১৫ ॥
ছন্দাংসি বেদাঃ সঋচো যজুংষি
সামানি সোমশ্চ তথৈব যজ্ঞঃ।
আজীব্যমেষাং যদভীপ্সিতঞ্চ
দেবস্য তস্যৈব চ বৈ প্রজাপতেঃ ॥ ১৬ ॥
বৈবস্বতস্যাস্য মনোঃ পুরস্তাৎ
সম্ভূতিরুক্তা প্রসবশ্চ তেষাম্।
যেষামিদং পুণ্যকৃতাং প্রসূত্যা
লোকত্রয়ং লোকনমস্কৃতানাম্ ॥ ১৭ ॥
সুরেশদেবর্ষিমনুপ্রধান-
প্রপূরিতঞ্চাপি বিভূষিতঞ্চ।

বৃক্ষ, সমুদ্র, মনু, প্রজা, রাজা, ঋষি, পিতৃগণ, দ্বিজগণ, পিশাচ, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, তারা, গ্রহ, সূর্য্য, বানর, নিশাচর, মাস, ঋতু, বৎসর, রাত্রি, দিন, দিক্, কাল, যুগ, বনৌষধি, লতা, জলচর, অপ্সরোগণ, পশুসমূহ, বিদ্যুৎ, নদী, মেঘ ও বিহঙ্গম প্রভৃতি প্রসব করিয়া থাকেন। ১০—১৩। ব্রহ্মাবধি জঙ্গম পর্য্যন্ত ভূমিতল বা আকাশস্থিত যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থাবর পদার্থ পরিলক্ষিত হয়, তাহারাও প্রত্যেকে গতিবিশিষ্ট এবং পরস্পর বিভক্ত। ১৪। এতদ্ব্যতীত এই সৃষ্টি-প্রকরণে ছন্দঃ, ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বেদসমূহ, সোম যজ্ঞ, ভূতসমূহের জীবিকা, প্রজাপতির অভিলাষ, বৈবস্বত মনুর সর্ব্বাগ্রে উৎপত্তি, সর্ব্বলোকপূজিত পুণ্যকারী সৃষ্টিবিস্তৃতি, দেবেন্দ্র দেবর্ষি মনু প্রভৃতি পরিপূরিত এই ত্রিলোক বর্ণনা, রুদ্রের অভিশাপে মনুষ্য-

রুদ্রস্য শাপাৎ পুনরুদ্ভবশ্চ
দক্ষস্য চাপ্যত্র মনুষ্যলোকে ॥ ১৮ ॥
বাসঃ ক্ষিতৌ বা নিয়মাদ্ভবস্য
দক্ষস্য চাত্র প্রতিশাপলাভঃ।
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
যুগেষু সম্ভূতিবিকল্পনঞ্চ ॥ ১৯ ॥
ঋষিত্বমার্যস্য চ সংপ্রবৃদ্ধি-
র্যথাযুগাদিষ্বপি চেত্তদত্র।
যে দ্বাপরেষু প্রথয়ন্তি বেদান্
ব্যাসাশ্চ তেঽত্র ক্রমশো নিবদ্ধাঃ ॥ ২০ ॥
কল্পস্য সংখ্যা ভুবনস্য সংখ্যা
ব্রাহ্মস্য চাপ্যত্র দিনস্য সংখ্যা
অণ্ডোদ্ভিজস্বেদজরায়ুজানাং
ধর্ম্মাত্মনাং স্বর্গনিবাসিনাং বা ॥ ২১ ॥
যে যাতনাস্থানগতাশ্চ জীবা-
স্তর্কেণ তেষামপি চ প্রমাণম্।
আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতিকশ্চ যোঽয়ং
নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ ॥ ২২ ॥
বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ বিশিষ্য তত্র
প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ।

লোকে দক্ষের জন্মলাভ, মহাদেবের নিয়মানুসারে দক্ষের পৃথিবীতে বাস-নির্ণয়, দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেবের প্রতিশাপ লাভ, মন্বন্তরের পরিবর্ত্তন, প্রতি-যুগে সৃষ্টি-বিকল্পনা, যুগানুসারে ঋষিসমূহের ঋষিত্ববৃদ্ধি, দ্বাপরযুগে বেদের বিভাগকার্য্য, কল্প ও ভুবনের সংখ্যা, ব্রাহ্মদিবসের সংখ্যা, অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ স্বেদজ ও জরায়ুজ জীবসমূহ এবং ধর্ম্মাত্মা ও স্বর্গনিবাসিগণের সংখ্যা, যাতনাস্থানগত জীবসমূহের নির্দ্দেশ, তর্কানুসারে তাহাদিগের প্রমাণ,

প্রকৃত্যবস্থেষু চ কারণেষু
যা চ স্থিতির্যা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৩ ॥
তচ্ছাস্ত্রযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
সমস্তমাবিষ্কৃতধীধৃতিভ্যঃ।
বিপ্রা ঋষিভ্যঃ সমুদাহৃতং যৎ
যথাতথস্তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্ ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ সৃষ্টিপ্রকরণম্।

ঋষয়স্তু ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রত্যূচুস্তে ততঃ সর্ব্বে সূতং পর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥ '
ভবান্ বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শবান্।
তস্মাত্ত্বং ভবনং কৃৎস্নং লোকস্যামুষ্য বর্ণয় ॥ ২ ॥

আত্যন্তিক প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক সৃষ্টিকারণ, বন্ধ, মোক্ষ, সংসারগতি, এবং স্বাভাবিক অবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রভৃতি যে সকল বৃত্তান্ত সুপ্রতিভ সুধীর ঋষিগণ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথাক্রমে আমিও তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৫—২৪।

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণে প্রক্রিয়াপাদে তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

সূতের কথা শুনিয়া নৈমিষারণ্যনিবাসী ঋষিগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে সূতবংশাবতংস! তুমি ব্যাসদেবের নিকট সমুদায়ই প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় পরিজ্ঞাত হইয়াছ, অতএব নিখিল ভুবনের লোকচরিত্র যথাযথরূপে আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। যে যে

যস্য যস্যান্বয়া যে যে তাংস্তানিচ্ছামি বেদিতুম্।
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাস্তাং প্রজাপতেঃ ॥ ৩॥
অসকৃৎ পরিপৃষ্টৈস্তৈর্ম্মহাত্মা লোমহর্ষণঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস সত্তমঃ ॥ ৪ ॥
পৃষ্টাঞ্চৈতাং কথাং দিব্যাং শ্লক্ষ্ণাং পাপপ্রণাশিনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিসম্মতাম্ ॥ ৫ ॥
যশ্চেমাং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শ্রাবয়েচ্চাপি বিপ্রেভ্যো যতিভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥
শুচিঃ পর্ব্বসু যুক্তাত্মা তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুরাণানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭ ॥
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাশব্দং যথাশ্রুতম্ ॥ ৮ ॥
কীর্ত্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
ধন্যং যশস্যং শক্রঘ্নং স্বর্গমায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯ ॥
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকারিণাম্।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ॥ ১০

ঋষির যে যে বংশ এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন ঋষি যেরূপে প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় জানিবার জন্য একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। ১—৩।

সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা লোমহর্ষণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বারম্বার এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—আমি যে পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, এই বেদসম্মত নিগূঢ়ার্থ পাপনাশক সুললিত পুরাণপ্রসঙ্গ চিন্তা করিলে, শ্রবণ করিলে, অথবা বিপ্র যতি প্রভৃতিকে শ্রবণ করাইলে, তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বদিবসে পবিত্রজীবন লাভ করিয়া বংশ প্রতিপালনপূর্ব্বক পরকালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এজন্য আমি কীর্ত্তিমৎ পুণ্যকারীদিগের কীর্ত্তি, স্বর্গ, আয়ুঃ ও যশোবর্দ্ধক, শত্রুনাশক ও পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা মনোযোগ প্রদান করুন। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পাঁচটি

বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ।
কল্পেভ্যোঽপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১১ ॥
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মিতম্ ।
প্রবোধঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিরুৎপত্তিরেব চ ॥ ১২ ॥
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ ক্রিয়াবস্তুপরিগ্রহঃ ।
উপোদ্ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্ত্তিতা ময়া ॥ ১৪ ॥
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুনস্তাংস্তু বিস্তরেণ যথাক্রমম্ ।
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ ১৫ ॥
অজায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজাত্মনে ।
ব্রহ্মণে লোকতন্ত্রায় নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে ॥ ১৬ ॥
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্ ।
পঞ্চপ্রমাণং ষট্স্রোতং পুরুষাধিষ্ঠিতং মহৎ ॥ ১৭ ॥
অসংশয়াৎ প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্ ।
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ১৮ ॥

পুরাণের লক্ষণ। আমি এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, কল্পকাল হইতেও পবিত্রতম ও বেদসম্মত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কীর্ত্তন করিব। ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি, ক্রিয়াবস্তুপরিগ্রহ প্রক্রিয়া নামক প্রথম পাদ এবং ধর্ম্মজনক, যশ ও আয়ুবর্দ্ধক, এবং পাপনাশক অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার নামক পাদচতুষ্টয় উল্লেখ করিয়াছি। ৫—১৪। এক্ষণে তাহাই পুনর্ব্বার বিস্তারিতরূপে যথাক্রমে বলিব। যিনি অজ ও সর্ব্বভূতের আদিভূত, যিনি প্রজানিচয়ের আত্মস্বরূপ হইয়াও তাহা হইতে বিভিন্ন এবং যিনি লোকনিয়ন্তা, সেই হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া, মহদাদিবিশেষান্ত বিকারসমন্বিত সুলক্ষণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ও ষড়িন্দ্রিয়-সমন্বিত পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে ভূতসৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি,—তত্ত্ববিদগণ যে

প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
গন্ধবর্ণরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥
অজাতং ধ্রুবমক্ষয্যং নিত্যং স্বাত্মন্যবস্থিতম্।
জগদ্যোনিং মহদ্ভূতং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২০ ॥
বিগ্রহং সর্ব্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তস্যাত্মনা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্ ॥ ২২ ॥
গুণসাম্যে তদা তস্মিন্ গুণভাবে তমোময়ে।
সর্গকালে প্রধানস্য ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্য বৈ ॥ ২৩ ॥
গুণভাবাদ্বাচ্যমানো মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
সূক্ষ্মেণ মহতা সোঽথ অব্যক্তেন সমাবৃতঃ ॥ ২৪ ॥
সত্ত্বোদ্রিক্তো মহানগ্রে সত্ত্বমাত্রপ্রকাশকম্।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয়ো মনস্তৎকারণং স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥

সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত কারণকে প্রধান, প্রকৃতি, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিবর্জিত, অজাত, ধ্রুব, অক্ষয়, নিত্য, আত্মনিষ্ঠ, জগদ্যোনি, মহদ্ভূত, পর, ব্রহ্ম, সনাতন, সর্ব্বভূতবিগ্রহ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, অজ, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, প্রভব, অব্যয়, অসাম্প্রত, অবিজ্ঞেয় ও ব্রহ্মাগ্র বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারই দ্বারা এই তমোময় নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ছিল। ১৫—২২। তৎপরে এই তমোময় বিশ্বে গুণসাম্য উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রধান প্রকৃতির সৃষ্টিকাল আরম্ভ হইল, এবং সর্ব্বপ্রথমেই সূক্ষ্ম ও মহদ্গুণ-সংযুক্ত অব্যক্তসমাবৃত মহত্তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হইল। ২৩—২৪। সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত সেই মহত্তত্ত্বকেই সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন কহে; এই মনও আবার করণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ২৫। ক্ষেত্রজ্ঞা-

লিঙ্গমাত্রসমুৎপন্নঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
ধর্ম্মাদীনাস্তু রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
মহাংস্তু সৃষ্টিং কুরুতে নোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া ॥ ২৬ ॥
মনো মহাম্মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥
মনুতে সর্ব্বভূতানাং যস্মাচ্চেষ্টাফলং বিভুঃ।
সৌক্ষ্মত্বেন বিবুদ্ধানাং তেন তন্মন উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
তত্ত্বানামগ্রজো যস্মান্মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
শেষভ্যোহপি গুণেভ্যোহসৌ মহানিতি ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
বিভর্ত্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্যতেহপি চ।
পুরুষো ভোগসম্বন্ধাৎ তেন চাসৌ মতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।
যস্মাদ্বৃংহয়তে ভাবান্ ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
আপূরয়তি যস্মাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।
তত্ত্বভাবাংশ্চ নিয়তান্ তেন পূরিতি চোচ্যতে ॥ ৩২ ॥

ধিষ্ঠিত লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব হইতে লোকতত্ত্বার্থের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদির রূপের উৎপত্তি হয়। ২৬। যে কারণে পণ্ডিতগণ মহত্তত্ত্বকে মন, মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, সম্বিৎ, বিপুর প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, যথাক্রমে তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্ম হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সমুদায় চেষ্টাফল অনুভব করেন বলিয়া বিভু 'মন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ২৭—২৮। নিখিল তত্ত্বের অগ্রজাত এবং অন্যান্য সমুদায় গুণ অপেক্ষা পরিমাণে মহৎ বলিয়া তাঁহার নাম 'মহান্'। ২৯। পরিমাণ, ধারণ, বিভাগজ্ঞান, এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষের অনুমান জন্য তাঁহাকে 'মতি' কহে। ৩০। বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব গুণদ্বারা তিনি দেহ-সমূহের পরিপোষক বলিয়া তাঁহার নাম 'ব্রহ্মা'। ৩১। অনুগ্রহপূর্ব্বক যাবতীয় তত্ত্ব ভাবের আপূরণ করার জন্য তাঁহাকে 'পুর' কহে। ৩২। যাঁহাতে পুরুষ

বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্র সর্ব্বভাবান্ হিতাহিতান্।
যস্মাদ্ বোধয়তে চৈব তেন বুদ্ধির্নিরুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ত্ততে ততঃ।
ভোগস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বাত্তেন খ্যাতিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
খ্যায়তে যদ্গুণৈর্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ।
তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥
সাক্ষাৎ সর্ব্বং বিজানাতি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ।
তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
জ্ঞানাদীনি চ রূপাণি ক্রতুকর্ম্মফলানি চ।
চিনোতি যস্মাদ্ভোগার্থং তেনাসৌ চিতিরুচ্যতে ॥ ৩৭
বর্ত্তমানান্যতীতানি তথা চানাগতান্যপি।
স্মরতে সর্ব্বকার্য্যাণি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
কৃৎস্নঞ্চ বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্মাহাত্ম্যমুচ্যতে।
তস্মাদ্বিদের্ব্বিদেশ্চৈব সংবিদিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৯ ॥

ও নিখিল হিতাহিত বিষয়সমূহ প্রতিবুদ্ধ হয় এবং যিনি যাবতীয় বিষয়ের প্রতিবোদ্ধা, তাঁহার নাম 'বুদ্ধি'। ৩৩। ভোগের জ্ঞাননিষ্ঠতা হেতু যাঁহা হইতে খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগ প্রবর্ত্তিত হয়, অথবা যাঁহার গুণ ও নামাদি বিশেষ বিখ্যাত, সেই মহান্ই 'খ্যাতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩৪—৩৫। সাক্ষাৎভাবে সমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়ায় জন্য মহতের নাম 'ঈশ্বর'; গ্রহগণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে 'প্রজ্ঞা' কহে। ৩৬। ভোগানুভবের জন্য তাঁহাকে 'জ্ঞান'; রূপ ও যজ্ঞাদির ফল সঞ্চয় করেন, এজন্য তাঁহার নাম 'চিতি'। ৩৭। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান্ কার্য্যসমূহের স্মরণ করার জন্য তাঁহাকে 'স্মৃতি' কহে। ৩৮। সমগ্র জ্ঞেয় বিষয়ের পরিজ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার নাম 'মাহাত্ম্য'; এবং ঐ জ্ঞানবত্তা জন্যই অথবা পদার্থমাত্রেই তাঁহার বিদ্যমানতা কিম্বা তাঁহাতেই সমুদায় পদার্থের

বিদ্যতে স চ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বস্তস্মিংশ্চ বিদ্যতে।
তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমত্তরৈঃ ॥ ৪০ ॥
জ্ঞানাত্তু জ্ঞানমিত্যাহ ভগবান্ জ্ঞানসন্নিধিঃ।
দ্বন্দ্বানাং বিপুরীভাবাদ্বিপুরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যঞ্চ তথেশ্বরঃ।
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাস্তব উচ্যতে ॥ ৪২ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি চোচ্যতে ॥ ৪৩ ॥
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমনুত্তমম্।
ব্যাখ্যাতং তত্ত্বভাবজ্ঞৈরেবং সদ্ভাবচিন্তকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ তস্য বৃত্তিদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥
ধর্ম্মাদীনি চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
ত্রিগুণস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যমানতা আছে বলিয়া বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে ‘সংবিৎ’ বলেন। ৩৯—৪০। জ্ঞানানুভূত ভগবান্ জ্ঞানের জন্যই ‘জ্ঞান’ নাম এবং দ্বন্দ্বমাত্রেরই বিপুরীভাব বশতঃ ‘বিপুর’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪১। এতদ্ভিন্ন লোকসমূহের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু বলিয়া ‘ঈশ্বর’, বৃহত্ত্ব জন্য ব্রহ্মা, ভূতত্ব জন্য ভব, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জন্য বিজ্ঞান, অথবা একত্ব বশতঃ ক, পুরি অর্থাৎ দেহে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকায় পুরুষ, এবং স্বয়ং অনুৎপন্ন ও সমুদায় পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তিনি স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৪২—৪৩।

এই সমস্ত পর্য্যায়বাচক শব্দের দ্বারা সদ্ভাবভাবুক তত্ত্ববিদ্‌গণ যে মহত্তত্ত্বের নির্দ্দেশ করেন, তিনিও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় এই দুইটী তাঁহার বৃত্তি, লোকতত্ত্বার্থের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদি তাঁহার রূপ, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই তাঁহার গুণ। ৪৪—৪৬।

ত্রিগুণাদ্রজসোদ্রিক্তাদহঙ্কারস্ততোঽভবৎ।
মহতা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্তু সঃ॥ ৪৭॥
তস্মাচ্চ তমসোদ্রিক্তাদহঙ্কারাদজায়ত।
ভূততন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদিস্তামসস্তু সঃ॥ ৪৮॥
আকাশং শুষিরং তস্মাদুদ্রিক্তং শব্দলক্ষণম্।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ পুনঃ॥ ৪৯॥
শব্দমাত্রস্তদাকাশং স্পর্শমাত্রং সসর্জ হ।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ॥ ৫০॥
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ॥ ৫১॥
রসমাত্রাস্তু তা হ্যাপো রূপমাত্রাভিরাবৃণোৎ।
আপো রসান্ বিকুর্ব্বন্তো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে॥ ৫২॥
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাত্তস্য গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ।
রসমাত্রন্তু তত্তোয়ং গন্ধমাত্রং সমাবৃণোৎ॥ ৫৩॥

মহত্তত্ত্ব গুণত্রয়বিশিষ্ট হইলেও রজোগুণের আধিক্য-বশতঃ তাঁহা হইতে মহৎ পরিবৃত ও ভূতাদি বিকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল। ৪৭।

অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তমোগুণাক্রান্ত ভূতসমূহের আদিকারণ স্বরূপ ভূততন্মাত্র তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। ৪৮।

ঐ ভূত-তন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র ও সচ্ছিদ্র আকাশের উৎপত্তি। বিকার-জনক ভূতাদি হইতে শব্দ তন্মাত্র সৃষ্টির ন্যায় ঐ শব্দতন্মাত্র ভূতাদি কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আবরিত হওয়ায় তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণযুক্ত বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হইল। শব্দতন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্র ও জল, রসতন্মাত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র কর্ত্তৃক আবরিত হওয়ায় গন্ধগুণযুক্ত ক্ষিতির আবির্ভাব হইল। ৪৯—৫৩।

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৪ ॥
অশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদ্বিশেষাস্তু ততঃ পুনঃ।
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়ং বিজ্ঞেয়স্তু পরস্পরাৎ ॥ ৫৫ ॥
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাত্তু সাত্ত্বিকঃ।
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি।
সাধকানীন্দ্রিয়াণি স্যুর্দ্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৭ ॥
শ্রোত্রত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাগ্দশমীভবেৎ।
গতির্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম চ ॥ ৫৯ ॥

প্রত্যেক তন্মাত্রজাত প্রত্যেক ভূতে তাহাদিগের প্রত্যেকের অংশ আছে বলিয়া তাহাদিগকে তন্মাত্র কহে। ভূততন্মাত্র-সমূহ পরস্পর হইতে সমুৎপন্ন হওয়ায় মূলতঃ অপৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকেই অভিন্ন; অথবা অশান্ত, ঘোর ও মূঢ়তাদি গুণবশতঃ তাহাদিগকে ভিন্ন বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হয়। ৫৪—৫৫।

উক্ত বৈকারিক অহঙ্কার সত্ত্বগুণ-বহুল হইলে, যুগপৎ সত্ত্বগুণবহুল বৈকারিক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হয়। ৫৬।

পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটিকে বৈকারিক কহে। ৫৭।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা নাসিকা বুদ্ধিসহ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভাবক বলিয়া ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয়; এবং পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাগিন্দ্রিয়, এই পাঁচটি যথাক্রমে গমন, ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প ও বাক্য কথনের সাধক বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। ৫৮—৫৯।

আকাশং শব্দমাত্রঞ্চ স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ ॥ ৬০ ॥
রূপন্তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততশ্চাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্ ॥ ৬১ ॥
সশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তা রসাত্মিকাঃ ॥ ৬২ ॥
সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেষু সমাবিশৎ।
সংযুক্তা গন্ধমাত্রেণ আচিন্বন্তি মহীমিমাম্ ॥ ৬৩ ॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলভূতেষু দৃশ্যতে ॥
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৬৪ ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিদং সর্ব্বং লোকালোকাচলাবৃতম্ ॥ ৬৫ ॥

শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হয়, এজন্য বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুক্ত। ৬০।

শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণ রূপতন্মাত্রে প্রবেশ করার জন্য তেজঃ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট। ৬১।

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয় রসতন্মাত্রে প্রবেশ করে বলিয়া জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণ-চতুষ্টয়-সমন্বিত। ৬২।

এইরূপ গন্ধতন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস কর্ত্তৃক সমাবিষ্ট হওয়ার জন্য, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র স্থূল ভূতেরই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। এই ভূতসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় গুণযুক্ত হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ কহে। ৬৩—৬৪।

ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের ধারণকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই লোকালোক-অন-পরিবৃত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ভূমির অন্তর্ভূত। ৬৫।

বিশেষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তাত্মাচ্চ তে স্মৃতাঃ॥
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥ ৬৬॥
তেষাং যাবচ্চ যদ্‌যচ্চ তত্তত্তাবদ্গুণং স্মৃতম্।
উপলভ্য শুচের্গন্ধং কেচিদ্বায়োরনৈপুণাঃ॥ ৬৭॥
পৃথিব্যামেব তদ্বিদ্যাদেষাং বায়োশ্চ সংশ্রয়াৎ।
এতে সপ্ত মহাবীর্য্যা নানাভূতাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৬৮
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
তে সমেত্য মহাত্মানো হ্যন্যোন্যস্যৈব সংশ্রয়াৎ॥ ৬৯
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥ ৭০॥
এককালং সমুৎপন্নং জলবুদ্বুদবচ্চ তৎ।
বিশেষেভ্যোঽণ্ডমভবৎ বৃহত্তদুদকেশয়ং॥ ৭১॥
তত্তস্মিন্ কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তদা।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবুদ্ধে সন্ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥ ৭৩॥

সমুদায় মহদ্‌ভূত-ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উত্তরোত্তর ভূতসমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব-বর্ত্তী ভূতের যাবতীয় গুণযুক্ত। কোন কোন বিভ্রান্ত পুরুষ অগ্নি ও বায়ুর গন্ধ উপলব্ধি করিয়া, তাহাদিগের-ই গন্ধ পৃথিবীতে সমাশ্রিত বলিয়া থাকেন। এই মহদাদি বিশেষান্ত সপ্তমহাত্মা মহাবীর্য্যশালী হইলেও পরস্পর মিলিত না হইলে সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। যখন পরস্পরে সংমিশ্রিত হইয়া, পুরুষের অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই অব্যক্তের অনুগ্রহে অণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৬৬—৭০।

বিশেষ পদার্থসমূহ হইতে যে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জলশায়ী বৃহৎ অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই ব্রহ্মকার্য্য-কলাপের কারণস্বরূপ। সেই প্রাকৃত অণ্ড বিবুদ্ধ হইলে-ই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা, প্রথম শরীরী, হিরণ্যগর্ভ,

হিরণ্যগর্ভঃ সোঽগ্রেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ।
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৭৪॥
করণৈঃ সহ সৃজ্যন্তে প্রত্যাহারে ত্যজন্তি চ।
ভজন্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিষু॥ ৭৫॥
হিরণ্ময়স্তু যো মেরুস্তস্যোল্বং তন্মহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ॥ ৭৬॥
তস্মিন্নণ্ডে ত্বিমে লোকা অন্তর্ভূতাস্তু সপ্ত বৈ।
সপ্তদ্বীপা চ পৃথ্বীয়ং সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ॥ ৭৭॥
পর্ব্বতৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নদীভিশ্চ সহস্রশঃ।
অন্তস্তস্মিংস্ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ॥ ৭৮॥
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা।
লোকালোকশ্চ যৎকিঞ্চিচ্চাণ্ডে তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৭৯॥
অদ্ভির্দ্দশগুণাভিস্তু বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণেনৈব তেজসা বাহ্যতো বৃতাঃ॥ ৮০॥

চতুর্ম্মুখ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও ব্রহ্মসংজ্ঞক ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রত্যেক সর্গ প্রতিসর্গে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সমন্বিত ব্রহ্মনামক ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের সৃষ্টি করেন। ঐ জীবাত্মসমূহই যথাকালে একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেহ আশ্রয় করিতেছেন। ৭১—৭৫।

স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত-ই হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক এবং পর্ব্বতগণ তাঁহার জরায়ু। ৭৬।

সপ্ত সমুদ্র, সুমহৎ পর্ব্বতসমূহ ও শত সহস্র নদী-পরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, চরাচর সমুদায় বিশ্ব, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় লোকালোক-সমূহ সেই অণ্ডের-ই অন্তর্ভূত। ৭৭—৭৯।

অণ্ডের বহির্ভাগ দশগুণ জলদ্বারা পরিবেষ্টিত, জল দশগুণ তেজোদ্বারা সংবেষ্টিত, তেজঃ দশগুণ বায়ু পরিবৃত, বায়ু দশগুণ আকাশের দ্বারা আবৃত,

তেজোদশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনা বৃতম্ ।
বায়োর্দ্দশগুণেনৈব বাহ্যতো নভসাবৃতম্ ॥ ৮১ ॥
আকাশেন বৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনা বৃতম্ ।
ভূতাদির্ম্মহতা চাপি অব্যক্তেন বৃতো মহান্ ॥ ৮২ ॥
এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ।
এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৮৩ ॥
প্রসর্গকালে স্থিত্বা চ গ্রসন্ত্যেতাঃ পরস্পরম্ ॥
এবং পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮৪ ॥
আধারাধেয়ভাবেন বিকারস্ত বিকারিষু ।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৮৫ ॥
ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্টিতস্তু সঃ ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগাসীৎ প্রাদুর্ভূতা তড়িদ্‌যথা ॥ ৮৬ ॥
এতদ্ধিরণ্যগর্ভস্য জন্ম যো বেদ তত্ত্বতঃ ।
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যুত ॥ ৮৭ ॥

আকাশ ভূতগণবেষ্টিত, ভূতগণ মহৎ পরিবৃত, এবং মহান্ অব্যক্তের দ্বারা আবৃত; এইরূপ সপ্ত প্রাকৃত আবরণের দ্বারা অণ্ড সমাবৃত রহিয়াছে; এবং এইরূপেই অষ্টপ্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের আবরণ। বিকারি-সমূহে বিকারের আধারাধেয়ভাবে অষ্ট প্রকৃতি-ই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি করিয়া, প্রলয়কালে পরস্পরেই আবার সংহার করিয়া থাকে। এই অব্যক্ত-ই ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং এই ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা বলিয়া ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে। ৮০—৮৫।

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ছিল। ৮৬।

নিবৃত্তিকামোঽপি নরঃ শুদ্ধাত্মা লভতে গতিম্‌।
পুরাণশ্রবণান্নিত্যং সুখঞ্চ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮ ॥

ইত্যাদিমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

যদ্বিসৃষ্টেস্তু সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং দ্বিজাঃ।
এতৎ কালান্তরং জ্ঞেয়মহর্বৈ পরমেশ্বরম্‌ ॥ ১ ॥
রাত্রিস্ত্বেতাবতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ।
অহস্তস্য তু যা সৃষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে ॥ ২ ॥
অহো ন বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারণা।
উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩ ॥
প্রজাঃ প্রজানাম্পতয় ঋষয়ো মনুভিঃ সহ।
ঋষীন্‌ সনৎকুমারাখ্যান্‌ ব্রহ্মণাযুজাদৈঃ সহ ॥ ৪ ॥

হিরণ্যগর্ভের এই জন্ম বিবরণ যথাযথ অবগত হইলে ভোগার্থী মানবের আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও পুত্রলাভ; এবং মোক্ষার্থী হইলে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বদা এই পুরাণ শ্রবণ করিলেও সুখ ও মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। ৮৭—৮৮।

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণে প্রক্রিয়াপাদে চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি সৃষ্টি ও সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্ত্তী যে কালদ্বয়ের বর্ণন করিলাম, তাহাই পরমেশ্বরের দিবারাত্রি। তন্মধ্যে সৃষ্টিকাল পরমেশ্বরের দিবা এবং প্রলয়কাল তাঁহার রাত্রি। ১—২।

বস্তুতঃ এই প্রলয়কালে মানবীয় দিবারাত্রির ন্যায় কোনরূপ দিবারাত্রির ভেদ লক্ষিত হয় না। পরমেশ্বরের দিবাভাগেই প্রজা, প্রজাপতি, ঋষি,

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিশ্চ মনসা সহ ॥ ৫ ॥
অহস্তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে পরমেশস্য ধীমতঃ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥
স্বাত্মন্যবস্থিতে সত্ত্বে বিকারে প্রতিসংহৃতে।
সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবুভৌ ॥ ৭ ॥
তমঃসত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ।
অত্রোদ্রিক্তৌ প্রসূতৌ চ তৌ তথা চ পরস্পরম্।
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে ॥ ৮ ॥
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্।
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোঽব্যক্তাশ্রিতং স্থিতম্ ॥ ৯ ॥
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরাং মাহেশ্বরীং তদা।
অহর্ম্মুখে প্রবৃত্তে চ পুরঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ ॥ ১০ ॥

মনু, সনৎকুমারাদি মুনিগণ, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত জীবগণ, এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও মন, ইহারা সকলেই বিদ্যমান থাকে। দিনাবসানে প্রলয় এবং রাত্রির অবসান হইলে বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩—৬।

সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সংহার হইয়া গেলে, সত্ত্ব আত্মায় লীন হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই সমধর্ম্মা হইয়া অবস্থান করে, এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণ উভয়ে সাম্য প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সৃষ্টিকালে এই গুণদ্বয় পরস্পর উদ্রিক্ত হইয়া প্রসূত হইয়া থাকে। এইজন্যই গুণের সাম্য অবস্থাকে প্রলয় ও বৈষম্য অবস্থাকে সৃষ্টি কহে। ৭—৮।

তিলে তৈল ও দুগ্ধে ঘৃত অবস্থানের ন্যায়, তমঃ ও সত্ত্বগুণে অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ অবস্থিত আছে। ৯।

এই প্রলয়কালরূপ সমগ্র পারমেশ্বরী রজনী উপাসনায় অতিবাহিত হইলে, দিবস আরম্ভ হইবামাত্র সর্ব্বাগ্রেই প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন

ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ।
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু মহেশ্বরঃ॥ ১১॥
প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমানাত্তু রজো বৈ সমবর্ত্তত।
রজঃ প্রবর্ত্তকং তত্র বীজেষ্বপি যথা জলম্॥ ১২॥
গুণবৈষম্যমাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হ্যধিষ্ঠিতাঃ।
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
শাশ্বতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্ব্বাত্মানঃ শরীরিণঃ॥ ১৩॥
রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রঃ সত্ত্বং বিষ্ণুরজায়ত।
রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা স্রষ্টৃত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥ ১৪॥
তমঃপ্রকাশকো রুদ্রঃ কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
সত্ত্বপ্রকাশকো বিষ্ণুরৌদাসীন্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ১৫॥
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
পরস্পরাশ্রিতা হ্যেতে পরস্পরমনুব্রতাঃ॥ ১৬॥
পরস্পরেণ বর্ত্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে হ্যন্যোন্যমুপজীবিনঃ॥ ১৭॥

পরমেশ্বর পরম যোগবলে প্রধান পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলেন, তাহা হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয়। বীজে জল সেচনের ন্যায়, রজোগুণ প্রবর্ত্তিত হইলেই সত্ত্ব ও তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; তখন তাহা হইতে সর্ব্বাত্মা, শরীরী, গুহ্য, নিত্য পরমদেবত্রয়ের আবির্ভাব হয়। ১০—১৩।

রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা, তমোগুণ হইতে রুদ্র এবং সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি। রজোগুণ-প্রকাশক ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে, তমোগুণ-প্রকাশক অগ্নি সংহার কার্য্যে এবং সত্ত্বগুণপ্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন ভাবে অবস্থিত থাকেন। ১৪—১৫। এই ত্রিদেবই বেদত্রয় ও অগ্নিত্রয় বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহারা পরস্পর আশ্রিত, অনুব্রত, মিথুন ও উপজীবী হইয়া পরস্পরকে ধারণ করেন। ক্ষণকালের জন্যও পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ না করায়

ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।
ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিষ্ণুস্তু মহতঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মা তু রজসোদ্রিক্তঃ সর্গায়েহ প্রবর্ত্ততে।
পরশ্চ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতিশ্চ পরা স্মৃতা ॥ ১৯ ॥

অধিষ্ঠিতোঽসৌ হি মহেশ্বরেণ
প্রবর্ত্ততে চোদ্যমানঃ সমন্তাৎ।
অনুপ্রবর্ত্তন্তি মহান্ত এব
চিরস্থিতাঃ স্বে বিষয়ে প্রিয়ত্বাৎ ॥ ২০ ॥

প্রধানং গুণবৈষম্যাৎ সর্গকালে প্রবর্ত্ততে।
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ পূর্ব্বন্তস্মাৎ সদসদাত্মকাৎ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মা বুদ্ধিশ্চ মিথুনং যুগপৎ সম্বভূবতুঃ।
তস্মাত্তমোঽব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ২২ ॥
সংসিদ্ধঃ কার্য্যকরণৈর্ব্রহ্মাঽগ্রে সমবর্ত্তত।
তেজসা প্রথমো ধীমানব্যক্তঃ সংপ্রকাশতে ॥ ২৩ ॥

তাঁহাদের কখনও বিয়োগ উপস্থিত হয় না। দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর বিষ্ণু মহান্ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের জন্যই রজোগুণোদ্রিক্ত বলিয়া অভিহিত। এইরূপ প্রকৃতিপুরুষও পর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৬—১৯। মহেশ্বরাধিষ্ঠিত এই পুরুষই সৃষ্টির জন্য উদ্যুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে, স্ব স্ব বিষয়ে চিরাবস্থিত মহৎ সমুদায় তাঁহাতে অনুপ্রবর্ত্তিত হয়। ২০। এইরূপ প্রকৃতি ও গুণবৈষম্য জন্যই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হন। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত-সদসদাত্মক সেই প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা ও বুদ্ধির মিথুন ভাবে যুগপৎ আবির্ভাব হয়। ঐ মিথুন হইতে তম ও অব্যক্তময় ব্রহ্ম নামক ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তি। কার্য্যকারণ সংসিদ্ধ ব্রহ্মা যেরূপ অগ্রেই আবির্ভূত হন, ধীমান্ অব্যক্তও সেইরূপ প্রথমেই তেজো দ্বারা আত্মপ্রকাশ লাভ করেন। অপ্রতিহত

স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ।
অপ্রতিমেন জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যেণ চ সোঽন্বিতঃ॥ ২৪॥
ধর্ম্মেণ চাপ্রতিমেন বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ।
তস্যেশ্বরস্যাপ্রতিমং জ্ঞানং বৈরাগ্যলক্ষণম্॥ ২৫॥
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জজ্ঞেঽভিমানিনঃ।
অব্যক্তাজ্জায়তে চাস্য মনসা চ যদিচ্ছতি॥ ২৬
বশীকৃতত্বাদ্বৈগুণ্যাৎ সুরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ।
চতুর্ম্মুখশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকোঽভবৎ।
সহস্রমূর্দ্ধা পুরুষস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ২৭॥
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ।
সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ২৮॥
লোকান্ সৃজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সংক্ষিপত্যপি।
পুরুষত্বে হ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ॥ ২৯॥
ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জনপ্রভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাক্ষো রূপং তৎ পরমাত্মনঃ॥ ৩০॥
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ॥
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবৃত্তিঃ স্বলীলয়া॥ ৩১॥

জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য সমন্বিত এই অব্যক্তই প্রথম শরীরী ও আদিকারণ। অব্যক্তের ঐ অপ্রতিম জ্ঞান ও বৈরাগ্যলক্ষণ পুরুষত্বে সত্ত্বমাত্র গুণ অবলম্বিত হয়। ব্রহ্মত্বে লোকসৃষ্টি, কালত্বে সংক্ষয় ও পুরুষত্বে উদাসীনতা, প্রজাপতির অবস্থাত্রয়ে এই ত্রিবিধ কার্য্যভেদ। পরমাত্মা রূপাতীত হইলেও ঐ ত্রিবিধ অবস্থামধ্যে ব্রহ্মত্বে পদ্মগর্ভসম, কালত্বে অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণতা, এবং পুরুষত্বে পুণ্ডরীকাক্ষ রূপ পরিগ্রহ করেন। ২১—৩০।

লীলানুসারে এইরূপ অন্যান্য বিবিধ আকৃতি, ক্রিয়া, রূপ ও নাম অবলম্বন করিয়া যোগেশ্বর প্রতিনিয়তই সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন॥ ৩১॥

ত্রিধা যদ্বর্ত্ততে লোকে তস্মাৎ ত্রিগুণ উচ্যতে।
চতুর্দ্ধা প্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্ব্ব্যূহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২ ॥
যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাস্তি বিষয়ং প্রতি।
তচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ঋষিঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ শরীরাদ্যাৎ স্বয়ং প্রভুঃ।
স্বামিত্বমস্য তৎ সর্ব্বং বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রবেশনাৎ ॥ ৩৪ ॥
ভগবান্ ভগসদ্ভাবাদ্রাগো রাগস্য শাসনাৎ।
পরশ্চ তু প্রকৃতত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বং যতস্ততঃ।
নরাণাময়নং যস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্রিধা বিভজ্য স্বাত্মানং ত্রৈলোক্যং সংপ্রবর্ত্ততে।
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষ্যতে চ ত্রিভিস্তু যৎ ॥ ৩৭ ॥

এই নিখিল চরাচর বিশ্বমধ্যে তিনি উক্ত রূপত্রয়ে বিদ্যমান আছেন, এজন্য তাঁহাকে ত্রিগুণ এবং ভাগচতুষ্টয়ে প্রবিভক্ত বলিয়া তাঁহাকে চতুর্ব্ব্যূহ কহে॥ ৩২ ॥

যাবতীয় বিষয়ে-ই তাঁহার প্রতিনিয়ত প্রাপ্তি, গ্রহণ ও বিদ্যমানতা আছে বলিয়া তাঁহার নাম আত্মা॥ ৩৩ ॥

এইরূপ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ঋষি, শরীরের আদিকারণ বলিয়া স্বয়ং, স্বামিত্ব জন্য প্রভু, সর্ব্ব পদার্থে প্রবিষ্ট থাকায় বিষ্ণু, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্বিধ ভগশালী বলিয়া ভগবান্, রাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া রাগ, প্রকৃতত্ব জন্য পর, অবন অর্থাৎ রক্ষাকারক বলিয়া ওম্, সমুদায় বিষয়ের পরিজ্ঞাতা বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্ব এবং নরসমূহের একমাত্র গতি বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহিয়া থাকে॥ ৩৪—৩৬ ॥

এই চতুর্ম্মুখ পরম পুরুষ-ই সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং তাহা দ্বারা-ই সংসারের সৃষ্টি, গ্রাস ও

অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
আদিত্যাচ্চাদিদেবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ।
দেবেষু চ মহান্ দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৩৯॥
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্বাত্তথেশ্বরঃ।
বৃহত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভূত উচ্যতে॥ ৪০॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥ ৪১॥
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি সঃ স্মৃতঃ।
ঈজ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞঃ কবির্বিক্রান্তদর্শনাৎ॥ ৪২॥
কমনঃ কমনীয়ত্বাদ্বর্ণকস্যাভিপালনাৎ।
আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্বগ্রজোঽগ্নিরিতি স্মৃতঃ॥ ৪৩॥
হিরণ্যমস্য গর্ভোঽভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ।
তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেঽস্মিন্নিরুচ্যতে॥ ৪৪॥

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পরম পুরুষ-ই আদিত্য বলিয়া ইহার নাম আদিদেব। এইরূপ অজাত বলিয়া অজ, যাবতীয় প্রজাসমূহের প্রতিপালক বলিয়া প্রজাপতি, দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া মহাদেব, নিখিল পদার্থের প্রভু, অথবা লোকনিকরের বশ্য নয় বলিয়া ঈশ্বর, বৃহত্ব জন্য ব্রহ্মা, ভূতত্ব বশতঃ ভূত, ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বগত্ব জন্য বিভু, দেহানুশায়ী বলিয়া পুরুষ, অনুৎপন্ন ও পূর্ব্বতন বলিয়া স্বয়ম্ভু, যজনীয় বলিয়া যজ্ঞ, বিক্রান্তমূর্ত্তি জন্য কবি, কমনীয়তার আশ্রয় বলিয়া কমন, বর্ণ বিশেষের অবলম্বনকারী বলিয়া আদিত্যনামক কপিল, অগ্রে জাত বলিয়া অগ্নি, এবং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া ও হিরণ্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য হিরণ্যগর্ভ নামে এই পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন॥ ৩৭-৪৪॥

স্বয়ম্ভুবো নিবৃত্তস্য কালো বর্ষাগ্রজস্তু যঃ।
ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৫ ॥
কল্পসংখ্যানিবৃত্তেস্তু পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তাবচ্ছেষোঽস্য কালোঽন্যস্তস্যান্তে প্রতিসৃজ্যতে ॥ ৪৬ ॥
কোটিকোটিসহস্রাণামর্ব্বুদান্যযুতানি চ।
সমতীতানি কল্পানাং তাবচ্ছেষাঃ পরাস্তু যে ॥ ৪৭ ॥
যস্ত্বয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহং তং নিবোধত।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাস্তু মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যা যে চ বৈ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ।
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ॥ ৫০ ॥

এই স্বয়ম্ভুর আদিকাল শতবর্ষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও সংখ্যা করিতে পারা যায় না ॥ ৪৫ ॥

সুতরাং ব্রহ্মার কল্পকাল সংখ্যা নিবৃত্তির পরবর্ত্তী কালকেই পর নামে নির্দ্দেশ করা হয়; সেই পরকাল হইতে-ই সৃষ্টিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে ॥৪৬॥

এই সৃষ্টিকাল মধ্যে কত কোটি কোটি সহস্র অর্ব্বুদ অযুত সংখ্যা পরিমিত কল্পকাল ইহার মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প, হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি এই কল্পকেই প্রথম কল্প বলিয়া বিবেচনা করুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুর সংখ্যা চতুর্দ্দশ, তন্মধ্যে কতকগুলি অতীত হইয়াছেন, কতকগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে অবশিষ্ট গুলি সমুৎপন্ন হইবেন ॥ ৪৯ ॥

এই নরনাথ মনুসমূহ যুগসহস্র কাল হইতে যথাক্রমে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যেরূপ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমি কীর্ত্তন

প্রজাভিস্তপসা চৈব তেষাং শৃণুত বিস্তরম্।
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণি ভবিষ্যৈশ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ ॥ ৫১ ॥
অতীতানি চ কল্পানি সোদকানি সহান্বয়ৈঃ।
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ৫২ ॥
ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

আপো হ্যগ্নেঃ সমভবন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে।
সান্তরালৈকলীনেঽস্মান্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১ ॥
একার্ণবে তদা তস্মিন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ স সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥ ৩ ॥
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমুদীক্ষ্য সঃ।
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥ ৪ ॥

করিব। এক মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করিয়াই আপনারা অন্যান্য অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের বিষয়ও এইরূপ অনুভব করিয়া লইবেন ॥ ৫০—৫২ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ নামক পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

সূত বলিলেন,—তেজ হইতে সলিলরাশি সমুৎপন্ন হইয়া যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলে পৃথিবী একমাত্র সমুদ্রে পরিণত হয়, সেই সময়ে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ্ নারায়ণ নামক ভগবান্ ব্রহ্মা একমাত্র সত্ত্বগুণোদ্রেকে জাগরিত হওয়ায় লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিলরাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার নারায়ণ

আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুমঃ ।
অপ্সু শেতে চ যত্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥
তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদাচরৎ ।
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ ॥ ৭ ॥
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্ ।
অনুমানাদসংমূঢ়ো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি ॥ ৮ ॥
অকরোৎ স তনুস্ত্বন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা ।
ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ ॥ ৯ ॥
সলিলেনাপ্লুতাং ভূমিং দৃষ্ট্বা স তু সমন্ততঃ ।
কিন্নু রূপং মহৎ কৃত্বা উদ্ধরেয়মহং মহীম্ ॥ ১০ ॥
জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমস্মরৎ ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১ ॥

নামও কেবল ঐ কারণ জন্য খ্যাত হইয়াছে ; আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটি সলিলের নামান্তর, তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহে ॥ ১—৫ ॥

এইরূপে ব্রহ্মা সহস্রযুগপরিমিত প্রলয়রূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রিশেষে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন ॥ ৬ ॥

প্রাবৃট্‌কালীন খদ্যোতের নৈশ বিচরণের ন্যায় প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মা বায়ুরূপে সেই সলিলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

এদিকে নারায়ণ পৃথিবী একেবারে নষ্ট না হইয়া কেবল জলমগ্ন হইয়াছে, এই অনুমান করিয়া, কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিলে সেই সলিলাপ্লুতা পৃথিবীর পুনরুদ্ধার হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; চিন্তায় জলক্রীড়া সমর্থ বরাহমূর্ত্তির বিষয় স্মরণ হইল, তখন তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সেই সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, বাঙ্ময়, ধর্ম্মনামক দশযোজন বিস্তৃত ও শত যোজন উন্নত,

দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥ ১২ ॥
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং শ্বেততীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্।
বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ১৩ ॥
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
পীনোন্নতকটীদেশং সুশ্লক্ষ্ণং শুভলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ।
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥
স বেদবাহুপাদদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥ ১৬ ॥
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ॥ ১৭ ॥
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মবিক্রমসংস্থিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তরতো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
ঊর্দ্ধগাত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধিঃ।
বেদ্যান্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্পৃক্ সোমশোণিতঃ ॥ ১৯ ॥

নীলনীরদবর্ণ, মেঘসম গভীরগর্জ্জনকারী, মহাপর্ব্বতদেহ, সুতীক্ষ্ণশ্বেতদন্তযুক্ত, আদিত্য-চপলানল-সদৃশ তেজস্বী, সুবৃত্ত স্থূলায়ত স্কন্ধশোভিত, মৃগেন্দ্রগামী, পীনোন্নত কটীদেশ, সুবিভক্তদেহ, শুভলক্ষণাক্রান্ত বিপুল দিব্য বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন॥ ৮—১৫ ॥

এই দিব্য বরাহমূর্ত্তি যজ্ঞবরাহ নামে অভিহিত, তদনুসারে ইহার বর্ণনাও এইরূপ,—দংষ্ট্রাদ্বয় বেদবাদী, বক্ষঃস্থল যজ্ঞস্থল সদৃশ, মুখমণ্ডল যাজ্ঞিকাগ্নি-চিতীর ন্যায়, অগ্নিতুল্য জিহ্বা, দর্ভসম রোমরাজী, ব্রহ্মতুল্য মস্তকদেশ, দিবা ও রাত্রি স্বরূপ চক্ষুর্দ্বয়, বেদাঙ্গ স্বরূপ কর্ণভূষণ, আজ্য নাসিকা-স্বরূপ, স্রুব তুণ্ডতুল্য, সামবেদধ্বনি তাঁহার গর্জ্জনস্বরূপ, তিনি সত্যধর্ম্মময়, শ্রীমান্, ধর্ম্মপরাক্রান্ত ও প্রায়শ্চিত্তরত, পশু তাঁহার জানুস্থানীয়, হোম তাঁহার লিঙ্গ,

বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ ॥ ২০ ॥
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো বিভুঃ।
উপাকর্ম্মেষ্টিরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ২১ ॥
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ২২ ॥
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
অদ্ভিঃ সংচ্ছাদিতামুর্ব্বীং স তামশ্নন্ প্রজাপতিঃ ॥ ২৩ ॥
উপগম্যোজ্জহারাশু অপস্তাশ্চ স বিন্যসৎ।
সামুদ্রীর্ব্বৈ সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীষথ ॥ ২৪ ॥
রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার গাম্ ॥ ২৫ ॥
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীকরঃ।
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ ॥ ২৬ ॥
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতঃ।
চরিতত্বাচ্চ দেবস্য ন মহী যাতি বিপ্লবম্ ॥ ২৭ ॥

মহৌষধি তাঁহার বীজ, বেদী তাঁহার অন্তরাত্মা, মন্ত্র তাঁহার স্ফিক্, আজ্য-সমন্বিত সোম তাঁহার শোণিত, বেদ স্কন্ধদেশ, হবিঃ গন্ধ, হব্য কব্য তাঁহার প্রবলবেগ, প্রাগ্বংশ শরীর-স্বরূপ, দক্ষিণা হৃদয়স্বরূপ, উপাকর্ম্মেষ্টির সদৃশ রুচির, প্রবর্গ্য ভূষণ, বিবিধ ছন্দঃ তাঁহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ্ তাঁহার আসন, ছায়া তাঁহার পত্নী, তিনি নানাদীক্ষাদীক্ষিত, দ্যুতিমান্, যজ্ঞময় যোগী, মহাকৃতি ও মণিশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ॥ ১৬—২২ ॥

যজ্ঞবরাহ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জলমগ্না পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন, এবং সেই জলরাশি হইতে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে স্থাপন করিয়া, লোকহিতকামনায় রসাতলগত পৃথিবীকে দংষ্ট্রাদ্বারা উত্তোলন করিলেন; দেবানুগ্রহে পৃথিবী আর নিমগ্ন না হইয়া জলরাশির উপরে সুবৃহৎ নৌকাখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে লাগিল ॥ ২৩—২৭ ॥

তেতোদ্ধৃত্য ক্ষিতিন্দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া।
পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ॥ ২৮॥
পৃথিবীন্তু সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্গিরীন্।
প্রাক্ সর্গে দহ্যমানাস্তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা॥ ২৯॥
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহৃতাঃ।
নিষিক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোঽভবৎ॥ ৩০॥
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।
গিরয়োঽন্তর্নিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ॥ ৩১॥
ততস্তেষু বিশীর্ণেষু লোকোদধিগিরিষ্বথ।
বিশ্বকর্ম্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ॥ ৩২॥
সসমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্।
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পুনঃ সোঽথ প্রকল্পয়ৎ॥৩৩॥

প্রজাপতি পৃথিবী উত্তোলন করিয়া-ই তাহার বিভাগ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৮॥

স্থানবিশেষের সমতা বিধান করিয়া অন্যান্যস্থলে পর্ব্বত সঞ্চিত করিলেন। ঐ প[র্ব্বত] সমুদায় সম্বর্ত্তক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, এবং বায়ুস্পর্শে জলরাশি শীতল হইয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে সংসক্ত হইয়া সেই সেই স্থলে অচল হইয়া রহিল॥ ২৯—৩০॥

অচল, পর্ব্বত, গিরি ও শিলোচ্চয়, পর্ব্বতের এই নাম চতুষ্টয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, অন্যান্য স্থান হইতে গলিত হইয়া একস্থানে অচল হইয়া থাকার জন্য অচল নাম, পর্ব্ব অর্থাৎ শৃঙ্গাদির ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অংশযুক্ত বলিয়া পর্ব্বত, অন্তঃপ্রদেশ হইতে নদী প্রভৃতি নিঃসৃত হওয়ার জন্য গিরি, এবং সঞ্চিত হয় বলিয়া শিলোচ্চয় নাম হইয়াছে॥ ৩১॥

এইরূপে পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বত বিভক্ত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পৃথিবীকে সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত, পর্ব্বতপরিশোভিত সপ্তদ্বীপ রূপে বিভক্ত, এবং ভূর্লোক প্রভৃতি লোকচতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া বিবিধ

লোকান্ প্রকল্পয়িত্বা চ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ হ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥
সসর্জ্জ সৃষ্টিস্তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥
প্রধ্যানসমকালং বৈ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো অন্ধসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩৬ ॥
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।
পঞ্চধা চাশ্রিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোঽভিমানিনঃ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বতস্তমসা চৈব দীপঃ কুম্ভবদাবৃতঃ।
বহিরন্তঃপ্রকাশশ্চ শুদ্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ ॥ ৩৮ ॥
যস্মাত্তৈঃ সংবৃতা বুদ্ধির্মুখ্যানি করণানি চ।
তস্মাত্তে সংবৃতাত্মানো নগা মুখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
মুখ্যসর্গে তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্টা হ্যসাধকম্।
অপ্রসন্নমনাঃ সোঽথ ততো ন্যাসোঽভ্যমন্যত ॥ ৪০ ॥
তস্যাভিধ্যায়তস্তত্র তির্য্যক্স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত।
তমোবহুত্বাত্তে সর্ব্বে হ্যজ্ঞানবহুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার সেই সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা সময়ে যুগপৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধনামক তমোময় পঞ্চ অবিদ্যার আবির্ভাব হইল; ইহারা সকলেই কুম্ভাবৃত দীপের ন্যায় বহির্ভাগে তম-আবরণ জন্য নিঃসংজ্ঞ এবং অন্তর্দেশে সংজ্ঞাবিশিষ্ট ॥ ৩২—৩৮ ॥

ঐ সকল অবিদ্যা কর্ত্তৃক বুদ্ধি ও প্রধান ইন্দ্রিয়সমূহ আবরিত হওয়ায় ইহাদিগকে নগ কহিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টিতে-ই এইরূপ অবৈধ সৃষ্টি দর্শনে অপ্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

তাঁহার এই চিন্তাকালে যে সকল প্রাণীর উদ্ভব হইল, তাহারা তির্য্যক্স্রোতঃ নামে অভিহিত ॥ ৪১ ॥

উৎপথগ্রাহিণশ্চাপি তে ধ্যানাদ্ধ্যানমানিনঃ।
অহংকৃতা অহংমনা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ ॥ ৪২ ॥
একাদশেন্দ্রিয়বিধা নবধা চোদয়স্তথা।
অষ্টৌ চ তারকাদ্যাশ্চ তেষাং শক্তিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৩॥
অতঃ প্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ বহিঃ পুনঃ।
যস্মাত্তির্য্যক্ প্রবর্ত্তেত তির্য্যক্স্রোতাঃ স উচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
তির্য্যক্স্রোতাশ্চ দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।
অভিপ্রায়মথোদ্ভূতং দৃষ্ট্বা সর্গস্তথাবিধম্।
তস্যাভিধ্যায়তো নিত্যং সাত্ত্বিকঃ সমবর্ত্তত ॥ ৪৫ ॥
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু স চৈবোর্দ্ধব্যবস্থিতঃ।
যস্মাদ্ব্যবর্ত্ততোর্দ্ধন্তু ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তশ্চ সংবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৭॥
তেন বাতাদয়ো জ্ঞেয়াঃ সৃষ্টাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৪৮ ॥
ঊর্দ্ধস্রোতঃসু সৃষ্টেষু দেবেষু স তদা প্রভুঃ।
প্রীতিমানভবদ্ব্রহ্মা ততোঽন্যং সোঽভ্যমন্যত ॥ ৪৯ ॥

তির্যক্স্রোতোগণ তমোগুণপ্রধান থাকায় অজ্ঞানবহুল উৎপথগ্রাহী, অহঙ্কৃত, অহংমনা, অষ্টাবিংশবিধাত্মক, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, নবধা উদয়সম্পন্ন, এবং অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন হইল ॥ ৪২—৪৩ ॥

ইহারাও সকলে অন্তঃপ্রকাশ ও বহিরাবরিত। তির্য্যক্‌ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়ার জন্য ইহারা তির্য্যক্স্রোতঃ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥

প্রজাপতি এই তির্য্যক্স্রোতোরূপ দ্বিতীয়সৃষ্টি অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তাহাতে সত্ত্বগুণবহুল ঊর্দ্ধস্রোতোগণ ঊর্দ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত হইল, ইহারা সুখপ্রিয়, প্রীতিপরায়ণ, এবং বহিরন্তঃ-প্রকাশ-সম্পন্ন। এই

সসর্জ্জ সর্গমন্যং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ ।
অথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥ ৫০ ॥
প্রাদুর্ব্বভুব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সুসাধকম্ ।
যস্মাদর্ব্বাক্ ব্যবর্ত্তেত ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোত উচ্যতে ॥ ৫১ ॥
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমঃসত্ত্বরজোঽধিকাঃ ।
তস্মাত্তে দুঃখবহুলা ভূয়ো ভূয়শ্চ কারিণঃ ॥ ৫২ ॥
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে ।
লক্ষণৈস্তারকাদ্যৈস্তে অষ্টধা চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তে গন্ধর্ব্বসহধর্ম্মিণঃ ।
ইত্যেষ তেজসঃ সর্গো হ্যর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥
পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্দ্ধা স ব্যবস্থিতঃ ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ।
বিবৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেঽর্থং জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৫ ॥
ভূতাদিকানাং সত্ত্বানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে ।
বিপর্য্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥

ঊর্দ্ধস্রোতোরূপ দেবসমূহের সৃষ্টিবিধান করিয়া প্রজাপতি নিতান্ত প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে সাধক সৃষ্টির জন্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন। সেই ধ্যানাবস্থায় যে সাধক-সমূহ অর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহারাই অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ নামে বিখ্যাত ॥ ৪৬-৫২ ॥

এই অর্ব্বাক্‌স্রোতোগণ সত্ত্বরজস্তমোগুণবহুল, সুতরাং দুঃখপরিবৃত এবং ভূয়োভূয়ঃ জন্মমরণসমন্বিত, বহিরন্তঃপ্রকাশবিশিষ্ট, এবং অষ্টবিধ তারকাদিলক্ষণাক্রান্ত এই সাধকগণ সিদ্ধাত্মা গন্ধর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যনামে পরিকীর্ত্তিত ॥ ৫৩—৫৫ ॥

পঞ্চমসৃষ্টি অনুগ্রহ, ইহা বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত। এই অনুগ্রহচতুষ্টয় অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় যথাযথ অবগত হইতে সমর্থ ॥ ৫৬ ॥

পাঞ্চভৌতিক প্রাণীসমূহের সৃষ্টি ষষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু আদিসৃষ্টি হইতে

প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্তু সঃ।
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ৫৭ ॥
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৫৮ ॥
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থশ্চ মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্স্রোতাশ্চ যঃ সর্গস্তির্য্যগ্‌যোনঃ স পঞ্চমঃ ॥৫৯॥
তথোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তথার্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ ॥ ৬০ ॥
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্তু সঃ।
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৬১॥
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।
প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ো সর্গাঃ কৃতাস্তে বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ ॥ ৬২ ॥
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে ষট্‌সর্গা ব্রহ্মণস্তু তে।
বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ৬৩ ॥
চতুর্ধাবস্থিতঃ সোঽথ সর্ব্বভূতেষু কৃৎস্নশঃ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ॥ ৬৪ ॥

সংখ্যা ধরিলে, মহতের সৃষ্টি প্রথম, তন্মাত্র বা পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি দ্বিতীয়, ঐন্দ্রিয়িক বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়; এই ত্রিবিধ সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি ॥ ৫৭—৫৯ ॥

স্থাবরসৃষ্টি চতুর্থ, তির্য্যক্‌যোনিসৃষ্টি পঞ্চম, ঊর্দ্ধস্রোতঃ দেবসমূহের সৃষ্টি ষষ্ঠ, অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ মানুষগণের সৃষ্টি সপ্তম, সাত্ত্বিক ও তামস অনুগ্রহের সৃষ্টি অষ্টম; এই পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃত সৃষ্টি কহে ॥ ৬০—৬২ ॥

এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-বৈকৃত উভয়লক্ষণাক্রান্ত কৌমারসৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া কথিত। ব্রহ্মার এই নয়প্রকার সৃষ্টি-ই বুদ্ধিপূর্ব্বক। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে চতুর্ভাগে বিভক্ত অনুগ্রহ সর্ব্বভূতেই

স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যগ্‌যোনিষু শক্তিতা।
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দ্দেবেষু কৃৎস্নশঃ॥ ৬৫॥
ইত্যেতে প্রাকৃতাশ্চৈব বৈকৃতাশ্চ নব স্মৃতাঃ।
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৬॥
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনন্দনঞ্চ সনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্॥ ৬৭॥
বিজ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে বৈবর্ত্তেন মহৌজসঃ।
সংবুদ্ধাশ্চৈব নানাত্বাদপবিদ্ধাস্ত্রয়োঽপি তে॥ ৬৮॥
অসৃষ্ট্বৈব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গঙ্গতাঃ পুনঃ।
তদা তেষু ব্যতীতেষু তদান্যান্ সাধকাংশ্চ তান্॥ ৬৯॥
মানসানসৃজদ্ব্রহ্মা পুনঃ স্থানাভিমানিনঃ।
আভূতসংপ্লবাবস্থান্নামতস্তান্নিবোধত॥ ৭০॥
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা।
স্বর্গং দিবঃ সমুদ্রাংশ্চ নদান্ শৈলান্ বনস্পতীন্॥ ৭১॥
ওষধীনাং তথাত্মানো হ্যাত্মানো বৃক্ষবীরুধাম্।
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তাঃ সন্ধিরাত্র্যহাঃ॥ ৭২॥

অবস্থান করে; স্থাবরে বিপর্য্যয়, তির্য্যক্‌যোনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি, এবং দেবসমূহে তুষ্টি নামক অনুগ্রহের অবস্থান॥ ৬৩—৬৬॥

সংক্ষেপতঃ এইরূপ প্রাকৃতবৈকৃত নবম সৃষ্টি কথিত হইল; ইহাদিগের পরস্পর সৃষ্টিও আবার বহুবিধ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৬৭॥

ব্রহ্মা প্রথমেই স্বসমগুণশালী, বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ সনন্দন, সনক, ও সনাতন নামক মানস পুত্রত্রয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৈবর্ত্তবিজ্ঞানে সংবুদ্ধ হওয়ায় অপত্যোৎপাদনাদি দ্বারা প্রজাসৃষ্টি না করিয়াই প্রতিসর্গ প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি তদ্দর্শনে অন্য কতকগুলি মানস মানুষ, এবং আপ্রলয়কালস্থায়ী, আপ, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, দিব, সমুদ্র, নদ, পর্ব্বত, বনস্পতি, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি,

অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বে স্থানাখ্যাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ ॥৭৩॥
বক্ত্রাদ্যস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
তদ্বক্ষস্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৭৪ ॥
নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা লোকাস্তেন কৃতাঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
এষ বঃ কথিতঃ পাদঃ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।
অনেনাদ্যেন পাদেন পুরাণং সংপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৬ ॥
ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর ও যুগ প্রভৃতি স্থানাভিমানী পদার্থসমূহের সৃষ্টি করেন॥ ৬৮—৭৪ ॥

মনুষ্যসমূহের প্রথম সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শূদ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল॥ ৭৫ ॥

অব্যক্ত হইতে নারায়ণ ও হিরণ্ময় অণ্ড, এবং অণ্ড হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৭৬ ॥

এইরূপে এই প্রক্রিয়াপাদ দ্বারা পুরাণোক্ত সৃষ্টিবিষয় অতিসংক্ষেপে কথিত হইল॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক আদি মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬ ॥

অনুষঙ্গপাদঃ ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

ইত্যেষ প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
শ্রুত্বা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥
সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছাথোত্তরাং কথাম্ ।
অতঃপ্রভৃতি কল্পজ্ঞ প্রতিসন্ধিং প্রচক্ষ্ব নঃ ॥ ২ ॥
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ ।
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধির্যতস্তয়োঃ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ অত্যন্তকুশলোহ্যসি ॥ ৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অত্রবোঽহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিশ্চ যস্তয়োঃ ।
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ ॥ ৪ ॥
মন্বন্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সুব্রতাঃ ।
যশ্চায়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রতঃ শুভঃ ॥ ৫ ॥

সূতমুখনিঃসৃত প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথমপাদ শ্রবণে পরিহৃষ্ট হইয়া, কশ্যপপুত্র সনাতন সূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সূত! তোমার বাক্‌পটুতাপরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে শ্রবণলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। হে কল্পজ্ঞ! সম্প্রতি আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতি-সন্ধির বিষয় শ্রবণে অভিলাষী. অতএব তুমি তাহাই কীর্ত্তন কর ॥ ১—৩ ॥

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে সুব্রতগণ! আপনাদিগের আদেশানুসারে আমি এখন অতীত ও বর্ত্তমান কল্প অবলম্বন করিয়াই তত্তৎ কল্পে যে সকল মন্বন্তর সংঘটিত হইয়াছে, উপস্থিত বারাহকল্প, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সনা-

অস্মাৎ কল্পাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্ব্বোঽতীতঃ সনাতনঃ।
তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যাবস্থান্নিবোধত ॥ ৫ ॥
প্রত্যাহৃতে পূর্ব্বকল্পে প্রতিসন্ধিশ্চ তত্র বৈ।
অন্যঃ প্রবর্ত্ততে কল্পো জনাল্লোকাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥
ব্যুচ্ছিন্নাৎ প্রতিসন্ধেস্তু কল্পাৎ কল্পঃ পরস্পরম্।
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কল্পান্তে সর্ব্বশস্তদা ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ কল্পাত্তু কল্পস্য প্রতিসন্ধির্নিগদ্যতে।
মন্বন্তরযুগাখ্যানামব্যুচ্ছিন্নাশ্চ সন্ধয়ঃ ॥ ৮ ॥
পরস্পরাঃ প্রবর্ত্তন্তে মন্বন্তরযুগৈঃ সহ।
উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্ব্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥ ৯ ॥
তেষাং পরার্দ্ধকল্পানাং পূর্ব্বো হ্যস্মাত্তু যঃ পরঃ।
আসীৎ কল্পো ব্যতীতো বৈ পরার্দ্ধেন পরস্তু সঃ ॥ ১০ ॥
অন্যে ভবিষ্যা যে কল্পা অপরার্দ্ধাঙ্গুণীকৃতাঃ।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥
যস্মিন্ পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে।
এতাবান্ স্থিতিকালশ্চ প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

তন কল্প, এবং এই উভয় কল্পের মধ্যাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৪—৬ ॥

পূর্ব্বকল্প বিনষ্ট হইয়া যে সময়ে অন্য কল্প আরম্ভ হয়, তাহাকেই কল্পের প্রতিসন্ধি কহে। এই প্রতিসন্ধিকালে পূর্ব্বতন কল্পের ক্রিয়াসমূহ এবং ঐ কল্প মধ্যবর্ত্তী মন্বন্তর যুগ প্রভৃতির সন্ধিসমূহ বিনষ্ট হইয়া পরকল্পের মন্বন্তর যুগ প্রভৃতির আরম্ভ হইতে থাকে। প্রক্রিয়াপাদে সংক্ষেপে যে সকল পূর্ব্ব কল্পের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যক কল্পসমূহের পরবর্ত্তী কল্প-ই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্প, এবং এই বর্ত্তমান কল্প-ই ভবিষ্যৎ কল্পসমূহের প্রথম কল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ৭—১২ ॥

অস্মাৎ কল্পাত্তু যঃ পূর্ব্বং কল্পোঽতীতঃ সনাতনঃ।
চতুর্যুগসহস্রান্তে অহো মন্বন্তরৈঃ পুরা ॥ ১৩ ॥
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হ্যুপস্থিতে।
তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্বৈমানিকাস্তু যে ॥ ১৪ ॥
নক্ষত্রগ্রহতারাস্তু চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ যে।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্তু সুকৃতাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥
মন্বন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দ্দশসু বৈ তথা।
ত্রীণি কোটিশতান্যাসন্ কোট্যা দ্বিনবতিস্তথা ॥ ১৬ ॥
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা।
বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেঽতীতে তু যেঽভবন্ ॥ ১৭ ॥
একৈকস্মিংস্তু কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ।
অথ মন্বন্তরেষ্বাসংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ দিবি ॥ ১৮ ॥
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা।
তেষামনুচরা যে চ মনুপুত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত পরার্দ্ধসংখ্যক কল্পের পরবর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কাল, তাহাই এক এক কল্পের স্থিতিকাল; এই স্থিতিকালের সমাপ্তি হইলেই সৃষ্ট পদার্থ মাত্র এক একবার বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

এই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সনাতনকল্প, সহস্র চতুর্যুগান্তে দাহ কাল উপস্থিত হইলে ক্ষীণ হইয়া মন্বন্তর সমূহসহ অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই কল্পের এক এক মন্বন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি আন্তরীক্ষ দেবগণের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি কোটি ছিল; এই অনুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ সমুদায় কল্পে আন্তরীক্ষদেবের সংখ্যা তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার একশত আট্। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরবিশিষ্ট প্রত্যেক কল্পেই আন্তরীক্ষদেবের ঐ সংখ্যা হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৮ ॥

স্ব স্ব দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্ববর্ণাশ্রমের পূজ্যতম ও তুল্যনিষ্ঠাবান্ দেব, পিতৃ, মুনি, মনু, মনুসহচর ও মানবগণ কল্লান্তকাল উপস্থিত হইলে স্ব স্ব বিপর্য্যয় আশঙ্কা অনুভব

বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন্ কালে তু যে সুরাঃ।
মন্বন্তরেষু যে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥ ২০ ॥
তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে সঙ্কলনে তথা।
তুল্যনিষ্ঠাস্তু তে সর্ব্বে প্রাপ্তে হ্যাভূতসংপ্লবে ॥ ২১ ॥
ততস্তে বশ্যভাবিত্বাদ্‌বুদ্ধা পর্য্যায়মাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবাস্তস্মিন্ প্রাপ্তে হ্যুপপ্লবে ॥ ২২ ॥
তেনৌৎসুক্যবিষাদেন ত্যক্ত্বা স্থানানি ভাবতঃ।
মহর্ল্লোকায় সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥ ২৩ ॥
যে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসি স্বৈঃ শরীরকৈঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈস্তদ্ভক্তৈশ্চাপরৈর্জ্জনৈঃ ॥ ২৫ ॥
মত্বা তু তে মহর্ল্লোকং দেবসঙ্ঘাশ্চতুর্দ্দশ।
ততস্তে জনলোকায় সোদ্বেগা দধিরে মতিম্ ॥ ২৬ ॥
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ ॥ ২৭ ॥
দশকৃত্ব ইবাবৃত্য তস্মাদ্গচ্ছন্তি স্বস্তপঃ।
তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ।
এতেন ক্রমযোগেন যান্তি কল্পনিবাসিনঃ ॥ ২৮ ॥
এবং দেবযুগানান্তু সহস্রাণি পরস্পরাৎ।
গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তিনীং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি যে সকল মানব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত যুগপৎ ঔৎসুক্য-বিষাদজন্য উদ্বিগ্নচিত্তে মহর্লোকে গমন করেন, তথা হইতে জনলোকে, এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথা হইতে দশবার স্বর্লোকে গমনাগমনের পর তপোলোকে দশকল্প অতিবাহিত করিয়া সত্যলোকে গমন করেন। এইরূপে সহস্র দেবযুগ কাল অতি

আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্য্যেন তু তৎসমাঃ।
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তুল্যা রূপেণ বিষয়েণ চ ॥ ৩০ ॥
তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসঙ্গমাৎ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩১ ॥
অবশ্যম্ভাবিনাঽর্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।
নানাত্বেনাভিসম্বদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ ॥ ৩২ ॥
স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ব্বং যথা ভবতি জাগ্রতঃ।
তৎকালভাবি তেষান্তু তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৩ ॥
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নাভিসূক্ষ্মণাম্।
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি করণানি চ ॥ ৩৪ ॥
নানাত্বদর্শনাত্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
বিনষ্টস্বাধিকারাণাং স্বেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তে তুল্যলক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ।
প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রখ্যাপয়িত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ।
পুরুষাব্যবহৃতত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

বাহিত হইলে, অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য ব্যতিরেকে রূপাদি অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯—৩০ ॥

তাঁহারা তথায় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩১ ॥

মুক্তিকালে তাঁহাদিগের জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় স্বরূপজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সুতরাং ভেদজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের কার্য্যকরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাঁহারা নানাত্বদর্শী ব্রহ্মলোকনিবাসিগণ মধ্যে শুদ্ধাত্মা, সিদ্ধ, নিরঞ্জন ও কারণাতীত হইয়া পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৭ ॥

প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কারণং পুনঃ।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং যুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
অত্রাপবর্গিণাং তেষামপুনর্মার্গগামিনাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব ॥ ৩৯ ॥
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্লোকাত্তদা নানাদিতা জনাঃ ॥ ৪০ ॥
তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পাদ্দেহমুপাসতে ॥
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ।
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু ॥ ৪২ ॥
সহস্রং যত্তু রশ্মীনাং সূর্য্যস্তেহ বিভাসতে।
তে সপ্তরশ্ময়ো ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ ॥ ৪৩ ॥
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীন্ লোকান্ প্রদহন্ত্যুত।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥ ৪৪ ॥

পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইবার কালে নির্ব্বাপিত তেজের ন্যায় আর তাঁহাদিগের পুনরুৎপত্তি হয় না ॥ ৩৮—৩৯ ॥

এই সকল পূতপ্রাণ মহাত্মগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলে যাঁহারা, মহর্লোক হইতে আর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারেন, তাঁহারাই কল্পান্তরে শিষ্ট নাম গ্রহণ করিয়া দেহান্তর লাভ করেন ॥ ৪০ ॥

গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবযোনিগণ, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীসমূহ, এবং যাবতীয় স্থাবর পদার্থ এই পৃথিবীতেই বিনষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী হইতে-ই-উৎপত্তি লাভ করে ॥ ৪১-৪২ ॥

মহাপ্রলয়ে সৃষ্টিসংহারের পূর্ব্বে-ই যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক স্থাবর জঙ্গম নিচয় অনাবৃষ্টিতে অতিমাত্র বিশুষ্ক হইয়া যায়; তৎপরে সূর্য্যদেবের সহস্র-রশ্মি সপ্তরশ্মিতে পরিণত হইয়া এক একটি সূর্য্যরূপী হইয়া পড়ে এবং তাহারাই যথাক্রমে উদিত হইয়া, স্থাবর, জঙ্গম, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায়

পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রধূপিতাঃ।
তদা তে বিবিশুঃ সর্ব্বে নির্দ্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকাস্তু বৈ ॥ ৪৫ ॥
দগ্ধদেহাস্ততস্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে।
যোন্যা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া ॥ ৪৬ ॥
ততস্তে হ্যুপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসী প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥
ততস্তেষু প্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু।
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষালয়েষু চ ॥ ৪৯ ॥
সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥

সৃষ্টিসমন্বিত ত্রিলোক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে; ক্রমে সমুদায় পদার্থ দগ্ধ হইয়া গেলে সৃষ্টিও বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪৩—৪৫ ॥

অনন্তর পাপযুগাবসানে সেই সকল দগ্ধদেহ প্রাণিগণ পুণ্যপাপানুবন্ধি যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বস্বকর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভ করিতে থাকে, শুদ্ধচেতাগণ যাহারা পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে মানসী সিদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা প্রলয়রূপ ব্রহ্মার রজনীগত হইলে পুনঃ সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মানস প্রজা হইয়া থাকেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥

পূর্ব্বে যে সপ্তসূর্য্য দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরে-ই অতিমাত্র বৃষ্টি হইয়া ক্ষিতিতল প্লাবিত হইয়া যায়, সুতরাং যাবতীয় পার্থিব পদার্থ, এবং সমুদ্র মেঘ প্রভৃতিও একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সলিল সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ॥ ৪৯—৫০ ॥

আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু।
সংচ্ছাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমির্ম্মর্ণবাখ্যা তদা চ সা॥ ৫১॥
আভাতি যস্মান্নাভান্তি ভাসন্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু।
সর্ব্বতঃ সমনুপ্লাব্য তাসাঞ্চান্তো বিভাব্যতে॥ ৫২॥
তদম্ভস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বাং পৃথ্বীং সমন্ততঃ।
ধাতুংস্তনোতি বিস্তারে তেনাম্ভস্তনবঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৩॥
অরমিত্যেষ শীঘ্রস্ত নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নারাঃ॥ ৫৪॥
তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোঽহনি।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়ান্তাবত্তৎ সলিলাত্মনা॥ ৫৫॥
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে।
প্রশান্তবাতেঽন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ॥ ৫৬॥
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ।
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্ব্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি॥ ৫৭॥
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ ৫৮॥

তখন অপরিমেয় জলরাশি ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে প্রকাশিত হয়, এবং অন্য কোন বস্তু-ই সেই জলাবরণে প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া-ই সেই জলরাশি অম্ভ নামে কথিত হয়॥ ৫১—৫২॥

পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে-ই বিস্তৃত হওয়ার জন্য তখন ধাতুর বিস্তার অর্থানুসারে জলের অপর নাম তনু॥ ৫৩॥

এবং কবিগণ শীঘ্রার্থে অর শব্দ ব্যবহার করেন, একার্ণব সময়ে জলের তাদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যায় না বলিয়া তাহাকে নার কহে॥ ৫৪॥

যুগসহস্রপরিমিত ব্রহ্মদিনাবসানে এইরূপে জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হইলে, বায়ুনিকর প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং অগ্নিমাত্রও নির্ব্বাপিত হওয়ায় সমুদায় জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন জগদধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা পুনর্ব্বার লোকবিভাগ কামনায় সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ,

সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥ ৫৯ ॥
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥ ৬০ ॥
আপো নারাখ্যাস্তনব ইত্যপান্নাম শুশ্রুমঃ।
আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥
সহস্রশীর্ষাঃ সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্ব্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি-
স্ত্রয়োপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥ ৬২ ॥
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
একো হ্যপূর্ব্বঃ প্রথমস্তুরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬৩ ॥
কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজৎ প্রজাঃ।
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তো কালো ভূত্বাঽগ্রসৎ পুনঃ ॥ ৬৪ ॥

সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ, এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্ত্তিতে সেই একার্ণব মধ্যে নিদ্রিত সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জাগরিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার এই নারায়ণ নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি আছে, আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটি জলের নাম, ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহে ॥ ৫৫—৬১ ॥

এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাদ, সহস্রচক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রভুক্, সহস্রবাহু, সুমনা, সূর্য্যবর্ণ, সংসারপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম, তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামধারী প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদিকালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া সমুদায় গ্রাস করেন ॥ ৬২—৬৪ ॥

স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্ত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন্।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥ ৬৫ ॥
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান্।
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ৬৬ ॥
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অপ্রকাশার্ণবে স্বপন্ ॥ ৬৭ ॥
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা গ্রস্ত্বা ব্রাহ্ম্যাং রাত্র্যাং মহার্ণবে।
পশ্যন্তি তং মহর্ল্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্ত কল্পে হ্যস্মিন্ মহর্ষয়ঃ।
ততো বিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥ ৬৯ ॥
গত্যর্থাৎ ঋষয়ো ধাতোর্নাম নিবৃত্তিরাদিতঃ।
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥
মহর্ল্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ ॥ ৭১ ॥

এই একার্ণবশায়ী নারায়ণ-ই নিদ্রান্তে সত্ত্বগুণোদ্রেকে জাগরিত হইয়া আপনাকে ত্রিভাগে বিভক্ত করেন, এবং এক এক অংশ দ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস ও দর্শন করিয়া থাকেন। চতুর্যুগসহস্রান্তে সমুদায় সলিলাবৃত হইয়া একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ কালরূপী নারায়ণ চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মী রাত্রিতে তমোময় একার্ণবে সুষুপ্তি লাভ করেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির ন্যায়, প্রতিকল্পে-ই যাঁহারা কল্পাবসানে অবস্থান করেন,, সেই সুমহৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিসমূহ মহর্লোক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ইঁহাদিগের মহর্ষিনাম হওয়ার কারণ এইরূপ কথিত আছে,—ঋ ধাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ঋষি কহে, ইহারা সেই ঋষিসমূহ মধ্যে প্রধান বলিয়া মহর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৬৫—৭১ ॥

এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্তে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥ ৭২ ॥
কল্পাস্ত্বাদৌ তু বহুশো যস্মাৎ সংস্থাশ্চতুর্দ্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে ॥ ৭৩ ॥
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
ব্যক্তাঽব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৭৪ ॥
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়োঃ।
সাম্প্রতাতীতয়োর্ম্মধ্যে প্রাগবস্থা বভুব যা ॥ ৭৫ ॥
কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা।
সাম্প্রতন্তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতৎ নিবোধত ॥ ৭৬ ॥

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিসন্ধিকীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

কত শতসহস্র প্রলয়রূপিণী ব্রাহ্মী রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, ইহার প্রতিরাত্রে-ই মহর্ষিগণ এইরূপভাবে সুপ্তকাল নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৭২ ॥

সেই সর্ব্বভূতস্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেব জগদীশ্বর কল্পপ্রারম্ভে বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টিকালের নাম কল্প হইয়াছে ॥ ৭৩—৭৪ ॥

এইরূপে বর্ত্তমান ও অতীত কল্পদ্বয়ের প্রতিসন্ধি ও পূর্ব্বাবস্থা সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি বর্ত্তমান কল্পের বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৭৫—৭৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডনামক আদি মহাপুরাণে প্রতিসন্ধি-কীর্ত্তন-নামক সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভূল্যং যুগসহস্রস্য নৈশকালমুপাস্য সঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদাচরৎ।
অন্ধকারে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ২ ॥
জলেন সমনুব্যাপ্তে সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে।
অবিভাগেন ভূতেষু সমন্তাৎ সুস্থিতেষু চ ॥ ৩ ॥
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ।
তদাকাশে চরন্ সোঽর্থ বীক্ষ্যমাণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৪ ॥
প্রতিষ্ঠায়া হ্যুপায়ন্তু মার্গমাণস্তদা প্রভুঃ।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ জ্ঞাত্বা হ্যন্তর্গতাং মহীম্ ॥ ৫ ॥
অনুমানাত্তু সম্বুদ্ধো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি।
চকারান্যান্তনুঞ্চৈব পূর্ব্বকল্পাদিষু স্মৃতাম্ ॥ ৬ ॥

সূত বলিলেন,—সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী নৈশকাল অতিবাহনের পর পরম পুরুষ প্রজাপতি বর্ত্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টিসময়ে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য ব্রহ্মত্বের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১ ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থাবর-জঙ্গমাদি-পরিশূন্য, অবিভক্ত-ভূতসমূহ-পরিব্যাপ্ত, অন্ধকারাবৃত জলরাশির উপরে প্রাবৃট্‌কালীন খদ্যোতিকার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই জলরাশি মধ্যে-ই পৃথিবী অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনুমান-ই ক্রমে তাঁহার নিশ্চিত হওয়ায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এবারেও তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া সামুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নাদের সলিল নদীতে বিন্যস্ত করিলেন। সলিল বিন্যাসের পর তিনি পূর্ব্বতন কল্পের যে পর্ব্বতসমূহ সম্বর্ত্তক অনলে বিদগ্ধ হইয়া জলবায়ুর শীতলতায়

স তু রূপং বরাহস্য কৃত্বাপঃ প্রাবিশৎ প্রভুঃ ।
অদ্ভিঃ সংচ্ছাদিতামুর্ব্বীং সমীক্ষ্যাথ প্রজাপতিঃ ॥ ৭ ॥
উদ্ধৃত্যোর্ব্বীমথাদ্ভ্যস্তু অপস্তাস্তু স বিন্যসৎ ।
সামুদ্রীস্তু সমুদ্রেষু নাদেয়ীর্নিম্নগাস্বপি ॥ ৮ ॥
পৃথক্ তাস্তু স বিন্যস্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্গিরীন্ ।
প্রাক্সর্গে দহ্যমানে তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা ॥ ৯ ॥
তেনাগ্নিনা প্রলীনাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহৃতাঃ ॥ ১০ ॥
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাঽচলোঽভবৎ ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥
গিরয়োঽদ্ভির্নিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ ।
ততস্তু তাং সমুদ্ধৃত্য ক্ষৈতিমন্তর্জ্জলাৎ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোৎ পুনঃ ।
সপ্ত সপ্ত তু বর্ষাণি তস্যা দ্বীপেষু সপ্তসু ॥ ১৩ ॥
বিষমানি সমীকৃত্য শিলাভিরচিনোদ্গিরীন্ ।
দ্বীপেষু তেষু বর্ষাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ ॥ ১৪ ॥

সংসক্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাদিগকে পুনঃ প্রকাশিত করিলেন। শুষ্ক হইয়া অচলভাবে অবস্থিত থাকায় পর্ব্বতের একটি নাম অচল, পর্ব্ব অর্থাৎ শৃঙ্গাদিদ্বারা বিচ্ছিন্নবশতঃ অপর নাম পর্ব্বত, জলরাশি হইতে উদ্গীর্ণ অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি, এবং সঞ্চিত হওয়ার জন্য শিলোচ্চয় নাম হইয়াছে। প্রজাপতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ২—১৩ ॥

পরে বিষমস্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ দ্বারা সাধারণ পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে সপ্তবর্ষ, সপ্তবর্ষের চত্বারিংশ

তাবন্তঃ পর্ব্বতাশ্চৈব বর্ষান্তে সমবস্থিতাঃ।
সর্গাদৌ সন্নিবিষ্টাস্তে স্বভাবেনৈব নান্যথা ॥ ১৫ ॥
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অন্যোন্যস্য তু মণ্ডলম্।
সন্নিকৃষ্টাঃ স্বভাবেন সমাবৃত্য পরস্পরম্ ॥ ১৬ ॥
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকাংশ্চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ।
পূর্ব্বন্তু নির্ম্মমে ব্রহ্মা স্থানানীমানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৭ ॥
কল্পস্য চাস্য ব্রহ্মা বৈ হ্যসৃজৎ স্থানিনঃ পুরা।
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষন্দিবন্তথা ॥ ১৮ ॥
স্বর্গন্দিশঃ সমুদ্রাংশ্চ নদীঃ সর্ব্বাংশ্চপর্ব্বতান্।
ওষধীনাং তথাত্মানমাত্মানং বৃক্ষবীরুধাম্ ॥ ১৯ ॥
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তং সন্ধিরাত্র্যহম্।
অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ ॥ ২০ ॥
স্থানাভিমানিনশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্।
স্থানাত্মনঃ স সৃষ্ট্বা বৈ যুগাবস্থাং বিনির্ম্মমে ॥ ২১ ॥
কৃতন্ত্রেতাং দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চৈব তথা যুগম্।
কল্পস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোঽসৃজৎ প্রজাঃ ॥ ২২ ॥

প্রকার বিভাগ, প্রত্যেক বর্ষান্তস্থায়ী সপ্তপর্ব্বত, সপ্তদ্বীপ, এবং প্রত্যেক দ্বীপবেষ্টিত সপ্তসমুদ্র স্বভাবে-ই সৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৬ ॥

অন্যান্য পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে-ই তাহাদিগের আধার-স্বরূপ ভূরাদি লোকচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করেন ॥ ১৭ ॥

তৎপরে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি ও বৃক্ষলতাদির আত্মা, লব, কাষ্ঠা কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমানী ও স্থান প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া যুগের অবস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১৮—২১ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিটি যুগের অবস্থা। কল্প প্রারম্ভে প্রজাপতি প্রথমে-ই সত্যযুগের প্রজাসৃষ্টি করেন; পূর্ব্বে যে সকল প্রজার

প্রাগুক্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্ব্বকালং প্রজাস্তু তাঃ।
তস্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কল্পে দগ্ধাস্তদাঽগ্নিনা ॥ ২৩ ॥
অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থন্তা ভবন্তি হি ॥ ২৪ ॥
বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ সর্গস্থ কারণাৎ।
ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্তু সন্তানার্থং ভবন্তি হি ॥ ২৫ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিহ তাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা ॥ ২৬ ॥
ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি হি।
ব্রহ্মণো মানসাস্তে বৈ সিদ্ধাত্মানো ভবন্তি হি ॥ ২৭ ॥
যে সর্গা দ্বেষযুক্তেন কর্ম্মণা তে দিবঙ্গতাঃ।
আবর্ত্তমানা ইহ তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥
স্বকর্ম্মফলশেষেণ খ্যাতাশ্চৈব তথাত্মিকাঃ।
সম্ভবন্তি জনাল্লোকাৎ কর্ম্মসংশয়বন্ধনাৎ ॥ ২৯ ॥

বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারাই সত্যযুগের প্রজা। ঐ সত্যযুগে যাঁহারা তপোলোকে গমন করিতে না পারিয়া জনলোকেই অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা-ই সম্বর্ত্তকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, বীজের জন্য পুনর্ব্বার সৃষ্ট হইয়া থাকেন, এবং সন্তানাদির দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন ॥ ২২—২৫ ॥

দেবলোক, পিতৃলোক, ঋষি ও মনুগণ ইহলোকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সাধক বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২৬ ॥

যেহেতু তাঁহারা-ই ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট, এবং তপঃসমৃদ্ধি বশতঃ সিদ্ধাত্মা ॥ ২৭ ॥

যে প্রজাসমূহ দ্বেষযুক্ত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা স্বর্গগত হইলেও প্রতিযুগেই পুনরাবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ইহলোকে জন্মলাভ করেন এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে খ্যাত হয়েন ॥ ২৮—২৯ ॥

আশয়ঃ কারণং তত্র বোদ্ধব্যং কর্ম্মণাস্তু সঃ।
তৈঃ কর্ম্মভিস্তু জায়ন্তে জনাল্লোকাঃ শুভাশুভৈঃ॥ ৩০॥
গৃহ্নন্তি তে শরীরাণি নানারূপাণি যোনিষু।
দেবাদ্যস্থাবরান্তে চ উৎপদ্যন্তে পরস্পরম্॥ ৩১॥
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩২॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মে ঋতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে॥ ৩৩॥
কল্পেষাসন্ ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ।
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে॥ ৩৪॥
তস্মাত্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃ পুনস্তে কল্পেসু জায়ন্তে নামরূপতঃ॥ ৩৫॥
ততঃ সর্গে হ্যবষ্টব্ধে সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণস্তু বৈ।
প্রজাস্তা ধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা॥ ৩৬॥

কর্ম্মাশয়ই জন্মান্তরলাভের কারণ, যাহাদের কর্ম্মাশয় বিনষ্ট হয় নাই সেই সকল প্রজাগণ শুভাশুভ বিবিধ কর্ম্মানুসারে-ই দেবতা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হয়॥ ৩০—৩১॥

তাহারা সৃষ্টি পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সৃষ্ট হইয়া সেই কর্ম্মের-ই ফলভোগ করে। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য প্রভৃতি কর্ম্মসমূহের চিন্তা করিয়া জন্মলাভ করায়, তাহাদিগের ঐ সকল কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ৩২—৩৩॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতীতকল্পে ঐ প্রজানিচয়ের যেরূপ নামরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তী কল্পসমূহেও প্রায়-ই তাহারা সেইরূপ নামরূপ পরিগ্রহ করিয়া জন্মলাভ করে॥ ৩৪—৩৫॥

সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি স্তব্ধীভূত হইয়া আসিলে, তাঁহার নূতন সৃষ্টিবিষয়ে বাসনা হইল, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত পবিত্রাত্মা

মিথুনানাং সহস্রন্তু সোঽসৃজদ্বৈ মুখাত্তদা।
জনাস্তে হ্যুপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সুচেতসঃ॥ ৩৭॥
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুষ্মিণশ্চাপ্যশুষ্মিণঃ॥ ৩৮॥
সৃষ্টা সহস্রমন্যত্তু দ্বন্দ্বানামূরুতঃ পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ॥ ৩৯॥
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যত্তু মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পতেজসঃ॥ ৪০॥
ততো বৈ হর্ষমানাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ।
অন্যোন্যা হৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ॥ ৪১॥
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্‌ মিথুনোৎপত্তিরুচ্যতে।
মাসি মাস্যার্ত্তবং যত্তত্তদানাসীদ্দ্বিয়োষিতাম্‌॥ ৪২॥
তস্মাত্তদা ন সুষুবুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ।
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সকৃৎ॥ ৪৩॥
কুটকাঃ কুবিকাশ্চৈব উৎপদ্যন্তে মুমূর্ষিতাঃ।
ততঃ প্রভৃতি কল্পোঽস্মিন্‌ মিথুনানাং হি সম্ভবঃ॥ ৪৪॥

সহস্র মিথুন, বক্ষঃস্থল হইতে রজোগুণযুক্ত তেজস্বী সহস্রমিথুন, উরুদেশ হইতে রজ ও তমোগুণযুক্ত চেষ্টাশীল সহস্রমিথুন, এবং পদদ্বয় হইতে তমোগুণোদ্রিক্ত হীনশ্রী অল্পতেজা সহস্র মিথুনের প্রাদুর্ভাব হইল॥ ৩৬—৪০॥

তাহারা উৎপত্তিমাত্রেই পরস্পর সহর্ষে সঙ্গত হইতে লাগিল; কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীদিগের প্রতিমাসে ঋতু হওয়ার নিয়ম না থাকায় তাহাদিগের তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হইল না। তখন জীবনান্তে একবার মাত্র মিথুন প্রসবের নিয়ম ছিল। এ জন্যই কুটক ও কুবিক প্রভৃতি মুমূর্ষাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অবধি বর্ত্তমানকল্পে মিথুনের উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে॥ ৪১—৪৪॥

ধ্যাতে তু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ।
শব্দাদিবিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ ॥ ৪৫ ॥
ইত্যেবং মনসা পূর্ব্বং প্রাক্‌সৃষ্টির্যা প্রজাপতেঃ।
তস্যান্বয়ে সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ ॥ ৪৬ ॥
সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তদা নাত্যম্বুশীতোষ্ণা যুগে তস্মিন্ চরন্তি বৈ ॥ ৪৭ ॥
পৃথ্বীরসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যাহরন্তি বৈ।
তাঃ প্রজাঃ কামচা[রিণ্যো] মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥৪৮
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্তু তাঃ।
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন্ কৃতে যুগে ॥৪৯॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং কল্পাদৌ তু কৃতে যুগে।
স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে ॥ ৫০ ॥
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যয়া।
আদ্যং কৃতযুগং প্রা[হুঃ] সন্ধ্যানান্তু চতুঃশতম্ ॥ ৫১ ॥

এই প্রজা-মিথুন সৃষ্টির পর প্রজাপতির ধ্যানমাত্রেই তাহাদিগের শব্দাদি পঞ্চবিষয়ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

সম্প্রতি যে প্রজাসমূহ দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বিধাতার ঐ মানস প্রজামিথুন-ই ইহাদিগের আদিবংশ ॥ ৪৬ ॥

শীতোষ্ণ-দুঃখপরিশূন্য সেই সত্যযুগোৎপন্ন মানস প্রজাসমূহ পৃথ্বীরস আহার ও নদ নদী সমুদ্র সরোবর পর্ব্বত প্রভৃতির উপভোগাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া মানসী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার বা পরস্পরের বিভিন্নতাবোধক কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, প্রত্যেকে-ই তুল্য পরিমিত পরমায়ুশালী, তুল্যরূপবান্, এবং তুল্যসুখী ছিলেন ॥ ৪৯ ॥

সত্যযুগে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারে-ই নিযুক্ত থাকিতেন ॥ ৫০ ॥

দৈববর্ষ পরিমাণে চতুঃসহস্রবর্ষ সত্যযুগের অবস্থানকাল এবং তাহার

ততঃ সহস্রশস্তাসু প্রজাসু প্রথিতাস্বপি।
ন তাসাম্প্রতিঘাতোঽস্তি ন দ্বন্দ্বন্নাপি চ ক্রমঃ ॥ ৫২ ॥
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াস্তু তাঃ।
বিশোকাঃ তত্ত্ববহুলাঃ একান্তসুখিতপ্রজাঃ ॥ ৫৩ ॥
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন্ সরীসৃপাঃ ॥ ৫৪ ॥
নোদ্ভিজ্জা নারকাশ্চৈব তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ।
ন মূলফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তবং ঋতবো ন চ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বকামসুখঃ কালো নাত্যর্থং হ্যুষ্ণশীততা।
মনোভিলষিতাঃ কামাস্তাসাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তাভির্ধ্যাতা রসোত্থিতাঃ।
বলবর্ণকরী তাসাং সিদ্ধিঃ সা রোগনাশিনী ॥ ৫৭ ॥
অসংস্কার্য্যৈঃ শারীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ।
তাসাং বিশুদ্ধাৎ সংকল্পাজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ ॥ ৫৮ ॥

সন্ধিকাল ঐ পরিমাণে চারিশত বৎসর; এইকাল মধ্যে তাঁহাদিগের কোন-রূপ প্রতিঘাত বা শীতোষ্ণাদিজন্য দুঃখ উপস্থিত হয় নাই। অথচ তাঁহারা নিকেতনে বাস না করিয়া পর্ব্বতে এবং সমুদ্রকূলে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই শোকদুঃখাদি পরিশূন্য, তত্ত্বজ্ঞানবহুল ও নিষ্কামচারী, সুতরাং সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্ত ছিলেন। সে সময়ে অধর্ম্মের সংস্রব না থাকায় অধর্ম্ম-প্রসূত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি এবং ফল, মূল, পুষ্প, ঋতু প্রভৃতির উৎপত্তি হয় নাই ॥ ৫১—৫৫ ॥

অনতিশীতোষ্ণ একমাত্র সুখপ্রদকাল তখন বর্ত্তমান থাকিত। তাঁহা-দিগের অভিলষিত বস্তুমাত্রে-ই তখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল; চিন্তামাত্রেই পৃথিবী হইতে একপ্রকার রস উত্থিত হইত, সেই বলবর্ণকারক ও রোগ-নিবারক রস তাঁহাদিগের পানীয় ছিল। তাঁহারা অসংস্কৃত শরীরে-ই স্থির-যৌবন-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সঙ্কল্পমাত্রে-ই মিথুন প্রজার উৎপত্তি হইত ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চ সমন্ততঃ।
তদা সত্যমলোভশ্চ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখন্দমঃ॥ ৫৯॥
নির্ব্বিশেষাঃ কৃতাঃ সর্ব্বা রূপায়ুঃ শীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্॥ ৬০॥
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ॥ ৬১॥
অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ॥ ৬২॥
সুখপ্রায়া হ্যশোকাশ্চ উৎপদ্যন্তে কৃতে যুগে।
নিত্যপ্রহৃষ্টমনসো মহাসত্বা মহাবলাঃ ৬৩॥
লাভালাভৌ ন তাস্বাস্তাং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে।
মনসা বিষয়স্তাসান্নিরীহাণাং প্রবর্ত্ততে।
ন লিপ্সন্তি হি তান্যোন্যন্নানুগৃহ্নন্তি চৈব হি॥ ৬৪॥

সকলের জন্ম ও রূপ সমান, সকলেই সমভাবে মরিত। সত্য, অলোভ, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, দম, আয়ু, শীলতা ও চেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় গুণে-ই তাঁহাদিগের কোন প্রভেদ অনুভব হইত না॥ ৫৯—৬০॥

সত্যযুগে কর্ম্মের পাপপুণ্যবিভাগ, বর্ণ ও আশ্রমাদির ব্যবস্থা এবং বর্ণসঙ্করাদি ছিল না॥ ৬১॥

প্রত্যেক প্রজাই প্রত্যেকের সহিত ইচ্ছা দ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন; রূপ ও আয়ুঃ প্রভৃতি সকলের একরূপ হওয়ায, তাঁহাদিগের মধ্যে অধম উত্তমাদি বিভাগের আবশ্যক ছিল না। সকলে-ই সুখবহুল, সকলে-ই শোকশূন্য, সকলেই হৃষ্টাত্মা, সকলেই মহাসত্ব ও মহাবল ছিলেন॥ ৬২—৬৩॥

সত্যযুগের সেই নিরীহ প্রজানিচয়ের হৃদয়ে লাভ, অলাভ, মিত্র, অমিত্র, প্রিয়, অপ্রিয় প্রভৃতির ভেদজ্ঞান ছিল না; তাঁহারা চিন্তামাত্রে-ই বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেন, সুতরাং পরস্পরের প্রতি লিপ্সা বা অনুগ্রহ করিবার আবশ্যক হইত না॥ ৬৪॥

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
প্রবৃত্তং দ্বাপরে যজ্ঞং দানং কলিযুগে বরম্ ॥ ৬৫ ॥
সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতা দ্বাপরন্তু রজস্তমৌ।
কলৌ তমস্তু বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তবশেন তু ॥ ৬৬ ॥
কালঃ কৃতে যুগে ত্বেষ তস্য সংখ্যাং নিবোধত।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণান্তৎ কৃতং যুগম্ ॥ ৬৭ ॥
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ ॥ ৬৮ ॥
ততঃ কৃতযুগে তস্মিন্ সন্ধ্যাংশে হি গতে তু বৈ।
পাদাবশিষ্টো ভবতি যুগে ধর্ম্মস্তু সর্বশঃ ॥ ৬৯ ॥
সন্ধ্যায়ামপ্যতীতায়ামন্তকালে যুগস্য তু।
পাদতশ্চাবতিষ্ঠেত্তু সন্ধ্যাধর্ম্মো যুগস্য তু ॥ ৭০ ॥
এবং কৃতে তু নিঃশেষে সিদ্ধিস্ত্বন্তর্দধে তদা।
তস্যান্তু সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্যামভবত্ততঃ ১ ॥

সত্যযুগে ধ্যান-ই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত ছিল। এইরূপ ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

সত্যযুগ সত্ত্বগুণবহুল, ত্রেতা রজোগুণবহুল, দ্বাপর রজ ও তমোগুণযুক্ত, এবং কলি তমোগুণবহুল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ৬৬ ॥

সত্যযুগের অবস্থানকাল দৈববর্ষপরিমাণে চারি সহস্রবৎসর, এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অবস্থানকাল চারিশত বৎসর। মানুষ পরিমাণে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ-কাল চত্বারিংশ সহস্রবৎসর। যুগশেষে সমুদায় ধর্ম্মবিনষ্ট হইয়া একপাদ মাত্র যুগসন্ধিতে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধিশেষেও এইরূপ একপাদ মাত্র সন্ধিধর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ॥ ৬৭-৭০ ॥

এইরূপে সত্যযুগ নিঃশেষিত হইলে সিদ্ধিও অন্তর্হিত হয়। তৎপরে ত্রেতাযুগের মধ্যবর্ত্তীকালে পূর্ব্বোক্ত আদি কল্পকালীন অষ্টসিদ্ধির ন্যায়

সিদ্ধিরন্যা যুগে তস্মিংস্ত্রেতায়ামন্তরে কৃতা।
সর্গাদৌ যা ময়াষ্টৌ তু মানস্যো বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭২ ॥
অষ্টৌ তাঃ ক্রমযোগেন সিদ্ধয়ো যান্তি সংক্ষয়ম্।
কল্পাদৌ মানসীহ্যেষা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে ॥ ৭৩ ॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ।
বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কর্ম্মসিদ্ধোদ্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪ ॥
সন্ধ্যাকৃতস্য পাদেন সন্ধ্যাপাদেন চাংশতঃ।
কৃতসন্ধ্যাংশকা হ্যেতে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদান্ পরস্পরান্।
হ্রসন্তি যুগধর্ম্মৈস্তে তপঃ শ্রুতবলায়ুষৈঃ ॥ ৭৫ ॥
ততঃ কৃতাংশে ক্ষীণে তু বভূব তদনন্তরম্।
ত্রেতায়াং যুগমন্যত্তু কৃতাংশমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৭৬ ॥
তস্মিন্ ক্ষীণে কৃতাংশে তু তচ্ছিষ্টাসু প্রজাস্বিহ।
কল্পাদৌ সংপ্রবৃত্তায়াস্ত্রেতায়াঃ প্রমুখে তদা ॥ ৭৭ ॥
প্রণশ্যতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্যথা।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রণষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত ॥ ৭৮ ॥
অপাং সৌক্ষ্মে প্রতিগতে তদা মেঘাত্মনা তু তৌ।
মেঘেভ্যস্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্ ॥ ৭৯ ॥

অন্য অষ্টসিদ্ধির উৎপত্তি হইয়া যথাক্রমে তাহারাও আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আদিকল্পোক্ত অষ্টসিদ্ধিই সত্যযুগের সিদ্ধি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ৭১—৭৩ ॥

মন্বন্তর মাত্রেই চতুর্যুগের বিভাগানুসারে বর্ণ ও আশ্রমকৃত কর্ম্মসিদ্ধির উৎপত্তি হয় ॥ ৭৪ ॥

সত্যযুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ, যুগধর্ম্মানুসারে যথাক্রমে ইহাদিগের তপঃ, শ্রুত, বল ও আয়ুর তিন পাদ করিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়; এইরূপে সত্যযুগ একেবারে বিলীন হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হয়, সুতরাং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের সিদ্ধিসমূহও বিনষ্ট হইয়া অন্য সিদ্ধির উৎপত্তি হয় ॥ ৭৫—৭৮ ॥

ত্রেতাযুগের উৎপত্তিকালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা মেঘরূপে পরিণত হওয়ায়,

সকৃদেব তথা বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে।
প্রাদুরাসংস্তদা তাসাং বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ ॥ ৮০ ॥
সর্ব্বংপ্রত্যুপভোগস্তু তাসাস্তেভ্যঃ প্রজায়তে।
বর্ত্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥ ৮১ ॥
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ।
রাগলোভাত্মকো ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ ॥ ৮২ ॥
যত্তদ্ভবতি নারীণাং জীবিতান্তে তদার্ত্তবম্।
ততস্তেনৈব যোগেন বর্ত্ততাং মিথুনে তদা ॥ ৮৩ ॥
তাসান্তৎ কালভাবিত্বান্মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্।
অকালে হ্যার্ত্তবোৎপত্তির্গর্ভোৎপত্তিরজায়ত ॥ ৮৪ ॥
বিপর্য্যয়েণ তাসান্তু তেন কালেন ভাবিনা।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ ॥ ৮৫ ॥
ততস্তেষু প্রণষ্টেষু বিভ্রান্তাঃ ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥ ৮৬ ॥
প্রাদুর্ব্বভূবুস্তাসাঞ্চ বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ ॥ ৮৭ ॥

গভীরগর্জ্জনকারী ঘনঘটা হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়, এবং সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হইয়া বিবিধ বৃক্ষের উৎপত্তি বিধান করে; সেই বৃক্ষসমূহ হইতে ত্রেতাযুগের প্রজানিচয়ের উপভোগ্য পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হয় ॥৭৯—৮১॥

এই কালে অকস্মাৎ রাগ লোভ প্রভৃতি ভাবসমূহের উদ্ভব হয়; পূর্ব্ব যুগে স্ত্রীগণের জীবনান্তে একবারমাত্র ঋতু হইয়া গর্ভধারণের নিয়ম ছিল, তাহার এখন অন্যথা হইয়া মাসে মাসে ঋতু হইতে লাগিল, সুতরাং অকালেই সকলের গর্ভোৎপত্তি হইতে আরম্ভ হইল ॥ ৮২—৮৪ ॥

স্ত্রীগণের এইরূপ ভাবান্তর সঙ্ঘটিত হওয়ায় প্রজাগণের উপভোগ্য পদার্থ-প্রদ সেই বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৮৫ ॥

তদ্দর্শনে সত্যচিত্ত প্রজাগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সিদ্ধি চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে সেই সকল বৃক্ষ পুনরুদ্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগকে বস্ত্র, ফল,

তেষেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু॥ ৮৮॥
তেন বা বর্ত্তয়ন্তিস্ম মুখে তে তু যুগস্য চ।
হৃষ্টতুষ্টাস্তয়া সিদ্ধ্যা প্রজাবৈ বিগতজ্জরাঃ॥ ৮৯॥
পুনঃ কালান্তরেনৈব পুনর্ল্লোভাবৃতাস্ত তাঃ।
বৃক্ষাংস্তান্ পর্য্যগৃহ্ণন্ত মধু বামাক্ষিকং বলাৎ॥ ৯০॥
তাসান্তেনাপচারণে পুনর্লোভকৃতেন বৈ।
প্রণষ্টাঃ মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৯১॥
তস্যামেবাল্পশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশাত্তদা।
প্রাবর্ত্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্বান্যভ্যুত্থিতানি তু॥ ৯২॥
শীতবাতাতপৈস্তীব্রৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈস্তাঃ পীড্যমানাস্ত চক্রুরাবরণানি চ॥ ৯৩॥
কৃত্বা দ্বন্দ্বপ্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম্॥ ৯৪॥
যথাযোগ্যং যথাপ্রীতি নিকেতেষবসন্ পুনঃ।
মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধন্বানং শাশ্বতোদকম্॥ ৯৫॥

আভরণ এবং পবিত্র গন্ধবর্ণ রসযুক্ত মহাবীর্য্যপ্রদ অমাক্ষিক মধু প্রদান করিতে লাগিল, প্রজাগণও সেই মধুপানে হৃষ্ট পুষ্ট জরাপরিশূন্য হইয়া অপরাপর পদার্থের দ্বারা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন॥ ৮৬—৮৯॥

কালান্তরে একদা তাঁহারা কল্পবৃক্ষ হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া মধু গ্রহণ করিলেন, এই লোভকৃত অপচারের জন্য অধিকাংশ কল্পবৃক্ষই মধু সহ বিনষ্ট হইয়া গেল; তবে সিদ্ধির অল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকায় স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক কল্পবৃক্ষ অবস্থিত রহিল। এই পাপেই সহসা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দুঃখ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অতিমাত্র পীড়িত করিল; পূর্ব্বাবধি তাঁহারা কামচারী ও অগৃহস্থ থাকিলেও এখন শীতাতপ বায়ুর প্রবল উৎপীড়নে শরীরের আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া, স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে মরু, অনূপ,

যথাযোগং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ।
আরব্ধাস্তে নিকেতং বৈ কর্ত্তুং শীতোষ্ণবারণম্ ॥ ৯৬ ॥
ততঃ সংস্থাপয়ামাস খেটানি চ পুরাণি চ।
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তথৈবান্তঃপুরাণি চ ॥ ৯৭ ॥
তাসামায়ামবিষ্কম্ভান্ সন্নিবেশান্তরাণি চ।
চক্রুস্তদা যথাপ্রজ্ঞং প্রদেশঃ সংজ্ঞিতস্তু তৈঃ ॥ ৯৮ ॥
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া ॥ ৯৯ ॥
কনিষ্ঠয়া বিতস্তিস্তু দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
অরত্নিরঙ্গুলান্যুক্তঃ সংখ্যা তান্যেকবিংশতিঃ ॥ ১০০ ॥
ধনুর্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্ ॥ ১০১ ॥
চতুর্হস্তং চতুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বে তত্র গব্যূতিস্তৈর্বিভাব্যতে ॥ ১০২ ॥

পর্ব্বত, নদীতট প্রভৃতি বিবিধ সম-বিষম স্থানে দুর্গ ও শীতোষ্ণ-নিবারক নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯০—৯৬ ॥

ক্রমে তাঁহাদিগের সেই নিকেতন সমূহ পুর, অন্তঃপুর, গ্রাম, নগর, পল্লী, প্রদেশ সন্নিবেশ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া উঠিল ॥ ৯৭—৯৮ ॥

এই সন্নিবেশ-সমূহ যোজন পরিমাণে পরিমিত ছিল। যোজনের পরিমাণ এইরূপে পরিমিত হইয়া থাকে,—অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ তাহার নাম প্রাদেশ বা ব্যাস, অঙ্গুষ্ঠ হইতে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণের নাম তাল, ঐ রূপ অনামিকা পর্য্যন্ত পরিমাণের নাম গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিমাণকে বিতস্তি কহে; এই বিতস্তি অঙ্গুলি পরিমাণে দ্বাদশাঙ্গুলি হইয়া থাকে। একবিংশতি অঙ্গুলিতে এক রত্নি বা অরত্নি, বিংশতি রত্নিতে এক ধনু, বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত বা কিষ্কু, ৯৬ অঙ্গুলে এক দ্বিরত্নি, এই দ্বিরত্নি চতুর্হস্ত, চতুর্দণ্ড, নালিকা ও যুগ নামে অভিহিত হয়। দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি এবং অষ্টসহস্র ধনুতে

অষ্টৌ ধনুঃ সহস্রাণি যোজনন্তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনৈব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ ॥ ১০৩ ॥
চতুর্ণামেব দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তস্য বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্ ॥ ১০৪ ॥
সৌধোচ্চবপ্রপ্রাকারং সর্ব্বতঃ খাতকাবৃতম্।
রুচকং স্বস্তিকদ্বারং কুমারীপুরমেব চ ॥ ১০৫ ॥
(স্রোতসীসহ তদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ।) ?
হস্তাষ্টৌ চ দশ শ্রেষ্ঠা নবাষ্টৌ বাহ্যপরে মতাঃ ॥ ১০৬ ॥
খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং পর্ব্বতোদকবন্ধনম্ ॥ ১০৭ ॥
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং বিষ্কম্ভায়ামমেব চ।
যোজনানাঞ্চ বিষ্কম্ভমষ্টভাগার্দ্ধমায়তম্ ॥ ১০৮ ॥
পরমার্দ্ধার্দ্ধমায়ামং প্রাগুদক্‌প্রবণং পুরম্।
ছিন্নকর্ণং বিকর্ণন্তু ব্যঞ্জনং কৃশসংস্থিতম্ ॥ ১০৯ ॥
বৃত্তহীনঞ্চ দীর্ঘঞ্চ নগরং ন প্রশস্যতে।
চতুরস্রার্জ্জবন্দিকস্থং প্রশস্তং বৈ পুরং পরম্ ॥ ১১০ ॥

এক যোজন হয়। এই যোজন পরিমাণে তাঁহাদিগের সন্নিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল ॥ ৯৯—১০৩ ॥

তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট দুর্গচতুষ্টয় মধ্যে তিনটি দুর্গ স্বভাবোৎপন্ন, এবং একটি কৃত্রিম ছিল ; কৃত্রিম দুর্গ অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, চতুঃশালাগৃহ, বহির্দ্বার ও অন্তঃপুরযুক্ত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা-পরিবৃত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের দ্বার পরিমাণ আট নয় বা দশ হস্ত। পল্লী, গ্রাম ও নগর প্রভৃতি এই দুর্গের মধ্যবর্ত্তী। স্বাভাবিক দুর্গত্রয় ও পর্ব্বত জলবেষ্টিত এবং তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে অষ্ট যোজন ও বিস্তারে চারি যোজন ॥ ১০৪—১০৮ ॥

পুর-সকল অর্দ্ধার্দ্ধভাগ দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি এবং পূর্ব্ব দিক্ ক্রমনিম্ন করিয়া

চতুর্ব্বিংশতিরাদ্যন্তু হস্তানষ্টশতং পরম্।
অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি হ্রস্বোৎকৃষ্টবিবর্জ্জিতম্॥ ১১১॥
অথ কিষ্কুশতানষ্টৌ প্রাহুর্মুখ্যনিবেশনম্।
নগরাদর্দ্ধবিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ॥ ১১২॥
নগরাদ্‌যোজনং খেটং খেটাদ্‌গ্রামোঽর্দ্ধযোজনম্।
দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ॥ ১১৩॥
বিংশদ্ধনূংষি বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্তু তৈঃ স্মৃতঃ।
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু॥ ১১৪॥
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ।
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ॥ ১১৫॥
ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু তৈঃ স্মৃতাঃ।
গৃহরথ্যোপরথ্যাশ্চ দ্বিকাশ্চাপ্যুপরথ্যকাঃ॥ ১১৬॥
ঘণ্টাপথশ্চতুষ্পাদস্ত্রিপদঞ্চ গৃহান্তরম্।
বৃত্তিমার্গাস্ত্বর্দ্ধপদং প্রাগ্বংশঃ পদিকঃ স্মৃতঃ॥ ১১৭॥

নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নগরসমূহও ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, বিভক্ত, কৃশ, বৃত্তহীন ও দীর্ঘাদিদোষপরিশূন্য ছিল। তাঁহারা পুরসমূহ চতুর্বিংশতি হইতে অষ্টশত হস্ত পর্য্যন্ত পুরপরিমাণের মধ্যবর্ত্তী পরিমাণে চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও সরলভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ ১০৯—১১১॥

তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থলের পরিমাণ অষ্টশত হস্ত। নগরের অর্দ্ধ-বিষ্কম্ভ-পরিমিত স্থানের নাম খেট, তদতিরিক্ত পরিমাণবিশিষ্ট হইলেই তাহার নাম গ্রাম। অথবা নগর অপেক্ষা যোজনাধিক পরিমিত স্থলের নাম খেট এবং খেট অপেক্ষা অর্দ্ধ যোজন-পরিমিত স্থানকে গ্রাম কহে। এই সকলের পরমসীমা দুই ক্রোশ, এবং ক্ষেত্রসীমা চারি ধনু॥ ১১২—১১৩॥

ঐ সকল নগরাদিতে বিংশতি ধনু বিস্তৃত দিক্‌মার্গ, বিংশতি ধনু গ্রামমার্গ, দশধনু সীমামার্গ, দশধনু বিস্তৃত হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতির অবাধ সঞ্চারণযোগ্য রাজপথ, চারিধনু বিস্তৃত শাখাপথ, গৃহপথ ও উপপথ, চতুষ্পাদ ঘণ্টাপথ,

অবস্করং পরীবাহং পদমাত্রং সমন্ততঃ।
কৃতেষু তেষু স্থানেষু পুনশ্চক্রুর্গৃহাণি বৈ ॥ ১১৮ ॥
যথা তে পূর্ব্বমাসন্বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ।
তথা কর্ত্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৯ ॥
বৃক্ষাশ্চৈব গতাঃ শাখা ন তাশ্চৈব পরাগতাঃ।
অতঊর্দ্ধং গতাশ্চান্যা এবং তির্য্যগ্‌গতাঃ পুরা ॥ ১২০ ॥
বুদ্ধ্যাঽন্বিষ্যংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথাগতাঃ।
তথাকৃতাস্তু তৈঃ শাখাস্তস্মাচ্ছালাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥১২১॥
এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভ্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ।
তস্মাত্তা বৈ স্মৃতাঃ শালাঃ শালাত্বঞ্চৈব তাসু তৎ ॥১২২॥
প্রসীদতি মনস্তাসু মনঃ প্রসাদয়ন্তি তাঃ।
তস্মাদ্‌গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদাশ্চৈব সংজ্ঞিতাঃ ॥১২৩॥
কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতাংস্তান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা।
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধাত্মিকাঃ ॥ ১২৪ ॥

ত্রিপদ গৃহান্তর, অর্দ্ধপদ বৃত্তিমার্গ, একপদ যজ্ঞগৃহ, এবং পদমাত্র অবস্কর ও জলপ্রণালী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট ছিল ॥ ১১৪—১১৮ ॥

এইরূপে নগরাদি যথাযথ সন্নিবেশিত হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহরূপী কল্পবৃক্ষ স্থাপনের অভিলাষ করিয়া, বৃক্ষগণের শাখাসমূহ যেরূপ ঊর্দ্ধ তির্য্যক্‌ভাবে বিস্তৃত ছিল, তাঁহাদিগের গৃহসমূহ সেইরূপ নির্ম্মাণ করিলেন। এইজন্য গৃহের নামান্তর শালা হইল। তাঁহারা বৃক্ষের আদর্শে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই বৃক্ষের ভোগসুখ অনুভবের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় গৃহের আর একটি নাম প্রাসাদ হইয়াছে ॥ ১১৯—১২৩ ॥

এইরূপে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিবারক গৃহাদি নির্ম্মিত হইলেও তাঁহাদিগের দুঃখের অবসান হইল না। একমাত্র ক্ষুত্তৃষ্ণানিবারক উপাদেয় মধুসহ কল্পবৃক্ষ-সমূহের একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা দিন দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিতে লাগিলেন ॥ ১২৪ ॥

ততঃ প্রাদুর্ভূতা তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ।
বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃত্তিস্তাসাং হি কামতঃ॥ ১২৫ ॥
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু।
বৃষ্ট্যা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৬ ॥
এবং নদ্যঃ প্রবৃত্তাস্তু দ্বিতীয়ে বৃষ্টিসর্জ্জনে।
যে পুরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে ॥ ১২৭ ॥
অপাম্ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাসু চাভবন্।
পুষ্পমূলফলিন্যস্তু ওষধ্যস্তাঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ১২৮ ॥
অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষাগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ১২৯ ॥
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধস্য তু।
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা ॥ ১৩০ ॥
ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন ত্রেতাযুগবশেন তু ॥ ১৩১ ॥
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষান্ গুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্যন্ত যথাবলম্ ॥ ১৩২ ॥

এই সময়ে তাঁহাদিগের বার্ত্তার্থ সাধিকা অন্য এক মানস-সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন সেই সিদ্ধিবলে প্রথমে জলবৃষ্টি হইয়া নদী প্রভৃতি উৎপন্ন হইল; পরে দ্বিতীয় বৃষ্টির দ্বারা জল ও ভূমির সংযোগ হওয়ায়, তাহা হইতে পুষ্প ফলমূলবিশিষ্ট ওষধিসকল, এবং চতুর্দ্দশপ্রকার অফালকৃষ্ট অনুপ্ত বৃক্ষগুল্মাদি উৎপন্ন হইয়া ঋতু-বিভাগানুসারে পুষ্পফলাদি প্রসব করিতে লাগিল ॥ ১২৫—১৩০ ॥

এইরূপে ত্রেতাযুগের প্রজানিকর কিছুদিন শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে করিতে আবার তাঁহাদিগের রাগলোভাদি উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি স্ব স্ব বলানুসারে অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩১—১৩২ ॥

সিদ্ধাত্মানস্তু যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাকৃতে ময়া।
ব্রহ্মণা মানবাস্তে বৈ উৎপন্না যজনাদিহ॥ ১৩৩॥
শান্তাশ্চ শুষ্মিণশ্চৈব কর্ম্মিণো দুঃখিনস্তদা।
ততঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ॥ ১৩৪॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা।
ভাবিতাঃ পূর্ব্বজাতীষু কর্ম্মভিশ্চাশুভাশুভৈঃ॥ ১৩৫॥
ইতস্তেভ্যো বলা যে তু সত্যশীলা হ্যহিংসকাঃ।
বীতলোভা জিতাত্মানো নিবসন্তিস্ম তেষু বৈ॥ ১৩৬॥
প্রতিগৃহ্ণন্তি কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চান্যেঽল্পতেজসঃ।
এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরস্পরম্॥ ১৩৭॥
তেন দোষেণ তেষান্তা ওষধ্যো নষ্টতাং তদা।
প্রনষ্টা হ্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং সিকতা যথা॥ ১৩৮॥
অগ্রসদ্ভুর্যুগবলাদ্গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ফলং গৃহ্ণন্তি পুষ্পৈশ্চ পুষ্পং পত্রৈশ্চ যাঃ পুনঃ॥ ১৩৯॥
ততস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা।
স্বয়ম্ভুবং প্রভুঞ্জগ্মুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্॥ ১৪০॥

পূর্ব্বে যে সকল শান্তচিত্ত, তেজস্বী, সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাও এই সময়ে কর্ম্মফলভোগের জন্য শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিতে জন্মলাভ করিলেন (এবং সেই সময় কতকগুলি ধর্ম্মদ্বেষীরও জন্ম হইল।) জন্মগ্রহণ করিয়াই তাঁহারাও যাহাদিগকে আপনাপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেও সত্যশীল, অহিংসক, বীতলোভ ও জিতেন্দ্রিয়, অথবা আপনা হইতে অল্প বলশালী দেখিলেন, তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া, তাঁহাদিগের অধিকৃত বিষয় স্বয়ং অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংসার মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খল উপস্থিত হওয়ায়, প্রজাগণের সেই পাপফলে মুষ্টিসংগৃহীত বালুকণার ন্যায় ফলপুষ্পপ্রদ চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও অরণ্য ওষধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল॥ ১৩৩—১৩৯॥

বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ জ্ঞাত্বা তাসাং মনীষিতম্॥ ১৪১॥
যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য্য চ।
গ্রস্তাঃ পৃথিব্যা ওষধ্যো জ্ঞাত্বা প্রত্যদুহৎপুনঃ॥ ১৪২॥
কৃত্বা বৎসং সুমেরুন্তু দুদোহ পৃথিবীমিমাম্।
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে॥ ১৪৩॥
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ সপ্তসপ্তদশাস্তু তাঃ॥ ১৪৪॥
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কারূষাশ্চ সবীনকাঃ॥ ১৪৫॥
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪৬॥
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৫৭॥
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অর্ণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গু সপ্তমা হ্যেতে অষ্টমী তু কুলত্থিকা॥ ১৪৮॥
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
কুরুবিন্দা বেণুযবাস্তথা মর্ক্কটকাশ্চ সে॥ ১৪৯॥

সুতরাং ত্রেতাযুগের আদিমকালীয় সেই প্রজাসমূহ জঠর-জ্বালায় আকুল হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায়-প্রার্থনার জন্য স্বয়ম্ভু প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। প্রজাপতিও প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ওষধি প্রভৃতির পুনঃ সৃষ্টির জন্য সুমেরু পর্ব্বতকে বৎসরূপে কল্পিত করিয়া পৃথিবীদোহন করিতে লাগিলেন; তাহাতে কতকগুলি গ্রাম্য ও আরণ্যবীজ ও ফলপাকদ্বারা বিনশ্বর কতকগুলি ওষধির উৎপত্তি হইল॥ ১৪০—১৪৪॥

ধান্য, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কারূষ, বীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢ়কী ও চণক প্রভৃতি ওষধি গ্রাম্যজাতি; এতন্মধ্যে

গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
উৎপন্নাঃ প্রথমা হ্যেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু ॥ ১৫০ ॥
অফালকৃষ্টা ওষধ্যো গ্রাম্যারণ্যাস্তু সর্ব্বশঃ।
বৃক্ষা গুল্মলতা বল্লী বীরুধস্তৃণজাতয়ঃ ॥ ১৫১ ॥
মূলৈঃ ফলৈশ্চ রোহিণ্যো গৃহ্নন্ পুষ্পৈশ্চ জায়তে।
পৃথ্বী দুগ্ধা তু বীজানি যানি পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৫২ ॥
ঋতুপুষ্পফলাস্তা বৈ ওষধ্যো জজ্ঞিরে ত্বিহ।
যদা প্রসৃষ্টা ওষধ্যো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ ॥ ১৫৩ ॥
ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বৃত্ত্যুপায়ঞ্চকার হ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ দৃষ্টা সিদ্ধিন্তু কর্ম্মজাম্।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে ॥ ১৫৪ ॥
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াস্ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৫৫ ॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্বিবিধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥ ১৫৬ ॥

ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও কুলত্থ, এই অষ্টবিধ এবং শ্যামাক, নীবার, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেণুযব ও মর্কটক এই ষড়্‌বিধ ওষধি গ্রাম্যারণ্য-জাতি। ত্রেতাযুগের প্রথমে এই চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৪৫—১৫০ ॥

প্রথমে ওষধি, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বীরুধ, তৃণ প্রভৃতি যাবতীয় উদ্ভিদই অকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ঋতু-বিভাগানুসারে ফলমূলপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হইত। কিন্তু কালান্তরে আর সেরূপ আপনা আপনি উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজাপতি তাঁহাদিগকে কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১৫১—১৫৪॥

এইরূপে প্রজাগণের বৃত্তি-উপায় স্থিরীকৃত হইলে, প্রজাপতি তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকারক তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় দিনপাত

উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥ ১৫৭ ॥
যে চান্যেপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্ম্মসংস্থিতাঃ।
কীনাশানাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ।
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্ ॥ ১৫৮ ॥
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীত্তু সঃ ॥ ১৫৯ ॥
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্ত চাতুর্ব্বর্ণস্য সর্ব্বশঃ ॥ ১৬০ ॥
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাৎ তান্ ধর্ম্মাস্তানপালয়ন্।
বর্ণধর্ম্মৈরজীবন্ত্যো ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৬১ ॥
ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবমাদিশৎ ॥ ১৬২ ॥
যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণানাং বিভুস্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশৎ ॥ ১৬৩ ॥
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বিশান্দদৌ।
শিল্পাজীবং ভৃতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ ॥ ১৬৪ ॥

করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত তাহাদিগকে বৈশ্য, এবং যাহারা শোকদুঃখ-পরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য ও অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় রত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥ ১৫৫—১৫৯ ॥

বিধাতা চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম কর্ম্ম এইরূপ বিধিবিহিত করিলেও, তাহারা তাহার অতিক্রম করিয়া পরস্পর বিরোধ করিতে আরম্ভ করিল ॥১৬০—১৬১ ॥

তখন ব্রহ্মা অন্য উপায় চিন্তা করিয়া অন্যরূপ কর্ম্মের বিধান করিলেন। বল, দণ্ড ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ; যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের ; পশুপালন,

সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ।
যজনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু চ ॥ ১৬৫ ॥
কর্ম্মাজীবন্ততো দত্ত্বা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্।
লোকান্তরেষু স্থানানি তেষাং সিদ্ধ্যাঽদদৎ প্রভুঃ ॥১৬৬॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্ ॥ ১৬৭ ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমুপজীবিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যাসু তিষ্ঠতাম্ ॥ ১৬৮ ॥
স্থানান্যেতানি বর্ণানাং ব্যত্যাচারবতাং স্বয়ম্।
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান্ ॥ ১৬৯ ॥
গৃহস্থো ব্রহ্মচারিত্বং বাণপ্রস্থং সভিক্ষুকম্।
আশ্রমাংশ্চতুরো হ্যেতান্ পূর্ব্বমাস্থাপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৭০ ॥
বর্ণকর্ম্মাণি যে কেচিত্তেষামিহ ন কুর্ব্বতে।
কৃত কর্ম্মক্ষতীন্ প্রাহুরাশ্রম স্থানবাসিনঃ ॥ ১৭১ ॥
ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমান্নামনামতঃ।
নির্দ্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধর্ম্মান্ প্রভাষত ॥ ১৭২ ॥

বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের; এবং শিল্প ও দাসত্ব শূদ্রগণের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৬২—১৬৪ ॥

এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের সমানাধিকার প্রদান করিলেন ॥ ১৬৫ ॥

এইরূপ লোকান্তরেও তাহাদিগের সিদ্ধি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১৬৬ ॥

ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের জন্য ব্রহ্মলোক, যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগকারী ক্ষত্রিয়গণের ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম্মপ্রতিপালক বৈশ্যগণের বায়ুলোক এবং পরিচর্য্যাপরায়ণ শূদ্রগণের জন্য গন্ধর্ব্বলোক নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১৬৭—১৬৮ ॥

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহারা যথাযথ বর্ণ কর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, তাহাদিগের জন্য উক্ত স্থানসকল নির্দ্দেশ করিয়া পরে গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও

প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চ হ।
চাতুর্ব্বর্ণাত্মকঃ পূর্ব্বং গৃহস্থশ্চাশ্রমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৩ ॥
ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ।
যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে ॥ ১৭৪ ॥
দারাঽগ্নয়োঽথাতিথেয় ইজ্যাশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ।
ইত্যেষ বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৭৫ ॥
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যাদ্বৈ ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৭৬ ॥
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্দ্ধান্যমূলফলৌষধম্।
উভে সন্ধ্যেঽবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্ ॥ ১৭৭ ॥
আসনং বসনে ভৈক্ষ্যমস্তেয়ং শৌচমেব চ।
অপ্রমাদোঽব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা ॥ ১৭৮ ॥
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমং স্মৃতম্।
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৭৯ ॥

ভৈক্ষ্য, এই চতুর্বিধ আশ্রম বিধান করিলেন। যাহারা বর্ণকর্ম্মের যথাযথরূপ অনুষ্ঠান করে না, তাহারা কর্ম্মলোপী, এইরূপ জ্ঞানিগণ বলেন। সেই আশ্রম চতুষ্টয়ের যম নিয়মপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। উক্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই সমান অধিকার ॥ ১৬৯—১৭৪ ॥

দারপরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি-সৎকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম ॥ ১৭৫ ॥

দণ্ড, মেখলা ও জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা, এই কয়েকটি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ॥ ১৭৬ ॥

জীর্ণবস্ত্র, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান, ধান্য ও ফলমূলাদি আহার, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, অরণ্যবাসিগণের স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্য্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগ-পরিত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্য এই কয়েকটি

ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ।
আচারশুদ্ধির্নিয়মঃ শৌচঞ্চ প্রতিকর্ম্ম চ।
সম্যগ্‌দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি॥ ১৮০॥

ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং
সসাগরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
মৌনং পবিত্রোপচিতির্বিমুক্তিঃ
পারিব্রাজ্যে ধর্ম্মমিমং বদন্তি॥ ১৮১॥

সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
সত্যার্জ্জবন্তপঃ ক্ষান্তিঃ যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকা॥ ১৮২॥
বেদাঃ সাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিদ্ধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে॥ ১৮৩॥
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নসিদ্ধ্যন্তি কদাচন।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোঽপি পরাক্রমাৎ॥ ১৮৪॥
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্॥ ১৮৫॥

ভিক্ষুকের ধর্ম্ম; এতন্মধ্যে পাঁচটি ভিক্ষুকগণের ব্রত ও উপব্রত বলিয়া কথিত। আচার শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম্ম ও সম্যক্ দর্শন এই পাঁচটিকে উপব্রত কহে॥ ১৭৭—১৮০॥

ধ্যান, ইন্দ্রিয় মনের সমাধি, সাধারণের নিকট ভিক্ষা, মৌন, পবিত্রতা ও মুক্তি এই কয়েকটি পরিব্রাজক ধর্ম্ম॥ ১৮১॥

এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম-ই বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনু-ষ্ঠানমাত্রে-ই চিত্তশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক; চিত্তবৃত্তি অপরিশুদ্ধ থাকিলে, সত্য, সরলতা, তপঃ, ক্ষমা, যোগ, যজ্ঞ, দম, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি কোন বাহ্য কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ১৮২—১৮৪॥

অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, যেহেতু চিত্তশুদ্ধি-ই একমাত্র ধর্ম্মের কারণ॥ ১৮৫॥

এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনবস্তথা।
তেষাং স্থানমমুষ্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষ্যতে ॥ ১৮৬ ॥
অষ্টাঽশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতন্তু তেষাং তৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥ ১৮৭ ॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৎস্থানং স্মৃতন্তদ্বৈ দিবৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণোঽক্ষয়ম্ ॥১৮৮॥
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥
চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি ॥ ১৯০ ॥
পন্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে ॥ ১৯১ ॥
এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা।
যদাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ ॥ ১৯২ ॥

পরলোকেও এই সকল বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠানবিশেষানুসারে স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনু প্রভৃতি যে স্থানে অবস্থান করেন, ঊর্দ্ধরেতা ও গুরুবাসী মুনিগণ সেই অষ্টাশীতি-সহস্রসংখ্যক স্থানে অবস্থান লাভ করেন। স্বর্গবাসীগণ সপ্তর্ষিসমূহের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ গৃহস্থগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, পরলোকে প্রাজাপত্যস্থান, যোগিগণ অমৃত-স্থান এবং ন্যাসিগণ অক্ষয় ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন। বিবিধ বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য থাকিলে কেহ কোন স্থানে-ই পাইতে পারেন না; যে হেতু স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালকগণের জন্যই এই সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ১৮৬—১৮৯ ॥

আদিমন্বন্তরে লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মা এই আশ্রম চতুষ্টয়ই দেবযাননামক পথ-রূপে সৃষ্টি করেন। রবি সেই দেবযানের দ্বারস্বরূপ। এইরূপ চন্দ্র পিতৃযানের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৯০—১৯১ ॥

এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশের পর বর্ণাশ্রমোপেত কোন প্রজাকেই আর

ততোঽন্যা মানসীঃ সোঽথ ত্রেতামধ্যেঽসৃজৎ প্রজা।
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ ॥ ১৯৩ ॥
তস্মিন্ ত্রেতাযুগে ত্বাদ্যে মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু।
ততোঽন্যা মানসীস্তত্র প্রজাঃ স্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১৯৪ ॥
ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজাঃ সোঽথাসৃজৎ প্রভুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ ॥ ১৯৫ ॥
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা।
যুগানুরূপাদ্ধর্ম্মেণ যৈ রিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ ॥ ১৯৬ ॥
উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ।
অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ নানারূপাস্ত মানসীঃ ॥ ১৯৭ ॥
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
কল্পেঽতীতে তু তেহ্যাসন্ দেবাদ্যাস্ত প্রজা ইহ ॥ ১৯৮ ॥
ধ্যায়তস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
মন্বন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ ॥ ১৯৯ ॥
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্ত সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ।
কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ ॥ ২০০ ॥
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষিসরীসৃপৈঃ ॥ ২০১ ॥

জন্মলাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতাযুগের মধ্য সময়ে আত্মা ও স্ব শরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি সত্ত্বরজোদ্রিক্ত এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বার্ত্তাসাধক মানস-প্রজার সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত অতীত কল্পের জনলোকাশ্রিত মহাত্মারাও যুগানুরূপ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া দেব, পিতৃ, ঋষি, মনু প্রভৃতিরূপে উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৯২—১৯৮ ॥

প্রজাপতি আদি মন্বন্তর কাল হইতে যে সকল প্রজা ধ্যানাবলম্বনে ও সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাহার যাবতীয় প্রজাই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুসারে তত্তৎ কর্ম্মফলভোগের জন্য, পরবর্ত্তী মন্বন্তরের প্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃ-

বৃক্ষনারকীকীটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতাঃ।
আধীনার্থং প্রজানাঞ্চ আত্মনো বৈ বিনির্ম্মমে ॥ ২০২ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুরাশ্রমবিভাগো নামাষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃপ্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৃন্ মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতাংশ্চ স্বাত্মনা সমযুযুজৎ।
যুক্তাত্মনস্ততস্তস্য তমোমাত্রা স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩ ॥
তমোঽভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রযত্নোঽভূৎ প্রজাপতেঃ।
ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ ॥ ৪ ॥

লোক, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী ও কীট প্রভৃতি রূপপরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মলাভ করিয়া ব্রহ্মসৃষ্টির বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে ॥ ১৯৯—২০২ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে চতুরাশ্রম বিভাগ নাম অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

সূত কহিলেন, অতঃপর ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, কার্য্য-কারণসমন্বিত মানসী প্রজাসমূহ, স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ এবং দেব, অসুর, পিতৃগণ ও চতুর্ব্বিধ মানবকুল প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদিগের প্রত্যেকের সৃষ্টি কথা এইরূপ কথিত আছে,—স্বয়ম্ভু যখন ইহাদের উৎপত্তি-কামনায় জলরাশি মধ্যে আত্ম-সংযোগ করিলেন, তখন তাঁহার তমোগুণের আবির্ভাব হইল; সেই তমোগুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি-চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজাসমূহ তাঁহার জঘনদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহাদিগের নাম অসুর ॥ ১—৪ ॥

অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানস্ততোঽসুরাঃ।
যয়া সৃষ্টোঽসুরস্তস্যা তাং তনুং স ব্যপোহত ॥ ৫ ॥
সাপবিদ্ধাতনুস্তেন সদ্যোরাত্রিরজায়ত।
সা তমোবহুলা যস্মাত্ততো রাত্রিস্ত্রিযামিকা ॥ ৬ ॥
আবৃতাস্তমসা রাত্রৌ প্রজাস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
দৃষ্ট্বাঽসুরাংস্তু দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত ॥ ৭ ॥
অব্যক্তাং সত্ত্ববহুলাং ততস্তাং সোঽভ্যযুযুজৎ।
ততস্তাং যুঞ্জতস্তস্য প্রিয়মাসীৎ প্রভোঃ কিল ॥ ৮ ॥
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
যতোঽস্য দীব্যতো জাতাস্তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥
ধাতুর্দ্দিবিতি যঃ প্রোক্তঃ ক্রীড়ায়াং স বিভাব্যতে।
তস্যাস্তন্বাস্তু দিব্যায়াং জজ্ঞিরে তেন দেবতাঃ ॥ ১০ ॥
দেবান্ সৃষ্ট্বাথ দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত।
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং দেবস্ততোঽন্যাং সোঽভ্যপদ্যত ॥ ১১ ॥
পিতৃবন্মন্যমানাংস্তান্ পুত্রান্ প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ।
পিতরো হ্যুভপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহ্নোরন্তরাসৃজৎ ॥ ১২ ॥

অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, প্রাণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাদিগের অসুর নাম হইয়াছে। প্রজাপতি অসুর সৃষ্টিমাত্রই তাঁহার সেই তনু পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যক্ত তনু তমঃ-পরিবৃতা ত্রিযামা রাত্রিরূপে পরিণত হইল। অনন্তর তিনি সত্ত্বগুণবহুল এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মুখদেশ হইতে যে প্রজার প্রাদুর্ভাব হইল, তাঁহাদিগের নাম দেবতা। দিব্ ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক; ক্রীড়াবিশিষ্ট দেহ হইতে ইঁহাদিকের সৃষ্টি হওয়ায় ইঁহারা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন॥ ৫—১০ ॥

দেবসৃষ্টি সম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মা সে মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন করিয়া সত্ত্বগুণবহুল অন্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন; তাহা হইতে পিতৃগণের প্রাদুর্ভাব হইল।

তস্মাত্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রত্বং তেন তেষু তৎ।
যয়া সৃষ্টাস্তু পিতরস্তাস্তনুং স ব্যপোহত ॥ ১৩ ॥
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সন্ধ্যা প্রজায়ত।
তস্মাদহস্তু দেবানাং রাত্রির্যা সাসুরী স্মৃতা ॥ ১৪ ॥
তয়োর্ম্মধ্যে তু বৈ পৈত্রী যা তনুঃ সা গরীয়সী।
তস্মাদ্দেবাসুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়ো মনবস্তথা।
তে যুক্তাস্তামুপাসন্তে ব্রহ্মণো মধ্যমাস্তনুম্ ॥ ১৫ ॥
ততোঽন্যাং স পুনর্ব্রহ্মা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত।
রজোমাত্রাত্মিকায়াস্তু মনসা সোঽসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৬
রজঃপ্রায়াৎ ততঃ সোঽথ মানসানসৃজৎ সুতান্।
মনসস্তু ততস্তস্য মানসা জজ্ঞিরে প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রজাশ্চাপি স্বাস্তনুস্তামপোহত।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন জ্যোৎস্না সদ্যস্ত্বজায়ত ॥ ১৮ ॥
তস্মাদ্ভবন্তি সংহৃষ্টাঃ জ্যোৎস্নায়াং উদ্ভবে প্রজাঃ।
ইত্যেতাস্তনবস্তেন ব্যপবিদ্ধা মহাত্মনা ॥ ১৯ ॥

এই পিতৃলোকসমূহ বস্তুতঃ স্বয়ম্ভুর পুত্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন; রাত্রি ও দিনস্বরূপ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধিসময়ে এই পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য তাঁহারা পিতৃগণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পিতৃসৃষ্টির পর এই তনু পরিত্যাগ করিলে, তাহা সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। এইরূপে দিবারাত্রি সন্ধ্যার উৎপত্তি হওয়ায় দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরদিগের, এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে এই সন্ধ্যার-ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব কথিত আছে। দেব, অসুর, ঋষি, মুনি প্রভৃতি মহাত্মগণ এই মধ্যমা ব্রহ্মমূর্ত্তি সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১—১৫ ॥

অতঃপর প্রজাপতি রজোগুণবহুল অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি মানস-প্রজার সৃষ্টি করিয়া, সে মূর্ত্তিও পরিত্যাগ করিলেন, তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রজাসমূহের প্রীতিসম্পাদন করিল। এইরূপ এক একটি মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবারাত্রি সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার

সদ্যোরাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ জজ্ঞিরে।
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথাহশ্চ সত্ত্বমাত্রাত্মকং স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥
তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাৎ ত্রিযামিকা।
তস্মাদ্দেবা দিব্যতত্ত্বা হৃষ্টাঃ সৃষ্টা মুখাত্তু বৈ ॥ ২১ ॥
যস্মাত্তেষাং দিবা জন্ম বলিনস্তেন তে দিবাঃ।
তন্বা যদসুরান্ রাত্রৌ জঘনাদসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ২২ ॥
প্রাণেভ্যো রাত্রিজন্মানো প্রসহ্য নিশি তেন তে।
এতান্যেব ভবিষ্যাণাং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥
পিতৃণাং মানবানাঞ্চ অতীতানাগতেষু বৈ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষাং নিমিত্তানি ভবন্তি হি ॥ ২৪ ॥
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনীসন্ধ্যা চত্বার্য্যাভানিতানি বৈ।
ভান্তি যস্মাত্ততো ভানি ভাশব্দোহয়ং মনীষিভিঃ।
ব্যাপ্তিদীপ্ত্যাং নিগদিতঃ পুনশ্চাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২৫ ॥
সোহম্ভাংস্যেতানি দৃষ্ট্বা তু দেবদানবমানবান্।
পিতৃংশ্চ বাসৃজৎ সোহন্যানাত্মনো বিবুধান্ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা ও দিবা সত্ত্বগুণযুক্ত, এবং রাত্রি তমোগুণবহুল, এইজন্য রাত্রির নাম ত্রিযামা হইয়াছে। দেবগণ দিবাভাগে প্রাদুর্ভূত হওয়ার জন্য দিব্যতত্ত্বজ্ঞ, হৃষ্টচেতা ও দিবাভাগে অধিক বলশালী; আর অসুরগণ প্রাণদ্বারা স্বয়ম্ভূ-জঘন হইতে রাত্রিকালে জন্মলাভ করায়, রাত্রিতে অধিক বলশালী হইয়া থাকে। জন্মকাল-পার্থক্যই এইরূপ পরস্পর বিভেদের মূল-কারণ। অতীত অনাগত মন্বন্তরেও দেব-পিতৃ-মানব ও অসুরগণের উৎপত্তি-কারণ এইরূপ-ই বুঝিতে হইবে ॥ ১৬—২৪ ॥

ব্যাপ্তি ও দীপ্তি অর্থে ভা শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যাপ্তি দীপ্তিতে দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা-জ্যোৎস্না প্রতিভাত থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে আভাসিত কহে ॥ ২৫ ॥

পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপে দেব, দানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টিপূর্ব্বক

তামুৎকৃত্য তনুং কৃৎস্নাং ততোঽন্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
মূর্ত্তিং রজস্তমঃপ্রায়াং পুনরেবাভ্যযুযুজৎ ॥ ২৭ ॥
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টাস্ততোঽন্যাঃ সৃজতে পুনঃ।
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাত্মানস্তেঽম্ভাংস্যাদাতু মুদ্যতাঃ ॥ ২৮ ॥
অম্ভাংস্যেতানি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ।
রাক্ষসাস্তে স্মৃতালোকে ক্রোধাত্মানো নিশাচরাঃ ॥২৯॥
যেঽব্রুবন্ ক্ষিণুমো হ্যম্ভাংসি তেষাং হৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
তেন তে কর্ম্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ ॥ ৩০ ॥
রক্ষণে পালনে চাপি ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
য এষ ক্ষিতিধাতুর্ব্বৈ ক্ষয়ণে সন্নিরুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হ্যপ্রিয়েণাস্য কেশাঃ শীর্য্যন্ত ধীমতঃ।
শীতোষ্ণাশ্চোচ্ছ্রিতা হ্যূর্দ্ধন্তদারোহন্ত তং প্রভুম্ ॥ ৩২ ॥

সেই সেই তনু পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রজ ও তমোগুণবহুল মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

তাহা হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিল, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াই নিতান্ত ক্ষুৎ-ব্যাকুল হইয়া জলরাশি-পানে সমুদ্যত হইলে, অন্য কতকগুলি প্রজা তাহাদিগের করাল কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক প্রজাসমূহ 'রক্ষা করিব' বলায়, ক্রোধার্ত্ত নিশাচর 'রাক্ষস' নামে পরিচিত হইল, এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ক্রূরকর্ম্মা গুহ্যক ও যক্ষ নামে অভিহিত হইল ॥ ২৮—৩০ ॥

যেহেতু রক্ষধাতু রক্ষা ও পালনার্থে, এবং ক্ষিধাতু ক্ষয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

এই অপ্রিয় প্রজাসমূহ দর্শনে ধীমান্ ব্রহ্মদেবের কেশরাজি উদ্গত হইয়া গলিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই শীত ও উষ্ণ অর্থাৎ সুখ ও দুঃখপ্রদ সর্পাদি

হীনা বচ্ছিরসো ব্যালা যস্মাচ্চৈবাপসর্পিতাঃ।
ব্যালাত্মানো স্মৃতা ব্যালাৎ হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥
পন্নত্বাৎপন্নগাশ্চৈব সর্পাশ্চৈবাপসর্পিণঃ।
তেষাং পৃথিব্যাং নিলয়া সূর্য্যাচন্দ্রমসোরধঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্য ক্রোধোদ্ভবো যোঽসাবগ্নিগর্ভসুদারুণঃ।
স তু সর্পান্ সহোৎপন্নানাবিবেশ বিষাত্মিকান্ ॥ ৩৫ ।
সর্পান্ সৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিনির্ম্মমে।
বর্ণেন কপিশেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ৩৬ ॥
ভূতত্বাত্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাৎ।
ধ্যায়তো গানতস্তস্য গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ।
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ ॥ ৩৮ ॥

হিংস্র প্রাণীর উৎপত্তি। সর্পসমূহ মস্তক হইতে হীন অর্থাৎ চ্যুত হওয়ায় ইহাদিগের নাম অহি, পতনত্ব জন্য অপর নাম পন্নগ, এবং সর্পণ বা গমন জন্য ইহাদিগের নাম সর্প হইয়াছে। চন্দ্রসূর্য্যের অধোদেশবর্ত্তী পৃথিবীতলে ইহাদিগের বাসস্থান ॥ ৩২—৩৪ ॥

ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মহৃদয়ে যে সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষরূপে সর্প-শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে দুরাচার হিংস্র প্রকৃতি সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ উপস্থিত হইল; তাহা হইতে কপিশ বর্ণ উগ্রকর্ম্মা মাংসাশী ভূতগণ জন্মলাভ করিল। ভূতত্ব জন্য ইহাদিগের নাম ভূত, পিশিত অর্থাৎ মাংস ভোজন করে বলিয়া অপর নাম পিশাচ এবং যাহারা ব্রহ্মার গানচিন্তাকালে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম গন্ধর্ব্ব হইয়াছে ॥ ৩৬—৩৭ ॥

এই অষ্ট দেবযোনি সৃষ্টি হওয়ার পরও পৃথিবীর বহু স্থান শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মা পশুপক্ষিদিগের সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আচ্ছাদন অর্থাৎ ত্বক্ হইতে ছন্দঃ, মুখ হইতে ছাগ, বক্ষঃস্থল বা আয়ু হইতে পক্ষী, উদরদেশ ও

ছাদ্যতস্তানি ছন্দাংসি বয়সোপি বয়াংস্যপি।
শূন্যান্ দৃষ্ট্বা তু দেবো বা সৃজৎপক্ষিগণানপি ॥ ৩৯ ॥
মুখতোঽজান্ সসর্জ্জাথ বক্ষসশ্চ বয়োঽসৃজৎ।
গাশ্চৈবাথোদরাদ্ ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্ম্মমে ॥ ৪০ ॥
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব তাশ্চান্যাশ্চৈব জাতয়ঃ ॥ ৪১ ॥
ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোমতস্তস্য জজ্ঞিরে।
এবং পশ্বোষধীঃ সৃষ্ট্বা ন্যযুঞ্জৎ সোঽধ্বরে প্রভুঃ।
তস্মাদাদৌ চ কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা ॥ ৪২ ॥
গৌরজঃ পুরুষো মেষো হ্যশ্বোঽশ্বতরগর্দ্দভৌ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধত ॥ ৪৩ ॥
শ্বাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
উন্দকাঃ পশবঃ সৃষ্টাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥ ৪৪ ॥
গায়ত্রীং বরুণঞ্চৈব ত্রিবৃৎসাম রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ ॥ ৪৫ ॥
ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভঙ্কর্ম্মস্তোমং পঞ্চদশন্তথা।
বৃহৎসাম অথোক্থঞ্চ দক্ষিণাৎ সোঽসৃজন্মুখাৎ ॥ ৪৬ ॥

পার্শ্বদ্বয় হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, মৃগ, গবয় ও শরভ প্রভৃতি অন্যান্য পশুগণ, এবং রোমরাজি হইতে ওষধি ফলমূল প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ত্রেতাযুগের প্রথমকালজাত এই সমস্ত পশু ও ওষধি-নিচয় যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইত ॥ ৩৮—৪২ ॥

এই প্রাণিনিকর মধ্যে মনুষ্য, গো, অশ্ব, অশ্বতর, ছাগ, গর্দ্দভ প্রভৃতি প্রাণীকে গ্রাম্যজীব এবং অপরাপর যুক্তখুর পশু, শ্বাপদসমূহ, হস্তী, বানর, পক্ষী, উন্দক ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে আরণ্যজীব কহে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে যজ্ঞসৃষ্টি সময়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিক দ্রব্য মধ্যে গায়ত্রী, বরুণ, ত্রিবৃৎ ও রথন্তর সাম,—দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ,

সামানি জগতীচ্ছন্দস্তোমং পঞ্চদশস্তথা।
বৈরূপ্যমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ॥ ৪৭॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ॥ ৪৮॥
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান্ প্রভুঃ॥ ৪৯॥
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
ব্রহ্মণস্তু প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ॥ ৫০॥
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৄন্ প্রজাঃ।
ততঃ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৫১॥
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বান্ তথৈবাপ্সরসাঙ্গণান্।
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃ পশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্॥ ৫২॥
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৫৩॥

পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈষ্টুভকর্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ—পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতীছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তোম, বৈরূপ্য ও অতিরাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ব, আপ্তোর্য্যাম, অনুষ্টুভ ও বৈরাজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল॥ ৪৫—৪৮॥

ভগবান্ প্রজাপতি স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত-সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, আয়ুঃ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন; তৎপরে স্বশরীর হইতে বিবিধ ভূতগ্রাম উৎপন্ন করিয়াছেন। ভৌতিক সৃষ্টি মধ্যেও প্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃলোক ও মানস প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া, পরে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৪৯—৫২॥

পূর্ব্বসৃষ্টিতে তত্তৎ প্রজানিচয়ের যে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রজাগণ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি লাভ করিয়া, সেই সেই কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে এবং

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥ ৫৪ ॥
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।
বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
কেচিৎ পুরুষকারন্তু প্রাহুঃ কর্ম্ম চ মানবাঃ।
দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ ॥ ৫৬ ॥
পৌরুষং কর্ম্ম দৈবঞ্চ ফলবৃত্তিস্বভাবতঃ।
ন চৈকং ন পৃথক্‌ভাবমধিকং ন তয়োর্বিদুঃ ॥ ৫৭ ॥
এতদেবঞ্চ নৈকঞ্চ ন চোভে ন চবাপ্যুভে।
কর্ম্মস্থান্ বিষয়ান্ ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫৮ ॥
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯ ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেষু দৃষ্টয়ঃ। (?)
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবাস্য দধাতি সঃ ॥ ৬০ ॥

সেই কর্ম্মানুসারেই তাহাদিগের হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

মহাভূত ইন্দ্রিয়ার্থ ও মূর্ত্তিসমূহের অনেকত্ব এবং ভূতসমূহের বিবিধ বিনিয়োগ বিধাতাই স্বয়ং বিধান করিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকার, দৈব ও স্বভাবই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

যেহেতু পুরুষকার কর্ম্ম ও দৈব এক না হইলেও কার্য্য দ্বারা পরস্পর পরস্পরে অপৃথক্, এবং এতত্রয় ব্যতিরিক্ত অপর কোন কারণ নাই; কিন্তু সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ এতদুভয়ের একটিকে বা উভয়কেই কেবল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু এই তিনটীকেই কারণ বলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা মহাভূতসমূহের নামরূপ বিভাগ এবং সৃষ্ট পদার্থমাত্রের পরস্পর বিভিন্নতা, বেদশব্দ হইতেই বিধান করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

প্রলয়ান্তে প্রথম প্রসূত ঋষিসমূহ এবং দেবগণের নাম নির্দ্দেশও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ ৬১॥
এবম্বিধাসু সৃষ্টাসু ব্রহ্মণাঽব্যক্তজন্মনা।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে সিদ্ধিমাশ্রিত্য মানসীম্॥ ৬২॥
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ ন ব্যবর্দ্ধন্তধীমতঃ॥ ৬৩॥
অথান্যান্মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমাঙ্গিরসন্তথা॥ ৬৪॥
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ঙ্গতাঃ।
তেষাং ব্রহ্মাত্মকানাং বৈ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৬৫॥
ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্।
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ॥ ৬৬॥
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনন্দনং সসনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্॥ ৬৭॥
সনৎকুমারঞ্চ বিভুং সনকঞ্চ সনন্দনম্।
ন তে লোকেষু সর্জ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ॥ ৬৮॥

প্রত্যেক ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিলে যেমন পদার্থসমূহেরও বিপর্য্যয় সাধিত হয়, প্রতিযুগান্তরেও সেইরূপ ভাবমাত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, নিশান্তে ব্রহ্মা মানস সিদ্ধি অবলম্বন করিলে ঐরূপ সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ৬১—৬২॥

ধীমান্ প্রজাপতির মন-উৎপাদিত প্রজাসমূহের বৃদ্ধিকারণ পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হইয়া আসিলে, তিনিও আবার স্বসদৃশ ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নব মানস-পুত্রের সৃষ্টি করেন। ইহারাই পুরাণসমূহে নব ব্রহ্মা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ৬৩—৬৫॥

ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার নামক যে সকল মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞান-বলে রাগ,

সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকবৃত্তানুকারণাৎ ॥ ৬৯ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ পরমেষ্ঠী হ্যচিন্তয়ৎ।
তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ তেজসা জ্বলনোপমঃ ॥ ৭০ ॥
সর্ব্বস্তেজোময়ঞ্জাতমাদিত্যসমতেজসম্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭১ ॥
এবমুক্তে দ্বিধাভূতঃ পৃথক্ স্ত্রীপুরুষঃ পৃথক্।
স চৈকাদশধা জজ্ঞে অর্দ্ধমাত্মানমীশ্বরঃ ॥ ৭২ ॥
তেনোক্তাস্তে মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব মহাত্মনা।
জগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য হিতৈষিণঃ ॥ ৭৩ ॥
লোকবৃত্তান্তহেতোর্হি প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
বিশ্বং বিশ্বস্য লোকস্য স্থাপনায় হিতায় চ ॥ ৭৪ ॥
এবমুক্তাস্তু রুরুদুর্দ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্দ্রাবণাচ্চৈব রুদ্রানাম্নেতিবিশ্রুতাঃ ॥ ৭৫ ॥

মৎসরাদি-পরিশূন্য হইয়া, সৃষ্টিকার্য্যে উদাসীন হইলে, তাঁহার ক্রোধাবির্ভাব হইল এবং সেই ক্রোধ হইতে সূর্য্যসম-দ্যুতি, দীপ্তাগ্নিতেজা, অর্দ্ধ নারী-নররূপধারী রুদ্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৬৬—৭০ ॥

ব্রহ্মা এই আদিত্য সমতেজা তেজস্বী পুরুষকে আত্মদেহ বিভক্তকর বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, পরে সেই স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই বিভিন্ন মূর্ত্তিদ্বয় মধ্যে অর্দ্ধ নরদেহ আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হইল। এই একাদশ মূর্ত্তি জগৎসমূহের হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৭১—৭৩ ॥

প্রজাপতি এই মূর্ত্তি সমুদায়কে নিখিল বিশ্বের হিতকার্য্যে যত্নশীল হইতে বলায়, মূর্ত্তিসমূহ ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; এই রোদন ও দ্রাবণ কার্য্যের জন্য মূর্ত্তিসমূহ রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৭৪—৭৫ ॥

যৈর্হি ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরম্।
তেষামনুচরা লোকে সর্ব্বলোকপরায়ণাঃ॥ ৭৬॥
নৈকনাগাযুতবলা বিক্রান্তাশ্চ গণেশ্বরাঃ।
তত্র যা সা মহাভাগা শঙ্করস্যার্দ্ধকায়িনী॥ ৭৭॥
প্রাগুক্তা তু ময়া তুভ্যং স্ত্রী স্বয়ম্ভোর্মুখোদ্গতা।
কায়ার্দ্ধং দক্ষিণন্তস্যাঃ শুক্লং বামন্তথাঽসিতম্॥ ৭৮॥
আত্মানং বিভজস্বেতি সোক্তা দেবী স্বয়ম্ভুবা।
সা তু প্রোক্তা দ্বিধাভূতা শুক্লকৃষ্ণা চ বৈ দ্বিজাঃ।
তস্যা নামানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৭৯॥
স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
অপর্ণা চৈকপর্ণা চ তথা স্যাদেব পাটলা॥ ৮০॥
উমা হৈমবতী ষষ্ঠী কল্যাণী চৈব নামতঃ।
খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি বিশ্রুতাঃ॥৮১॥
বিশ্বরূপমথার্য্যায়াঃ পৃথক্‌দেহবিভাবনাৎ।
শৃণু সংক্ষেপতস্তস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৮২॥
প্রকৃতির্নিয়তা রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী।
কালরাত্রির্ম্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা॥ ৮৩॥

যে সকল সর্ব্বলোকপরায়ণ, অযুতনাগবলধারী, বিক্রান্ত গণেশ্বর এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা ঐ একাদশ রুদ্রেরই অনুচর। ইতিপূর্ব্বে রুদ্রমূর্ত্তির যে অর্দ্ধনারীদেহের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বয়ম্ভুমুখজা নারীদেহেরও দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ শুক্ল ও উত্তরার্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভু তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত করিতে বলায়, তিনি সেই দেহ বিভাগ করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, মহাভাগা প্রভৃতি গৌরী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি বিশ্বরূপা পৃথক্ দেহে প্রকৃতি, নিয়তা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী ও ভূতনায়িকা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন॥ ৭৬—৮৩॥

দ্বাপরান্তবিকারেষু দেব্যা নামানি মে শৃণু।
গৌতমী কৌশিকী আর্য্যা চণ্ডী কাত্যায়নী সতী ॥৮৪॥
কুমারী যাদবী দেবী বরদা কৃষ্ণপিঙ্গলা।
বর্হির্ধ্বজা শূলধরা পরমব্রহ্মচারিণী ॥ ৮৫ ॥
মাহেন্দ্রী চেন্দ্রভগিনী বৃষকন্যৈকবাসসী।
অপরাজিতা বহুভুজা প্রগল্‌ভা সিংহবাহিনী ॥ ৮৬ ॥
একাননা দৈত্যহনী মায়া মহিষমর্দ্দিনী।
অমোঘা বিন্ধ্যনিলয়া বিক্রান্তা গণনায়িকা ॥ ৮৭ ॥
দেবীনাম বিকারাণি ইত্যেতানি যথাক্রমম্।
ভদ্রকাল্যাস্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তত্ত্বতঃ ॥ ৮৮ ॥
যে পঠন্তি নরাস্তেষাং বিদ্যতে ন পরাভবঃ।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহেঽপি বা ॥ ৮৯ ॥
রক্ষামেতাং প্রযুঞ্জীত জলে বাপি স্থলেঽপিবা।
ব্যাঘ্রকুম্ভীরচৌরেভ্যো ভূতস্থানে বিশেষতঃ।
আধিষপি চ সর্ব্বাসু দেব্যা নামানি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৯০ ॥

দ্বাপরান্তে এই মূর্ত্তি অন্যান্য নামে কীর্ত্তি[illegible]হে। তদবধি এই দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, [illegible]য়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিঃধ্বজা, শূলধরা, পরম ব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একবাসসী, অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্‌ভা, সিংহবাহিনী, একানসা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা প্রভৃতি ভদ্রকালীর নামসমূহে প্রকীর্ত্তিত হইতেছেন ॥ ৮৪—৮৮ ॥

দেবীর এই নামসমূহ কীর্ত্তন করিলে অরণ্য, প্রান্তর, পুর, গৃহ প্রভৃতি কোন স্থানেই কোনরূপে পরাভবের আশঙ্কা থাকে না। জলে, স্থলে, ব্যাঘ্র

অর্ভকগ্রহভূতৈশ্চ পূতনামাতৃভিঃ সদা।
অভ্যর্দ্দিতানাং বালানাং রক্ষামেতাং প্রযোজয়েৎ ॥৯১॥
মহাদেবী কুলে দ্বে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্ত্যতে।
আভ্যাং দেবী সহস্রাণি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥ ৯২ ॥
সাঽসৃজদ্‌ব্যবসায়ন্তু ধর্ম্মং ভূতসুখাবহম্।
সংকল্পঞ্চৈব কল্পাদৌ জজ্ঞিরেঽব্যক্তযোনিতঃ ॥ ৯৩ ॥
মানসশ্চ রুচির্নাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
প্রাণাৎ স্বাদ[illegible]ক্ষঞ্চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ মরীচিকম্ ॥ ৯৪ ॥
ভৃগুং [illegible] ঋষিঃ সলিলজন্মনঃ।
শিরসোঽঙ্গিরসঞ্চৈব শ্রোত্রাদত্রিন্তথৈব চ ॥ ৯৫ ॥
পুলস্ত্যঞ্চ তথোদানাদ্ব্যানাচ্চ পুলহং পুনঃ।
সমানজং বশিষ্ঠন্তু অপানান্নির্ম্মমে ক্রতুম্ ॥ ৯৬ ॥
অভিমানাত্মকং ভদ্রং নির্ম্মমে নীললোহিতম্।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৯৭ ॥

কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তু সমীপে, চৌরহস্তে, ভূতাদি দুষ্টযোনি সকাশে এবং বিবিধ উৎকট রোগনিচয়ে পতিত হইলে এই সকল নামকীর্ত্তন দ্বারা উদ্ধার লাভ করা যায়। বালকগণ ও বালগ্রহ, ভূতাদি, পূতনা ও মাতৃ-গ্রহাদি দ্বারা পীড়িত হইলে এই নাম-কীর্ত্তনে রক্ষা প্রাপ্ত হয়॥ ৮৯—৯১ ॥

পূর্ব্বোক্ত দেবীর উভয়ভাগে প্রজ্ঞা ও শ্রী নাম্নী মহাদেবীদ্বয় অবস্থিত আছেন। উক্ত দেবীদ্বয় হইতে সহস্র সহস্র দেবী উৎপন্ন হইয়া এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাদেবীই যাবতীয় ভূতগ্রামের সুখাবহ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্পাদিকালে ভূতসমূহের সঙ্কল্প ও সেই অব্যক্ত মহাদেবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৯২—৯৩ ॥

ব্রহ্মার পুত্রগণমধ্যে মন হইতে রুচি, প্রাণবায়ু হইতে দক্ষ, চক্ষুদ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, জিহ্বা হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অঙ্গিরস, কর্ণ হইতে অত্রি, উদানবায়ু হইতে পুলস্ত্য, ব্যানবায়ু হইতে পুলহ, সমান

ইত্যেতে মানসাঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
ভৃগ্বাদয়স্তু যে সৃষ্টা ন চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯৮ ॥
গৃহমেধিনঃ পুরাণাস্তে ধর্ম্মস্তৈঃ প্রাক্‌প্রবর্ত্তিতঃ।
দ্বাদশৈতে প্রবর্ত্তন্তে সহরুদ্রেণ বৈ প্রজাঃ ॥ ৯৯ ॥
ঋভুঃ সনৎকুমারস্তু দ্বাবেতাবূর্দ্ধরেতসৌ।
পূর্ব্বোৎপন্নৌ পুরা তেভ্যঃ সর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজৌ ॥ ১০০ ॥
ব্যতীতে প্রথমে কল্পে পুরাণে লোকসাধকৌ।
বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃসংক্ষিপ্য চাস্থিতৌ ॥১০১॥
তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যাত্মানমাত্মনি।
প্রজাধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ বর্ত্তয়েতাং মহৌজসা ॥ ১০২ ॥
যথোৎপন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে।
তস্মাৎ সনৎকুমারোয়মিতি নামাস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৩ ॥

বায়ু হইতে বশিষ্ঠ, অপানবায়ু হইতে ক্রতু এবং অভিমান হইতে নীললোহিত রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্র প্রত্যেকে পথক্ পৃথক্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইলেও সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র নামে অভিহিত। ইঁহারা পূর্ব্বতন সনন্দাদি মানসপুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী ছিলেন না; কিন্তু প্রত্যেকেই গৃহমেধী ও পুরাণপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। এই মানসপুত্রগণই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং রুদ্রমূর্ত্তির সমকালজাত ॥ ৯৪—৯৯।

প্রথমকল্প অতীত হইলে, যাবতীয় প্রজার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ঋভু ও সনৎকুমার নামক মানসপুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ঊর্দ্ধরেতা ও যোগী হইলেও স্ব স্ব মহত্তেজোবলে প্রজাধর্ম্ম এবং কাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ১০০—১০২ ॥

এই সনৎকুমার জন্মকালাবধি চিরজীবন কৌমার্য্য অবস্থায় অতিবাহন করায়, তিনি 'সনৎকুমার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগুণান্বিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ॥ ১০৪॥
ইত্যেষ করণোদ্ভূতো লোকান্ স্রষ্টুং স্বয়ম্ভুবঃ।
মহদাদিবিশেষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্॥ ১০৫॥
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভালোকো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ সমাবৃতঃ॥ ১০৬॥
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ প্রীতৈর্জ্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন্ ব্রহ্মবনেঽব্যক্তে ব্রহ্মা চরতি শর্ব্বরীম্॥ ১০৭॥
অব্যক্তবীজপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ॥ ১০৮॥
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পস্তু সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥ ১০৯॥
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাময়ং বৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্‌ব্রহ্মবলঞ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষস্য তস্য হ॥ ১১০॥
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্।
ইত্যেষোঽনুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতস্তু যঃ॥ ১১১॥

ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ পুত্রগণ হইতে দ্বাদশটি বংশ উৎপন্ন হয়, সেই বংশসমূহ ক্রিয়াবান্, প্রজাপরিবৃত এবং মহর্ষিগণ-পরিশোভিত ছিল॥ ১০৪॥

প্রজাপতি প্রজানিচয়ের মহদবধি বিশেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্টি-কারণ উৎপন্ন করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, পুর ও জনপদাদি দ্বারা তাহাদের পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অব্যক্তরূপে ব্রহ্মবনমধ্যে বিচরণ করেন॥ ১০৫—১০৭॥

প্রথমে ব্রহ্মানুগ্রহে অব্যক্তরূপ বীজের উৎপত্তি হইয়া তাহা হইতে বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্কুর, মহাভূতরূপ শাখা, বিশেষরূপ পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুষ্প এবং সুখদুঃখরূপ ফল-সুশোভিত সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ একটি সনাতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত ব্রহ্মবল-ই

মুখ্যাদয়স্তু ষট্‌সর্গা বৈকৃতা বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রৈকালে সমবর্ত্তন্ত ব্রহ্মণস্তেঽভিমানিনঃ ॥ ১১২ ॥
সর্গাঃ পরস্পরস্থাথ কারণন্তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সশাখৌ পটবিক্রমৌ।
একস্তু যো দ্রুমং বেত্তি নান্যঃ সর্ব্বাত্মনস্ততঃ ॥ ১১৩ ॥

দ্যৌর্মূর্দ্ধানং যস্থ বিপ্রাস্তুবন্তি
খন্নাভিং বৈ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাস্থভূমিঃ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রসূতিঃ ॥ ১১৪ ॥
বক্ত্রাদ্‌যস্থ ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
যদ্বক্ষস্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্থ পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বেবর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥ ১১৫ ॥

এই ব্রহ্মবৃক্ষের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মার এই প্রাকৃত সৃষ্টিকে অনুগ্রহ-সৃষ্টি কহে ॥ ১০৮—১১২ ॥

অভিমানী ব্রহ্মার যে বুদ্ধিবল প্রধান প্রধান ষড়্‌বিধ বিকৃত সর্গ কালত্রয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই সৃষ্টি-পরম্পরার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই দ্বিবিধ সৃষ্টি-ই একমাত্র ব্রহ্মবৃক্ষের পত্রপুষ্পপল্লবাদি-পরিশোভিত শাখাদ্বয় মাত্র; কদাচ স্বতন্ত্র বৃক্ষ নহে ॥ ১১২—১১৩ ॥

আকাশ যাঁহার শীর্ষস্থানীয়, স্বর্লোক যাঁহার নাভি, চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্‌সকল যাঁহার কর্ণস্বরূপ এবং ভূমিতল যাঁহার পদদ্বয়, সেই অচিন্ত্যাত্মাই সর্ব্বভূতের প্রসূতি; তাঁহার-ই মুখদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়-নিকর, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ১১৪—১১৫ ॥

মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা যেনলোকাঃ কৃতাস্ত্বিমে॥ ১১৬॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিসৃষ্টিবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং ভূতেষু লোকেষু ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
যদা তা ন প্রবর্ত্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা॥ ১॥
তমোমাত্রাবৃতো ব্রহ্মা তদা প্রভৃতি দুঃখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্॥ ২॥
অথাত্মনি সমদ্রাক্ষীত্তমোমাত্রাং নিয়ামিকাম্।
রাজসত্ত্বং পরাজিত্য বর্ত্তমানং স ধর্ম্মতঃ॥ ৩॥
তপ্যতে তেন দুঃখেন শোকঞ্চক্রে জগৎপতিঃ।
তমশ্চ ব্যনুদত্তস্মাদ্রজস্তমঃসমাবৃণোৎ॥ ৪॥
তত্তমঃ প্রতিনুত্তং বৈ মিথুনং স ব্যজায়ত।
অধর্ম্মাচরণাজ্জজ্ঞে হিংসা শোকাদজায়ত॥ ৫॥

নিখিল সৃষ্টিসমূহের একমাত্র আধার-স্বরূপ হিরণ্ময় অণ্ড এই মহেশ্বরোৎপন্ন অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সমুদ্ভূত, অথচ তিনি-ই আবার ব্রহ্মরূপে ঐ অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রজানিকরের সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১১৬॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে দেবাদিসৃষ্টিবর্ণন নামক নবম অধ্যায়॥ ৯॥

সূত কহিলেন—কালান্তরে প্রজাপতির প্রজানিচয়ের বৃদ্ধিভাব পুনর্ব্বার বিবদ্ধ হইয়া গেল; তাহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তন্নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই দুঃখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্ত্তমান রজোগুণের পরাভবপূর্ব্বক

ততস্তস্মিন্ সমুদ্ভূতে মিথুনে চরণাত্মনি। (?)
ততশ্চ ভগবানাসীৎ প্রীতশ্চৈবমশিশ্রিয়ৎ ॥ ৬ ॥
স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহদভাস্বরাম্।
দ্বিধাকরোৎ স তং দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥ ৭ ॥
অর্দ্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তাং কামাৎস্বে সৃষ্টবান্ বিভুঃ ॥ ৮ ॥
সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্যাধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্বা দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥
যা ত্বর্দ্ধাৎ সৃজতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত।
সা দেবী নিযুতন্তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ১০ ॥
ভর্ত্তারন্দীপ্তযশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং পুরুষো মনুরুচ্যতে ॥ ১১ ॥
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
লব্ধ্বা তু পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্ ॥ ১২ ॥

তমোগুণ উদ্রিক্ত করিলেন, এই তমোরজঃ একত্র সংসৃষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে এক মিথুনের উৎপত্তি হইল এবং পূর্ব্বজাত শোক অধর্ম্মাচরণ করায় তাহা হইতে হিংসা জন্মলাভ করিল ॥ ১—৫ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এই মিথুন দর্শনে প্রীতি লাভ করিয়া, তমোগুণোদ্রিক্ত সেই অভাস্বর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃতা ভূতধাত্রী শতরূপা নারী উৎপন্ন হইলেন ॥ ৬—৮ ॥

এই অর্দ্ধদেহসম্ভূতা নারী শতরূপা স্বীয় মহিমাবলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পরিব্যাপ্ত করিয়া পূর্ব্বাকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বহুকাল দুষ্কর তপঃসাধন করিয়া অর্দ্ধদেহজাত যশস্বী পুরুষকে ভর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই পুরুষ ই স্বায়ম্ভুব মনু নামে বিখ্যাত এবং এই মনুর-ই মন্বন্তর-কাল একসপ্ততি যুগ। এই সমুৎপন্ন পুরুষ অযোনিজা শতরূপাকে

তয়া স রমতে সার্দ্ধং তস্মাৎ সা রতিরুচ্যতে।
প্রথমঃ সংপ্রয়োগঃ স কল্পাদৌ সমবর্ত্তত ॥ ১৩ ॥
বিরাজমসৃজৎ ব্রহ্মা সোঽভবৎ পুরুষো বিরাট্।
সম্রাত্মানসরূপাত্ত বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাৎ বীরাৎ শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ১৫ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ।
কন্যে দ্বে চ মহাভাগে যাভ্যাং জাতাঃ প্রজাস্ত্বিমাঃ ॥১৬॥
দেবীনাম্না তথাকূতিঃ প্রসূতিশ্চৈব তে শুভে।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রসূতিন্তু দক্ষায় ব্যসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥
প্রাণো দক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সংকল্পো মনুরুচ্যতে।
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চৈব আকূতিং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ১৮ ॥
আকূত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্।
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যমকৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ১৯ ॥
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ২০ ॥

পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন; এজন্য শতরূপার আর একটি নাম রতি হইয়াছে। স্বয়ং দীপ্তিমান ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাজ মনু উৎপন্ন হন। কল্পাদিকালীন এই স্বায়ম্ভুব পুরুষই সম্প্রতি বৈরাজ মনু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাবীর বৈরাজ শতরূপা-গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটি পুত্রদ্বয়, এবং যাবতীয় প্রজাজননী প্রসূতি ও আকূতি নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। এই কন্যাদ্বয় মধ্যে প্রসূতিকে দক্ষহস্তে ও আকূতিকে রুচি হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৯—১৮ ॥

রুচি আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক যমজ মিথুন উৎপাদন করেন, এই মিথুন হইতে আবার দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর মধ্যবর্ত্তী যাম নামক দেবগণ। যম যজ্ঞের নামান্তর; সেই

যমস্য পুত্রা যজ্ঞস্য তস্মাত্যামাস্তু তে স্মৃতাঃ।
অজিতাশ্চৈব শুকাশ্চ গণৌ দ্বৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতৌ ॥ ২১ ॥
যামাঃ পূর্ব্বং পরিক্রান্তাঃ যতঃ সংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
স্বায়ম্ভুবসুতায়াস্তু প্রসূত্যাং লোকমাতরঃ ॥ ২২ ॥
তস্যাং কন্যাশ্চতুর্ব্বিংশদ্দক্ষস্ত্বজনয়ৎ প্রভুঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বাঃ কমললোচনাঃ ॥ ২৩ ॥
যোগপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাস্তা যোগমাতরঃ।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃপুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী ॥ ২৪ ॥
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
দ্বারাণ্যেতানি চৈবাস্য বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৫ ॥
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা ॥২৬॥
সন্নতিশ্চানসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
তাস্ততঃ প্রত্যপদ্যন্ত পুনরন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥

কারণে তৎপুত্রগণ যাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন অথবা অজিত ও শুক নামক ব্রহ্মার গণদ্বয়কর্ত্তৃক পরিক্রান্ত হইয়াই তাঁহারা যাম নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ওদিকে দক্ষ স্বায়ম্ভুবসুতা প্রসূতিগর্ভেও ২৪টি কমললোচনা কন্যা উৎপাদন করেন; তাঁহারা সকলেই মহাভাগ্যবতী, যোগপত্নী ও যোগমাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি; এই ত্রয়োদশটি দক্ষকন্যা স্বয়ম্ভুর বিধানানুসারে ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন ॥ ১৯—২৫ ॥

এতদ্ভিন্ন সুলোচনা খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রুদ্রো ভৃগুর্মরীচিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ পিতরোঽগ্নিস্তথৈব চ ॥ ২৮ ॥
সতীং ভবায় প্রাযচ্ছৎ খ্যাতিঞ্চ ভৃগবে তথা।
মরীচয়ে চ সম্ভূতিং স্মৃতিমঙ্গিরসে দদৌ ॥ ২৯ ॥
প্রীতিঞ্চৈব পুলস্ত্যায় ক্ষমাং বৈ পুলহায় চ।
ক্রতবে সন্নতিং নাম অনসূয়াস্তথাঽত্রয়ে ॥ ৩০ ॥
ঊর্জ্জাং দদৌ বশিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হ্যগ্নয়ে দদৌ।
স্বধাঞ্চৈব পিতৃভ্যস্তু তাস্বপত্যানি বক্ষ্যতে ॥ ৩১ ॥
এতে সর্ব্বে মহাভাগাঃ প্রজাঃ স্বানুষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩২ ॥
শ্রদ্ধা কামং বিজজ্ঞে বৈ দর্পো লক্ষ্মীসুতঃ স্মৃতঃ।
ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ট্যাঃ সন্তোষ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
পুষ্ট্যা লাভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ শ্রুতস্তথা।
ক্রিয়ায়াস্তু নয়ঃ প্রোক্তো দণ্ডঃ সময় এব চ ॥ ৩৪ ॥
বুদ্ধের্বোধসুতশ্চাপি অপ্রমাদশ্চ তাবুভৌ।
লজ্জায়া বিনয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ সুতঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থাৎ সতী মহাদেবের, খ্যাতি ভৃগুর, সম্ভূতি মরীচির, স্মৃতি অঙ্গিরার, প্রীতি পুলস্ত্যের, ক্ষমা পুলহের, সন্নতি ক্রতুর, অনসূয়া অত্রির, ঊর্জ্জা বশিষ্ঠের, স্বাহা অগ্নির, এবং স্বধা পিতৃগণের পরিণীতা পত্নী ছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশতি কন্যাগর্ভে যে সকল মহাভাগ পুত্রগণ উৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতি মন্বন্তরেই আপ্রলয়ান্তকাল অবস্থান করেন, এখন তাঁহাদিগেরই বিষয় কথিত হইবে ॥ ২৬—৩২ ॥

ঐ কন্যাসমূহের গর্ভজাত পুত্রগণ মধ্যে শ্রদ্ধাপুত্র কাম, লক্ষ্মীপুত্র দর্প, ধৃতি-পুত্র নিয়ম, তুষ্টিপুত্র সন্তোষ, পুষ্টিপুত্র লাভ, মেধাপুত্র শ্রুত, ক্রিয়াপুত্র নয়, দণ্ড ও সময়, বুদ্ধিপুত্র বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জাপুত্র বিনয়, বপুঃপুত্র ব্যবসায়,

ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধের্ব্যজায়ত।
যশঃ কীর্ত্তেঃ সুতশ্চাপি ইত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥ ৩৬ ॥
কামস্য হর্ষঃ পুত্রো বৈ দেব্যা রত্যাব্যজায়ত।
ইত্যেষ বৈ সুখোদর্ক্কঃ সর্গো ধর্ম্মস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥
জজ্ঞে হিংসা ত্বধর্ম্মাদ্বৈ নিকৃতিশ্চানৃতাবুভৌ।
নিকৃত্যানৃতয়োর্জ্জজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ ॥ ৩৮ ॥
মায়া চ বেদনা চাপি মিথুনদ্বয়মেতয়োঃ।
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ সা মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥ ৩৯ ॥
বেদনায়াস্তুতশ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধির্জ্জরাঃ শোকাঃ ক্রোধোঽসূয়া চ জজ্ঞিরে।
দুঃখান্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ ॥ ৪০ ॥
তেষাং ভার্য্যাঽস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে বৈ নিধনাঃ স্মৃতাঃ।
ইত্যেষ তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মনিয়ামকঃ ॥ ৪১ ॥

শান্তিপুত্র ক্ষেম, সিদ্ধিপুত্র সুখ এবং কীর্ত্তিপুত্র যশঃ; ইহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩৩—৩৬ ॥

রতিদেবীর গর্ভে কামের হর্ষনামক একপুত্র উৎপন্ন হয়, এই প্রকারে ধর্ম্ম হইতে সৃষ্টির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে অধর্ম্ম ও হিংসা হইতে নিকৃতি ও অনৃতের উৎপত্তি। নিকৃতি ও অনৃত হইতে ভয়মায়া ও নরকবেদনা এই মিথুনদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ভয় ও মায়া হইতে ভূতবিনাশক মৃত্যু এবং নরক ও বেদনা হইতে দুঃখ জন্মলাভ করিয়াছে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা ও শোকের এবং দুঃখ হইতে ক্রোধ ও অসূয়ার উৎপত্তি। অধর্ম্মের এই বংশপরম্পরা সকলেই অধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত। ব্যাধি প্রভৃতির স্ত্রীপুত্র আছে, তাহারা সকলেই একমাত্র নিধননামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই অধর্ম্মনিয়ামক সৃষ্টিপরম্পরাকে তামস সর্গ কহে ॥ ৩৮—৪১ ॥

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টো ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ।
সোঽভিধ্যায় সতীং ভার্য্যান্নির্ম্মমে হ্যাত্মসম্ভবান্ ॥ ৪২ ॥
নাধিকান্ন চ হীনাংস্তান্মানসানাত্মনঃ সমান্।
সহস্রং হি সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসিনা।
তুল্যাংশ্চৈবাত্মনঃ সর্ব্বে রূপতেজোবলশ্রুতৈঃ ॥ ৪৩ ॥
পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দ্দান্ বিলোহিতান্।
বিবাসান্ হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ ॥ ৪৪ ॥
বহুরূপান্ বিরূপাংশ্চ বিশ্বরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনো বর্ম্মিণশ্চৈব ধর্ম্মিনশ্চ বরূথিনঃ ॥ ৪৫ ॥
সহস্রশতবাহুংশ্চ দিব্যান্ ভৌমান্তরিক্ষগান্।
স্থূলশীর্ষানষ্টদংষ্ট্রান্দ্বিজিহ্বাংস্ত্রিলোচনান্ ॥ ৪৬ ॥
অন্নাদান্ পিশিতাদাংশ্চ আজ্যপান্ সোমপাংস্তথা।
মেদপাংশ্চাতিকায়াংশ্চ শিতিকণ্ঠোগ্রমন্যবঃ ॥ ৪৭ ॥
সোপাসঙ্গতনুত্রাংশ্চ ধন্বিনো হ্যুপবর্ম্মিণঃ।
আসীনান্ ধাবতশ্চৈব জৃম্ভিনশ্চৈব ধিষ্টিতান্ ॥ ৪৮ ॥
অধ্যাপিনোঽথ জপতো যুঞ্জতোঽধ্যায়ত স্তথা।
জ্বলতো বর্ষতশ্চৈব দ্যোতমানান্ প্রধূপিতান্ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধান্ বুদ্ধতমাংশ্চৈব ব্রহ্মিষ্ঠান্ শুভদর্শনান্।
নীলগ্রীবান্ সহস্রাক্ষান্ সর্ব্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান্ ॥ ৫০ ॥

রুদ্রদেবও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি জন্য আদিষ্ট হইয়া ভার্য্যা সতীকে চিন্তা করত আত্মসদৃশ তেজোবল রূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

ইহাদের প্রত্যেকেই পিঙ্গলবর্ণ, জটাজূটতূণীর-কপালধারী, বিবস্ত্র, হরিৎ-কেশ, দৃষ্টিঘ্ন, বহুরূপ, বিরূপ ও বিশ্বরূপ; রথী, বর্ম্মী, ধার্ম্মিক, বরূথধারী, সহস্রবাহু, দিব্য, ভৌমান্তরীক্ষচারী, স্থূলশীর্ষ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ত্রিলোচন, অন্ন মাংস-মেদো-ঘৃত-সোমপায়ী, অতিকায়, নীলকণ্ঠ, ক্রোধপীড়িত, প্রধূপিত, দ্যুতিমান,

অদৃশ্যান্ সর্ব্বভূতানাং মহাযোগান্ মহৌজসঃ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান্ সহস্রশঃ॥ ৫১॥
অপাতয়ামানসৃজৎ রুদ্ররূপান্ সুরোত্তমান্।
ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা ব্রবীদেতান্মাস্রাক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ॥ ৫২॥
স্রষ্টব্যা নাত্মনস্তুল্যাঃ প্রজা নৈবাধিকাস্ত্বয়া।
অন্যাঃ সৃজত্বং ভদ্রন্তে স্থিতোহস্ত্বং সৃজ প্রজাঃ॥ ৫৩॥
এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্মনোপমনিশ্চিতাঃ॥ ৫৪॥
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনাম্না প্রতিশ্রুতাঃ॥ ৫৫॥
শতরুদ্রসমাম্নাতা ভবিষ্যন্তীহ যজ্ঞিয়াঃ।
যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বৈদেব যুগৈঃ সহ॥ ৫৬॥
মন্বন্তরেষু যে দেবা ভবিষ্যন্তীহ ছন্দজাঃ।
তৈঃ সার্দ্ধমীজ্যমানাস্তে স্থাস্যন্তীহ যুগক্ষয়াৎ॥ ৫৭॥

উজ্জ্বলিত, বুদ্ধ, বুদ্ধতম, ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, ক্ষপাচর, সকল ভূতের অদৃশ্য, মহাযোগচারী, মহত্তেজঃসম্পন্ন, রোদন ও দ্রবণশীল ছিলেন। ইহারা জন্মমাত্রেই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, যোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিল॥ ৪৪—৫১॥

ব্রহ্মা এই সমস্ত রুদ্ররূপী রুদ্র-পুত্রগণ দর্শনে তাঁহাকে এইরূপ স্বসদৃশ প্রজা সৃষ্টিবিষয়ে নিষেধ করিয়া অন্যপ্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন; তাহাতে রুদ্রদেব "আমি বিরত হইলাম, ব্রহ্মন্! তুমিই এখন সৃষ্টি করিতে থাক," এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"আমার এই আত্মসদৃশ, মহাবলশালী, নীল-লোহিত প্রজাগণ নিরূপ হইলেও ইহারা দেবতা হইয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে রুদ্রনামে বিখ্যাত হইবে। এই শত শত রুদ্রসংজ্ঞক দেবগণও যুগযুগান্তে প্রতি মন্বন্তরে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে পূজিত হইয়া যজ্ঞভাগ উপভোগ করিবে॥" ৫২—৫৭॥

এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ তদা ভীমং হৃষ্যমাণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
এবং ভবতু ভদ্রন্তে যথা তে ব্যাহৃতং প্রভো।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতে সদা সর্ব্বমভূৎকিল ॥ ৫৯ ॥
ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাসূয়ত বৈ প্রজাঃ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৬০ ॥
যস্মাচ্চোক্তং স্থিতোঽস্মীতি ততঃ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ ॥ ৬১ ॥
স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধস্ত্বধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অথ যানি দশৈতানি নিত্যন্তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ॥ ৬২ ॥
সর্ব্বান্ দেবান্ ঋষিংশ্চৈব সমেতানসুরৈঃ সহ।
অত্যেতি তেজসা দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩ ॥
অত্যেতি দেবানৈশ্বর্য্যাদ্বলেন চ মহাসুরান্।
জ্ঞানেন চ মুনীন্ সর্ব্বান্ যোগাদ্ভূতানি সর্ব্বশঃ ॥ ৬৪ ॥

ধীমান্ প্রজাপতি মহাদেবের এই সকল বাক্যশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া, মহাদেবের বাক্যেই স্বীকৃত হইলেন, সুতরাং তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে ॥ ৫৮—৫৯ ॥

দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব সেই অবধিই সৃষ্টিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেতা অবস্থায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬০ ॥

"স্থিতোঽস্মি" অর্থাৎ বিরত হইলাম, এই কথা উচ্চারণ করার জন্য তাঁহার একটি নাম স্থাণু হইয়াছে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মসম্বোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশগুণ শঙ্কর-শরীরে নিয়তই অবস্থিত আছে ॥ ৬১—৬২ ॥

শঙ্কর ঐশ্বর্য্য দ্বারা দেবগণকে, বল দ্বারা অসুরসমূহকে, জ্ঞান দ্বারা মুনিদিগকে এবং যোগ দ্বারা ভূতগ্রামকে অতিক্রম করায় মহাদেব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ।

যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চাপি মহামুনে।
মাহেশ্বরস্য জ্ঞানস্য সাধনঞ্চ প্রচক্ষ্ব নঃ॥ ৬৫॥
যেন যেন চ ধর্ম্মেণ গতিং প্রাপ্স্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভো॥৬৬॥

বায়ুরুবাচ।

পঞ্চধর্ম্মাঃ পুরাণে তু রুদ্রেণ সমুদাহৃতাঃ।
মাহেশ্বর্য্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ॥ ৬৭॥
আদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সাধ্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
মরুদ্ভির্ভৃগুভিশ্চৈব যে চান্যে বিবুধালয়াঃ॥ ৬৮॥
যমশুক্রপুরোগৈশ্চ পিতৃকালান্তকৈস্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তে ধর্ম্মাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ॥ ৬৯॥
তে বৈ প্রক্ষীণকর্ম্মাণঃ শারদাম্বরনির্ম্মলাঃ।
উপাসতে মুনিগণাঃ সন্ধ্যায়াত্মানমাত্মনি॥ ৭০॥
গুরুপ্রিয়হিতে যুক্তা গুরূণাং বৈ প্রিয়েপ্সবঃ।
বিমুচ্য মানুষং জন্ম বিহরন্তি চ দেববৎ॥ ৭১॥

এই সকল বাক্যপরম্পরা শ্রবণের পর নৈমিষারণ্যস্থ পূর্ব্বতন ঋষিগণ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে প্রভো! মহেশ্বরের যোগ, তপঃ, সত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞানসাধন এই পঞ্চধর্ম্মের বিষয় এবং দ্বিজগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে যেরূপ গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৬৫—৬৬॥

ভগবান্ বায়ু ঋষিগণকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে মুনিগণ! অক্লিষ্টকর্ম্মা রুদ্রগণকথিত যে পঞ্চধর্ম্মের বিষয় পুরাণনিচয়ে কীর্ত্তিত রহিয়াছে; আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ভৃগু, যম, শুক্র, পিতৃগণ ও কালান্তক প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা যে ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং গুরুপ্রিয় ও হিতকারক নির্ম্মলচেতা মুনিগণ যে ধর্ম্মের উপাসনা-

মহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ ক্রমযোগেন উচ্যমানান্নিবোধত ॥ ৭২ ॥
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
স্মরণঞ্চৈব যোগেঽস্মিন্ পঞ্চধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৩ ॥
তেষাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা।
প্রবক্ষ্যামি তথা তত্ত্বং যথা রুদ্রেণ ভাষিতম্ ॥ ৭৪ ॥
প্রাণায়ামগতিশ্চাপি প্রাণস্যায়াম উচ্যতে।
স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মন্দো মধ্যোত্তমস্তথা ॥ ৭৫ ॥
প্রাণানাঞ্চ নিরোধস্তু স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ।
প্রাণায়ামপ্রমাণন্তু মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৭৬ ॥
মন্দো দ্বাদশমাত্রাস্তু উদ্ঘাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমশ্চ দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্বিংশতিমাত্রিকঃ ॥ ৭৭ ॥
উত্তমস্তু ত্রিরুদ্ঘাতো মাত্রাঃ ষট্‌ত্রিংশদুচ্যতে।
স্বেদকম্পবিষাদানাং জননো হ্যুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮ ॥

ক্ষীণ করিয়া মানুষজন্ম পরিহারপূর্ব্বক দেবতার ন্যায় ভোগসুখ লাভ করেন; মহেশ্বর-কথিত সেই সনাতন পঞ্চধর্ম্মের বিষয় যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬৭—৭২ ॥

প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ এই পাঁচটিকে যোগধর্ম্ম কহে; যথাক্রমে মহাদেবকথিত ইহার লক্ষণ ও কারণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭৩—৭৪ ॥

প্রাণের আয়াম অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রাণ দীর্ঘকাল অবস্থিত হইতে পারে, তাহাকে প্রাণায়াম কহে। মন্দ, মধ্য ও উত্তমভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ; দ্বাদশমাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম মন্দ, তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিমাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম মধ্য এবং ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম উত্তম বলিয়া অভিহিত। উত্তম প্রাণায়ামকালে স্বেদ, কম্প ও বিষাদের উৎপত্তি হয়। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম যথাক্রমে যথাযথ প্রযুক্ত হইলে যোগ সামর্থ্য উৎপন্ন

ইত্যেতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
প্রমাণঞ্চ সমাসেন লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥ ৭৯ ॥
সিংহো বা কুঞ্জরো বাপি তথাঽন্যো বা মৃগো বনে।
গৃহীতঃ সেব্যমানস্তু মৃদুঃ সমুপজায়তে ॥ ৮০ ॥
তথা প্রাণো দুরাধর্ষঃ সর্ব্বেষামকৃতাত্মনাম্।
যোগতঃ সেব্যমানস্তু স এবাভ্যাসতো ব্রজেৎ ॥ ৮১ ॥
স চৈব হি যথা সিংহঃ কুঞ্জরো বাপি দুর্ব্বলঃ।
কালান্তরবশাৎ যোগাৎ গম্যতে পরিমর্দ্দনাৎ ॥ ৮২ ॥
পরিধায় মনো মন্দং বশ্যত্বং চাধিগচ্ছতি।
পরিধায় মনোদেবং তথা জীবতি মারুতঃ ॥ ৮৩ ॥
বশ্যত্বং হি যথা বায়ুর্গচ্ছতি যোগমাস্থিতঃ।
তদা স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি ॥ ৮৪ ॥
যথা সিংহো গজো বাপি বশ্যত্বাদবতিষ্ঠতে।
অভয়ায় মনুষ্যাণাং মৃগেভ্যঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ৮৫ ॥
যথা পরিচিতশ্চায়ং বায়ুর্বৈ বিশ্বতোমুখঃ।
পরিধ্যায়মানঃ সংরুদ্ধঃ শরীরে কিল্বিষং দহেৎ ॥ ৮৬ ॥

হয়। এইরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়ামের লক্ষণ কথিত হইল। এখন সংক্ষেপে ইহার প্রমাণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৭৫—৭৯ ॥

সিংহ কুঞ্জর প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ প্রাণিদিগকেও যেমন সেবাদ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবায়ুকেও স্বায়ত্ত করা যায়। প্রাণবায়ু বশীভূত হইয়া একমাত্র মনকে অবলম্বন করিয়াও জীবিত থাকে। তখন দুর্ব্বল সিংহকুঞ্জরের ন্যায় প্রাণবায়ুও বশীভূত হওয়ায়, স্বচ্ছন্দেই তাহাকে ইচ্ছামত চালিত করিতে পারা যায় এবং বশীভূত সিংহ-কুঞ্জরাদি যেমন মনুষ্য পশু প্রভৃতির অনিষ্ট চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উপকার সাধন করে, সেইরূপ সিদ্ধযোগ ব্যক্তির স্বায়ত্তীকৃত বায়ু ধ্যানকালে

প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে ॥ ৮৭ ॥
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ ॥ ৮৮ ॥
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্নুতে।
সংবৎসর শতং সাগ্রং প্রাণায়ামশ্চ তৎসমম্ ॥ ৮৯ ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ৯০ ॥
তস্মাৎ যুক্তঃ সদাযোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৯১ ॥

পাশুপতযোগঃ।

বায়ুরুবাচ।

একং মহান্তং দিবসমহোরাত্রমথাপিবা।
অর্দ্ধমাসং তথা মাসময়নাব্দ যুগানি চ ॥ ৯২ ॥

অন্তর্নিরুদ্ধ হইয়া আভ্যন্তরিক পাপরাশির বিনাশসাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্ত্বমাত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া দেয় ॥ ৮০—৮৭ ॥

তপঃ, ব্রত, নিয়ম, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ এবং মাসান্তরে কুশাগ্রপরিমিত বারিবিন্দু পান করিয়া শত শত বৎসর অনাহারে তপস্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়ামও সেই ফলসমূহের তুল্যফলপ্রদ ॥ ৮৮—৮৯ ॥

প্রাণায়াম দ্বারা দোষসমূহ, ধারণা দ্বারা পাপরাশি, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়াসক্তি, এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ-নিচয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং যোগীমাত্রেরই নিয়মিতরূপে প্রাণায়াম অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারেন ॥ ৯০—৯১ ॥

এইরূপে পাশুপতযোগ কীর্ত্তন করিয়া বায়ু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, ঋষিগণ একদিন হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস,

মহাযুগসহস্রাণি ঋষয়স্তপসি স্থিতাঃ।
উপাসতে মহাত্মানঃ প্রাণং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৯৩ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম্।
ফলঞ্চৈব বিশেষেণ যথাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯৪ ॥
প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্য বিদ্ধি বৈ।
শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৫ ॥
[illegible]
স্বয়ংকৃতানি কালেন ইহামুত্র চ দেহিনাম্ ॥ ৯৬ ॥
পিতৃমাতৃপ্রভৃষ্টানাং জ্ঞাতিনর্থক্লিনঙ্করৈঃ।
ক্ষপণং হি কষায়াণাং পাপানাং শান্তিরুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥
লোভমানাত্মকানাং হি পাপানামপি সংযমঃ।
ইহামুত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে ॥ ৯৮ ॥
সূর্য্যেন্দুগ্রহতারাণাং তুল্যস্তু বিষয়ো ভবেৎ।
ঋষীণাঞ্চ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্ ॥ ৯৯ ॥
অতীতানাগতানাঞ্চ দর্শনং সাম্প্রতস্য চ।
বুদ্ধস্য সমতাং যাতি দীপ্তিঃ স্যাত্তপ উচ্যতে ॥ ১০০ ॥

অয়ন, বৎসর, যুগ, যুগসহস্রকাল পর্য্যন্ত তপস্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই প্রাণের উপাসনা করিয়া দিব্য চক্ষু লাভ করেন ॥ ৯২—৯৩ ॥

অতঃপর প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফলের বিষয় যেরূপ মহাদেব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি ॥ ৯৪ ॥

শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ, এই চারিটি প্রাণায়ামের প্রয়োজন ॥৯৫॥

দেহিগণের ইহকাল পরকালীন স্বয়ংকৃত কর্ম্মসমূহের ফলনাশ, এবং পিতা, মাতা, জ্ঞাতিগণ প্রভৃতি আত্মীয়সমূহ জন্য পাপরাশির বিনাশ সাধনের নাম শান্তি ; কালদ্বয়ের হিতকামনায় পাপজনক লোভ ও অভিমান সংযমের নাম প্রশান্তি ; যাহা দ্বারা সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহতারাসদৃশ তেজস্বী হইতে পারা যায়, যাহা দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অতীতানাগত ঋষিসমূহের দর্শন লাভ

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্।
প্রসাদয়তি যেনাসৌ প্রসাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ১০১ ॥
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সন্নিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃ কালপ্রসাদজঃ ॥ ১০২ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
আসনঞ্চ যথা তত্ত্বং যুজতো যোগমেব চ ॥ ১০৩ ॥
ওঁকারং প্রথমং কৃত্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ নমস্য চ।
আসনং স্বস্তিকং কৃত্বা পদ্মমর্দ্ধাসনন্তথা ॥ ১০৪ ॥
সমজানুরেকজানুরুত্তানঃ সুস্থিতোঽপি চ।
সমো দৃঢ়াসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ ॥ ১০৫ ॥
সংবৃতাস্যোঽববদ্ধাক্ষ উরো বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণে চ্ছাদ্য তথা প্রজননংযতঃ ॥ ১০৬ ॥
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরাঃ শিরোগ্রীবাং তথৈব।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১০৭ ॥

করা যায়, এবং বর্ত্তমান বুদ্ধির সাম্য বিহিত হয়, তাহার নাম দীপ্তি; আর যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চবায়ু প্রসন্নতা লাভ করে, তাহাকে প্রসাদ কহে। এই সন্নিকৃষ্ট ফলপ্রদ চতুর্ব্বিধ প্রাণায়ামই প্রথম ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ ৯৬—১০২ ॥

সম্প্রতি প্রাণায়ামের লক্ষণ, আসনতত্ত্ব ও যোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমেই ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন সহকারে চন্দ্র সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া, স্বস্তিকাসন ও অর্দ্ধ পদ্মাসন বদ্ধ করিবে ॥ ১০৩—১০৪ ॥

অথবা সমজানু, একজানু, কিম্বা উত্তানভাবে অবস্থিত হইয়া দৃঢ়াসন অবলম্বনপূর্ব্বক পদদ্বয় সংহৃত করিবে ॥ ১০৫ ॥

তৎপরে মুখপুট ও চক্ষুদ্বয়ের নিমীলন, সম্মুখ ভাবে বক্ষঃস্থলের বিস্তৃতি, পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা বৃষণের আচ্ছাদন, এবং মস্তক ও গ্রীবাদেশের উন্নতি বিধান-

তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সত্ত্বেন ছাদয়েৎ।
ততঃ সত্ত্বস্থিতো ভূত্বা যোগং যুঞ্জন্ সমাহিতঃ ॥ ১০৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ স মারুতান্।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহার মুপক্রমেৎ ॥ ১০৯ ॥
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ কুর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বতঃ।
তথাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১১০ ॥
পূরয়িত্বা শরীরন্তু স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
আকণ্ঠনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ১১১ ॥
কলামাত্রস্তু বিজ্ঞেয়ো নিমেষোন্মেষ এব চ।
তথা দ্বাদশমাত্রস্তু প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥
ধারণা দ্বাদশায়ামো যোগো বৈ ধারণাদ্বয়ম্।
তথা বৈ যোগযুক্তশ্চ ঐশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে।
বীক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্বক ইতস্ততঃ কোনদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, কেবলমাত্র নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে॥ ১০৬—১০৭ ॥

এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রথমে রজোগুণ দ্বারা তমোগুণ, পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণও আবরিত হইয়া যাইবে; তখন সেই সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চবায়ু প্রভৃতির নিগ্রহ করিয়া প্রত্যাহার অবলম্বন করিবে॥ ১০৮—১০৯ ॥

কূর্ম্মগণের অবয়ব সঙ্কোচের ন্যায় যে ব্যক্তি কামমাত্রের সঙ্কোচ বিধান করিয়া পরমাত্মায় রতি সংস্থাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই আত্ম সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১১০ ॥

এইরূপ বাহ্যাভ্যন্তর পরিশুদ্ধ ব্যক্তি নিঃশ্বাস বায়ুর নিরোধ দ্বারা আকণ্ঠ-নাভি পর্য্যন্ত শরীর পূর্ণ করিয়া প্রত্যাহারের উপক্রম করিবে॥ ১১১ ॥

নিমেষোন্মেষের কলামাত্র পরিমাণ; এই দ্বাদশ নিমেষোন্মেষে প্রাণায়াম, দ্বাদশ প্রাণায়ামে ধারণা এবং ধারণাদ্বয়ে যোগ হইয়া থাকে। এবম্বিধ

প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে ॥ ১১৪ ॥
এবং বৈ নিয়তাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেত্তু সদা মুনিঃ ॥ ১১৫ ॥
অজিতা হি মহাভূমির্দোষানুৎপাদয়েৎ বহূন্।
বিবর্দ্ধয়তি স মোহং ন ঐহেদজিতাং ততঃ ॥ ১১৬ ॥
নালেন তু যথা তোয়ং যন্ত্রেণৈব বলান্বিতঃ।
আপিবেত প্রযত্নেন তথা বায়ুর্জ্জিতশ্রমঃ ॥ ১১৭ ॥
নাভ্যাঞ্চ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে।
নাসাগ্রে তু তথানেত্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যেঽথ মূর্দ্ধনি ॥ ১১৮ ॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধং পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
প্রাণাপানসমারোধাৎ প্রাণায়ামঃ স কথ্যতে ॥ ১১৯ ॥
মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীর্ত্তিতা।
নিবৃত্তির্বিষয়াণাস্তু প্রত্যাহারস্তু সংজ্ঞিতঃ ॥ ১২০ ॥

যথাযথ প্রণালীতে যোগযুক্ত হইলে, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, স্বতেজঃ-প্রদীপ্ত পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় ॥ ১১২—১১৩ ॥

নিয়তাহার সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইলে, যোগবিরুদ্ধ অবস্থাকে পরাজয় করিয়া ক্রমে যোগানুকূল পথে আরোহণ করিতে পারা যায় ॥ ১১৪—১১৫ ॥

যোগ প্রতিপক্ষ ভূমি সকল জয় না করিলে বহুবিধ দোষ উৎপন্ন হয় এবং সেই দোষ দ্বারা মোহ হইয়া থাকে, এজন্য যেমন বলবান্ ব্যক্তি নাল দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়াও জল পান করিয়া থাকে, সেই মত যোগবিরুদ্ধ পূর্ব্বাবস্থ বায়ু জয় করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৬—১১৭ ॥

বায়ু স্বেচ্ছাধীন হইলে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ভ্রূদ্বয় মধ্যে ও মস্তকে মনের ধারণা করিতে হয়। প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর সংরোধ কার্য্যের প্রাণায়াম সংজ্ঞার ন্যায় মনের ধারণা জন্যই ইহার নাম

সর্ব্বেষাং সমবায়ে তু সিদ্ধিঃ স্যাদ্ যোগলক্ষণা।
তয়োৎপন্নস্য যোগস্য ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্।
ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যেদাত্মানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ ॥ ১২১ ॥
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনন্তু ন বিদ্যতে।
অদেশকালযোগস্য দর্শনন্তু ন বিদ্যতে ॥ ১২২ ॥
অগ্ন্যভ্যাসে বনে বাপি শুষ্কপর্ণচয়ে তথা।
জন্তুব্যাপ্তে শ্মশানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে ॥ ১২৩ ॥
সশব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
উদপানে তথা নদ্যান্ন বাধাতঃ কদাচন ॥ ১২৪ ॥
ক্ষুধাবিষ্টাস্তথাঽপ্রীতা ন চ ব্যাকুলচেতসঃ।
যুঞ্জীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা ॥ ১২৫ ॥
এতান্ দোষান্ বিনিশ্চিত্য প্রমাদাদ্যো যুনক্তি বৈ।
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি শরীরে বিঘ্নকারকাঃ ॥ ১২৬ ॥

ধারণা হইয়াছে। এইরূপ বিষয়সমূহের নিবৃত্তিকে প্রত্যাহার; প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যাহারের সমবায় জন্য সিদ্ধিকে যোগ, এবং ধারণা জন্য সিদ্ধি বিশেষকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানযুক্ত হইতে পারিলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত পরমাত্মার দর্শনলাভ করা যায়; কিন্তু সত্ত্বগুণের অনুৎপত্তি অবস্থায় কিম্বা অদেশ বা অকালে ধ্যানযুক্ত হইলে আত্মদর্শন পাওয়া যায় না ॥ ১১৮—১২২ ॥

অগ্নির সমীপবর্ত্তী স্থান, শুষ্ক পত্ররাশি-সমাচ্ছাদিত বন, বিবিধ প্রাণি-পরিবৃত, শ্মশান, জীর্ণগোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শব্দ বা ভয়সঙ্কুল চৈত্য, বল্মীক, উদপান ও নদী প্রভৃতি বাধাকর স্থানমাত্রই যোগের অপ্রশস্ত দেশ, এবং ক্ষুধা, অসন্তোষ, মানসিক ব্যাকুলতা প্রভৃতি যোগের অপ্রশস্তকাল। এই অদেশ বা অকালে কদাচ যোগযুক্ত হইবে না ॥ ১২৩—১২৫ ॥

যেহেতু বাধাকর স্থানে যোগাবলম্বন করিলে শারীরিক দোষ সমুদায় প্রকুপিত হইয়া জড়তা, বধিরতা, মূকতা, অন্ধতা ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি

জড়ত্বং বধিরত্বঞ্চ মূকত্বঞ্চাধিগচ্ছতি।
অন্ধত্বং স্মৃতিলোপশ্চ জরা রোগস্তথৈব চ ॥ ১২৭ ॥
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি অজ্ঞানাৎ যো যুনক্তি বৈ।
তস্মাৎ জ্ঞানেন শুদ্ধেন যোগী যুঞ্জেৎ সমাহিতঃ ॥ ১২৮ ॥
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ।
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
যথা গচ্ছন্তি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুত্থিতাঃ ॥ ১২৯ ॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রাবধারয়েৎ।
এতেন ক্রমযোগেন বাতগুল্মং প্রশাম্যতি ॥ ১৩০ ॥
উদাবর্ত্তপ্রতীকারমিদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
ভুক্ত্বা দধি যবাগূর্বা বায়ুরূর্দ্ধং ততো ব্রজেৎ ॥ ১৩১ ॥
বায়ুগ্রন্থিং ততো ভিত্ত্বা বায়ুদেশে প্রযোজয়েৎ।
তথাপি ন বিশেষঃ স্যাদ্ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ১৩২ ॥
যুঞ্জানস্য তনুস্তস্য সত্ত্বস্থস্যৈব দেহিনঃ।
উদাবর্ত্তপ্রতীঘাতে এতৎ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ১৩৩ ॥

বিবিধ রোগনিচয় এবং জরা উৎপাদন করে। এইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় যোগোপক্রম করিলে দোষের প্রকোপ ঘটিয়া থাকে। এজন্য বিশেষ সাবধান হইয়া যথাযথ জ্ঞানপূর্ব্বক যোগাবলম্বন করা উচিত, তাহাতে কোনরূপ দোষোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর প্রাণায়াম কালে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমতঃ তাহারই চিকিৎসা কথিত হইতেছে ॥ ১২৬—১২৯ ॥

অত্যুষ্ণ যবাগূ ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া ভোজন ও গুল্মস্থানে ধারণ করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয় ॥ ১৩০ ॥

উদাবর্ত্ত পীড়ায় দধি মিশ্রিত যবাগূ পান ও বায়ুস্থানে প্রয়োগ করিলে, বায়ুগ্রন্থি ভিন্ন হইলে নিরুদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধদিকে নিঃসৃত হইয়া পীড়া প্রশমিত

সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পেন সমারব্ধস্য যোগিনঃ।
ইমাং চিকিৎসাং কুর্ব্বীত তয়া সম্পদ্যতে সুখী ॥ ১৩৪ ॥
মনসা যদ্ব্রতং কিঞ্চিদ্বিষ্টম্ভীকৃত্য ধারয়েৎ।
উরোঘাতে উরঃস্থানং কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
বাচোঽবঘাতে তাং বাচি বাধির্য্যে শ্রোত্রয়োস্তথা।
জিহ্বাস্থানে তৃষার্ত্তস্তু অগ্রে স্নেহাংশ্চ তন্তুভিঃ ॥১৩৬ ॥
ফলং বৈ চিন্তয়েৎ যোগী ততঃ সম্পদ্যতে সুখী।
ক্ষয়ে কুষ্ঠে সকীলাসে ধারয়েৎ সর্ব্বসাত্বিকীম্ ॥ ১৩৭ ॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রজোদেশে তস্মিন্ যুক্তো বিনির্দ্দিশেৎ।
যোগোৎপন্নস্য বিপ্রস্য ইদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥১৩৮॥
বংশকীলেন মূর্দ্ধানং ধারয়ানস্য তাড়য়েৎ।
মূর্দ্ধ্নি কীলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠকাষ্ঠেন তাড়য়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

হয়। এইরূপ প্রয়োগে কোন উপকার না পাইলে ঐ যবাগূ মস্তকে ধারণ করিবে। যোগোপক্রম জন্য উদাবর্ত্ত রোগে এই মাত্র চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১৩১—১৩৩ ॥

গাত্রকম্পন রোগেও এই উদাবর্ত্ত রোগনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা দ্বারাই রোগী শান্তিলাভ করে ॥ ১৩৪ ॥

উৎকট ধ্যানাদি দ্বারা বক্ষঃস্থলের অভিঘাত হইলে বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে, বাগিন্দ্রিয়ের অভিঘাত হইলে বাগিন্দ্রিয়ে, বাধির্য্যরোগে কর্ণদ্বয়ে, এবং তৃষ্ণারোগে জিহ্বায় ঐ দধিমিশ্রিত সুস্নিগ্ধ যবাগূ সূত্র দ্বারা ধারণ করিলে যোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন ॥ ১৩৫—১৩৬ ॥

ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাসরোগে বিবিধ প্রাণিমাংস-সিদ্ধ যবাগূ ধারণ করিতে হয়। যোগোৎপন্ন ব্যাধিনিচয়ের এইরূপ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

যোগকালে কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞালুপ্ত হইলে, তাহার মস্তকের উপর এক খণ্ড বংশ ধরিয়া অপর বংশ দ্বারা তাহাতে আঘাত করিতে হয়,

ভয়ভীতস্য সা সংজ্ঞা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অথবা লুপ্তসংজ্ঞস্য হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ॥ ১৪০॥
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ধারণাং মূৰ্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।
স্নিগ্ধঞ্চ ভুঞ্জীত ততঃ সম্পদ্যতে সুখী॥ ১৪১॥
অমানুষেণ সত্ত্বেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব বায়ুমগ্নিঞ্চ ধারয়েৎ॥ ১৪২॥
প্রাণায়ামেন তৎসর্ব্বং দহ্যমানং বশীভবেৎ।
অথাপি প্রবিশেদ্দেহং ততস্তং প্রতিষেধয়েৎ॥ ১৪৩॥
ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়ানস্য মূৰ্দ্ধনি।
প্রাণায়ামাগ্নিনা দগ্ধং তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥ ১৪৪॥
কৃষ্ণসর্পাপরাধস্তু ধারয়েদ্ধৃদয়োদরে।
মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্বা তু ধারয়েৎ॥ ১৪৫॥
বিষস্য তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েত্ততঃ।
সর্ব্বতঃ সনগাং পৃথ্বীং কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ॥ ১৪৬॥

অথবা দুই হাত দিয়া তাহার শিরোদেশ চাপিয়া ধরিতে হয়; তাহাতে সংজ্ঞা হইলে সুস্নিগ্ধ যবাগূ অল্পপরিমাণে ভোজন ও মস্তকে ধারণ করিতে দিবে॥ ১৩৯—১৪১॥

মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জন্তু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নি চিন্তা করিতে হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা সমুদায় প্রতিষেধই দগ্ধ ও বশীভূত করিতে পারা যায়, এজন্য প্রতিষেধমাত্রই শরীর প্রবিষ্ট হইলে, প্রাণায়াম দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করা উচিত। এই কার্য্যের পরেও মস্তকে যবাগূ ধারণ করিতে হয়॥ ১৪২—১৪৪॥

কৃষ্ণসর্প দংশনে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের চিন্তাপূর্ব্বক, হৃদয় ও উদরপ্রদেশে পূর্ব্বোক্ত যবাগূ ধারণ করিবে। বিষফলভোজনে বিশল্যকরণী ধারণ করিতে হয়, ধারণকালে সমুদায় পৃথিবীই পর্ব্বতময়, অথবা সমুদায়

হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংশ্চ তথা সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।
সহস্রেণ ঘটানাঞ্চ যুক্তঃ স্নায়ীত যোগবিৎ ॥ ১৪৭ ॥
উদকে কণ্ঠমাত্রে তু ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।
প্রতিস্রোতো বিষাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্ব্বগাত্রিকীম্ ॥১৪৮॥
শীর্ণোঽর্কপত্রপুটকৈঃ পিবেদ্বল্মীকমৃত্তিকাম্।
চিকিৎসিতবিধিহ্যে(?)ষ বিশ্রুতো যোগনির্ম্মিতঃ ॥ ১৪৯ ॥
ব্যাখ্যাতস্তু সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা।
ব্রুবতো লক্ষণং বিদ্ধি বিপ্রস্য কথয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ১৫০ ॥
অথাপি কথয়েন্মোহাত্তদ্বিজ্ঞানং প্রলীয়তে।
তস্মাৎ প্রবৃত্তির্য্যোগস্য ন বক্তব্যা কথঞ্চন ॥ ১৫১ ॥

সত্ত্বং তথারোরোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রভা সুস্বরসৌম্যতা চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিঃ প্রথমা শরীরে ॥ ১৫২ ॥

পৃথিবীই সমুদ্রময় এইরূপ চিন্তা কিম্বা যাবতীয় দেবগণের চিন্তা কর্ত্তব্য। পরিশেষে সহস্র কলস জল দ্বারা রোগীকে স্নান করাইতে হইবে ॥ ১৪৫—১৪৭ ॥

অন্য কোনরূপে শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে জলমধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া, মস্তকে পূর্ব্বোক্ত বিশল্যকরণী অথবা সমুদায় গাত্রে কেবলমাত্র ধারণ করিতে হইবে। শরীর শীর্ণ হইয়া উঠিলে আকন্দপত্রের পুটমধ্যে বল্মীকমৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবে। এইরূপে যোগকালোৎপন্ন ব্যাধিনিচয়ের চিকিৎসা-প্রণালী সংক্ষেপে কথিত হইল। মানব মোহাচ্ছন্ন হইলেই তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, এজন্য যোগের প্রবৃত্তি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না; তথাপি সংক্ষেপতঃ তাহার লক্ষণ বলিতেছি ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

সত্ত্বগুণের আবির্ভাব, আরোগ্য, লোভহীনতা, বর্ণ, প্রভা ও স্বরাদির মনোজ্ঞতা, গাত্র হইতে শুভগন্ধের উৎপত্তি, এবং মল মূত্রাদির অল্পতাই প্রথম যোগপ্রবৃত্তির লক্ষণ ॥ ১৫২ ॥

আত্মানং পৃথিবীঞ্চৈব জ্বলন্তীং যদি পশ্যতি।
কৃত্বান্তং বিশতে চৈব বিদ্যাৎ সিদ্ধিমুপস্থিতাম্ ॥ ১৫৩ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যোগোপসর্গো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথাতথা।
প্রাদুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বস্য দেহিনঃ ॥ ১ ॥
মানুষ্যান্ বিবিধান্ কামান্ কাময়েত ঋতুং স্ত্রিয়ঃ
বিদ্যাদানফলঞ্চৈব উপসৃষ্টস্তু যোগবিৎ ॥ ২ ॥
অগ্নিহোত্রং হবির্যজ্ঞমেতৎ প্রায়তনস্তথা।
মায়াকর্ম্ম ধনং স্বর্গমুপসৃষ্টস্তু কাঙ্ক্ষতি ॥ ৩ ॥
এষ কর্ম্মসু যুক্তস্তু সোঽবিদ্যাবশমাগতঃ।
উপসৃষ্টস্তু জানীয়াৎ বুদ্ধ্যা চৈব বিসর্জ্জয়েৎ।
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যোগচর্য্যার যে সময়ে প্রদীপ্ত পৃথিবী মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূত হয়, তখনই যোগসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডনামক মহাপুরাণে যোগোপসর্গনামক দশম অধ্যায়। ১০।

সূত কহিলেন—অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানিদিগের দেহ মধ্যে যে সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাই কীর্ত্তন করিব ॥ ১ ॥

যোগীগণ উপসর্গযুক্ত হইলেই, নরভোগ্য বিবিধ অভিলাষ, ঋতুসুখ, রমণীসঙ্গ, বিদ্যাদান-ফল; অগ্নিহোত্র, হবিঃযজ্ঞ ও অনশনাদি মায়ার কর্ম্ম, এবং ধন ও স্বর্গ প্রভৃতির অভিলাষ করেন। অবিদ্যাবশীভূত হইলেই এই

জিতপ্রত্যুপসর্গস্থ জিতশ্বাসস্থ দেহিনঃ।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামসাঃ ॥ ৫ ॥
প্রতিভাশ্রবণেচৈব দেবানাঞ্চৈব দর্শনম্।
ভ্রমাবর্ত্তশ্চ ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৬ ॥
বিদ্যাকাব্যং তথা শিল্পং সর্ব্ববাচারতানিতু।
বিদ্যার্থাশ্চোপতিষ্ঠন্তি প্রভাবস্তেব লক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্ যোজনানাং শতাদপি।
সর্ব্বজ্ঞশ্চ বিধিজ্ঞশ্চ যোগিচোন্মত্তবৎ ভবেৎ ॥ ৮ ॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বান্ বীক্ষতে দিব্যমানুষান্।
বেত্তি তাংশ্চ মহাযোগী উপসর্গস্থ লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বান্ ঋষীংশ্চাপি তথা পিতৄন্।
প্রেক্ষতে সর্ব্বতশ্চৈব উন্মত্তন্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১০

সকল আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিলে উপসর্গের কোন আশঙ্কা থাকে না ॥ ২—৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ সমূহ ও শ্বাসবায়ু বশীভূত হওয়ার পরেই সাত্ত্বিক রাজস ও তামস উপসর্গ উৎপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

এই উপসর্গের সিদ্ধিলক্ষণ চতুর্বিধ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—প্রতিভা, শ্রবণ, দেবদর্শন ও ভ্রমাবর্ত্ত। তন্মধ্যে বিদ্যা, কাব্য, শিল্প, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ, এবং বিদ্যার উপাসনাকে প্রভাব কহে ॥ ৬—৭ ॥

ঐ উপসর্গ সময়ে যোগিগণ শতযোজন দূরবর্ত্তী থাকিয়াও শ্রোতব্য শব্দ-সকল শুনিতে পান এবং সর্ব্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন ॥ ৮ ॥

যোগীর যখন উপসর্গ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন তিনি যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দিব্য মানুষ সকল দর্শন করেন ॥ ৯ ॥

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও পিতৃপুরুষ প্রভৃতির দর্শন করিতে করিতে তাঁহার উন্মত্তের ন্যায় অবস্থা ঘটিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভ্রমেণ ভ্রাম্যতে যোগী চোদ্যমানোঽন্তরাত্মনা।
ভ্রমেণ ভ্রান্তবুদ্ধেস্তু জ্ঞানং সর্ব্বং প্রণশ্যতি ॥ ১১ ॥
বার্ত্তা নাশয়তে চিত্তং চোদ্যমানোঽন্তরাত্মনা।
বর্ত্তনাক্রান্তবুদ্ধেস্তু সর্ব্বজ্ঞানং প্রণশ্যতি ॥ ১২ ॥
প্রাবৃত্য মনসা শুক্লং পটং বা কম্বলং তথা।
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ক্ষিপ্রমেবানুচিন্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥
তস্মাচ্চৈবাত্মনো দোষাংস্তূপসর্গসমন্বিতান্।
পরিত্যজেত মেধাবী যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ।
উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মাদ্‌যুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তথা সপ্তসু সূক্ষ্মেষু ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ১৬ ॥
ততস্তু যোগযুক্তস্য জিতনিদ্রস্য যোগিনঃ।
উপসর্গাঃ পুনশ্চান্যে জায়ন্তে বিঘ্নসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৭ ॥

সেই অবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই ভ্রম দর্শন করেন, অন্তরাত্মা বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয় এবং সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হয় ॥ ১১ ॥

অন্তরাত্মা হইতে নানাবিধ বিষয়বার্ত্তা আবির্ভূত হইয়া চিত্তের বিকার উৎপাদন করে এবং তাদৃশ বিষয়বার্ত্তাক্রান্ত বুদ্ধিতে যোগীর সকল জ্ঞানই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ হইলে যোগী পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ লক্ষণ হইতে চিত্তবৃত্তি সংযমপূর্ব্বক পরমাত্মাকে মনে মনে শুক্লপট কিম্বা শ্বেত কম্বল দ্বারা আবরিত করিয়া চিন্তা করিবেন ॥ ১২—১৩ ॥

যে যোগী নিজের সিদ্ধিলাভের অভিলাষ করেন, তিনি ঐ চিন্তা দ্বারাই উপসর্গ দোষ সকল পরিত্যাগ করিবেন। যতদিন ঐ উপসর্গদোষ থাকে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও অসুর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ মনে উদয় হইতে থাকে। অনন্তর যোগী লঘু আহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবেন এবং একাগ্রচিত্তে মস্তকে সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থবিষয়ক চিন্তা করিবেন।

পৃথিবীং ধারয়েৎ সর্ব্বাং ততশ্চাপো হ্যনন্তরম্।
ততোঽগ্নিঞ্চৈব বায়ুঞ্চ হ্যাকাশং মন এব চ ॥ ১৮ ॥
ততঃ পরাং পুনর্বুদ্ধিং ধারয়েদ্‌যত্নতো যতী।
সিদ্ধীনাঞ্চৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥
পৃথ্বীং ধারয়মানস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে পৃথ্বী পৃথ্ব্যা গন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥
অপোধারয়মানস্য আপঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি হি।
আত্মানং মন্যতে আপঃ রসাস্তেভ্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
তেজো ধারয়মানস্য তেজঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে তেজস্তদ্ভাবমনুপশ্যতি ॥ ২২ ॥
বায়ুং ধারয়মানস্য বায়ুঃ সূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে বায়ুং বায়ুবন্মণ্ডলী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
আকাশং ধারয়াণস্য ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
পশ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং ঘোষশ্চাস্য প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

তৎপরে যোগযুক্ত জিতনিদ্র যোগীর বিঘ্নসংজ্ঞক অন্যপ্রকার উপসর্গের আবির্ভাব হয় ॥ ১৪—১৭ ॥

তখন এই সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুই নাই এইরূপ ধারণা করিবে এবং এইরূপেই ক্রমান্বয়ে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তপদার্থ ধারণা করা কর্ত্তব্য। যোগী ঐ সকল ধারণায়, একএকটি ধারণা করিবার সময়ে তাহার সিদ্ধির লক্ষণ দেখিতে পাইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের ধারণা পরিত্যাগ করিয়া পর পর পদার্থের ধারণা করিতে থাকিবেন ॥ ১৮—১৯ ॥

মনে পৃথিবীর ধারণা করিতে করিতে প্রথমতঃ সূক্ষ্মা পৃথিবীর জ্ঞান হইতে থাকে, পরে আপনাকেই পৃথিবী বলিয়া ভাবিতে থাকিবেন এবং এই পৃথিবীজ্ঞান হইতেই গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

এইরূপ জলের ধারণা দ্বারা সূক্ষ্ম জলের জ্ঞান, তাহার সহিত আত্মার

তথা মনো ধারয়তো মনঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্তু বিশতে হি সঃ।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুঞ্জেৎ তদা বিজ্ঞায় বুধ্যতে ॥ ২৫ ॥
এতানি সপ্ত সূক্ষ্মাণি বিদিত্বা যস্তু যোগবিৎ।
পরিত্যজতি মেধাবী স বুদ্ধ্যা পরমং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূতঐশ্বর্য্যলক্ষণে।
তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্।
পরিত্যজতি যো বুদ্ধ্যা স পরং প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥

অভেদ জ্ঞান, পরে তাহা হইতে রসজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। তেজোধারণা দ্বারা প্রথমতঃ সূক্ষ্ম তেজোজ্ঞান, তৎপরে আত্মাকেই তেজোময় বলিয়া দর্শন করেন। বায়ু ধারণা দ্বারা প্রথমে সূক্ষ্মবায়ুর জ্ঞান, তৎপরে আত্মাকে বায়ু বলিয়া অনুভব হওয়ায়, যোগীও বায়ুর ন্যায় মণ্ডলী হইয়া উঠেন। আকাশ ধারণা দ্বারা প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশজ্ঞান, তৎপরে সূক্ষ্মমণ্ডল দর্শন এবং পরিশেষে তাহা হইতে শব্দের প্রবৃত্তি হয় ॥ ২১—২৪ ॥

মনের ধারণা দ্বারা সূক্ষ্মমনের প্রবৃত্তি হইলে, যোগী স্বীয় মনোদ্বারা সর্ব্বভূতের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পাবেন এবং তাহাদিগের বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধি সংযুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগের অনুভূত বিষয়ও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যখন যোগিপুরুষের বুদ্ধিতত্ত্ব-সংযম উৎপন্ন হয়, তখন তিনি সমুদয় পদার্থের বিবিক্ততা অনুভব করিতে সমর্থ হন। যে বুদ্ধিমান যোগজ্ঞানী এই সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থ অবগত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমপদলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

যে যে ঐশ্বর্য্যলক্ষণে ভূতের সংযোগ আছে, যোগিগণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে পারেন, এজন্য যে দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ পরস্পর সংসক্ত বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ২৭—২৮ ॥

দৃশ্যন্তে হি মহাত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ।
সংসক্তাঃ সূক্ষ্মভাবেষু তে দোষাস্তেষু সংজ্ঞিতাঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মান্ন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ সূক্ষ্মেম্বিহ কদাচন।
ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্মচোচ্যতে ॥ ৩০ ॥
বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্।
প্রধানং বিনিযোগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদি বোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ ৩২ ॥

নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে।
জিতশ্বাসোপসর্গস্য জিতরাগস্য যোগিনঃ ॥ ৩৩ ॥
একা বহিঃ শরীরেঽস্মিন্ ধারণা সর্ব্বকামিকী।
বিশেদ্যদা দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রার্পয়েন্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

অনেক দিব্যদর্শী মহাত্মা ঋষিগণ এই সূক্ষ্মভাবসমূহে আসক্ত থাকিলেও ঐ সকল পদার্থ দোষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অতএব সূক্ষ্ম পদার্থসমূহে কদাচ নিশ্চয়জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে। ঐশ্বর্য্য হইতে রাগ বা অভিলাষের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মই বিরাগ বলিয়া অভিহিত; সুতরাং সপ্তসূক্ষ্ম পদার্থ ও প্রধানপুরুষ ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে অবগত হইয়া বিনি-য়োগ-জ্ঞানী হইতে পারিলেই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩০—৩১ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্ব, তৃপ্তি, অনাদিজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, নিয়ত অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি, এই ছয়টিকে বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মহেশ্বরের ষড়ঙ্গ কহেন ॥ ৩২ ॥

নিয়ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যোগযুক্ত হইলে, উপসর্গসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে সকল যোগীর শ্বাস প্রশ্বাস, উপসর্গসমূহ ও অভিলাষাদি আয়ত্তীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের শরীরে একটি বাহ্য সর্ব্বকামিকী ধারণা জন্মিয়া থাকে। তৎপ্রভাবে তিনি যোগযুক্ত হইয়া, যে কোন স্থানে মনঃ-

ভূতান্যাবিশতে বাপি ত্রৈলোক্যঞ্চাপি কল্পয়েৎ।
এতয়া প্রবিশেৎ দেহং হিত্বা দেহং পুনস্ত্বিহ ॥ ৩৫ ॥
মনোদ্বারং হি যোগানামাদিত্যঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ।
আদানাদিন্দ্রিয়াণান্ত আদিত্য ইতি চোচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ সূক্ষ্মবর্জ্জিতঃ।
প্রবৃত্তিং সমতিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭ ॥
ঐশ্বর্য্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতস্তু তং প্রভুম্।
দেবস্থানেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বতস্তু নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
পৈশাচেন পিশাচাংশ্চ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান্।
গান্ধর্ব্বেণ চ গন্ধর্ব্বান্ কৌবেরেণ কুবেরকান্ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রমৈন্দ্রেণ স্থানেন সৌম্যং সৌম্যেন চৈব হি।
প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ ॥ ৪০ ॥

সংযোগ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন এবং স্বীয় মনোমধ্যে ভূত-সমুদায় ও ত্রিলোক প্রবেশ করাইতে সমর্থ হন। তদ্ভিন্ন ঐ ধারণা দ্বারাই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন এবং পুনর্ব্বার সে দেহ হইতে স্বীয় দেহে প্রত্যা-গমনকার্য্যেও সামর্থ্য জন্মে ॥ ৩৩—৩৫ ॥

মনই যোগসমূহের দ্বারস্বরূপ ; এই মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের, গ্রহণকারক, এজন্য ইহা আদিত্য নামে নির্দ্দিষ্ট ॥ ৩৬ ॥

যোগী ব্যক্তি এইরূপ বিধানানুসারে বিরক্ত ও সূক্ষ্ম বর্জ্জিত হইয়া, প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারিলে রুদ্রলোকে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

ঐশ্বর্য্য-গুণপ্রাপ্ত সেই ব্রহ্মময় প্রভুকে সমুদায় দেবস্থানে ও সর্ব্বত্র নিবৃত্ত করিবে ॥ ৩৮ ॥

পৈশাচস্থান দ্বারা পিশাচদিগকে, রাক্ষসস্থান দ্বারা রাক্ষসসমূহকে, গান্ধর্ব্বস্থান দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে, কৌবের স্থান দ্বারা কুবেরদিগকে, ঐন্দ্রস্থান দ্বারা ইন্দ্রকে, সৌম্যস্থান দ্বারা সৌম্যকে, প্রাজাপত্যস্থান দ্বারা প্রজা-

ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ চাপ্যেবমুপামন্ত্রয়তে প্রভুম্।
তত্র সক্তস্তু উন্মত্তস্তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥
নিত্যং ব্রহ্মপরোযুক্তঃ স্থানান্যেতানি বৈ ত্যজেৎ।
অসজ্যমানঃ স্থানেষু দ্বিজঃ সর্ব্বগতো ভবেৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে তপশ্চর্য্যা নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্য্যগুণবিস্তরম।
যেন যোগবিশেষেণ সর্ব্বলোকানতিক্রমেৎ ॥ ১ ॥
তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যোগিনাং সমুদাহৃতং।
তৎসর্ব্বং ক্রমযোগেন উচ্যমানং নিবোধত ॥ ২ ॥

পতিকে এবং ব্রাহ্মস্থান দ্বারা ব্রাহ্মপ্রভুকে আমন্ত্রিত করিয়া, তাহাতে আসক্ত হইলে উন্মত্ত হইতে হয়; এজন্য নিয়ত ব্রহ্মতৎপর হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিবে। যে দ্বিজ কোন স্থানেই আসক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বগত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯— ৪২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডনামক মহাপুরাণে তপশ্চর্য্যানামক একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

বায়ু কহিলেন, অতঃপর আমি ঐশ্বর্য্যগুণসমূহের বিবর কীর্ত্তন করিব। যোগিগণ যে যোগবিশেষ দ্বারা সর্ব্বলোক অতিক্রম করেন, সেই যোগবিশেষে অষ্টগুণযুক্ত ঐশ্বর্য্যের কথা কথিত আছে। আমি যথাক্রমে তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১—২ ॥

অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চৈব সর্ব্বত্র ঈশিত্বঞ্চৈব সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
বশিত্বমথ সর্বত্র যত্র কামাবসায়িতা।
তচ্চাপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্য্যং সর্ব্বকামিকম্ ॥ ৪ ॥
সাবদ্যং নিরবদ্যঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চৈব প্রবর্ত্ততে।
সাবদ্যং নাম তত্ত্বং পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৫ ॥
নিরবদ্যং তথা নাম পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
তত্র সূক্ষ্ম প্রবৃত্তন্তু পঞ্চভূতাত্মকং পুনঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭ ॥
তথা সর্ব্বময়ঞ্চৈব আত্মস্থা খ্যাতিরেব চ।
সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সূক্ষ্মেষেব প্রবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥
পুনরষ্টগুণস্যাপি তেষেবাথ প্রবর্ত্ততে।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯ ॥

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই কয়েকটিকে ঐশ্বর্য্য কহে। এই সর্ব্বকামপ্রদ ঐশ্বর্য্যসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত, সাবদ্য, নিরবদ্য ও সূক্ষ্ম। পঞ্চভূতময় তত্ত্বের নাম সাবদ্য; পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কারের নাম নিরবদ্য এবং পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের নাম সূক্ষ্ম ॥ ৩—৭ ॥

সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সর্ব্বময় বলিয়া ইহা আত্মস্থ খ্যাতি নামেও পরিচিত। পঞ্চভূতাদ্য ঐশ্বর্য্যও এই শেষোক্ত সূক্ষ্মসংজ্ঞক ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত। কারণ সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সর্ব্বময় অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু সমুদায় বিষয় অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ববিষয়াবলম্বন সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য হইতে পূর্ব্বোক্ত সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য পৃথক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না ॥ ৮ ॥

এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ যাহা ভগবান্ বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি ॥ ৯ ॥

ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জীবস্থানিয়তঃ স্মৃতঃ।
অণিমা চ তথাব্যক্তং সর্ব্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং দুঃষ্প্রাপ্যং সমুদাহৃতম্।
তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্যং প্রথমং যোগিনাং বলাৎ ॥ ১১ ॥
লম্বনং প্লবনং যোগে রূপমস্য সদা ভবেৎ।
শীঘ্রগং সর্ব্বভূতেষু দ্বিতীয়ং তৎপদং স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥
মহিমা চাপি যো যস্মিংস্তৃতীয়ো যোগ উচ্যতে।
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ ॥ ১৩ ॥
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু যথেচ্ছগমনং স্মৃতম্।
প্রকামান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ন চ প্রতিহতঃ কচিৎ ॥ ১৪ ॥
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখং প্রবর্ত্ততে।
ঈশো ভবতি সর্ব্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ ॥ ১৫ ॥

ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বভূতেই জীবের অণিমা শক্তি অনিয়ত ভাবে বিদ্যমান আছে। অণিমা শক্তিতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ অবস্থিত। এই ত্রিলোক মধ্যে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য যোগিগণ তৎসমস্তই অণিমা শক্তি প্রভাবে প্রাপ্ত হন ॥ ১০—১১ ॥

যোগীর দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য লঘিমা লাভ হইলে তিনি অতিশয় লঘুতা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থায় যোগীর লম্বন, প্লবন ও সর্ব্বভূতগণ মধ্যে শীঘ্রগমনাদি-কার্য্যে সামর্থ্য জন্মে ॥ ১২ ॥

যে শক্তিপ্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু মহৎ হয়, তাহাকে মহিমা বলে, ইহাই তৃতীয় ঐশ্বর্য্য। যে ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকস্থ সমস্ত ভূতবর্গকে নিকটে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্তি বলে। ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বভূতে অপ্রতিহতভাবে যথেচ্ছ গমন ও যথেচ্ছ বিষয় ভোগ হইলেই তাহাকে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য্য বলা যায় ॥ ১৩—১৪ ॥

যে যোগী সুখদুঃখপূর্ণ সংসারে সুখ ও দুঃখের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন বলা যায় ॥ ১৫ ॥

বশ্যানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ভবন্তি সর্ব্বকার্য্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ॥ ১৬॥
যত্র কামাবসায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়াণি স্যুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ ১৭॥
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চৈব মনস্তথা।
প্রবর্ত্ততেঽস্য চেচ্ছাতো ন ভবন্তি তথেচ্ছয়া॥ ১৮॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিদ্যতে ন চ ছিদ্যতে।
ন দহ্যতে ন মুহ্যতে হীয়তে ন চ লিপ্যতে॥ ১৯॥
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি ন খিদ্যতি কদাচন।
ক্রিয়তে চৈব সর্ব্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ॥ ২০॥
অগন্ধরসরূপস্তু স্পর্শশব্দবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো বুদ্ধিজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥
অবর্ণো হ্যবরশ্চৈব তথা বর্ণশ্চ কর্হিচিৎ।
ভুঙ্ক্তেঽথ বিষয়াংশ্চৈব বিষয়ৈর্ন চ যুজ্যতে॥ ২২॥

যিনি ত্রৈলোক্যে সমস্ত ভূতকে বশীভূত করিয়া আপনার সকল কার্য্যে ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত বা মুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারই "বশিত্ব" সিদ্ধি হইয়াছে বলা যায়। ১৬॥

যিনি নিজ ইন্দ্রিয়গণকে আপন ইচ্ছামত ত্রিলোকের সমস্ত স্থানেই কার্য্যে নিযুক্ত ও মুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারই কামাবসায়িত্ব স্বীকার করা যায়। এই সময়ে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়ে ইচ্ছানুসারে মন প্রবর্ত্তিত ও অপ্রবর্ত্তিত রাখিতে পারেন এবং জন্ম, মৃত্যু, ভেদ, ছেদন, দহন, মোহ, লিপ্ততা, ক্ষয়, ক্ষরণ ও দুঃখ প্রভৃতিতে কদাচ সংস্পৃষ্ট না হইয়া কখন কার্য্য আরম্ভ ও কখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ১৭—২০॥

সুতরাং তখন তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধশূন্য, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্ব্বুদ্ধি, অজ্ঞান, অবর্ণ ও অবর হইয়া বিষয়ে অনাসক্তিপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করেন॥ ২১—২২॥

জ্ঞাত্বা তু পরমং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মত্বাচ্চাপবর্গকঃ ।
ব্যাপকস্ত্বপবর্গাচ্চ ব্যাপিত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
পুরুষঃ সূক্ষ্মভাবাত্তু ঐশ্বর্য্যে পরতঃ স্থিতঃ ।
গুণান্তরন্তু ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বতঃ সূক্ষ্মমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥
ঐশ্বর্য্যমপ্রতিঘাতি প্রাপ্য যোগমনুত্তমম্ ।
অপবর্গং ততো গচ্ছেৎ সুসূক্ষ্মং পরমং পদম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যোগৈশ্বর্য্যাণি নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ ।

তথৈবাগতবিজ্ঞানো রাগাৎ কর্ম্ম সমাচরন্ ।
রাজসন্তামসং বাপি ভুক্ত্বা তত্রৈব যুজ্যতে ॥ ১ ॥
তথা সুকৃতকর্ম্মা তু ফলং স্বর্গে সমশ্নুতে ।
তস্মাৎ স্থানাৎ পুনর্ভ্রষ্টো মানুষ্যমনুপদ্যতে ॥ ২ ॥

এইরূপে পরম সূক্ষ্মের অনুভব হইলে, মোক্ষের ব্যাপকতা গুণবশতঃ সেই মোক্ষার্থী ব্যক্তিও ব্যাপক পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মভাব জন্য পুরুষ ঐশ্বর্য্য হইতে বিভিন্ন, কিন্তু সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যেরই গুণান্তর বলিয়া কথিত হয়। কথিত অপ্রতিঘাতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট যোগ প্রাপ্তি হইলে, তৎপরে সূক্ষ্ম পরমপদস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডনামক মহাপুরাণে যোগৈশ্বর্য্যনামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

বায়ু কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়াও অভিলাষবশতঃ পুনর্ব্বার রাজস বা তামস কার্য্যের আরম্ভ করিলে, কর্ম্মানুসারে তাহার ফল-ভোগে নিযুক্ত হইতে হয় ॥ ১ ॥

সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গে তাহার ফল ভোগ করিয়া, সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ২ ॥

তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মশাশ্বতমুচ্যতে।
ব্রহ্ম এব হি সেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্ ॥ ৩ ॥
পরিশ্রমস্তু যজ্ঞানাং মহতার্থেন বর্ত্ততে।
ভূয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মাৎ মোক্ষঃ পরং সুখম্ ॥ ৪ ॥
অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
ন স স্যাদ্ ব্যাপিতুং শক্যো মন্বন্তরশতৈরপি ॥ ৫ ॥
দৃষ্ট্বা তু পুরুষং দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম।
বিশ্বগন্ধং বিশ্বমাল্যং বিশ্বাম্বরধরং প্রভুম্ ॥ ৬ ॥

গোভির্মহী সংযতত পতত্রিণং
মহাত্মানং পরমমতিং বরেণ্যম্।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মং মহতো মহান্তম্।
যোগেন পশ্যন্তি ন চক্ষুষা তং
নিরিন্দ্রিয়ং পুরুষং রুক্মবর্ণম্ ॥ ৭ ॥

অতএব পরমসূক্ষ্ম, নিত্য ব্রহ্মেরই নিয়ত সেবা করা বিধেয়; যেহেতু, ব্রহ্মই পরম সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যজ্ঞসমূহ অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থসাধ্য এবং তদ্দ্বারা যে ফল হয় তাহা হইতে মৃত্যুর অধীনতা অতিক্রম করা যায় না, এজন্য মোক্ষই পরম সুখ বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩—৪ ॥

সুতরাং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি ধ্যানাবলম্বন করেন, বিশ্বসংজ্ঞক, বিশ্বরূপী, বিশ্বরূপ-পাদ-শিরঃগ্রীবাবিশিষ্ট, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বভাবন, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য ও বিশ্বাম্বরধারী দিব্যপুরুষ দর্শন জন্য শত মন্বন্তরেও তাঁহাকে আর ব্যাপ্ত করিতে পারে না ॥ ৫—৬ ॥

যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইলে যত্নবান্ হন, যিনি মহী অর্থাৎ স্বপ্রকাশ তেজোময়, যিনি পতনশীল জগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং যিনি মহাত্মা, পরম মতি, শ্রেষ্ঠ, কবি, পুরাণপুরুষ, অনুশাসক, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতেও মহান্, সেই নিরিন্দ্রিয় রুক্মবর্ণ পুরুষ কেবল যোগ

অলিঙ্গিনং ত্রিগুণং নির্ব্বিকারং
সলিঙ্গিনং নির্গুণং চেতনঞ্চ।
নিত্যং সদা সর্ব্বগতন্তু শৌচং
পশ্যন্তি যুক্ত্যা হ্যচলং প্রকাশম্ ॥ ৮ ॥
তদ্ভাবিতস্তেজসা দীপ্যমানঃ
অপাণিপাদোদরপার্শ্বজিহ্বঃ।
অতীন্দ্রিয়োঽদ্যাপি সুসূক্ষ্ম একঃ
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
নাস্যাস্ত্যবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সর্ব্বং ন চ বেদবেদ্যঃ ॥ ৯ ॥
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং
সচেতনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।
তমাহুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে লোকে প্রসবধর্ম্মিণীম্।
প্রকৃতিং সর্ব্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতনা ॥ ১০ ॥

দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন; কিন্তু কখনও তিনি চক্ষুর গোচরীভূত নহেন। এই লিঙ্গশূন্য, ত্রিগুণ, নির্ব্বিকার, লিঙ্গযুক্ত, নির্গুণ, চেতন, নিত্য, সর্ব্বদা সর্ব্বগত, পবিত্র, অচল ও স্বপ্রকাশপুরুষকে যুক্তি দ্বারা দর্শন করা যায় ॥ ৭—৮ ॥

এই চিন্তনীয় পুরুষ তেজঃপ্রদীপ্ত, হস্ত-পদ-উদর-পার্শ্ব-জিহ্বা-শূন্য, অতীন্দ্রিয়, অতি সূক্ষ্ম ও অদ্বিতীয়। ইনি চক্ষুঃশূন্য হইলেও দর্শন এবং কর্ণ-বিহীন হইয়াও শ্রবণ করেন; ইঁহার বুদ্ধি না থাকিলেও কোন বিষয় অবুদ্ধ নহে এবং ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও বেদের অবিষয় অর্থাৎ বৈদিক শব্দ দ্বারাও ইঁহার প্রকৃতরূপ সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না ॥ ৯ ॥

মুনিগণ এই পুরুষকে শ্রেষ্ঠ, মহান্, সচেতন, সর্ব্বগত ও সুসূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং যোগীব্যক্তিগণ ইঁহাকে অন্তঃকরণ মধ্যে প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১১॥
যুক্ত্বা যোগেন চেশানং সর্ব্বতশ্চ সনাতনম্।
পুরুষং সর্ব্বভূতানাং তস্মাদ্ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥ ১২॥
ভূতাত্মানং মহাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
সর্ব্বাত্মানং পরং ব্রহ্ম তদ্বৈ ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥ ১৩॥
পবনো হি যথা গ্রাহ্যো বিচরন্ সর্ব্বমূর্ত্তিষু।
পুরি শেতে তথাভ্রে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥ ১৪॥
অথ চেল্লুপ্তধর্ম্মস্তু স বিশেষৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
ততস্তু ব্রহ্ম যোন্যাং বৈ শুক্রশোণিত সংযুতম্॥ ১৫॥
স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রয়োগেণ জায়তে হি পুনঃ পুনঃ।
ততস্তু গর্ভকালেন কললং নাম জায়তে॥ ১৬॥
কালেন কললঞ্চাপি বুদ্বুদং সংপ্রজায়তে।
মৃৎপিণ্ডস্তু যথা চক্রে চক্রাবর্ত্তেন পীড়িতঃ॥ ১৭॥

সর্ব্বত্র হস্তপদ-বিস্তারকারী, সর্ব্বদিক্-বিস্তৃত, চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র কর্ণযুক্ত, সর্ব্বস্থান আবরণকারী, সর্ব্বভূত প্রভু, ভূতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা ও অব্যয় পরমব্রহ্মকে যোগকালে ধ্যান করিয়া ধ্যানকারী ব্যক্তি কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না॥ ১১—১৩॥

সর্ব্বমূর্ত্তিতে বিচরণ জন্য বায়ু যেমন গ্রাহ্যনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ গগনব্যাপী ব্রহ্ম দেহমধ্যে অবস্থান করেন, এই জন্য পুরুষনামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ১৪॥

যাঁহারা সুকৃতকর্ম্মা না হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কর্ম্ম-বিশেষানুসারে স্ত্রীপুরুষসহবাসে শুক্রশোণিত হইতে পুনঃ পুনঃ যোনিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। গর্ভকালে প্রথমেই কলল উৎপন্ন হয়, তৎপরে কলল বুদ্বুদ্‌রূপে পরিণত হয়; এই সময়ে ঘূর্ণিত চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ডে হস্ত-

হস্তাভ্যাং ক্রিয়মাণস্তু বিশ্বত্বমুপগচ্ছতি।
এবমাত্মাস্থিসংযুক্তো বায়ুনা সমুদীরিতঃ ॥ ১৮ ॥
জায়তে মানুষস্তত্র যথা রূপং যথা মনঃ
বায়ুঃ সম্ভবতে তেষাং বাতাৎ সঞ্জায়তে জলম্ ॥ ১৯ ॥
জলাৎ সম্ভবতি প্রাণঃ প্রাণাচ্ছুক্রং বিবর্দ্ধতে।
রক্তভাগাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুক্রভাগাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২০ ॥
ভাগতোঽর্দ্ধপলঙ্কৃত্য ততো গর্ভে নিবেশয়েৎ
ততস্তু গর্ভসংযুক্তঃ পঞ্চভির্বায়ুভির্বৃতঃ ॥ ২১ ॥
পিতুঃ শরীরাৎ প্রত্যঙ্গরূপমস্যোপজায়তে।
ততোঽস্য মাতুরাহারাৎ পীতলীঢ় প্রবেশিতম্ ॥ ২২ ॥
নাভি স্রোতঃ প্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্।
নবমাসান্ পরিক্লিষ্টঃ সংবেষ্টিতশিরোদরঃ ॥ ২৩ ॥
বেষ্টিতঃ সর্ব্বগাত্রৈশ্চ অপর্য্যায় ক্রমাগতঃ।
নবমাসোষিতশ্চৈব যোনিচ্ছিদ্রাদবাঙ্মুখঃ ॥ ২৪ ॥

সংযোগপূর্ব্বক যেমন বিবিধ আকারের দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ বায়ুর ক্রিয়ানুসারে ঐ বুদ্‌বুদ্ হইতে আত্মা ও অস্থিসংযুক্ত যথাসম্ভবরূপ ও মনোবিশিষ্ট মানুষরূপের সৃষ্টি হয়। বায়ু হইতে শুক্রমধ্যস্থ জলের উৎপত্তি, জল হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গর্ভোৎপত্তির মূল কারণ শুক্রশোণিত মধ্যে শোণিত ৩৩ ভাগ ও শুক্র ১৪ ভাগ নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৫—২০ ॥

এই শুক্রশোণিত উভয় বস্তুই অর্দ্ধপল ভাগে গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত হয়; তৎপরে পিতামাতার শরীর গুণানুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উৎপন্ন হইলে, মাতার পান-ভোজনাদি আহাররস নাভিনাড়ী দ্বারা তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে জীবিত রাখে। এইরূপে যথাক্রমে ৯ মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বগাত্র দ্বারা মস্তক ও উদর বেষ্টনপূর্ব্বক অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া, দশমমাসে নিম্নমুখ হইয়া যোনিছিদ্র দ্বারা নির্গত হয় ॥ ২১—২৪ ॥

ততস্তু কর্ম্মভিঃ পাপৈর্নিরয়ং প্রতিপদ্যতে।
অসিপত্রবনঞ্চৈব শাল্মলীচ্ছেদভেদয়োঃ ॥ ২৫ ॥
তত্র নির্ভৎর্সনঞ্চৈব পূয়শোণিতভোজনম্।
এতাস্তু যাতনা ঘোরাঃ কুম্ভীপাকসুদুঃসহাঃ ॥ ২৬ ॥
তথা হ্যাপোভুর্বিচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপযান্তি বৈ।
তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমাগতাঃ ॥ ২৭ ॥
এবং জীবস্তু তৈঃ পাপৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ং কৃতৈঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মভির্দুঃখং শেষং বা যদি চেতরম্ ॥ ২৮ ॥
একেনৈব তু গন্তব্যং সর্ব্বমৃত্যুনিবেশনম্।
একেনৈব চ ভোক্তব্যং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥
ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদ্গচ্ছন্ত মনুগচ্ছতি।
যদনেন কৃতং কর্ম্ম তদেনমনুগচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

এইরূপে জন্মগ্রহণের পর পাপকর্ম্ম-রত হইলে অসিপত্রবন ও শাল্মলী ছেদভেদ প্রভৃতি যাতনাপরিপূর্ণ কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

তথায় ভৎর্সনা, পূয়শোণিত ভোজন প্রভৃতি কুম্ভীপাক নরকনির্দ্দিষ্ট বিবিধ যাতনা ভোগ করত, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূবিছিন্ন জলের ন্যায় পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬—২৭ ॥

এইরূপে জীবগণ স্বয়ংকৃত কর্ম্মানুসারে সন্তপ্ত হইয়া, অপর কোন কর্ম্মফল জন্য দুঃখ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

একটিমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই মৃত্যুকবলে পতিত হইতে হয়, আবার একটিমাত্র কর্ম্মদ্বারাই অশেষ ভোগসুখও প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং কেবলমাত্র ধর্ম্মাচরণই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

জীবগণের মৃত্যুকালে কেহই তাহার অনুগমন করে না, কেবলমাত্র কৃতকর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্নদেহাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসংপ্রয়োগৈঃ।
শুষ্যন্তে পরিগত বেদনাশরীরাঃ
বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্ম্মযাতনাভিঃ॥ ৩১॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীষ্টং নিষেব্যতে।
তৎপ্রসহ্য হরেৎ পাপং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ॥ ৩২॥
যাদৃগ্ জাতানি পাপানি পূর্ব্বং কর্ম্মাণি দেহিনঃ।
সংসারস্তামসং তাদৃক্ ষড়্বিধং প্রতিপদ্যতে॥ ৩৩॥
মানুষ্যম্পশুভাবঞ্চ পশুভাবান্মৃগো ভবেৎ।
মৃগত্বাৎ পক্ষিভাবস্তু তস্মাচ্চৈব সরীসৃপঃ॥ ৩৪॥
সরীসৃপত্বাদ্গচ্ছন্তি স্থাবরত্বন্ন সংশয়ঃ।
স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তো যাবদুন্মিষতে নরঃ।
কুলালচক্রবদ্ভ্রান্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্তনম্॥ ৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মাচারিগণ নিয়তই যমসদনে বিভিন্ন দেহ হইয়া বিবিধ অনিষ্টকর কার্য্যে দুঃখ ভোগ করে এবং বহুবিধ যাতনা ভোগজন্য শুষ্ক হইয়া থাকে॥ ৩১॥

লোকে কায়মনোবাক্যে যে সকল অভীষ্টের প্রার্থনা করিয়া থাকে, পাপ স্বীয় বলপ্রয়োগে তৎসমুদায়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলে; এজন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক॥ ৩২॥

জীবগণ পূর্ব্বজন্মে যেরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে তদনুসারেই ছয়প্রকার তামসজন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

কর্ম্মানুসারেই মনুষ্য হইতে পশুভাব, পশুভাব হইতে মৃগত্ব, মৃগত্ব হইতে পক্ষিভাব, পক্ষিত্ব হইতে সরীসৃপত্ব এবং সরীসৃপ হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। স্থাবরত্ব প্রাপ্তির পর যখন তাহার পুনর্ব্বার ধর্ম্মচিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কুম্ভকার চক্র ভ্রমণের ন্যায় পুনর্ব্বার মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৪—৩৫॥

ইত্যেবং হি মনুষ্যাদিঃ সংসারঃ স্থাবরান্তকঃ।
বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৬ ॥
সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
ব্রাহ্মে তু কেবলং সত্ত্বং স্থাবরে কেবলং তমঃ।
চতুর্দ্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টম্ভকং রজঃ ॥ ৩৮ ॥
কর্ম্মসু ছিদ্যমানেষু বেদনার্ত্তস্য দেহিনঃ।
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম কথং বিপ্র স্মরিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
সংস্কারাৎ পূর্ব্বধর্ম্মস্য ভাবনায়াং প্রণোদিতঃ।
মানুষ্যং ভজতে নিত্যং তস্মান্নিত্যং সমাচরেৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পাশুপতযোগ নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায় ॥ ১৩ ॥

এইরূপ মনুষ্য হইতে স্থাবর পর্য্যন্তকে তামসসংসার কহে, ইহারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সাত্ত্বিকসংসার, ইহাদিগের স্থান স্বর্গ। ব্রাহ্মসংসারে কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ ও স্থাবরসংসারে কেবলমাত্র তমোগুণ অবস্থিত। তদ্ভিন্ন চতুর্দ্দশ স্থানস্থিত অপর পদার্থনিচয়ে রজোগুণ অবস্থান করে ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যাতনা-পীড়িত দেহিগণ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, কিরূপে পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু তাহারা সংস্কারবশতঃ পূর্ব্ব-ধর্ম্মের ভাবনাসক্ত হইয়া মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণই নিয়ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৯—৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে পাশুপাতযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

চতুর্দ্দশবিধং হ্যেতৎ বুদ্ধ্বা সংসারমণ্ডলম্।
তথা সমারভেৎ কর্ম্ম সংসারভয়পীড়িতঃ॥ ১॥
ততঃ স্মরতি সংসারশ্চক্রেণ পরিবর্ত্তিতঃ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুমুক্ষকঃ।
তথা সমারভেৎ যোগং যথাত্মানং স পশ্যতি॥ ২॥
এষ আদ্যঃ পরং জ্যোতিরেষ সেতুরমুত্তমঃ।
বিবৃদ্ধো হ্যেষ ভূতানাং ন সম্ভেদশ্চ শাশ্বতঃ॥ ৩॥
তদেনং সেতুমাত্মানং অগ্নিং বৈ বিশ্বতোমুখম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামুপাসীত বিধানবিৎ॥ ৪॥
হুত্বাষ্টাবাহুতীঃ সম্যক্ শুচিস্তদ্গতমানসঃ।
বৈশ্বানরং হৃদিস্থন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৫॥
অপঃ পূর্ব্বং পরং প্রাশ্য তুষ্ণীং ভূত্বা উপাসতে
প্রাণায়েতি তত্রস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা॥ ৬

বায়ু কহিলেন, এইরূপে চতুর্দ্দশবিধ সংসারমণ্ডল অবগত হইয়া সংসার ভয়পীড়িত ব্যক্তির ঐ ভয় হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত তাদৃশ কর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য, যাদৃশ কর্ম্মদ্বারা আত্মদর্শন লাভ হয়। আত্মাকে দর্শন করিতে হইলে যোগযুক্ত ও ধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত॥ ১—২॥

আত্মাই সংসারের আদিভূত, জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদারক্ষক। আত্মাই সকলের প্রধান ও সংযোগবিবর্জ্জিত শাশ্বত পদার্থ॥ ৩॥

সংসারসাগরতরঙ্গের সেতুভূত তেজোময় সর্ব্বমুখ ও সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ ঐ আত্মাই যোগবিধানজ্ঞ ব্যক্তির একমাত্র উপাস্য॥ ৪॥

প্রথমতঃ শুচি ও তদ্গতচিত্ত হইয়া আচমনানন্তর হৃদয়স্থ বৈশ্বানরকে মনে মনে ধ্যান করিয়া আটটী আহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর একবার আচমন করিয়া মৌনভাবে বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে করিতে ‘প্রাণায় স্বাহা’ এই

অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা।
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী ॥ ৭ ॥
স্বাহাকারৈঃ পরং হুত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য ত্র্যাচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ ॥ ৮ ॥
ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরস্যাত্মা রুদ্রো হ্যাত্মা বিশান্তকঃ।
স রুদ্রো হ্যাত্মনঃ প্রাণা এবমাপ্যায়য়েৎ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥
ত্বং দেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্ত্বঞ্চতুরো বৃষা।
মৃত্যুঘ্নোঽসি ত্বমস্মভ্যং ভদ্রমেতদ্ধুতং হবিঃ ॥ ১০ ॥
এবং হৃদয়মারভ্য পাদাঙ্গুষ্ঠে তু দক্ষিণে।
বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাণিং নাভিং বৈ পাণিনা স্পৃশেৎ ॥১১॥
ততঃ পুনরপস্পৃশ্য চাত্মানমভিসংস্পৃশেৎ।
অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ।
দ্বাবাত্মানাবুভাবেতৌ প্রাণাপানাবুদাহৃতৌ ॥ ১২ ॥

মন্ত্রদ্বারা প্রাণাহুতি নামক প্রথমাহুতি প্রদান করিবে। "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা দ্বিতীয়াহুতি, "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা তৃতীয়াহুতি, "উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা চতুর্থাহুতি, "ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা পঞ্চমাহুতি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই স্বয়ং ভোজন করিবে। তৎপরে একবার জলপান করিয়া তিনবার আচমনের পর হস্তদ্বারা স্বীয় হৃদয় স্পর্শ করিবে॥৫—৮॥

আত্মা এই দেহস্থিত প্রাণের গ্রন্থিস্বরূপ, আত্মা বিশান্তক রুদ্র। রুদ্র আত্মারও প্রাণ এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের তৃপ্তিসাধন করিবে ॥ ৯ ॥

তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, তুমি উগ্র, চতুর ও ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের মৃত্যু-সংহারক, তোমার উদ্দেশে প্রদত্ত এই হবিঃ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক। (এই বলিয়া) হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক পরে তদ্দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে ॥ ১০—১১ ॥

তদনন্তর পুনঃ জল স্পর্শ করিয়া স্বশরীর স্পর্শপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয়, নাসিকা, কর্ণ-

তয়োঃ প্রাণোঽন্তরাত্মাস্য বাহ্যোঽপানোঽত উচ্যতে।
অন্নং প্রাণস্তথাপানং মৃত্যুর্জীবিতমেব চ ॥ ১৩ ॥
অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং প্রজানাং প্রসবস্তথা।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে স্থিতিরন্নেন চেষ্যতে ॥ ১৪ ॥
বর্দ্ধন্তে তেন ভূতানি তস্মাদন্নস্তদুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
তদেবাগ্নৌ হুতং হ্যন্নং ভুঞ্জতে দেবদানবাঃ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষাংসি পিশাচাশ্চান্নমেব হি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পাশুপতযোগ নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্য লক্ষণম্।
যদনুষ্ঠায় শুদ্ধাত্মা প্রেত্য স্বর্গং হি চাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥

দ্বয়, হৃদয় ও মস্তক যথাক্রমে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও অপাণ এই উভয়ই আত্মস্বরূপ ॥ ১২ ॥

তন্মধ্যে প্রাণবায়ু অন্তরাত্মাস্বরূপ এবং অপানবায়ু বহিরাত্মস্বরূপ। অন্নই প্রাণ, অপান, মৃত্যু ও জীবিতস্বরূপ। অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ এবং উহা প্রজাগণের উৎপত্তির কারণ। অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং অন্নই উহাদিগের রক্ষক। অন্ন দ্বারাই ভূতগণের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, উহার নাম অন্ন হইয়াছে। ঐ অন্ন অগ্নিতে আহুত হইলে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ সকল ঐ অন্ন ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩—১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে পাশুপতযোগনামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

বায়ু বলিলেন—অনন্তর শৌচাচারের লক্ষণ বলিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিয়া শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগের পর স্বর্গলাভ করেন ॥ ১ ॥

উদকার্য্যাস্তু শৌচান্তং মুনীনামুত্তমং পদম্।
যস্তু তেষপ্রমত্তঃ স্যাৎ স মুনির্ন্নাবসীদতি॥ ২॥
মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অবমানং বিষস্তত্র মানস্ত্বমৃতমুচ্যতে॥ ৩॥
গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স তু সংবৎসরং বসেৎ।
নিয়মেষপ্রমত্তস্তু যমেষু চ সদা ভবেৎ॥ ৪॥
প্রাপ্যানুজ্ঞান্তু তশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম্।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্॥ ৫॥
চক্ষুঃপূতং ব্রজেন্মার্গং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীমিতি ধর্ম্মানুশাসনম্॥ ৬॥
আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু ন গচ্ছেৎ যোগবিৎ ক্বচিৎ।
এবং হ্যহিংসকো যোগী ভবেদিতি বিচারণা॥ ৭॥

শৌচান্ত উদককার্য্য মুনিগণের উত্তমপদ। যিনি অপ্রমত্ত হইয়া সেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি কখনই অবসাদ প্রাপ্ত হন না॥ ২॥

মান ও অপমান যথাক্রমে অমৃত ও বিষস্বরূপ। অপমান বিষতুল্য এবং মান অমৃতস্বরূপ। সদাচারী সম্বৎসরকাল গুরুর প্রিয় কর্ম্মে ও হিতে রত হইয়া তাঁহার সমীপে বাস করিবেন। ঐ সময় সর্ব্বদা যম ও নিয়মাদি আচরণে সাবধান হইবেন। ঐরূপ ধর্ম্মের অবিরোধি আচরণ করিতে করিতে উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণানন্তর গৃহস্থাদি আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন॥ ৩—৫॥

মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া পথে বিচরণ করিবেন, তাহা না হইলে পথিমধ্যে অনেক কীটাদি পদাঘাতে বিনষ্ট হইতে পারে। কলস প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তন্মধ্যে জল উঠাইয়া সেই জল পান করিবে। যে বাক্যে মিথ্যাসম্বন্ধ নাই, সেই বাক্যই প্রয়োগ করিবে। এইরূপই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন॥ ৬॥

যোগবিদ্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধযজ্ঞে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না এবং সর্ব্বদা অহিংসা আচরণ করিবেন॥ ৭॥

বহ্নৌ বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে।
বিচরেন্মতিমান্ যোগী ন তু তেষেব নিত্যশঃ ॥ ৮ ॥
যথৈবমবমন্যন্তে যথা পরিভবন্তি চ।
যুক্তস্তথা চরেদ্ভৈক্ষং সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্ ॥ ৯ ॥
ভৈক্ষ্যং চরেদ্ গৃহস্থেষু সদাচারগৃহেষু চ।
শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে ॥ ১০ ॥
অত ঊর্দ্ধং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্দ্বিজঃ।
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ॥ ১১ ॥
অত ঊর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টপতিতেষু চ।
ভৈক্ষচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরুচ্যতে ॥ ১২ ॥
ভৈক্ষং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চ।
ফলমূলং বিপক্কং বা পিণ্যাকং শক্তিতোপি বা ॥ ১৩ ॥
ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধিবর্দ্ধনাঃ।
আহারাস্তেষু সিদ্ধেষু শ্রেষ্ঠং ভৈক্ষমিতি স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥

যোগী অঙ্গারশূন্য বহ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত জনেরই সংসর্গ করিবেন; তাহাও আবার সর্ব্বক্ষণ করিবেন না ॥ ৮ ॥

যেখানে যোগীরা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে বা করিলে অবমানিত ও পরিভূত হন, সে সকল স্থলে ও সজ্জনের ধর্ম্মে দোষারোপ না করিয়া ভৈক্ষ্য গ্রহণ করা যোগিগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত (অর্থাৎ ভিক্ষাদাতার নিকট পরিভূত বা অবমানিত হইলেও যোগিগণ যেন তাঁহার আচরণের নিন্দা না করেন বা তজ্জন্য মনে মনেও যেন দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ না হন) ॥ ৯ ॥

যোগী সদাচারপরায়ণ গৃহস্থের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন; উহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসী মহাত্মা শ্রোত্রিয়ের নিকট ভিক্ষা লইবেন। ইহা ভিন্ন নির্দ্দোষী নিকৃষ্ট বর্ণ গৃহস্থের গৃহেও ভিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা তাঁহার নিকৃষ্ট বৃত্তি। ভিক্ষালব্ধ যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ, যাবক, বিপক্ক ফল, মূল, পিণ্যাক এই সকলই যোগীর উৎকৃষ্ট আহার্য্য ॥ ১০—১৪ ॥

অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে সমশ্নুতে।
ন্যায়তো যস্তু ভিক্ষেত স পূর্ব্বোক্তাদ্বিশিষ্যতে॥ ১৫॥
যোগিনাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঞ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতং।
একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ॥ ১৬॥
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অলোভস্ত্যাগ এব চ।
ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্থিতা॥ ১৭॥
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্।
নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৮॥
বীজযোনিগুর্ণবপুর্বদ্ধঃ কর্ম্মভিরেব চ।
যথা দ্বিপ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে॥ ১৯॥
প্রাপ্যতে বাচিরাদেবাঙ্কুশেনেব নিবারিতঃ।
এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দগ্ধবীজো হ্যকল্মষঃ।
বিমুক্তবন্ধঃ শান্তোঽসৌ মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥ ২০॥

যে যোগী মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু পান করেন বা যিনি ন্যায়ানুসারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, সেই যোগী পূর্ব্বোক্ত যোগী হইতে বিশিষ্ট জানিবে॥ ১৫॥

সকল যোগীর পক্ষেই চান্দ্রায়ণ শ্রেষ্ঠ ব্রত। যোগীমাত্রেরই যথাশক্তি একটি দুইটি তিনটি অথবা চারিটি চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য॥ ১৬॥

অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, অহিংসা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহার-লাঘব, স্বাধ্যায় এই সকল যম নিয়ম যোগী ব্যক্তির অবশ্য পালনীয়॥ ১৭—১৮॥

আরণ্য গজ যেরূপ মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অঙ্কুশাঘাতে অচিরেই মানবদিগের বশ্যতাস্বীকার করে, সেইরূপ সবীজ ত্রিগুণাময় শরীরধারী কর্ম্মবদ্ধ ব্যক্তি যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ববশে স্থাপন করিবে, পরে শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা বাসনা-জাল নির্মুক্ত হইলে যোগী নিষ্পাপ ও বন্ধনশূন্য হইয়া পরম শান্তিলাভ করতঃ মুক্ত বলিয়া কথিত হন॥ ১৯—২০॥

বেদৈস্তূক্তাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াস্তু
যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহুরগ্র্যম্।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ ॥ ২১ ॥
দমঃ শমঃ সত্যমকল্মষত্বং
মৌনঞ্চ ভূতেষখিলেষথার্জ্জবম্।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জ্জবং
প্রাহুস্তথা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥ ২২ ॥
সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
শুচিস্তথৈবাত্মরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়ুর্যোগমিমং মহাধিয়ো-
মহর্ষয়শ্চৈবমনিন্দিতামলাঃ। ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে শৌচাচারলক্ষণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

বেদে সমস্ত যজ্ঞাদিক্রিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই সেই যজ্ঞে জ্ঞানিগণের সর্ব্ব প্রধান উপাস্য দেবতাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাস্যের জ্ঞান হইতে সঙ্গ-রাগাদি-বর্জ্জিত উপাস্যের ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা পাইলে পরম নিত্য-পদ-প্রাপ্তি হয় ॥ ২১ ॥

জ্ঞানবিশুদ্ধ-সত্ত্ব যোগিগণ শম, দম, সত্যপরায়ণতা, নিষ্পাপত্ব, মৌন ও অখিলভূতে সারল্য প্রভৃতিকেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের নিদান বলিয়া থাকেন ॥২২॥

যাহারা সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমাদী, শুচি, আত্মপ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয়, সে সকল ব্যক্তিগণই এই যোগের অধিকারী। মহাজ্ঞানী মহর্ষিরা এই যোগা-বলম্বনেই নির্ম্মল হইয়াছিলেন ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে শৌচাচারলক্ষণ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় ॥১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচঃ।

আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্তু পরমাশ্রমম্।
অতঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রাপ্যজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১ ॥
অনুজ্ঞাপ্যগুরুঞ্চৈব বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যজ্জ্ঞেয়সাধকম্ ॥ ২ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি ধ্যানে হ্যেবং মনো দধেৎ ॥ ৪ ॥
শূন্যেম্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনে তথা।
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥

বায়ু কহিলেন—যোগী ব্যক্তি আশ্রমত্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থাশ্রমে গুরুর নিকট সম্বৎসর বাস করিবে। পরে জ্ঞানলাভের পর গুরুর আজ্ঞানুসারে সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে বিচরণ করিবেন। ঐ অবস্থায় যে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, সকল জ্ঞানের সারভূত সেই জ্ঞানের উপাসনা অর্থাৎ সাধন করিবে ॥ ১—২ ॥

কেবল ইহা জ্ঞান এবং ইহা জ্ঞেয় এইরূপ বিভক্ত জ্ঞান লাভ হইলেই হয় না, কারণ তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রকল্পেও জ্ঞেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হন না ॥ ৩ ॥

সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রোধ পরাজয় করিয়া লঘ্বাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা বিষয় দ্বার সকল অবরোধপূর্ব্বক ধ্যান অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥

আকাশের ন্যায় অবকাশযুক্ত গুহা, অরণ্য, নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে যোগাবলম্বী হওয়া উচিত ॥ ৫ ॥

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ॥ ৬॥
অবস্থিতো ধ্যানরতির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ
শুভাশুভে হিত্যা চ কর্ম্মণী উভে।
ইদং শরীরং প্রবিমুচ্য ধর্ম্মতো
ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ॥ ৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পরমাশ্রম প্রাপ্তিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনামিহ নিশ্চয়ম্।
প্রায়শ্চিত্তানি তত্ত্বেন যানি কামকৃতানি তু॥ ১॥
অথ কামকৃতঞ্চাহুঃ সূক্ষ্মধর্ম্মবিদো জনাঃ।
পাপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম্॥ ২॥

যিনি বাক্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড সাধন করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার কথার উপর কর্ম্মের ও মনের সম্পূর্ণ শাসন রাখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য। এই প্রকারে যে যোগী সমাহিত ধ্যানানুরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হন, তিনিই এই দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর কখন জীবধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম মৃত্যুভোগ করিতে হয় না॥ ৬—৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে পরমাশ্রমপ্রাপ্তিকথন নামক ষোড়শোধ্যায়॥ ১৬॥

বায়ু কহিলেন—এক্ষণে আমি সবিস্তার যতিগণের কামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। সূক্ষ্ম ধর্ম্মবিদেরা ইচ্ছাকৃত পাপ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, এই পাপ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত, বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ॥ ১—২॥

সততং হি দিবা রাত্রৌ যেনেদং বধ্যতে জগৎ।
ন কর্ম্মাণি ন চাপ্যেষ তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষণমেব প্রযোজ্যন্তু আয়ুষস্তু বিধারণাৎ ॥
ভবেদ্ধীরোঽপ্রমত্তস্তু যোগো হি পরমং বলং ॥ ৪ ॥
নহি যোগাৎপরং কিঞ্চিন্নরাণামিহ দৃশ্যতে।
তস্মাৎযোগং প্রশংসন্তি ধর্ম্মযুক্তা মনীষিণঃ ॥ ৫ ॥
অবিদ্যাং বিদ্যয়া তীর্ত্বা প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্।
দৃষ্ট্বা পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৬ ॥
ব্রতানি যানি ভিক্ষূণাং তথৈবোপব্রতানি চ।
একৈকাপক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৭ ॥
উপেত্য তু স্ত্রিয়ং কামাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রাণায়ামসমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং তথা ॥ ৮ ॥

এই সকল কর্ম্মের দ্বারাই জগৎ দিবারাত্র আবদ্ধ; এই জগৎ ক্ষণভঙ্গুর আয়ুর পরিমাণ-জ্ঞাপকমাত্র। অর্থাৎ এই জগতের অস্তিত্ব দ্বারাই আমরা আয়ুর পরিমাণ নিরূপণ করিয়া থাকি। যোগই মনুষ্যের প্রধান বল। এই সংসারে যোগ ভিন্ন মনুষ্যের পক্ষে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না, এই নিমিত্তই সাধুগণ যোগের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন ॥ ৩—৫ ॥

জ্ঞানীগণ যোগসিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬ ॥

ভিক্ষুগণের যাহা ব্রত এবং ব্রতাঙ্গ কর্ম্ম তাহার এক একটির ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীগমন করিলে প্রাণায়ামের সহিত কৃচ্ছ্র সান্তপন * ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

* "গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পিঃ কুশোদকম্।
একরা[illegible]পবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতং ॥"
মনু ১১। ২১৩ শ্লোক ॥

যে ব্রতে, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও [illegible]শোদক একত্র করিয়া একদিন ভোজন-পূর্ব্বক একরাত্রি উপবাস করিতে হয়, তাহাকে কৃচ্ছ্র সান্তপন বলে।

ততশ্চরতি নির্দ্দেশং কৃচ্ছ্রস্যান্তে সমাহিতঃ।
পুনরাশ্রমমাগত্য চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনীষিণঃ ॥ ৯ ॥
তথাপি চ ন কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ।
অহো বাগধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ।
হিংসা হ্যেষা পরাসৃষ্টা দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা ॥ ১০ ॥
যদেতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতি প্রাণান্ যো যস্য হরতে ধনম্ ॥ ১১ ॥
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাৎ চ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ ॥ ১৩ ॥
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসা সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১৪ ॥

কৃচ্ছ্রসান্তপন সমাহিত হইলে ঐ ভিক্ষু পুনর্ব্বার আশ্রমে আগমন করিয়া সাবধানে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে থাকিবেন ॥ ৯ ॥

যদিও পণ্ডিতগণকে পরিহাসযুক্ত বাক্যপীড়া প্রদান না করুক, তথাপি এই দারুণ ব্যবহার অকর্ত্তব্য অর্থাৎ যতিগণ পরিহাসচ্ছলেও কাহাকে পীড়া-জনক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাক্য অপেক্ষা কিছুতেই অধিক অধর্ম্ম হয় না। এবং দেবতা ও মুনিগণ বাক্যকেই শ্রেষ্ঠ হিংসা (অধর্ম্মজনক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ধন মানবের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। যিনি যাহার ধন হরণ করেন, তিনি তাহার প্রাণ হরণ করেন। যে দুষ্টাত্মা পরধন হরণ করে, সে সেই অসদাচরণে ব্রতচ্যুত হয়। এইরূপে কার্য্য করিয়া পরে পরিতাপ উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রোক্ত বিধান-অনুসারে একবৎসর চান্দ্রায়ণব্রত করিলে, সে ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। নির্ব্বেদ জন্মিলে সে ব্যক্তি পুনর্ব্বার ভিক্ষুবৃত্তি

অকামাদপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশূন্ মৃগান্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ১৫ ॥
স্কন্দেদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ॥ ১৬ ॥
দিবা স্কন্নস্য বিপ্রস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
ত্রিরাত্রমুপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা ॥ ১৭ ॥
রাত্রৌ স্কন্নঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ।
প্রাণায়ামেন শুদ্ধাত্মা বিরজা জায়তে দ্বিজঃ ॥ ১৮ ॥
একান্নং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥ ১৯ ॥
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

অবলম্বন করিয়া অতন্দ্রিতভাবে অবস্থান করিবে; কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে হিংসাশূন্য হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১১—১৪ ॥

যদি ভিক্ষু অনিচ্ছাক্রমেও কোন পশু, কি মৃগের হিংসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

যদি কোন যতির কামিনী সন্দর্শনে ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত রেতঃস্খলন হয়, তবে তিনি ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবেন ॥ ১৬ ॥

দিবসে ঐরূপ রেতঃস্খলনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র উপবাস ও শত সংখ্যক প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় ॥ ১৭ ॥

রাত্রিতে রেতঃস্খলনে স্নান ও দ্বাদশবার প্রাণায়ামে শুদ্ধি কথিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধ হয়েন ॥ ১৮ ॥

একান্ন মধু মাংস আমশ্রাদ্ধ ও প্রত্যক্ষ লবণ যতির অভক্ষ্য। উহাদের এক একটির অতিক্রমে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধির জন্য বিহিত হয় ॥ ১৯—২০ ॥

ব্যতিক্রমাচ্চ যে কেচিদ্বাঙ্মনঃ কায়সম্ভবম্।
সদ্ভিঃ সহ বিনিশ্চিত্য যদ্ব্রূয়ুস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ২১ ॥
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চরন্ সমাহিতঃ।
স্থানং ধ্রুবং শাশ্বতমব্যয়ং সতাং
পরং স গত্বা ন পুনর্হি জায়তে ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যতিঃপ্রায়শ্চিত্তবিধির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায় ॥১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অরিষ্টানি নিবোধত।
যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাত্মনঃ ॥ ১ ॥
অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম্।
যো ন পশ্যেৎ স নো জীবেন্নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ ২ ॥

ভ্রমক্রমে বাক্য, মন ও শরীরদ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সাধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত, যাঁহার লোষ্ট্রকাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান এবং যিনি সমাহিত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে বিচরণ করেন, তিনিই নিত্য, অব্যয়, সজ্জনোচিত পরম অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মভোগ করিতে হয় না ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে যতিঃপ্রায়শ্চিত্তবিধিনামক সপ্তদশোধ্যায় ॥ ১৭ ॥

বায়ু কহিলেন—অতঃপর যাহা অবগত হইলে মনুষ্য নিজের মৃত্যু জানিতে পারেন, সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, চন্দ্রচ্ছায়া ও মহাপথ দেখিতে পান না, তিনি এক বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

অরশ্মিবন্তমাদিত্যং রশ্মিবন্তঞ্চ পাবকম্।
যঃ পশ্যেন্ন চ জীবেত মাসাদেকাদশাৎ পরম্॥ ৩॥
বমেন্মূত্রং করীষং বা সুবর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে দশমাসান্ স জীবতি॥ ৪॥
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি খণ্ডং যস্য পদম্ভবেৎ।
পাংশুলে কর্দ্দমে বাপি সপ্তমাসান্ স জীবতি॥ ৫॥
কাকঃ কপোতো গৃধ্রো বা নিলীয়েদ্‌যস্য মূর্দ্ধনি।
ক্রব্যাদো বা খগঃ কশ্চিৎ ষণ্মাসান্নাতিবর্ত্ততে॥ ৬॥
বধ্যেদ্বায়সপঙ্‌ক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা পুনঃ।
ছায়াং বা বিকৃতাং পশ্যেচ্চতুঃপঞ্চ স জীবতি॥ ৭॥
অনভ্রে বিদ্যুতং পশ্যেদ্ দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্।
উদকেন্দ্রধনুর্ব্বাপি ত্রয়ো দ্বৌ বা স জীবতি॥ ৮॥

যিনি সর্ব্বদা সূর্য্যকে রশ্মিবিহীন ও অগ্নিকে রশ্মিবিশিষ্ট দেখেন, তিনি একাদশ মাসের অধিক জীবিত থাকেন না॥ ৩॥

যিনি স্বপ্নে কিম্বা জাগ্রত অবস্থায় মূত্র, ঘুঁটে, সুবর্ণ বা রজত বমন করেন, তাঁহার জীবন দশমাস মাত্র অবশিষ্ট জানিতে হইবে॥ ৪॥

সম্মুখে পশ্চাতে ধূলিতে বা কর্দ্দমে যাঁহার পদ খণ্ডিত দৃষ্ট হয়, তাঁহার জীবনের সাত মাস মাত্র অবশিষ্ট জানিতে হইবে॥ ৫॥

কাক কপোত গৃধ্র অথবা অপর কোন মাংসাশী পক্ষী যাঁহার মস্তকে পতিত হয়, তাহার জীবন ছয়মাস মাত্র জানিতে হইবে॥ ৬॥

যিনি বায়সপঙক্তি বা পাংশু বর্ষণে আবদ্ধ হয়েন, অর্থাৎ যাঁহার চারিদিকে কাক উড়িতে থাকে বা যাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ছাই উড়িয়া পড়ে অথবা যিনি নিজের ছায়া বিকৃত দর্শন করেন, তাঁহার জীবনের পাঁচমাস মাত্র অবশিষ্ট জানিতে হইবে॥ ৭॥

যিনি বিনামেঘে দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ দর্শন করেন অথবা ইন্দ্রধনু দর্শন করেন, তিনি তৎপরে দুই তিন মাস কালমাত্র জীবিত থাকেন॥ ৮॥

অপ্সু বা যদি বাদর্শে আত্মানং যো ন পশ্যতি।
অশিরস্কস্তথাত্মানং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ৯ ॥
শবগন্ধি ভবেদ্‌গাত্রং বসাগন্ধি হ্যথাপি বা।
মৃত্যুর্হ্যুপস্থিতস্তস্য অর্দ্ধমাসং স জীবতি ॥ ১০ ॥
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি।
অদ্ভিঃ স্পৃষ্টো ন হৃষ্যেচ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশান্তু দক্ষিণাম্।
গায়ন্নথ ব্রজেৎ স্বপ্নে বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা শ্যামা গায়ন্তী বাথ চাঙ্গনা।
যন্নয়েদ্দক্ষিণামাশাং স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি ॥ ১৩ ॥
ছিদ্রং বাসশ্চ কৃষ্ণঞ্চ স্বপ্নে যো বিভ্রয়ান্নরঃ।
ভগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্ট্বা বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি জলে অথবা আদর্শে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না অথবা আপনাকে মস্তকহীন দর্শন করেন, একমাস মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

যাঁহার দেহ শবগন্ধি অথবা বসাগন্ধি হয়, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী, পঞ্চদশ দিবসের অধিক তিনি জীবিত থাকেন না ॥ ১০ ॥

বায়ুতে যাঁহার মর্ম্মস্থান পীড়িত হয় এবং জলস্পর্শে যাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয়, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

যিনি স্বপ্নে ভল্লুক অথবা বানরযুক্ত রথে দক্ষিণদিকে গান করিতে করিতে গমন করেন, তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃষ্ণাম্বরধরা গানকারিণী শ্যামাঙ্গী অঙ্গনাকর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে নীয়মান দর্শন করেন, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ॥ ১৩ ॥

যিনি স্বপ্নে আপনাকে ছিন্ন কৃষ্ণ বস্ত্রে পরিহিত দর্শন করেন অথবা শ্রবণশক্তিরহিত বিবেচনা করেন, তাঁহারও মৃত্যু উপস্থিত জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

আমস্তকতলাদ্‌যস্তু নিমজ্জেৎ পঙ্কসাগরে।
দৃষ্ট্বা তু তাদৃশং স্বপ্নং সদ্য এব ন জীবতি॥ ১৫॥
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ কেশাংশ্চ নদীং শুষ্কাং ভুজঙ্গমান্‌।
পশ্যেৎ যো দশরাত্রস্তু ন স জীবেত তাদৃশঃ॥ ১৬॥
কৃষ্ণৈশ্চ বিকটৈশ্চৈব পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈস্তাড্যতে স্বপ্নে যঃ সদ্যো ন স জীবতি॥ ১৭॥
সূর্য্যোদয়ে প্রত্যুষসি প্রত্যক্ষং যস্য বৈ শিবা।
ক্রোশন্তী সম্মুখাভ্যেতি স গতায়ুর্ভবেন্নরঃ॥ ১৮॥
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড্যতে ভৃশম্‌।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥ ১৯॥
ভূয়ো ভূয়ঃ শ্বসেদ্‌ যস্তু রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
দীপগন্ধঞ্চ নো বেত্তি বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্‌॥ ২০॥
রাত্রৌ চেন্দ্রায়ুধং পশ্যেদ্‌ দিবা নক্ষত্রমণ্ডলম্‌।
পরনেত্রেষু চাত্মানং ন পশ্যেন্ন স জীবতি॥ ২১॥

যিনি স্বপ্নে পঙ্কময় সমুদ্র মধ্যে আপনাকে মস্তক পর্য্যন্ত অবগাহন করিতে দেখেন, তাঁহার সদ্যই মরণ হয়॥ ১৫॥

যিনি স্বপ্নে ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও ভুজঙ্গম দর্শন করেন, দশ-রাত্রির মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়॥ ১৬॥

যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃষ্ণবর্ণ উদ্যতায়ুধ বিকটাকার পুরুষকর্ত্তৃক পাষাণ দ্বারা তাড়িত হইতে দেখেন, তাঁহার সদ্যই মরণ হয়॥ ১৭॥

প্রত্যূষে বা সূর্য্যোদয়ে শৃগাল সকল নির্ভয়ে যাহার অভিমুখে রব করে, সে ব্যক্তির আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে॥ ১৮॥

স্নানমাত্র যাহার হৃদয়ে পীড়া উপস্থিত হয় এবং দন্তহর্ষ নামক দন্তরোগ জন্মে, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি অহোরাত্র ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং যিনি নির্ব্বাণ হইলে দীপগন্ধ প্রাপ্ত হন না, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত জানিতে হইবে॥ ২০॥

যিনি রাত্রিতে ইন্দ্রধনু ও দিবসে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করেন এবং অপরের

নেত্রমেকং স্রবেদ্‌যস্য কর্ণৌ স্থানাচ্চ ভ্রস্যতঃ।
নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ॥ ২২॥
যস্য কৃষ্ণা খরা জিহ্বা পঙ্কভাসঞ্চ বৈ মুখম্।
গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥ ২৩॥
মুক্তকেশো হসংশ্চৈব গায়ন্ নৃত্যংশ্চ যো নরঃ।
যাম্যাশাভিমুখো গচ্ছেত্তদন্তং তস্য জীবিতম্॥ ২৪॥
যস্য স্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্ষপসন্নিভাঃ।
স্বেদা ভবন্তি হ্যসকৃত্তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥ ২৫॥
উষ্ট্রা বা রাসভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নেরথেহশুভাঃ।
যস্য সোপি ন জীবেত দক্ষিণাভিমুখো গতঃ॥ ২৬॥
দ্বে চাত্র পরমেহরিষ্টে এতদ্রূপং পরং ভবেৎ।
ঘোষং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নেত্রে ন পশ্যতি॥ ২

চক্ষু মধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না, তাঁহারও জীবন শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহার একটি চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদা জল পতিত হইয়া থাকে, কর্ণদ্বয় নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং নাসিকা বক্রাকৃতি হইয়াছে, তাঁহার মরণ নিকটবর্ত্তী জানিবে॥ ২১—২২॥

যাঁহার জিহ্বা ধারাল ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ বিবর্ণ এবং গণ্ড ও চিবুক রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মুক্তকেশে হাস্য গীত ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে থাকেন, তাঁহারও মৃত্যু উপস্থিত॥ ২৩—২৪॥

যাঁহার গাত্র হইতে শ্বেতসর্ষপ সদৃশ ঘর্ম্মবিন্দু নিয়ত বহির্গত হইতে থাকে, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে॥ ২৫॥

যিনি স্বপ্নে উষ্ট্রযুক্ত বা রাসভযুক্ত রথে আপনাকে দক্ষিণাভিমুখে নীয়মান দর্শন করেন, তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে॥ ২৬॥

যাঁহার কর্ণে শব্দশ্রবণ এবং চক্ষুতে জ্যোতি দর্শন হয় না, তাঁহার এই দুইটিকে প্রধান অরিষ্ট বলিয়া জানিবে॥ ২৭॥

শ্বভ্রে যো নিপতেৎ স্বপ্নে দ্বারঞ্চাস্য ন বিদ্যতে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাত্তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ২৮ ॥
ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিরা চ নাভি-
রত্যুষ্ণমূত্রো বিষমস্থ এব ॥ ২৯ ॥
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ প্রত্যক্ষং যোঽভিহন্যতে।
তং পশ্যেদথ হন্তারং ন হতস্তু ন জীবতি ॥ ৩০ ॥
অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যস্তু মানবঃ।
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥
যস্তু প্রাবরণং শুক্লং স্বকং পশ্যতি মানবঃ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
অরিষ্টসূচিতে দেহে তস্মিন্ কাল উপাগতে।
ত্যক্ত্বা ভয়বিষাদঞ্চ উদ্গচ্ছেদ্বুদ্ধিমান্নরঃ ॥ ৩৩ ॥

যে স্বপ্নে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া ঐ গর্ত্ত হইতে উঠিবার পথ পায় না, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

যাহার চক্ষুর দৃষ্টি নানাদিকে পরিবর্ত্তিত হইলেও বিষয়বিহীন হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত থাকে ; যাহার মুখ হইতে উষ্মা বহির্গত হইতেছে, যাঁহার নাভি গর্ত্তের ন্যায় এবং মূত্র অত্যুষ্ণ হইয়াছে, তাহার জীবন সংশয় জানিবে ॥ ২৯ ॥

যিনি দিবসে বা রাত্রিতে স্বপ্নে নিজ হন্তাকে সম্মুখে দর্শন করেন এবং আপনাকে হত বিবেচনা করেন, তাঁহারও জীবন শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, আর তাহা মনে থাকে না, তাঁহার সদ্যই মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের প্রাবরণ শুক্ল রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করেন, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত জানিতে হইবে। এইরূপ

প্রাচীং বা যদি বোদীচীং দিশং নিষ্ক্রম্য বৈ শুচিঃ।
সমেঽতিস্থাবরে দেশে বিবিক্তে জনবর্জ্জিতে॥ ৩৪॥
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা স্বস্থঃ স্বাচান্ত এব চ।
স্বস্তিকোপনিবিষ্টশ্চ নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্।
সমকায়শিরোগ্রীবন্ধারয়েন্নাবলোকয়েৎ॥ ৩৫॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে তস্মাৎ যুঞ্জীত যোগবিৎ॥ ৩৬॥
প্রাণে চ রমতে নিত্যং চক্ষুষোঃ স্পর্শনে তথা।
শ্রোত্রে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বক্ষসি ধারয়েৎ॥ ৩৭॥
কালধর্ম্মঞ্চ বিজ্ঞায় সমূহশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
শতমষ্টশতং বাপি ধারণাং মূর্দ্ধি ধারয়েৎ॥ ৩৮॥

অরিষ্ট সকল দৃষ্ট হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তজ্জন্য ভয় বা বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে গমন করত সমতল পবিত্র নির্জ্জনপ্রদেশে সুস্থ ও পবিত্র ভাবে পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে স্বস্তিকাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমনাদি করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিবেন। পরে সমস্ত শরীর সমভাবে ধারণপূর্ব্বক কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন না। যেমন নির্ব্বাতপ্রদেশস্থ দীপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্ নিম্নস্থানে যোগতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি চিত্তের ধারণা বিধানপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে। ধারণাসময়ে যোগী-ব্যক্তি প্রাণ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে রত থাকিবেন এবং ক্রমে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, স্পর্শন, মন, বুদ্ধি ও বক্ষস্থলে চিত্তের ধারণা সাধন করিবে। এইরূপে মৃত্যুলক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া একশত বা আটশতবার ওঁ মন্ত্র জপদ্বারা শিরে বায়ুধারণ করিবে, তাহা হইলে বায়ু কোনদিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তৎপরে ওঁকার দ্বারা স্থিরচিত্তে দেহকে পূরণ করিলে, যোগী ব্যক্তি ওঁকারময় অর্থাৎ

ন তস্য ধারণাযোগাদ্বায়ুঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ততস্তাপূরয়েদ্দেহং ওঁকারেণ সমাহিতঃ।
অথোঙ্কারময়ো যোগী ন ক্ষরেত্বক্ষরী ভবেৎ॥ ৩৯॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অরিষ্টানি নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণম্।
এষ ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনশ্চাত্র সস্বরম্॥ ১॥
প্রথমা বৈদ্যুতী মাত্রা দ্বিতীয়া তামসী স্মৃতা।
তৃতীয়া নির্গুণী বিদ্যাদ্মাত্রামক্ষরগামিনীম্॥ ২॥
গান্ধর্ব্বীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসম্ভবা।
পিপীলিকা সমস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥ ৩॥
যদা প্রযুক্তমোঙ্কারং প্রতিনির্বাতি মূর্দ্ধনি।
তদোঙ্কারময়ো যোগী হ্যক্ষরেঽভ্যান্তরী ভবেৎ॥ ৪॥

ওঁকারাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ স্থিরতা লাভ করেন, কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না॥ ৩১—৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে অরিষ্টলক্ষণ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

বায়ু কহিলেন, অতঃপর ওঁকারপ্রাপ্তির লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সস্বরব্যঞ্জনাত্মক এই ওঁকার ত্রিমাত্র॥ ১॥

উহার প্রথমমাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয়া তামসী ও তৃতীয়া নির্গুণী। অক্ষরগামিনী মাত্রাকে এইরূপেই জানিতে হইবে॥ ২॥

গান্ধারস্বরসম্ভবা ঐ প্রণবরূপিণী শক্তিকে গান্ধর্ব্বী বলা যায়। ঐ শক্তি যখন মস্তকে প্রযুক্ত হয়, তখন পিপীলিকা স্পর্শের তুল্য স্পর্শ অনুভূত হইয়া

প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন চেদ্বিদ্ধং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৫ ॥
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম গুহায়াং নিহিতং পদম্।
ওঁমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়স্ত্বেতে ঋক্‌সামানি যজূংষি চ ॥ ৬ ॥
মাত্রাশ্চাত্র চতস্রস্তু বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তশ্চ যো যোগী তস্য সালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥
অকারস্ত্বক্ষরো জ্ঞেয় উকারঃ স্বরিতঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিমাত্র ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ৮ ॥
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে ॥ ৯ ॥
ওঁকারস্তু ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্য ত্রিপিষ্টপম্।
ভুবনান্তঞ্চ তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মন্তৎপদমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

থাকে। ওঁকার উচ্চারিত হইয়া যখন শিরে গমন করে, তখনই যোগী ওঁকারময় হইয়া অক্ষরস্বরূপ হন ॥ ৩—৪ ॥

প্রণব ধনুঃস্বরূপ, মন শরসদৃশ এবং ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য। অপ্রমত্তভাবে ঐ লক্ষ্য চিত্তদ্বারা বিদ্ধ হইলে জীব ব্রহ্মময় হয়েন ॥ ৫ ॥

ওঁ এই প্রণবাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। উহা জীবের হৃদয়গুহাতে অবস্থিত। ওঁকার ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়স্বরূপ; ভূর্ভুবঃ ও স্বর্লোকস্বরূপ এবং অগ্নিত্রয়স্বরূপ। ইহাই বিষ্ণুর ক্রমস্বরূপ বেদত্রয়। পরমার্থতঃ ওঁকারের চারিটি মাত্রা। যে যোগী তাহাতে যোগযুক্ত হয়েন, তিনি তৎসালোক্য প্রাপ্ত হয়েন। অকার অক্ষরস্বরূপ, উকার স্বরিতস্বরূপ এবং মকার প্লুতস্বরূপ; প্রণবের এই তিন মাত্রা। অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক এবং সব্যঞ্জক মকার স্বর্লোকস্বরূপ ॥ ৬—৯ ॥

ত্রিলোকাত্মক ওঁকারের মস্তকপ্রদেশই ত্রিপিষ্টপ। ভুবনান্ত সমস্ত লোকের আশ্রয়ভূত ওঁকারই ব্রাহ্মপদস্বরূপ উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মাত্রাপদং রুদ্রলোকো হ্যমাত্রস্তু শিবং পদম্।
এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাসতে ॥ ১১ ॥
তস্মাদ্‌ধ্যানরতির্নিত্যমমাত্রং হি তদক্ষরম্।
উপাস্যং হি প্রযত্নেন শাশ্বতং পদমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা ততো দীর্ঘা ত্বনন্তরম্।
ততঃ প্লুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিশ্যতে ॥ ১৩ ॥
এতাস্তু মাত্রা বিজ্ঞেয়া যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যাবচ্চৈব তু শক্যন্তে ধার্য্যন্তে তাবদেব হি ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিং ধ্যায়ন্নাত্মনি যঃ সদা।
অত্রাষ্টমাত্রমপি চেচ্ছৃণুয়াৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥
মাসে মাসেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
ন স তৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং মাত্রয়া যদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেন্নরঃ।
সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥

রুদ্রলোক মাত্রাবিশিষ্ট, কিন্তু শিবপদ নির্ম্মাত্র, এইরূপ চিন্তাতে জীব তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যে ব্যক্তি নির্গুণ শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই অমাত্র নিত্যপদের উপাসনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে হ্রস্বাদি মাত্রাত্রয় কথিত হইয়াছে, উহারই আনুপূর্ব্বিক ধারণা যথাশক্তি অভ্যাস করিবে ॥ ১১—১৪ ॥

আত্মাতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপাসনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই অষ্টমাত্র ওঁকার উপাসনা দ্বারাও যোগী সে ফল পাইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই ওঁকার মাত্রার উপাসনা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হয়, শত বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সেই ফল লাভ হয় না। সর্ব্বদা কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু পান করত শতবৎসর তপস্যা করিলে যেরূপ পুণ্য হয়, এই মাত্রা উপাসনা দ্বারাও ঠিক সেইরূপ পুণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তস্য যজ্ঞস্য সত্যবাক্যে চ যৎফলম্।
অভক্ষণে চ মাংসস্য মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৮॥
স্বাম্যর্থে যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্।
যদ্ভবেত্তৎফলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯॥
ন তথা তপসোগ্রেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
যৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সম্যক্ মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ২০॥
তত্রৈব যোঽর্দ্ধমাত্রো যঃ প্লুতো নামোপদিশ্যতে।
এষা এব ভবেৎ কার্য্যা গৃহস্থানান্তু যোগিনাম্॥ ২১॥
এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যসমলক্ষণা।
যোগিনান্তু বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যং হ্যষ্টলক্ষণম্।
অণিমাদ্যেতি বিজ্ঞেয়া তস্মাদ্যুঞ্জীত তাং দ্বিজঃ॥ ২২॥
এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শুচির্দ্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মানং বিন্দতে যস্তু স সর্ব্বং বিন্দতে দ্বিজঃ॥ ২৩॥
ঋচো যজূংষি সামানি বেদোপনিষদস্তথা।
যোগজ্ঞানাদবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্তকঃ॥ ২৪॥

ইষ্টাপূর্ত্ত যজ্ঞ, সত্যবাক্য কথন এবং মাংসের অভোজনে যে ফল, ওঁকারের উপাসনাতেও সেই ফল হইয়া থাকে। স্বামীর উপকার-মানসে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বীরগণ যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন, ওঁকার উপাসকেরও তাদৃশ পুণ্য হইয়া থাকে॥ ১৮—১৯॥

অত্যুগ্র তপস্যা কি বহুদক্ষিণ যজ্ঞদ্বারাও ওঁকারোপাসনা-লব্ধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে অর্দ্ধমাত্র প্লুতমাত্র ওঁকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে উপাসনা করা গৃহস্থ ও যোগীগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য॥২০—২১॥

পূর্ব্বোক্ত ওঁকারমাত্রা সমুদায়েরই সমান ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তদুপাসক যোগিগণের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। এজন্য মহৎ ফলপ্রদ "ওঁ" উপাসনার প্রতি যোগী বিশেষ যত্ন করিবেন। যোগিব্যক্তি শম, দম, ইন্দ্রিয়-জয় ও শৌচসম্পন্ন হইয়া ওঁকারাত্মক আত্মাকে উপাসনা দ্বারা প্রাপ্ত হইলে,

সর্ব্বভূতলয়ো ভূত্বা অভূতঃ স তু জায়তে।
কারণং সমতিক্রমং যাতি বৈ শাশ্বতং পদম্ ॥ ২৫ ॥
অপি চাত্র চতুর্হে্ তাং ধ্যায়মান চতুর্ম্মুখীম্।
প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ২৬ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ২৭ ॥
অষ্টাক্ষরাং ষোড়শপাণি পাদাং
চতুর্ম্মুখীং ত্রিশিরামেকশৃঙ্গাম্।
আদ্যামজাং বিশ্বসৃজাং স্বরূপাং
জ্ঞাত্বা বুধাস্ত্বমৃতত্বং ব্রজন্তি।
যে ব্রাহ্মণাঃ প্রণবং বেদয়ন্তি
ন তে পুনঃ সংসরন্তীহ ভূয়ঃ ॥ ২৮ ॥

এই সংসারের সমুদয় বস্তুই লাভ করিয়া থাকে। ঋক্, যজুঃ, সাম, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমুদয়ই যোগদ্বারা জানা যায়, কোন বিষয়ই অজ্ঞাত থাকে না ॥ ২২—২৪ ॥

ওঁকার উপাসকগণ ভূতের লয়স্থান হইয়া স্বয়ং উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার বর্জ্জিত হয় এবং সমুদয় কার্য্য কারণাতীত হইয়া শাশ্বত পদ লাভ করে ॥২৫॥

পুরুষগণ 'ওঁ' উপাসনা দ্বারা দিব্য চক্ষুঃ লাভে এই চতুর্ম্মুখী, নিত্যা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, বহুবিধ প্রজা সৃজনকারিণী, স্বরূপপরিণামবতী, বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া তদীয় দোষাদি পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অষ্টস্বরা, ষোড়শপাণিপাদা, চতুর্ম্মুখী, ত্রিশিরা, একশৃঙ্গা, আদ্যা, অজা, বিশ্বস্রষ্ট্রীস্বরূপা, ঐ প্রণবশক্তিকে অবগত হইলে, জ্ঞানিগণ অমরত্ব লাভ

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্মপরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদয়তে সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ ২৯ ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য মুক্তবন্ধনবন্ধনঃ।
অচলং নিগুর্ণং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমোঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥

নমো লোকেশ্বরায় সঙ্কল্পকল্পগ্রহণায় মহান্তমুপতিষ্ঠতে তন্নো হিতং বদ্ব্রহ্মণে নমঃ।

সর্ব্বত্র স্থানিনে নিগুর্ণায় সম্ভক্তযোগীশ্বরায় চ ॥ ৩১ ॥

পুষ্করপর্ণমিবাদ্ভির্বিশুদ্ধমিব ব্রহ্মোপতিষ্ঠেৎ পবিত্রং পবিত্রাণাং পবিত্রং পবিত্রেণ পরিপূরিতেন পবিত্রেণ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতমিতি তদেতমোঙ্কারমশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পর্য্যুপাসেত অবিদ্যেশানায় বিশ্বরূপো ন তস্য অবিদ্যেশানায় নমো যোগীশ্বরায়েতি চ যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বস্তনিতং যেন

করেন। যে ব্রাহ্মণ ঐ প্রণবের নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াত করিতে হয় না ॥ ২৮ ॥

পরব্রহ্মসংজ্ঞিত এই ওঁকার যিনি অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপন করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিমুক্তবন্ধন হইয়া সংসারচক্র অতিক্রমপূর্ব্বক অচল নিগুর্ণ মঙ্গলময় ধাম প্রাপ্ত হয়েন। আমি এই ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণ বর্ণন করিলাম ॥ ২৯—৩০ ॥

যেহেতু ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সর্ব্বদা আমাদের হিত করিতেছেন, অতএব সংকল্পাত্মক বিস্তৃত জগতের আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। এই ব্রহ্ম নিগুর্ণ সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি ভক্ত যোগীর অভিলষিত ফল প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥

যেমন পদ্মপত্র জলধারণ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সকল জগতের আশ্রয় হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে সমুদায় পবিত্র পদার্থ হইতে পবিত্রভাবে অবস্থান করে। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও

নাকস্তয়োরন্তরীক্ষং ইমে বরীয়সো দেবানাং হৃদয়ং বিশ্বরূপো ন তস্য প্রাণাপানৌপম্যঞ্চাস্তি ওঁকারো বিশ্ববিশ্বা বৈ যজ্ঞঃ যজ্ঞো বৈ বেদঃ বেদো বৈ নমস্কারঃ নমস্কারো রুদ্রো নমো রুদ্রায় যোগেশ্বরাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি সিদ্ধিপ্রত্যুপস্থানং সায়ং প্রাতর্মধ্যাহ্নে নম ইতি ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বকামফলোরুদ্রঃ ॥ ৩৪ ॥

যথা বৃন্তাৎ ফলং পক্বং পবনেন সমীরিতম্।
নমস্কারেণ রুদ্রস্য তথা পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৩৫ ॥
যথা রুদ্র-নমস্কারঃ সর্ব্বধর্ম্মফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেব-নমস্কারো ন তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

প্লুতবিশিষ্ট ওঁকার শব্দের অগম্য, তাহার স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নাই, তিনিই অজ্ঞানকল্পিত এই জগতের একমাত্র ঈশ্বর অর্থাৎ তাহার প্রেরণাতেই অবিদ্যা স্বীয় শক্তিবিস্তার দ্বারা এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি এই অবিদ্যা-প্রেরক যোগীশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহার অবিদ্যা নষ্ট হয় এবং তিনি নিজের অস্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্ব বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ অন্যকে নিজের মত জ্ঞান করেন। যিনি দ্যুলোককে উগ্র, পৃথিবীকে কঠিন ও স্বর্গলোককে শব্দায়মান করিতেছেন, যিনি নাকনামক স্বর্গ ও আকাশস্বরূপ, যিনি দেবতাদের হৃদয় এবং এই জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার সৃষ্ট সমুদয় পদার্থস্বরূপ। তাহার প্রাণ ও অপানের সহিত কাহারও উপমা হয় না। এই ওঁকার বিশ্ব, যজ্ঞ, বেদ ও নমস্কারস্বরূপ, ইনিই রুদ্র, এই যোগেশ্বর রুদ্রকে নমস্কার। এই রুদ্র কামনানুসারে ফল প্রদান করেন, এইজন্য সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে সিদ্ধিপ্রদ রুদ্রকে নমস্কার করিবে ॥ ৩২—৩৪ ॥

সুপক্ক ফল যেরূপ বায়ুচালিত হইলে বৃক্ষশাখা ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়, তদ্রূপ রুদ্রের নমস্কারে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

রুদ্রের নমস্কারে সর্ব্বফল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অন্য দেবতার নমস্কারে সেরূপ হয় না। অতএব যোগী ব্যক্তির ত্রৈকালিক স্নানধ্যানে মহেশ্বরের উপাসনা

তস্মাৎ ত্রিষবণং যোগী উপাসীত মহেশ্বরম্‌ ।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্মবিস্তরম্‌ ॥ ৩৭ ॥
ওঁকারং সর্ব্বতঃ কালে সর্ব্বং বিহিতবান্‌ প্রভুঃ ।
তেন তেন তু বিষ্ণুত্বং নমস্কারং মহাযশাঃ ॥ ৩৮ ॥
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবস্তবতে প্রভুম্‌ ।
প্রণবং স্তবতে যজ্ঞো যজ্ঞং সংস্তবতে নমঃ ।
নমস্তবতি বৈ রুদ্রস্তস্মাৎ রুদ্রপদং শিবম্‌ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ যথাক্রমম্‌ ।
যস্তু বেদয়তে ধ্যানং স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্‌ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণ নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঋষীণামগ্নিকল্পানাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্‌ ।
ঋষিঃ শ্রুতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্ণির্নাম নামতঃ ॥ ১

করা কর্ত্তব্য। দশাঙ্গুলপরিমিত বিস্তৃত স্থান হইতেও বিস্তৃত ব্রহ্মরূপ ওঁকারের উপাসনা সর্ব্বকালেই বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ওঁকারের উপাসনা করিলে নীচও মহাযশা হইয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করে ও ক্রমে সকলের পূজ্য হয় ॥ ৩৮ ॥

প্রণব যজ্ঞাদি পরস্পর উৎকর্ষভাবে রুদ্রেরই স্তব করে, অতএব সর্ব্বস্তবনীয় সেই রুদ্রপদকে নমস্কার। যে ব্যক্তি এই যতিরহস্য যথাক্রমে অধ্যয়ন ও ধ্যান করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৯—৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণ নামক উনবিংশ অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

সূত কহিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী অগ্নিসমতেজা ঋষিগণ মধ্যে সাবর্ণি

তেষাং সোপ্যহগ্রতো ভূত্বা বায়ুং বাক্যবিশারদঃ।
সাতত্যং তত্র কুর্ব্বংস্তং প্রিয়ার্থে সত্রযাজিনাম্।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ স মহাদ্যুতিম্ ॥ ২ ॥

সাবর্ণিরুবাচ।

বিভো পুরাণসম্বদ্ধাং কথাং বৈ বেদসম্মিতাম্।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ প্রসাদাৎ সর্ব্বদর্শিনঃ ॥ ৩ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ললাটান্নীললোহিতম্।
কথং তত্তেজসন্দেবং লব্ধবান্ পুত্রমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
কথঞ্চ ভগবান্ জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ।
রুদ্রত্বঞ্চৈব শর্ব্বস্য স্বাত্মজস্য কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥
কথঞ্চ বিষ্ণোরুদ্রেণ সার্দ্ধং প্রীতিরনুত্তমা।
সর্ব্বে বিষ্ণুময়া দেবা সর্ব্বে বিষ্ণুময়া গণাঃ ॥ ৬ ॥
ন চ বিষ্ণুসমা কাচিদ্গতিরন্যা বিধীয়তে।
ইত্যেবং সততং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
ভবস্য স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ ॥ ৭ ॥

নামক কোনও বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর প্রাজ্ঞ ঋষি যাজকগণের প্রিয়কার্য্য-পরায়ণ মহাদ্যুতি বায়ুদেবের সম্মুখীন হইয়া সবিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১—২ ॥

হে বিভো! আপনি সর্ব্বদর্শী, এজন্য আপনার অনুগ্রহে আমরা বেদানুমোদিত পুরাণ কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা কিরূপে স্বীয় ললাট দেশ হইতে নীললোহিত স্বসমতেজা অগ্নিদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিরূপে ভগবান ব্রহ্মা কমল হইতে সমুৎপন্ন হইলেন, কিরূপে শর্ব্ব নামক শিবের রুদ্রত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল, কিরূপে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর অপ্রতিম প্রীতির সঞ্চার হইল, আর কেনই বা সমুদয় দেবতা ও গণ বিষ্ণুস্বরূপ, বিষ্ণুসদৃশ আর অন্য গতি নাই দেবগণ এইরূপ কীর্ত্তন করেন। কেন সেই সর্ব্বস্বরূপ বিষ্ণু ভবকে প্রণাম করেন। এই সমুদায় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন ॥ ৩—৭ ॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তে তু ভগবান্ বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ।
অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্টঃ প্রশ্নো হ্যনুত্তমঃ॥ ৮॥
ভবস্য পুত্রজন্মত্বং ব্রহ্মণঃ সোহভবদ্যথা।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শঙ্করস্য চ॥ ৯॥
দ্বাভ্যামপি চ সম্প্রীতির্বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ।
যচ্চাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শঙ্করস্য চ॥ ১০॥
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যাচ শৃণুত ব্রুবতো মম।
মন্বন্তরস্য সংহারে পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ॥ ১১॥
আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পদ্মোনাম দ্বিজোত্তম।
বারাহঃ সাম্প্রতস্তেষাং তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্॥ ১২॥

সাবর্ণিরুবাচ।

কিয়তা চৈব কালেন কল্পঃ সম্ভবতে কথম্।
কিঞ্চপ্রমাণং কল্পস্য তত্র প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥ ১৩॥

সূত কহিলেন,—ভগবান্ বায়ু সাবর্ণি ঋষির প্রশ্নসমূহ শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠ সাবর্ণে! তুমি আমার নিকট অতি সৎপ্রশ্নেরই অবতারণা করিয়াছ। আমিও তোমাদের নিকট ব্রহ্মার জন্মকথা, তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিবরণ, ব্রহ্মের পদ্মযোনিত্ব, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণুর সহিত ভবের প্রীতিসঞ্চার এবং শঙ্করের নিকট বিষ্ণুর প্রণাম কারণ, সমুদায়ই বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বরাহকল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম পদ্মকল্প ও তত্তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য কল্পসমূহেরও বিবরণ বর্ণন করিব॥ ৮—১২॥

সাবর্ণি কহিলেন,—কিরূপে কত সংখ্যককালে এক এক কল্প হয়? তৎসমুদায় আমাদের অবগতির জন্য কীর্ত্তন করুন॥ ১৩॥

বায়ুরুবাচ।

মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং কালসংখ্যা যথাক্রমম্।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ১৪ ॥
কোটীনাং দ্বে সহস্রে বৈ অষ্টৌ কোটিশতানি চ।
দ্বিষষ্টিশ্চ তথা কোট্যো নিযুতানি চ সপ্ততিঃ ॥ ১৫ ॥
কল্পার্দ্ধস্য তু সংখ্যায়ামেতৎ সর্ব্বমুদাহৃতম্।
পূর্ব্বোক্তৌ চ গুণচ্ছেদৌ বর্ষাগ্রমথচাদিশেৎ ॥ ১৬ ॥
শতঞ্চৈব তু কোটীনাং কোটীনামষ্টসপ্ততিঃ।
দ্বে চ শতসহস্রে তু নবতির্নিযুতানি চ ॥ ১৭ ॥
মানুষেণ প্রমাণেন যাবদ্বৈবস্বতান্তরম্।
এষ কল্পস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধদ্বিগুণীকৃতঃ ॥ ১৮ ॥

বায়ু কহিলেন,—আমি যথাক্রমে সংক্ষেপতঃ সপ্ত মন্বন্তরের কালসংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিসহস্র অষ্টশত দ্বিষষ্টিকোটী সপ্ততি নিযুত (২৮৬২৭০০০০০০) কাল অর্দ্ধকল্পের পরিমাণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত গুণচ্ছেদদ্বয়কে বর্ষাগ্র কহে; এই বর্ষাগ্রের পরিমাণকাল বৈবস্বত মন্বন্তর মধ্যবর্ত্তী মানুষ প্রমাণানুসারে একশত অষ্টসপ্ততিকোটী ও দুই সহস্র দুইশত নবতি নিযুত (২২৯০০০০০০০০)। পূর্ব্বোক্ত কল্পার্দ্ধকাল দ্বিগুণ করিলে যে পরিমাণ হইবে, তাহাই কল্পকালের পরিমাণ * ॥ ১৪—১৮ ॥

* উপরে যে কল্প পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, উহার সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু-মাত্র ঐক্য নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্রন্থে লিখিত আছে—

"ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ রুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
সুরাসুরাণামন্যোঽন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।
তৎষষ্টিঃ ষড়্গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ ॥ ১৪ ॥
তদ্দ্বাদশসহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রি সাগরৈরযুতাহতৈঃ ॥ ১৫ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদব্যবস্থয়া ॥ ১৬ ॥
যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেকসংগুণঃ।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ ॥ ১৭ ॥

অনাগতানাং সপ্তনামেতদেব যথাক্রমম্।
প্রমাণং কালসংখ্যায়া বিজ্ঞেয়ং মন্তমৈশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

কিন্তু অনাগত সপ্তকল্পের কাল সংখ্যা অশীতিশত, অষ্টপঞ্চাশৎ এবং চতুরশীতি নিযুত (৮১৪২০০০০০০) মিলিত হইলে যে পরিমাণ হইবে সেই

যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ ॥ ১৮ ॥
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী ॥ ২০ ॥" মধ্যাধিকার।

অর্থাৎ—৩০ চান্দ্র অহোরাত্রে এক চান্দ্রমাস এবং সূর্য্যের এক রাশিসংক্রমণ হইতে অপর রাশিসংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌরমাস। এইরূপ দ্বাদশ মাসে ১ বৎসর হয়। সৌর ১ বৎসরে দেবতাগণের এক অহোরাত্র হয়, যে সময়ে দেবতাগণের দিন, ঐ সময়ে অসুরগণের রাত্রি এবং যে সময়ে দেবতাগণের রাত্রি, ঐ সময়ে অসুরগণের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে দেবতাগণের ও অসুরগণের এক এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবতাগণের ১২০০০ বৎসরে এক মহাযুগ বা চারিযুগ হয়, ঐ চারিযুগে ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর হয়। সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রতি যুগের আদি সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ প্রতিযুগের অন্ত্য-সন্ধির সহিত চারিযুগ হয় এবং ধর্ম্মপাদের ব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সত্যযুগে চারিপাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ এই অনুসারে চারিযুগের পরিমাণ স্থির হয়। মহাযুগপরিমিত বৎসরকে দশভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হয়, তাহাকে চারিগুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই সত্যযুগের পরিমাণ। ঐরূপ তিনগুণে ত্রেতাযুগের, দ্বিগুণে দ্বাপরযুগের এবং একগুণে কলিযুগের পরিমাণ জানিতে হইবে। প্রতিযুগের আদি ও ষষ্ঠাংশই সেই সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যযুগ পরিমাণে ঐ মন্বন্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। ঐরূপ এক এক মন্বন্তরের পর এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই এক কল্প হয়। এক সত্যযুগের পরিমাণে ঐরূপ কল্পের আদিতে ঐ পঞ্চদশ সন্ধি স্বীকৃত হয়। সহস্র মহাযুগে এক কল্প, প্রতি কল্পের অবসানে সর্ব্বভূতের বিনাশ অর্থাৎ প্রলয় হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার একদিন এবং তাঁহার রাত্রির পরিমাণও দিবসের তুল্য। যথা—

	দেবমান।	সৌরমান।
আদিসন্ধি	৪,৮০০	১৭,২৮,০০০
একসপ্ততি মহাযুগ	৮৫২,০০০	৩০,৬৭,২০,০০০
একসন্ধি	৪,৮০০	১৭,২৮০০০
এক মন্বন্তর	৮৫৬,৮০০	৩০৮,৪৪৮,০০০
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর	১১,৯৯৫,২০০	৪,৩১৮,২৭২,০০০
কল্প	১২,০০০,০০০	৪,৩২০,০০০,০০০

নিযুতান্যষ্টপঞ্চাশৎ তথাশীতিশতানি চ।
চতুরশীতি চান্যানি প্রযুতানি প্রমাণতঃ॥ ২০॥
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ।
এতৎ কালস্য বিজ্ঞেয়ং বর্ষাগ্রন্তু প্রমাণতঃ॥ ২১॥
এতন্মন্বন্তরে তেষাং মানুষান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণবান্তাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে।
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পং জীবন্তি তে গণাঃ॥২২॥
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ স তু কীর্ত্ত্যতে।
যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ॥ ২৩॥

ঋষয় উচুঃ।

কস্মাদ্বারাহ কল্পোঽয়ং নামতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কস্মাচ্চ কারণাদ্দেবো বরাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ২৪॥
কো বা বরাহো ভগবান্ কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ।
বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতদিচ্ছাম বেদিতুম্॥ ২৫॥

বায়ুরুবাচঃ।

বরাহস্তু যথোৎপন্নো যস্মিন্নর্থে চ কল্পিতঃ।
বারাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পত্বং কল্পনাশ্রয়াৎ॥ ২৬॥

পরিমাণ জানিবে। এই সমস্ত কল্পকালের সপ্তঋষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বর্ষাগ্রের পরিমাণ প্রতিকল্প বর্ণনকালে অবগত হইবে। তন্মধ্যে এই বর্ত্তমান মন্বন্তরে মানবগণ, প্রণবান্ত দেবগণ, সাধ্যসমূহ এবং শাশ্বত বিশ্বেদেবাসমূহ বর্ত্তমান আছেন। স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু অধিকৃত এই কল্পের নাম বারাহকল্প॥ ১৯—২৩॥

ঋষিগণ কহিলেন,—বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প কেন হইল এবং কি কারণে কোন্ যোনিতে কোন্‌রূপ পরিগ্রহ করিয়া, কিরূপে ভগবান্ বরাহদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি॥ ২৪—২৫॥

বায়ু কহিলেন,—যে প্রয়োজন পরিসিদ্ধির জন্য ভগবান্ বরাহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যেরূপে বারাহ কল্প কল্পিত হইয়াছে এবং কল্পের মধ্যভাগে যে

কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম্।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতম্ ॥ ২৭ ॥
ভবস্তু প্রথমঃ কল্পো লোকাদৌ প্রথিতঃ পুরা।
জ্ঞাতব্যো ভগবানত্র হ্যানন্দঃ সাম্প্রতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মস্থানমিদং দিব্যং প্রাপ্তবান্ স তু সত্তমঃ।
দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ॥ ২৯ ॥
ভাবশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রম্ভ এব চ।
ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্তু ক্রতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥
অষ্টমস্তু ভবেদ্বহ্নির্নবমো হব্যবাহনঃ।
সাবিত্রো দশমঃ কল্পো ভুবস্ত্বেকাদশঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥
উশিকো দ্বাদশস্তত্র কুশিকস্তু ত্রয়োদশঃ।
চতুর্দ্দশস্তু গান্ধারো যত্র গান্ধারো বৈ স্বরঃ।
উৎপন্নস্তু মহানাদো গন্ধর্ব্বা যত্র চোত্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥
ঋষভস্তু ততঃ কল্পো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশো দ্বিজাঃ।
ঋষয়ো যত্র সম্ভূতাঃ স্বরো লোকমনোহরঃ ॥ ৩৩ ॥

সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমি তৎসমুদায় যেরূপ শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি, তদনুরূপ বর্ণন করিতেছি ॥ ২৬—২৭ ॥

আদি লোকসর্গের প্রথমকালেই ভব নামক কল্পের উৎপত্তি হয়, এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ভব কল্পের অবসানে-ই ভগবান্ আনন্দ ও দিব্য ব্রহ্মস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। দ্বিতীয় কল্পের নাম ভুব, তৃতীয় তপঃ, চতুর্থ ভাব, পঞ্চম রম্ভ, ষষ্ঠ ঋতু, সপ্তম ক্রতু, অষ্টম বহ্নি, নবম হব্যবাহন, দশম সাবিত্র, একাদশ ভুব, দ্বাদশ উশিক, ত্রয়োদশ কুশিক এবং চতুর্দ্দশ গান্ধার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চতুর্দ্দশ কল্পে মহানাদ গান্ধার ও গন্ধর্ব্বসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮—৩২ ॥

পঞ্চাদশ কল্পের নাম ঋষভ, ইহাতে লোকমনোহর ঋষভ স্বর ও ঋষিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ ষোড়শ কল্পের নাম ষড়্জ, ইহাতে

ষড়্জস্তু ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়্ জনা যত্র চর্ষয়ঃ।
শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ নিদাঘো বর্ষ এব চ ॥ ৩৪ ॥
শরদ্ধেমন্ত ইত্যেতে মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
উৎপন্নাঃ ষড়্জসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃ কল্পে তু ষোড়শে ॥ ৩৫ ॥
যস্মাজ্জাতৈশ্চ তৈঃ ষড়্ভিঃ সদ্যোজাতো মহেশ্বরঃ।
তস্মাৎ সমুত্থিতঃ ষড়্জঃ স্বরস্তূদধিসন্নিভঃ ॥ ৩৬ ॥
ততঃ সপ্তদশঃ কল্পো মার্জ্জালীয় ইতি স্মৃতঃ।
মার্জ্জালীয়স্তু তৎকর্ম্ম যস্মাদ্‌ব্রাহ্মমকল্পয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
ততস্তু মধ্যমো নাম স্বরো ধৈবতপূজিতঃ।
উৎপন্নঃ সর্ব্বভূতেন্দ্র মধ্যমো বৈ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৮ ॥
ততস্ত্বেকোনবিংশস্তু কল্পো বৈরাজকঃ স্মৃতঃ।
বৈরাজো যত্র ভগবান্ মনুর্বৈ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্য পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা দধীচির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রজাপতির্মহাতেজা বভূব ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥
অকাময়ত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম্।
তস্মাৎ জজ্ঞেশ্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্য দধীচিনঃ ॥ ৪১ ॥

শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষ, শরৎ ও হেমন্ত নামক ছয়টি ব্রহ্মার মানস পুত্র ষড়্জস্বর-সংসিদ্ধ ঋষি সমুৎপন্ন হইয়া, মহেশ্বর ও সমুদ্রসন্নিভ ষড়্জস্বরকে আবির্ভূত করিয়াছিলেন ॥ ৩১—৩৬ ॥

তৎপরবর্ত্তী সপ্তদশকল্পে মার্জ্জালীয় নামক ব্রাহ্মকর্ম্মের সংকল্প করায় তাহা মার্জ্জলীয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ধৈবত স্বরোৎপাদক অষ্টাদশ কল্পের নাম মধ্যম। ঊনবিংশ কল্পের নাম বৈরাজক, এই কল্পে ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হইয়াছিল। ত্রিদশেশ্বর তেজস্বী ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি দধীচি এই মনুর পুত্র। গায়ত্রী এই দধীচি প্রজাপতিকে কামনা করায়, তৎগর্ভে দধীচির প্রিয়পুত্র যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮—৪১ ॥

ততো বিংশতিমঃ কল্পো নিষাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রজাপতিস্তু তং দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভূপ্রভবং তদা।
বিররাম প্রজাঃ স্রষ্টুং নিষাদস্তু তপোঽতপৎ॥ ৪২॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৪৩॥
ঊর্দ্ধবাহুং তপোগ্লানং দুঃখিতং ক্ষুৎপিপাসিতম্।
নিষীদেত্যব্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ।
তস্মান্নিষাদঃ সম্ভূতঃ স্বরস্তু স নিষাদবান্॥ ৪৪॥
একবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো দ্বিজাঃ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ॥ ৪৫॥
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈতে ব্রহ্মণঃ সমাঃ।
তৈস্তুর্থবাদিভির্যুক্তৈর্বাগ্‌ভিরিষ্টো মহেশ্বরঃ॥ ৪৬॥
যস্মাৎ পরিগতৈর্গীতঃ পঞ্চভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
স্বরস্তু পঞ্চমঃ স্নিগ্ধঃ তস্মাৎ কল্পস্তু পঞ্চমঃ॥ ৪৭॥
দ্বাবিংশস্তু তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ।
যত্র বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘীভূত্বা মহেশ্বরম্॥ ৪৮॥

তৎপরে নিষাদ নামক বিংশতি কল্প, এই কল্পে স্বয়ম্ভুপ্রভব নিষাদের আবির্ভাব দর্শনে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। নিষাদও এই সময়ে নিরাহারী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া, দিব্য পরিমাণে সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলে, মহাতেজা লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপঃক্লিষ্ট, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত, ঊর্দ্ধবাহু শান্ত পুত্রকে 'নিষীদ' বলিয়া নিষেধ করায়, তিনি 'নিষাদ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নিষাদস্বরও এই কল্পে সম্ভূত হইয়াছিল॥ ৪২—৪৪॥

একবিংশতি কল্পের নাম পঞ্চম। ইহাতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মতুল্য পঞ্চ মানসপুত্র সমুৎপন্ন হইয়া, সুমধুর মিলিত পঞ্চমস্বরে মহেশ্বরের স্তব করায় কল্পের নামও 'পঞ্চম' হইয়াছে॥ ৪৫—৪৭॥

দ্বাবিংশ কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘরূপ পরিগ্রহ করিয়া, দিব্য সহস্রবৎসর

দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম্।
তস্য নিশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ ॥ ৪৯ ॥
নির্জ্জগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ।
যন্ত্বয়ং পঠ্যতে বিপ্রৈর্ব্বিষ্ণুর্ব্বৈ কশ্যপাত্মজঃ ॥ ৫০ ॥
ত্রয়োবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়শ্চিন্তকস্তথা।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ চিতিশ্চ মিথুনঞ্চ তৌ ॥ ৫১ ॥
ধ্যায়তো ব্রহ্মণশ্চৈব যস্মাচ্চিন্তা সমুত্থিতা।
তস্মাত্তু চিন্তকঃ সো বৈ কল্পঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৫২ ॥
চতুর্ব্বিংশতিমশ্চাপি হ্যাকূতিঃ কল্প উচ্যতে।
আকূতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সম্বভূব হ ॥ ৫৩ ॥
প্রজাঃ স্রষ্টুং তথাকূতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ।
তস্মাৎ স পুরুষো জ্ঞেয় আকূতিঃ কল্পসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৪ ॥
পঞ্চবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞাতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সংপ্রসূয়তে ॥ ৫৫ ॥

মহেশ্বর কৃত্তিবাসকে বহন করায় এই কল্পের নাম 'মেঘবাহন' হইয়াছে। এই কল্পে বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করায় লোকপ্রকাশক, বিপুলকায় কালের উৎপত্তি হয়। এই কল্পই কশ্যপপুত্র বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৮—৫০ ॥

ত্রয়োবিংশতি কল্পের নাম 'চিন্তক'। প্রজাপতিপুত্র শ্রীমান্ চিতি ও মিথুন এই সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করায় চিন্তার উৎপত্তি হয়; এইজন্য কল্পের নামও চিন্তক হইয়াছে ॥ ৫১—৫২ ॥

চতুর্ব্বিংশ কল্পের নাম আকূতি। এই কল্পে আকূতি ও দেবী উৎপন্ন হইলেন, প্রজাপতি আকূতিকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করায়, এই কল্পও আকূতি নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

পঞ্চবিংশ কল্পের নাম বিজ্ঞাতি। ইহাতে বিজ্ঞাতি নামক মহাদেবী মিথুন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পুত্রকামনায় ধ্যান করিতে করিতে

ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য মনস্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিস্তু ততঃ স্মৃতঃ॥ ৫৬॥
ষড়্‌বিংশস্তু ততঃ কল্পো মন ইত্যভিধীয়তে।
দেবী চ শঙ্করী নাম মিথুনং সম্প্রসূয়তে॥ ৫৭॥
প্রজা বৈ চিন্তমানস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ তদা।
যস্মাৎ প্রজা-সম্ভবনাদুৎপন্নস্তু স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ প্রজাসম্ভবাদ্ভাবনাসম্ভবঃ স্মৃতঃ॥ ৫৮॥
সপ্তবিংশতিমঃ কল্পো ভাবো বৈ কল্পসংজ্ঞিতঃ।
পৌর্ণমাসী তথা দেবী মিথুনং সমপদ্যত॥ ৫৯॥
প্রজা বৈ স্রষ্টুকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
ধ্যায়তস্তু পরং ধ্যানং পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ ৬০॥
অগ্নিস্তু মণ্ডলীভূত্বা রশ্মিজালসমাবৃতঃ।
ভুবন্দিবঞ্চ বিষ্টভ্য দীপ্যতে স মহাবপুঃ॥ ৬১॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্পূর্ণে জ্যোতির্মণ্ডলে।
আবিষ্টয়া মহোৎপন্নমপশ্যৎ সূর্য্যমণ্ডলম্॥ ৬২॥

হিরণ্যগর্ভের মনোমধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এজন্য কল্পের নামও 'বিজ্ঞাতি' হইয়াছে॥ ৫৫—৫৬॥

তৎপরে 'মন' নামক ষড়্‌বিংশ কল্প, এই কল্পে দেবীশঙ্করী মিথুন প্রসব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ম্ভু এইসময়ে সৃষ্টিকামনায় প্রজাসম্ভব বিষয়ে চিন্তা করায় ভাবনার উৎপত্তি হইয়াছিল॥ ৫৭—৫৮॥

সপ্তবিংশতি কল্পের নাম 'ভাব', এই কল্পে দেবী পৌর্ণমাসী সৃষ্টিকামনায় পরমাত্মধ্যানপর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই ভাব-কল্পে অগ্নিমণ্ডল রশ্মিজাল পরিবৃত হইয়া অতি বৃহৎবপুঃ ধারণপূর্ব্বক, সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভুবলোক ও দিবলোক প্রকাশিত করিয়া রাখিলে, তন্মধ্যে ভূতগণের অপ্রত্যক্ষীভূত সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মদেবের গোচরীভূত হইয়াছিল

যস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
দৃষ্টস্তু ভগবান্ দেবঃ সূর্য্যঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বে যোগাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণ্ডলেন সহোত্থিতাঃ।
যস্মাৎকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টস্তস্মাত্তং দর্শমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
যস্মান্মনসি সম্পূর্ণো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
পুরা বৈ ভগবান্ সোমঃ পৌর্ণমাসী ততঃ স্মৃতা ॥ ৬৫ ॥
তস্মাত্তু পর্ব্বদর্শে বৈ পৌর্ণমাসঞ্চ যোগিভিঃ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্জ্জ্যেষ্ঠমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥ ৬৬ ॥
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৬৭ ॥
যো বাহিতাগ্নিঃ প্রযতো বীরাধ্বানং গতোপি বা।
সমাধায় মনস্তীব্রং মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৬৮ ॥
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং
শর্ব্বো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং পাশগন্ধর্ব্বশিষং পূষা বিধত্তপাসিনা ॥ ৬৯ ॥

এবং ঐ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত যাবতীয় যোগ ও মন্ত্রনিচয় আবির্ভূত হইয়াছিল; এই কারণবশতঃ ইহাকে 'দর্শ কল্প' কহিয়া থাকে ॥ ৫৯—৬৪ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ সোম যে সময়ে ব্রহ্মমনোমধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের নাম পৌর্ণমাসী; যোগিগণ এই পৌর্ণমাসীকে উভয়পক্ষ মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ৬৫—৬৬ ॥

যে দ্বিজাতিগণ এই দর্শ ও পৌর্ণমাসী সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কদাচ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না ॥ ৬৭ ॥

অথবা যে ব্যক্তি অগ্নিস্থাপন করিয়া, বীরাচার-অবলম্বনপূর্ব্বক, সমাহিত মনে "ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহোদিবস্ত্বং শর্ব্বো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে। ত্বং পাশগন্ধর্ব্বশিষং পূষা বিধত্ত পাসিনা ॥" এইমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সম্যগুচ্চারয়েদ্দ্বিজঃ।
অগ্নিং প্রবিশতে যস্তু রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭০ ॥
সোঽগ্নিস্তু ভগবান্ কালঃ কালো রুদ্র ইতি শ্রুতিঃ।
তস্মাৎ যঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৭১ ॥
অষ্টাবিংশতিমঃ কল্পো বৃহদিত্যভিসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ প্রজাঃ।
ধ্যায়মানস্য মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম্ ॥ ৭২ ॥
যস্মাত্তত্র সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
তস্মাত্তু বৃহতঃ কল্পো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ৭৩ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ
রথন্তরস্তু বিজ্ঞেয়ং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৭৪ ॥
তস্মাদণ্ডন্তু বিজ্ঞেয়মভেদ্যং সূর্য্যমণ্ডলম্।
যৎসূর্য্যমণ্ডলঞ্চাপি বৃহৎসাম তু ভিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥
ভিত্ত্বা চৈনং দ্বিজা যান্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
সংখ্যাতমুপনীতাশ্চ অন্যে কল্পা রথন্তরে ॥ ৭৬ ॥

অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ অগ্নিই কাল এবং কালই রুদ্র নামে বিখ্যাত, এইজন্যই ঐরূপে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আর রুদ্রলোক হইতে নিবৃত্ত হইতে হয় না ॥ ৬৮—৭১ ॥

অষ্টাবিংশতি কল্পের নাম বৃহৎ। এই কল্পে পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় ধ্যান-তৎপর হইলে, রথন্তর বৃহৎসামের উৎপত্তি হইয়াছিল; এইজন্য এই কল্পের নাম 'বৃহৎ' হইয়াছে ॥ ৭২—৭৩ ॥

অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমিত সূর্য্যমণ্ডলকে-ই রথন্তর কহে। এই সূর্য্যমণ্ডলরূপ অণ্ড বস্তুতঃ অভেদ্য হইলেও, দৃঢ়ব্রত যোগিগণ তাহা ভেদ করিয়া

ইত্যেতত্তু ময়া প্রোক্তং চিত্তমধ্যাত্মদর্শনম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কল্পনাং বিস্তরং শুভম্॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কল্পনিরূপণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ উচুঃ।

অত্যদ্ভুতমিদং সর্ব্বং কল্পানাং তে মহামুনে।
রহস্যং বৈ সমাখ্যাতং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকল্পনম্॥ ১॥
ন তবাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
তস্মাদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বাঃ কল্পসংখ্যা ব্রবীহি নঃ॥ ২॥

বায়ুরুবাচ।

অত্র বঃ কথয়িষ্যামি কল্পসংখ্যা যথা তথা।
যুগাগ্রঞ্চ বর্ষাগ্রন্তু ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৩॥
একং কল্পসহস্রন্তু ব্রহ্মণোঽব্দঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদষ্টসহস্রন্তু ব্রহ্মণস্তদ্যুগং স্মৃতম্॥ ৪॥

গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন চিত্তের বিষয় কথিত হইল। অতঃপর আমি কল্পবিবরণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি॥ ৭৪—৭৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে কল্পনিরূপণ নামক বিংশ অধ্যায়। ২০।

ঋষিগণ বায়ুকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহামুনে! আপনি এই ত্রিলোকের অবিজ্ঞাত যে কল্পরহস্য ও মন্ত্র কল্পনার বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। এখন ঐ সমস্ত কল্প সংখ্যা বিস্তাররূপে বর্ণন করুন॥ ১-২॥

বায়ু কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনাদিগের প্রার্থনানুসারে আমি যথাক্রমে কল্পসংখ্যা ও ব্রহ্মের যুগবৎসরের পরিমাণকাল বলিতেছি॥ ৩॥

এক সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একবৎসর, এবং ঐরূপ অষ্টসহস্র কল্পে ব্রহ্মার

একং যুগসহস্রন্তু সবনং তৎ প্রজাপতেঃ।
সবনানাং সহস্রন্তু দ্বিগুণং ত্রিবৃতং তথা ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালস্য চৈতৎসর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্য সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি পুরস্তাদ্বৈ যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥
অষ্টাবিংশতির্যেকল্পা নামতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং পুরস্তাদ্বক্ষ্যামি কল্পসংজ্ঞা যথাক্রমম্ ॥ ৭ ॥
রথন্তরস্য সাম্নস্তু উপরিষ্টান্নিবোধত।
কল্পান্তে নামধেয়ানি মন্ত্রোৎপত্তিশ্চ যস্য বা ॥ ৮ ॥
একোনত্রিংশকঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ।
যস্মিংস্তৎ পরমধ্যানং ধ্যায়তো ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৯ ॥
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিখী।
উৎপন্নস্তু মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ ॥ ১০ ॥
ভীমং মুখং মহারৌদ্রং সুধীরং শ্বেতলোহিতম্।
দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহাস্যং শ্বেতবর্চ্চসম্ ॥ ১১ ॥
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং শ্রীমান্ ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ।
কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ১২ ।

এক যুগকাল, একসহস্র যুগে এক 'সবন', এবং দ্বি-সহস্র সবনে এক 'ত্রিবৃত' হইয়া থাকে। ব্রহ্মার স্থিতিকাল এইরূপ নামানুসারে বিভক্ত হইয়াছে। স্থিতিকালের পরিমাণ সংখ্যা পরে বলিব ॥ ৪—৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাবিংশতি কল্পের কল্পসংজ্ঞার কারণ এবং পূর্ব্বোক্ত রথন্তর সামের কল্পান্তকালীয় নাম যে কল্পে যে মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরে বলিব, এখন অন্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭-৮ ॥

ঊনত্রিংশ কল্পের নাম 'শ্বেতলোহিত'। এইকল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় ধ্যান পরায়ণ হইলে, শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত মাল্য ও উষ্ণীষধারী, অগ্নিসমতেজাঃ, কুমার শিখীর আবির্ভাব হইল। শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই ভীমমুখ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, প্রদীপ্তকায়, লোককর্ত্তা, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, মহাযোগী, পুরাণ পুরুষ, সুধীর,

পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং চিরম্।
ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৩ ॥
হৃদি কৃত্বা মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
সদ্যোজাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ।
জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ ॥ ১৪ ॥
ততোঽস্য পার্শ্বতঃ শ্বেতা ঋষয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
প্রাদুর্ভূতা মহাত্মানঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৫ ॥
সুনন্দো নন্দকশ্চৈব বিশ্বনন্দোঽথ নন্দনঃ।
শিষ্যাস্তে বৈ মহাত্মানো যৈস্তু ব্রহ্ম ততো বৃতম্ ॥ ১৬ ॥
তস্যাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতনামা মহামুনিঃ।
বিজজ্ঞেঽথ মহাতেজা যস্মাজ্জজ্ঞে নরস্তুসৌ ॥ ১৭ ॥
তত্র তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে সদ্যোজাতং মহেশ্বরম্।
দিব্যং পাশুপতং যোগং দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৮ ॥
যদা ব্রহ্মা তদা ব্রহ্মা তদা তে বিগতজ্বরাঃ।
ধর্ম্মোপদেশনিরতাঃ সর্ব্বে বিগতমৎসরাঃ।
পুনরেবং মহাদেবং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্বেতকিরণ, শ্বেত লোহিত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, হৃদয় মধ্যে সদ্যোজাত সেই কুমার-মূর্ত্তিধর পরমাত্মার সংস্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। জগৎপতি মহাদেব ব্রহ্মার এইরূপ স্তুতি অবগত হইয়া সানন্দে হাস্য করিলেন ॥ ৯—১৪ ॥

হাস্য মাত্রেই তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক ব্রহ্মতেজোদীপ্ত, শ্বেতমাল্যধারী, শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার ঐ মহাপুরুষ হইতেই শ্বেত নামক শ্বেতবর্ণ মহামুনি জন্মলাভ করিলেন ॥ ১৫—১৭ ॥

অনন্তর এই ঋষিসমূহ দিব্য সহস্রবৎসর পাশুপতযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক,

তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরং দেবং যে প্রপশ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ ॥ ২০ ॥
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ ॥ ২১ ॥

বায়ুরুবাচ।

ততস্ত্রিংশত্তমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীর্ত্তিতঃ।
রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ ॥ ২২ ॥
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩ ॥
স তং দৃষ্ট্বা মহাদেবং কুমারং রক্তবাসসম্।
ধ্যানযোগং পরং গত্বা বুবুধে বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥
স তং প্রণম্য ভগবান্ ব্রহ্মা পরমযন্ত্রিতঃ।
বামদেবং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মাত্মকং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৫ ॥

নিরাময় দেহ ও নির্ম্মৎসর মনে ধর্ম্মোপদেশে ব্যাপৃত থাকিয়া, পুনর্ব্বার সেই বিশ্বেশ্বর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮—১৯ ॥

এইরূপে প্রাণায়ামপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যে কোন দ্বিজাতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বপাপপরিশূন্য হইয়া, অপর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক বিমল পরব্রহ্মলোক লাভে সক্ষম হইয়া থাকেন ॥ ২০—২১ ॥

বায়ু কহিলেন, তৎপরবর্ত্তী ত্রিংশৎ কল্পের নাম 'রক্ত'। এইকল্পে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, রক্ত বস্ত্র ও রক্তমাল্যধারী, রক্তকান্তি, আরক্তলোচন, মহাপ্রতাপশালী কুমার রক্তের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ২২-২৩ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এই রক্তবসন মহাদেব মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই ধ্যানযোগে তাঁহাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং অতীব ভক্তিসহকারে ঐ ব্রহ্মময় বামদেব মূর্ত্তিকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

এবং ধ্যাতো মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
মনসা প্রীতিযুক্তেন পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
ধ্যায়তা পুত্রকামেন যস্মাত্তেহং পিতামহ।
দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সত্তম ॥ ২৭ ॥
তস্মাদ্ধ্যানং পরং প্রাপ্য কল্পে কল্পে মহাতপাঃ।
বেৎস্যসে মাং মহাসত্ত্ব লোকধাতারমীশ্বরম্।
এবমুক্ত্বা ততঃ শর্ব্বঃ অট্টহাসং মুমোচ হ ॥ ২৮ ॥
ততস্তস্য মহাত্মানশ্চত্বারশ্চ কুমারকাঃ।
সম্বভূবুর্মহাত্মানো বিরেজুঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৯ ॥
বিরজশ্চ বিবাহশ্চ বিশোকো বিশ্বভাবনঃ।
ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মণস্তুল্যা বীরা অধ্যবসায়িনঃ ॥ ৩০ ॥
রক্তাম্বরধরাঃ সর্ব্বে রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তভস্মানুলিপ্তাঙ্গা রক্তাস্যা রক্তলোচনাঃ ॥ ৩১ ॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে ব্রহ্মণ্যা ব্যবসায়িনঃ।
গৃণন্তশ্চ মহাত্মানো ব্রহ্ম তদ্বামদৈবকম্ ॥ ৩২ ॥

মহাদেব রক্ত পরমেষ্ঠীর এইরূপ সভক্তি ধ্যানদর্শনে প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! তুমি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে অদ্য যেরূপ ধ্যানযোগে আমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছ; হে মহাসত্ত্ব! এইরূপ প্রতিকল্পেই তুমি আমাকে লোককর্ত্তা ঈশ্বররূপে অনুভব করিতে পারিবে, রক্তমূর্ত্তি শর্ব্ব এই বলিয়া অট্টহাস্য করিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥

তাহাতে তন্মুহূর্ত্তেই বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামক বিশুদ্ধ বুদ্ধি, ব্রহ্মতুল্য, অধ্যবসায়ী এবং বীর কুমার চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইঁহারা সকলেই রক্তবসন ও রক্তমাল্যধারী, রক্তবদন, রক্তলোচন, এবং রক্তভস্ম ও রক্ত অনুলেপন দ্বারা অনুলিপ্তদেহ ॥ ২৯—৩১ ॥

এই সমস্ত মহাত্মগণ বামদেব ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্, সদাচারী, এবং নিখিল

অনুগ্রহার্থং লোকানাং শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
ধর্ম্মোপদেশমখিলং কৃত্বা তে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ম্।
পুনরেব মহাদেবং প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
যেঽপি চান্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুঞ্জানা বামমীশ্বরম্।
প্রপদ্যন্তি মহাদেবং তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৩৪ ॥
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে কল্পসংখ্যানিরূপণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লোকসমূহের প্রতি অনুগ্রহকারক হইয়া, সহস্র বৎসর অতিবাহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই অব্যয় রুদ্রকলেবরে প্রবেশলাভ করিলেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

কুমার চতুষ্টয়ের ন্যায় অন্য কোন দ্বিজ ঐরূপে মহাদেব বামদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া, যোগাচারী হইলে, তিনিও সর্ব্বপাপ বিনাশের পর বিমল ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে কল্পসংখ্যা নিরূপণ
নামক একবিংশ অধ্যায় ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচঃ।

একত্রিংশত্তমঃ কল্পঃ পীতবাসা ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণত্বমাগতঃ ॥ ১ ॥
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান্ ॥ ২ ॥
পীতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ পীতমাল্যধরো যুবা।
পীতযজ্ঞোপবীতশ্চ পীতোষ্ণীষো মহাভুজঃ ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভুম্।
মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥
ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্।
অপশ্যৎ গাং বিরূপাক্ষ মহেশ্বরমুখচ্যুতাম্ ॥ ৫ ॥
চতুষ্পদাং চতুর্ব্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং চতুস্তনীম্।
চতুর্নেত্রাং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দংষ্ট্রাং চতুর্মুখীম্।
দ্বাত্রিংশল্লোকসংযুক্তাং ঈশ্বরীং সর্ব্বতোমুখীম্ ॥ ৬ ॥

বায়ু কহিলেন, একত্রিংশৎ কল্পের নাম পীতবাসা; এই কল্পে ব্রহ্মা স্বয়ং পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

এই সময়ে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানপরায়ণ হইলে, পীতবস্ত্র, পীতমাল্য, পীতযজ্ঞোপবিত, পীতউষ্ণীষধারী এবং পীতগন্ধানুলিপ্ত, তরুণ বয়স্ক অতি তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল; ব্রহ্মা সেই সদ্যঃ প্রাদুর্ভূত শক্তিমান্ ধ্যানযুক্ত লোকধাতা পরমপুরুষের দর্শনমাত্রেই তাঁহাকে মনে মনে প্রণামপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার ধ্যাননিমগ্ন হইয়া, চতুষ্পদা, চতুর্হস্তা, চতুঃস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দংষ্ট্রা এবং চতুর্মুখী, দ্বাত্রিংশৎলোকযুক্তা, সর্ব্বতোমুখী মাহেশ্বরীকে মহেশ্বরমুখ হইতে নিসৃত হইতে দেখিলেন ॥ ২—৬ ॥

স তাং দৃষ্ট্বা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্।
পুনরাহ মহাদেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৭ ॥
মতিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
এহ্যেহীতি মহাদেবী সোত্তিষ্ঠৎ প্রাঞ্জলির্ভৃশম্ ॥ ৮ ॥
বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্ব্বং বশীকুরু।
অথবা মহাদেবেন রুদ্রাণী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থং ভবিষ্যসি।
অথৈনাং পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥
প্রদদৌ দেবদেবেশশ্চতুষ্পাদাং মহেশ্বরীম্।
ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম্ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মা লোকনমস্কার্য্যঃ প্রপদ্য তাং মহেশ্বরীম্।
গায়ত্রীন্তু ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্মা সুযন্ত্রিতঃ ॥ ১২ ॥
ইত্যেতাং বৈদিকীং বিদ্যাং রৌদ্রীং গায়ত্রীমপি তাম্।
জপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম্।
প্রপন্নস্তু মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা ॥ ১৩ ॥

আরও দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্ব প্রাদুর্ভূত মহাতেজা মহাদেব এই মহাদেবী মহেশ্বরীকে কৃতাঞ্জলিপুটে 'তুমি মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি অথবা ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় তুমি মহাদেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য, রুদ্রাণীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক যোগ দ্বারা সমুদায় বিশ্বের আবরণ করিয়া জগৎসমূহ বশীভূত কর' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছেন। অনন্তর দেবদেব মহাদেব পুত্রকামনায় ধ্যানাবলম্বী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুষ্পদা মহেশ্বরী গায়ত্রী প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও অতি সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শনপূর্ব্বক, রৌদ্রী গায়ত্রী মূর্ত্তির ধ্যান এবং ঐ রৌদ্রী গায়ত্রী মূর্ত্তিসম্বন্ধীয় বৈদিকী বিদ্যার জপাদি সমাপন করিয়া, মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন ॥ ৭—১৩ ॥

ততস্তস্য মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃ স্মৃতঃ।
ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ পুনঃ॥ ১৪॥
অথাট্টহাসং মুমুচে ভীষণং দীপ্তমীশ্বরম্।
ততোঽস্য সর্ব্বতো দীপ্তাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ কুমারকাঃ॥ ১৫॥
পীতমাল্যাম্বরধরাঃ পীতগন্ধবিলেপনাঃ।
পীতোষ্ণীষশিরাশ্চৈব পীতাস্যাঃ পীতমূর্দ্ধজাঃ॥ ১৬॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে উষিত্বা বিমলৌজসঃ।
যোগাত্মানস্ততঃ স্নাতা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ॥ ১৭॥
ধর্ম্মযোগবলোপেতা ঋষীণাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
উপদিশ্য তু তে যোগং প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্॥ ১৮॥
এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম্।
অন্যেপি নিয়তাত্মানো ধ্যানযুক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১৯॥
তে সর্ব্বে পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
প্রবিশন্তি মহাদেবং রুদ্রস্তে ত্বপুনর্ভবাঃ॥ ২০॥

মহাদেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দিব্য যোগ, ষড়ৈশ্বর্য্য, জ্ঞান সম্পত্তি এবং বৈরাগ্য প্রদান করিলেন॥ ১৪॥

অনন্তর মহাদেব একবার অট্টহাস্য করিবামাত্র, তাঁহার চতুর্দ্দিকে পীত-বসন, পীতমাল্য ও পীতোষ্ণীষধারী, পীতগন্ধানুলিপ্ত, পীতবদন এবং পীত-কেশ প্রদীপ্তকুমারসমূহের প্রাদুর্ভাব হইল। ব্রাহ্মণহিতাকাঙ্ক্ষী সেই সকল বিমলতেজঃ কুমারগণ যোগাবলম্বনে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া, দীর্ঘযজ্ঞশীল ঋষিদিগকে যোগোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রুদ্রদেহে লীন হইলেন॥ ১৫—১৮॥

এইরূপ আদর্শে অন্য কেহ ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, মহেশ্বরের ধ্যানাবলম্বন করিলে, তিনিও সর্ব্বপাপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রদেবে লীন হইতে পারেন॥ ১৯—২০॥

বায়ুরুবাচঃ।

ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে পীতবর্ণে স্বয়ম্ভুবঃ।
পুনরণ্যঃ প্রবৃত্তস্তু সিতকল্পো হি নামতঃ॥ ২১॥
একার্ণবে তদা বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥ ২২॥
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ।
কৃষ্ণঃ সমভবদ্বর্ণো ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২৩॥
অথাপশ্যন্মহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতং কুমারকম্।
কৃষ্ণবর্ণং মহাবীর্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ২৪॥
কৃষ্ণাম্বরবরোষ্ণীষং কৃষ্ণযজ্ঞোপবীতিনম্।
কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগনুলেপনম্॥ ২৫॥
স তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানমমরং ঘোরমন্ত্রিণম্।
ববন্দে দেবদেবেশং বিশ্বেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥ ২৬॥
প্রাণায়ামপরঃ শ্রীমান্ হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্।
মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্তু যতীশ্বরম্।
অঘোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবানুচিন্তয়ন্॥ ২৭॥

বায়ু কহিলেন, স্বয়ম্ভুর এই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইলে, সিত, কল্প' নামক অন্য কল্পের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পূর্ব্ব কল্পাবসানে দিব্য সহস্র বৎসর পৃথিবী যখন একার্ণবরূপে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই সময়ে পূর্ব্ব সৃষ্টিনাশ জন্য দুঃখিতান্তঃকরণে পুনঃ সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিলেন॥ ২১—২৩॥

এই চিন্তাবসরে-ই তিনি তেজঃপ্রদীপ্ত, মহাবীর, এবং কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণ-উষ্ণীষ, কৃষ্ণযজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণানুলেপনবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ এক কুমারমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিলেন॥ ২৪—২৫॥

শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই বিশ্বেশ্বর, দেবদেবাধিপতি ও কৃষ্ণপিঙ্গল মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই প্রাণায়াম অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়ে যতীশ্বর পরমব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার বন্দনা এবং সেই অঘোর মূর্ত্তির চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ২৬—২৭॥

এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
মুমোচ ভগবান্ রুদ্রঃ অট্টহাসং মহাস্বনম্ ॥ ২৮ ॥
অথাস্য পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগনুলেপনাঃ।
চত্বারস্তু মহাত্মানঃ সম্বভূবুঃ কুমারকাঃ ॥ ২৯ ॥
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাম্বরোষ্ণীষাঃ কৃষ্ণাস্যাঃ কৃষ্ণবাসসঃ।
তৈশ্চাট্টহাসঃ সুমহান্ হুঙ্কারশ্চৈব পুষ্কলঃ।
নমস্কারশ্চ সুমহান্ পুনঃ পুনরুদীরিতঃ ॥ ৩০ ॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে যোগাত্তৎ পারমেশ্বরম্।
উপাসিত্বা মহাভাগাঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদুস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
যোগেন যোগসম্পন্নাঃ প্রবিশ্য মনসা শিবম্।
অমলং নির্গুণং স্থানং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥
এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্যে দ্বিজাতয়ঃ।
স্মরিষ্যন্তি বিধানজ্ঞা গন্তারো রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে।
অন্যঃ প্রবর্ত্তিতঃ কল্পো বিশ্বরূপস্তু নামতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ রুদ্র সেই সময়ে ধ্যানতৎপর ব্রহ্মসম্মুখে মহাশব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কৃষ্ণবস্ত্র ও কৃষ্ণোষ্ণীষ-ধারী, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবদন কুমারগণের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াই, মহান্ অট্টহাস্য ও দারুণ কোলাহলপূর্ব্বক বারংবার রুদ্র দেবকে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ২৮—৩০ ॥

অনন্তর তাঁহারা সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান ও শিষ্যদিগকে যোগোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মনোমধ্যে মহাদেব-মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া, ত্রিগুণাতীত বিশ্বনাথরূপ সুনির্ম্মল স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥

অন্য কোন দ্বিজাতিও যদি এইরূপ বিধানানুসারে যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক রুদ্রমূর্ত্তির চিন্তা করেন, তিনিও অন্তিমে অক্ষয় রুদ্রলোক লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃপর এই সিতকল্পাবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলীন হওয়ার পর, পুনর্ব্বার

বিনিবৃত্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতা মহানাদা বিশ্বরূপা সরস্বতী ॥ ৩৫ ॥
বিশ্বমাল্যাম্বরধরং বিশ্বযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিশ্বোষ্ণীষং বিশ্বগন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভুজম্ ॥ ৩৬ ॥
অথ তং মনসা ধ্যাত্বা যুক্তাত্মা বৈ পিতামহঃ।
ববন্দে দেবমীশানং সর্ব্বেশং সর্ব্বগং প্রভুম্ ॥ ৩৭ ॥
ওমীশান নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমোঽস্তু তে।
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রণমন্তং পিতামহম্।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোঽহং তে কিমিচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥
ততস্তু প্রণতো ভূত্বা বাগ্‌ভিঃ স্তুত্বা মহেশ্বরম্।
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা ॥ ৩৯ ॥
যদিদং বিশ্বরূপং তে বিশ্বগৌর্ব্বিশ্বমীশ্বরী।
এতদ্বেতুমিচ্ছামি কশ্চায়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

সৃষ্টি সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলেন; তাহাতে মহানাদ-শালিনী বিশ্বরূপা সরস্বতীর অবির্ভাব হইল ॥ ৩৪—৩৫ ॥

তদ্দর্শনে পিতামহ সংযতচিত্ত হইয়া, বিশ্বরূপমাল্য, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও উষ্ণীষধারী, বিশ্বনিবাসী, বিশ্বগন্ধযুক্ত, মহাভুজ, সর্ব্বপতি, সর্ব্বেশ্বর, ঈশানদেবকে স্মরণ করিয়া, 'ওঁ ঈশান, হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার করি' এইরূপ বাক্যে বন্দনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহাদেব তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া প্রণত পিতামহকে বলিলেন—আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব অভীষ্ট প্রার্থনা কর ॥ ৩৬—৩৮ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাতে নিতান্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহেশ! এই বিশ্বই তোমার প্রতিমূর্ত্তি এবং বিশ্বা পৃথিবীই ঈশ্বরমূর্ত্তি বলিয়া অবগত আছি; সুতরাং নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, এই প্রাদুর্ভূত পরমেশ্বর এবং এই চতুষ্পাদা, চতুর্মুখী,

কৈষা ভগবতী দেবী চতুষ্পাদা চতুর্ম্মুখী।
চতুঃশৃঙ্গী চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্দ্দন্তা চতুঃস্তনী ॥ ৪১ ॥
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিশ্বরূপা কথং স্মৃতা।
কিন্নামধেয়া কোঽস্যাত্মা কিংবীর্য্যা বাপি কর্ম্মতঃ ॥ ৪২ ॥

মহেশ্বর উবাচ।

রহস্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং পাবনং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
শৃণুষ্বৈতৎ পরং গুহ্যমাদিসর্গে যথাতথম্ ॥ ৪৩ ॥
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বিশ্বরূপস্ত্বসৌ স্মৃতঃ।
যস্মিন্ ভবাদয়ো দেবাঃ ষড়্বিংশন্মনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রহ্মস্থানমিদঞ্চাপি যদা প্রাপ্তং ত্বয়া বিভো।
তদা প্রভৃতি কল্পশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽহ্যয়ম্ ॥ ৪৫ ।
শতং শতসহস্রাণামতীতা যে স্বয়ম্ভুবঃ।
পুরস্তাত্তব দেবেশ তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে ॥ ৪৬ ॥
আনন্দস্তু স বিজ্ঞেয় আনন্দতে মহালয়ঃ।
গালব্যগোত্রতপসা মম পুত্রস্ত্বমাগতঃ ॥ ৪৭ ॥

চতুঃশৃঙ্গ, চতুর্দ্দন্ত, চতুঃস্তন, চতুর্ভুজ ও চতুশ্চক্ষুবিশিষ্টা বিশ্বরূপা মহাদেবীই বা কে? ইহার নাম কি? কোন্ দেবতা ইহার আত্মস্বরূপ এবং কর্ম্মানুসারে ইহার বীর্য্যই বা কিরূপ ॥ ৩৯—৪২ ॥

মহেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্ম! প্রথমতঃ পবিত্রতা ও পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, আদি-সৃষ্টি-কালীন মন্ত্রনিচয়ের গুহ্যরহস্যের বিষয় তোমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥

এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বিশ্বরূপ; এই কল্পের দেবতা ভবপ্রভৃতি এবং মনুসংখ্যা ষড়্বিংশতি। হে অনন্তশক্তিমন্! যে সময়ে তুমি এই ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তদবধি সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়া এই কল্পের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ হইয়াছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীসময়ে যে সকল শতসহস্রকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহাই তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়ি যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ তপো বিদ্যাবিধিঃ ক্রিয়া।
ঋতং সত্যঞ্চ যদ্ব্রহ্ম অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ ॥ ৪৮ ॥
ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তির্বিদ্যাঽবিদ্যামতির্ধৃতিঃ।
কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতির্মেধা লজ্জা শুদ্ধিঃ সরস্বতী ॥ ৪৯ ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা ক্ষান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
ষড়্‌বিংশত্তদ্‌গুণা হ্যেষা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা ॥ ৫০ ॥
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মন্ ত্বৎপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্।
সৈষা ভগবতী দেবী তৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৫১ ॥
চতুর্মুখী জগদ্‌যোনিঃ প্রকৃতির্গৌঃ প্রকীর্ত্তিতা।
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৫২ ॥

অজামেতাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বিশ্বং সংপ্রসৃজমানাং স্বরূপাম্।
অজোঽহং বৈ বিদ্ধিমাস্বিশ্বরূপং
গায়ত্রীং গাং বিশ্বরূপাং হি বিদ্ধি ॥ ৫৩ ॥

যে কল্পে গালব্যগোত্র নামক তপস্যা দ্বারা তুমি আমার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিলে, তাহার নাম 'আনন্দ'। ঐ কল্পে উৎপন্ন হইবার সময় তোমাতে যোগ, সাংখ্য, তপঃ, বিদ্যা-বিধি, ক্রিয়া, ঋত, সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান, অহিংসা, সন্ততিক্রম, ধ্যান, ধ্যানদেহ, বিদ্যা, অবিদ্যা, মতি, ধৃতি, কান্তি, শান্তি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, শুদ্ধি, সরস্বতী, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষান্তি নামক গুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরসংজ্ঞক ষড়্‌বিংশতি গুণ যাঁহার, সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিকে তোমার প্রসূতি জানিও। তত্ত্বজ্ঞানিগণ যে প্রধান ও প্রকৃতির নাম নির্দ্দেশ করেন, তোমার সম্মুখবর্ত্তিনী এই সদ্যঃ প্রাদুর্ভূতা চতুর্মুখী দেবীই তোমার প্রসূতি সেই প্রকৃতিদেবী ॥ ৪৭—৫২ ॥

এই অনুৎপন্না, বিশ্বপ্রসবকারিণী, লোহিত ও শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণিষ্ঠা, (রজঃ, সত্ত্ব, তমোগুণাত্মিকা) স্বরূপপরিণামশালিনী প্রকৃতিকেই বিশ্বরূপা গায়ত্রী পৃথিবী এবং আমাকে বিশ্বরূপ ও অজাত বলিয়া জানিও ॥ ৫৩ ॥

এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ অট্টহাসমথাকরোৎ।
বলিতাস্ফোটিতরবং কহাকহনদস্তথা॥ ৫৪॥
ততোঽস্য পার্শ্বতো দিব্যাঃ সর্ব্বরূপাঃ কুমারকাঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ অর্দ্ধমুণ্ডশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৫৫॥
ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন সুমহৌজসঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু উপাসিত্বা মহেশ্বরম্॥ ৫৬॥
ধর্ম্মোপদেশং নিয়তং কৃত্বা যোগময়ং দৃঢ়ম্।
শিষ্টানাং নিয়তাত্মানঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্॥ ৫৭॥

বায়ুরুবাচ।

ততো বিস্ময়মাপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রপন্নস্তু মহাদেবং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
উবাচ বচনং সর্ব্বং শ্বেতত্বস্তে কথং বিভো॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে কল্পনিরূপণ নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

মহাদেব ব্রহ্মসমীপে এইরূপ বলিয়াই একবার অতি উচ্চরবে অট্টহাস্য করিলেন। তাহাতে তাঁহার পার্শ্বদেশে সর্ব্বরূপশালী দিব্য কুমারগণের আবির্ভাব হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জটাজূটধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ শিখণ্ডবিশিষ্ট এবং কেহ বা অর্দ্ধমুণ্ডিত। বিপুল-তেজঃসম্পন্ন এই সকল কুমারগণ যথাবিহিত যোগানুষ্ঠান দ্বারা দিব্য সহস্রবৎসর মহেশ্বরের আরাধনা এবং শিষ্টদিগকে যোগময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অতিবাহন করিয়া রুদ্রদেহে প্রবেশ লাভ করিলেন॥ ৫৪—৫৭॥

বায়ু কহিলেন—লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, অতীব ভক্তিসহকারে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভূতশক্তিমন্! আপনার শ্বেতত্ব উৎপন্ন হওয়ার কারণ কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে কল্পনিরূপণ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

শ্বেতকল্পো যদা হ্যাসীদহং শ্বেতস্ততোঽভবম্।
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিবঃ॥ ১॥
শ্বেতাস্থিমাংসরোমা চ শ্বেতত্বক্ শ্বেতলোহিতঃ।
তেন নাম্না চ বিখ্যাতঃ শ্বেতকল্পস্তদা হ্যসৌ॥ ২॥
মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ শ্বেতাঙ্গঃ শ্বেতলোহিতঃ।
শ্বেতবর্ণা তদা হ্যাসীদ্গায়ত্রী ব্রহ্মসংজ্ঞিতা॥ ৩॥
যস্মাদহঞ্চ দেবেশ ত্বয়া গুহ্যে পদে স্থিতঃ।
বিজ্ঞাতঃ স্বেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ।
সদ্যোজাতেতি ব্রহ্মৈতদ্ গুহ্যঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪॥
তস্মাৎ গুহ্যত্বমাপন্নং যে বেৎস্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৫॥

ভগবান্ কহিলেন—আমি শ্বেতকল্পকালে শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত মাল্য ও শ্বেত-বস্ত্র ধারণ করিয়া শ্বেত অস্থি, শ্বেত মাংস, শ্বেত লোম, শ্বেত ত্বক্, শ্বেত রক্ত এবং শ্বেত নামবিশিষ্ট শিবমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম। আমার অনুগ্রহে শ্বেতকল্পেরও শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেত রক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্মী গায়ত্রীও শ্বেতবর্ণা হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন॥ ১—৩॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি ও প্রকৃতি তৎকালে ঐরূপ গুহ্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেও তুমি আমাদিগের স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হইয়াছিলে এবং আমার আদেশানুসারে ঐ গুহ্যবিষয় প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলে। অন্য কোন দ্বিজাতি এইরূপ আমার গুহ্যবিষয় অবগত হইতে পারিলে, অনন্তকালের জন্য তাহার রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৩—৫॥

যদাঽহঞ্চ পুনস্ত্বাসং লোহিতো নাম নামতঃ।
সমকৃতেন বর্ণেন কল্পো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
তদা লোহিত মাংসাস্থিলোহিতক্ষীরসন্নিভা।
লোহিতাক্ষস্তনবতী গায়ত্রী গৌঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭ ॥
ততোঽস্য লোহিতত্বেন বর্ণস্য চ বিপর্য্যয়ে।
বামত্বাচ্চৈব যোগস্য বামদেবত্বমাগতঃ ॥ ৮ ॥
তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বয়াঽহং নিযতাত্মনা।
বিজ্ঞাতঃ শ্বেতবর্ণেন তস্মাদ্বর্ণোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ততোঽহং বামদেবেতি খ্যাতিং যাতো মহীতলে ॥ ৯ ॥
যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাস্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায় চেমাং রুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতরং বিভো ॥ ১০ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১১ ॥

তৎপরে লোহিতবর্ণ লোহিতনামক কল্পসময়ে, আমি লোহিত নাম গ্রহণ পূর্ব্বক লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া এবং প্রকৃতি গায়ত্রীও লোহিতবর্ণ মাংস, অস্থি, দুগ্ধ, স্তন ও চক্ষুর্ব্বিশিষ্টা হইয়া আবির্ভূতা হইলে, আমাদিগের বর্ণের বিপর্য্যয় এবং যোগবিমুখতা জন্য আমার বামদেবত্ব প্রাপ্তিসত্বেও তুমি আমাদিগকে অনুভব করিয়াছিলে। হে মহাসত্ত্ব! আমি চিরদিনই তোমার নিকট শ্বেতবর্ণরূপে পরিজ্ঞাত; তাই বর্ণসমূহমধ্যে শ্বেতবর্ণ-ই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যে সময়ে আমি যোগবিমুখ হইয়া বামদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদবধি পৃথিবীমধ্যে আমার বামদেব নাম প্রচারিত হইয়াছে ॥ ৬—৯ ॥

অন্য কোন দ্বিজাতিও যদি বামদেব ও গায়ত্রীমাতা রুদ্রাণীর স্বরূপ-বিজ্ঞানে তোমার ন্যায় সক্ষম হইতে পারে, তাহাকে আর রুদ্রলোক হইতে কখনও প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না ॥ ১০—১১ ॥

যদা তু পুনরেবায়ং কৃষ্ণবর্ণো ভয়ানকঃ।
মৎকৃতেন চ বর্ণেন মৎকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ১২ ॥
তত্রাঽহং কালসংকাশঃ কালো লোকপ্রকালনঃ।
বিজ্ঞাতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ ॥ ১৩ ॥
তস্মাদ্বীরত্বমাপন্নং যে মাং বেৎস্যন্তি ভূতলে।
তেষামঘোরঃ শান্তশ্চ ভবিষ্যাম্যহমব্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাদ্বিশ্বত্বমাপন্নং যে মাং পশ্যন্তি ভূতলে।
তেষাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভবিষ্যামি সদৈব তু ॥ ১৫ ॥
তস্মাচ্চ বিশ্বরূপো বৈ কল্পোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।
বিশ্বরূপা তথা চেয়ং সাবিত্রী সমুদাহৃতা ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বরূপাস্তথা চেমে সংবৃত্তা মমপুত্রকাঃ।
চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ পাদা বৈ লোকসম্মতাঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মাচ্চ সর্ব্ববর্ণত্বং প্রজাত্বং মে ভবিষ্যতি।
সর্ব্বভক্ষ্যা চ মেধ্যা চ বর্ণতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

তাহার পর কৃষ্ণনামক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক কল্পকালে আমি বিপুল পরাক্রমশালী কালসন্নিভ লোকপ্রকালন 'কালমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইলেও তোমার নিকট অপরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই ॥ ১২—১৩ ॥

পৃথিবীতলে যাহারা আমার সেই মহাবীরমূর্ত্তি অবগত হইতে পারে, আমি তাহাদিগের নিকট অনন্তকালস্থায়ী, শান্ত এবং ভীষণতাশূন্য। আর যাহারা আমার বিশ্বরূপ স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হইতে পারে, আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট সৌম্যমূর্ত্তি ও মঙ্গলময় ॥ ১৫ ॥

আমার বিশ্বরূপ ধারণের জন্যই এই কল্পের নাম 'বিশ্বরূপ', এই সাবিত্রী প্রকৃতি বিশ্বরূপা এবং আমার এই পুত্রসমূহও সর্ব্বরূপধর হইয়াছে। এই পুত্রচতুষ্টয়ই চারিপাদ বলিয়া লোকনিচয় মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে ॥ ১৬—১৭ ॥

এই কারণবশতই আমার প্রজাগণ সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বভক্ষ্য এবং বর্ণানুসারে পবিত্র হইবে ॥ ১৮ ॥

মোক্ষো ধর্ম্মস্তথার্থশ্চ কামশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
তস্মাদ্বেত্তা চ বেদ্যঞ্চ চতুর্দ্ধা বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
ভূতগ্রামাশ্চ চত্বারঃ আশ্রমাশ্চতুরস্তথা।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ ॥ ২০ ॥
তস্মাচ্চতুর্যুগাবস্থং জগদ্বৈ সচরাচরম্।
চতুর্দ্ধাঽবস্থিতঞ্চৈব চতুষ্পাদং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ভূর্লোকোঽথ ভুবো লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহস্তথা।
জনস্তপশ্চ শান্তশ্চ রুদ্রলোকাস্ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
স্বর্লোকো হি তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তু মহঃ স্মৃতঃ।
তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরস্তৎ যোগিনাং স্মৃতম্ ॥ ২৩ ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তে তদ্বিদো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুঞ্জকাঃ ॥ ২৪ ॥
যস্মাচ্চতুষ্পদা হ্যেষা ত্বয়া দৃষ্টা সরস্বতী।
তস্মাচ্চ পশবঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি চতুষ্পদাঃ।
তস্মাচ্চৈষাং ভবিষ্যন্তি চত্বারো বৈ পয়োধরাঃ ॥ ২৫ ॥

আমার এই পুত্রচতুষ্টয় হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারিপ্রকার বেত্তা ও বেদ্য, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ, চারিপ্রকার আশ্রম, ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয়, যুগসমূহের চতুর্ব্বিধ অবস্থা প্রভৃতি চরাচর সমুদায়ই চারিভাগে বিভক্ত হইবে ॥ ১৯—২১ ॥

লোকসমূহমধ্যে প্রথমতঃ ভূর্লোক, তৎপরে ভুবলোক, এইরূপ যথাক্রমে স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও শান্তলোক তৎপরে রুদ্রলোক অবস্থিত। সুতরাং স্বর্লোক তৃতীয় এবং মহর্লোক চতুর্থ; এই মহর্লোক যোগিগণেরই প্রাপ্য-স্থান। অহঙ্কার, মমতা, কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া তাঁহারা এই স্থান অবলোকন করেন ॥ ২২—২৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রথমতঃ এই সরস্বতীর চতুষ্পাদাদি দর্শন করায় পশুগণ চতুষ্পদ ও চতুঃস্তনবিশিষ্ট হইবে। আমার মুখদেশ হইতে মন্ত্রসংযুক্ত যে সোম নিঃসৃত হইয়াছে, পশুগণ সেই অমৃতস্বরূপ সোম স্তনে ধারণ করিয়া

সোমশ্চ মন্ত্রসংযুক্তো যস্মান্মম মুখাচ্চ্যুতঃ।
জীবঃ প্রাণভৃতাং ব্রহ্মন্ সর্ব্বৈঃ পীত্বা স্তনৈর্ধ্বৃতম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মাৎ সোমময়ঞ্চৈতদমৃতঞ্চৈব সংজ্ঞিতম্।
চতুষ্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতত্বঞ্চাস্য তেন তৎ ॥ ২৭ ॥
যস্মাচ্চৈবং ক্রিয়া ভূত্বা দ্বিপদা বৈ মহেশ্বরী।
দৃষ্টা পুনস্ত্বয়া চৈষা সাবিত্রী লোকভাবিনী।
তস্মাদ্বৈ দ্বিপদাঃ সর্ব্বে দ্বিস্তনাশ্চ নরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
যস্মাচ্চৈবমজা ভূত্বা সর্ব্ববর্ণা মহেশ্বরী।
দৃষ্টা ত্বয়া মহাসত্ত্বা সর্ব্বভূতধরা পরা ॥ ২৯ ॥
তস্মাত্ত্ব বিশ্বরূপত্বমজানাং বৈ ভবিষ্যতি।
অজশ্চৈব মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
অমোঘরেতাঃ সর্ব্বত্র মুখে চাস্য হুতাশনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতো মেধ্যঃ পশুরূপী হুতাশনঃ ॥ ৩১ ॥
তপসা ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
ঈশিত্বে চ শিবত্বে চ (১) সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ স্থিরম্ ॥ ৩২ ॥
রজস্তমো বিনির্মুক্তাস্ত্বক্ত্বা মানুষ্যকং ভুবি।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৩৩ ॥

জীবগণের জীবন রক্ষা করিবে। আরও সরস্বতীর শ্বেতবর্ণতা জন্য তাহারাও শ্বেতবর্ণতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫—২৭ ॥

চতুষ্পাদাদি দর্শনের পর তুমি পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে দ্বিপাদাদিবিশিষ্ট দর্শন করায়, মনুষ্যগণ দ্বিপদ ও দ্বিস্তন হইবে ॥ ২৮ ॥

অজাতা, সর্ব্বভূতধাত্রী, মহাসত্ত্বশালিনী মহেশ্বরীকে তুমি সর্ব্ববর্ণারূপে দর্শন করায় অজগণ বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে। পূতাত্মা হুতাশনদেব পশুরূপী, এজন্য অজও মহাতেজস্বী, বিশ্বরূপ, অমোঘবীর্য্য ও মুখে হুতাশনবিশিষ্ট হইবে ॥ ২৯-৩১

যে দ্বিজগণ আমায় সর্ব্বগতি এবং শক্তিমত্তা ও শিবময়ত্ব বিষয়ে সর্ব্বত্র

১। বশিত্বে। ইতি খ, গ

ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেণ বৈ দ্বিজাঃ।
প্রণম্য প্রবতো ভূত্বা পুনরাহ পিতামহঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশ্বরূপ মহেশ্বর।
ইমাস্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিশ্বরূপ মহাসত্ত্ব কস্মিন্ কালে মহাভুজ।
কস্যাং বা যুগসম্ভূত্যাং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা।
তনবস্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

ভগবানুবাচ।

তপসা নৈব যোগেন দানধর্ম্মফলেন বা।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রতুভির্বা সদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্বাপি ন চিত্তেন নিবেদনৈঃ।
শক্যোঽহং মানুষৈর্দ্রষ্টুং ঋতে ধ্যানাৎ পরং ন হি ॥ ৩৯ ॥

স্থির দেখিতে পান, তাঁহারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক রজঃ ও তমোগুণ-বিমুক্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য আমার সমীপে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযতচিত্তে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিশ্বরূপধর দেবদেবাধিপতি ভগবন্ মহেশ! কোন্ যুগাবসরে তত্ত্বযোগ, ধ্যানযোগ বা অন্যবিধ কোন্ যোগদ্বারা দ্বিজাতিগণ তোমার এই ত্রিলোকবন্দিত মূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিতে পারিবে? অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! একমাত্র ধ্যানযোগব্যতিরেকে, অপর তপস্যা, যোগ, দানফল, তীর্থফল, সদক্ষিণ যজ্ঞফল, বেদাধ্যয়ন বা চিত্ত-নিবেদন প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারাই মনুষ্যগণ আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ কেবল ধ্যান দ্বারাই দ্বিজাতিগণ আমার দর্শনলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ - ৩৯ ॥

সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ভবিষ্যতীহ নাম্না তু বারাহো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪০ ॥
চতুর্বাহুশ্চতুঃষ্পাদশ্চতুর্নেত্রশ্চতুর্মুখঃ।
তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি।
ষড়ঙ্গশ্চ ত্রিশীর্ষশ্চ ত্রিস্থানে ত্রিশরীরবান্ ॥ ৪১ ॥
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
এতস্য পাদাশ্চত্বারঃ অঙ্গানি ক্রতবস্তথা ॥ ৪২ ॥
ভুজাশ্চ বেদাশ্চত্বারো ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ।
দ্বে মুখে দ্বে চ অয়নে নেত্রাশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৪৩ ॥
শিরাংসি ত্রীণি পর্ব্বাণি ফাল্গুন্যাষাঢ়কৃত্তিকাঃ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি ত্রীণি স্থানানি যানি তু।
সম্ভবঃ প্রলয়শ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥ ৪৪ ॥
স যদা কালরূপাভো বরাহত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥
তদা ত্বমপি দেবেশ চতুর্দংষ্ট্রো ভবিষ্যসি।
ব্রহ্মলোকনমস্কার্য্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিভুবনেশ্বর সাধ্যনামক নারায়ণ বিষ্ণু এই কল্পে বরাহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, ঐ নামেই বিখ্যাত হইবেন। তৎকালে ভগবান্ নারায়ণ সম্বৎসর, চতুর্ব্বাহু, চতুষ্পাদ, চতুর্নেত্র ও চতুর্ম্মুখ হইয়া ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ এবং ত্রিলোকব্যাপী শরীরদ্বারা যজ্ঞরূপ পরিগ্রহ করিবেন ॥ ৪০—৪১ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ তাঁহার চারিপদ; যজ্ঞসমূহ তাঁহার অঙ্গ; চতুর্ব্বেদ তাঁহার ভুজ স্বরূপ; ঋতুগণ তাঁহার সন্ধিমুখ; অয়নদ্বয় তাঁহার চতুর্নেত্রস্বরূপ; ফাল্গুনী, আষাঢ়া ও কৃত্তিকা, এই পর্ব্বত্রয় তাঁহার মস্তকত্রয়; দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম, এই তিনটি তাঁহার স্থান এবং উৎপত্তি ও প্রলয়, এই দুইটি তাঁহার আশ্রম ॥ ৪২-৪৪ ॥

অনন্তশক্তিমান্ সাধ্যরূপী নারায়ণ, বিষ্ণু যখন কালরূপসদৃশ এই

একার্ণবে প্লবে চৈব শয়ানং পুরুষং হরিম্।
যদা দ্রক্ষ্যসি দেবেশং ধ্যানযুক্তং মহামুনিম্ ॥ ৪৭ ॥
তদাবাং মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥
একৈকস্যোদরস্থাংস্তু দৃষ্ট্বা লোকাংশ্চরাচরান্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ধ্যানাৎ বুদ্ধা তু মানুষৌ ॥ ৪৯ ॥
ততস্ত্বং পদ্মসম্ভূতঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
পদ্মাঙ্কিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং যাস্যসি পুষ্কলাম্ ॥ ৫০ ॥
ততস্তস্মিন্ তদা কল্পে বারাহে সপ্তমে প্রভোঃ।
পুনর্বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ।
মনুর্বৈবস্বতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥
তদা চতুর্যুগাবস্থে কল্পে তস্মিন্ যুগান্তকে।
ভবিষ্যামি শিখাযুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ ॥ ৫২ ॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ছাগলে পর্ব্বতোত্তমে।
চতুঃশিষ্যাঃ শিবে যুক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম ॥ ৫৩ ॥

বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন, হে দেবেশ্বর!' তখন তুমিও ব্রহ্মলোকপূজনীয় চতুর্ম্মুখরূপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥

তৎপরে পুনর্ব্বার পৃথিবী একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে, যখন তুমি পরম পুরুষ, মহামুনি হরিকে অর্ণবোপরি শয়ান হইয়া ধ্যাননিমগ্ন দর্শন করিবে; তখন তুল্যশক্তিশালী উভয়েই তোমরা আমার যোগবলে মুগ্ধ ও নষ্টজ্ঞান হইয়া, প্রলয়জ্ঞান বিস্মরণপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের উদর মধ্যে চরাচর লোকনিকর দর্শনে বিস্মিত হইয়া উঠিবে এবং ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃত-জ্ঞানে সামর্থ্য লাভ করিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তৎপরে তুমি নিত্য পুরুষ হইলেও, পদ্মনাভ পদ্মাঙ্কিত মূর্ত্তিতে পদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অনন্তকালস্থায়ী খ্যাতি লাভ করিবে ॥ ৫০ ॥

অতঃপর এই বারাহ নামক সপ্তমকল্পেই লোককর্ত্তা মহাতেজাঃ বিষ্ণু পুনর্ব্বার বৈবস্বতমনুনামে তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং

শ্বেতশ্চৈব শিখশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৫৪ ॥
ততস্তে ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা দৃষ্ট্বা ব্রহ্মগতিং পরাং।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৫৫ ॥
পুনস্তু মম দেবেশো দ্বিতীয়দ্বাপরে প্রভুঃ।
প্রজাপতির্যদা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
তদা লোকহিতার্থায় সুতারো নাম নামতঃ (১)।
ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ লোকানুগ্রহকারণাৎ (২) ॥৫৭॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নামনামতঃ।
দুন্দুভিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ ক্রতুমাংস্তথা ॥ ৫৮ ॥
প্রাপ্য যোগং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্ (৩)।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৫৯ ॥

সেই কল্পেই আমিও হিমালয় শিখরস্থ ছাগল নামক রমণীয় পর্ব্বতদেশে, শ্বেত নামক শিখাযুক্ত মহামুনিরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। শ্বেত, শিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিত নামক শিবপরায়ণ বেদপারগ মহাত্মা ও ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় আমার চারিটি শিষ্য হইবে। ৫১—৫৪ ॥

যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞানশালী সেই সমস্ত শিষ্যগণ, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মগতি দর্শন করিয়া, অক্ষয়কালের জন্য পরব্রহ্মে লীন হইবে ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর সময়ে প্রজাপতি ব্যাস সত্য নামে বিখ্যাত হইলে, আমিও সেই কালসমীপবর্ত্তী যুগকালে, লোকসমূহের হিত কামনায় তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সুতার নামে অবতীর্ণ হইব ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তৎকালেও আমার দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতুমান্ নামক পুত্র চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়া, যোগবলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি-পরিশূন্য রুদ্রলোকে গমন করিবে ॥ ৫৮—৫৯ ॥

১। স্বধারো নাম নামতঃ। ইতি খ, গ।

২। ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ শিষ্যানুগ্রহকাময়া। ইতি খ, গ।

৩। তথা ব্রহ্ম চ ভূতলে। ইতি ক, গ।

চতুর্থে দ্বাপরে চৈব যদাব্যাসোঽঙ্গিরাঃ স্মৃতঃ (১)।
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি সুহোত্রো নামনামতঃ ॥ ৬০ ॥
তত্রাপি মম সংপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ (২)।
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬১ ॥
সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব দুর্দ্দমো দুরতিক্রমঃ।
প্রাপ্য যোগগতিং সূক্ষ্মাং বিমলা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥
পঞ্চমে দ্বাপরে চৈব ব্যাসস্তু সবিতা যদা।
তদা চাপি ভবিষ্যামি কঙ্কো নাম মহাতপাঃ।
অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ ॥ ৬৩ ॥
চত্বারস্তু মহাভাগা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ।
পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬৪ ॥

চতুর্থ দ্বাপরে যখন অঙ্গিরা নামক ব্যাসের উৎপত্তি হইবে, সেই সময়ে আমিও সুহোত্র নামে আবির্ভূত হইব ॥ ৬০ ॥

তৎকালেও আমার সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম ও দুরতিক্রম নামক যোগপরায়ণ, তপোনিরত, দৃঢ়ব্রত এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ চারিটি সৎপুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহারা ও পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া বিমলান্তঃকরণে সূক্ষ্মযোগগতি প্রাপ্তিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোকে গমন করিবেন ॥ ৬১—৬২ ॥

সবিতা নামক ব্যাসের অধিকারকাল পঞ্চম দ্বাপরে আমি কঙ্কনামে উৎপন্ন হইয়া, লোকসমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য বহু কর্ম্মশীল, যোগাচারী ও তপোনিরত হইব ॥ ৬৩ ॥

তখনও আমার সনক, সনন্দন, ঋভু ও সনৎকুমার নামক শুদ্ধ যোনিজাত, মহাভাগ্যশীল রজোগুণপরিশূন্য দৃঢ়ব্রত পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া,

১। ব্যাসো নামাঙ্গিরঃ স্মৃতঃ। ইতি ক, খ।
২। তত্রাপি মম তে পুত্রা। ইতি খ।

সনঃ সনন্দনশ্চৈব প্রভুর্যশ্চ সনাতনঃ।
ঋভুঃ সনৎকুমারশ্চ (১) নির্ম্মমা নিরহংকৃতাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৫ ॥
পরিবৃত্তে পুনঃ ষষ্ঠে মৃত্যুর্ব্যাসো যদা বিভুঃ।
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি লোকাক্ষির্নামনামতঃ ॥ ৬৬ ॥
শিষ্যাশ্চ মম তে দিব্যা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥ ৬৭ ॥
সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপা দ্রব এব চ (২)।
যোগাত্মানো মহাত্মানস্তে সর্ব্বে দগ্ধকিল্বিষাঃ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
সপ্তমে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ।
বিভুর্নাম মহাতেজাঃ পূর্ব্বমাসীচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৬৯ ॥
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে।
জৈগীষব্যেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং বরঃ ॥ ৭০ ॥

নির্ম্মম এবং নিরহঙ্কার অবস্থায় যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক মৎসমীপে গমন করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিবে ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ষষ্ঠ দ্বাপরে ব্যাস মৃত্যুনাম পরিগ্রহ করিলে, আমি পুনর্ব্বার লোকাক্ষি নামে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে আমার সুধামা, বিরজ, শঙ্খপা ও দ্রবনামক যোগাচারী দৃঢ়ব্রত মহাভাগ্যবান্ লোকপ্রিয় চারিটি শিষ্য উৎপন্ন হইয়া, যোগাচার জন্য তাঁহারা পাপসমূহের বিনাশসাধনপূর্ব্বক পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৬—৬৮ ॥

কলিযুগ সমীপস্থ সপ্তম দ্বাপর সময়ে ব্যাস শতক্রতু নাম গ্রহণ করিলে, আমিও পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়া যোগিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য নামে বিখ্যাত হইব

১। বিভুঃ সনৎকুমারশ্চ।' ইতি খ।
২। সমাধা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাদ্রজস্তথা। ইতি খ।

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে তদা।
সারস্বতঃ সুমেধশ্চ বসুবাহঃ সুবাহনঃ ॥ ৭১ ॥
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাশ্রিতাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৭২ ॥
বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে ব্যাসঃ পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতি।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মুনিঃ।
বাগ্বলিশ্চ মহাযোগী সর্ব্ব এব মহৌজসঃ ॥ ৭৩ ॥
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দগ্ধকল্মষাঃ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৭৪ ॥
পরিবর্ত্তেঽপ নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা।
তদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥ ৭৫ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ॥ ৭৬ ॥
পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবোঽঙ্গিরাস্তথা।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৭৭ ॥
সর্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ যোগেনক্তেন তপস্বিনঃ।
ধ্যানমার্গং সমাসাদ্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥ ৭৮ ॥

এই সময়েও আমার সারস্বত, সুমেধ, বসুবাহ ও সুবাহন নামক পুত্রচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক অন্তিমে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৯—৭২ ॥

অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, এই সময়ে আমার কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাগ্বলিনামক মহত্তেজঃসম্পন্ন মহাযোগী পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়া, মাহেশ্বরযোগ এবং ধ্যানবলে পাপরাশির বিনাশসাধনপূর্ব্বক অন্তিমে অনন্তকালের জন্য আমার নিকট গমন করিবে ॥ ৭৩—৭৪ ॥

নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাবকালে, আমি ঋষভ নামে আবির্ভূত হইব। তৎকালে আমার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা

দশমে দ্বাপরে ব্যাসস্ত্রিধামা নাম নামতঃ।
যদা ভবিষ্যতি বিপ্রস্তদাঽহং ভবিতা পুনঃ॥ ৭৯॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে।
নাম্না ভৃগোস্তু শিখরস্তস্মাত্তচ্ছিখরং ভৃগুঃ॥ ৮০॥
তত্রৈব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপোধনঃ॥ ৮১॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগসমন্বিতাঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা দগ্ধকল্মষাঃ॥ ৮২॥
একাদশে দ্বাপরে তু ত্রিবৃদ্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি গঙ্গাদ্বারে কলের্ধুরি॥ ৮৩॥
উগ্রা নাম মহানাদাস্তত্রৈব মম পুত্রকাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহৌজস্কাঃ সুব্রতা লোকবিশ্রুতাঃ॥ ৮৪॥

নামক বেদপারগ মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানশালী পুত্রচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়া তপশ্চাচরণ ও অভিশপ্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক অন্তিমে পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ৭৫—৭৮॥

দশম দ্বাপরে ত্রিধামা নামক বিপ্র ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইলে, আমিও পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে ভৃগুনামে প্রাদুর্ভূত হইব। মদীয় ভৃগুনামানুসারেই সেই শিখর 'ভৃগু' নামে অভিহিত। এই সময়ে বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামক যোগাচারী দৃঢ়ব্রত মহাত্মা পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়া, তপস্যা ও ধ্যানবলে পাপসমূহের বিনাশসাধনপূর্ব্বক অন্তিমে রুদ্রলোকে গমন করিবে॥ ৭৯—৮২॥

একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃৎ ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি গঙ্গাদ্বারে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে আমার লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক নামা উগ্রমূর্ত্তি মহানাদযুক্ত, মহত্তেজঃসম্পন্ন সদাচারী ত্রিলোকবিখ্যাত

লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায়সংস্থিতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৮৫ ॥
দ্বাদশে পরিবর্ত্তে তু শততেজা মহামুনিঃ।
ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো ব্যাসঃ কবিবরোত্তমঃ ॥ ৮৬ ॥
ততোঽপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রির্নাম যুগান্তিকে।
হৈমকং বনমাসাদ্য যোগমাস্থায় ভূতলে ॥ ৮৭ ॥
অত্রাপি মম তে পুত্রা ভস্মস্নানানুলেপনাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৮৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যঃ সর্ব্বস্তথৈব চ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥ ৮৯ ॥
ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
ধর্ম্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা যদা ॥ ৯০ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালির্নাম মহামুনিঃ।
বালিখিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৯১ ॥

পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া, রুদ্রলোককামনায় মাহেশ্বর-যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাসময়ে পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে ॥ ৮৩—৮৫ ॥

দ্বাদশ দ্বাপরে মহাসত্ত্বশালী মহামুনি শততেজা, কবিপ্রবর ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি অত্রি নামে আবির্ভূত হইয়া হৈমকবনে যোগাচরণ করিব। তখনও আমার স্নানান্তে ভস্মানুলেপনাদিযুক্ত সদাচারী ও যোগবিৎ সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব্বনামক পুত্রগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ধ্যানযোগবলে যথাসময়ে রুদ্রলোকপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৬—৮৯ ॥

ত্রয়োদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে ধর্ম্মনারায়ণের উৎপত্তিকালে, আমি গন্ধমাদন-পর্ব্বতস্থ বালিখিল্যগণের পবিত্র আশ্রম সমীপে মহামুনি বালি নামে আবির্ভূত হইব। সুধামা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামক আমার তপোনিরত

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো বিরজাস্তথা ॥ ৯২ ॥
মহাযোগবলোপেতা (১) বিমলা ঊর্দ্ধরেতসঃ।
তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
যদা ব্যাসঃ সুরক্ষণঃ পর্য্যয়ে তু চতুর্দ্দশে।
তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ৯৪ ॥
বনে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠে গৌতমো নাম যোগবিৎ।
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্‌ ॥ ৯৫ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তথা।
অত্রিরুগ্রতপাশ্চৈব শ্রাবণোঽথ স্রবিষ্টকঃ ॥ ৯৬ ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥ ৯৭ ॥
ততঃ প্রাপ্তে পঞ্চদশে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
আরুণিস্তু যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভুঃ ॥ ৯৮ ॥

পুত্রগণও তখন অবতরণপূর্ব্বক, মহাযোগবলে বিমলান্তঃকরণ ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া, যোগমার্গানুসারেই রুদ্রলোকে পুনঃ প্রস্থান করিবে ॥ ৯০—৯৩ ॥

চতুর্দ্দশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে সুরক্ষণের আবির্ভাব হইলে, আমি অঙ্গিরা ঋষির পবিত্রবনে গৌতম নামে উৎপন্ন হইয়া যোগাচরণ করিব। আমার নামানুসারে সেই পবিত্র বনের নামও গৌতম হইবে। কলিকালে আমার অত্রি, উগ্রতপা, শ্রাবণ ও স্রবিষ্টক নামক ধ্যানযোগপরায়ণ যোগাচারী মহাত্মা পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায়ই অন্তিমে রুদ্রলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৪—৯৭ ॥

অতঃপর পঞ্চদশদ্বাপর পরিবর্ত্তিত হইলে, যখন আরুণি ঋষি ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইবেন, দ্বিজগণ! তখন আমিও বেদশিরা

১। মম যোগবলোপেতা। ইতি ক।

তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নাম্না বেদশিরা দ্বিজাঃ।
তত্র বেদশিরা নাম অস্ত্রন্তৎ পারমেশ্বরম্ ॥ ৯৯ ॥
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যং বেদশীর্ষশ্চ পর্ব্বতঃ।
হিমবৎ পৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোত্তমে ॥ ১০০ ॥
তদাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ ॥ ১০১ ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চোর্দ্ধরেতসঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকং গতাস্তু তে ॥ ১০২ ॥
ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু যোসঞ্জ নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ ॥ ১০৩ ॥
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ।
তস্মাদ্ভবিষ্যতে পুণ্যং গোকর্ণ নাম তদ্বনং ॥ ১০৪ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
কশ্যপো হ্যুশনাশ্চৈব চ্যবনোঽথ বৃহস্পতিঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরং পদম্ ॥ ১০৫ ॥

নামে অবতীর্ণ হইব। আমার সেই জন্মভূমি মধ্যে বেদশিরানামক মহাবীর্য্যশালী পারমেশ্বর অস্ত্র এবং হিমালয়পৃষ্ঠে সরস্বতী সমীপে বেদশীর্ষ নামক একটি পর্ব্বতও প্রাদুর্ভূত হইবে। এই সময়ে কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক নামক আমার ব্রহ্মনিষ্ঠ ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাত্মা পুত্রগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া, যোগানুষ্ঠান ও তপস্যাচরণপূর্ব্বক যথাসময়ে রুদ্রলোকে অবস্থিতি লাভ করিবে ॥ ৯৮—১০২ ॥

ষোড়শ দ্বাপরকালে যখন যোসঞ্জ নামক ব্যাস আবির্ভূত হইবেন, তখন আমিও গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হইব। তদনুসারে সেই জন্মক্ষেত্র বনও গোকর্ণ নামে বিখ্যাত হইবে। আমার এই কালোৎপন্ন তেজস্বী পুত্রগণের নাম কশ্যপ,

ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নাম্না দেবকৃতঞ্জয়ঃ॥ ১০৬॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গুহাবাসীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে চৈব মহাতুঙ্গে মহালয়ে।
সিদ্ধিক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ভবিষ্যতি মহালয়ং॥ ১০৭॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মণ্যা যোগবেদিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো মর্ম্মজ্ঞা নিরহঙ্কৃতাঃ॥ ১০৮॥
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহালয়ঃ।
তেষাং শতসহস্রন্তু শিষ্যাণাং ধ্যানসাধনম্॥ ১০৯॥
ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সর্ব্বে তে ধ্যানযুঞ্জকাঃ।
তে তু সন্নিহিতা যোগে হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্।
মহালয়পদং ক্ষিপ্ত্বা প্রবিষ্টা শিবমব্যয়ম্॥ ১১০॥
যে চান্যেঽপি মহাত্মানঃ কালে তস্মিন্ যুগান্তিকে।
ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥ ১১১॥

উশনাঃ, চ্যবন ও বৃহস্পতি। ইঁহারাও পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া পরমপদের অধিকার লাভ করিবে॥ ১০৩—১০৫॥

সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে দেব কৃতঞ্জয়ের উৎপত্তি হইলে, আমি হিমালয়-শিখরস্থ অত্যুচ্চ মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে সেই মহালয় মহাপুণ্যপ্রদ সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে কীর্ত্তিত হইবে। উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামক আমার তাৎকালিক পুত্রগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মবাদী যোগজ্ঞ মহাত্মা মর্ম্মজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃত হইবে এবং তাহাদের শিষ্যগণ বহুবিধ ধ্যানাচরণে প্রবৃত্ত থাকিবে। ঐ পুত্রচতুষ্টয় ধ্যানযোগে হৃদয় মধ্যে মহেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহালয়পদ (প্রলয়কালে বিনশ্বর) সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অব্যয় শিবলোকে প্রস্থান করিবে॥ ১০৬—১১০॥

সেই কল্পে অন্য কোন মহাত্মাও মহালয়স্থানে গমন করিয়া এইরূপ ধ্যানযোগে মহেশ্বরপদ দর্শনপূর্ব্বক নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইতে

গত্বা মহালয়ং পুণ্যং দৃষ্ট্বা মাহেশ্বরং পদং।
তূর্ণং তারয়তে জন্তূন্ দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্॥ ১১২॥
আত্মানমেকবিংশঞ্চ তারয়িত্বা মহার্ণবম্।
মম প্রসাদাৎ যাস্যন্তি রুদ্রলোকং গতজ্বরাঃ (১)॥ ১১৩॥
ততোঽষ্টাদশমে চৈব পরিবর্ত্তে যদা ভবেৎ।
তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা মুনিঃ (২)॥ ১১৪॥
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নামনামতঃ।
সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপূজিতে॥ ১১৫॥
হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পর্ব্বতঃ।
শিখণ্ডিনো বনঞ্চাপি ঋষিসিদ্ধনিষেবিতাঃ॥ ১১৬॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
বাচশ্রবা ঋচীকশ্চ শাবাসশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ (৩)॥ ১১৭॥
যোগাত্মানো মহাসত্ত্বাঃ সর্ব্বে তে বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে॥ ১১৮॥

পারিলে, তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তী দশপুরুষ, পরবর্ত্তী দশপুরুষ এবং স্বয়ং এই একবিংশতি পুরুষকে ভবরূপ মহা সমুদ্র হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক আমার অনুগ্রহে অহংকারশূন্য হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে॥ ১১১—১১৩॥

অষ্টাদশদ্বাপরে ঋতঞ্জয় নামক ঋষি ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি হিমালয়-শিখরস্থ দেবদানবপূজিত মহাপুণ্য সিদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শিখণ্ডী নামক পর্ব্বত অবস্থিত আছে সেখানে শিখণ্ডীনামে অবতীর্ণ হইব। এই শিখণ্ডী পর্ব্বতস্থিত বনে ঋষি ও সিদ্ধসমূহ বাস করিয়া থাকেন। তৎকালে আমার বাচঃশ্রবা, ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামক মহাসত্ত্বশালী তপোনিরত পুত্রগণের

১। রুদ্রলোকং গতজ্বরা। তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যাং মহামুনিঃ। ইতি গ।
২। ততোঽষ্ট দেশে চৈব পরিবর্ত্তে যথাবভৌ। যদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যোমস্তু ভবিতা মুনিঃ।
৩। বাচঃশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ। ইতি খ, ঘ।

ততস্ত্বেকোনবিংশেতু পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু ভবিতা নাম্না ভরদ্বাজো মহামুনিঃ॥ ১১৯॥
তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়ুর্যত্র পর্ব্বতঃ॥ ১২০॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
হিরণ্যনামা কৌশিল্যঃ কাক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা॥ ১২১॥
ঈশ্বরা যোগধর্ম্মাণঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১২২॥
ততো বিংশতি মে সর্গে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচঃশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহামতিঃ॥ ১২৩॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হ্যট্টহাসেতি নামতঃ।
অট্টহাসপ্রিয়াশ্চাপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ॥ ১২৪॥
তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে সিদ্ধচারণসেবিতে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
যুক্তাত্মানো মহাসত্ত্বা ধ্যানিনো নিয়তব্রতাঃ॥ ১২৫॥

আবির্ভাব হইবে, তাহারা মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাসময়ে রুদ্রলোকে অবস্থানপ্রাপ্ত হইবে॥ ১১৪—১১৮॥

ঊনবিংশ দ্বাপরে মহামুনি ভরদ্বাজ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তৎকালে আমিও হিমালয়শিখরস্থ রমণীয় জটায়ুপর্ব্বতে জটামালী নামে আবির্ভূত হইব। তখন আমার হিরণ্য, কৌশিল্য, কাক্ষীব ও কুথুমি নামক ঊর্দ্ধরেতাঃ যোগধর্ম্মী মহত্তেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ অবতীর্ণ হইয়া, মাহেশ্বরযোগবলে পুনর্ব্বার রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ১১৯—১২২॥

বিংশতিদ্বাপরে মহামতি বাচঃশ্রবা ব্যাস নাম গ্রহণ করিলে, আমি হিমালয়শিখরস্থ, সিদ্ধচারণনিষেবিত পূর্ব্বোক্ত স্থানে-ই অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে মানবমাত্রেই অট্টহাসপ্রিয় হইবে। এই সময়ে সুমন্ত, বর্ব্বরি, সুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামক মহাসত্ত্বশালী মহাতেজস্বী নিয়ত-

সুমন্তুর্বর্ব্বরির্বিদ্বান্ সুবন্ধুঃ কুশিকন্ধরঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় তে গতাঃ॥ ১২৬॥
একবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচস্পতিঃ স্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ॥ ১২৭॥
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি দারুকো নাম নামতঃ।
তস্মাৎ ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদারুবনং মহৎ॥ ১২৮॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
প্লক্ষো দাক্ষায়ণিশ্চৈব কেতুমালী বকস্তথা॥ ১২৯॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো নিয়তা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
পরমং যোগমাস্থায় রুদ্রং প্রাপ্তাস্তথানঘাঃ॥ ১৩০॥
দ্বাবিংশে পরিবর্ত্তে তু ব্যাসঃ শুক্লায়নো যদা।
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যাং মহামুনিঃ॥ ১৩১॥
নাম্না বৈ লাঙ্গলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি মাং কলৌ তস্মিন্নবতীর্ণং হলায়ুধম্॥ ১৩২॥

ব্রত, এবং ধ্যানযোগপরায়ণ আমার পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগাচরণপূর্ব্বক অন্তিমে রুদ্রলোকে গমন করিবে॥ ১২৩—১২৬॥

একবিংশ কল্পে ঋষিশ্রেষ্ঠ বাচস্পতি ব্যাস হইবেন এবং আমিও তখন পবিত্রতম বিশাল দেবদারুবনে দারুক নামে অবতীর্ণ হইব। আমার ঊদ্ধরেতাঃ অতিতেজস্বী, যোগপরায়ণ মহাত্মা পুত্রগণ তখন প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বকনামে আবির্ভূত হইয়া, পরম যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্পাপ অবস্থায় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ১২৭—১৩০॥

দ্বাবিংশ কল্পে শুক্লায়ন ঋষি ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি বারাণসী ক্ষেত্রে লাঙ্গলী ভীম নামে অবতীর্ণ হইব। ইন্দ্রাদি দেবগণ কলিকালে আমার এই মূর্ত্তিকেই হলায়ুধরূপী দর্শন করিবেন। এই সময়জাত আমার

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকঃ।
তুল্যার্চ্চির্মধুপিঙ্গাক্ষঃ শতকেতুস্তথৈব চ ॥ ১৩৩ ॥
তেপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানপরায়ণাঃ।
বিরজা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ ॥ ১৩৪ ॥
পরিবর্ত্তে ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দুর্যদা মুনিঃ।
ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মন্ তদাহং ভবিতা পুনঃ ॥ ১৩৫ ॥
শ্বেতো নাম মহাকায়ো মুনিপুত্রঃ সুধার্ম্মিকঃ।
তত্র কালং জরিষ্যামি তদা গিরিবরোত্তমে ॥ ১৩৬ ॥
তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্ব্বতঃ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ॥ ১৩৭ ॥
উসিজো বৃহদুক্থ্যশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং গতা হি তে ॥ ১৩৮ ॥
পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষো ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তত্রাহহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে ॥ ১৩৯ ॥

পুত্রগণের নাম সুধার্ম্মিক, তুল্যার্চি, মধুপিঙ্গাক্ষ ও শতকেতু। তাহারা মাহেশ্বর যোগ ও মাহেশ্বর ধ্যানাচরণ দ্বারা পাপশূন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে ॥ ১৩১—১৩৪ ॥

ত্রয়োবিংশ কল্পে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, আমি শ্বেত নাম ধারণ করত মহাকায় ও ধর্ম্মশীল হইয়া মুনিপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। আমি যে পর্ব্বতে কালহরণ করিব, সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ তজ্জন্যই কালঞ্জর নামে বিখ্যাত হইবে। এইকালে আমার মহাতেজস্বী পুত্রগণ উসিজ, বৃহদুক্থ্য, দেবল ও কবি নামে আবির্ভূত হইয়া মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে ॥ ১৩৫—১৩৮ ॥

কলিসন্নিহিত চতুর্ব্বিংশদ্বাপরে ঋক্ষ ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি যোগিজনপূজিত নৈমিষক্ষেত্রে মহাযোগী শূলী নামে আবির্ভূত হইব। তৎকালে

শূলীনাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবন্দিতে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ॥ ১৪০॥
শালিহোত্রোঽগ্নিবেশ্যশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ।
তেঽপি যোগবলোপেতা রুদ্রং যাস্যন্তি সুব্রতাঃ॥ ১৪১॥
পঞ্চবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে যথাক্রমম্।
বাশিষ্ঠস্তু যদা ব্যাসঃ শক্তির্নাম ভবিষ্যতি॥ ১৪২॥
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভুঃ।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপূজিতম্॥ ১৪৩॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমাগতাঃ।
যোগাত্মানো মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ॥ ১৪৪॥
ছগলঃ কুম্ভকর্ণাশ্যঃ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহুকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে॥ ১৪৫॥
ষড়্‌বিংশে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ।
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি সহিষ্ণুর্নাম নামতঃ॥ ১৪৬॥

আমার তপঃপরায়ণ পুত্রগণ শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া, যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক যোগবলে পুনর্ব্বার তাহারা রুদ্রলোকে গমন করিবে॥ ১৩৯—১৪১॥

যথাক্রমে পঞ্চবিংশ দ্বাপর পরিবর্ত্তিত হইলে, বশিষ্ঠতনয় শক্তি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন। আমিও তখন দেবপূজিত কোটিবর্ষ নামক নগরে দণ্ডধারী মুণ্ডীশ্বর নামে আবির্ভূত হইব। এই সময়ে আমার ঊর্দ্ধরেতাঃ যোগপরায়ণ মহাত্মা পুত্রগণ ছগল, কুম্ভকর্ণাশ্য, কুম্ভ ও প্রবাহুক নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মাহেশ্বর লোকে প্রস্থান করিবে॥ ১৪২—১৪৫॥

ষড়্‌বিংশ দ্বাপরে পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি সেই কলি সমীপবর্ত্তী সময়ে রুদ্রবট নামক স্থানে সহিষ্ণু নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আবি

পুণ্যং রুদ্রবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৪৭ ॥
উলূকো বৈদ্যুতশ্চৈব সর্ব্বকঃ হ্যাশ্বলায়নঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গন্তারস্তে তথৈব হি ॥ ১৪৮ ॥
সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥ ১৪৯ ॥
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫০ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥ ১৫১ ॥
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতাঃ ॥ ১৫২ ॥
অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুর্লোক পিতামহঃ ॥ ১৫৩ ॥

ভূর্ত হইব। উলূক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামক আমার পরম ধার্ম্মিক পুত্র চতুষ্টয় তখন উৎপন্ন হইয়া, মাহেশ্বর যোগাচরণপূর্ব্বক রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৬—১৪৮ ॥

সপ্তবিংশতিদ্বাপরে তপস্বী জাতূকর্ণ ব্যাসরূপ পরিগ্রহণ করিলে, আমি প্রভাসতীর্থে যোগনিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা নামে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইব। আমার এই সময় জাত যোগাত্মা তপোনিরত পুত্রগণের নাম—অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস। ইহারা যোগাচার দ্বারা মহাত্মা ও বিমল বুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বর যোগবলে রুদ্রলোকে গিয়া অবস্থান করিবে ॥ ১৪৯—১৫২ ॥

অতঃপর ক্রমানুসারে অষ্টাবিংশদ্বাপর পরিবর্ত্তিত হইলে, লোক পিতামহ শ্রীমান্ বিষ্ণু পরাশর ঋষির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া, দ্বৈপায়ন নাম গ্রহণপূর্ব্বক

যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
বসুদেবাৎ যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি॥ ১৫৪॥
তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া।
লোকবিস্ময়নার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ॥ ১৫৫॥
শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্ট্বা লোকমনাথকম্।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া॥ ১৫৬॥
দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ বিষ্ণুনা।
ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্ নকুলী নামনামতঃ॥ ১৫৭॥
কায়ারোহণমিত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ বৈ তদা।
ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং যাবদ্ভুমির্ধারিষ্যতি॥ ১৫৮॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ।
কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ট এব চ॥ ১৫৯॥
যোগযুক্তা মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ১৬০॥

ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বসুদেবগৃহে ষষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব নামে আবির্ভূত হইবেন। আমিও তখন প্রথমতঃ লোকবিস্ময়ের জন্য যোগমায়ার সহিত যোগাত্মা ব্রহ্মচারিরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। তৎপরে হে ব্রহ্মন্! শ্মশানত্যক্ত অনাথ মৃত লোকদিগকে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় যোগমায়া, তুমি ও বিষ্ণুর সহিত পবিত্র দিব্য মেরুগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নকুলী নামে জন্মপরিগ্রহণ করিব॥ ১৫৩—১৫৭॥

যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন সেই নকুলী মূর্ত্তির অধিকৃত স্থানসমূহ কায়ারোহণ নামে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে॥ ১৫৮॥

তৎকালজাত আমার কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্ট নামক ব্রাহ্মণজাতীয়, বেদপারগ, যোগনিষ্ঠ, মহাত্মা, তপঃপরায়ণ পুত্রগণ মাহেশ্বর যোগবলে বিমল

ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্।
মন্বাদি কৃষ্ণপর্য্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ।
তত্র স্মৃতিসমূহানাং বিভাগো ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৬১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শার্ব্বস্তবম্।

বায়ুরুবাচ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চেতি চতুর্যুগম্॥ ১
এতৎ সহস্রপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
যামাদ্যাস্তু গণাঃ সপ্ত রোমবন্তশ্চতুর্দ্দশ॥ ২॥
সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহানুগাঃ।
এবং দেবেষতীতেষু মহর্লোকাজ্জনং তপঃ॥ ৩॥

ও উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রলোকে অবস্থিতি লাভ করিবে॥ ১৫৯—১৬০॥

এইরূপে যথাক্রমে আমি অষ্টাবিংশ যুগের মনু হইতে কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অবতারগণের লক্ষণ বর্ণন করিলাম। এই সকল যুগকালে স্মৃতিসমূহের বিভাগানুসারে ধর্ম্মলক্ষণ নিশ্চয় করিতে হইবে॥ ১৬১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ত্রয়োবিংশোধ্যায়॥ ২৩॥

বায়ু কহিলেন,—মুনিগণ এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও তিষ্য (কলি) নামক চারিটি যুগ নির্দ্দেশ করেন॥ ১॥

এই সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিন সংখ্যা, তৎপরিমিতকাল রোম-

মন্বন্তরেষতীতেষু দেবাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ।
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্॥ ৪॥
সমেত্য দেবৈস্তে দেবাঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা।
মহর্লোকং পরিত্যজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ॥ ৫॥
ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা।
শূন্যেষু তেষু লোকেষু মহোঽন্তেষু ভুবাদিষু।
দেবেষথ গতেষূর্দ্ধং কল্পবাসিষু বৈ জনম্॥ ৬॥
তৎ সংহৃত্য ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিগণদানবান্।
সংস্থাপয়তি বৈ সর্ব্বান্ দাহবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে॥ ৭॥
যোঽতীতঃ সপ্তমঃ কল্পো ময়া বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্গাঢ়মেকীভূতৈর্মহার্ণবৈঃ।
আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্॥ ৮॥
মায়য়ৈকার্ণবে তস্মিন্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
জীমূতাভোঽম্বুজাক্ষশ্চ কিরীটী শ্রীপতির্হরিঃ॥ ৯॥

ব্যাপ্ত শরীরধারী যামাদি সপ্তগণ অনুচরগণ সহ চতুর্দ্দশ সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া জনলোকে অবস্থিতি করেন। এইরূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জন ও তপোলোকে অবস্থিত হইলে, এবং মন্বন্তরসমূহ অতীত হইয়া গেলে দেবগণ ঊর্দ্ধগত হইয়া কল্পবাসিগণের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। এইরূপে প্রলয় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশগণ মহর্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-গণের সহিত মিলিত হওয়ায়, স্থাবরান্ত ভূতাদিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়া যায়। তৎকালে দেবগণ ঊর্দ্ধগত হইয়া কল্পবাসিদিগের সহিত মিলিত হওয়ায়, ভুব প্রভৃতি মহঃ পর্য্যন্ত সমুদায় লোকশূন্য হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মা দাহ ও বৃষ্টির দ্বারা যুগক্ষয়পূর্ব্বক দেবর্ষি দানব প্রভৃতিকে প্রাদুর্ভূত করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন॥ ২—৭॥

আমি যে বিগত সপ্তম কল্পের কথা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি, তৎপরে মিলিত সপ্ত মহাসমুদ্র দ্বারা সমুদায় পৃথীভাগ গাঢ় অন্ধকারময়

নারায়ণমুখোদ্গীর্ণঃ সোঽষ্টমঃ পুরুষোত্তমঃ।
অষ্টবাহুর্মহোরস্কো লোকানাং যোনিরুচ্যতে ॥ ১০ ॥
কিমপ্যচিন্ত্যং যুক্তাত্মা যোগমাস্থায় যোগবিৎ।
ফণাসহস্রকলিতং তমপ্রতিমবর্চনম্ ॥ ১১ ॥
মহাভোগপতের্ভোগমন্বাস্তীর্য্য মহোচ্ছ্রয়ম্।
তস্মিন্ মহতি পর্য্যঙ্কে শেতে বৈ কনকপ্রভঃ ॥ ১২ ॥
এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
আত্মারামেণ ক্রীড়ার্থং সৃষ্টং নাভ্যাস্তু পঙ্কজম্ ॥ ১৩ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণতরুণাদিত্যবর্চ্চসম্।
বজ্রদণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৪ ॥
তস্যৈবং ক্রীড়মানস্য সমীপং দেবমীঢ়ুষঃ।
হেমগর্ভাঙ্গজো ব্রহ্মা রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
চতুর্মুখো বিশালাক্ষঃ সমাগম্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥

ভয়ঙ্কর একার্ণবরূপে অবস্থিত হইলে, সেই একার্ণব উপরে শঙ্খচক্রগদাধারী, মেঘকান্তি, কিরীটশোভী, কমললোচন, শ্রীপতি হরি মায়াবলে বিশালবক্ষঃ, অষ্টবাহুরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক নারায়ণ মুখ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া লোকসমূহের উৎপত্তি কারণ অষ্টম পুরুষ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৮—১০ ॥

সেই যোগজ্ঞ যোগাত্মা কনককান্তি অষ্টম পুরুষ কোনও অচিন্তনীয় যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহানাগপতির সহস্রফণা পরিব্যাপ্ত অপ্রতিম দীপ্তিশালী, অত্যুন্নত ফণা বিস্তৃত করিয়া, সুবিস্তৃত পর্য্যঙ্ক সদৃশ সেই ফণার উপরিভাগে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

প্রভাশালী আত্মারাম বিষ্ণু সেই ফণারূপ শয্যায় থাকিয়াই ক্রীড়া করিবার জন্য স্বীয় নাভিদেশ হইতে তরুণতপনতুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট, শতযোজন বিস্তীর্ণ, বজ্রের ন্যায় দণ্ডযুক্ত, অত্যুচ্চ একটি পদ্মের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

সেই অচিরজাত, সুগন্ধ ও সুপ্রভাবিশিষ্ট সুন্দর পদ্ম লইয়া তিনি ক্রীড়া-

শ্রিয়া যুক্তেন নব্যেন সুপ্রভেণ সুগন্ধিনা।
তং ক্রীড়মানং পদ্মেন দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তু ভেজিবান্ ॥ ১৬ ॥
স বিস্ময়মথাগম্য শশ্বৎসংপূর্ণয়া গিরা।
প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো মধ্যমম্ভসাম্ ॥১৭॥
অথ তস্যাচ্যুতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণস্তু শুভং বচঃ।
উদতিষ্ঠত পর্য্যঙ্কাদ্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১৮ ॥
প্রত্যুবাচোত্তরঞ্চৈব ক্রিয়তে যচ্চ কিঞ্চন।
দ্যৌরন্তরীক্ষং ভূতঞ্চ পরং পদমহং প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
তমেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ।
কস্ত্বং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ।
কুতশ্চ ভূয়ো গন্তব্যং কুত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং কর্ত্তব্যং কিঞ্চ তে ময়া।
এবং ব্রুবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥ ২১ ॥
যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ।
নারায়ণসমাখ্যাতঃ সর্ব্বং বৈ ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥

সক্ত রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে হেমব্রহ্মাণ্ডজনক, স্বর্ণবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, বিশাললোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময়সহকারে প্রশংসিতবচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জলমধ্যে শয়ন করিয়া আপনি কে ক্রীড়া করিতেছেন?" ভগবান্ অচ্যুতও ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমিই তৎসমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা" ॥ ১৫—১৯ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ প্রত্যুত্তর দানের পর পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন? এখান হইতেই বা কোথায় আপনি গমন করিবেন? এবং আপনার আবাসস্থল

সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
সোঽনুজ্ঞাতো ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ২৩ ॥
কৌতূহলান্মহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্।
ইমানষ্টাদশদ্বীপান্ সসমুদ্রান্ সপর্ব্বতান্ ॥ ২৪ ॥
প্রবিশ্য স মহাতেজাশ্চতুর্ব্বর্ণসমাকুলান্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ সপ্তলোকান্ সনাতনান্ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মণস্তূদরে দৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যং পুনঃ পুনরভাষত ॥ ২৬ ॥
পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ বিষ্ণুর্নানাবিধাশ্রমান্।
ততো বর্ষসহস্রান্তে নান্তং হি দদৃশে তদা ॥ ২৭ ॥
তদাঽস্য বক্ত্রান্নিষ্ক্রম্য পন্নগেন্দ্রাদিকেতনঃ।
অজাতশত্রুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥
ভগবন্ আদি মধ্যঞ্চ অন্তং কালদিশোর্ন চ।
নাহমন্তং প্রপশ্যামি হ্যুদরস্য তবানঘ ॥ ২৯ ॥

কোথায়?" পিতামহ বিষ্ণুর এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণে তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিলেন, "আপনার ন্যায় আমিও একজন আদিস্রষ্টা প্রজাপতি, আমার নাম নারায়ণ, আমিই নিখিল জগতের আশ্রয়স্থান" ॥ ২০—২২ ॥

মহাযোগী বিশ্বকারণ বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মবাক্যশ্রবণে নিতান্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য তাঁহার আদেশগ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মমুখে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাযশা বিষ্ণু এইরূপে ব্রহ্মোদরমধ্যে প্রবেশলাভপূর্ব্বক তথায় সমুদ্র পর্ব্বতাদি পরিবেষ্টিত অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ব্বর্ণসমাকুল ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সনাতন সপ্তলোক প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ অবস্থিত দেখিয়া, বারবার তাঁহার তপস্তাবলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৬ ॥

সেই উদর মধ্যেই তিনি নানাবিধ আশ্রমবিশিষ্ট বিবিধলোক পরিভ্রমণ করিয়া সহস্রবৎসরেও তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তখন

এবমুক্ত্বাব্রবীদ্ভূয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ।
ভবানপ্যেবমেবাস্য হ্যুদরং মম শাশ্বতম্।
প্রবিশ্য লোকান্ পশ্যৈতানৌপম্যান্ দ্বিজোত্তম॥ ৩০॥
মনঃপ্রহ্লাদনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যাভিনন্দ্য চ।
শ্রীপতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ॥ ৩১॥
তানেব লোকান্ গর্ভস্থঃ পশ্যন্ সোঽচিন্ত্যবিক্রমঃ।
পর্য্যটিত্বাদিদেবস্য দদর্শান্তং ন বৈ হরেঃ॥ ৩২॥
জ্ঞাত্বাগমং তস্য পিতামহস্য
দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ।
বিভুর্মনঃ কর্ত্তুমিয়েষ চাশু
সুখং প্রসুপ্তোঽস্মি মহাজলৌঘে॥ ৩৩॥
ততো দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিহিতান্যুপলক্ষ্য হি।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত॥ ৩৪॥

অজাতশত্রু ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুনর্ব্বার ব্রহ্মমুখ হইতে নির্গত হইয়া পিতামহকে বলিলেন, "হে বিমলচিত্ত ভগবন্! আমি আপনার উদরমধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অন্ত এবং উদরেরও শেষসীমা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না" ॥ ২৭—২৯॥

এই বাক্যের পর হরি পুনর্ব্বার পিতামহকে কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনিও একবার আমার এই চিরন্তন উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রতিম লোকসমুদায় অবলোকন করুন।" অচিন্ত্যবিক্রম পিতামহ আদিদেব শ্রীপতি-মুখনিঃসৃত এই আহ্লাদকর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু-পরিভ্রমণেও অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না॥ ৩০—৩২॥

এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু পিতামহের নির্গমনকাল অনুভব করিয়া দ্বারসমূহের অবরোধপূর্ব্বক সেই অর্ণবজলমধ্যে নিদ্রিত হইয়া রহিলেন।

পদ্মসূত্রানুমার্গেণ হ্যনুগম্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তাভ্যাং একৈকস্য তু কার্ৎস্ন্যতঃ।
প্রবর্ত্তমানে সংহর্ষে মধ্যে তস্যার্ণবস্য তু॥ ১॥
ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং প্রভুরীশ্বরঃ।
শূলপাণির্মহাদেবো হৈমচীরাম্বরচ্ছদঃ॥ ২॥
আগচ্ছদ্ যত্র সোঽনন্তো নাগভোগপতিঃ হরিঃ।
শীঘ্রং বিক্রমতস্তস্য পদ্ভ্যামত্যন্তপীড়িতাঃ॥ ৩॥

তখন পিতামহ সমুদায় দ্বারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া, সূক্ষ্মরূপ গ্রহণপূর্ব্বক নাভি দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে পদ্মসূত্রপথের অনুসরণপূর্ব্বক নির্গত হইয়া, সেই নাভিপদ্মের উপরিভাগে পদ্মগর্ভের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট চতুরানন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৩৩—৩৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে চতুর্বিংশোধ্যায়॥ ২৪॥

সূত কহিলেন, এইরূপে সমুদ্রমধ্যদেশে পরস্পর তাঁহাদিগের সংহর্ষ উপস্থিত হইলে, অপ্রমেয়াত্মা ভূতপতি মহাদেব শূলপাণি কনকপরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া অনন্তনাগস্থিত শ্রীহরি-সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার শীঘ্রপদ বিক্ষেপ জন্য জলবিন্দুসকল পীড়িত হইয়া অত্যুষ্ণ, অতি শীতল এবং

উদ্ভূতাস্তূর্ণমাকাশে পৃথুলাস্তোয়বিন্দবঃ।
অত্যুষ্ণাশ্চাতিশীতাশ্চ বায়ুস্তত্র ববৌ ভৃশম্ ॥ ৪ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত।
অব্বিন্দবো হি স্থূলোষ্ণাঃ কম্পতে চাম্বুজং ভৃশম্।
এতৎ মে সংশয়ং ব্রূহি কিঞ্চান্যৎ ত্বং চিকীর্ষসি ॥ ৫ ॥
এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখোদ্ভবম্।
শ্রুত্বাপ্রতিমকর্ম্মাহ ভগবানসুরান্তকৃৎ ॥ ৬ ॥
কিন্নু খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমন্যৎ কৃতালয়ম্।
বদতি প্রিয়মত্যর্থং বিপ্রিয়েঽপি চ তে ময়া ॥ ৭ ॥
ইত্যেবং মনসা ধ্যাত্বা প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্।
কিন্বত্র ভগবান্ তস্মিন্ পুষ্করে জাতসম্ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥
কিং ময়া যৎ কৃতং দেব যন্মাং প্রিয়মনুত্তমম্।
ভাষসে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৯ ॥

স্থূলাকার ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে উড্ডীন হইতে লাগিল এবং বায়ুও তৎকালে অতি বেগভরে প্রবাহিত হইয়া উঠিল ॥ ১—৪ ॥

ব্রহ্মা এই সমস্ত দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন, "জলবিন্দুসকল অতীব উষ্ণ ও স্থূল হইয়াছে এবং এই নাভিপদ্মও নিতান্ত কম্পিত হইতেছে, ইহা দর্শনে আমি নিরতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন" ॥ ৫ ॥

অপ্রতিমকর্ম্মা অসুরনাশন ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কে আমার নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া এরূপ প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেছে?" চিন্তান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকর্ত্তৃক কখনও আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইলেও কে আপনি আমার নাভিজাত হইয়া এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন? হে পুরুষ-

এবং ব্রুবাণং দেবেশং লোকযাত্রান্তু তত্ত্বগাম্।
প্রত্যুবাচাম্বুজাভাক্ষঃ ব্রহ্মা বেদনিধিঃ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥
যোঽসৌ তবোদরং পূর্ব্বং প্রবিষ্টোঽহং ত্বদিচ্ছয়া।
যথা মমোদরে লোকাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাস্ত্বয়া প্রভো ॥ ১১ ॥
তথৈব দৃষ্টাঃ কার্ৎস্ন্যেন ময়া লোকাস্তবোদরে।
ততো বর্ষসহস্রান্তে উপাবৃত্তস্য মেঽনঘ ॥ ১২ ॥
নূনং মৎসরভাবেন মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতা।
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ত্বয়া পুনঃ ॥ ১৩ ॥
ততো ময়া মহাভাগ সঞ্চিন্ত্য স্বেন চেতসা।
লব্ধো নাভ্যাং প্রবেশস্তু পদ্মসূত্রাদ্বিনির্গমঃ ॥ ১৪ ॥
মাভূৎ তে মনসোঽল্পোঽপি ব্যাঘাতোঽয়ং কথঞ্চন।
ইত্যেষানুগতির্বিষ্ণোঃ কার্য্যাণামৌপসর্গিকী ॥ ১৫ ॥

শ্রেষ্ঠ! বলুন, আমি আপনার এমন কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, যাহাতে আপনি আমায় এইরূপ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করাইলেন" ॥ ৬—৯ ॥

পদ্মাভ প্রভু দেবনিধি ব্রহ্মা দেবেশ্বরমুখে এইরূপ লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে প্রভো! আপনি আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় লোক দর্শন করার পর, যে ব্যক্তি আপনার আদেশানুসারেই আপনার উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল লোক অবলোকন করিয়াছিল এবং সহস্র বৎসর উদরমধ্যে পর্য্যটনের পর বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে, আপনি মৎসরভাবে যাহাকে বশীভূত করিবার জন্য, স্বীয় নির্গমদ্বারসমূহ নিরোধ করিয়াছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি; আপনার সমুদায় দ্বার অবরুদ্ধ দেখিয়া নাভিদেশে পদ্মসূত্র হইতে বিনির্গত হইয়াছি" ॥ ১০—১৪ ॥

বিষ্ণু কহিলেন, "কোনরূপে অতি অল্পপরিমাণেও আপনার মানসিক ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, বিষ্ণুকার্য্যের এইরূপ উদ্দেশ্য হইলেও আমি ক্রীড়াচ্ছলে আপনাকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা করিয়া দ্বারসমূহের নিরোধ করিয়াছিলাম।

যন্ময়ানন্তরং কার্য্যং ময়াধ্যবসিতং ত্বয়ি।
ত্বাঞ্চাবাধিতুকামেন ক্রীড়াপূর্ব্বং যদৃচ্ছয়া ॥ ১৬ ॥
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ময়া পুনঃ।
ন তেঽন্যথাবমন্তব্যো মান্যঃ পূজ্যশ্চ মে ভবান্ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বং মর্ষয় কল্যাণ যন্ময়া যৎ কৃতং তব।
তস্মান্ময়োচ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো ॥ ১৮ ॥
নাহং ভবন্তং শক্নোমি সোঢ়ুং তেজোময়ং গুরুম্।
স চোবাচ বরং ব্রূহি পদ্মাদবতরাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥
পুত্রো ভব মমারিঘ্ন মুদং প্রাপ্স্যসি শোভনম্।
সত্যধনো মহাযোগী ত্বমীড্যঃ প্রণবাত্মকঃ ॥ ২০ ॥
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেশ শ্বেতোষ্ণীষবিভূষণঃ।
পদ্মযোনিরিতীত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যসি।
পুত্রো মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকাধিপ প্রভো ॥ ২১ ॥

ইহা ভিন্ন অপর কিছু মনে করিবেন না; 'যেহেতু আপনি আমার মাননীয় ও পূজনীয়, এই কার্য্য জন্য আমার যে সমস্ত অপরাধ হইয়াছে, হে মঙ্গলময়! আমি অনুরোধ করিতেছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা প্রদানপূর্ব্বক নাভিপদ্ম হইতে অবতরণ করুন; কারণ আপনার ন্যায় গুরুতর ব্যক্তির তেজঃ সহ্য করিতে আমি নিতান্ত অসমর্থ।" বিষ্ণুবাক্যে ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি বরপ্রদান করুন। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করিতেছি" ॥ ১৫—১৯ ॥

তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন, "হে শত্রুনাশন! আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন, তাহাতে অতীব প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন। হে সর্ব্বেশ্বর! অদ্য হইতে আপনি সত্যধন মহাযোগী ওঁকারাত্মক পূজনীয় পদ্মযোনি নামে বিখ্যাত হইবেন। হে সর্ব্বলোকনাথ! অনন্তশক্তিধর ব্রহ্মন্! পুনর্ব্বার বলিতেছি, আপনি আমার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করুন" ॥ ২০—২১ ॥

ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ।
এবং ভবতু চেত্যুক্ত্বা প্রীতাত্মা গতমৎসরঃ॥ ২২॥
প্রত্যাসন্নমথায়াতং বালার্কাভং মহাননম্।
ভূতমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ॥ ২৩॥
অপ্রমেয়ো মহাবক্ত্রো দংষ্ট্রী ব্যস্তশিরোরুহঃ।
দশবাহুস্ত্রিশূলাঙ্কো নয়নৈর্বিশ্বতোমুখঃ॥ ২৪॥
লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিকৃতো মুঞ্জমেখলী।
মেঢ্রেণোর্দ্ধেন মহতা নদমানোঽতিভৈরবম্॥ ২৫॥
কঃ খল্বেষ পুমান্ বিষ্ণো তেজোরাশির্মহাদ্যুতিঃ।
ব্যাপ্য সর্ব্বা দিশো দ্যেশ্চ ইত এবাভিবর্ত্ততে॥ ২৬॥
তেনৈবমুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
পদ্ভ্যাং তলনিপাতেন যস্য বিক্রমতোঽর্ণবে॥ ২৭॥
বেগেন মহতাকাশে ব্যথিতাশ্চ জলাশয়াঃ।
ছটাভির্বিশ্বতোঽত্যর্থং সিচ্যতে পদ্মসম্ভবঃ॥ ২৮॥

ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুসমীপে এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে সমুদায় বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন॥ ২২॥

তখন তিনি সেই অরুণবর্ণ ও বিশালমুখবিশিষ্ট সমীপবর্ত্তী অদ্ভুত ভূতদর্শন করিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিষ্ণো! অজ্ঞেয়, বিপুলমুখবিশিষ্ট, দংষ্ট্রী, বিক্ষিপ্তকেশ, দশহস্ত, ত্রিশূলধারী, ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ, মুঞ্জমেখলাযুক্ত, উর্দ্ধলিঙ্গী, ভীমনাদী, বিকৃতরূপ হইলেও সাক্ষাৎ লোকপ্রভুস্বরূপ, তেজোরাশির ন্যায় মহাদ্যুতিবিশিষ্ট এই পুরুষ কে? যিনি দিক্‌সমূহ ও আকাশ ব্যাপৃত করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন?" ॥ ২৩—২৬॥

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "সমুদ্রবক্ষে যাঁহার এইরূপ পদবিক্ষেপ দ্বারা জলরাশি ব্যথিত হইয়া অতিবেগে আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং যাঁহার নিশ্বাসবায়ুভরে আমার নাভিজাত মহাপদ্ম আপনার সহিতই অতিমাত্র কম্পিত হইতেছে, তিনিই এই সংহারকর্ত্তা;

ঘ্রাণজেন চ বাতেন কম্পমানং ত্বয়া সহ।
দোধূয়তে মহাপদ্মং স্বচ্ছন্দং মম নাভিজম্॥ ২৯॥
স এষ ভগবানীশো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ।
ভবানহঞ্চ স্তোত্রেণ হ্যুপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্॥ ৩০॥
ততঃ ক্রুদ্ধোঽম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্।
ন ভবান্ ন্যূনমাত্মানং লোকানাং যোনিমুত্তমম্॥ ৩১॥
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং মাঞ্চ বেত্তি সনাতনম্।
কোঽয়ং ভোঃ শঙ্করো নাম হ্যাবয়োর্ব্যতিরিচ্যতে॥৩২॥
তস্য তৎ ক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত।
মা মৈবং বদ কল্যাণ পরিবাদং মহাত্মনঃ॥ ৩৩॥
মায়া যোগেশ্বরো ধর্ম্মো দুরাধর্ষো বরপ্রদঃ।
হেতুরস্যাত্র জগতঃ পুরাণঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ॥ ৩৪॥
জীবঃ খল্বেষ জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে।
বালক্রীড়নকৈর্দ্দেবঃ ক্রীড়তে শঙ্করঃ স্বয়ম্॥ ৩৫॥

স্বয়ং অনাদি প্রভু মহাদেব। আসুন, আপনি ও আমি উভয়ে মিলিয়া এই বৃষভধ্বজের স্তুতিবাক্য কীর্ত্তন করি॥" ২৭—৩০॥

বিষ্ণুর এই আদেশে ব্রহ্মা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোককারণ আপনি আপনাকে এবং লোককর্ত্তা সনাতন ব্রহ্মা আমাকেও ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। এই শঙ্কর নামক আগন্তু আমাদিগের অপেক্ষা কোন্ গুণে উৎকৃষ্ট?" ৩১—৩২॥

বিষ্ণু ব্রহ্মার এইরূপ সক্রোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে কল্যাণ! মহান্ ব্যক্তির এরূপ নিন্দাবাদ করিবেন না। এই শঙ্করই মায়া, যোগেশ্বর, ধর্ম্ম, দুর্দ্ধর্ষ, বরদাতা, নিখিল জগতের কারণ, পুরাণপুরুষ ও অব্যয়। ইনিই স্বয়ং জীবস্বরূপ, জীবগণমধ্যে ইঁহার একটি জ্যোতিঃ মাত্র প্রকাশিত হয়; ইনি তাহা লইয়া শিশুগণের খেলানার ন্যায় স্বয়ং ক্রীড়া করিতে থাকেন।

প্রধানমব্যয়ং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তমঃ।
অস্য চৈতানি নামানি নিত্যং প্রসবধর্ম্মিণঃ।
যঃ কঃ সঃ ইতি দুঃখার্ত্তৈর্মৃগ্যতে যতিভিঃ শিবঃ॥ ৩৬॥
এষ বীজী ভবান্ বীজমহং যোনিঃ সনাতনঃ।
এবমুক্তোঽথ বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত॥ ৩৭॥
ভবান্ যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ।
এতন্মে সূক্ষ্মমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি॥ ৩৮॥
জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রিণা।
ইদং পরমসাদৃশ্যং প্রশ্নমভ্যবদদ্ধরিঃ॥ ৩৯॥
অস্মান্মহত্তরং গুহ্যভূতমন্যন্ন বিদ্যতে।
মহতঃ পরমং ধাম শিবমধ্যাত্মিনাং পদম্॥ ৪০॥
দ্বৈধীভাবেন চাত্মানং প্রবিষ্ঠস্তু ব্যবস্থিতঃ।
নিষ্কলঃ সূক্ষ্মমব্যক্তঃ সকলশ্চ মহেশ্বরঃ॥ ৪১॥

এই নিত্যপ্রসবধর্ম্মী শঙ্কর প্রধান, অব্যয়, জ্যোতিঃ, অব্যক্ত, প্রকৃতি ও তম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখপীড়িতগণ এই শিবময় শঙ্করকেই 'যঃ কঃ ও সঃ' শব্দে উদ্দেশ করিয়া অনুসন্ধান করে॥ ৩৩—৩৬॥

সৃষ্টিবিষয়ে ইনিই বীজবিশিষ্ট, আপনিই বীজ এবং আমি যোনিস্বরূপ।" বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যোনি, আমি বীজ এবং এই মহেশ্বর বীজবিশিষ্ট কিরূপে হইলেন, আমার এই অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্মসংশয় আপনি অপনোদন করুন॥" ৩৭—৩৮॥

বিষ্ণু লোকনিয়ামকব্রহ্মমুখে এইরূপ অপ্রতিম প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কথিত এই প্রশ্নের ন্যায় গুহ্যবিষয় অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পরম তেজোনিলয়, অধ্যাত্মগণের আশ্রয়, মঙ্গলময় মহেশ্বর আত্মামধ্যে দুইভাগে বিভিন্ন হইয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহার একভাগ নিষ্কল অর্থাৎ অবয়বপরিশূন্য, সুতরাং সূক্ষ্ম ও অব্যয়; অপরভাগ সকল

অস্য মায়াবিধিজ্ঞস্য অগম্যগহনস্য চ।
পুরা লিঙ্গং ভবদ্বীজং প্রথমং ত্বাদিসর্গিকম্ ॥ ৪২ ॥
ময়ি যোনৌ সমাযুক্তং তদ্বীজং কালপর্য্যয়াৎ।
হিরণ্ময়মপারং তদ্ যোন্যামণ্ডমজায়ত ॥ ৪৩ ॥
শতানি দশবর্ষাণামণ্ডঞ্চাপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্তে বর্ষসহস্রস্য বায়ুনা তদ্দ্বিধাকৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
কপালমেকং দ্যৌর্জজ্ঞে কপালমপরং ক্ষিতিঃ।
উল্বং তস্য মহোৎসেধং যোঽসৌ কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৪৫ ॥
ততস্তস্মাৎ প্রবুদ্ধাত্মা দেবো দেববরঃ প্রভুঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ অহং জজ্ঞে চতুর্ভুজঃ ॥ ৪৬ ॥
ততো বর্ষসহস্রান্তে বায়ুনা তদ্দ্বিধাকৃতম্।
অতারার্কেন্দুনক্ষত্রং শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ ॥ ৪৭ ॥
কোঽয়মত্রেত্যভিধ্যাতে কুমারাস্তেঽভবংস্তদা।
প্রিয়দর্শনাস্তু তনবো যেঽতীতাঃ পূর্ব্বজাস্তব ॥ ৪৮ ॥

অর্থাৎ অবয়বযুক্ত। আদিসৃষ্টিসময়ে অতি দুর্জ্ঞেয় ও মায়াবিধিজ্ঞ এই মহেশ্বর প্রথমতঃ লিঙ্গরূপে আপনাকে বীজভাবে গ্রহণ করিয়া, যোনিস্বরূপ আমাতে সংযুক্ত হইয়াছিলেন। কালাতিক্রমে সেই বীজ যোনিমধ্যে সুবর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড সহস্রবৎসর জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরে বায়ুবলে দ্বিধা বিভিন্ন হওয়ায়, একভাগ স্বর্গ, অপর ভাগ পৃথিবী এবং মধ্যস্থ উচ্চভাগ সুমেরুপর্ব্বত নামে বিখ্যাত হইল। তৎপরে দেবশ্রেষ্ঠ, অনন্ত-শক্তি আমি প্রবুদ্ধ হইয়া হিরণ্যগর্ভ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলাম। তৎপরে সহস্রবৎসর অতীত হইলে,' বায়ুকর্তৃক দ্বিধাবিভিন্ন সেই শূন্যলোক চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও নক্ষত্রপরিশূন্য অবলোকন করিয়া, 'কে এখানে?' এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র প্রিয়দর্শন কুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছিল; তাহারাও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী মূর্ত্ত্যন্তরমাত্র ॥ ৩৯—৪৭ ॥

অতঃপর পুনর্ব্বার সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেলে, ঊর্দ্ধরেতা শ্রীমান্

ভূয়ো বর্ষসহস্রান্তে তত এবাণ্ডজাস্তব।
ভুবনানলসঙ্কাশাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ৪৯ ॥
শ্রীমান্ সনৎকুমারস্তু ঋভুশ্চৈবোর্দ্ধরেতসৌ।
সনাতনশ্চ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ ॥ ৫০ ॥
উৎপন্নাঃ সমকালং তে বুদ্ধ্যাতীন্দ্রিয়দর্শনাঃ।
উৎপন্নাঃ প্রতিঘাত্মানো জগদুচ্চৈস্তদেব হি ॥ ৫১ ॥ (?)
নারপ্স্যন্তে চ কর্ম্মাণি তাপত্রয়বিবর্জ্জিতাঃ।
অস্য সৌম্যং বহুক্লেশং জরাশোকসমন্বিতম্ ॥ ৫২ ॥
জীবিতং মরণঞ্চৈব সম্ভবঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
স্বপ্নভূতং পুনঃ স্বর্গে দুঃখানি নরকাংস্তথা ॥ ৫৩ ॥
বিদিত্বা চাগমং সর্ব্বমবশ্যংভবিতব্যতাম্।
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ দৃষ্ট্বা তব বশে স্থিতৌ ॥ ৫৪ ॥
ত্রয়স্তু ত্রীন্ গুণান্ হিত্বা আত্মজাঃ সনকাদয়ঃ।
কৈবল্যেন তু জ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে মহৌজসঃ ॥ ৫৫ ॥
ততস্তেষ্বপ্রবৃত্তেষু সনকাদিষু বৈ ত্রিষু।
ভবিষ্যসি বিমূঢ়স্তু মায়য়া শঙ্করস্য তু ॥ ৫৬ ॥

সনৎকুমার, ঋভু সনাতন, সনক ও সনন্দন নামক পদ্মপলাশলোচন, ভুবনমধ্যে অগ্নিসমতেজাঃ, অতীন্দ্রিয়দর্শন ঋষিগণ এককালে উৎপন্ন হইয়া, ত্রিতাপপরিশূন্য হওয়ায়, তাঁহারা কোন কর্ম্মই আরম্ভ করিলেন না। ইহাদিগের মধ্যে ঋভু ও সনৎকুমার আপনার বশ্যতা স্বীকার করায়, সনকাদি অপর তিনজন জগতে জরা, শোক, জীবন, মরণ ও বারবার জন্মগ্রহণাদি বহুক্লেশ এবং স্বর্গে দুঃখ নরকাদির ভবিতব্যতা বিবেচনা করিয়া কৈবল্য জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করিলেন ॥ ৪৮—৫৫ ॥

এইরূপে সনকাদি ঋষিত্রয় পুনর্জন্মগ্রহণে বিরত হইলে, আপনি শঙ্কর-মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন। হে নিষ্পাপ! তখন কল্পবিকল্প-বিষয়ে আপনার

এবং কল্পে তু বৈকল্পে সংজ্ঞা নশ্যতি তেঽনঘ।
কল্পশেষাণি ভূতানি সূক্ষ্মাণি পার্থিবানি চ ॥ ৫৭ ॥
সা চৈষা হ্যৈশ্বরী মায়া জগতঃ সমুদাহৃতা।
স এষ পর্ব্বতো মেরুদেবলোক উদাহৃতঃ ॥ ৫৮ ॥
তবৈবেদং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা চাত্মানমাত্মনা।
জ্ঞাত্বা চেশ্বরসদ্ভাবং জ্ঞাত্বা মামম্বুজেক্ষণম্ ॥ ৫৯ ॥
মহাদেবং মহাযোগং ভূতানাং বরদং প্রভুম্।
প্রণবাত্মানমাসাদ্য নমস্কৃত্য জগদ্গুরুম্।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসান্নির্দ্দহেদয়ম্ ॥ ৬০ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগং অভ্যুত্তিষ্ঠ মহাবল।
অহং ত্বামগ্রতঃ কৃত্বা স্তোষ্যেঽহমনলপ্রভম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞান এবং কল্পশেষ, ভূত, সূক্ষ্ম ও পার্থিবাদি পদার্থসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগতে ইহাই ঈশ্বরীমায়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং এই সেই সুমেরু পর্ব্বত দেবলোক বলিয়া পরিচিত ॥ ৫৮ ॥

এই আগন্তু মহাপুরুষ আপনার এইরূপ মাহাত্ম্য এবং কমললোচন আমার দর্শনে স্বীয় মনোমধ্যে স্বশক্তি অনুভব করিয়া প্রণবরূপী, মহাযোগশীল, ভূতগণের বরপ্রদ, জগদ্গুরু, প্রভু মহাদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক সক্রোধে নিশ্বাস পরিত্যাগদ্বারা আপনাকে ও আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব হে মহাবল! ইঁহার এইরূপ মহাযোগকথা স্মরণ করিয়া, আসুন এই অনল-তুল্য মহাপুরুষকে আমরা উভয়ে মিলিয়া সন্তুষ্ট করি॥" ৫৯—৬১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে চতুর্ব্বিংশোধ্যায় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গরুড়ধ্বজঃ।
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্ত্তমানৈস্তথৈব চ।
নামভিশ্ছান্দসৈশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে সুব্রতানন্ততেজসে।
নমঃ ক্ষেত্রাধিপতয়ে বীজিনে শূলিনে নমঃ ॥ ২ ॥
অমেঢ্রায়োর্দ্ধমেঢ্রায় নমো বৈকুণ্ঠরেতসে।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় অপূর্ব্বপ্রথমায় চ ॥ ৩ ॥
নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরাম্বরায় চ ॥ ৪ ॥
নমস্তে হ্যস্মদাদীনাং ভূতানাং প্রভবায় চ।
বেদকর্ম্মাবদানানাং দ্রব্যানাং প্রভবে নমঃ ॥ ৫ ॥
নমো যোগস্য প্রভবে সাংখ্যস্য প্রভবে নমঃ।
নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষীণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬ ॥

সূত কহিলেন, এই বাক্যাবসানে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া তাঁহার অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বৈদিক নামসমূহদ্বারা এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অসীম তেজঃশালী, সুব্রত, ক্ষেত্রাধিপতি, বীজস্বরূপ, ভগবান্ শূলী নামধারী, তোমায় নমস্কার। অলিঙ্গ, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, বৈকুণ্ঠরেতাঃ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব ও আদিদেবকে নমস্কার। অব্যয়, পূজ্য, সদ্যোজাত, গহ্বর, ধনেশ্বর ও সুবর্ণবসনধারীকে প্রণাম করি ॥ ২—৪ ॥

অস্মদাদি দেবগণের, ভূতসমূহের, বেদকর্ম্মের, দানকার্য্যের এবং দ্রব্য-সমূহের উৎপত্তি কারণকে নমস্কার। যোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি-

বিদ্যুদশনিমেঘানাং গর্জ্জিতপ্রভবে নমঃ।
উদধীনাঞ্চ প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ॥ ৭॥
অদ্রীনাং প্রভবে চৈব বর্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ॥ ৮॥
নমশ্চৌষধিপ্রভবে বৃক্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ধর্ম্মায় স্থিতীনাং প্রভবে নমঃ॥ ৯॥
নমো রসানাং প্রভবে রত্নানাং প্রভবে নমঃ।
নমঃ ক্ষণানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ॥ ১০॥
নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানং প্রভবে নমঃ॥।
অহোরাত্রার্দ্ধমাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ॥ ১১॥
নম ঋতুনাং প্রভবে সংখ্যায়াঃ প্রভবে নমঃ।
প্রভবে চ পরার্দ্ধস্য পরস্য প্রভবে নমঃ॥ ১২॥
নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্য প্রভবে নমঃ।
চতুর্ব্বিধস্য সর্গস্য প্রভবেঽনন্তচক্ষুষে॥ ১৩॥
কল্পোদয়ে নিবদ্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ।
নমো বিশ্বস্য প্রভবে ব্রহ্মাদি প্রভবে নমঃ॥ ১৪॥

কারণ এবং ধ্রুব, নিশীথ ও ঋষিগণের অধিপতিকে প্রণাম করি। বিদ্যুৎ, বজ্র ও মেঘগর্জ্জনের, সমুদ্রসমূহের এবং দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তিকারণকে নমস্কার। পর্ব্বতনিকর, বর্ষসমূহ ও নদনদীগণের সৃষ্টিকর্ত্তাকে নমস্কার॥ ৫—৮॥

ওষধি বৃক্ষসমূহের উৎপত্তিকারক, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্ম এবং স্থিতিপ্রভবকে নমস্কার। রস ও রত্নসমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ক্ষণ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরার্দ্ধ, পর, পুরাণ, যুগ, চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি, কল্পোদয়কালীন বার্ত্তাসমূহ, বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রাদুর্ভাবকারী অনন্ত চক্ষুষ্মান্‌কে নমস্কার॥ ৯—১৪॥

বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ।
নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ॥ ১৫॥
পিতৄণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ।
বাগ্বৃষায় নমস্তুভ্যং পুরাণবৃষভায় চ॥ ১৬॥
সুচারুচারুকেশায় ঊর্দ্ধচক্ষুঃশিরায় চ।
নমঃ পশূনাং পতয়ে গোবৃষেন্দ্রধ্বজায় চ॥ ১৭॥
প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ।
গরুড়োরগসর্পাণাং পক্ষিণাং পতয়ে নমঃ॥ ১৮॥
গোকর্ণায় চ গোষ্ঠায় শঙ্কুকর্ণায় বৈ নমঃ।
বারাহায়াপ্রমেয়ায় রক্ষোঽধিপতয়ে নমঃ॥ ১৯॥
নমোঽপ্সরাণাং পতয়ে গণানাং পতয়ে নমঃ।
অম্ভসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ॥ ২০॥
নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতে ধীমতে নমঃ।
বলাবলসমূহায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ॥ ২১॥
দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় ককুদ্মিনে।
নমঃ স্থৈর্য্যায় বপুষে তেজসে সুপ্রভায় চ॥ ২২॥

বিদ্যার প্রভব এবং বিদ্যা, ব্রত, মন্ত্র, পিতৃগণ ও পশুকুলের পতিকে নমস্কার। বাগ্বৃষ, পুরাণবৃষ, সুচারু-চারুকেশ, ঊর্দ্ধচক্ষু, ঊর্দ্ধশিরঃ, পশুপতি, গোধ্বজ ও বৃষেন্দ্রধ্বজ নামধারীকে নমস্কার করি॥ ১৫—১৭॥

প্রজাপতি, সিদ্ধ, গরুড়, উরগ, সর্প ও পক্ষিগণের অধিপতিকে নমস্কার। গোকর্ণ, গোষ্ঠ, শঙ্কুকর্ণ, বারাহ, অপ্রমেয় ও রক্ষোধিপতিকে প্রণাম করি। অপ্সরাপতি, গণপতি, জলপতি, তেজঃপতি, লক্ষ্মীপতি, শ্রীমান্ ধীমান্, বলাবল-সমূহ, অক্ষোভ্য ও ক্ষোভণকে নমস্কার॥ ১৮—২১॥

দীর্ঘশৃঙ্গ, একশৃঙ্গ, বৃষভ, ককুদ্মী, স্থৈর্য্য, বপুঃ, তেজঃ ও সুপ্রভকে নমস্কার। ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান, সুবর্চ্চা, বীর, শূর ও অতিগায়ককে

ভূতায় চ ভবিষ্যায় বর্ত্তমানায় বৈ নমঃ।
সুবর্চ্চসেঽথ বীরায় শূরায় হ্যতিগায় চ॥ ২৩॥
বরদায় বরেণ্যায় নমঃ সর্ব্বগতায় চ।
নমো ভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা॥ ২৪॥
জনায় চ নমস্তুভ্যং তপসে বরদায় চ।
নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ॥ ২৫॥
ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ।
অভ্যুদীর্ণায় দীপ্তায় তত্ত্বায় নির্গুণায় চ॥ ২৬॥
নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ।
হুতায় অপহুতায় প্রহুত-প্রশিতায় চ॥ ২৭॥
নমস্ত্বষ্টায় মূর্ত্তায় হ্যগ্নিষ্টোমর্ত্বিজায় চ।
নম ঋতায় সত্যায় ভূতাধিপতয়ে নমঃ॥ ২৮॥
সদস্যায় নমশ্চৈব দক্ষিণাবভৃথায় চ।
অহিংসায়াথ লোকানাং পশুমন্ত্রৌষধায় চ॥ ২৯॥
নমস্তুষ্টিপ্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে।
নমোঽস্ত্বিন্দ্রিয়পতয়ে পরিহারায় স্রগ্বিনে॥ ৩০॥

নমস্কার। বরদ, বরেণ্য, সর্ব্বগত, ভূত, ভব্য ও মহান্‌কে নমস্কার। জন, তপঃ, বরদ, বন্দ্য, মোক্ষ, নরককে নমস্কার॥ ২২—২৫॥

ভব, ভজমান, ইষ্ট, যাজক, অভ্যুদীর্ণ, দীপ্ত, তত্ত্ব ও নির্গুণকে নমস্কার। পাশ, হস্ত, স্বাভরণ, হুত, অপহুত, প্রহুত ও প্রশিতকে প্রণাম। অষ্টমূর্ত্তি, অগ্নিষ্টোম, ঋত্বিক্‌, ঋত, সত্য ও ভূতাধিপতিকে প্রণাম করি। সদস্য, দক্ষিণ, অবভৃথ, লোকসমূহের প্রতি অহিংস এবং পশু, মন্ত্র ও ঔষধকে নমস্কার করি॥ ২৬—২৯॥

তুষ্টিপ্রদ, ত্র্যম্বক, সুগন্ধি, ইন্দ্রিয়পতি, পরিহার ও মাল্যবান্‌কে নমস্কার।

বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোঽক্ষিমুখায় চ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদায় রুদ্রায়াপ্রমিতায় চ ॥ ৩১ ॥
নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ সিদ্ধায় মেধ্যায় চেষ্টায় হ্বব্যয়ায় চ ॥ ৩২ ॥
সুবীরায় সুধীরায় হ্যক্ষোভ্য-ক্ষোভণায় চ।
সুমেধসে সুপ্রজায় দীপ্তায় ভাস্করায় চ ॥ ৩৩ ॥
নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়-নিভায় চ।
বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে ॥ ৩৪ ॥
দৃষ্টিঘ্নায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ।
নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ ॥ ৩৫ ॥
পিশিতায় পিশঙ্গায় পীতায় চ নিষঙ্গিণে।
নমস্তে সবিশেষায় নির্বিশেষায় বৈ নমঃ ॥ ৩৬ ॥
নমো বৈ পদ্মবর্ণায় মৃত্যুঘ্নায় চ মৃত্যবে।
নমঃ শ্যামায় গৌরায় কদ্রবে রোহিতায় চ ॥ ৩৭ ॥
নমঃ কান্তায় সন্ধ্যাভ্র-বর্ণায় বহুরূপিণে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বস্ত্রায় কপর্দ্দিনে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বনয়ন, বিশ্বমুখ, সর্ব্বদিক্‌বিস্তৃতপাণিপাদ, অপ্রমিত, হব্য, কব্য, হব্যকব্য, সিদ্ধ, মেধ্য, চেষ্ট ও অব্যয়কে নমস্কার ॥ ৩০—৩২ ॥

সুবীর, সুধীর, অক্ষোভ্য, অক্ষোভন, সুমেধা, সুপ্রজ, দীপ্ত, ভাস্কর, সুপর্ণ, তপনীয়নিভ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, পিঙ্গল ও মহৌজাকে নমস্কার। দৃষ্টিঘ্ন, সৌম্যদৃষ্টি, ধূম্র, শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিতকে নমস্কার ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পিশিত, পিশঙ্গ, পীত, নিষঙ্গধারী, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে নমস্কার। পদ্মবর্ণ, মৃত্যুঘ্ন, মৃত্যু, শ্যাম, গৌর, কদ্রু ও রোহিতকে নমস্কার। কান্ত, সন্ধ্যাভ্রবর্ণ, বহুরূপী, কপালহস্ত, দিগম্বর ও কপর্দ্দীকে প্রণাম। অপ্রমেয়,

অপ্রমেয়ায় শর্ব্বায় হ্যবধ্যায় বরায় চ।
পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব বিভ্রাণায় কৃশানবে॥ ৩৯॥
দুর্গায় মহতে চৈব রোধায় কপিলায় চ।
অর্কপ্রভ-শরীরায় বলিনে রংহসায় চ॥ ৪০॥
পিনাকিনে প্রসিদ্ধায় স্ফীতায় প্রসৃতায় চ।
সুমেধসেঽক্ষমালায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে॥ ৪১॥
চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ।
চেকিতানায় তুষ্টায় নমস্ত্বনিহিতায় চ॥ ৪২॥
নমঃ ক্ষান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ।
রক্ষোঘ্নায় মখঘ্নায় শিতিকণ্ঠোর্দ্ধরেতসে॥ ৪৩॥
অরিহায় কৃতান্তায় তিগ্মায়ুধধরায় চ।
সমোদায় প্রমোদায় ইরিণায়ৈব তে নমঃ॥ ৪৪॥
প্রণব-প্রণবেশায় ভক্তানাং শর্ম্মদায় চ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ॥ ৪৫॥
সর্ব্বভূতায় ভূতায় সর্ব্বেশাতিশয়ায় চ।
পুরভেত্ত্রে চ শান্তায় সুগন্ধায় বরেষবে॥ ৪৬॥

শর্ব্ব, অবধ্য, বর, অগ্রপশ্চাৎ বিভ্রাণ, কৃশাণু, দুর্গ, মহান্, রোধ, কপিল, অর্কপ্রভশরীর, বলী ও রংহসকে নমস্কার॥ ৩৯—৪০॥

পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, প্রসৃত, সুমেধা, অক্ষমাল, দিগ্বসন, শিখণ্ডী, চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর, চেকিতান, তুষ্ট, ও অনিহিতকে নমস্কার। ক্ষান্ত, শান্ত, বজ্রদেহ, রক্ষোঘ্ন, মখনাশক, শিতিকণ্ঠ ও উর্দ্ধরেতাকে নমস্কার। শত্রুনাশন, কৃতান্ত, তীক্ষ্ণাস্ত্রধর, সমোদ, প্রমোদ ও ইরিণকে নমস্কার॥ ৪১—৪৪॥

প্রণব, প্রণবেশ্বর, ভক্তসুখপ্রদ, মৃগব্যাধ. দক্ষ, দক্ষযজ্ঞহর, সর্ব্বভূত, ভূত, সর্ব্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ, পুরভেত্তা, শান্ত, সুগন্ধ, বরেষু, পুষ্পদন্তবিনাশক,

পুষ্পদন্ত-বিনাশায় ভগনেত্রান্তকায় চ।
কণাদায় বরিষ্ঠায় কামাঙ্গ-দহনায় চ ॥ ৪৭ ॥
রবেঃ করালচক্রায় নাগেন্দ্রদমনায় চ।
দৈত্যানামন্তকায়াথ দিব্যাক্রন্দকরায় চ ॥ ৪৮ ॥
শ্মশানরতিনিত্যায় নমস্ত্র্যম্বকধারিণে।
নমস্তে প্রাণপালায় ধবমালাধরায় চ ॥ ৪৯ ॥
প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিষ্টুতায় চ।
নরনারীশরীরায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥ ৫০ ॥
জটিনে দণ্ডিনে ভূভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
নমোঽস্তু নৃত্যশীলায় বাদ্য নৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥ ৫১ ॥
মন্যবে শীতশীলায় সুগীতিগায়তে নমঃ।
কটকরায় ভীমায় চোগ্ররূপধরায় চ ॥ ৫২ ॥
বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ।
সিদ্ধসংঘাতগীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥ ৫৩ ॥
নমো মুক্তাট্টহাসায় ক্ষোড়িতস্ফোটিতায় চ।
নদতে কুর্দতে চৈব নমঃ প্রমদিতায় চ ॥ ৫৪ ॥

ভগনেত্রনাশক, কণাদ, বরিষ্ঠ, কামাঙ্গ-দহন, রবিরকরালচক্র, নাগেন্দ্রদমন, দৈত্যনাশন, দিব্যাক্রন্দকর, নিত্যশ্মশানপ্রিয়, ত্র্যম্বকধারী, প্রাণপালক ও ধবমালাধরকে নমস্কার ॥ ৪৫—৪৯ ॥

শোকবিহীনবিবিধভূতগণস্তুত নরনারী শরীর, দেবীপ্রিয়কারক, জটাজূট-ধারী, দণ্ডী, সর্পোপবীতধারী, নৃত্যশীল ও নৃত্যবাদ্যপ্রিয়কে নমস্কার। মন্যু, শীতশীল, সুগীতিগায়ক, কটকর, ভীম, উগ্ররূপধর, বিভীষণ, ভীম, ভগপ্রমথন, সিদ্ধসমূহস্তুত ও মহাভাগকে নমস্কার ॥ ৫০—৫৩ ॥

অট্টহাসপ্রকাশক, ক্ষোড়িত, স্ফোটিত, নাদকারী, কুর্দনকারক ও প্রেম

নমোঽদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ।
ধ্যায়তে জৃম্ভতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥ ৫৫ ॥
চলতে ক্রীড়তে চৈব লম্বোদর-শরীরিণে।
নমঃ কৃতায় কম্পায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ৫৬ ॥
নম উন্মত্তবেশায় কিঙ্কিণীকায় বৈ নমঃ।
নমো বিকৃতবেশায় ক্রূরোগ্রামর্ষণায় চ ॥ ৫৭ ॥
অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্গুণায় চ।
নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামণিধরায় চ ॥ ৫৮ ॥
নমস্তোকায় তনবেগুণৈরপ্রতিমায় চ।
নমো গণায় গুহ্যায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ৫৯ ॥
লোকধাত্রী ত্বিয়ং ভূমিঃ পাদৌ সজ্জনসেবিতৌ।
সর্ব্বেষাং সিদ্ধযোগানামধিষ্ঠানস্তবোদরম্ ॥ ৬০ ॥
মধ্যেঽন্তরীক্ষং বিস্তীর্ণন্তারাগণবিভূষিতম্।
তারাপথ ইবাভাতি শ্রীমান্ হারস্তবোরসি ॥ ৬১ ॥
কণ্ঠস্তে শোভতে শ্রীমান্ হেমসূত্রবিভূষিতঃ।
দংষ্ট্রাকরালদুর্দ্ধর্ষমনৌপম্যং মুখং তব ॥ ৬২ ॥

দিতকে নমস্কার। অদ্ভুত, নিদ্রিত, ধাবনশীল, প্রস্থিত, ধ্যানকারী, জৃম্ভাকারক, পীড়নকারী ও দৌড়নশীলকে নমস্কার ॥ ৫৪—৫৫ ॥

চঞ্চল, ক্রীড়াকারক, লম্বোদরদেহ, কৃত, কম্প, মুণ্ড, বিকর, উন্মত্তবেশ, কিঙ্কিণীক, বিকৃতবেশ, ক্রূর, উগ্র, অমর্ষণ, অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্গুণ, প্রিয়, বাদ, মুদ্রাধর, মণিধর, স্তোক, তনু, অপ্রতিমগুণ, গণ, গুহ্য ও অগম্যাগমনকে নমস্কার ॥ ৫৬—৫৯ ॥

লোকধাত্রী পৃথিবী তোমার সজ্জনসেবিত পদদ্বয়, যোগসিদ্ধ ঋষিগণ তোমার উদর মধ্যে অবস্থান করেন, তারাগণবিভূষিত অন্তরীক্ষ তোমার বক্ষোদেশে তারাপথ হারের ন্যায় শোভা পায় এবং তজ্জন্য তোমার কণ্ঠদেশ স্বর্ণসূত্রভূষিতের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। করালদংষ্ট্রাবিরাজিত তোমার

পদ্মমালাকৃতোষ্ণীষং শীর্ষণ্যং শোভতে কথম্।
দীপ্তিঃ সূর্য্যেবপুশ্চন্দ্রে স্থৈর্য্যেভূম্যনিলোবলে ॥ ৬৩ ॥
তৈক্ষ্ণ্যমগ্নৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈত্যমপ্সু চ।
অক্ষরোত্তমনিস্পন্দান্ গুণানেতান্বিদুর্বুধাঃ ॥ ৬৪ ॥ ?
জপো জপ্যো মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
পুরেশয়ো গুহাবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥ ৬৫ ॥
তপোনিধির্গুহগুরুর্নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ।
হয়শীর্ষো ধরাধাতা বিধাতা ভূতিবাহনঃ ॥ ৬৬ ॥
বোদ্ধব্যো বোধনো নেতা ধূর্দ্ধহো দুষ্প্রকম্পকঃ।
বৃহদ্রথো ভীমকর্ম্মা বৃহৎকীর্ত্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
ঘণ্টাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পিনাকীধ্বজিনীপতিঃ।
কবচী পট্টিশী শঙ্খী পাশহস্তঃ পরশ্বভৃৎ ॥ ৬৮ ॥
অগমস্ত্বনঘঃ শূরো দেবরাজারিমর্দ্দনঃ।
ত্বাং প্রসাদ্য পুরাঽস্মাভির্দ্বিষন্তো নিহতা যুধি ॥ ৬৯ ॥

মুখ অতুলনীয়। শীর্ষদেশে পদ্মমালানির্ম্মিত উষ্ণীষ কেমন অনির্ব্বচনীয়রূপে শোভা পাইতেছে। সূর্য্যে তোমার দীপ্তি, চন্দ্রে তোমার শরীর, পৃথিবীতে তোমার স্থৈর্য্য, বায়ুতে বল, অগ্নিতে তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে প্রভা, আকাশে শব্দ এবং জলে তোমার শীতলতা বিরাজিত আছে। পণ্ডিতগণ তোমার এই সকল গুণকে অব্যয় ও উত্তম, স্পন্দরহিত বলিয়া জানেন ॥ ৬০—৬৪ ॥

তুমি জপ, জপ্য মহাযোগী, মহাদেব, মহেশ্বর, পুরেশয়, গুহাবাসী, খেচর, রজনীচর, তপোনিধি, গুহগুরু, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়শীর্ষ, ধরাধাতা, বিধাতা, ভূতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, ধূর্দ্ধহ, দুষ্প্রকম্পক, বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা, বৃহৎকীর্ত্তি, ধনঞ্জয়, ঘণ্টাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পিনাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচ পট্টিশ ও শঙ্খধারী, পাশহস্ত, পরশ্বভৃৎ, অগম, অনঘ, শূর, দেবরাজ এবং শত্রুনাশন ; তোমাকে প্রসন্ন করিয়াই আমরা পূর্ব্বে যুদ্ধস্থলে শত্রুনিধন করিয়াছিলাম ॥ ৬৫—৬৯ ॥

অগ্নিস্ত্বং চার্ণবান্ সর্ব্বান্ পিবন্নেব ন তৃপ্যসে।
ক্রোধাগারঃ প্রসন্নাত্মা কামহা কামদঃপ্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গোঘ্নস্ত্বং শিষ্টপূজিতঃ।
বেদানামব্যয়ঃ কোশস্ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭১ ॥
হব্যঞ্চ বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ।
প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে ॥ ৭২ ॥

ভবানীশো নাদিমান্ ধামরাশি-
র্ব্রহ্মা লোকানাস্ত্বং কর্ত্তাত্বাদিসর্গঃ।
সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
ক্ষীণধ্যানাস্তে ন মৃত্যুং বিশন্তি ॥ ৭৩ ॥
যোগেন ত্বাঙ্খ্যানিনো নিত্যযুক্তা
জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজন্তে পুনস্তান্।
যেঽন্যে মর্ত্ত্যাস্ত্বাং প্রপন্না বিশুদ্ধাঃ
তেকর্ম্মভির্দিব্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ৭৪ ॥

তুমিই অগ্নি, সমগ্র সমুদ্র পান করিয়াও তোমার তৃপ্তি হয় না। তুমি ক্রোধাগার, প্রসন্নাত্মা, কামনাশন, কামপ্রদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোঘ্ন, শিষ্টপূজিত, বেদপ্রতিপাদ্য অব্যয় ও কোশ; তোমাকর্ত্তৃকই যজ্ঞ কল্পিত হয়, তুমিই হব্যবাহনরূপে বেদোক্ত হব্যবহন কর; এবং হে মহাদেব! তোমার সন্তুষ্টিতেই আমরাও প্রীতিলাভ করিয়া থাকি ॥ ৭০—৭২ ॥

তুমি ভবানীপতি, অনাদি, তেজোরাশি, ব্রহ্মা লোককর্ত্তা, আদি সৃষ্টি ও জ্ঞান স্বরূপ; প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ তোমাকে চিন্তা করিয়াই ধ্যানকারীগণ মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ॥ ৭৩ ॥

নিত্যযোগশীল যোগীগণ তোমার ধ্যান করিয়াই যোগবলে ভোগ সমুদায়ের অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করেন এবং অন্য মর্ত্ত্যগণও বিশুদ্ধচিত্তে তোমার শরণাপন্ন হইয়া, কর্ম্মফলে দিব্যফলসমূহ ভোগ করেন ॥ ৭৪ ॥

অপ্রমেয়স্য তত্ত্বস্য যথা বিদ্মঃ স্বশক্তিতঃ।
কীর্ত্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ।
শিবো নো ভব সর্ব্বত্র যোঽসিসোঽসি নমোঽস্তুতে ॥৭৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

স্বরোৎপত্তিঃ।

সূত উবাচ।

অহো বিস্ময়নীয়ানি রহস্যানি মহামতে।
ত্বযোক্তানি যথাতত্ত্বং লোকানুগ্রকারণাৎ ॥ ১।
তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবতারেষু শূলিনঃ।
কিং কারণং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্
হিত্বা যুগানি পূর্ব্বাণি অবতারং করোতি বৈ।
অস্মিন্মন্বন্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈবস্বতে প্রভো। ॥ ৩

তোমার তত্ত্বনিচয় অপ্রমেয়, তোমার মাহাত্ম্যও অসীম, তথাপি হে পরমাত্মন্! স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি যেই হও, তোমায় নমস্কার করিতেছি, আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পঞ্চবিংশোধ্যায় ॥ ২৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহামতে! আপনি লোকগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন জন্য যে সকল বিস্ময়কর তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে আমার অনেকগুলি সন্দেহ রহিয়াছে। শূলপাণি-মহাদেবের অবতারবিষয়ে কারণ কি? তিনি অন্যান্য যুগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, এই নিদারুণ কলিযুগে কেন অবতীর্ণ হইলেন? এবং হে প্রভো! এই বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি কিরূপে অবতাররূপে

অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪ ॥
ভক্তানামুপদেশার্থং বিনয়াৎ কৃচ্ছতো মম।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মতামতম্ ॥ ৫ ॥

লোমশ উবাচ।

এবং পৃষ্টোঽথ ভগবান্ বায়ুর্লোক-হিতে রতঃ।
ইদমাহ মহাতেজা বায়ুর্লোক-নমস্কৃতঃ ॥ ৬ ॥
এতদ্ গুপ্ততমং লোকে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তৎসর্ব্বং শৃণু গাধেয় উচ্যমানং যথাক্রমম্ ॥ ৭ ॥
পুরা হ্যেকার্ণবে বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টু-কামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৮ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকঃ।
দিব্যগন্ধঃ সুধাকাঙ্ক্ষী দিব্যাং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥ ৯ ॥
অশব্দস্পর্শরূপাস্তামগন্ধাং রসবর্জ্জিতাম্।
শ্রুতিং হ্যুদীরয়ন্ দেবো যামবিন্দচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ১০ ॥

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহকাল বা পরকাল সম্বন্ধে আপনার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই, অতএব ভক্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদানজন্য ঐ সকল বিষয় বিবৃত করুন ॥ ১—৫ ॥

লোমশ কহিলেন, লোকগণপূজিত মহাতেজা ভগবান বায়ু এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে গাধেয়! তুমি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা অতীব গোপনীয় হইলেও যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬—৭ ॥

পূর্ব্বে দিব্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একার্ণবরূপে অবস্থিত থাকিলে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন; সেই সময়ে সুধাকাঙ্ক্ষী দিব্যগন্ধবিশিষ্ট কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া, স্বর্গীয় শ্রুতি উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিবর্জ্জিত শ্রুতি ব্রহ্মা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮—১০ ॥

ততস্তু ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং কোঽহময়স্ত্বিতি ॥ ১১ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতং তদক্ষরম্।
অশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসগন্ধবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥
অথোত্তমং স লোকেষু স্বভুর্ত্তিশ্চাপি পশ্যতি।
ধ্যায়ন্ বৈ স তদাদেবমথৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥ ১৩ ॥
তং শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ।
বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৪ ॥
তৎসর্ব্বং সুচিরং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ন্ চি তদক্ষরম্।
তস্য চিন্তয়মানস্য কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতেঽক্ষরঃ ॥ ১৫ ॥
একমাত্রো মহাঘোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ।
স ওঁকারো ভবেদ্বেদঃ অক্ষরং বৈ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
ততশ্চিন্তয়মানস্য ত্বক্ষরং বৈ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তু রক্তস্তু স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥

তৎপরে তিনি ভয়ঙ্কর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ধ্যানসংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে "কোন্ অয়ম্" অর্থাৎ এই ব্যক্তি কে? এই শব্দত্রয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

তাঁহার এইরূপ চিন্তা সময়ে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধবিবর্জ্জিত অক্ষরের আবির্ভাব হইল। অতঃপর পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বন করিয়া, তিনি শ্বেত রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্নবিহীন এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ॥ ১২—১৪ ॥

এই সমুদায় অনুভবের পর তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শ্বেতবর্ণ সুনির্ম্মল মহাশব্দযুক্ত একমাত্র অক্ষর নির্গত হইল ; এই অক্ষরই ওঁকার বেদ ও মহেশ্বর স্বরূপ ॥ ১৫—১৬ ॥

তৎপরে স্বয়ম্ভূ এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি হইল তাহাই আদিদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অক্ষরই

ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য ত্বগ্নিমীড়েপুরোহিতম্।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ।
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃৎ ॥ ১৮ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য তস্মিন্নথ মহেশ্বরঃ।
দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঈশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥ ১৯ ॥
ততঃ পুনর্দ্বিমাত্রন্তু চিন্তয়ামাস চাক্ষরন্।
প্রাদুর্ভূতঞ্চ রক্তন্তৎ ছেদনে গৃহ্য সা যজুঃ ॥ ২০ ॥
ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থদেবো বঃ সবিতা পুনঃ।
ঋগ্বেদ একমাত্রস্তু দ্বিমাত্রস্তু যজুঃ স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
ততো বেদং দ্বিমাত্রন্তু দৃষ্ট্বা চৈবতদক্ষরম্।
দ্বিমাত্রং চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ত্বক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য ওঁকারঃ সম্বভূব হ।
ততস্তদক্ষরং ব্রহ্মা ওঁকারং সমচিন্তয়ৎ ॥ ২৩ ॥
অথাপশ্যত্ততঃ পীতাম্নচঞ্চৈব সমুত্থিতাম্।
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ॥ ২৪ ॥

প্রথম ঋগ্বেদ, তাহার প্রথমই "অগ্নিমীড়ে' পুরোহিতম্" এই মন্ত্রটি আছে। লোককর্ত্তা মহাতেজস্বী ব্রহ্মা এই অক্ষররূপ ঋক্ দর্শন করিয়া 'ইহা কি?' বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

তাঁহার এই ঋক্‌বিষয়ক চিন্তাসময়ে মহেশ্বর ঈশিত্বগুণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিমাত্র অক্ষররূপে উৎপন্ন হইলেন এবং দ্বিমাত্র অক্ষর চিন্তা করিতে করিতে সেই অক্ষর রক্তবর্ণ যজুর্ব্বেদরূপে পরিণত হইল। তাহারই প্রথমে "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থদেবোবঃ সবিতা" এই মন্ত্রটি আছে। এইজন্য ঋগ্বেদ একমাত্র ও যজুর্ব্বেদ দ্বিমাত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ঐ দ্বিমাত্র অক্ষরবিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে ওঁকারের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি কেবল ঐ ওঁকারের চিন্তাতেই ব্যাপৃত হইলেন ॥ ১৯—২৩ ॥

এই সময়ে তিনি পীতবর্ণবিশিষ্ট 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে'

ততস্তু স মহাতেজাঃ দৃষ্ট্বা বেদানুপস্থিতান্।
চিন্তয়িত্বা চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং যস্ত্রিরক্ষরম্।
ত্রিবর্ণং যৎ ত্রিষবণমোঙ্কারং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫ ॥
ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাৎ ত্রিবর্ণস্তু তদক্ষরম্।
লক্ষ্যালক্ষ্যপ্রদৃশ্যঞ্চ সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥ ২৬ ॥
ত্রিমাত্রস্ত্রিপদঞ্চৈব ত্রিযোগঞ্চৈব শাশ্বতম্।
তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥
তস্মাত্তদক্ষরং সোঽহং ব্রহ্মরূপং স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুর্দ্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্।
তমোঙ্কারং স রূপাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮ ॥
চতুর্মুখমুখাত্তস্মাদজায়ন্ত চতুর্দ্দশ।
নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যমাদ্যন্তঞ্চ তদক্ষরম্।
তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

এই সাম আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। এইরূপে ভগবান্ মহাতেজা ব্রহ্মা উপস্থিত বেদসমূহ সন্দর্শন করিয়া, ত্রিসন্ধ্য, ত্রিরক্ষর, ত্রিবর্ণ, ত্রিষবণ ও ব্রহ্ম নামক ওঁকারের চিন্তা করিয়া, তৎপরে ত্রিসংযোগ-জন্য বর্ণত্রয়বিশিষ্ট, লক্ষ, অলক্ষ্য, প্রদৃশ্য, সহিত, ত্রিদিব, ত্রিক, ত্রিমাত্র, ত্রিপদ, ত্রিযোগ ও নিত্য সেই অক্ষরধ্যানে নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৪—২৭ ॥

এইরূপ ধ্যানবশতঃ স্বয়ম্ভুব ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর দীপ্ততেজা, চতুর্দ্দশ-মুখদেবরূপে পরিণত হইল; এই ওঁকারজাত অক্ষর স্বয়ম্ভুব বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৮ ॥

তৎপরে ব্রহ্মার মুখ হইতে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট চতুর্দ্দশস্বরের উৎপত্তি হইল। ইহাদের আদ্যন্তে সেই ওঁকাররূপ দিব্য অক্ষর অবস্থিত। অনন্তর সাধারণ অর্থ প্রকাশ জন্য সেই বর্ণসমূহ মধ্যে অকার হইতে ত্রিষষ্টি (৬৩) বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অকাররূপ আদি বর্ণই প্রথম স্বর। এই স্বর-

ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানান্তু স্বয়ম্ভুবঃ।
অকাররূপে আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ততস্তেভ্যঃ স্বরেভ্যস্তু চতুর্দ্দশ মহামুখাঃ।
মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা মন্বন্তরে স্বরাঃ ॥ ৩১ ॥
চতুর্দ্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২ ॥
মুখাত্তু প্রথমাত্তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্মৃতঃ।
অকারস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৩ ॥
দ্বিতীয়াত্তু মুখাত্তস্য আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ।
নাম্না স্বারোচিষো নাম বর্ণঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
তৃতীয়াত্তু মুখাত্তস্য ইকারো যজুষাং বরঃ।
যজুর্ম্ময়ঃ স চাদিত্যো যজুর্ব্বেদো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
ঈকারঃ স মনুর্জ্ঞেয়ো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্।
ততঃ ক্ষত্রং প্রবর্ত্তেত তস্মাদ্রক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
চতুর্থাত্তু মুখাত্তস্য উকারঃ স্বর উচ্যতে।
বর্ণতস্তু স্মৃতস্তাম্রঃ স মনুস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

সমূহ হইতে মহামুখবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশমুখযুক্ত ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ব্ববর্ণ প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯—৩০ ॥

তাঁহার প্রথমমুখ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়; তিনিই স্বায়ম্ভুব ও অকার নামে পরিচিত, তাঁহার বর্ণ শ্বেত। দ্বিতীয়মুখ হইতে আকারের উৎপত্তি, ইহার নাম স্বারোচিষ, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডু ॥ ৩১—৩৪ ॥

তৃতীয়মুখ হইতে যজুঃশ্রেষ্ঠ ইকার উৎপন্ন হয়, ইকার যজুর্ম্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত, এবং ইহা হইতেই যজুর্ব্বেদের আবির্ভাব। ঈকারই মহাপ্রতাপশালী মনু, ইহার বর্ণ রক্ত; ক্ষত্রিয়গণ ঈকার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহারাও রক্তবর্ণ হইয়াছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥

চতুর্থমুখ হইতে উকারের উৎপত্তি, ইহার বর্ণ তাম্র এবং তামস মনু

পঞ্চমাত্তু মুখাত্তস্য উকারো নাম জায়তে।
পীতকো বর্ণতশ্চৈব মনুশ্চাপি চরিষ্ণবঃ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ ষষ্ঠান্মুখাত্তস্য ওঁকারঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ ততঃ ষষ্ঠৌ বিজয়ঃ স মহাতপাঃ ॥ ৩৯ ॥
সপ্তমাত্তু মুখাত্তস্য ততো বৈবস্বতো মনুঃ।
ঋকারশ্চ স্বরস্তত্র বর্ণতঃ কৃষ্ণউচ্যতে ॥ ৪০ ॥
অষ্টমাত্তু মুখাত্তস্য ঋকারঃ শ্যামবর্ণতঃ।
শ্যামাক্ষরসবর্ণশ্চ ততঃ সাবর্ণিরুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
মুখাত্তু নবমাত্তস্য ঌকারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ধূম্রো বৈ বর্ণতশ্চাপি ধূম্রশ্চ মনুরুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
দশমাত্তু মুখাত্তস্য ৡকারঃ প্রভুরুচ্যতে।
সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ বভৌ সাবর্ণিকো মনুঃ ॥ ৪৩ ॥
মুখাদেকাদশাত্তস্য একারো মনুরুচ্যতে।
পিশঙ্গো বর্ণতশ্চৈব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
দ্বাদশাত্তু মুখাত্তস্য ঐকারো নাম উচ্যতে।
পিশঙ্গো ভস্মবর্ণাভঃ পিশঙ্গো মনুরুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

নামে ইনি পরিচিত। পঞ্চমমুখ হইতে উকার পীতবর্ণ ও চরিষ্ণব মনু নামে উৎপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠমুখ হইতে কপিলবর্ণ ওঁকার উৎপন্ন হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাতপা বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৩৭—৩৯ ॥

সপ্তমমুখ হইতে কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু নামে ঋকারের উৎপত্তি এবং অষ্টম মুখ হইতে শ্যামাক্ষর তুল্য শ্যামবর্ণ সাবর্ণি নামক ৠকারের উৎপত্তি ॥ ৪০-৪১ ॥

নবমমুখ হইতে ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনুনামক নবম ঌ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। সাবর্ণিনামক সম ও সবর্ণবিশিষ্ট প্রভু ৡকার দশমমুখ হইতে উৎপন্ন ॥ ৪২-৪৩ ॥

একাদশ মুখ হইতে একার ইহার নাম পিশঙ্গমনু এবং ইহার বর্ণও পিশঙ্গ। দ্বাদশমুখ হইতে ঐকার; ইহারও নাম পিশঙ্গ, বর্ণ ভস্মতুল্য পিশঙ্গ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ত্রয়োদশান্ মুখাত্তস্য ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
পঞ্চবর্ণ সমাযুক্ত ওকারো বর্ণ উত্তমঃ ॥ ৪৬ ॥
চতুর্দ্দশমুখাত্তস্য ঔকারো বর্ণ উচ্যতে।
কর্ব্বুরো বর্ণতশ্চৈব মনুঃ সাবর্ণিরুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
ইত্যেতে মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ।
বিজ্ঞেয়া হি যথাতত্ত্বং স্বরতো বর্ণতস্তথা ॥ ৪৮ ॥
পরস্পরসবর্ণাশ্চ স্বরা যস্মাদ্ বৃতা হি বৈ।
তস্মাত্তেষাং সবর্ণত্বাদম্বয়স্ত প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৯ ॥
সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যস্মাজ্জাতাস্ত কল্পজাঃ।
তস্মাৎ প্রজানাং লোকেঽস্মিন্ সবর্ণাঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ ॥৫০॥
ভবিষ্যন্তি যথা শৈলং বর্ণাশ্চ ন্যায়তোঽর্থতঃ।
অভ্যাসাৎ সন্ধয়শ্চৈব তস্মাজ্জ্ঞেয়া স্বরা ইতি ॥ ৫১ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে স্বরোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণযুক্ত, বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ওকারের উৎপত্তি এবং চতুর্দ্দশ মুখ হইতে বিচিত্রবর্ণ, সাবর্ণি মনু নামক ঔকারের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥

মনু ও স্বরসমূহের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ কথিত আছে। কল্প ও বর্ণ অনুসারে ইহাদিগের তত্ত্ব অবগত হইতে হয় ॥ ৪৮ ॥

যেহেতু সমুদায় স্বরই পরস্পর সবর্ণ, এজন্য ইহাদিগের অন্বয় ও তদ্রূপ কথিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

কল্পজাত স্বরবর্ণসমূহ যেহেতু সবর্ণ ও সদৃশ, এজন্য ইহলোকে প্রজাগণের সর্ব্বসন্ধি ও সবর্ণ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শৈলসমূহের ন্যায় ও অর্থানুসারে অভ্যাসবশতঃ বর্ণসমূহের সন্ধি হইবে; এজন্য ইহারা স্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডনামক মহাপুরাণে স্বরোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোধ্যায় ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ মহাদেবতনুবর্ণনম্।

ঋষয় ঊচুঃ।

অস্মিন্‌কল্পে ত্বয়া চোক্তঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
মহাদেবস্য রুদ্রস্য সাধকৈর্ম্মুনিভিঃ সহ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

উৎপত্তিরাদিসর্গস্য ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ।
বিস্তরেণাস্য বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃ সহ ॥ ২ ॥
পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান্ বহূন্।
কল্পেঽষ্টমে ব্যতীতে তু যস্মিন্ কল্পেতু তচ্ছৃণু ॥ ৩
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভো।
প্রাদুরাসীত্ততোঽঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ।
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা ॥ ৪ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, আপনি এই ক[illegible]কমুনিগণসহ মহাত্মা মহাদেব রুদ্রের আবির্ভাব কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১

সূত তাঁহাদিগের এই বাক্য সমাপ্ত না হইতেই উত্তর করিলেন, আমি আদিদেব শর্ব্বের উৎপত্তি বিবরণ অতি সংক্ষেপে একবার কীর্ত্তন করিয়াছি, এখন তাঁহার নাম ও মূর্ত্তি কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিব। অষ্টমকল্প অতীত হইলে, যে কল্পে মহাদেব স্বীয় ভার্য্যাগর্ভে বহুপুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২—৩ ॥

আদিকল্প সময়ে ব্রহ্মা আত্মতুল্য পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার ক্রোড়দেশে অতি তেজস্বী নীল-লোহিত-বর্ণ এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া ঘোর সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্।
কিং রোদিষি কুমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত ॥ ৫ ॥
সোঽব্রবীদ্দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ ॥ ৬ ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রু[illegible] পুনরব্রবীৎ।
নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭ ॥
ভবস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাথ শঙ্করম্ ॥ ৮ ॥
তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
শিবস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ ॥ ৯ ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে এইরূপ সহসা রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কুমার! কেন রোদন করিতেছ?" কুমার উত্তর করিলেন, "আমায় প্রথম নাম প্রদান করুন।" তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি রুদ্র [illegible] প্রাপ্ত হইলে।" এইরূপ নামপ্রাপ্তির পর কুমার পুনর্ব্বার রোদন করায়, ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কুমার দ্বিতীয় নাম প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মাও তদনুসারে তাঁহাকে ভব নাম প্রদান করিলেন। কুমার তথাপি রোদন করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মা পুনর্ব্বার 'কেন কাঁদিতেছ?' জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 'আমায় তৃতীয় নাম প্রদান করুন' এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে 'তুমি শিব নাম প্রাপ্ত হইলে,' এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। কুমার পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, 'আমায় চতুর্থ নাম প্রদান করুন' এইরূপ উত্তর দিলেন॥ ৫—১০॥

পশূনাং ত্বং পতির্দ্দেব ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ॥ ১১॥
পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ঈশস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥ ১২॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
ষষ্ঠং মে নাম দেহীতি ইত্যুবাচাথ তং প্রভুম্॥ ১৩॥
ভীমস্ত্বং দেবনাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ॥ ১৪॥
সপ্তমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
উগ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥ ১৫॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
অষ্টমং দেহি মে নাম ত্বং বিভো পুনরব্রবীৎ।
মহাদেবস্তু নাম্নাসি ইত্যুক্তো বিররাম হ॥ ১৬॥

এবার ব্রহ্মা তাঁহাকে পশুপতি নাম প্রদান করিলেন। কুমার পুনর্ব্বার রোদন করায়, ব্রহ্মাও পুনর্ব্বার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কুমার তদুত্তরে পঞ্চম নাম প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে ঈশ নাম প্রদান করিলেন। কুমার তথাপি রোদন করিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারও পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠ নামের প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে ভীম নাম প্রদান করিলেন। পুনর্ব্বার কুমার ঐরূপ রোদন আরম্ভ করায়, ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার তাহাতে সপ্তম নাম প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা এবার উগ্র নাম প্রদান করিলেন। তথাপি কুমার রোদন করিতেছেন দেখিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার তাহাতে 'হে প্রভো! আমার অষ্টম নাম প্রদান করুন এইরূপ উত্তর দিলেন'; ব্রহ্মাও তদনুসারে তাঁহাকে মহাদেব নাম প্রদান করায়, সেই কুমার রোদন হইতে বিরত হইলেন॥ ১১—১৬॥

লব্ধা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ।
প্রোবাচ নাম্না মেতেষাং ভূতানি প্রদিশেতি হঁ॥ ১৭॥
ততোঽভিস্থষ্টাস্তনব এষাং নাম্নাং স্বয়ম্ভুবা।
সূর্য্যো মহী জলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ॥ ১৮॥
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ।
তেষু পূজ্যশ্চ বন্দ্যঃ স্যাদ্রুদ্রস্তান্ন হিনস্তি বৈ॥ ১৯॥
প্রোবাচ স পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতং।
যদুক্তং তে ময়া পূর্ব্বং নাম রুদ্র ইতি প্রভো।
তস্মাদিত্যস্তনুর্নাম প্রথমা প্রথমস্য তে॥ ২০॥
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্।
দ্বিতীয়ং নামধেয়ং তে ময়া প্রোক্তং ভবেতি যৎ।
এতস্যাপো দ্বিতীয়া তে তনুর্নাম্না ভবিষ্যতি॥ ২১॥
ইত্যুক্তে বং স্থিরং তস্য শরীরস্থং রসাত্মকম্।
তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ॥ ২২॥
যস্মাদ্ ভবন্তি ভূতানি তাভ্যস্তা ভাবয়ন্তি চ।
ভবনাদ্ভাবনাচ্চৈব ভূতানাং সম্ভবঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥

এইরূপে নীললোহিত ব্রহ্মসমীপে নামসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "এখন এই সকল নামের জন্য আমায় ভূত প্রদান করুন।" ১৭॥

স্বয়ম্ভু কুমারের এই প্রার্থনানুসারে তাঁহার নাম-সমূহের জন্য সূর্য্য, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মধাতু নামে বিখ্যাত। রুদ্র সেই সকল মূর্ত্তিতে পূজা ও বন্দনাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এজন্য তিনি তাহাদিগের হিংসা করেন না॥ ১৮-১৯॥

অতঃপর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার নীললোহিতদেবকে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার প্রথম যে রুদ্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই প্রথমনামের প্রথম

তস্মান্মূত্রং পুরীষঞ্চ নাপ্সু কুর্ব্বীত সর্ব্বদা।
ন স্নায়েদপ্সু নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন॥ ২৪॥
মৈথুনং নৈব সেবেত শিরঃ-স্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন প্রীতঃ পরিচক্ষীত বহন্ন সংস্থিতোপি বা॥ ২৫॥
মেধ্যামেধ্যশরীরত্বান্নৈব দুষ্যন্ত্যপঃ ক্বচিৎ।
বিবর্ণরসগন্ধাশ্চ অল্পাশ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৬॥
অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মাত্তং কাময়ন্তি তাঃ।
মেধ্যাশ্চৈবামৃতাশ্চৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্॥ ২৭
তস্মাদপো ন রুন্ধীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ।
ন হিনস্তি ভবো সদৈবং যোহপ্সু বর্ত্তে ২৮॥

শরীর আদিত্য। তৎপরে ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার ভবসংজ্ঞক যে দ্বিতীয় নাম প্রদান করিয়াছি, জল সেই নামের মূর্ত্তি হইবে। এই বাক্যাবসানে কুমারের শরীরস্থ সমস্ত স্থিরজল জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যেহেতু ভূতসমূহ জল হইতে উৎপন্ন হয় এবং জলই ভূতসমূহকে প্রকাশিত করে তজ্জন্য ভূতগণের ভবন (উৎপাদন) ও ভাবন (প্রকাশ) এই দুই কার্য্যানুসারে এই মূর্ত্তি ভূতসম্ভব ও ভব নামে বিখ্যাত॥ ২০—২৩॥

অতএব জলমধ্যে মলমূত্রত্যা , উলঙ্গ হইয়া স্নান, নিষ্ঠীবনত্যাগ, মৈথুন-আচরণ ও শিরঃস্নান কর্ত্তব্য ন । শরীরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতাজন্য জল কখনও দূষিত হয় না। [illegible] বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধযুক্ত ও অল্পপরিমিত জল পরিত্যাগ করা উচিত॥ ২ —২৬॥

সমুদ্র জলসমূহের উৎপত্তি [illegible]ন, এজন্য সমুদায় জলই সমুদ্রের কামনা করে; তাহারা সমুদ্রে মিলিত হইলে পবিত্র ও অমৃতস্বরূপ হইয়া থাকে। এজন্য সমুদ্রগামী জলপ্রবাহ রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জলের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ থাকে, মহাদেব ভব তাহার কখনও অনিষ্ট করেন না॥২৭-২৮॥

ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম্।
শর্ব্বস্ত্বমিতি যন্নাম তৃতীয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্য ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নাম্না ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ইত্যুক্তে যৎস্থিরং তস্য শরীরস্থাস্থিসংজ্ঞিতম্।
তদ্বিবেশ ততো ভূমিং তস্মাদ্ভূঃ শর্ব উচ্যতে ॥ ৩০ ॥
তস্মাৎ কুর্ব্বীত নো বিদ্বান্ পুরীষং মূত্রমেব বা।
ন চ্ছায়ায়াং ন সোপানে স্বচ্ছায়াং নাপি মেহয়েৎ ॥ ৩১ ॥
শিরঃ প্রাবৃত্য কুর্ব্বীত অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্মহীম্।
য এবং বর্ত্ততে ভূমৌ তং শর্ব্বো ন হিনস্তি বৈ ॥ ৩২ ॥
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্।
ঈশান ইতি যৎ প্রোক্তং চতুর্থং নামতে ময়া ॥ ৩৩ ॥
চতুর্থস্য চতুর্থী স্যাদ্ বায়ুর্নাম্না তনুস্তব।
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চধা প্রাণ-সংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৪ ॥
বিবেশ তং তদা বায়ুরীশানো বায়ুরুচ্যতে।
তস্মাদেনং পরিবদেদায়তং বায়ুমীশ্বরম্।
এবং যুক্তমথেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্ ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা নীললোহিত দেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'তুমি শর্ব্ব' বলিয়া আমি তোমার যে তৃতীয় নাম প্রদান করিয়াছি, এই ভূমি তাহার তৃতীয় তনু। ব্রহ্মা এই বাক্য বলিবামাত্র কুমারের অস্থিনামক শরীরস্থ স্থির-পদার্থ সকল ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। এই জন্যই ভূমি শর্ব্বনামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৯—৩০ ॥

সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি ভূমিতে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না। এইরূপ ছায়া-স্থলে, সোপানে বা নিজের শরীরচ্ছায়ায় মূত্রত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। মলমূত্রাদি ত্যাগকালে স্বীয় মস্তক আবৃত এবং ভূমিতে তৃণ আচ্ছাদন করিয়া মলাদি

ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং ধূম্রলোহিতম্।
যত্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্।
পঞ্চমী পঞ্চমস্যৈব তনুর্নাম্নাগ্নিরস্তু তে ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্তস্যোপসংজ্ঞিতম্।
বিবেশ তত্তদা হ্যগ্নিস্তস্মাৎ পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥
চন্দ্রমাস্তু স্মৃতঃ সোমঃ তস্যাত্মা হ্যোষধীগণঃ।
এবং যো বর্ত্ততে বিদ্বান্ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ন হন্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভুম্ ॥ ৩৮ ॥
গোপায়তি দিবাদিত্যঃ প্রজা নক্তন্তু চন্দ্রমাঃ।
একরাত্রে সমেয়াতাং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
অমাবাস্যানিশায়াস্তু তস্যাং যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

ত্যাগ করিতে হয়। ভূমির প্রতি এইরূপ আচরণ করিলে, মহাদেব শর্ব্ব তাহার অনিষ্ট করেন না॥ ৩১—৩২ ॥

এই বাক্যাবসানে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার নীললোহিতকে কহিলেন, আমি তোমায় চতুর্থ যে 'ঈশান' নাম প্রদান করিয়াছি, বায়ু তাহার শরীর। ব্রহ্মার এই বাক্য উচ্চারণমাত্রেই দেহস্থ প্রাণনামক পঞ্চবায়ু বায়ুতে প্রবিষ্ট হইল। এই জন্য বায়ু ঈশান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই বিস্তৃত বায়ুকে ঈশ্বর-জ্ঞান করা উচিত; তাহা হইলে ঈশানদেব তাহার হিংসা করেন না। তৎপরে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ধূম্রলোহিতকে কহিলেন, আমি তোমায় যে 'পশুপতি' পঞ্চম নাম প্রদান করিয়াছি, এই অগ্নি তাহার শরীর। ব্রহ্মার এই বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার শরীরস্থ সমুদায় তেজোভাগ অগ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই জন্যই অগ্নি পশুপতি নামে প্রসিদ্ধ॥ ৩৩—৩৭ ॥

সোমনামের মূর্ত্তি চন্দ্রমা, ইহার আত্মা ওষধিসমূহ। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে ঐ মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং সেই প্রভুর বন্দনা করে, মহাদেব তাহাকে হনন করেন না॥ ৩৮ ॥

তত্রাবিষ্টং সর্ব্বমিদন্তনুভির্নামভিঃ সহ।
একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্য্যোঽসৌ রুদ্র উচ্যতে॥ ৪০॥
সূর্য্যস্য যৎপ্রকাশেন বীক্ষ্যন্তে চক্ষুষা প্রজাঃ।
শুক্লাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যম্ভো গভস্তিভিঃ॥ ৪১॥
অদ্যতে পীয়তে চৈবাপ্যন্নপানাত্মকানি যা।
তনুরাত্মভবা সা বৈ দেহেষ্বেবোপচীয়তে॥ ৪২॥
যয়া ধত্তে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্থিরীভূতেন চেতসা।
পার্থিবী সা তনুস্তস্য শার্ব্বী ধারয়তি প্রজাঃ॥ ৪৩॥
যাবৎ স্থিতা শরীরেষু ভূতানাং প্রাণবৃত্তিভিঃ।
বায্বাত্মিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ॥ ৪৪॥
পীতাশিতানি পচতি ভূতানাং জঠরেষু যা।
তনুঃ পাশুপতী তস্য পাচিকা শক্তিরুচ্যতে॥ ৪৫॥

দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্রমা প্রজাদিগকে রক্ষা করেন। কিন্তু একরাত্রে চন্দ্র সূর্য্য একত্র মিলিত হইয়া থাকেন, সেই রাত্রিকে অমাবস্যা কহে। অমাবস্যা রাত্রিতে রুদ্রদেব সমুদায় নাম ও তনুগণসহ সূর্য্যলোকে অবস্থান করেন। এই একাকী বিচরণশীল রুদ্রমূর্ত্তিই সূর্য্যনামে কথিত। সূর্য্যের যে অংশ প্রকাশ হইলে প্রজাগণের চক্ষু দৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হয়, সূর্য্যসংস্থিত রুদ্রদেব সেই কিরণসমূহ দ্বারা জলীয় পদার্থ পান করেন॥ ৩৯—৪১॥

কথিত মূর্ত্তিসমূহ মধ্যে যে মূর্ত্তি অন্নপানাদি বিবিধ দ্রব্য ভোজন করে, সেই মূর্ত্তি আত্মভবা, এবং তাহাই দেহে উপচিত হইয়া থাকে॥ ৪২॥

যে মূর্ত্তি স্থিরচিত্তে প্রজাসমূহ ধারণ করিতেছে, তাহাই রুদ্রদেবের শর্ব্ব নামসম্বন্ধীয়া পার্থিবমূর্ত্তি॥ ৪৩॥

ভূতগণের শরীর মধ্যে প্রাণবৃত্তিসহ যে মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছে, তাহাই তাঁহার বায়ুময়ী ঐশানীমূর্ত্তি। প্রাণিশরীরে ইহাকেই প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়॥ ৪৪॥

যানীহ সুষিরাণি স্যুর্দেহেষন্তর্গতানি বৈ।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় সা ভীমা চোচ্যতে তনুঃ॥ ৪৬॥
বৈতানদীক্ষিতানান্তু যা স্থিতির্ব্রহ্মবাদিনাম্।
তনুরুগ্রাত্মিকা সা তু তেনোগ্রো দীক্ষিতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৭॥
যত্তু সংকল্পকং তস্য প্রজাস্বিহ সমং স্থিতম্।
সা তনুর্মানসী তস্য চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ॥ ৪৮॥
নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
নীয়তে যো যথাকামং বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ।
মহাদেবো হ্যমৃতাত্মা হসৌ হ্যম্ময়শ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ॥ ৪৯॥
তস্য যা প্রথমা নাম্না তনূ রৌদ্রী প্রকীর্ত্তিতা।
পত্নী সুবর্চলা তস্য পুত্রস্তস্যাঃ শনৈশ্চরঃ॥ ৫০॥
ভবস্য যা দ্বিতীয়া তু তনুরাপঃ স্মৃতা তু বৈ।
তস্যোষাত্র স্মৃতা পত্নী পুত্রশ্চাপ্যুশনাঃ স্মৃতঃ॥ ৫১॥

যে মূর্ত্তি ভূতগণের জঠর মধ্যে পীত ও ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক করে, তাহাই তাঁহার পাশুপতমূর্ত্তি; ইহাকেই পাচিকা শক্তি বলা হইয়া থাকে॥ ৪৫॥

বায়ুসঞ্চরণ জন্য দেহমধ্যে যে সকল ছিদ্র অবস্থিত আছে, তাহাই মহাদেবের ভীম নামের মূর্ত্তি॥ ৪৬॥

যজ্ঞদীক্ষিত ব্রহ্মবাদিগণের যে অবস্থা, তাহাই মহাদেবের উগ্র নামের কলেবর; এই জন্য দীক্ষিতকে উগ্র নামে অভিহিত করা হয়॥ ৪৭॥

প্রজাসমূহে তাহার যে সঙ্কল্প অবস্থিত আছে, সেই প্রজাসংস্থিত সঙ্কল্পই তাঁহার চন্দ্রমানামক মানসী তনু এবং বারম্বার নব নব ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে মূর্ত্তি দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক নীত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাঁহারা যে মূর্ত্তি পান করেন, তাহাকেই মহাদেবের অমৃতাত্মা ও জলময় চন্দ্রমা মূর্ত্তি কহে॥ ৪৮—৪৯॥

শর্ব্বস্য যা তৃতীয়া তু নাম ভূমিস্তনুঃ স্মৃতা।
পত্নী তস্য বিকেশীতি পুত্রশ্চাঙ্গারকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥
ঈশানস্য চতুর্থস্য স্বর্গতস্য চ যা তনুঃ।
তস্য পত্নী শিবানাম পুত্রশ্চাস্য মনোজবঃ ॥ ৫৩ ॥
নাম্না পশুপতের্যা তু তনুরগ্নির্দ্বিজৈঃ স্মৃতা।
তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্কন্দশ্চাপি সুতঃস্মৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
নাম্না ষষ্ঠস্য যা ভীমা তনুরাকাশ উচ্যতে।
দিশঃ পত্ন্যঃ স্মৃতাস্তস্য স্বর্গশ্চাস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৫ ॥
উগ্রা তনুঃ সপ্তমী যা দীক্ষিতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ স্মৃতা।
দীক্ষাপত্নী স্মৃতাতস্য সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
নাম্নাঽষ্টমস্য মহতস্তনুর্যা চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
পত্নী তু রোহিণী তস্য পুত্রশ্চাস্য বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

মহাদেবের যে রৌদ্রী তনুকে প্রথম বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহার পত্নীর নাম সুবর্চ্চলা এবং পুত্রের নাম শনৈশ্চর ॥ ৫০ ॥

ভবদেবের দ্বিতীয় মূর্ত্তি জল, তাঁহার পত্নীর নাম উষা এবং পুত্রের নাম উশনাঃ ॥ ৫১ ॥

তৃতীয় ভূমিদেহযুক্ত সর্ব্বদেবের পত্নী বিকেশী এবং পুত্র অঙ্গারক ॥ ৫২ ॥

স্বর্গগত চতুর্থ ঈশানদেবের যে মূর্ত্তি শিবা তাঁহার পত্নী এবং মনোজব তাঁহার পুত্র ॥ ৫৩ ॥

দ্বিজগণ পশুপতি নামক রুদ্রদেবের যে অগ্নিমূর্ত্তি নির্দ্দেশ করেন; স্বাহা তাহার পত্নী এবং স্কন্দ তাঁহার পুত্র ॥ ৫৪ ॥

ষষ্ঠ ভীমদেবের যে আকাশ মূর্ত্তি, দিক্ সকল তাঁহার পত্নী এবং স্বর্গ তাঁহার পুত্র ॥ ৫৫ ॥

দীক্ষিত ব্রাহ্মণসমূহ দ্বারা উগ্রদেবের যে মূর্ত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাঁহার পত্নীর নাম দীক্ষা এবং পুত্রের নাম সন্তান ॥ ৫৬ ॥

ইত্যেতাস্তনবস্তস্য নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্তু বন্দ্যা নমস্যাশ্চ প্রতিনাম তনুষু বৈ ॥ ৫৮ ॥
ভক্তৈঃ সূর্য্যেঽপ্সু পৃথিব্যাং বায়্বগ্নি ব্যোমদীক্ষিতে।
তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভির্নামভিঃ সহ ॥ ৫৯ ॥
এবং যো বেদতং দেবং তনুভির্নামভিঃ সহ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমীশ্বরস্য নরো হি সঃ ॥ ৬০ ॥
ইত্যেতদ্বো ময়াখ্যাতং গুহ্যং ভীমস্য তদ্‌যশঃ।
শন্নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শন্নোঽস্তু চ চতুষ্পদে ॥ ৬১ ॥
এতৎ প্রোক্তং নিদানং বস্তনূনাং নামভিঃ সহ।
মহাদেবস্য দেবস্য ভৃগোস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাদেবতনুবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম মহান্ নামের তনুই চন্দ্রমা; রোহিণী ইহার পত্নী এবং বুধ ইহার পুত্র ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে মহাদেবের নাম সহ মূর্ত্তি সমুদায় পরিকীর্ত্তিত হইল। ভক্তগণ প্রত্যেক নামের সহিত সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও দীক্ষিত মূর্ত্তির বন্দনা ও নমস্কার করিবেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপ নাম ও মূর্ত্তিভেদসহ মহাদেবের স্বরূপ বিজ্ঞানে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া, অন্তিমে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে ॥ ৬০ ॥

মহাদেবের যাবতীয় এই গুহ্য যশঃসমূহ আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবগণ মধ্যে নিয়ত মঙ্গল অবস্থিত হউক ॥ ৬১ ॥

আমি মহাদেব ভৃগুদেবের নাম ও মূর্ত্তি সমূহের যে সকল কারণকীর্ত্তন করিলাম, প্রজাগণ তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে সপ্তবিংশোধ্যায় ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ঋষিবংশানুকীর্ত্তনম্।

সূত উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাতি র্বিজজ্ঞে ঽথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ।
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্ব্বপ্রাণভৃতামিহ ॥ ১ ॥
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ।
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীর্ল্লোকভাবিনী ॥ ২ ॥
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনং।
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসাহৌ ব্যজায়ত ॥ ৩ ॥
তস্যাস্তু মানসাঃ পুত্রা যে চান্যে দিব্যচারিণঃ।
যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পুণ্যকর্ম্মণাং ॥ ৪ ॥
দ্বে তু কন্যে স্মৃতে ভার্য্যে বিধাতুর্ধাতুরেব চ।
আয়তি র্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৫ ॥
পাণ্ডুশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ ব্রহ্মকোশৌ সনাতনৌ।
মনস্বিন্যাং মৃকণ্ডোশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বভুব হ ॥ ৬ ॥

সূত কহিলেন, ভৃগুপত্নী খ্যাতিগর্ভে সর্ব্বপ্রাণিগণের সুখদুঃখকর্ত্তা ও শুভাশুভ দাতা, মন্বন্তরচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয়ের উৎপত্তি হয়; লোকপ্রিয়তমা শ্রীদেবী তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ॥ ১—২ ॥

সাধ্বী শ্রীনারায়ণদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা হইতে বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন ॥ ৩ ॥

এতদ্ভিন্ন শ্রীদেবীর আরও কয়েকটি মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারাই আকাশে দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের বিমানবহন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিধাতা ও ধাতার পত্নীর নাম আয়তি ও নিয়তি। ইহাদিগের উভয়ের গর্ভে পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু নামক দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। মৃকণ্ডুপত্নী মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৫—৬ ॥

সুতো বেদশিরাস্তস্য মূর্দ্ধন্যাম্নামজায়ত।
পীবর্য্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতিখ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥ ৭ ॥
পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়াং দ্যুতিমানাত্মজোঽভবৎ।
উৎপন্নৌ দ্যুতিমন্তশ্চ স্বজবানশ্চ তাবুভৌ ॥ ৮ ॥
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবানাং পরম্পরম্।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে হ্তীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিবির্জজ্ঞে সাত্মসম্ভবম্।
প্রজায়তে পূর্ণমাসং কন্যাশ্চেমা নিবোধত।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্ত্বিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ১০ ॥
পূর্ণমাসঃ সরস্বত্যাং দ্বৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ।
বিরজঞ্চৈব ধর্ম্মিষ্ঠং পর্ব্বসঞ্চৈব তাবুভৌ ॥ ১১ ॥

মার্কণ্ডেয় মূর্দ্ধনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে বেদশিরা নামক পুত্র উৎপাদন করেন। পীবরী গর্ভে বেদশিরার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বেদপারগ ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

পাণ্ডুপত্নী পুণ্ডরীকার গর্ভে তাঁহার দ্যুতিমান্ নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। দ্যুতিমানের পুত্র দ্যুতিমন্ত ও স্বজবান্ ॥ ৮ ॥

ক্রমে ইঁহাদিগের এবং অন্যান্য ভার্গবসমূহের অনেকানেক পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অতীত হইলে, মরীচির যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

মরীচিপত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামক পুত্র, এবং তুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন ॥ ১০ ॥

পূর্ণমাস সরস্বতীগর্ভে ধর্ম্মনিষ্ঠ বিরজ ও পর্ব্বস নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিরজস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুধামানামবিশ্রুতঃ।
সুধামসুতবৈরাজঃ প্রাচ্যাদ্দিশি সমাশ্রিতঃ।
লোকপালঃ সুধর্ম্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
পর্ব্বসঃ সর্ব্বগণানাং প্রবিষ্টঃ সঃ মহাযশাঃ।
পর্ব্বসঃ পর্ব্বসায়ান্তু জনয়ামাস বৈ সুতৌ ॥ ১৩ ॥
যজ্ঞবামঞ্চ শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ।
তয়োর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জাতৌ ধর্ম্মনিশ্চিতৌ ॥১৪॥
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী জজ্ঞে তাবাত্মসম্ভবৌ।
পুত্রৌ কন্যাশ্চতস্রশ্চ পুণ্যাস্তা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।
তথৈব ভরতাগ্নিঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ তাবুভৌ ॥ ১৬ ॥
অগ্নেঃ পুত্রন্তু পর্জন্যং সংভূতী সুষুবে প্রভুম্।
হিরণ্যরোমা পর্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥

বিরজের পুত্র বিদ্বান্ সুধামা, গৌরীগর্ভে সুধামার মহাপ্রতাপশালী ধার্ম্মিক পুত্র লোকপাল জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেন ॥ ১২ ॥

মহাযশাঃ পর্ব্বস সর্ব্বগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি পর্ব্বসাগর্ভে শ্রীমান্ যজ্ঞবাম ও কাশ্যপ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদিগেরও গোত্রপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মনিষ্ঠ দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥

অঙ্গিরসপত্নী স্মৃতি ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত নামক পুত্রদ্বয় এবং সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী লোকপ্রসিদ্ধা পুণ্যকারিণী কন্যাচতুষ্টয় প্রসব করেন ॥ ১৫—১৬ ॥

অগ্নিপুত্র পর্জন্য সংভূতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পরে মারীচীগর্ভে, তিনি হিরণ্যরোমা নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই হিরণ্যরোমা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত লোকপাল নামে বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥

জজ্ঞে কীর্ত্তিমতশ্চাপি ধেনুকা তাবকল্মষৌ।
বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তঞ্চাপ্যুভাবঙ্গিরসাং বরৌ ॥ ১৮ ॥
তয়োঃ পুত্ত্রাশ্চ পৌত্ত্রাশ্চ যে হতীতা বৈ সহস্রশঃ।
অনসূয়াপি জজ্ঞে তান্ পঞ্চাত্রেয়ানকল্মষান্ ॥ ১৯ ॥
কন্যাঞ্চৈব শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা।
কর্দমস্য তু যা পত্নী পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২০ ॥
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপো মূর্ত্তিঃ শনীশ্বরঃ।
সোমশ্চ পঞ্চমস্তেষামাসীৎ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
যামেহতীতে সহাতীতাঃ পঞ্চাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২১ ॥
তেষাং পুত্ত্রাশ্চ পৌত্ত্রাশ্চ হ্যত্রিণা বৈ মহাত্মনা।
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে যামে শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোহভবৎ।
পূর্ব্বজন্মনি সোহগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
মধ্যমো দেববাহুশ্চ বিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ধেনুকাগর্ভে কীর্ত্তিমানের বরিষ্ঠ ও ধৃতিমান্ নামক দুইটি পুণ্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাঁরা অঙ্গিরসবংশমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৮ ॥

এই উভয়ের যে সকল সহস্র পুত্রপৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনসূয়া পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র ও শ্রুতিনাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ও প্রজাপতি পুলহের (কর্দ্দমের) পত্নী ছিলেন। উক্ত পঞ্চ আত্রেয়ের নাম সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনীশ্বর ও সোম, ইহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়া, মন্বন্তর অতীত হইলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরজাত শত সহস্র পুত্রপৌত্রগণ মহাত্মা অত্রি কর্ত্তৃক আত্রেয় নামেই কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন ॥ ১৯—২২ ॥

পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতিগর্ভে দত্তোলি নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়, ইনি

স্বসা যবীয়সী তেষাং সন্নতী নাম বিশ্রুতা।
পর্জ্জন্যজননী শুভ্রা পত্নী হ্যগ্নেঃ স্মৃতা শুভা॥ ২৪॥
পৌলস্ত্যস্য ঋষেশ্চাপি প্রীতিপুত্রস্য ধীমতঃ।
দত্তোলেঃ সুষুবে পত্নী সুজঙ্ঘাদীন্ বহূন্ সুতান্।
পৌলস্ত্যা ইতি বিখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥ ২৫॥
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
তে চাগ্নিবর্চসঃ সর্ব্বে যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ২৬॥
কর্দ্দমশ্চাম্বরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
ঋষির্ধনকপীবাংশ্চ শুভা কন্যা চ পীবরী॥ ২৭॥
কর্দমস্য শ্রুতিঃ পত্নী আত্রেয্যজনয়ৎ সুতান্।
পুত্রং শঙ্খপদঞ্চৈব কন্যাং কাম্যাং তথৈব চ॥ ২৮॥
স বৈ শঙ্খপদঃ শ্রীমান্ লোকপালঃ প্রজাপতিঃ।
দক্ষিণস্যাং দিশি রতঃ কাম্যাং দত্ত্বা প্রিয়ব্রতে॥ ২৯॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রীতির মধ্যম পুত্রের নাম দেববাহু ও তৃতীয় পুত্রের নাম বিনীত। সন্নতী নাম্নী ইহাদিগের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তিনি পর্জ্জন্যের জননী ও অগ্নির ভার্য্যা বলিয়া বিখ্যাত॥ ২৩—২৪॥

প্রীতিপুত্র ধীমান্ পৌলস্ত্য দত্তোলির পত্নী সুজঙ্ঘা প্রভৃতি বহুপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৌলস্ত্য নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন॥২৫॥

প্রজাপতি পুলহের ঔরসে ক্ষমা যে সকল অগ্নিসমতেজা পুত্র কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম কর্দ্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু, ধনকপীবান্ ঋষি ও মঙ্গলময়ীপীবরী॥ ২৬—২৭॥

কর্দ্দমপত্নী অত্রিকন্যা শ্রুতি অনেকগুলি পুত্র প্রসব করেন, শঙ্খপদ নামক পুত্র ও কাম্যানাম্নী কন্যাও তাঁহারই সন্ততি॥ ২৮॥

লোকপালক, প্রজাপতি শ্রীমান্ শঙ্খপদ প্রিয়ব্রতকে কাম্যা সম্প্রদান করিয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থান করেন॥ ২৯॥

কাম্যা প্রিয়ব্রতাল্লেভে স্বায়ম্ভুবসমান্ সুতান্।
দশকন্যাদ্বয়ঞ্চৈব যৈঃ ক্ষত্রং সংপ্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৩০ ॥
পুত্রো ধনকপীবাংশ্চ সহিষ্ণুর্নামবিশ্রুতঃ।
যশোধারী বিজজ্ঞে বৈ কামদেবঃ সুমধ্যমঃ ॥ ৩১ ॥
ক্রতোঃ ক্রতুসমান্ পুত্রান্ বিজজ্ঞে সন্নতিঃ শুভা।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
ষষ্ট্যেতানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতিশ্রুতাঃ ॥ ৩২ ॥
অরুণস্যাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরং।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্ব্বে পতঙ্গ সহচারিণঃ ॥ ৩৩ ॥
স্বসারৌ তু যবীয়স্যৌ পুণ্যাত্মসুমতী চ তে।
পর্ব্বসস্য স্নুষে তে বৈ পূর্ণমাসসুতস্য বৈ ॥ ৩৪ ॥
ঊর্জায়ান্তু বশিষ্ঠস্য পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে।
জ্যায়সী চ স্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়ব্রত হইতে কাম্যা স্বায়ম্ভুবতুল্য দশটি পুত্র ও দুই কন্যা লাভ করেন। এই দশপুত্র হইতেই ক্ষত্রবংশের উৎপত্তি ॥ ৩০ ॥

পুত্রগণের নাম—ধন কপীবান্, সহিষ্ণু, যশোধারী, কামদেব ও সুমধ্যম ॥ ৩১ ॥

ক্রতুপত্নী সন্নতি ক্রতুতুল্য বহু পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কাহারও ভার্য্যা বা পুত্র ছিল না, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। ইহারাই ষষ্টিসহস্র বালখিল্য নামে পরিচিত ॥ ৩২ ॥

এই বালখিল্যগণ সূর্য্যকে পরিবৃত করিয়া, অরুণের অগ্রভাগে গমন করেন, এইরূপে সকলেই ইহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের সহচারী ॥৩৩॥

পুণ্যাত্মা ও সুমতী নাম্নী ইহাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয়, পূর্ণমাসপুত্র পর্ব্বসের পুত্রবধূ ছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ঊর্জ্জাগর্ভে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পুণ্ডরীকা

জননী সা দ্যুতিমতঃ পাণ্ডোস্তু মহিষী প্রিয়া।
অস্যাং ত্বিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৬ ॥
রজঃ পুত্রোঽর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চাধনশ্চ যঃ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
রজসো বাপ্যজনয়ন্মার্কণ্ডেয়ী যশস্বিনী।
প্রতীচ্যাং দিশিরাজানং কেতুমন্তং প্রজাপতিম্ ॥ ৩৮ ॥
গোত্রাণি নামভিস্তেষাং বাসিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে হতীতাস্ত্বগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেষ ঋষিসর্গস্তু সানুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চাপ্যগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ঋষিবংশানুকীর্ত্তনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নাম্নী তাঁহাদিগের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। এই পুণ্ডরীকা দ্যুতিমানের জননী এবং পাণ্ডুর প্রিয়তমা মহিষী। ইহারই গর্ভে বশিষ্ঠ বংশীয় রজঃ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র নামক সপ্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৩৫—৩৭ ॥

যশস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজঃ-পুত্র প্রজাপতি কেতুমান্‌কে প্রসব করেন, কেতুমান্ পশ্চিমদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

যে সকল বাসিষ্ঠ মহাত্মগণের নাম ও গোত্র কথিত হইল, তাঁহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়া, ঐ মন্বন্তরেই বিনষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর অগ্নিবংশের কীর্ত্তন করিতেছি, হে প্রজাগণ! তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে সানুবন্ধ ঋষি-সর্গের বিষয় কথিত হইল। এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক সবিস্তার অগ্নিবংশ বলিতেছি প্রজাগণ! শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অষ্টাবিংশোধ্যায় ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগ্নিবংশবর্ণনম্।

স্থত উবাচ।

যোঽসাবগ্নিরভিমানী হ্যাসীৎস্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিশ্চাপি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
শুচিঃ শৌরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রাস্ত্রয়স্তু তে ॥ ২ ॥
পাবকা বৈদ্যুতাশ্চৈব তেষাং স্থানানি যানি বৈ ॥ ৩ ॥
পবমানাত্মজশ্চৈব কব্যবাহন উচ্যতে।
পাবকাৎ সহরক্ষস্তু হব্যবাহঃ শুচেঃ সুতঃ।
দেবানাং হব্যবাহোঽগ্নিঃ পিতৃণাং কব্যবাহনঃ ॥ ৪ ॥
সহরক্ষোঽসুরাণান্তু ত্রয়াণান্তু ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং পুত্রপৌত্রাস্তু চত্বারিংশন্নবৈব তু ॥ ৫ ॥
বক্ষ্যামি নামতস্তেষাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্।
বৈদ্যুতো লৌকিকাগ্নিস্তু প্রথমো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৬ ॥

স্থত কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার যে অগ্নিনামক অভিমানসম্পন্ন এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে স্বাহা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

পাবক, পবমান ও শুচি নামক স্বাহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে শুচি শৌর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥

পবমানের পুত্র কব্যবাহন, পাবকপুত্র সহরক্ষ, এবং শুচির সন্তান হব্যবাহ ॥ ৪ ॥

দেবগণের অগ্নি হব্যবাহ, পিতৃগণের অগ্নি কব্যবাহন এবং অসুরগণের অগ্নি সহরক্ষ ॥ ৫ ॥

ইহাদিগের যে উনপঞ্চাশৎ (৪৯) পুত্রপৌত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, প্রত্যেকেরই নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ।
বৈশ্বানরমুখস্তস্য মহঃ কাব্যো হ্যপাং রসঃ ॥ ৭ ॥
* অমৃতোঽথর্বণা পূর্ব্বং মথিতঃ পুষ্করোদধৌ।
সোঽথর্ব্বা লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্কোঽর্থবণঃ সুতঃ ॥ ৮ ॥
অথর্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োঽপ্যঙ্গিরাঽর্থবণঃ সুতঃ।
তস্মাৎ স লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্কোঽর্থবণঃ সুতঃ ॥ ৯ ॥
অথ যঃ পবমানোঽগ্নির্নির্ম্মথ্যঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
সজ্ঞেয়ো গার্হপত্যোঽগ্নিস্ততঃ পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥
শংস্যস্ত্বাহবনীয়োঽগ্নির্যঃ স্মৃতোহব্যবাহনঃ।
দ্বিতীয়স্তু সুতঃ প্রোক্তঃ শুক্রোঽগ্নির্য্যঃ প্রণীয়তে ॥ ১১ ॥
তথা সব্যাপসব্যৌ চ শংস্যস্যাগ্নিঃ সুতাবুভৌ।

লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত ব্রহ্মার প্রথম পুত্র; ভরত নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মৌদ-নাগ্নি ঐ বৈদ্যুতের পুত্র। বৈশ্বানর ইহার মুখ এবং জলরস ইহার যজ্ঞীয় ভোজ্যদ্রব্য ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে পুষ্কর সমুদ্রে যে অথর্ব্বা অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন, তিনিও একজন লৌকিকাগ্নি; দধ্যঞ্চ এই অথর্ব্বার পুত্র ॥ ৮ ॥

ভৃগু ঋষিও অথর্ব্বা নামে পরিচিত, তাঁহার পুত্রের নাম অঙ্গিরা। দধ্যঞ্চ অথর্ব্বার পুত্র বলিয়া, তিনিও লৌকিকাগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৯ ॥

কবিগণ কর্ত্তৃক মন্থনোপযুক্ত পবমান নামক যে অগ্নি, তিনি গার্হপত্য অগ্নিনামে পরিচিত; এই গার্হপত্য অগ্নি হইতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

প্রথম পুত্রের নাম শংস্য, ইহাকে আহবনীয় হব্যবাহন, এবং দ্বিতীয় পুত্র শুক্রকে প্রণীত অগ্নি কহিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

* "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যর্থর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥" সামবেদ ১।১।১।৯।

শংস্যাস্তু ষোড়শনদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ।
যোঽসাবাহবনীয়োঽগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ॥ ১২॥
কাবেরীং কৃষ্ণবেণীঞ্চ নর্ম্মদাং যমুনাস্তথা।
গোদাবরীং বিতস্তাঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্॥ ১৩॥
বিপাশাং কৌশিকীঞ্চৈব শতদ্রুং সরযূন্তথা।
সীতাং সরস্বতীঞ্চৈব হ্লাদিনীং পাবনীং তথা॥ ১৪॥
তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্।
আত্মানং ব্যদধাত্তাসু ধিষ্ণীষথ বভূব সঃ॥ ১৫॥
ধিষ্ণ্যা দিব্যভিচারিণ্যস্তাস্বুৎপন্নাস্তু বিষ্ণয়ঃ।
ধিষ্ণীষু জজ্ঞিরে যস্মাদ্ধিষ্ণয়স্তেন কীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬॥
ইত্যেতে বৈ নদীপুত্রা ধিষ্ণীষ্বেব বিজজ্ঞিরে।
তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ যেঽগ্নয়ঃ।
তান্ শৃণুধ্বং সমাসেন কীর্ত্ত্যমানান্ যথাতথা॥ ১৭॥

শংস্যের সব্য ও অপসব্য নামক দুই পুত্র। পরে ঐ দ্বিজগণ কর্তৃক আহবনীয় নামে পরিচিত হব্যবাহন প্রশংসনীয়া ষোড়শ নদীর কামনা করিয়াছিলেন॥ ১২॥

ঐ নদীসমূহের নাম, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযূ, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী॥ ১৩—১৪॥

হব্যবাহন আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ সকল নদীগণের সহিত সঙ্গত হওয়ায় তাহা হইতে ধিষ্ণিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত নদীগণ স্বর্গাভিচারিণী ধিষ্ণী (ধিষণা) বলিয়া প্রসিদ্ধা; ধিষ্ণিগণ ঐ ধিষ্ণীসমূহ হইতে জন্মগ্রহণ করায়, তাহারাও বিষ্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছে॥ ১৫—১৬॥

এই সমস্ত ধিষ্ণীসমূহজাত নদীপুত্রগণ মধ্যে বিহরণীয় ও উপস্থের

ঋতুঃ প্রবাহণোঽগ্নীধ্রঃ পুরস্তাদ্ধিষ্ণয়োঽপরে।
বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহ্নিসবনক্রমাৎ ॥ ১৮ ॥
অনির্দ্দেশ্যান্যবাচ্যানামগ্নীনাং শৃণুত ক্রমম্।
সম্রাড়গ্নিঃ কৃশানু র্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ ॥ ১৯ ॥
সম্রাড়গ্নিঃ স্মৃতাহ্যষ্টৌ উপতিষ্ঠতি তান্ দ্বিজাঃ।
অধস্তাৎপর্যদন্যস্তু দ্বিতীয়ঃ সোঽত্র দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥
প্রতদ্বোচে নভো নাম চত্বারি স বিভাব্যতে।
ব্রহ্মাজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥ ২১ ॥
হব্যসূর্য্যাদ্য সংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে।
বিশ্বস্যাথ সমুদ্রোগ্নির্ব্রহ্মস্থানে স কীর্ত্ত্যতে ॥ ২২ ॥
ঋতুধামা চ সুজ্যোতিরৌদুম্বর্য্যাঃ স কীর্ত্ত্যতে।
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে ॥ ২৩ ॥
অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামুখীয়কঃ।
অনুদ্দেশ্যোপ্যহির্বুধ্নঃ সোঽগ্নির্গৃহপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

নামানুসারে যে সকল অগ্নি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋতু নামক অগ্নি প্রবাহণ ও অগ্নীধ্র নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞীয় দিবসে সবনক্রমানুসারে ঐ সকল অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বার্য্য অগ্নিগণ মধ্যে যে ধিষ্ণসমূহ যে যে স্থানে বিহিত হইয়া থাকিতেন, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় উত্তরবেদিক অগ্নিকে সম্রাট্ অগ্নি কহে। দ্বিজগণ এইরূপ আটটি সম্রাট্ অগ্নির উপাসনা করেন। পরবর্ত্তী পর্যদন্য নামক অগ্নি দ্বিতীয় অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৮—২০ ॥

হব্যসূর্য্যাদি অসংসৃষ্ট অগ্নি পশুবধস্থলে, সমুদ্র নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে, সুন্দরজ্যোতিঃসম্পন্ন ঋতুধামা অগ্নি ঔদুম্বরীস্থলে, এবং ব্রহ্মতুল্য জ্যোতিঃসম্পন্ন বসু নামক অগ্নি ব্রহ্মস্থানে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥

তদ্ভিন্ন অজৈকপাদ্ নামক উপস্থেয় অগ্নি শালামুখীয়ক নামে এবং অহি-

শংস্থস্যৈব সুতাঃ সর্ব্বে উপস্থেয়াঃ দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ।
ততো বিহরণীয়াংশ্চ বক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তৎ সুতান্ ॥ ২৫ ॥
ক্রতুপ্রবাহনোঽগ্নীধ্রস্তত্রস্থা ধিষ্ণয়োঽপরে।
বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহ্নিসবনক্রমাৎ ॥ ২৬ ॥
পৌত্রেয়স্তু ততোঽপ্যগ্নিঃ স্মৃতো যোহব্যবাহনঃ।
শান্তিশ্চাগ্নিঃ প্রচেতাস্তু দ্বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
তথাগ্নির্বিশ্বদেবস্তু ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে।
অবক্ষুরচ্ছাবাকস্তু ভুবঃ স্থানে বিভাব্যতে ॥ ২৮ ॥
উশীরাগ্নিঃ সবীর্যস্তু নৈষ্ঠীয়ঃ সংবিভাব্যতে।
অষ্টমস্তু ব্যরত্তিস্তু মার্জ্জালীয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণ্যা বিহরণীয়া যে সৌম্যেনান্যেন চৈব হি।
ততো যঃ পাবকোনাম স চাপাং গর্ভ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

বুধ্ন নামক উদ্দেশ্যবিহীন অগ্নি গৃহপতি নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিজগণ এই সমস্ত শংস্থ পুত্রদিগকে উপস্থেয় নামে নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর তাঁহারই অষ্টবিহরণীয় পুত্রের বিষয় বলিতেছি ॥ ২৪—২৫ ॥

ক্রতুপ্রবাহণ অগ্নীধ্র এবং যজ্ঞীয় দিবসে অপরাপর ধিষ্ণিগণ সবন ক্রমানুসারে যথাস্থানে বিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

পৌত্রেয় অগ্নি হব্যবাহন, শান্তি অগ্নি প্রচেতা, সত্য অগ্নি দ্বিতীয়, বিশ্বদেব অগ্নি ব্রহ্মস্থানীয়, অবক্ষু অচ্ছাবাক অগ্নি পৃথিবীস্থানীয়, সবীর্য্য উশীরাগ্নি নৈষ্ঠীয় এবং অষ্টম ব্যরত্তি নামক অগ্নি মার্জ্জালীয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৭—২৯ ॥

এইরূপে বিহরণীয় ধিষ্ণ্যগণ কথিত হইল। অপর যে পাবক নামক অগ্নির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে জলসমূহের উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, এবং এই পাবকাগ্নিই সত্য ; ইহাকেই জলের

অগ্নিঃ সোঽবভৃথো জ্ঞেয়ঃ সম্যক্ প্রাপ্যাপ্সু হূয়তে।
হৃচ্ছয়স্তৎসুতোহ্যগ্নির্জঠরে যো নৃণাং স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
মন্যুমান্ জাঠরস্যাগ্নের্বিদ্বানগ্নিঃ সুতঃ স্মৃতঃ।
পরস্পরোচ্ছ্রিতঃ সোঽগ্নির্ভূতানাং হবির্ভুমহান্ ॥ ৩২ ॥
পুত্রঃ সোঽগ্নের্মন্যুমতোঘোরঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃতঃ।
পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩ ॥
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে।
সহরক্ষ সুতঃ ক্ষামো গৃহাণি স দহেন্নৃণাম্ ॥ ৩৪ ॥
ক্রব্যাদোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য পুরুষানত্তি যো মৃতান্।
ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নেঃ পুত্রা হ্যেবং প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ শুচেস্তু যৈঃ সৌরের্গন্ধর্বৈরসুরাবৃতৈঃ।
মথিতো যস্ত্বরণ্যাং বৈ সোঽগ্নিরগ্নিঃ সমিধ্যতে ॥ ৩৬ ॥
আয়ুর্নামাথ ভগবান্ পশৌ যস্তু প্রণীয়তে।
আয়ুষো মহিমান্ পুত্রঃ সুশ্রুবান্নামতঃ সুতঃ ॥ ৩৭ ॥

উদ্দেশে আহূত করা হয়। এই পাবকাগ্নির পুত্র হৃচ্ছয়, ইনি মনুষ্যগণের জঠরে অবস্থান করেন ॥ ৩০—৩১ ॥

জাঠরাগ্নির বিদ্বান পুত্র মন্যুমান্ এই মহৎ অগ্নি পরস্পর উদ্দীপ্ত হইয়া ভূতসমূহের হবিঃ ভোজন করেন ॥ ৩২ ॥

মন্যুমানের পুত্র সম্বর্ত্তক, ইনি বড়বামুখ নামে সমুদ্রে অবস্থান করিয়া, জলপান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্রবাসী সম্বর্ত্তকের পুত্র সহরক্ষ, সহরক্ষের পুত্র ক্ষাম, এই অগ্নি মনুষ্য-গণের গৃহদাহন করে ॥ ৩৪ ॥

ক্ষামপুত্র ক্রব্যাদ, এই অগ্নি মৃত পুরুষদিগকে ভক্ষণ করে। পাবক পুত্রগণ এইরূপ নাম কর্ম্মানুসারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে শুচির যে পুত্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক মথিত হইয়া অরণ্যমধ্যে যজ্ঞকাষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আয়ু, তিনি

পাকযজ্ঞেষ্বভিমানী সোঽগ্নিস্তু সবনঃ স্মৃতঃ।
পুত্রশ্চ সবনস্যাগ্নেরদ্‌ভুতঃ স মহাযশাঃ ॥ ৩৮ ॥
বিবিচিস্ত্বদ্ভুতস্যাপি পুত্রোঽগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তেঽথভীমানাং হুতং ভুঙ্‌ক্তে হবিঃ সদা ॥ ৩৯ ॥
বিবিচেস্তু সুতোহ্যর্কো যোঽগ্নিস্তস্য সুতাস্ত্বিমে।
অনীকবান্ বাস্বজবাংশ্চ রক্ষোহা পিতৃকৃত্তথা।
সুরভির্বসুরত্নাদো প্রবিষ্টো যশ্চ রুক্মবান্ ॥ ৪০ ॥
শুচেরগ্নেঃ প্রজাহ্যেষা বহ্নয়স্তু চতুর্দ্দশ।
ইত্যেতে বহ্নয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তেঽধ্বরেষু যে ॥ ৪১ ॥
আদিসর্গে হ্যতীতা বৈ যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমগ্নয় স্তেঽভিমানিনঃ ॥ ৪২ ॥
এতে বিহরণীয়াস্তু চেতনাচেতনেষ্বিহ।
স্থানাভিমানিনো লোকে প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ ॥ ৪৩ ॥

পশুবিষয়ে প্রণীত হইয়া থাকেন। আয়ুর মহিমাশালী পুত্রের নাম সুক্রবান্, এই অগ্নি পাকযজ্ঞে সবন নামে অভিহিত। সবনাগ্নির মহাযশা পুত্রের নাম অদ্ভুত। অদ্ভুত পুত্র বিবিচি, এই অগ্নি অতি মহৎ এবং ভীমকর্ম্মাদিগের আহুত হবিঃ ভোজন করেন ॥ ৩৬—৩৯ ॥

বিবিচির পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাস্বজবান্. রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ, সুরভি ও রুক্মবান্ ॥ ৪০ ॥

এই চতুর্দ্দশ অগ্নি শুচির বংশধর ; ইহারা সকলেই যজ্ঞকার্য্যসমূহে প্রণীত হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

এই সমস্ত অভিমানী অগ্নিগণ আদি সৃষ্টিকালে দেবশ্রেষ্ঠ যামগণসহ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ইহলোকে প্রথমতঃ স্থানাভিমানী এই বিহরণীয় অগ্নিসমূহ বর্ত্তমান ছিলেন, পরে পূর্ব্ব মন্বন্তর অতীত হইলেও ইহারা প্রথম মনুর অন্তরে শুক্রযাম

কাম্যনৈমিত্তিকাজস্রেষ্বেতে কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ।
পূর্ব্বমন্বন্তরেঽতীতে শুক্রৈর্যামৈঃ সুতৈঃ সহ।
দেবৈর্মহাত্মভিঃ পুণ্যৈঃ প্রথমস্যান্তরে মনোঃ॥ ৪৪॥
ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থানিনশ্চ হ।
তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতীতানাগতেষ্বপি।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্॥ ৪৫॥
সর্ব্বে তপস্বিনো হ্যেতে সর্ব্বেঽপ্যবভৃথাস্তথা।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে জ্যোতিষ্মন্তশ্চ তে স্মৃতাঃ॥ ৪৬॥
স্বারোচিষাদিষু জ্ঞেয়াঃ সাবর্ণ্যন্তেষু সপ্তসু।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ॥ ৪৭॥
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ দেবৈরিহ সহাগ্নয়ঃ।
অনাগতৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তন্তেঽনাগতাগ্নয়ঃ॥ ৪৮॥

ও পুণ্যকারী মহাত্মা দেবগণসহ নিরন্তর কাম্যকর্ম্মসমূহে অবস্থিত থাকিতেন॥ ৪৩—৪৪॥

এই যে সমস্ত স্থান ও স্থানাধিকারী অগ্নিসমূহের বিষয় আমি বর্ণনা করিলাম, তাঁহাদিগের দ্বারাই অতীত অনাগত সমুদায় মন্বন্তরস্থ অগ্নিলক্ষণ কথিত হইল॥ ৪৫॥

কথিত এই যাবতীয় অগ্নিই তপস্বী, সত্যনিষ্ঠ, অবভৃথ, প্রজাপতি এবং জ্যোতিঃসম্পন্ন॥ ৪৬॥

স্বারোচিষ প্রভৃতি সাবর্ণি পর্য্যন্ত সপ্ত মন্বন্তরেই প্রয়োজন-অনুসারে এই অগ্নিগণ বর্ত্তমান দেবগণসহ বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ ভবিষ্যৎকালীন অগ্নিগণও ভবিষ্যৎ দেবগণসহ বর্ত্তমান থাকেন॥ ৪৭—৪৮॥

ইত্যেষ বিনয়োঽগ্নীনাং ময়া প্রোক্তো যথাতথম্।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ পিতৃণাং বক্ষ্যতে ততঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অগ্নিবংশবর্ণনং নামোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দক্ষশাপবর্ণনম্।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুত্রান্ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবে ঽন্তরে।
অম্ভাংসি জজ্ঞিরেতানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ ॥ ১ ॥
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে পিতরোঽস্য বৈ।
তেষাগ্নিসর্গঃ প্রাগুক্তো বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে ॥ ২ ॥
দেবাসুরমনুষ্যাণাং দৃষ্ট্বা দেবো ঽভ্যনন্দত।
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে তে ঽপি বক্ষসঃ ॥ ৩ ॥

এইরূপে যথাযথ ভাবে আমি অগ্নিবংশ বর্ণন করিলাম। অতঃপর পিতৃগণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিব ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে অগ্নিবংশবর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় ॥ ২৯ ॥

সূত কহিলেন, পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা পুত্রসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে সেই সমস্ত জলরাশি, মনুষ্য, অসুর, দেবগণ এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ও পিতৃবৎ সম্মানিত পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সৃষ্টিবিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইলেও এখন বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিব ॥ ১—২ ॥

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়ার পর ব্রহ্মা তাঁহাদিগের দর্শনে আনন্দিত হইলে বক্ষ হইতে পিতৃগণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

মধ্বাদয়ঃ ষড়্‌তবস্তান্ পিতৄন্ পরিচক্ষতে।
ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ ৪॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যতীতানাগতেষ্বপি।
এতে স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বমুৎপন্নাহ্যন্তরে শুভে॥ ৫॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতা নাম্না তথা বর্হিষদশ্চ বৈ।
অযজ্বানস্তথাতেষামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ॥ ৬॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তে বৈ পিতরোঽনাহিতাগ্নয়ঃ।
যজ্বানস্তেষু যে হ্যাসন্ পিতরঃ সোমপীথিনঃ॥ ৭॥
স্মৃতা বর্হিষদস্তে বৈ পিতরস্ত্বগ্নিহোত্রিণঃ।
ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রে হ্স্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ॥ ৮॥
মধুমাধবৌ রসৌ জ্ঞেয়ৌ শুচিশুক্রৌ তু শুষ্মিণৌ।
নভশ্চৈব নভস্যশ্চ জীবাবেতাবুদাহৃতৌ॥ ৯॥
ইষশ্চৈব তথোর্জ্জশ্চ সুধাবন্তাবুদাহৃতৌ।

বসন্তাদি ছয় ঋতুকে এই পিতৃলোক কহে। বেদেও পিতৃদেবগণ ঋতু নামে অভিহিত হইয়াছেন॥ ৪॥

মঙ্গলকর স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরজাত এই সমস্ত পিতৃগণ অতীত ও অনাগত অন্যান্য মন্বন্তরেও উৎপন্ন হইয়া থাকেন॥ ৫॥

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, অযজ্বান ও গৃহমেধী পিতৃগণের এই চতুর্ব্বিধ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৬॥

পিতৃগণ মধ্যে যাঁহারা আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদিগের নাম অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপায়ী পিতৃগণের নাম যজ্বা এবং অগ্নিহোত্র পিতৃগণের নাম বর্হিষদ। এই শাস্ত্রে ঋতুদিগকেই পিতৃগণ বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে॥ ৭—৮॥

চৈত্র ও বৈশাখ রস (বসন্ত) নামে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় শুষ্মী (গ্রীষ্ম) নামে, শ্রাবণ ও ভাদ্র জীব (বর্ষা) নামে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সুধা (শরৎ) নামে,

সহশ্চৈব সহস্যশ্চ মন্যুমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ।
তপশ্চৈব তপস্যশ্চ ঘোরাবেতৌ তু শৈশিরৌ॥ ১০ ॥
কালাবস্থাস্তু ষট্ তেষান্মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ।
ত ইমে ঋতবঃ প্রোক্তাশ্চেতনাচেতনাস্তু বৈ॥ ১১ ॥
ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াস্তেঽভিমানিনঃ।
মাসার্দ্ধমাসস্থানেষু স্থানঞ্চ ঋতবোর্ত্তবাঃ॥ ১২ ॥
স্থানানাং ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াঃ স্থানাভিমানিনঃ।
অহোরাত্রঞ্চ মাসাশ্চ ঋতবশ্চায়নানি চ॥ ১৩ ॥
সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ।
নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ॥ ১৪ ॥
এতেষু স্থানিনো যে তু কালাবস্থাস্ববস্থিতাঃ।
তন্ময়ত্বাত্তদাত্মানস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত॥ ১৫ ॥
পর্ব্বণ্যাস্তিথয়ঃ সন্ধ্যা পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ।
দ্বাবর্দ্ধমাসৌ মাসস্তু দ্বৌ মাসাবৃতুরুচ্যতে॥ ১৬ ॥

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মন্যুমান্ (ক্লেশদ) নামে এবং মাঘ ও ফাল্গুন ভয়ঙ্কর শৈশির (শীত) নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৯—১০ ॥

এইরূপে মাসবিভাগে ব্যবস্থিত ছয় কালাবস্থা ঋতু নামে চেতন অচেতনরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে॥ ১১ ॥

ব্রহ্মপুত্র অভিমানী ঋতুগণ মাস অর্দ্ধমাস প্রভৃতি স্থানসমূহে অবস্থান করেন এবং স্থানসমূহও আর্ত্তব নামে অভিহিত হয়॥ ১২ ॥

স্থানসমূহের ব্যতিরেক অনুসারে অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি স্থানসমুদায় কালাবস্থা-ভিমানী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে॥ ১৩—১৪ ॥

এই সমস্ত কালাবস্থায় তন্ময়ত্বহেতু সেই সেই স্থানে যাহারা অবস্থান করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৫ ॥

ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে।
সংবৎসরঃ সুমেরুস্তু স্থানান্যেতানি স্থানিনাম্ ॥ ১৭ ॥
ঋতবঃ সুমেরুপুত্রা বিজ্ঞেয়া হ্যষ্টধা তু ষট্।
ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ প্রজাস্ত্বার্ত্তবলক্ষণাঃ ॥ ১৮ ॥
যস্মাচ্চৈবার্ত্তবেয়াস্তু জায়ন্তে স্থাণুজঙ্গমাঃ।
আর্ত্তবাঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১৯ ॥
সুমেরাত্ প্রসূয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ প্রজাতয়ঃ।
তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজানাং বৈ সুমেরুঃ প্রপিতামহঃ ॥ ২০ ॥
স্থানেষু স্থানিনো হ্যেতে স্থানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তদাখ্যাস্তন্ময়ত্বাচ্চ তদাত্মানশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥
প্রজাপতিঃ স্মৃতো যস্তু স তু সংবৎসরো মতঃ।
সংবৎসরঃ স্মৃতো হ্যগ্নিঃ ঋতমিত্যুচ্যতে দ্বিজৈঃ ॥ ২২ ॥

পর্ব্বগণের নাম তিথি, সন্ধির নাম পক্ষ ও অৰ্দ্ধমাস, দুই অর্দ্ধমাসের নাম মাস, দুই মাসের নাম ঋতু, ঋতুত্রয়ের নাম অয়ন, দক্ষিণ ও উত্তরভেদবিশিষ্ট অয়নদ্বয়ের নাম সম্বৎসর, ইহার অপর নাম সুমেরু, এই সকলই স্থানিগণের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৬—১৭ ॥

অষ্টধা বিভক্ত সুমেরু পুত্রগণ ঋতু নামে কথিত, ইহাদিগের সংখ্যাও ছয়। ঋতুগণের স্থাবর জঙ্গম নামক আর্ত্তব লক্ষণযুক্ত পাঁচ পুত্র, এই জন্য আর্ত্তবগণ পিতৃনামে ও ঋতুগণ পিতামহ নামে কীর্ত্তিত ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রজাগণ সুমেরু হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নিহত হয়, এজন্য সুমেরুকে প্রপিতামহ কহে ॥ ২০ ॥

এইরূপে স্থানময়ত্ব জন্য স্থানাত্মা স্থানি-নিকর স্থানসমূহে কীর্ত্তিত হইল ॥ ২১ ॥

যাঁহাকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করা হয়, তিনিই সম্বৎসর, সম্বৎসরের অপর নাম অগ্নি, দ্বিজগণ ইঁহাকে ঋত বলিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

ঋতাত্তু ঋতবো যস্মাৎ জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ।
মাসাঃ ষট্ ঋতবো জ্ঞেয়াস্তেষাং পঞ্চার্ত্তবাঃ সুতাঃ ॥ ২৩ ॥
দ্বিপদাশ্চতুষ্পদাশ্চৈব পক্ষিসংসর্পতামপি।
স্থাবরাণাঞ্চ পঞ্চানাং পুষ্পং কালার্ত্তবং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥
ঋতুত্বমার্ত্তবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
ইত্যেতে পিতরোজ্ঞেয়া ঋতবশ্চার্ত্তবাশ্চ যে ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বভূতানি তেভ্যোঽথ ঋতুকালাৎ বিজজ্ঞিরে।
তস্মাদেতেঽপি পিতর আর্ত্তবা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু স্থিতাঃ কালাভিমানিনঃ।
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংযমাৎ ॥ ২৭ ॥
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
জজ্ঞাতে চ পিতৃভ্যস্তু দ্বে কন্যে লোকবিশ্রুতে ॥ ২৮ ॥

ঋত হইতে ঋতুগণের উৎপত্তি বলিয়া তাহারা ঋতু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ছয় মাসকে ঋতু কহে, আর্ত্তব নামক ইহাদিগের পাঁচ পুত্র। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী ও সরীসৃপগণের রজঃ এবং স্থাবর বৃক্ষসমূহের পুষ্পকে আর্ত্তব কহে ॥ ২৩—২৪ ॥

এইরূপে ঋতুত্ব, আর্ত্তবত্ব ও পিতৃত্ব কীর্ত্তিত হইল। এই ঋতু ও আর্ত্তবগণ পিতৃগণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সেই পিতৃগণ ও ঋতুকাল হইতে সমুদায় ভূতই জন্মগ্রহণ করে, এই জন্য আর্ত্তবগণও পিতৃগণ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥

ইহারা সমুদায় মন্বন্তরেই কালাভিমানী ও স্থানাভিমানী হইয়া অবস্থান করেন ॥ ২৭ ॥

অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ্ নাম ভেদে পিতৃগণ দ্বিবিধ। এই পিতৃগণ হইতে ত্রিলোকবিখ্যাত মেনা ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যার উৎপত্তি হয়, তাঁহারাই

মেনা চ ধারিণী চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধ্রুতম্।
পিতরস্তে নিজে কন্যে ধর্ম্মার্থং প্রদদুঃ শুভে।
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চৈব তে উভে ॥ ২৯ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাস্তু যে প্রোক্তাস্তেষাং মেনা তু মানসী।
ধারণী মানসী চৈব কন্যা বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ৩০ ॥
মেরোস্তু ধারণীং নাম পত্ন্যর্থং ব্যসৃজন্ শুভাম্।
পিতরস্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপীথিনঃ ॥ ৩১ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাস্তু তাং মেনাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ।
স্মৃতাস্তে বৈ তু দৌহিত্রাস্তদ্দৌহিত্রান্ নিবোধত ॥ ৩২ ॥
মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং নাম্নস্মূয়ত।
গঙ্গাং সরিদ্বরাঞ্চৈব পত্নী যা লবণোদধেঃ।
মৈনাকস্যানুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

এই নিখিল বিশ্বধারণ করিয়া আছেন। পিতৃগণ এই মঙ্গলময়ী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী কন্যাদ্বয়কে ধর্ম্মপালন জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ॥ ২৮—২৯ ॥

মেনা অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং ধারণী বর্হিষদ্‌গণের মানসী কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥

সোমপায়ী বর্হিষদ পিতৃগণ ধারিণীকে সুমেরুর পত্নীত্বে সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং অগ্নিষ্বাত্তগণ মেনাকে হিমালয়ের পত্নীত্বে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদিগের দৌহিত্রগণ যে যে নামে প্রসিদ্ধ তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩১—৩২ ॥

হিমালয়পত্নী মেনা মৈনাক নামক পুত্র ও নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা নামে কন্যা প্রসব করেন। এই গঙ্গা লবণসমুদ্রের পত্নী। এতদ্ব্যতীত ক্রৌঞ্চ নামক মৈনাকের অপর একটি সহোদর ছিল, তাহা হইতেই ক্রৌঞ্চদ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

মেরোস্তু ধারণী পত্নী দিব্যৌষধিসমন্বিতম্।
মন্দরং সুষুবে পুত্রং তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ॥ ৩৪॥
বেলা চ নিয়তিশ্চৈব তৃতীয়া চায়তিঃ পুনঃ।
ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতু র্নিয়তিঃ স্মৃতা॥ ৩৫॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বন্তয়োর্বৈ কীর্ত্তিতাঃ প্রজাঃ।
সুষুবে সাগরাদ্বেলা কন্যামেকামনিন্দিতাম্॥ ৩৬॥
সবর্ণাং নাম সামুদ্রীং পত্নীং প্রাচীনবর্হিষঃ।
সবর্ণা সাথ সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ॥ ৩৭॥
তেষাং স্বায়ম্ভুবো দক্ষঃ পুত্রত্বে জজ্ঞিবান্ প্রভুঃ।
ত্র্যম্বকস্যাভিশাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ॥ ৩৮॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ সূতমপৃচ্ছচ্ছাংশপায়নঃ।
উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হ্যভিশাপাদ্ভবস্যতু।
চাক্ষুষস্যান্বয়ে পূর্ব্বং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥ ৩৯॥

মেরুপত্নী ধারণী দিব্য ওষধিগণযুক্ত মন্দর নামক পুত্র এবং বেলা নিয়তি ও আয়তি নামে সুপ্রসিদ্ধা কন্যাত্রয় প্রসব করিয়াছিলেন। আয়তি ধাতার এবং নিয়তি বিধাতার পত্নী বলিয়া বিখ্যাত॥ ৩৪—৩৫॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই উভয়ের যে সকল প্রজা উৎপন্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাগরপত্নী বেলা একটী অনিন্দিতা কন্যা প্রসব করেন॥৩৬॥

এই সমুদ্রকন্যা সবর্ণা প্রাচীনবর্হিষের পত্নী ছিলেন। প্রাচীনবর্হিষ হইতে তিনি যে দশ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রচেতাঃ নামে বিখ্যাত এবং সকলেই ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন॥ ৩৭॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে মহাদেবের অভিশাপানুসারে স্বায়ম্ভুব প্রভু দক্ষ তাঁহাদিগেরই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন॥ ৩৮॥

শাংশপায়ন ঋষি সূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাদেবের

ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতাং কথাম্।
শাংশপায়নমামন্ত্র্য ত্র্যম্বকাচ্ছাপকারণম্ ॥ ৪০ ॥
দক্ষস্যাসন্ সুতা হ্যষ্টৌ কন্যা যাঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
স্বেভ্যো গৃহেভ্যো হ্যানায্য তাঃ পিতাভ্যর্চ্চয়দ্ গৃহে।
ততস্ত্বভ্যর্চ্চিতাঃ সর্ব্বা ন্যবসংস্তাঃ পিতুর্গৃহে ॥ ৪১ ॥
তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ।
নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিদ্বিষন্ ॥ ৪২ ॥
অকরোৎ স নতিং দক্ষে ন কদাচিন্মহেশ্বরঃ।
জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবাৎ তেজসি স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
ততোজ্ঞাত্বা সতী সর্ব্বাঃ স্বস্রঃ প্রাপ্তাঃ পিতুর্গৃহম্।
জগাম সাপ্যনাহূতা সতী তৎ স্বং পিতুর্গৃহম্ ॥ ৪৪ ॥

অভিশাপে দক্ষ কিরূপে চাক্ষুষ মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের কৌতূহল নিবারণ করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত তদ্বাক্য শ্রবণে ত্র্যম্বকের শাপ কারণ প্রভৃতি দক্ষসম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা শাংশপায়নকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

আমি পূর্ব্বে দক্ষের যে অষ্ট কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কোন সময়ে দক্ষ সেই সমস্ত কন্যাগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া, স্বীয় গৃহে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তৎপরে কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহারা পিতৃ-গৃহেই বাস করিতেছিলেন ॥ ৪১ ॥

কিন্তু কন্যাগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সতী যিনি মহাদেবের পত্নী ছিলেন, তাঁহাকে মহাদেবের প্রতি ক্রোধবশতঃ এই সময়ে আহ্বান করা হয় নাই ॥ ৪২ ॥

কোন সময়ে তেজস্বী জামাতা মহেশ্বর শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম না করায় মহাদেবের প্রতি দক্ষের ক্রোধ হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

পিতৃগৃহে সমুদায় ভগিনীগণ বাস করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া, সতী অনাহূতা হইয়াও পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ অপর কন্যা অপেক্ষা

তাভ্যোহহীনাং পিতাচক্রে সত্যাঃ পূজামসম্মতাম্।
ততোঽব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা ॥ ৪৫ ॥
যবীয়সীভ্যো জ্যায়সীং কিন্তু পূজামিমাং প্রভো।
অসম্মতামবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্।
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বমসৎকর্তুমর্হসি ॥ ৪৬ ॥
এবমুক্তো হব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ।
ত্বন্তু শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম ॥ ৪৭ ॥
তাসাং যে চৈব ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতাঃ সদা।
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ তপিষ্ঠাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্ব্বে তে ত্র্যম্বকাৎ সতি ॥ ৪৮ ॥
বসিষ্ঠোঽত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্মরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ৪৯ ॥
ত্বদ্ধৈস্তৈঃ স্পর্দ্ধতে শর্ব্বো ভক্তা চাসি হিতং সদা।
তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকূলো হি মে ভবঃ ॥ ৫০ ॥

তাহাকে কম আদর করায় সতী ক্রোধভরে পিতাকে কহিলেন, 'হে প্রভো! আমি সমুদায় ভগিনীগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠা, তথাপি আমায় অবজ্ঞা করিয়া এরূপ অসৎকার কেন করিলেন?' ॥ ৪৪—৪৬ ॥

দক্ষ সতী বাক্যে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন, জানি তুমি আমার কন্যাগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়া ॥ ৪৭ ॥

কিন্তু এই সমস্ত কন্যাদিগের স্বামিগণ আমার নিতান্ত প্রিয়তম, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগপরায়ণ ধার্ম্মিক এবং হে সতি! সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা সমধিক গুণশালী ও প্রশংসনীয় ॥ ৪৮ ॥

বসিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি এই আটজনই আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা ॥ ৪৯ ॥

ইত্যুবাচ তদা দক্ষঃ সংপ্রমূঢ়েন চেতসা।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫১ ॥
তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবীদমব্রবীৎ।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্য্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসে।
তস্মাৎ ত্যজাম্যহং দেহমিমং তাত তবাত্মজম্ ॥ ৫২ ॥
ততস্তেনাবমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩ ॥
যত্রাহমুপপৎস্যেঽহং পুনর্দেহেন ভাস্বতা।
তত্রাপ্যহমসংমূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধর্ম্মতঃ ॥ ৫৪ ॥

মহাদেব তাহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করে তুমিও তাহাতে অনুরক্তা এইজন্যই তোমায় আমি আহ্বান করিতে পারি নাই, যেহেতু মহাদেব আমার শত্রুস্বরূপ ॥ ৫০ ॥

এইরূপে দক্ষ স্বীয় শাপপ্রাপ্তির জন্যই বোধ হয় এই সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং বসিষ্ঠাদি ঋষিগণও শাপাভিভূত হইবেন বলিয়াই দক্ষ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

দেবী সতী পিতার এবম্বিধ বাক্যে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে তাত! আমি কায়মনোবাক্যে কখন দুষ্ট কার্য্য না করিলেও আপনি আমার এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন, এজন্য আপনা হইতে উৎপন্ন এই দেহ আমি পরিত্যাগ করিব ॥ ৫২ ॥

তৎপরে সতী অপমান জন্য অতিমাত্র দুঃখিত চিত্তেই মহেশ্বর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

আমি পুনর্ব্বার যেখানে ধর্ম্মচারিণী ও অভ্রান্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব, সেখানেও যেন ধর্ম্মানুসারে ত্র্যম্বকেরই ধর্ম্মপত্নী হইতে পারি ॥ ৫৪ ॥

তত্রৈবাথ সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে।
ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ ॥ ৫৫ ॥
তত আত্মসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্ ॥ ৫৬ ॥
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেবোঽথ শূলধৃক্।
সংবাদঞ্চ তয়োর্বুদ্ধা যাথাতথ্যেন শঙ্করঃ।
দক্ষস্যাথ ঋষীণাঞ্চ চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৭ ॥
যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতে নাম সা সতী।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ স্বসুতাঃ ভর্তৃভিঃ সহ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাদ্বৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেব মহর্ষয়ঃ।
উৎপৎস্যন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ ॥ ৫৯ ॥
হুতে বৈ ব্রহ্মণা শুক্রে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
অভিব্যাহৃত্য চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমৎ পুনঃ ॥ ৬০ ॥
ভবিতা চাক্ষুষো রাজা চাক্ষুষস্য সমন্বয়ে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৬১ ॥

দেবী এই কথার পর সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া আত্মা ও মনের সংযোগ পূর্ব্বক আগ্নেয়ী ধারণা করিলেন। তাঁহার সমুদায় অঙ্গ হইতে নির্গত অগ্নি আত্মোত্থিত বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া দেহকে ভস্মীভূত করিল ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অনন্তর মহাদেব শূলপাণি সতীদেবীর নিধনসংবাদ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া, দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৭ ॥

এবং বলিলেন, দক্ষ আমারই জন্য সতীর অবমাননা করিয়া, অপর কন্যাদিগকে এবং তাহাদিগের স্বামিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে; এজন্য ঐ সমস্ত ঋষিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমার দ্বিতীয় যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণগণ আহুতিপ্রদান করিলে পুনর্ব্বার অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে। এইরূপে শঙ্কর ঋষিদিগকে অভিশাপপ্রদানপূর্ব্বক দক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া

দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মার্ষায়াং জনয়িষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষে ঽন্তরে ॥ ৬২ ॥

দক্ষ উবাচ।

অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥
যস্মাৎ ত্বং মৎকৃতে ক্রূরমৃষীন্ ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ সার্দ্ধং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৬৪ ॥
হুত্বাহুতিং তবঃ ক্রূর অপস্প্রক্ষ্যন্তি কর্ম্মসু।
ইহৈব বৎস্যসি তথা দিবং হিত্বা যুগক্ষয়াৎ ॥ ৬৫ ॥

রুদ্র উবাচ।

সর্ব্বেষামেব লোকানাং ভূর্লোকস্ত্বাদিরুচ্যতে।
তমহং ধারয়াম্যেকো নিদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬৬ ॥

বলিলেন, চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন চাক্ষুষ নামক নৃপতি উৎপন্ন হইবেন, সেই সময়ে তুমি শাখিকন্যা মারিষার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র-রূপে দক্ষ নামেই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৮—৬২ ॥

দক্ষ কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! আমি সে জন্মেও তোমার ধর্ম্মার্থকামযুক্ত কর্ম্মসমূহে বারম্বার বিঘ্ন উৎপাদন করিব ॥ ৬৩ ॥

আমার জন্য তুমি ঋষিদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, এজন্য দ্বিজগণ তোমায় দেবগণের সহিত যজ্ঞে যজন করিবে না ॥ ৬৪ ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহে দ্বিজগণ আহুতি প্রদান করিয়া জল নিক্ষেপ করিবে, যুগপরিক্ষয় কালপর্য্যন্তও তোমায় স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই লোকে অবস্থান করিতে হইবে ॥ ৬৫ ॥

রুদ্র কহিলেন, যাবতীয় লোক মধ্যে ভূর্লোকআদি বলিয়া কথিত, আমি ব্রহ্মার আদেশেই ইহা ধারণ করিয়া থাকি। এই পৃথিবীতে লোকসমূহ

অস্যাং ক্ষিতৌ ধৃতা লোকাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ।
তানহং ধারয়ামীহ সততং ন তবাজ্ঞয়া ॥ ৬৭ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে।
নাহং তৈঃ সহ ভোক্ষ্যামি ততো দাস্যন্তি তে পৃথক্।
ততো দেবৈঃ স তৈঃ সার্দ্ধং নেজ্যতে পৃথগিজ্যতে ॥ ৬৮ ॥
ততো হভিব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা।
স্বায়ম্ভুবীং তনুং ত্যক্ত্বা সংজাতো মনুজেষ্বিহ ॥ ৬৯ ॥
জ্ঞাত্বা গৃহপতিং দক্ষো জ্ঞানানামীশ্বরং প্রভুম্।
সমস্তেনেহ যজ্ঞেন সোহযজদ্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৭০ ॥
অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতে হন্তরে।
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ॥ ৭১ ॥
সা তু দেবী সতী পূর্ব্বং ততঃ পশ্চাদুমাহভবৎ।

আমাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শাশ্বতকাল অবস্থান করে, এজন্য ব্রহ্মার আদেশেই আমি তাহাদিগকে ধারণ করি; কিন্তু তোমার অনুমতিক্রমে নহে ॥ ৬৬—৬৭ ॥

দেবগণ চতুর্ব্বর্ণ একত্র হইয়া ভোজন করেন, এজন্য আমি তাঁহাদিগের সহিত ভোজন করি না বলিয়াই দ্বিজগণ আমায় পৃথক্‌রূপে প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই কারণেই তাঁহাদিগের সহিত আমার একত্র পূজা না হইয়া পৃথক্‌রূপে হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

অমিততেজা রুদ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দক্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরজাত শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মানুষকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং প্রভু রুদ্রকে গৃহপতি ও ঈশ্বররূপে অবগত হইয়া যথাবিধি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণসহ তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৬৯—৭০ ॥

অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হইলে দেবী সতী শৈলরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকাগর্ভে উমাদেবী নামে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭১ ॥

সহব্রতা ভবত্যেষা ন তয়া মুচ্যতে ভবঃ ।
যাবদিচ্ছতি সংস্থাতুং প্রভুর্ম্মন্বন্তরেষ্বিহ ॥ ৭২ ॥
মারীচং কশ্যপং দেবী যথা দিতিরনুব্রতা ।
সাধ্বী নারায়ণং শ্রীস্তু মঘবন্তং শচী যথা ।
বিষ্ণুং কীর্ত্তী রুচিঃ সূর্য্যং বশিষ্ঠঞ্চাপ্যরুন্ধতী ॥ ৭৩ ॥
নৈতাস্তু বিজহত্যেতান্ ভর্ত্তৄন্ দেব্যঃ কথঞ্চন ।
আবর্ত্তমানকল্পেষু পুনর্জ্জায়ন্তি তৈঃ সহ ॥ ৭৪ ॥
এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে ।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৭৫ ॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মার্ষায়াঞ্চ পুনর্নৃপঃ ।
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়েঽস্মিন্‌ইতিশ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥
ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্ব্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ ।
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং মনোর্ব্বৈবস্বতেঽন্তরে ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্ ॥ ৭৭ ॥

সতী উমা নামে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেও মহাদেব ভবেরই সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিলেন। দিতি দেবী মারীচ কশ্যপকে, সাধ্বী শ্রী নারায়ণকে, শচী ইন্দ্রকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্য্যকে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে যেমন কখনও পরিত্যাগ করেন না, এবং কল্প পরিবর্ত্তন অনুসারে জন্মান্তর গ্রহণকালেও যেমন তাঁহাদিগের সহিত পর জন্মগ্রহণ করেন; সেইরূপ সতীও কখন মহাদেব ভবকে পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭২—৭৪ ॥

এইরূপে দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বন্তরে দক্ষরাজ রুদ্রের অভিশাপ বশতঃ দশ প্রচেতা হইতে মারিষাগর্ভে প্রাচীনবর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতার পুত্ররূপে প্রাচেতস নামে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥

আর পূর্ব্বোক্ত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগের প্রথম অবস্থায় বারুণী শরীর বিশিষ্ট মহাদেবের যজ্ঞস্থলে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৭৭ ॥

ইত্যেষো হনুশয়ো হ্যাসীত্তয়োর্জাত্যন্তরাগতঃ ।
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য ত্র্যম্বকস্য চ ধীমতঃ ॥ ৭৮ ॥
তস্মান্নানুশয়ঃ কার্য্যো বৈরিম্বিহ কদাচন ।
জাত্যন্তরগতস্যাপি ভাবিনস্তু শুভাশুভৈঃ ।
জন্তুং ন মুঞ্চতি খ্যাতিস্তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥ ৭৯ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাচেতসস্য দক্ষস্য কথং বৈবস্বতেঽন্তরে ।
বিনাশমগমৎ সূত হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৮০ ॥
দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মত্বা ক্রুদ্ধং সর্ব্বাত্মকং প্রভুম্ ।
কথং প্রাসাদয়দ্দক্ষঃ স যজ্ঞঃ সাধিতঃ কথম্ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ৮১ ॥

সূত উবাচ ।

পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
জ্যোতিষ্কং নাম সাবিত্রং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৮২ ॥

এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ ও ধীমান্ ত্র্যম্বকের জন্মান্তর পর্য্যন্ত বিদ্বেষ ভাব বিদ্যমান ছিল। অতএব চিরস্থায়ীরূপে শত্রুতা কখনই কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু শুভাশুভ অনুসারে জন্মান্তর পরিবর্ত্তিত হইলেও খ্যাতি তাহাকে পরিত্যাগ করে না এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও স্থায়ীরূপে শত্রুতাচরণ করিবেন না ॥ ৭৮—৭৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সতীদেবীর মৃত্যু ঘটনা অবগত হইয়া সর্ব্বাত্মক প্রভু রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে দক্ষ কিরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় জানিতে বাসনা হইয়াছে, যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ৮১ ॥

সূত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ব্বকালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামক একটি ত্রিলোক বিখ্যাত, সর্ব্বরত্ন বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময়, অজেয়,

অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ।
তস্মিন্ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সর্ব্বধাতুবিভূষিতে ॥ ৮৩ ॥
পর্য্যঙ্কইব বিভ্রাজন্ পবিষ্টো বভূব হ ।
শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্থিতাঽভবৎ ।
আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চামিতৌজসঃ ॥ ৮৪ ॥
তথৈবচ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ।
তথা বৈশ্রবণো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ।
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৮৫ ॥
উপাসতে মহাত্মানং উশনাশ্চ মহামুনিঃ ।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽপরে ।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্বস্তথা নারদপর্বতৌ ॥ ৮৭ ॥
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ সমাজগ্মুরনেকশঃ ।
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৮৮ ॥

অগম্য ও সর্ব্বলোকনমস্কৃত শৃঙ্গ ছিল। কোন সময়ে মহাদেব পর্য্যঙ্কের ন্যায় সেই সর্ব্বধাতুবিভূষিত গিরিশ্রেষ্ঠের শৃঙ্গদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

তৎকালে তাঁহার পার্শ্বদেশে দেবী পার্ব্বতী, মহাত্মা আদিত্যগণ, অমিত-তেজা বসুসমূহ, চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতরাজা বৈশ্রবণ, মহামুনি উশনা, সনৎকুমারাদি ঋষিসমূহ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, বিশ্বাবসু, গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত উপবিষ্ট হইয়া মহাদেবের উপাসনা করিতেছিলেন ॥ ৮৪—৮৭ ॥

এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অপ্সরাগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন; পবিত্র মৃদুবায়ু চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছিল; বৃক্ষসমূহ ঋতুকালীন পুষ্প প্রসব করিতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, তপস্বী, নানারূপধারী ভূতসমূহ, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ মহাবলশালী বহুরূপধর বিবিধ অস্ত্রধারী

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতাঃ পুষ্পবস্তো দ্রুমাস্তথা।
তথা বিদ্যাধরাশ্চৈব সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ।
মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসন্তি তত্রবৈ ॥ ৮৯ ॥
ভূতানি চ তথান্যানি নানারূপধরাণ্যথ ॥ ৯০ ॥
রাক্ষসাশ্চ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
বহুরূপধরা হৃষ্টা নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।
দেবস্যানুচরাস্তত্র তস্থুর্বৈশ্বানরোপমাঃ ॥ ৯১ ॥
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ।
প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ৯২ ॥
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা।
পর্য্যুপাসত তং দেবরূপিণী দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৯৩ ॥
এবং স ভগবাংস্তত্র দীপ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।
দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্ম্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৯৪ ॥
পুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ যজ্ঞমারভৎ।
গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধনিষেবিতে ॥ ৯৫ ॥
ততস্তস্মমখে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা ॥ ৯৬ ॥

পিশাচগণ, অগ্নিতুল্য মহাদেবের অনুচরগণ, ভগবান্ নন্দীশ্বর ও নদীশ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলজাতা দেবরূপিণী গঙ্গা মহাদেব পশুপতির স্তব করিতেছিলেন ॥৮৮—৯৩॥

এইরূপে ভগবান্ মহাদেব দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিলেন ॥ ৯৪ ॥

এই সময়ে দক্ষ হিমালয়স্থ গঙ্গাদ্বার নামক ঋষিসিদ্ধপরিবৃত মঙ্গলময় স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ [illegible] হইতে অভিলাষ করিয়া, স্ব স্ব

স্বৈর্বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলদ্ভির্জ্বলনপ্রভাঃ।
দেবস্থানুমতেঽগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বার ইতি শ্রুতিঃ॥ ৯৭॥
গন্ধর্বাপ্সরসাকীর্ণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
ঋষিসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্ম্মভৃতাং বরম্॥ ৯৮॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে বা যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ।
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্॥ ৯৯॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুদ্গণৈঃ।
জিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ॥ ১০০॥
উষ্মপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধূমপাস্তথা।
অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ॥ ১০১॥
এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জকাস্তথা॥ ১০২॥
আহূতা মন্ত্রতঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সহ পত্নিভিঃ।
বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ॥ ১০৩॥

উজ্জ্বলতম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে দক্ষ সমীপে আগমন করিলেন॥ ৯৬—৯৭॥

এইরূপে ধার্ম্মিকপ্রবর দক্ষ ক্রমশঃ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিবিধ বৃক্ষ, লতা ও ঋষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিলেন, তখন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকবাসিগণ সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করিতে লাগিল॥ ৯৮-৯৯॥

যজ্ঞস্থলে আদিত্যগণ, বসুসমূহ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বায়ুগণ, জিষ্ণু, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, আজ্যপায়ী, ধূমপায়ী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ এবং অন্যান্য বহুবিধ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি যজ্ঞভাগিগণ সকলেই উপস্থিত হইলেন; সপত্নীক দেবগণ মন্ত্রদ্বারা আহূত হইয়া বিমান উপরেই প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১০০—১০৩॥

তান্ দৃষ্ট্বা মন্যুমাবিষ্টো দধীচো বাক্যমব্রবীৎ।
অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৪॥
এবমুক্ত্বাতু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমভাষত।
পূজ্যন্তু পশুভর্ত্তারং কস্মান্নাহ্বয়সে প্রভুং॥ ১০৫॥

দক্ষ উবাচ।

সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদশাবস্থাগতা নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্॥ ১০৬॥

দধীচ উবাচ।

সর্ব্বে নিমন্ত্রিতা দেবা যেন ঈশো নিমন্ত্রিতঃ।
যথাহং শঙ্করাদূর্দ্ধং নান্যং পশ্যামি দৈবতম্।
তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোঽয়ং ন ভবিষ্যতি॥ ১০৭॥

এই সমস্ত দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে দধীচ ঋষি কহিলেন, "অপূজ্যগণের পূজা করিলে এবং পূজ্যগণের পূজা না করিলে, অতিমাত্র পাপভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই॥" ১০৪॥

এই কথার পর পুনর্ব্বার তিনি দক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পূজনীয় পশুপতি প্রভুকে কেন আহ্বান করা হয় নাই?॥ ১০৫॥

দক্ষ বলিলেন, একাদশ অবস্থাপ্রাপ্ত, শূলপাণি ও কপর্দ্দীরুদ্র আমার বহুসংখ্যক রহিয়াছে। আমি এতদ্ব্যতীত অন্য মহেশ্বর জানি না॥ ১০৬॥

দধীচ কহিলেন, এই যজ্ঞে সমুদায় দেবগণই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমি অন্য কোন দেবতাকেই মহেশ্বরের উপরিতন বলিয়া বিবেচনা করি না; সুতরাং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করার জন্য আপনার এই বিপুল যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না॥ ১০৭॥

দক্ষ উবাচ।

এতন্মখে শূর সুবর্ণপাত্রে
হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপূতম্।
বিষ্ণোর্নয়াম্যপ্রতিমস্য সর্ব্বং
প্রভোর্বিভো হ্যাহবনীয় নিত্যম্॥ ১০৮॥

গতাংস্তু দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা।
উবাচ বচনং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা॥ ১০৯॥

উমা উবাচ।

ভগবন্ ক্ব গতা হ্যেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ব্রূহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্॥ ১১০॥

মহেশ্বর উবাচ।

দক্ষো নাম মহাভাগঃ প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ॥ ১১১॥

দেব্যুবাচ।

যজ্ঞমেতং মহাভাগ কিমর্থং ন গতোঽসি বৈ।
কেনবা প্রতিষেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে॥ ১১২॥

দক্ষ বলিলেন, অপ্রতিম দেব বিষ্ণুর উদ্দেশে এই যজ্ঞীয় মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে নিয়ত প্রদত্ত হইতেছে॥ ১০৮॥

এদিকে সাধ্বী শৈলরাজদুহিতা, সমুদায় দেবগণকে যজ্ঞস্থলে গমন করিতে দেখিয়া, দেব পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র প্রভৃতি এই সমস্ত দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া আমার এই মহৎ সংশয় অপনোদন করুন॥ ১০৯—১১০॥

মহেশ্বর কহিলেন, মহাভাগ প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, দেবগণ সেই স্থানেই গমন করিতেছেন॥ ১১১॥

দেবী কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে গমন করিলেন না? কোন্ বাধাবশতঃ আপনার যজ্ঞ গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে?॥ ১১২॥

মহেশ্বর উবাচ।

সুরৈরেব মহাভাগে সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেষু মম সর্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ॥ ১১৩॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥ ১১৪॥

দেব্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বদেবেষু প্রভাবানধিকো গুণৈঃ॥
অজেয়শ্চাপ্যধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া॥ ১১৫॥
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন নামতঃ।
অতীব দুঃখমাপন্নং বেপথুশ্চ মমানঘ॥ ১১৬॥
কিং নাম দানং নিয়মস্তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্ম্মমাদ্য।
লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্যো
যজ্ঞস্য চার্দ্ধমথ বা তৃতীয়ম্॥ ১১৭॥

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, হে মহাভাগে! দেবগণ এইরূপ নিয়ম বিহিত করিয়াছেন, সমুদায় যজ্ঞেই আমাকে আর ভাগ প্রদত্ত হইবে না॥ ১১৩॥ হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বকালীন ঘটনা অনুসারেই দেবগণ আমার যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ করিয়াছেন॥ ১১৪॥

দেবী পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ভগবন্! নিখিল দেবগণমধ্যে আপনিই গুণ ও প্রভাবানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তেজঃ, যশঃ ও সম্পত্তি বলে অজেয় ও অধৃষ্য; কিন্তু হে অনঘ! আপনার এইরূপ যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ হওয়া সংবাদে আমায় নিতান্ত দুঃখিত হইতে হইল; এবং এই জন্য সমুদায় শরীরে আমার কম্প উপস্থিত হইয়াছে॥ ১১৫—১১৬॥

অদ্য আমি এমন কি দান, নিয়ম বা তপস্যার অনুষ্ঠান করিব, যাহা দ্বারা আমার অচিন্তনীয় ভগবান্ স্বামী যজ্ঞের অর্দ্ধভাগ বা তৃতীয়ভাগ লাভ করিতে পারেন॥ ১১৭॥

এবং ব্রুবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ
পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ।
ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাঙ্গি
কিং নাম যুক্তং বচনন্তবেদং ॥ ১১৮ ॥
অহং হি জানামি বিশালনেত্রে
ধ্যানেন সর্ব্বং হি বদন্তি সন্তঃ।
নবাদ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো
লোকত্রয়ং সর্ব্বথা সংপ্রমূঢ়ম্ ॥ ১১৯ ॥
মামধ্বরে শংসিতারঃ স্তুবন্তি
রথন্তরে সাম গায়ন্তি গেয়ম্।
মা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্রে যজন্তে
মাধ্বর্য্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ১২০ ॥
দেব্যুবাচ।
অপ্রাকৃতোঽপি ভগবান্ সর্ব্বস্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌতি গোপায়তে বাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ ॥ ১২১ ॥

দুঃখিতহৃদয়া দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অচিন্তনীয় ভগবান্ মহেশ্বর হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, হে দেবেশ্বরি! কৃশোদরাঙ্গি! তুমি কি কিছুই অবগত নহ! সমুদায় অবগত থাকিয়াও তোমার এইরূপ বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে॥ ১১৮॥

হে বিশালনেত্রে! আমি ধ্যানযোগে সমুদায় অবগত হইয়াছি যে 'সাধুগণ বলিতেছেন, আজি কেবল মহেন্দ্রদেব মুগ্ধ নহেন, সমস্ত ত্রিলোকই মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে'। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমার পূজা এবং যাজ্ঞিকগণ আমার যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিলেও, স্তাবকগণ যজ্ঞস্থলে আমারই স্তব করিয়া থাকে, এবং সামবেদ আমারই গান গীত হইয়া থাকে॥ ১১৯—১২০॥

ভগবানুবাচ।

নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি পশ্যত্বমুপগচ্ছ চ।
যং স্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি ॥ ১২২ ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ পত্নীং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোঽসৃজদ্ভগবান্বক্ত্রাদ্ভূতং ক্রোধাগ্নিসন্নিভম্ ॥ ১২৩ ॥
সহস্রশীর্ষং দেবঞ্চ সহস্রচরণেক্ষণম্।
সহস্রমুদ্গরধরং সহস্রশরপাণিনম্ ॥ ১২৪ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দীপ্তকার্ম্মুকধারিণম্।
পরশ্বসিধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহম্ ॥ ১২৫ ॥
ঘোররূপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণম্।
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরনিস্রবম্ ॥ ১২৬ ॥
দংষ্ট্রাকরালং বিভ্রান্তং মহাবক্ত্রং মহোদরম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদম্ ॥ ১২৭ ॥

দেবী কহিলেন, ভগবান্ অপ্রাকৃত হইলেও স্ত্রীজনসমীপে আত্মপ্রশংসা ও আত্মগোপন করিতেছেন ॥ ১২১ ॥

ভগবান্ উত্তর করিলেন, না দেবেশ্বরি! আমি আত্মপ্রশংসা করিতেছি না। হে বরবর্ণিনি! আমি আমার যজ্ঞভাগ প্রাপ্তিজন্য যাহার সৃষ্টি করিতেছি, তুমি আমার সমীপে অবস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন কর ॥ ১২২ ॥

মহেশ্বর প্রাণাধিকা পত্নীর নিকট এই কথা বলিয়া স্বীয় মুখদেশ হইতে ক্রোধাগ্নি তুল্য এক অদ্ভুত ভূতের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১২৩ ॥

এই ভূত সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু, হস্তে সহস্র মুদ্গর, সহস্র শর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, প্রদীপ্ত ধনু, কুঠার ও অসি। দেখিতে অতি প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্কররূপে দীপ্যমান; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ, পরিধান রুধিরস্রাবী ব্যাঘ্রচর্ম্ম ॥ ১২৪—১২৬ ॥

করাল দন্ত, বৃহৎমুখ, দীর্ঘ উদর, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, ওষ্ঠ ও কর্ণ লম্বিত, সুতরাং মূর্ত্তি অতি ভীতিজনক এবং অগম্য ॥ ১২৭ ॥

কুলিশোদ্দ্যোতিতকরস্তাভির্জ্বলিতমূর্দ্ধজম্।
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাদামবিভূষিতম্॥ ১২৮॥
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবকম্।
আকর্ণদারিতাস্যান্তশ্চতুর্দিক্ষু ভয়ানকম্॥ ১২৯॥
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্।
বিশ্বহর্ত্তৃমহাকায়ং মহান্যগ্রোধমণ্ডলম্।
যুগপচ্চন্দ্রশতবদ্দীপ্যন্তং মন্মথাগ্নিবৎ॥ ১৩০॥

চতুর্মহাস্যং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
মহোগ্রতেজোবলকৌতুকাঢ্যম্।
যুগান্তসূর্য্যাগ্নিসহস্রভাসং
সহস্র চন্দ্রামলকান্তিকান্তম্॥
প্রদীপ্তসর্কৌষধিমন্দরাভম্।
সুমেরুকৈলাসহিমাদ্রিতুল্যম্॥ ১৩১

হস্তস্থিত বজ্রকিরণে কেশ সকল উজ্জ্বল হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে জ্বালাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কণ্ঠদেশ মুক্তামালাবিভূষিত, প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় সর্ব্বশরীর তেজোব্যাপ্ত, মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত, অতএব চতুর্দ্দিকেই ভীতি-প্রকাশক॥ ১২৮—১২৯॥

আরও এই মূর্ত্তি মহাবলশালী, মহাতেজস্বী, ঈশ্বর তুল্য মহাপুরুষ, বিশ্ব-হস্তার ন্যায় বিপুলদেহ, বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় বিস্তৃত, এককালে শতচন্দ্রের দীপ্তিযুক্ত ও কামাগ্নিসদৃশ॥ ১৩০॥

ইহার চারিটি বিশালমুখ, দন্তসমূহ শুভ্র ও তীক্ষ্ণ, সর্ব্বশরীর উগ্রতেজঃ বল ও কৌতুকব্যঞ্জক, অঙ্গদীপ্তি যুগান্তকালীন সহস্র-সূর্য্য ও সহস্র অগ্নিতুল্য, অঙ্গকান্তি সহস্রচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল এবং সর্ব্বশরীর প্রদীপ্ত ওষধিসমহসংযুক্ত মন্দর, সুমেরু, কৈলাস ও হিমালয় সদৃশ॥ ১৩১॥

যুগার্কাভং মহাবীর্য্যঞ্চারুনাসং মহাননম্‌।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষং অগ্নিজ্বালাবিলাননম্‌ ॥ ১৩২ ॥
মৃগেন্দ্রকৃত্তিবসনং মহাভুজগবেষ্টিতম্‌।
উষ্ণীষিণং চন্দ্রধরং ক্বচিদুগ্রং ক্বচিৎসমম্‌ ॥ ১৩৩ ॥
নানাকুসুমমূর্দ্ধানং নানাগন্ধানুলেপনম্‌।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং নানাভরণভূষিতম্‌ ॥ ১৩৪ ॥
কর্ণিকারস্রজং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভ্রান্তলোচনম্‌।
ক্বচিন্নৃত্যতি চিত্রাঙ্গং ক্বচিদ্বদতি সুস্বরম্‌ ॥ ১৩৫ ॥
ক্বচিদ্ধ্যায়তি যুক্তাত্মা ক্বচিৎ স্থূলং প্রমার্জ্জতি।
ক্বচিদ্গায়তি বিশ্বাত্মা ক্বচিদ্রৌতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩৬ ॥
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যন্তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
প্রভুত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠানগুণৈর্যুতঃ ॥ ১৩৭ ॥

যুগান্তকালীন সূর্য্যসম এই মূর্ত্তি মহাবীর্য্যশালী; সুন্দরনাসিক, বৃহৎ আনন, প্রচণ্ড গণ্ড ও প্রদীপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট; ইহার মুখ বিবর হইতে অগ্নিশিখা সকল বিনির্গত হইতেছে এবং পরিধানে সিংহচর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গ মহাসর্পসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। মস্তকে উষ্ণীষ, ললাটে চন্দ্র, সুতরাং কোন সময়ে উগ্রমূর্ত্তি, কখন বা শান্তমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ১৩২—১৩৩ ॥

শিরোদেশে বিবিধ কুসুম ভূষণ; অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন, নানাপ্রকার রত্ন ও বহুবিধ আভরণ শোভা পাইতেছে ॥ ১৩৪ ॥

তদ্ভিন্ন কণ্ঠদেশে কর্ণিকার কুসুমের মালা শোভা পাইতেছে, এবং লোচনসমূহ ক্রোধে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াই কখন নৃত্য, কখন সুস্বরে বাক্য প্রয়োগ, কখন যুক্তাত্মা হইয়া ধ্যান, কখন স্থূল মূর্ত্তি পরিহার, কখন সঙ্গীত ও কখন বা বারম্বার রোদন করিতে লাগিল ॥ ১৩৫—১৩৬ ॥

তৎপরে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, প্রভুত্ব ও আত্মজ্ঞান এবং যাবতীয় অধিষ্ঠান গুণসম্পন্ন এই বীরভদ্র ভূমিতলে

জানুভ্যামবনিং গত্বা প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
আজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্য্যং করবাণি তে॥ ১৩৮॥
তমুবাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্যেহ মহেশ্বরঃ।
দেবস্যানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহাবলঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্য উমাপতেঃ॥ ১৩৯॥
ততো বন্ধাৎ প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া।
দেব্যা মন্যুকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ॥ ১৪০॥
মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বে তেন সার্দ্ধং সহানুগা॥ ১৪১॥
স এষ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।
বীরভদ্র ইতিখ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জকঃ॥ ১৪২॥
সোঽসৃজদ্রোমকূপেভ্যো রৌদ্রান্নাম গণেশ্বরান্।
রুদ্রানুগা মহাবীর্য্যা রুদ্রবীর্য্যপরাক্রমাঃ॥ ১৪৩॥

জানু স্থাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া, মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আজ্ঞা করুন, আমি কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব॥ ১৩৭—১৩৮॥

মহেশ্বর তাহাকে অনুমতি করিলেন, 'তুমি দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর।' মহাবল বীরভদ্র মহাদেবের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পদতলে মস্তক বিন্যাসপূর্ব্বক প্রণাম করিল॥ ১৩৯॥ .

এবং ঐ যজ্ঞই দেবীর ক্রোধ-কারণ অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বন্ধন-মুক্ত সিংহের ন্যায় অবলীলাক্রমে যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন॥ ১৪০॥

মহেশ্বরীও সমুদায় ঘটনা স্বয়ং দেখিবার জন্য ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভদ্র-কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন॥ ১৪১॥

মহেশ্বরীর ক্রোধমার্জ্জনকারী, প্রেতালয়বাসী ভগবান্ বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখন স্বীয় রোমকূপ হইতে রৌদ্রনামক গণেশ্বরদিগের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রুদ্রসমপ্রভাঃ ॥ ১৪৪ ॥
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব।
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ১৪৫ ॥
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা।
মেরুশ্চ ঘূর্ণতে বিপ্রাঃ ক্ষুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥ ১৪৬ ॥
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ।
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥ ১৪৭ ॥
ঋষয়ো নাভ্যভাষন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ।
এবং হি তিমিরীভূতং নির্দ্দহন্তি বিমানিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তে ঘোররূপা মহাবলাঃ।
প্রভঞ্জন্তে পরে ঘোরা যূপানুৎপাটয়ন্তি চ ॥ ১৪৯ ॥
প্রমর্দ্দন্তি তথা চান্যে বিনৃত্যন্তি তথাপরে।
আধাবন্তি প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ॥ ১৫০ ॥

তাহারা সকলেই মহাবীর্য্যশালী, রুদ্রানুগত, রুদ্রবীর্য্যে বলীয়ান্, রুদ্রের অনুচর ও রুদ্রসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট। এই সমস্ত শত সহস্র রৌদ্রগণ উৎপত্তি মাত্রই কিল কিল শব্দে আকাশপূর্ণ করিয়া তুলিল; স্বর্গবাসিগণ সেই মহৎশব্দে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইল, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, সুমেরু ঘূর্ণিত হইল, বরুণলোকবাসিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অগ্নিসমূহ ও সূর্য্যদেব স্বীয় দীপ্তি পরিত্যাগ করিলেন; গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাগণ আর প্রকাশিত হইতে পারিল না, এবং ঋষি, দেবতা ও দানবগণ সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। এইরূপে আকাশস্থ ভয়ঙ্কররূপী মহাবল রৌদ্রগণ জগৎ অন্ধকারাবৃত করিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে যূপ সকল ভগ্ন ও উৎপাটন করিতে লাগিল॥ ১৪২—১৪৯ ॥

অপর কেহ কেহ যজ্ঞস্থলস্থ ব্যক্তিদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বায়ুগতি বা মনোগতির ন্যায় অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল, কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও যজ্ঞায়তন সকল চূর্ণ করিতে লাগিল,

চূর্ণন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্থায়তনানি চ।
শীর্য্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাৎ॥ ১৫১॥
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
ক্ষীরনদ্যস্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দমাঃ।
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ॥ ১৫২॥
ষড্রসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ।
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ॥ ১৫৩॥
যানি কানি চ দিব্যানি লেহ্যচোষ্যং তথাপরে।
ভুঞ্জতে বিবিধৈর্ব্বক্তে্র্বিলুণ্ঠন্তি চ সর্ব্বশঃ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারাশ্চিক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ॥ ১৫৪॥
রুদ্রকোপপ্রযুক্তাস্ত সর্ব্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্।
তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকল্পাঃ সমীপতঃ॥ ১৫৫॥
চক্রুরন্যে তথা নাদান্ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করান্।
ছিত্ত্বা শিরোঽন্যে যজ্ঞস্য বিনদন্তি ভয়ঙ্করাঃ॥ ১৫৬॥

সেই সকল আকাশমণ্ডল হইতে ভূমিতলে স্খলিত তারকাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ১৫০—১৫১॥

দিব্য অন্নপান ও ভক্ষ্যসমূহের পর্ব্বততুল্য রাশি সকল, ঘৃত পায়সের কর্দ্দমযুক্ত ক্ষীর নদীসমূহ, দিব্য মধুমণ্ডাকৃত পানীয়খণ্ড, শর্করা, ষড়্রসবাহী মনোরম গুড়নির্ম্মিত ক্ষুদ্র নদী নানাপ্রকার মাংস প্রভৃতি যে সকল দিব্য ভক্ষ্য লেহ্য ও চোষ্য পদার্থনিচয় যজ্ঞস্থলে সঞ্চিত ছিল, তাহারা বিবিধ মুখ দ্বারা তৎসমুদায় ভোজন ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং বলপূর্ব্বক দেব রমণীদিগকে ধরিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ ১৫২-১৫৪॥

এই সমস্ত রুদ্রকল্পগণ রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় যজ্ঞস্থল সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিলেও তাহারা শীঘ্রই যজ্ঞ বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল॥ ১৫৫॥

দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা।
মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ ॥ ১৫৭ ॥
বীরভদ্রোঽপ্রমেয়াত্মা জ্ঞাত্বা তস্য বলস্তদা।
অন্তরীক্ষগতস্যাশু চিচ্ছেদাস্য শিরো মহান্ ॥ ১৫৮ ॥
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব বিনষ্টঃ ভ্রান্তচেতনঃ।
ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন পীড়িতঃ।
জরাভিভূততীব্রাত্মা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৫৯ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাত্মকাঃ।
পাশেনাগ্নিবলেনাশু বদ্ধাঃ সিংহবলেন চ ॥ ১৬০ ॥
ততো জগ্মুর্মহাত্মানং সর্ব্বে দেবা মহাবলম্।
প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভৃত্যানাং মা ক্রুধঃ প্রভো ॥ ১৬১ ॥

এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে কেহ বা ভয়ঙ্করনাদে সর্ব্বভূতের ভীতি উৎপাদন করিতেছিল, এবং কেহ বা যজ্ঞস্থিত ব্যক্তিদিগের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল ॥ ১৫৬ ॥

এই সময়ে দক্ষ, দক্ষপতি ও যজ্ঞপতি মৃগরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক আকাশপথে পলায়ন করিতেছিলেন, অপ্রমেয়াত্মা বীরভদ্র তাঁহাদিগের সেই কার্য্য অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আকাশগামী দক্ষের বিশাল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রজাপতি দক্ষ তাহাতে হতচেতন হইবামাত্র বীরভদ্র সক্রোধে সেই ছিন্নমস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক তাহা ভূমিতলে নিঃক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫৭—১৫৯ ॥

তৎপরে সিংহসম পরাক্রান্ত বীরভদ্র বিশুদ্ধাত্মা তেত্রিশকোটী দেবগণকে অগ্নিতুল্য বলযুক্ত পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬০ ॥

তখন সমুদায় দেবগণ মহাবলশালী মহাত্মা বীরভদ্রকে বলিতে লাগিলেন, 'হে ভগবন্ রুদ্র! প্রসন্ন হউন; হে প্রভো! এই ভৃত্যগণের প্রতি ক্রোধ করিবেন না' ॥ ১৬১ ॥

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কথ্যতাং কো ভবানিতি ॥ ১৬২ ॥

বীরভদ্র উবাচ।

ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ।
নৈব দ্রষ্টুং হি দেবেন্দ্রান্ন চ কৌতূহলান্বিতঃ ॥ ১৬৩ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মামিহ।
বীরভদ্র ইতিখ্যাতং রুদ্রকোপাদ্বিনির্গতম্ ॥ ১৬৪ ॥
ভদ্রকালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা।
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমিহাগতা ॥ ১৬৫ ॥
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবন্তং ত্বমুমাপতিম্।
বরং ক্রোধোঽপি রুদ্রস্য বরদানং ন দেবতঃ ॥ ১৬৬ ॥

তৎপরে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি কে? আমাদিগের নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন ॥' ১৬২ ॥

বীরভদ্র বলিলেন, 'আমি কোন দেব বা আদিত্য নহি এবং কোন পদার্থ ভোগ করিবার জন্য, কোন দেবেন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য, অথবা কোনরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াও আমি এখানে আগমন করি নাই। কেবলমাত্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি; রুদ্র কোপ হইতে আমার জন্ম, আমার নাম বীরভদ্র বলিয়া জানিও ॥ ১৬৩—১৬৪ ॥

আরও ভগবতীর ক্রোধসঞ্জাত ভদ্রকালীমূর্ত্তিও মহাদেবের আজ্ঞানুসারে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৬৫ ॥

অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি এখনই সেই উমাপতি মহাদেবের শরণ গ্রহণ কর; যেহেতু অপর দেবতার বরদান অপেক্ষাও তাঁহার ক্রোধ অধিক বলশালী ॥' ১৬৬ ॥

বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
তোষয়ামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৭ ॥
প্রদুষ্টে যজ্ঞবাদে তু বিদ্রুতেষু দ্বিজাতিষু।
তারামৃগময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥ ১৬৮ ॥
শূলনির্ভিন্নবদনৈঃ কূজদ্ভিঃ পরিচারকৈঃ।
নিখাতোৎপাটিতৈর্যূপৈরপবিদ্ধৈর্যতস্ততঃ ॥ ১৬৯ ॥
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ গৃধ্রৈরামিষগৃধ্নুভিঃ।
পক্ষপাতবিনির্দ্ধূতৈঃ শিবাশতনিনাদিতৈঃ ॥ ১৭০ ॥
প্রাণাপানৌ সন্নিরুধ্য ততঃ স্থানেন যত্নতঃ।
বিচার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টিরমিত্রজিৎ ॥ ১৭১ ॥
সহসা দেবদেবেশঃ অগ্নিকুণ্ডাদুপাগতঃ।
চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্য তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২ ॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবাধিপতি শূলপাণি মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ১৬৭ ॥

তৎকালে পূর্ব্বোক্ত অত্যাচার জন্য যজ্ঞস্থল দূষিত হইয়াছিল, দ্বিজগণ পলায়ন করিয়াছিল, তারা ও মৃগরূপী ভয়ঙ্কর রৌদ্র অনল প্রদীপ্ত রহিয়াছিল, পরিচারকগণ শূলাঘাত জন্য ভগ্নমুখ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চতুর্দ্দিকে নিখাত যূপসকল উৎপাটিত ও অপবিদ্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, মাংসলোভী গৃধ্রকুল ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতেছিল এবং শত শত শৃগাল চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতেছিল ॥ ১৬৮—১৭০ ॥

প্রজাপতি দক্ষ এই সময়েই প্রাণ ও অপান বায়ুর নিরোধপূর্ব্বক যত্নসহকারে অবস্থান করিয়া মহাদেবের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষের ঈদৃশ কার্য্যে শত্রুনিসূদন দেবেশ্বর ত্রিনয়ন ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে সহস্র-চন্দ্র-সূর্য্য-সম সম্বর্ত্তক তেজের ন্যায় আবির্ভূত

প্রহস্য চৈনং ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ।
নষ্টস্তে জ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সাম্প্রতম্ ॥ ১৭৩॥
স্মিতং কৃত্বাঽব্রবীদ্বাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে।
শ্রাবিতশ্চ সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ॥ ১৭৪॥
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ।
ভীতশঙ্কিতবিত্রস্তঃ সবাষ্পবদনেক্ষণঃ॥ ১৭৫॥
যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদি বাহং তব প্রিয়ঃ।
যদি বাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম॥ ১৭৬॥
যজ্জগ্ধং ভক্ষিতং পীতমশিতং যচ্চ নাশিতম্।
চূর্ণীকৃতঞ্চাপবিদ্ধং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্॥ ১৭৭॥
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন চ সঞ্চিতম্।
তন্ন মিথ্যা ভবেন্মহ্যং বরমেতং বৃণোম্যহম্॥ ১৭৮॥

হইয়া, সহাস্য বচনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে দক্ষ! জ্ঞানবলে আমার প্রতি তোমার শত্রুভাব বিনষ্ট হইয়া এখন প্রীতি লাভ হইয়াছে॥' ১৭১—১৭৩॥

এই কথার পর পুনর্ব্বার তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, 'তুমি দেবগণ ও দেবগুরুর সহিত তোমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশপূর্ব্বক বল, আমি তোমার কি করিব॥' ১৭৪॥

প্রজাপতি দক্ষ ভীত, শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে ভগবন্! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমি আপনার প্রিয় ও অনুগ্রহের উপযুক্ত হইয়া থাকি এবং যদি আমায় বরপ্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে আমার বহু যত্নসহকারে দীর্ঘকালে সঞ্চিত যে সমস্ত যজ্ঞোপকরণ ভুক্ত, ভক্ষিত, পীত, অশিত, নাশিত, চূর্ণীকৃত ও অপবিদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় যেন বৃথা নষ্ট না হয়॥' ১৭৫—১৭৮॥

তথাস্ত্বিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ত্র্যক্ষস্তং বৈ প্রজাপতিঃ ॥ ১৭৯ ॥
জানুভ্যামবনীংগত্বা দক্ষো লব্ধা ভবাদ্বরম্।
নাম্নামষ্টসহস্রেণ স্তুতবান্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ১৮০ ॥

দক্ষ উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ দেবারিবলসূদন।
দেবেন্দ্র হ্যমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত ॥ ১৮১ ॥
সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপ প্রিয়।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্ত্বং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ লোকে সর্ব্বানাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥ ১৮২ ॥
শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয়।
গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৮৩ ॥

ভগনেত্রহর ভগবান্ মহাদেব দক্ষবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ ভূমিতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ত্রিনয়ন, বৃষভধ্বজাদি মহাদেবের অষ্টসহস্র নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭৯—১৮০ ॥

দক্ষ বলিলেন, হে দেবদেবেশ্বর! দেবশক্রনাশন! দেবশ্রেষ্ঠ! অমরোত্তম! দেবদানবপূজিত! তোমায় নমস্কার ॥ ১৮১ ॥

হে সহস্রলোচন! বিরূপাক্ষ! ত্রিনয়ন! কুবেরপ্রিয়! জগতের সর্ব্বস্থানেই তোমার হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিস্তৃত রহিয়াছে, সুতরাং তুমি সমুদায়ই আবরণ করিয়া অবস্থিত আছ। হে শঙ্কুকর্ণ! মহাকর্ণ! কুম্ভকর্ণ! অর্ণবালয়! গজেন্দ্রকর্ণ! গোকর্ণ! পাণিকর্ণ! আমি তোমায় নমস্কার করি ॥ ১৮২—১৮৩ ॥

শতোদর শতাবর্ত্ত শতজিহ্ব শতানন।
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো হ্যর্চ্চয়ন্তি তথার্চ্চিনঃ॥ ১৮৪॥
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ।
মূর্ত্তীশ ত্বং মহামুর্ত্তে সমুদ্রাম্বুধরায় চ॥ ১৮৫॥
সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাস্তে গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে।
শরীরস্তে প্রপশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্॥ ১৮৬॥
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্।
ক্রিয়া কার্য্যং কারণঞ্চ কর্ত্তা করণমেব চ॥ ১৮৭॥
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ম্।
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ॥ ১৮৮॥
পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্ত্বন্ধকঘাতিনে।
দ্বিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে॥ ১৮৯॥

হে শতোদর! শতাবর্ত্ত! শতজিহ্ব ও শতানন! গায়কগণ তোমারই গুণমহিমা গান করেন এবং পূজকগণ তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥১৮৪॥

তুমি দেব দানবগণের রক্ষাকর্ত্তা এবং তুমিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মূর্ত্তীশ্বর, মহামূর্ত্তি ও সমুদ্রাম্বুধর! তোমায় আমি নমস্কার করিতেছি॥ ১৮৫॥

গোষ্ঠস্থলে গোসমূহের ন্যায় তোমারই শরীর মধ্যে সমুদায় দেবগণ অবস্থান করেন এবং তোমার শরীরেই আমি সোম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ক্রিয়া, কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা, করণ, অসৎ, সৎ, প্রভব, অব্যয় প্রভৃতি সমুদায়ই দেখিতে পাইতেছি। হে ভব! শর্ব্ব! রুদ্র ও বরপ্রদ! তোমায় নমস্কার॥ ১৮৬—১৮৮॥

হে পশুপতে! অন্ধকনাশিন্! ত্রিজট! ত্রিশীর্ষ! ও ত্রিশূলশ্রেষ্ঠধারিন্! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি॥ ১৮৯॥

ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায় ধরায় চ ॥ ১৯০ ॥
দণ্ডিমাসক্তকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ।
নমোঽৰ্দ্ধদণ্ডকেশায় নিষ্কায় বিকৃতায় চ ॥ ১৯১ ॥
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ।
নমস্ত্বপ্রতিরূপায় শিবায় চ নমোঽস্তু তে ॥ ১৯২ ॥
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে।
নমঃ প্রমথনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥ ১৯৩ ॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ১৯৪ ॥
সত্রঘাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ।
নমস্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ ॥ ১৯৫ ॥

হে ত্র্যম্বক! ত্রিনেত্র! ত্রিপুরনাশন! চণ্ড! মুণ্ড! প্রচণ্ড ও ধর! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯০ ॥

হে দণ্ডিমাসক্তকর্ণ! দণ্ডিমুণ্ড! অৰ্দ্ধদণ্ডকেশ! নিষ্ক ও বিকৃত! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯১ ॥

হে বিলোহিত! ধূম্র! নীলগ্রীব! অপ্রতিরূপ ও শিব! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯২ ॥

হে সূর্য্য! সূর্য্যপতি! সূর্য্যধ্বজ পতাকিন্! প্রমথনাথ! বৃষস্কন্ধ ও ধনুর্ধর! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৩ ॥

হে হিরণ্যগর্ভ! হিরণ্যকবচ! হিরণ্যকৃতচূড়! ও হিরণ্যপতি! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৪ ॥

হে যজ্ঞনাশন্! দণ্ড! বর্ণপানপুট! স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৫ ॥

সর্ব্বায়াভক্ষ্যভক্ষ্যায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
নমো হোত্রায় মন্ত্রায় শুক্লধ্বজপতাকিনে ॥ ১৯৬ ॥
নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ।
নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়োত্থিতায় চ ॥ ১৯৭ ॥
স্থিতায় চলমানায় মুদ্রায় কুটিলায় চ।
নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১৯৮ ॥
নাট্যোপহারলুব্ধায় গীতবাদ্যরতায় চ।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ॥ ১৯৯ ॥
কলনায় চ কল্পায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।
ভীমদুন্দুভিহাসায় ভীমসেনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০ ॥
উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে।
নমঃ কপালহস্তায় চিতাভিস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১ ॥

হে সর্ব্ব! অভক্ষ্যভক্ষ্য! সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মন্! হোত্র! মন্ত্র! ও শ্বেতধ্বজপতাকাশালিন্! তোমায় আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ১৯৬ ॥

হে নম! নম্য! কিলিকিল! শয়মান! শয়িত! উত্থিত! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৭ ॥

হে স্থিত! চলমান! মুদ্র! কুটিল! নর্ত্তনশীল! মুখবাদিত্রকারিন্! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৮ ॥

হে নাট্যোপহারলুব্ধ! গীতবাদ্যরত! জ্যেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ! বলপ্রমথন! তোমায় নমস্কার ॥ ১৯৯ ॥

হে কলন! কল্প! ক্ষয়! উপক্ষয়! ভয়ঙ্কর দুন্দুভিশব্দসমহাস্যযুক্ত! ও ভীমসেনপ্রিয়! তোমায় আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ২০০ ॥

হে উগ্র! দশভুজকপালপাণি! চিতাভস্মপ্রিয়! তোমায় নিত্য নমস্কার করিতেছি ॥ ২০১ ॥

বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধরায় চ।
নমো বিকৃতবক্ষায় খড়্গজিহ্বাগ্রদংষ্ট্রিণে ॥ ২০২ ॥
পক্বামমাংসলুব্ধায় তুম্ববীণাপ্রিয়ায় চ।
নমো বৃষায় বৃষ্যায় বৃষ্ণয়ে বৃষণায় চ ॥ ২০৩ ॥
কটঙ্কটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ।
নমস্তে বরকৃষ্ণায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪ ॥
বরগন্ধমাল্যবস্ত্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ।
নমো বর্ষায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫ ॥
নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে।
সম্ভিন্নায় বিভিন্নায় বিবিক্তবিকটায় চ ॥ ২০৬ ॥
অঘোররূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥ ২০৭ ॥

হে বিভীষণ! ভীষ্ম! ভীষ্মব্রতধর! বিকৃতবক্ষ! খড়্গজিহ্ব! উগ্র-দংষ্ট্রাযুক্ত! তোমায় নমস্কার করি ॥ ২০২ ॥

হে পক্বাপক্বমাংসলুব্ধ! তুম্ববীণাপ্রিয়! বৃষ! বৃষ্য! বৃষ্ণি! ও বৃষণ! তোমায় নমস্কার ॥ ২০৩ ॥

হে কটঙ্কট! চণ্ড! সাবয়ব! বরকৃষ্ণ! বর ও বরপ্রদ! তোমায় নমস্কার ॥ ২০৪ ॥

হে প্রকৃষ্টমাল্যগন্ধবস্ত্রধারিন্! বরাতিবর! বর্ষ! বাত! ছায়া ও আতপ! তোমায় নমস্কার করিতেছি ॥ ২০৫ ॥

হে রক্ত বিরক্ত! শোভন! অক্ষমালাধর! সম্ভিন্ন! বিভিন্ন! ও বিবিক্ত বিকট! তোমায় নমস্কার ॥ ২০৬ ॥

হে অঘোররূপরূপ! ঘোরঘোরতর! শিব! শান্ত! ও শান্ততর! তোমায় নমস্কার ॥ ২০৭ ॥

একপাদ্বহুনেত্রায় একশীর্ষ্ নমোঽস্তু তে।
নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮ ॥
পঞ্চমালার্চ্চিতাঙ্গায় নমঃ পাশুপতায় চ।
নমশ্চণ্ডায় ঘণ্টায় ঘণ্টয়া জগ্ধরন্ধ্রিণে ॥ ২০৯ ॥
সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায় চ।
প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায় নমো হিলিহিলায় চ ॥ ২১০ ॥
হুহুঙ্কারায় পারায় হুহুঙ্কারপ্রিয়ায় চ।
নমশ্চ শম্ভবে নিত্যং গিরিবৃক্ষকলায় চ ॥ ২১১ ॥
গর্ভমাংসশৃগালায় তারকায় তরায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে দ্রুতায়োপদ্রুতায় চ ॥ ২১২ ॥
যজ্ঞবাহায় দানায় তপ্যায় তপনায় চ।
নমস্তটায় ভব্যায় তড়িতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১৩ ॥

হে একপাদ! বহুনেত্র! একশীর্ষ! তোমায় নমস্কার। হে বৃদ্ধ! লুব্ধ! সংবিভাগপ্রিয়! তোমায় নমস্কার ॥ ২০৮ ॥

হে পঞ্চমালাপূজিতদেহ! পাশুপত! চণ্ড! ঘণ্ট! তুমি ঈশ্বরীর সহিত সকল পাপ নাশ করিয়া থাক, তোমায় নমস্কার ॥ ২০৯ ॥

হে সহস্রশতঘণ্ট! ঘণ্টামালাপ্রিয়! প্রাণদণ্ড! ত্যাগ! ও হিলিহিল! তোমায় নমস্কার ॥ ২১০ ॥

হে হুহুঙ্কার! পার! হুহুঙ্কারপ্রিয়! শম্ভু! ও গিরিবৃক্ষফল! তোমায় নিত্য নমস্কার ॥ ২১১ ॥

হে গর্ভমাংস শৃগাল! তারক! তর! যজ্ঞাধিপতি! দ্রুত! ও উপদ্রুত! তোমায় আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ২১২ ॥

হে যজ্ঞবাহ! দান! তপ্য! তপন! তট! ভব্য ও তড়িৎপতি! তোমায় (পুনঃ পুনঃ) নমস্কার ॥ ২১৩ ॥

অন্নদায়ান্নপতয়ে নমোঽস্ত্বন্নভবায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ ॥ ২১৪ ॥
সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়নায় চ।
নমোঽস্তু বালরূপায় বালরূপধরায় চ ॥ ২১৫ ॥
বালানাঞ্চৈব গোপ্ত্রে চ বালক্রীড়নকায় চ।
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায়াক্ষতায় চ ॥ ২১৬ ॥
তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ ষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ ॥ ২১৭ ॥
বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্‌কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে।
নমো ঘোষায় ঘোষ্যায় নমঃ কলকলায় চ ॥ ২১৮ ॥
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ ॥ ২১৯ ॥
সাঙ্খ্যায় সাঙ্খ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ।
নমো রথ্যবিরথ্যায় চতুষ্পথরতায় চ ॥ ২২০ ॥

হে অন্নপ্রদ! অন্নপতি! অন্নভব! তোমায় নমস্কার। হে সহস্রশীর্ষ! সহস্রচরণ! সহস্রোদ্যতশূল! সহস্রনয়ন! তোমায় নমস্কার। হে বালরূপ! বালরূপধর! বালকগণরক্ষক! বালক্রীড়নক! শুদ্ধ! বুদ্ধ! ক্ষোভণ ও অক্ষত! তোমায় নমস্কার করিতেছি॥ ২১৪—২১৬ ॥

হে তরঙ্গচিহ্নিতকেশ! মুক্তকেশ! ষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ ও ত্রিকর্ম্মনিরত! তোমায় নমস্কার॥ ২১৭ ॥

তুমি বর্ণাশ্রমসমূহের যথাবিধি পৃথক্ কর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিয়া থাক! হে ঘোষ! ঘোষ্য! কলকল! তোমায় নমস্কার করিতেছি॥ ২১৮ ॥

হে শ্বেতপিঙ্গলনেত্র! কৃষ্ণরক্তনয়ন! ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ! ক্রথ ও ক্রথন! তোমায় নমস্কার॥ ২১৯ ॥

হে সাঙ্খ্য! সাংখ্যশ্রেষ্ঠ! যোগাধিপতি! রথ্য, বিরথ্য ও চতুষ্পথ-রত! তোমায় নমস্কার করিতেছি॥ ২২০ ॥

কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
ঈশান বজ্রসংঘায় হরিকেশ নমোঽস্তু তে।
অবিবেকৈকনাথায় ব্যক্তাব্যক্ত নমোঽস্তু তে ॥ ২২১ ॥
কাম কামদ কামঘ্ন ধৃষ্টোদ্দৃপ্তনিসূদন।
সর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বজ্ঞ সন্ধ্যারাগ নমোঽস্তু তে ॥ ২২২ ॥
মহাবাল মহাবাহো মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতে।
মহামেঘবরপ্রেক্ষ মহাকাল নমোঽস্তু তে ॥ ২২৩ ॥
স্থূলজীর্ণাঙ্গজটিনে বল্কলাজিনবাসসে।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোঽস্তু তে ॥ ২২৪ ॥
উন্মাদনশতাবর্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্ধমূর্দ্ধজ।
চন্দ্রাবর্ত্ত যুগাবর্ত্ত মেঘাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে ॥ ২২৫ ॥
ত্বমন্নমন্নকর্ত্তা চ অন্নদশ্চ ত্বমেব হি।
অন্নস্রষ্টা চ পক্তা চ পক্কভুক্তপচে নমঃ ॥ ২২৬ ॥

হে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়শালিন্! সর্পযজ্ঞোপবীতধারিন্! ঈশান! বজ্রসংঘ! হরিকেশ! অবিবেকের একমাত্র প্রভু, ব্যক্ত ও অব্যক্ত! তোমায় নমস্কার ॥ ২২১ ॥

হে কাম! কামদ! কামঘ্ন! ধৃষ্ট ও উদ্দৃপ্তগণের নাশকারিন্! সর্ব্ব! সর্ব্বদ! সর্ব্বজ্ঞ! ও সন্ধ্যারাগ! তোমায় নমস্কার করি ॥ ২২২ ॥

হে মহাবাল! মহাবাহো! মহাসত্ত্ব! মহাদ্যুতে! মহামেঘবরপ্রেক্ষ ও মহাকাল! তোমায় নমস্কার ॥ ২২৩ ॥

হে স্থূলজীর্ণাঙ্গজটিন্! হে বল্কলাজিন-দীপ্ত-সূর্য্যাগ্নিসদৃশ জটাধারিন্! বল্কলাজিনবাসঃ! সহস্রসূর্য্যপ্রতিম ও তপোনিত্য! তোমায় নমস্কার ॥ ২২৪ ॥

হে উন্মাদন-শতাবর্ত্ত! গঙ্গাজলার্দ্ধকেশ! চন্দ্রাবর্ত্ত! যুগাবর্ত্ত! ও মেঘাবর্ত্ত! তোমায় নমস্কার ॥ ২২৫ ॥

তুমিই অন্নস্বরূপ, অন্নকর্ত্তা, অন্নদাতা, অন্নস্রষ্টা, পাচক ও পক্কান্ন পরিপাচক। তোমায় নমস্কার ॥ ২২৬ ॥

জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ।
ত্বমেব দেবদেবেশো ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ২২৭ ॥
চরাচরস্য ব্রহ্মা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ।
ত্বমেব ব্রহ্মবিদুষামপি ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ২২৮ ॥
সত্ত্বস্য পরমা যোনিরব্বায়ুজ্যোতিষাং নিধিঃ।
ঋক্‌সামানি তথোঙ্কারমাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২২৯ ॥
হর্বির্হাবী হবো হাবী হুবাং বাচাহুতিঃ সদা।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৩০ ॥
যজুর্ম্ময়ো ঋঙ্‌ময়শ্চ সামাথর্ব্বময়স্তথা।
পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্ভিস্ত্বং কল্পোপনিষদাং গণৈঃ ॥ ২৩১ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণবরাশ্চ যে।
ত্বমেব মেঘসঙ্ঘাশ্চ বিশ্বস্তনিতগর্জ্জিতম্ ॥ ২৩২ ॥
সংবৎসরস্ত্বমৃতবো মাসা মাসার্দ্ধমেব চ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥ ২৩৩ ॥

তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি দেব, দেবেশ্বর, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ ও চরাচর ব্রহ্মা; তুমিই প্রতিহর্ত্তা ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মজ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের উৎকৃষ্ট উৎপত্তিস্থান ও জলবায়ু ও তেজের নিধি; ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই ঋক্, সাম ও ওঙ্কার বলিয়া থাকেন; তুমিই হবিঃ, হাবী, হব, হাব ও সর্ব্বদা হুব্ সমূহের বাক্যাহুতি; হে সুরশ্রেষ্ঠ! সামগায়ক ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই গান করিয়া থাকেন ॥ ২২৭—২৩০ ॥

তুমি যজুর্ম্ময়, ঋঙ্‌ময়, সামময় ও অথর্ব্বময়! ব্রহ্মজ্ঞানিগণ কল্প ও উপনিষদ্ সমূহদ্বারা তোমারই গুণাদি পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ২৩১ ॥

তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণশ্রেষ্ঠসমূহ, মেঘস্বরূপ এবং তুমিই এই বিশ্বের স্তনিত ও গর্জ্জনস্বরূপ ॥ ২৩২ ॥

তুমিই সম্বৎসর, ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, নক্ষত্র, যুগ ও

বৃষাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীণাং শিখরাণি চ।
সিংহো মৃগাণাং পততাং তার্ক্ষ্যো২নন্তশ্চ ভোগিনাম্ ॥২৩৪॥
ক্ষীরোদো হ্যুদধীনাঞ্চ যন্ত্রাণাং ধনুরেব চ।
বজ্রম্প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ২৩৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্ষামো দমঃ শমঃ।
ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ ॥ ২৩৬ ॥
ত্বঙ্গদী ত্বং শরী চাপি খট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।
ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তা চ ত্বং নেতা২প্যন্তকো মতঃ ॥ ২৩৭ ॥
দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মো২র্থঃ কামএব চ।
ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পল্বলানি সরাংসি চ ॥ ২৩৮ ॥
লতাবলী তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
দ্রব্যকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯ ॥
আদিশ্চান্তশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ।
হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ ॥ ২৪০ ॥

গ্রহ; তুমিই বৃষগণের ককুদ, পর্ব্বতসমূহের শিখর, মৃগগণ মধ্যে সিংহ, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, সর্পসমূহ মধ্যে অনন্ত, সমুদ্রগণ মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রসমূহ মধ্যে ধনুঃ, অস্ত্রসমূহ মধ্যে বজ্র এবং ব্রতসমূহ মধ্যে সত্যস্বরূপ॥ ২৩৩—২৩৫॥

তুমি ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষমা, দম, শান্তি, ব্যবসায়. ধৈর্য্য, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয় ও পরাজয় ॥ ২৩৬ ॥

তুমি অঙ্গদ, শর, খট্টাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী; তুমিই ছেদকারক. ভেদকারক, প্রহারকারক, নেতা ও অন্তকারক ॥ ২৩৭ ॥

তুমি দশলক্ষণসংযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, নদী, পল্বল, সরোবর, লতাশ্রেণী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী, দ্রব্য, কর্ম্ম, গুণ, আরম্ভ এবং কালে পুষ্পফল দাতা ॥ ২৩৮—২৩৯ ॥

তুমিই আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার, স্বরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল,

রুদ্রশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা।
সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্চাপ্যতো মতঃ ॥ ২৪১ ॥
সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ।
ত্বমিন্দ্রোঽথ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোঽনলঃ ॥ ২৪২ ॥
উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ।
হোত্রং হোতা চ হোমস্ত্বং হুতঞ্চ প্রহুতং প্রভুঃ ॥ ২৪৩ ॥
সুপর্ণঞ্চ তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৪৪ ॥
গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুদ্গলএব চ।
সত্ত্বং ত্বঞ্চ রজস্ত্বঞ্চ তমশ্চ প্রজনং তথা ॥ ২৪৫ ॥
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
উন্মেষশ্চৈব মেষশ্চ তথা জৃম্ভিতমেব চ ॥ ২৪৬ ॥
লোহিতাঙ্গো গদী দংষ্ট্রী মহাবক্ত্রো মহোদরঃ।
শুচিরোমা হরিৎশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭ ॥
গীতবাদিত্রনৃত্যাঙ্গো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ।
মৎস্যো জলী জলো জল্যো জবঃ কলঃ কলী কলঃ ॥ ২৪৮॥

পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত ও মেচক, তুমি সুবর্ণরেতা, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা ও সুবর্ণপ্রিয়; তুমিই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও অগ্নি ॥ ২৪০—২৪২ ॥

তুমি উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম, হুত, প্রহুত ও প্রভু ॥ ২৪৩ ॥

তুমি সুপর্ণ, যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রিয়, পবিত্রসমূহের মধ্যে পবিত্র ও মঙ্গলসমূহের মধ্যে মঙ্গল ॥ ২৪৪ ॥

তুমিই গিরি, স্তোক, বৃক্ষ, জীব, পুদ্গল, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রজন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, মেষ, লোহিতাঙ্গ, গদী, দংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর, শুচিরোমা, হরিৎশ্মশ্রু, উর্দ্ধকেশ ও ত্রিলোচন ॥ ২৪৫—২৪৭ ॥

তুমিই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অঙ্গ এবং তুমিই গীতবাদ্যপ্রিয়। তুমি

বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুষ্কালঃ কলনাশনঃ।
মৃত্যুশ্চৈব ক্ষয়োঽন্তশ্চ ক্ষমাপায়করো হরঃ ॥ ২৪৯ ॥
সংবর্ত্তকোঽন্তকশ্চৈব সংবর্ত্তকবলাহকৌ।
ঘটো ঘটীকো ঘণ্টীকো চূড়ালোলবলো বলম্ ॥ ২৫০ ॥
ব্রহ্মকালোঽগ্নিবক্ত্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডী চ দণ্ডধৃক্।
চতুর্যুগশ্চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুষ্পথঃ ॥ ২৫১ ॥
চতুরাশ্রমবেত্তা চ চাতুর্বর্ণ্যকরশ্চ হ।
ক্ষরাক্ষরপ্রিয়ো ধূর্ত্তোঽগণ্যোঽগণ্যগণাধিপঃ ॥ ২৫২ ॥
রুদ্রাক্ষমাল্যাম্বরধরো গিরিকো গিরিকপ্রিয়ঃ।
শিল্পীশঃ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২৫৩ ॥
ভগনেত্রান্তকশ্চন্দ্রঃ পূষ্ণো দন্তবিনাশনঃ।
গূঢ়াবর্ত্তশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪ ॥

মৎস্য, জলী, জল, জল্য, জব, কাল, কলী, কল, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কলনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়, অন্ত, ক্ষমা ও অপায়কর ও হর ॥ ২৪৮—২৪৯ ॥

তুমি সম্বর্ত্তক, অন্তক, বলাহক, ঘট, ঘটীক, ঘণ্টীক, চূড়ালোলবল ও বল ॥ ২৫০ ॥

তুমি ব্রহ্মকাল, অগ্নিবক্ত্র, দণ্ডী, মুণ্ডী, দণ্ডধৃক্, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্হোত্র ও চতুষ্পথ ॥ ২৫১ ॥

তুমি চতুরাশ্রমবেত্তা, চাতুর্ব্বর্ণ্যকর, ক্ষরাক্ষরপ্রিয়, ধূর্ত্ত, অগণ্য ও অগণ্যগণাধিপ ॥ ২৫২ ॥

তুমি রুদ্রাক্ষমালা ও অম্বরধারী, গিরিক, গিরিকপ্রিয়, শিল্পীশ্বর, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, ও সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তক ॥ ২৫৩ ॥

তুমি ভগনেত্রান্তক, চন্দ্র, পূষণের দন্তবিনাশন, গূঢ়াবর্ত্ত, গূঢ় ও গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪ ॥

তরণস্তারকশ্চৈব সর্ব্বভূতসুতারণঃ।
ধাতা বিধাতা সত্ত্বানান্নিধাতা ধারণো ধরঃ ॥ ২৫৫ ॥
তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমথার্জ্জবম্।
ভূতাত্মা ভূতকৃদ্ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥ ২৫৬ ॥
ভূর্ভুবস্বরিতশ্চৈব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ।
ঈশানো বীক্ষ্যণঃ শান্তো দুর্দ্দান্তো দন্তনাশনঃ ॥ ২৫৭ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত সুরাবর্ত্ত কামাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে।
কামবিঘ্ননিহর্ত্তা চ কর্ণিকাররজঃপ্রিয়ঃ।
মুখচন্দ্রো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্মুখো মুখঃ ॥ ২৫৮ ॥
চতুর্মুখো বাহুমুখো রণে হ্যভিমুখঃ সদা।
হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরাট্।
অধর্ম্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥ ২৫৯ ॥
গোতমো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।
ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মস্রষ্টা চ ধর্ম্মোধর্ম্মবিদুত্তমঃ।

তুমি তরণ, তারক, সর্ব্বভূত, সুতারণ, ধাতা, বিধাতা, সত্ত্বসমূহের নিধান-কর্ত্তা ধারণ ও ধর ॥ ২৫৫ ॥

তুমিই তপঃ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্জ্জব, ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত, ভূতভব্য ও ভবোদ্ভব ॥ ২৫৬ ॥

তুমি ভূঃ, ভুব, স্বরিত, উৎপত্তি, মহেশ্বর, ঈশান, বীক্ষ্যণ, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, এবং দন্তনাশন ॥ ২৫৭ ॥

তুমি ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত ও কামাবর্ত্ত, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি কামবিঘ্ননিহর্ত্তা, কর্ণিকাররজঃপ্রিয়, মুখচন্দ্র, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ এবং যুদ্ধস্থলে সর্ব্বদা অভিমুখ ॥ ২৫৮ ॥

তুমি হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, পর, বিরাট্, অধর্ম্মঘাতী, মহাদণ্ড, দণ্ডধারী ও রণপ্রিয় ॥ ২৫৯ ॥

ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো মানদো মান এব চ।
তষ্ঠিংস্থিরশ্চ স্থাণুশ্চ নিষ্কম্পঃ কম্পএব চ॥ ২৬০॥
দুর্বারণো দুর্বিষদো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ।
দুর্দ্ধরো দুষ্প্রকম্পশ্চ দুর্বিদো দুর্জ্জয়ো জয়ঃ॥ ২৬১॥
শশঃ শশাঙ্কঃ শমনঃ শীতোষ্ণং দুর্জ্জরাথ তৃট্।
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিগশ্চ হ॥ ২৬২॥
সহ্যো যজ্ঞো মৃগা ব্যাধী ব্যাধীনামাকরোঽকরঃ।
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ॥ ২৬৩॥
দণ্ডধরঃ সদণ্ডশ্চ দণ্ডমুণ্ডবিভূষিতঃ।
বিষপোঽমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ॥ ২৬৪॥
মধুপশ্চাজ্যপশ্চৈব সর্ব্বপশ্চ মহাবলঃ।
বৃষাশ্ববাহ্যো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ॥ ২৬৫॥
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসৎকৃতঃ।

তুমি গোতম, গোপ্রতার, গোবৃষেশ্বর-বাহন, ধর্ম্মকারক, ধর্ম্মস্রষ্টা, ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্মবেত্তা। তুমি ত্রৈলোক্যরক্ষক, গোবিন্দ, মানপ্রদ, মান, স্থায়ী, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প ও কম্প॥ ২৬০॥

তুমি দুর্ব্বারণ, দুর্ব্বিষদ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্দ্ধর, দুষ্প্রকম্প, দুর্ব্বিদ, দুর্জ্জয় ও জয়॥ ২৬১॥

তুমি শশ, শশাঙ্ক, শমন, শীতোষ্ণ, দুর্জরা পিপাসা, আধিসমূহ, ব্যাধিসমুদায়, ব্যাধিনাশক ও ব্যাধিগত॥ ২৬২॥

তুমি সহ্য, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, ব্যাধিসমূহের আকর, অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকাবলোকন॥ ২৬৩॥

তুমি দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ডমুণ্ডবিভূষিত, বিষপানকারী, অমৃতপানকারক, সুরাপায়ী, ক্ষীরসোমপাতা, মধুপ, আজ্যপ, সর্ব্বপ, মহাবল, বৃষাশ্ববাহ্য, বৃষভ ও বৃষভলোচন॥ ২৬৪—২৬৫॥

চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ।
অগ্নিরাপস্তথা দেবো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৬ ॥
ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণ ঋষয়ো ন চ।
মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যাথাতথ্যেন তে শিব ॥ ২৬৭ ॥
যা মূর্ত্তয়ঃ সুসূক্ষ্মাস্তে ন মহ্যং যান্তি দর্শনম্।
তাভির্ম্মাং সততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥ ২৬৮ ॥
রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং তবানঘ নমোঽস্তু তে।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয়ি ॥ ২৬৯ ॥
যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহৃত্য দুর্দ্দশঃ।
তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাঽস্তু নিত্যশঃ ॥ ২৭০ ॥
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥ ২৭১ ॥

তুমি লোকসমূহের বৃষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত এবং লোকপূজিত ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, ব্রহ্মা, অগ্নি, জল ও ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিত দেবগণ তোমার হৃদয়স্বরূপ ॥ ২৬৬ ॥

হে শিব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা প্রাচীন ঋষিগণও তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে সমর্থ নহেন ॥ ২৬৭ ॥

তোমার যে সূক্ষ্মমূর্ত্তিসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তুমি সেই সকল মূর্ত্তিদ্বারা পিতা যেমন ঔরস পুত্রের রক্ষা করেন, সেইরূপ আমায় রক্ষা কর ॥ ২৬৮ ॥

হে অনঘ! আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার রক্ষার উপযুক্ত। হে ভগবন্! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত, অতএব এই ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ কর ॥ ২৬৯ ॥

যে দুর্দ্দশপুরুষ সমুদায় আহরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে একাকী অবস্থান করেন, সেই পুরুষ নিয়ত আমায় রক্ষা করুন ॥ ২৭০ ॥

সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে।
যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽপ্সু শায়িনম্ ॥ ২৭২ ॥
প্রবিশ্য বদনে রাহোর্যঃ সোমং গ্রসতে নিশি।
গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ২৭৩ ॥
যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্ষন্তু তে হি মাং নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্তু মাম্ ॥ ২৭৪ ॥
যে চাপ্যুৎপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাশ্চ যে।
তেষাং স্বাহাস্বধাচৈব আপ্নুবন্তু স্বদন্তু চ ॥ ২৭৫ ॥
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ।
হর্ষয়ন্তি চ হৃষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥ ২৭৬ ॥
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৭ ॥

যোগিগণ জিতনিদ্র, জিতশ্বাস, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী হইয়া যে পুরুষকে দর্শন করেন, সেই যোগপ্রাণ পুরুষকে প্রণাম করি ॥ ২৭১ ॥

যিনি যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বভূতসংহারপূর্ব্বক জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই জলশায়ী পুরুষকে প্রণাম করি ॥ ২৭২ ॥

যিনি রাহুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে চন্দ্রকে গ্রাস করেন এবং রাহু ও সোমাগ্নিরূপে যিনি সূর্য্যকেও গ্রাস করিয়া থাকেন; যিনি দেহিগণমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনি নিত্য আমায় রক্ষা করিয়া আপ্যায়িত করুন ॥ ২৭৩—২৭৪ ॥

যাহারা গর্ভ হইতে উৎপতিত এবং অধোভাগগত, তাঁহাদিগের স্বাহা স্বধা আমায় পবিত্র করুন এবং রক্ষা করুন ॥ ২৭৫ ॥

যাঁহারা দেহস্থ হইয়া স্বয়ং রোদন না করিয়াও প্রাণিদিগকে রোদন করান, যাঁহারা স্বয়ং হৃষ্ট হইয়াও প্রাণিদিগকে হৃষ্ট করেন। নিয়ত আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ॥ ২৭৬ ॥

চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ।
চন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ২৭৮ ॥
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরঙ্গতাঃ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ।
সূক্ষ্মাঃ স্থূলাঃ কৃশা হ্রস্বা নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥ ২৭৯ ॥
সর্ব্বস্ত্বং সর্ব্বগো দেব সর্ব্বভূতপতির্ভবান্।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৮০ ॥
ত্বমেব চেজ্যসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্ত্তা সর্ব্বস্য তেন ত্বন্ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৮১ ॥
অথবা মায়য়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্ময়া তয়া।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৮২ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম।
ত্বং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যাস্তি ন মে গতিঃ ॥ ২৮৩ ॥
স্তুত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৮৪ ॥

যাঁহারা সমুদ্র, নদী, দুর্গ, পর্ব্বত, গুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, কান্তার, গহন, চতুষ্পথ, পথ, চত্বর, সভা, চন্দ্রসূর্য্য মধ্যে, চন্দ্রসূর্য্য রশ্মিমধ্যে, রসাতলে এবং এতদ্ভিন্ন স্থানসমূহে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। যাঁহারা সূক্ষ্ম, স্থূল, কৃশ ও হ্রস্ব, তাঁহাদিগকেও নিত্য নমস্কার ॥ ২৭৭-২৭৯ ॥

হে দেব! তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতপতি ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; এই জন্যই তোমায় স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা হয় নাই ॥ ২৮০ ॥

তুমিই বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহ দ্বারা যাজিত হইয়া থাক এবং তুমিই সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা, এইজন্যই তোমার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই ॥ ২৮১ ॥

অথবা হে দেব! তুমিই সূক্ষ্ম মায়ারূপে আমায় মোহিত করিয়াছিলে, সেই কারণেই তোমায় আমি নিমন্ত্রণ করি নাই ॥ ২৮২ ॥

হে দেবেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার শরণাগত; তুমিই

পরিতুষ্টোঽস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত ॥ ২৮৫ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ২৮৬ ॥
অথৈনমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ ।
কৃত্বাশ্বাসকরং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যমাহ তম্ ॥ ২৮৭ ॥
দক্ষ দক্ষ ন কর্ত্তব্যো মন্যুর্বিঘ্নমিমং প্রতি ।
অহং যজ্ঞহা ন ত্বন্যো দৃশ্যতে তৎ পুরা ত্বয়া ॥ ২৮৮ ॥
ভূয়শ্চ তং বরমিমং মত্তো গৃহ্ণীষ্ব সুব্রত ।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২৮৯ ॥
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ।
প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥ ২৯০ ॥
বেদান্ ষড়ঙ্গান্ উদ্ধৃত্য সাংখ্যান্ যোগাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ।
তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা দুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥ ২৯১ ॥

একমাত্র গতি ও প্রতিষ্ঠা, তোমাব্যতিরেকে আমার অন্য কোন গতি নাই ॥ ২৮৩ ॥

প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে, ভগবান্ প্রীত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, হে সুব্রত দক্ষ ! আমি তোমার এই স্তব বাক্যে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি ; অধিক আর কি বলিব ? তুমি আমার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৮৪—২৮৬ ॥

ত্রৈলোক্যাধিপতি বাক্যজ্ঞ ভব দক্ষকে এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য বলিয়া, পুনর্ব্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দক্ষ ! তোমার এই যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় তুমি দুঃখিত হইও না ; তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এই যজ্ঞ আমিই বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ২৮৭—২৮৮ ॥

অতএব হে সুব্রত ! তুমি আমার নিকট পুনর্ব্বার বরগ্রহণ কর ; আমি যে বর বাক্য বলিতেছি, তাহা তুমি প্রসন্নবদনে ও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৮৯ ॥

হে প্রজাপতে ! তুমি আমার অনুগ্রহে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে ॥ ২৯০ ॥

অর্থৈর্দ্দশার্দ্ধসংযুক্তৈর্গূঢ়মপ্রাজ্ঞনির্ম্মিতম্।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরীতং ক্বচিৎ সমম্ ॥ ২৯২ ॥
শ্রুত্যর্থৈরধ্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণান্তু ময়া পাশুপতং ব্রতম্।
উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্ব্বপাপবিমোক্ষণম্ ॥ ২৯৩ ॥
অস্য চীর্ণস্য যৎ সম্যক্ ফলং ভবতি পুষ্কলম্।
তদস্তু তে মহাভাগ মানসস্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ॥ ২৯৪ ॥
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ ॥ ২৯৫ ॥
অবাপ্য চ তদা ভাগং যথোক্তং ব্রহ্মণো ভবঃ।
জ্বরঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজত্তদা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২৯৬ ॥

হে দক্ষ! আমি দেবদানবগণের দুঃসাধ্য বিপুল তপস্যা আচরণপূর্ব্বক ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও সমুদায় যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া, সমুদায় আশ্রমের জন্য দশার্দ্ধসংযুক্ত অর্থ দ্বারা নিগূঢ় মহাপ্রাজ্ঞনির্ম্মিত, বর্ণাশ্রম কৃত ধর্ম্মসমূহের কোথায়ও বিপরীত, কোথাও সম, বেদার্থসমন্বিত পশুপাশমোচনকারক ও সর্ব্বপাপনাশক পাশুপতব্রত উৎপাদন করিয়াছি ॥ ২৯১—২৯৩ ॥

হে মহাভাগ! এই ব্রত আচরণ করিলে যে পবিত্র ফললাভ হয়, তুমি সেই সমুদায় ফলপ্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি মানস জ্বর পরিত্যাগ কর ॥ ২৯৪ ॥

অমিতবিক্রম মহাদেব দক্ষকে এই সমস্ত বাক্য বলিয়া, পত্নী ও অনুচরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৯৫ ॥

অতঃপর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভব ব্রহ্মকর্ত্তৃক যথোক্ত ভাগ প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বভূতগণের শান্তি জন্য তাহার পূর্ব্বসৃষ্ট জ্বর বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই বিভাগ বিবরণ আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ২৯৬ ॥

শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্ব্বতানাং শিলারুজঃ।
অপাস্তু বালুকাং বিদ্যান্নির্ম্মোকং ভুজগেষপি ॥ ২৯৭ ॥
খোরকঃ সৌরভেয়াণামূষরঃ পৃথিবীতলে।
ইভানামপি ধর্ম্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্ ॥ ২৯৮ ॥
রন্ধ্রোদ্ভূতং তথাশ্বানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্।
নেত্ররোগঃ কোকিলানাং জ্বরঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ॥ ২৯৯॥
অজানাং পিত্তভেদশ্চ সর্ব্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্।
শুকানামপি সর্ব্বেষাং হিমিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ।
শার্দ্দূলেষপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে ॥ ৩০০ ॥
মানুষেষু তু সর্ব্বজ্ঞ জ্বরো নামৈষ কীর্ত্তিতঃ।
মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চ বিশতে সদা ॥ ৩০১ ॥
এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদারুণঃ।
নমস্যশ্চৈব মান্যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০২ ॥
ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ।

সর্পসমূহের মস্তকে সন্তাপ, পর্ব্বতগণের প্রস্তরের পীড়া, জলসমূহের বালুকা, ভুজগগণের নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগ, গোসমূহের খোরক, ভূমির ক্ষার, হস্তিদিগের দৃষ্টির অবরোধ, অশ্বসমূহের রন্ধ্রোৎপত্তি, ময়ূরগণের শিখার উৎপত্তি এবং কোকিলদিগের নেত্ররোগ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সমুদায়কেই মহাত্মগণ জ্বর বলিয়া থাকেন ॥ ২৯৭—২৯৯ ॥

এইরূপ ছাগদিগের পিত্তভেদ, শুকসমূহের শীতস্পর্শ, ব্যাঘ্রদিগের শ্রান্তি এবং মনুষ্যগণের জন্ম মরণ ও মধ্যসময়ে জাত রোগবিশেষকে জ্বর কহে। কথিত প্রাণিপ্রভৃতির মধ্যে এই জ্বর সর্ব্বদাই অবস্থান করে। ইহা মাহেশ্বরতেজঃ নামে প্রসিদ্ধ এবং ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীদিগেরই নমস্য ও মাননীয় ॥ ৩০০—৩০২ ॥

বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
লভেত কামান্ স যথামনীষিতান্ ॥ ৩০৩ ॥
দক্ষপ্রোক্তং স্তবঞ্চাপি কীর্ত্তয়েদ্ যঃ শৃণোতি বা।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ দীর্ঘঞ্চায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০৪ ॥
যথা সর্ব্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো যোগবান্ হরঃ।
তথা স্তবো বরিষ্ঠোঽয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ ॥ ৩০৫ ॥
যশোরাজ্যসুখৈশ্বর্য্যবিত্তায়ুর্ধনকাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ ॥ ৩০৬ ॥
ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌরত্রস্তো ভয়ার্দ্দিতঃ।
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥ ৩০৭ ॥
অনেন চৈব দেহেন গণানাং স গণাধিপঃ।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে ॥ ৩০৮ ॥

যে উদারচেতা ব্যক্তি চিত্তসংযমপূর্ব্বক এই জ্বরোৎপত্তি কথা পাঠ করেন, তিনি রোগমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে সমুদায় অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩০৩ ॥

এবং যে ব্যক্তি এই দক্ষকথিত স্তব কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার কোন অমঙ্গল হয় না, অথচ দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩০৪ ॥

যেরূপ দেবগণ মধ্যে যোগজ্ঞ হর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহমধ্যে ব্রহ্মকথিত এই স্তবই উৎকৃষ্ট ॥ ৩০৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি যশঃ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন, বিত্ত, আয়ু ও বিদ্যা কামনা করেন, তাঁহাদের যত্ন ও ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করা উচিত ॥৩০৬॥

রোগগ্রস্ত, দুঃখিত, দরিদ্র, চৌরের উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত, ভয়পীড়িত এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও এই স্তব পাঠ করিলে মহৎ ভয় হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩০৭ ॥

গণাধিপতিগণ পূর্ব্বের মনুষ্যদেহে এই স্তব করিয়াই ইহলোকে সুখলাভপূর্ব্বক গণসমূহ মধ্যে গণনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৩০৮ ॥

ন চ যক্ষাঃ পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ।
কুর্য্যু র্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্তূয়তে ভবঃ॥ ৩০৯॥
শৃণুয়াদ্বা ইদং নারী সুভক্ত্যা ব্রহ্মচারিণী।
পিতৃভির্ভর্তৃপক্ষভ্যাং পূজ্যা ভবতি দেববৎ॥ ৩১০॥
শৃণুয়াদ্ বা ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ॥ ৩১১॥
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচা হ্যুদাহৃতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৩১২॥
দেবস্য সগুহস্যাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য তু।
বলিং বিভবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ॥ ৩১৩॥
ততঃ স যুক্তো গৃহ্ণীয়ান্নামান্যাশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতান্ লভতেঽত্যর্থং কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ।
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রপরীবৃতঃ॥ ৩১৪॥

যেখানে ভবদেবের স্তব করা হয়, তথায় যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও বিনায়কগণ বিঘ্ন করিতে পারে না॥ ৩০৯॥

যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করে, সেই নারী তাহার পিতৃপক্ষ ও স্বামিপক্ষগণের নিকট দেবীর ন্যায় পূজনীয়া হইয়া থাকে॥ ৩১০॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর এই স্তব শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার সমুদায় কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হয়॥ ৩১১॥

এই স্তব কীর্ত্তন করিলে চিন্তিত বা কথিত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৩১২॥

স্ব স্ব বিভবানুসারে মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীশ্বরকে পূজোপহার-প্রদানপূর্ব্বক দম ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া যোগযুক্তাবস্থায় যথাক্রমে ঐ সকল নাম গ্রহণ করিলে, ইহলোকে সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও কাম্যভোগ

সর্ব্বকর্ম্মসু যুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃতশ্চ গণলোক্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৩১৫ ॥
বৃষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে।
আহূতসংপ্লবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৬ ॥
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
নৈতদ্বেদয়তে কশ্চিন্নেদং শ্রাব্যন্তু কস্যচিৎ ॥ ৩১৭ ॥
শ্রুত্বৈতৎ পরমং গুহ্যং যেঽপি স্যুঃ পাপকারিণঃ।
বৈশ্যাস্ত্রিয়শ্চ শূদ্রাশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩১৮ ॥
শ্রাবয়েদ্যস্তু বিপ্রেভ্যঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১৯ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে দক্ষশাপবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

সমুদায় লাভ হয় এবং মৃত্যুর পর সহস্রস্ত্রীপরিবৃত হইয়া স্বর্গবাস করিয়া থাকে। সমুদায় কর্ম্মাসক্ত এবং যাবতীয় পাপপরিবৃত ব্যক্তিও এই দক্ষকৃত স্তব পাঠ করিয়া, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মৃত্যুর পর গণলোকে অবস্থানপূর্ব্বক সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়॥ ৩১৩—৩১৫ ॥

আরও ঐ ব্যক্তি বিধি নির্ম্মিত বিমান আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হয় এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত রুদ্রের অনুচর হইয়া অবস্থান করে॥ ৩১৬ ॥

পরাশরপুত্র ভগবান্ প্রভু ব্যাস বলিয়াছেন যে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই স্তব বিবরণ কেহ প্রকাশ করিবে না। বস্তুতঃ সকলকে ইহা শ্রবণ করান উচিত নহে। কিন্তু যাহারা এই স্তব শ্রবণ করে, তাহারা পাপাচারী, বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীলোক হইলেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৩১৭—৩১৮ ॥

যে দ্বিজ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপর্ব্বদিনে এই স্তব শ্রবণ করায়, তাহারও নিশ্চয় রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৩১৯ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে দক্ষশাপবর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়। ৩০।

অথৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেববংশবর্ণনম্।

সূত উবাচ।

ইত্যেষা সমনুজ্ঞাতা কথা পাপপ্রণাশিনী।
যা দক্ষমধিকৃত্যেহ কথা শর্ব্বাদুপাগতা॥ ১॥
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কথা হ্যেষা প্রকীর্ত্তিতা।
পিতৃণামানুপৌর্ব্ব্যেণ দেবান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরম্॥ ২॥
ত্রেতাযুগমুখে পূর্ব্বমাসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
দেবা যামা ইতি খ্যাতাঃ পূর্ব্বং যে যজ্ঞসূনবঃ॥ ৩॥
অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্ত্রা অজত্বাদজিতাস্তু তে।
পুত্ত্রাঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে শুক্রনাম্না তু মানসাঃ॥ ৪॥
ত্রিষামুক্তগণা হ্যেতে দেবানান্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
ছান্দসা তু ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বে স্বায়ম্ভুবস্য হ॥ ৫॥
যদুর্যযাতির্দ্বে ৗ দেবৌ দীধয়ঃ শ্রবসো মতিঃ।
বিভাসশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রজাতির্বিশতো দ্যুতিঃ॥ ৬॥

সূত কহিলেন, মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট দক্ষ ও মহাদেব-সম্বন্ধীয় পাপবিনাশিনী কথা কীর্ত্তন করিলাম॥ ১॥

এই কথা পিতৃগণের আনুপূর্ব্বিক বংশকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল। অতঃপর দেববংশের বিষয় কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন॥ ২॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথম সময়ে যাম নামক যে দেবগণ ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞপুত্র; শুক্র নামে প্রসিদ্ধ, অজত্বজন্য অজিত দেবগণ স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মের মানস পুত্র বেদে তেত্রিশ জন মাত্র বর্ণিত হইয়াছে॥ ৩—৪॥

যদু, যযাতি, দীধিগণ, শ্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ দেবের নাম যাম; অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সমর,

বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
অভিমন্যুরুগ্রদৃষ্টিঃ সময়োঽথ শুচিশ্রবাঃ।
কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপস্তথা ॥ ৭ ॥
তুরীয়ো নির্হেতুশ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্তু তে।
যমিনো বিশ্বদেবাদ্যং যবিষ্ঠোঽমৃতবানপি ॥ ৮ ॥
অজিরো বিভুর্বিভাবশ্চ মূলিকোঽথ বিদেহকঃ।
শ্রুতিশ্রণো বৃহচ্ছুক্রো দেবা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥
আসন্ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে অন্তরে সোমপায়িনঃ।
ত্বিষিমন্তো গণা হ্যেতে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ১০ ॥
তেষামিন্দ্রঃ সদা হ্যাসীৎ বিশ্বভুক্ প্রথমো বিভুঃ।
অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবান্ধবাঃ ॥ ১১ ॥
সুপর্ণযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নাসত্যা দেবযোনয়ঃ ॥ ১২ ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ প্রজাস্ত্বাসাং সহস্রশঃ।
প্রভাবরূপসম্পন্না আয়ুষা চ বলেন চ ॥ ১৩ ॥

শুচিশ্রবাঃ, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত, গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাদ্য, যবিষ্ঠ, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মূলিক, বিদেহক, শ্রুতিশ্রণ ও বৃহৎশুক্র ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশটি দেবতা শুক্র নামে এবং অবশিষ্ট দেবগণ ত্বিষিমান্ নামে অভিহিত। ইহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ও মহাবল ॥ ৫—১০ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বভুক্ ইন্দ্র সর্ব্বদা প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। এই সমস্ত দেবগণের জ্ঞাতিবন্ধু অসুরগণ এবং গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস ও পিতৃগণ এই অষ্টবিধ জাতিও দেবযোনি নামে অভিহিত ॥ ১১—১২ ॥

ইহারা আয়ু, বল, প্রভাব ও রূপাদি সম্পন্ন, সহস্র সহস্র প্রজাগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে মা প্রসঙ্গো ভবত্বিহ।
স্বায়ম্ভুবো নিসর্গশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং মনুঃ॥ ১৪॥
অতীতে বর্ত্তমানেন দৃষ্টৌ বৈবস্বতে ন সঃ।
প্রজাভির্দ্দেবতাভিশ্চ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ॥ ১৫॥
তেষাং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব্বমাসনেতান্ নিবোধত।
ভৃগ্বঙ্গিরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥ ১৬॥
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
অগ্নীধ্রশ্চাতিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ॥ ১৭॥
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ।
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ॥ ১৮॥
বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমেঽন্তরে।
সাসুরং তৎ সগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
সপিশাচমনুষ্যঞ্চ সুপর্ণাপ্সরসাং গণম্॥ ১৯॥
নো শক্যমানুপূর্ব্বেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বহুত্বান্নামধেয়ানাং সংখ্যা তেষাং কুলে তথা॥ ২০॥

কিন্তু বিস্তারভয়ে তাঁহাদিগের প্রসঙ্গ-উত্থাপনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করা হইল না। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবে সেই স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি সমুদায় প্রজা, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণসহ অতীত হইয়াছে॥ ১৪—১৫॥

পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঋষিসমূহ মধ্যে ইহারাই সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত ছিলেন; যথা—ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ। অগ্নীধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র মহাতেজসম্পন্ন এই দশ ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন॥ ১৬—১৮॥

প্রথম মন্বন্তর প্রসঙ্গে বায়ু যে সকল মহাসত্ত্ব রাজগণ এবং অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, গরুড় ও অপ্সরোগণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও কুল বহুসংখ্যক বলিয়া শত বৎসরেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া উঠা যায় না॥ ১৯-২০॥

যা বৈ ব্রজকুলাখ্যাস্ত আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
কালেন বহুনাতীতা অয়নাব্দযুগক্রমৈঃ ॥ ২১ ॥

ঋষয় উচুঃ।

ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বভূতাপহারকঃ।
কস্য যোনিঃ কিমাদিশ্চ কিন্তত্ত্বং স কিমাত্মজঃ ॥ ২২ ॥
কিমস্য চক্ষুঃ কা মূর্ত্তিঃ কে চাস্যাবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
কিংনামধেয়ঃ কোঽস্যাত্মা এতৎ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং কালসদ্ভাবঃ শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
সূর্য্যযোনির্নিমেষাদিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
মূর্ত্তিরস্য ত্বহোরাত্রে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ।
সংবৎসরশতং ত্বস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালাত্মা স প্রজাপতিঃ ॥ ২৫ ॥

ইহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বৎসর, অয়ন ও যুগক্রমানুসারে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রজকুল নামে বর্ত্তমান ছিলেন ॥ ২১ ॥

ঋষিগণ বলিলেন, এই সর্ব্বভূতসংহারকারী, ভগবান্ কাল কে? কাহার বংশধর? এবং এই কালের আদি কি? তত্ত্ব কি? ইহার আত্মজ আছে কি না? ইহার চক্ষু কি? মূর্ত্তি কি? অবয়ব কি? নাম কি? এবং ইহার আত্মা কে? এই সমুদায় আমরা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব বর্ণন করুন ॥ ২২—২৩ ॥

সূত কহিলেন, কালবিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া তাহা নিশ্চয় করুন। সূর্য্য এই কালের যোনি, নিমেষ প্রভৃতি ইহার চক্ষু, অহোরাত্র ইহার মূর্ত্তি, নিমেষ ইহার অবয়ব, সম্বৎসরশত ইহার নাম এবং কলা ইহার আত্মা। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষৎকাল প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪—২৫ ॥

পঞ্চানাং প্রবিভক্তানাং কালাবস্থান্নিবোধত।
দিনার্দ্ধমাসমাসৈস্তু ঋতুভিস্ত্বয়নৈস্তথা ॥ ২৬ ॥
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥ ২৭ ॥
বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ স যুগসংজ্ঞিতঃ।
তেষাস্তু তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানন্নিবোধত ॥ ২৮ ॥
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ।
আদিত্যোয়স্ত্বসৌ সারঃ কালাগ্নিঃ পরিবৎসরঃ ॥ ২৯ ॥
শুক্লকৃষ্ণা গতিশ্চাপি অপাং সারময়ঃ খগঃ।
স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥ ৩০ ॥
যশ্চায়ং তপতে লোকাংস্তনুভিঃ সপ্তসপ্তভিঃ।
আশু কর্ত্তা চ লোকস্য স বায়ুরনুবৎসরঃ ॥ ৩১ ॥
অহঙ্কারাৎ রুদন্ রুদ্রঃ সম্ভূতো ব্রহ্মণস্তু যঃ।
স রুদ্রো বৎসরস্তেষাং বিজজ্ঞে নীললোহিতঃ।
তেষাং হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ৩২ ॥

এই কাল পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়ন ॥ ২৬ ॥

প্রথম বৎসরের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্‌বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর, এতৎ পরিমিতকাল যুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথাক্রমে তাহাদিগের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ২৭—২৮ ॥

পূর্ব্বে যে ঋতু নামক অগ্নির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাকে সম্বৎসর; সূর্য্য মধ্যে কালাগ্নি নামক যে সারভাগ তাহাকে পরিবৎসর; শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিবিশিষ্ট জলময় চন্দ্রকে ইদাবৎসর; যে বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ শরীর দ্বারা লোকসমূহের সন্তাপপ্রদ এবং লোকগণের আশুকারক, তাহাকে অনুবৎসর;

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাৎ কালাত্মা স পিতামহঃ।
ঋক্‌সামযজুষাং যোনিঃ পঞ্চানাং পতিরীশ্বরঃ॥ ৩৩॥
সোঽগ্নির্যজুশ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রোক্তঃ সংবৎসরশ্চেতি সূর্য্যো যোঽগ্নির্মনীষিভিঃ॥ ৩৪॥
যস্মাৎ কালবিভাগানাং মাসর্ত্ত্বয়নয়োরপি।
গ্রহনক্ষত্রশীতোষ্ণবর্ষায়ুঃকর্ম্মণাং তথা।
যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসানাঞ্চ ভাস্করঃ॥ ৩৫॥
বৈকারিকঃ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ।
একৈকৈকোঽথ দিবসো মাসোঽথর্ত্তুঃ পিতামহঃ॥ ৩৬॥
আদিত্যঃ সবিতা ভানুর্জীবনো ব্রহ্মসৎকৃতঃ।
প্রভবশ্চাত্যয়শ্চৈব ভূতানাং তেন ভাস্করঃ॥ ৩৭॥

অহঙ্কার জন্য ব্রহ্মদেহ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া যিনি রোদন করিয়াছিলেন সেই নীল লোহিত রুদ্রকে (ইদা) বৎসর বলিয়া পুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহাদিগেরও তত্ত্বকথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ২৯—৩২॥

ঋক্‌, সাম ও যজুর্ব্বেদের উৎপাদনকর্ত্তা কালাত্মা ব্রহ্মা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ জন্য এই পঞ্চবিধ কালেরই ঈশ্বর॥ ৩৩॥

পণ্ডিতগণ যে অগ্নিকে সূর্য্য নামে অভিহিত করেন, সেই অগ্নিই যজুঃ, সোম, ভূত, প্রজাপতি ও সম্বৎসররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু সূর্য্যই গ্রহ নক্ষত্র, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, আয়ু, কর্ম্ম ও দিবসের বিভাগাদি কার্য্যে নিয়োজিত॥ ৩৪—৩৫॥

একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাই দিবস, মাস, ঋতু প্রভৃতি এক একটি নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রসন্নাত্মা বৈকারিক ব্রহ্মপুত্ররূপে পরিচিত হইয়া থাকেন॥ ৩৬॥

ভাস্কর ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশকারণ বলিয়াই আদিত্য, সবিতা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্মসৎকৃত নামে পরিচিত॥ ৩৭॥

গ্রহাভিমানী বিজ্ঞেয়স্তৃতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
সোমঃ সর্ব্বৌষধিপতির্যস্মাৎ স প্রপিতামহঃ॥ ৩৮॥
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং যোগক্ষেমকৃদীশ্বরঃ।
অবেক্ষমাণঃ সততং বিভর্ত্তি জগদংশুভিঃ॥ ৩৯॥
তিথীনাং পর্ব্বসন্ধীনাং পূর্ণিমাদর্শয়োরপি।
যোনির্নিশাকরো যশ্চ যোঽমৃতাত্মা প্রজাপতিঃ।
তস্মাৎ স পিতৃমান্ সোম ঋক্‌যজুশ্ছন্দসাত্মকঃ॥ ৪০॥
প্রাণাপানসমানাদ্যৈর্ব্যানোদানাত্মকৈরপি।
কর্ম্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্ব্বচেষ্টাপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৪১॥
প্রাণাপানসমানানাং বায়ূনাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ।
পঞ্চানাঞ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিবলাত্মনাম্॥ ৪২॥
সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্নিব।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকানামাবহঃ প্রবহাদিভিঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং ক্ষমী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ॥ ৪৩॥

গ্রহরূপী চন্দ্র তৃতীয় পরিবৎসর; সর্ব্বৌষধপতি বলিয়া চন্দ্রও প্রপিতামহ নামে অভিহিত হন॥ ৩৮॥

এই চন্দ্র সর্ব্বভূতগণের জীবনস্বরূপ, যোগের মঙ্গলকারক এবং ঈশ্বর; ইনি সমুদায় জগৎ পরিদর্শনপূর্ব্বক কিরণসমূহ দ্বারা নিয়ত ধারণ করিতেছেন॥ ৩৯॥

ইনিই তিথিসমূহ, পর্ব্বসন্ধি ও পূর্ণিমা, অমাবস্যার উৎপত্তি কারণ, রাত্রিকারক, অমৃতময়, প্রজাপতি, পিতৃগণের সোম এবং ঋক্ ও যজুর্ব্বেদময়॥ ৪০॥

বায়ু প্রাণিগণের শরীরে কর্ম্মানুসারে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান নামে অভিহিত হইয়া সমুদায় চেষ্টা প্রবর্ত্তন করেন। এই বায়ুই প্রাণ, অপান, সমান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও বলের প্রবর্ত্তনকারক। সমানকালকারক সর্ব্বাত্মা বায়ু আবহন প্রবাহনাদি দ্বারা সর্ব্বলোকের

যোনিরগ্নেরপাং ভূমেরবেশ্চন্দ্রমসশ্চ যঃ।
বায়ুঃ প্রজাপতির্ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ॥ ৪৪॥
প্রজাপতিমুখৈর্দেবৈঃ সম্যগিষ্টফলার্থিভিঃ।
ত্রিভিরেব কপালৈস্তু ত্র্যম্বকৈরোষধিক্ষয়ে।
ইজ্যতে ভগবান্ যস্মাৎ তস্মাৎ ত্র্যম্বক উচ্যতে॥ ৪৫॥
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব যা স্মৃতা।
ত্র্যম্বকা নামতঃ প্রোক্তা যোনয়ঃ সবনস্য তাঃ॥ ৪৬॥
তাভিরেকত্বভূতাভিস্ত্রিবিধাভিঃ স্ববীর্যতঃ।
ত্রৈসাধনপুরোডাশস্ত্রিকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ।
ইত্যেতৎ পঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ॥ ৪৭॥
সচৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ।
সৈকং ষট্কঃ বিজজ্ঞেঽথ মধ্বাদীন্ তানৃতূন্ কিল।
ঋতুপুত্রার্ত্তবঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সমাসতঃ॥ ৪৮॥

ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতগণের বিধাতা, ক্ষমাশীল ও প্রভঞ্জন নামে অভিহিত হন॥ ৪১—৪৩॥

বায়ুই অগ্নি, জল, ভূমি, সূর্য্য ও চন্দ্রমার উৎপত্তি-কারণ; প্রজাপতি লোকাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৪৪॥

যজ্ঞফলাভিলাষী প্রজাপতি প্রভৃতি দেবত্রয় ওষধিক্ষয়কালে তিন চক্ষু-বিশিষ্ট তিনটি কপাল দ্বারা এই ভগবান বায়ুর যজ্ঞ করেন বলিয়া, ইনি ত্র্যম্বক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৪৫॥

গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামক যজ্ঞযোনিসমূহ ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত॥ ৪৬॥

একত্বভূত এই ত্রিবিধ যজ্ঞযোনিদ্বারা স্ববীর্য্য বলে সিদ্ধ হইয়া ত্রৈসাধন ইন্দ্র ত্রিকপাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মনীষিগণ এইরূপে পঞ্চবর্ষ যুগের বর্ণন করিয়াছেন॥ ৪৭॥

দ্বিজগণ যে সম্বৎসরকে পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪৮॥

ইত্যেষ পবমানো বৈ প্রাণিনাং জীবিতানি তু।
নদীবেগসমাযুক্তং কালো ধাবতি সংহরন্।
অহোরাত্রকরস্তস্মাৎ স বায়ুরভবৎ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥
এতে প্রজানাং পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
পিতরঃ সর্ব্বলোকানাং লোকাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫০ ॥
ধ্যায়তো ব্রহ্মণো বক্ত্রাদুদ্যন্ সমভবদ্ভবঃ।
ঋষির্বিপ্রো মহাদেবো ভূতাত্মা প্রপিতামহঃ ॥ ৫১ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং প্রণবায়োপপদ্যতে।
আত্মবেশেন ভূতানামঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ৫২ ।
অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরেব চ।
যুগাভিমানী কালাত্মা নিত্যং সংক্ষেপকৃদ্ বিভুঃ।
উৎপাদকোঽনুগ্রহকৃৎ স ইদ্বৎসর উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥
রুদ্রাবিষ্টো ভগবতা জগত্যস্মিন্ স্বতেজসা।
আশ্রয়াশ্রয়িসংযোগাৎ তনুভির্নামভিস্তথা ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চ আর্ত্তব এই ঋতুগণের পুত্র। এই আমি সংক্ষেপে কাল সৃষ্টিকথা কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৮ ॥

এই পবিত্রকারী অনন্তশক্তিমান্ কাল প্রাণিগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক নদী-বেগের ন্যায় নিয়ত দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। এই কাল হইতেই সেই অহো-রাত্রিকর বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই প্রজাপতি ও সর্ব্বদেহী অপেক্ষা প্রধান, সর্ব্বলোকের পিতা এবং লোকাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৪৯—৫০॥

ধ্যানশীল ব্রহ্মার মুখ হইতেই ভব, ঋষি, বিপ্র, মহাদেব, ভূতাত্মা, প্রপিতা-মহ এবং সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রণবরূপে পরিচিত হইয়াছেন। আত্মবেশানুসারেই ভূতগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্ভূত হয় ॥ ৫১—৫২ ॥

অগ্নি, সম্বৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ুস্বরূপ যুগাভিমানী কাল, নিত্যসংক্ষেপ-কারী হইয়া উন্মাদক, অনুগ্রাহক, প্রভাবশালী ইদ্বৎসর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

ততস্তস্য তু বীর্য্যেণ লোকানুগ্রহকারকম্।
দ্বিতীয়ং রুদ্রসংযোগাৎ জাতং তস্যৈব সাধকম্ ॥ ৫৫ ।
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ কালত্বঞ্চাস্য তৎ পরম্।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বথা রুদ্রঃ স মর্ত্ত্যৈরভিপূজ্যতে ॥ ৫৬ ॥
পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ।
ভাবনঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং নীললোহিতঃ।
ওষধীঃ প্রতিসন্ধত্তে রুদ্রঃ ক্ষীণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যেষাং যদপত্যং বৈ ন তচ্ছক্যং প্রমাণতঃ।
বহুত্বাৎ পরিসংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৫৮ ॥
ইমং বংশং প্রজেশানাং মহতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্তয়ন্ স্থিরকীর্ত্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে দেববংশবর্ণনো নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ রুদ্র আশ্রয় ও আশ্রয়ির সংযোগানুসারে স্বীয় বীর্য্যবলে পৃথক্ পৃথক্ শরীর ও নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইহজগতে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

তৎপরে তাঁহারই বীর্য্যানুসারে লোকানুগ্রহকারী দ্বিতীয় রুদ্রের উৎপত্তি। এই রুদ্র হইতে দেবত্ব, পিতৃত্ব এবং কালত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্যই মানবগণ সর্ব্বথা রুদ্রদেবের পূজা করিয়া থাকে ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভগবান্ নীললোহিত রুদ্রই পতিগণের পতি, প্রজেশ্বরদিগেরও প্রজাপতি এবং সর্ব্বভূতগণের উৎপত্তিকারণ। তিনিই বারবার ক্ষয়প্রাপ্ত ওষধিসমূহ পুনরুজ্জীবিত করেন ॥ ৫৭ ॥

কথিত দেবসমূহের যে সকল অনন্ত পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায় না ॥ ৫৮ ॥

পুণ্যকর্ম্মশালী, স্থিরকীর্ত্তি, মহাত্মা প্রজাপতিগণের এইবংশ কীর্ত্তন করিলে মহাসিদ্ধি লাভ করা যায় ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে দেববংশবর্ণন নাম একত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্য বিনিশ্চয়ম্।
ওঁকারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণশ্চাদিতঃ স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
যো যো যস্য যথা বর্ণো বিহিতো দেবতাস্তথা
ঋচো যজূংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলম্ ॥ ২
তস্মাত্তু অক্ষরাদেব পুনরন্যে প্রজজ্ঞিরে।
চতুর্দ্দশ মহাত্মানো দেবানাং যে তু দৈবতাঃ ॥
তেষু সর্ব্বগতশ্চৈব সর্ব্বগঃ সর্ব্বযোগবিৎ।
অনুগ্রহায় লোকানামাদিমধ্যান্ত উচ্যতে ॥ ৪।
সপ্তর্ষয়স্তথেন্দ্রা যে দেবাশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
অক্ষরান্নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে দেবদেবান্ মহেশ্বরাৎ।
ইহামুত্রহিতার্থায় বদন্তি পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥

বায়ু বলিলেন, অতঃপর আমি প্রণবনির্ণয়কথা কীর্ত্তন করিব। প্রথমতঃ ওঁকার অক্ষর, ব্রহ্ম ও ত্রিবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১ ॥

যাহার যেরূপ বর্ণ এবং যেরূপ দেবতা তদনুসারে ইহাতে ঋক্, যজুঃ, সাম, এবং বায়ু, অগ্নি ও জল অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

এই অক্ষর হইতে দেবগণেরও দেবতা চতুর্দ্দশ মহাত্মার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩ ॥

লোকনিকরের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শন জন্য ঐ সমস্ত মহাত্মগণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বযোগজ্ঞ ভগবান্ আদি, মধ্য ও অন্তরূপে বিরাজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সপ্তঋষি, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং পিতৃগণ, সকলেই পূর্ব্বোক্ত ওঁকার অক্ষররূপী দেবদেব মহেশ্বর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। এইজন্য এই

পূর্ব্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ।
পরিবর্ত্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেষু চক্রবৎ ॥ ৬ ॥
দেবতাস্তু তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাত্মনা ॥ ৭ ॥
তদা তে বাগ্‌যতা ভূত্বা আদৌ মন্বন্তরস্য বৈ।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রশ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ৮ ॥
সমাধায় মনস্তীব্রং সহস্রং পরিবৎসরান্।
প্রপন্নাস্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্য বৈ তদা ॥ ৯ ॥
অয়ং হি কালো দেবেশশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্ম্মুখঃ।
কোঽস্য বিদ্যান্মহাদেব অগাধস্য মহেশ্বর ॥ ১০ ॥
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তন্তু কালঞ্চতুর্মুখম্।
ন ভেতব্যমিতি প্রাহ কো বঃ কামঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১১ ॥

ওঁকারই ইহলোক ও পরলোকের হিতসাধনে পরমপদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে আমি যুগনামক যে কালের কথা বর্ণন করিয়াছি, সেই যুগরূপী কাল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে বারবার চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, দেবগণ তাহার পরিমাণ কাল স্থির করিতে না পারিয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং কালভয়ে ভীত হইয়া আদি মন্বন্তর কাল হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বাক্যসংযমন ও মনঃসমাধান-পূর্ব্বক কাল অতিবাহিত করিয়া, ঋষিগণ, দেবগণ ও মহাতপা ইন্দ্র মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৬—৯ ॥

তাঁহারা মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে কহিলেন, 'মহেশ্বর! এই দেবশ্রেষ্ঠ কালকে চতুর্মূর্ত্তি ও চতুর্মুখ দেখিতেছি, কিন্তু আমরা এই অগাধকালের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ॥' ১০ ॥

অনন্তর মহাদেব সেই চতুর্মুখ কালকে দর্শন করিয়া কহিলেন, 'ইহার

তৎ করিষ্যাম্যহং সর্ব্বং ন বৃথায়ং পরিশ্রমঃ।
উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুদুর্জ্জয়ঃ ॥ ১২ ॥
যদেতস্য মুখং শ্বেতং চতুর্জ্জিহ্বং হি লক্ষ্যতে।
এতৎ কৃতযুগং নাম তস্য কালস্য বৈ মুখম্।
অসৌ দেবঃ সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥ ১৩ ॥
যদেতদ্রক্তবর্ণাভং তৃতীয়ং বঃ স্মৃতং ময়া।
ত্রিজিহ্বং লেলিহানস্তু এতৎ ত্রেতাযুগং দ্বিজাঃ ॥ ১৪ ॥
অত্র যজ্ঞপ্রবৃত্তিস্তু জায়তে হি মহেশ্বরাৎ।
ততোহত্র ইজ্যতে যজ্ঞস্ত্রিস্রো জিহ্বাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ইষ্টা চৈবাগ্নয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বা প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥
যদেতদ্বৈ মুখং ভীমং দ্বিজিহ্বং রক্তপিঙ্গলম্।
দ্বিপাদোহত্র ভবিষ্যামি দ্বাপরং নাম তৎ যুগম্ ॥ ১৬ ॥

জন্য তোমরা কোন ভয় করিও না। এখন আমার নিকট আগমন জন্য তোমাদের পরিশ্রম বৃথা না হয়, এইজন্য বলিতেছি, তোমাদের অভীপ্সিত বিষয় প্রকাশ কর, আমি তাহা সম্পাদন করিব।' দুর্জ্জয়কালরূপী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, এই যে ইহার চারি জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ মুখ দেখিতে পাইতেছ, ইহাই কালের সত্যযুগ নামক মুখ। এই বৈবস্বত মুখরূপ দেবতাই দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মার স্বরূপ ॥ ১১—১৩ ॥

হে দ্বিজগণ! মহাদেব বলিলেন, এই লোলজিহ্ব ত্রিজিহ্বাবিশিষ্ট যে রক্তবর্ণ মুখ দেখা যাইতেছে, ইহারই নাম ত্রেতাযুগ ॥ ১৪ ॥

এই ত্রেতাযুগে মহেশ্বর হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হওয়ায়, ইহাতে যজ্ঞ যাজিত হইয়া থাকে। এই যুগের তিনটি জিহ্বা তিনটি অগ্নিস্বরূপ। বিপ্রগণ ইহাতে যজ্ঞ করার পর কালজিহ্বা প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ১৫ ॥

দুইটি জিহ্বাবিশিষ্ট রক্ত পিঙ্গলবর্ণ এই যে ভয়ঙ্কর মুখ, ইহার নাম দ্বাপর যুগ; প্রতিকল্পে এই যুগে আমি দ্বিপাদরূপ ধারণ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥

যদেতৎ কৃষ্ণবর্ণাভং তুরীয়ং রক্তলোচনম্।
একজিহ্বং পৃথু শ্যামং লেলিহানং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥
ততঃ কলিযুগং ঘোরং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্চতুর্থং নামভীষণম্ ॥ ১৮ ॥
ন সুখং নাপি নির্ব্বাণং তস্মিন্ ভবতি বৈ যুগে।
কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মা কৃতযুগে পূজ্যস্ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে।
দ্বাপরে পূজ্যতে বিষ্ণুরহং পূজ্যশ্চতুর্ষ্বপি ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ যজ্ঞশ্চ কালস্যৈব কলাস্ত্রয়ঃ।
সর্ব্বেষ্বেব হি কালেষু চতুর্ম্মূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥
অহং জনো জনয়িতা কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ।
যুগকর্ত্তা তথা চৈব পরঃ পরপরায়ণঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাৎ কলিযুগং প্রাপ্য লোকানাং হিতকারণাৎ।
অভয়ার্থঞ্চ দেবানামুভয়োর্লোকয়োরপি ॥ ২৩ ॥

আর এই যে কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, রক্তচক্ষুর্বিশিষ্ট, একজিহ্বাযুক্ত, এবং পুনঃ পুনঃ লিহ্যমান চতুর্থমুখ, ইহার নাম কলিযুগ, ইহা সর্ব্বলোকের ভীতিপ্রদ; এই ভীষণ মুখকে কল্পের চতুর্থ মুখ কহে ॥ ১৭—১৮ ॥

এই কলিযুগে সুখ ও মোক্ষ থাকিবে না, এবং প্রজাগণ এই যুগে কালগ্রস্ত হইবে ॥ ১৯ ॥

সত্যযুগে ব্রহ্মা পূজনীয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু এবং আমি চারিযুগেই পূজিত হইয়া থাকি ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটি কলাস্বরূপ। এই চারিযুগেই মহেশ্বর চারিটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

আমিই জন এবং তোমাদিগের জন্মকারক, কালপ্রবর্ত্তক কাল, যুগকর্ত্তা, পরাৎপর ও পরমাশ্রয়স্বরূপ ॥ ২২ ॥

কলিযুগ উপস্থিত হইলে আমি লোকসমূহের হিতসাধন এবং দেবগণ ও

তদা ভব্যশ্চ পূজ্যশ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ।
তস্মাৎ ভয়ং ন কার্য্যঞ্চ কলিং প্রাপ্য মহৌজসঃ ॥ ২৪ ॥
এবমুক্তা ততঃ সর্ব্বা দেবতা ঋষিভিঃ সহ।
প্রণম্য শিরসা দেবং পুনরূচুর্জগৎপতিম্ ॥ ২৫ ॥

দেবর্ষয় উচুঃ।

মহাতেজা মহাকায়ো মহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ।
ভীষণঃ সর্ব্বভূতানাং কথং কালশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৬ ॥

মহাদেব উবাচ।

এষ কালশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
লোকসংরক্ষণার্থায় অতিক্রামতি সর্ব্বশঃ ॥ ২৭ ॥
নাসাধ্যং বিদ্যতে চাস্য সর্ব্বস্মিন্ সচরাচরে।
কালঃ সৃজতি ভূতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

উভয় লোকের অভয়প্রদান নিমিত্ত মঙ্গল্য ও পূজ্য হইব। অতএব হে মহাতেজস্বিন্ সুরশ্রেষ্ঠগণ! কলিযুগ উপস্থিত হইলে আপনাদিগের কোনই ভয়ের কারণ নাই ॥ ২৩—২৪ ॥

তখন সমুদায় দেবতা ও ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপতি মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৫ ॥

দেবর্ষিগণ কহিলেন, 'মহাতেজস্বী, মহাকায়, মহাবীর্য্যশালী, মহাদ্যুতি-সম্পন্ন ও সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর এই কাল কেন চতুর্ম্মুখ হইলেন?' ॥ ২৬ ॥

মহাদেব বলিলেন, লোক রক্ষার জন্যই এইকাল চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্দংষ্ট্রা ও চতুর্ম্মুখ হইয়া সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

সমুদায় চরাচরে এই কালের অসাধ্য কিছুই নাই; কালই সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিয়া, আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্ বশে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভূতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥ ২৯ ॥
বিক্রমস্য পদান্যস্য পূর্ব্বোক্তান্যেকসপ্ততিঃ।
তানি মন্বন্তরাণীহ পরিবৃত্তযুগক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥
একং পদং পরিক্রম্য পদানামেকসপ্ততিঃ।
যদা কালঃ প্রক্রমতে তদা মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩১ ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্।
নমস্কৃতশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২ ॥
এবং স কালো ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্।
পুনঃ পুনঃ সংহরতে সৃজতে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
অতো মন্বন্তরে চৈব দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ।
পূজ্যতে ভগবানীশো ভয়াৎ কালস্য তস্য বৈ ॥ ৩৪ ॥

সকলে কালেরই বশীভূত, কাল কাহারও বশীভূত নহেন, সুতরাং কাল সর্ব্বভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

এই কালের পূর্ব্বোক্ত একসপ্ততি পদবিক্ষেপই যুগপরিবর্ত্তন অনুসারে মন্বন্তর নামে অভিহিত ॥ ৩০ ॥

এক সপ্ততি পদসমূহ মধ্যে একপদ পরিক্রমণ করিয়া, কাল যখন অন্য পদ পরিক্রমণের আরম্ভ করেন, সেই সময়ে মন্বন্তরের ক্ষয় হয় ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ মহাদেব দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও দানবদিগের নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রকাশ ও তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ কাল এইরূপে দেবর্ষি, পিতৃ ও দানবগণের বারবার সৃষ্টি এবং বারবার সংহার করেন বলিয়া প্রতি মন্বন্তরেই কালভয়ে ভীত হইয়া, দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবগণ নিগ্রহ ও অনুগ্রহকারী ভগবান্ কালের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কলৌ কুর্য্যাত্তপো দ্বিজঃ।
প্রপন্নস্য মহাদেবং তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥ ৩৫ ॥
তস্মাদ্দেবা দিবং গত্বা অবতীর্য্য চ ভূতলে।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্॥ ৩৬ ॥
তপ ইচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং কর্ত্তুং ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
অবতারান্ কলিং প্রাপ্য করোতি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৭ ॥
এবং কালান্তরে সর্ব্বে যেঽতীতা বৈ সহস্রশঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ দেবরাজর্ষয়স্তথা॥ ৩৮ ॥
যযাতিঃ পৌরবো রাজা মনুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ।
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসিরে॥ ৩৯ ॥
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন্ তিষ্ঠন্তস্তে কৃতে যুগে।
সপ্তর্ষিভিশ্চৈব সার্দ্ধং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ॥ ৪০ ॥
গোত্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভবিষ্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বাপরে তু প্রতিষ্ঠন্তে ক্ষত্রিয়া ঋষিভিঃ সহ॥ ৪১ ॥

কলিযুগ উপস্থিত হইলে দ্বিজমাত্রেরই সমধিক যত্নসহকারে তপস্যাচরণ কর্ত্তব্য; যেহেতু তপোবলে মহাদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে, মহৎ পুণ্যফল লাভ হয়॥ ৩৫ ॥

এইজন্য দেবগণ স্বর্গে অবস্থান করিয়া এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াও নিদারুণ কলিযুগে অতিমাত্র তপস্যাচরণ এবং বারবার অবতাররূপ গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণও এই যুগে অতিমাত্র তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন॥ ৩৬—৩৭ ॥

এইরূপে বৈবস্বত মন্বন্তর মধ্যে কালাতিক্রম অনুসারে যে সকল সহস্র সহস্র দেবর্ষি, রাজর্ষি, রাজা যযাতি, পৌরব, মনু ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ অতীত হইয়া গিয়াছেন, অথবা মহাযোগবলে কালান্তর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছেন, কলিযুগ ক্ষীণ হইয়া যথাক্রমে পুনর্ব্বার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে, তাঁহারা সকলেই আবার জন্মগ্রহণ করিবেন। ভাবী ত্রেতাযুগে

কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব তথা ক্ষীণে চ দ্বাপরে।
নরাঃ পাতকিনো যে বৈ বর্ত্তন্তে তে কলৌ স্মৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং সন্তানশ্চ স্মৃতঃ শ্রুতেঃ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু যুগক্ষয়ক্রমস্তথা ॥ ৪৩ ॥
পরস্পরং যুগানাঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ।
যথা বৈ প্রকৃতিস্তেভ্যঃ প্রবৃত্তানাং যথাক্ষয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে।
কৃতেয়ং সঙ্কুলা সর্ব্বা ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ।
দিবংগতানহন্তেভ্যং কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত ॥ ৪৫ ॥
ঐড়স্যেক্ষ্বাকুবংশস্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে।
রাজানঃ শ্রেণিবন্ধাস্তু তথাঽন্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥ ৪৬ ॥

সপ্তর্ষিগণ সহ ক্ষত্রিয়বংশ এবং দ্বাপরযুগে ঋষিগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইবেন ॥ ৩৮—৪১ ॥

ত্রেতাযুগের অবসানে দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, তাহাও যখন নিবর্ত্তিত হইবে, তখন পুনরাগত সেই কলিযুগে পাতকিনরগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৪২ ॥

এইরূপে সপ্তমন্বন্তরের বিস্তারবিষয়ক শ্রুতি কীর্ত্তিত আছে। এই সমুদায় মন্বন্তরে যেরূপে ক্রমশঃ যুগক্ষয়, পরস্পর যুগসমূহের উৎপত্তি, ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, তাঁহাদিগের আদি প্রকৃতি এবং উৎপন্ন বংশসমূহের ক্ষয় হয়, যথাক্রমে তৎসমুদায়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

এক্ষণে জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইলে, যে সকল ক্ষত্রিয়রাজগণ বিপন্ন স্ত্রীদিগকে নিয়মভ্রষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গগত রাজসমূহের বিষয় আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিব ; শ্রবণ করুন ॥ ৪৫ ॥

এই ভূমণ্ডল মধ্যে যে রাজসমূহ যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ঐড়কে ইক্ষ্বাকুবংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ॥ ৪৬ ॥

ঐড়বংশেঽথ সম্ভূতা যথা চেক্ষ্বাকবো নৃপাঃ।
তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামভিষেচিতম্ ॥ ৪৭ ॥
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তারো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।
ভোজস্তু ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্‌যথাবিশৎ ॥ ৪৮ ॥
তেষতীতাস্তু রাজানো ব্রুবতস্তান্নিবোধত।
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং হৈহয়ানাং তথা শতম্ ॥ ৪৯ ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বেকশতং অশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতং বৈ ব্রহ্মদত্তানামীরিণাং বীরিণাং তথা ॥ ৫০ ॥
ততঃ শতন্তু কৌলানাং শতং কাশিকুলাদয়ঃ।
তথাঽপরং সহস্রন্তু যেঽতীতাঃ শশবিন্দবঃ।
ঈজিরে অশ্বমেধৈস্তু সর্ব্বৈর্নিযুতদক্ষিণৈঃ ॥ ৫১ ॥ *

ঐড়বংশ হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি একশত ইক্ষাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ভোজবংশীয় তিনশত সংখ্যক রাজগণ দিক্‌বিভাগ-অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করেন ॥ ৪৮ ॥

তাঁহাদিগের অবসানে অন্যান্য যাঁহারা বিগত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় একশত, হৈহয়বংশীয় এক-শত, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় একশত, জনমেজয়বংশীয় অশীতি, ব্রহ্মদত্তবংশীয় এক শত, মীরি ও বীরিবংশীয় একশত, কৌলবংশীয় একশত, কাশিকুল প্রভৃতি একশত এবং শশবিন্দুবংশীয় সহস্র নৃপ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; ইহারা সকলেই নিযুত দক্ষিণাসমন্বিত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪৮—৫১ ॥

---

* "এবং রাজর্ষয়োঽতীতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মনোর্বৈবস্বতশ্চৈব বর্ত্তমানেঽন্তরে শুভে।"
ইত্যধিকপাঠঃ। গ, ঘ।

এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যা বিস্তরেণ তু।
বক্তুং রাজর্ষয়ঃ কৃৎস্না যেঽতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সহ ॥ ৫২ ॥
এতে যযাতিবংশস্য বভূবুর্বংশবর্দ্ধনাঃ।
কীর্ত্তিতাঃ দ্যুতিমন্তস্তে যে লোকান্ তারয়ন্তি বৈ ॥ ৫৩ ॥
লভন্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভানিহলৌকিকান্।
আয়ুঃ পুত্রো ধনং কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং ভূতিরেব চ ॥ ৫৪ ॥
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবংশস্য ধীমতাম্।
তথোক্তা লৌকিকাশ্চৈব ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ ॥ ৫৫ ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫৬ ॥
কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্র উচ্যতে।
তস্মাচ্চতুঃশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫৭ ॥

যুগযুগান্তরে যে যে রাজর্ষিগণ গত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করা অসাধ্য ; সুতরাং সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় কথিত হইল ॥ ৫২ ॥

সম্প্রতি যে যে রাজগণ লোকপালন করিতেছেন, ইহারা যযাতিবংশের বংশবিস্তারকারক। এই দ্যুতিমান্ রাজগণের নামচরিতাদি কীর্ত্তন করিলে লোকগণকে তারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

এই রাজগণের পঞ্চবংশ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হয় ॥ ৫৪ ॥

যিনি এই বুদ্ধিমান্ রাজগণের পঞ্চবংশের কথা ধারণ ও শ্রবণ করেন ; তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫৫ ॥

সত্যযুগের বৎসর সংখ্যা চারি সহস্র, তাহার সন্ধ্যাকাল চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশ কালও তৎপরিমিত ॥ ৫৬ ॥

সত্যযুগের পাদের নাম প্রক্রিয়াপাদ, তাহার পরিমাণও চারি সহস্র ; এইজন্যই ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ চারিশত হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

ত্রেতাদীনি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫৮ ॥
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সংন্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা।
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে ॥ ৬০ ॥
কলের্বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ ॥ ৬১ ॥
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
স সন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ ॥ ৬২ ॥
এতৎ দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চপঞ্চ চ ॥ ৬৩ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকৈরেবদ্বে সহস্রে তথাঽপরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্রেতাযুগের বর্ষসংখ্যা তিন সহস্র; এই যুগজাত মুনিগণের সংখ্যাও তিন সহস্র। ইহার সন্ধ্যাকাল তিনশত বৎসর, সন্ধ্যাংশ কালও ঐ পরিমিত, এই ত্রেতাযুগের অনুষঙ্গ নামক পাদসংখ্যা তিন সহস্র। দ্বাপর যুগের বৎসর পরিমাণ দুই সহস্র, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কাল প্রত্যেকের পরিমাণ দুইশত বৎসর; দ্বাপরের পাদকে উপোদ্ঘাত নামক তৃতীয়পাদ কহে ॥ ৫৮—৬০ ॥

সংখ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণ কলিযুগের বর্ষসংখ্যা এক সহস্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশকাল শতবৎসর ॥ ৬১ ॥

চতুর্থ কলিযুগের পাদের নাম সংহারপাদ। এইরূপে চারিযুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ, সমুদায়ের কালপরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর, ইহাই চতুর্যুগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ পাদসংখ্যানুসারে শ্লোক সংখ্যা দশসহস্র, তৎপরে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের আরও দুই সহস্র সংখ্যা তাহাতে সন্নিবেশিত করিলে দ্বাদশ সহস্র

যথা বেদশ্চতুঃশাখশ্চতুষ্পাদং তথা যুগম্।
যথা যুগঞ্চতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
চতুষ্পাদং পুরাণং হি ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥ ৬৫ ॥ *

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে যুগধর্ম্মনিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্বায়ম্ভুববংশবর্ণনম্।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেম্বিহ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে জায়ন্তে নামরূপতঃ ॥ ১ ॥
দেবা হ্যষ্টবিধা যে চ তস্মিন্ মন্বন্তরেঽধিপাঃ।
ঋষয়ো মানবাশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাভিমানিনঃ ॥ ২ ॥

হয়; এই দ্বাদশ সহস্রপরিমিত শ্লোককে কবিগণ (ব্রহ্মাণ্ড) পুরাণ কহেন ॥ ৬২—৬৪ ॥

ব্রহ্মা যেরূপ বেদকে চতুঃশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পুরাকালে এই পুরাণকে চতুষ্পাদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে যুগধর্ম্মনিরূপণ নামক বত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

সূত কহিলেন, অতীত ও অনাগত সমুদায় মন্বন্তরেই যে সকল বিবিধ দেবতা মন্বন্তরাধিপতি ঋষি ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামরূপানুসারে সমান অভিমানী ॥ ১—২ ॥

* "এবমেষা প্রজাসৃতিস্তাবদেব বিনিঃসৃতা।
ভূতেষু পরমা দিব্যা পরমৈশ্বর্য্যসম্মতা ॥
এবমেষ মহাদেবঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ।
প্রজাশ্চানুপমাঃ সৃষ্ট্বা সর্গাদুপররামহ ॥"
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। গ, ঘ।

মহর্ষিসর্গঃ ক্রান্তো বৈ বংশে স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ রাজসর্গং নিবোধত ॥ ৩ ॥
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পৌত্রাস্তু তৎসমাঃ ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপাসপত্তনা ॥ ৪ ॥
সসমুদ্রা করবতী প্রতিবর্ষন্নিবেশিতা ।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা ॥ ৫ ॥
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ।
প্রজাসর্গং তপোযুক্তৈস্তৈরিয়ং বিনিবেশিতা ॥ ৬ ॥
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাকামাৎ বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত ।
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৭ ॥
কন্যে দ্বে দশপুত্রাংশ্চ সম্রাট্ কুক্ষিশ্চ তে শুভে ।
তয়োর্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রজাপতিসমা দশ ॥ ৮ ॥
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৯ ॥

মহর্ষিগণের সৃষ্টিকথা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এখন স্বায়ম্ভুববংশ ও রাজসর্গ আনুপূর্ব্বিক বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর তাঁহারই ন্যায় সমগুণাবলম্বী দশটি পৌত্র ছিলেন, তাঁহারা এই সপ্তদ্বীপময়ী সমুদ্রপরিবেষ্টিতা করবতী পৃথিবীকে এক একটি বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রতিপালন করিতেন। এই স্বায়ম্ভুব পৌত্রগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথম সময়ে প্রিয়ব্রতের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া প্রজাসৃষ্টি, তপস্যাচরণ ও যোগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪—৬ ॥

প্রজাকাম বীরবর প্রিয়ব্রত হইতে প্রজাপতি কর্দ্দমের ঔরসজাতা মহাভাগ্যবতী কন্যার গর্ভে দুই কন্যা ও দশটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যাদ্বয়ের নাম সম্রাট্ ও কুক্ষি, ইহাদিগের প্রজাপতিতুল্য দশটি বীর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র ॥ ৭—৯ ॥

প্রিয়ব্রতোঽভিষিচ্যৈতান্ সপ্তসপ্তসু পার্থিবান্।
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবোধত ॥ ১০ ॥
জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রং সুমহাবলম্।
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥
শাল্মলী তু বসুশ্চৈব রাজানমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি হব্যঞ্চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতিঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাধীতঃ সুতোঽভবৎ।
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ ॥ ১৪ ॥
মহাধীতং স্মৃতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।
নাম্না তু ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ড উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
হব্যো ব্যজনয়ৎ পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ।
জলজঞ্চ কুমারঞ্চ সুকুমারং মণীচকম্।
কুসুমোত্তরং মোদাকং সপ্তমঞ্চ মহাদ্রুমম্ ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ব্রত ইহাদিগের মধ্যে সাতটি পুত্রকে সপ্তদ্বীপের অধিপতি করেন। তন্মধ্যে যিনি যে দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥

প্রিয়ব্রত মহাবল অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপে, বসুকে শাল্মলীদ্বীপে, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হব্যকে শাকদ্বীপে এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে অধিপতি করিয়াছিলেন ॥ ১১—১৩ ॥

পুষ্করদ্বীপে সবনের মহাধীত ও ধাতকী নামক দুইটি শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উভয়ের নামানুসারে মহাধীত এবং ধাতকীখণ্ড নামে বর্ষও বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৪—১৫ ॥

শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের সাতটি পুত্র, তাঁহাদিগের নাম জলজ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুসুমোত্তর, মোদাক ও মহাদ্রুম ॥ ১৬ ॥

জলজং জলজস্যাথ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে।
কুমারস্য চ কৌমারং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭ ॥
সুকুমারং তৃতীয়ন্তু সুকুমারস্য কীর্ত্তিতম্।
মণীচকস্য চতুর্থং মাণীচকমিহোচ্যতে ॥ ১৮ ॥
কুসুমোত্তরস্য বৈ বর্ষং পঞ্চমং কুসুমোত্তরম্।
মোদাকস্য তু মৌদাকং বর্ষং ষষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥
মহাদ্রুমস্য নাম্না তু সপ্তমন্তু মহাদ্রুমম্।
তেষান্তু নামভিস্তানি সপ্ত বর্ষাণি যানি বৈ ॥ ২০ ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরস্যাপি পুত্রা দ্যুতিমতস্তু বৈ।
কুশলো মনোনুগোষ্ণঃ পাবনশ্চান্ধকারকঃ ॥ ২১ ॥
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সুতা দ্যুতিমতস্তু বৈ।
তেষাং স্বনামভির্দ্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রয়াঃ শুভাঃ ॥ ২২ ॥
কুশস্তু দেশঃ কুশলঃ মনোগস্তু মনোনুগঃ।
উষ্ণস্যোষ্ণঃ স্মৃতো দেশঃ পাবনস্যাপি পাবনঃ।
অন্ধকারকদেশস্তু অন্ধকারস্তু কীর্ত্ত্যতে ॥ ২৩ ॥

ইহাদিগের মধ্যে জলজাধিকৃত প্রথম বর্ষের নাম জলজ, কুমারাধিকৃত দ্বিতীয় বর্ষের নাম কৌমার, সুকুমারাধিকৃত তৃতীয় বর্ষের নাম সুকুমার, মণীচকের অধিকৃত চতুর্থ বর্ষের নাম মাণীচক, কুসুমোত্তরের অধিকৃত পঞ্চমবর্ষের নাম কুসুমোত্তর, মোদাকাধিকৃত ষষ্ঠবর্ষের নাম মৌদাক, এবং মহাদ্রুমাধিকৃত সপ্তম বর্ষের নাম মহাদ্রুম। এইরূপে সপ্ত পুত্রের নামানুসারে সাতটি বর্ষের সাতটি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৭—২০ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর দ্যুতিমানের কুশল, মনোনুগ, উষ্ণ, পাবন, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামক সাত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদিগেরও স্ব স্ব নামানুসারে ক্রৌঞ্চদ্বীপের মঙ্গলময় বর্ষসমূহ বিভক্ত হইয়াছে ॥ ২১—২২ ॥

কুশলের অধিকৃত দেশের নাম কুশল, মনোনুগের অধিকৃত দেশের নাম মনোনুগ এবং উষ্ণাধিকৃত দেশের নাম উষ্ণ, পাবনের অধীনস্থ বর্ষের নাম পাবন,

মুনেস্তু মুনিদেশো বৈ দুন্দুভেদুন্দুভিঃ স্মৃতঃ।
এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাস্বরাঃ॥ ২৪॥
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈতে সুমহৌজসঃ।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব স্বৈরথো লবণো ধৃতিঃ।
ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ॥ ২৫॥
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্।
তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্॥ ২৬॥
পঞ্চমং ধৃতিমদ্বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্।
সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৭॥
তেষাং দেশাঃ কুশদ্বীপে তৎসমা নাম এব তু।
আশ্রমাচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ॥ ২৮॥
শাল্মলস্যেশ্বরঃ সপ্ত পুত্রাস্তে তু বপুষ্মতঃ।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা॥ ২৯॥

অন্ধকারকের অধিকৃত দেশের নাম অন্ধকার, মুনির অধীনস্থ দেশের নাম মুনি-দেশ এবং দুন্দুভির অধিকৃত দেশের নাম দুন্দুভি। ক্রৌঞ্চদ্বীপ মধ্যে এই সপ্তদেশ বিশেষ বিখ্যাত॥ ২৩—২৪॥

কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানেরও সাতটি পুত্র হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান্, স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল॥ ২৫॥

ইহাদিগেরও স্ব স্ব নামানুসারে প্রথম বর্ষের নাম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বর্ষের নাম বেণুমণ্ডল, তৃতীয়ের নাম স্বৈরথাকার, চতুর্থের নাম লবণ, পঞ্চমের নাম ধৃতি-মান্, ষষ্ঠের নাম প্রভাকর এবং সপ্তম কপিলাধিকৃতবর্ষের নাম কপিল॥ ২৬-২৭॥

কুশদ্বীপ মধ্যে তাঁহাদিগের স্ব স্ব সমান নামযুক্ত এই সমস্ত দেশ, আশ্রম ও আচারযুক্ত প্রজাসমূহে পরিবেষ্টিত॥ ২৮॥

শাল্মলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানেরও সাতটি পুত্র—তাঁহাদিগের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ॥ ২৯॥

শ্বেতস্য শ্বেতদেশস্তু হরিতস্য হরিদ্বতঃ।
জীমূতস্য চ জীমূতো রোহিতস্য চ রোহিতঃ॥ ৩০॥
বৈদ্যুতো বৈদ্যুতস্যাপি মানসস্যাপি মানসঃ।
সুপ্রভঃ সুপ্রভস্যাপি সপ্তৈতে দেশনামকাঃ॥ ৩১॥
প্লক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপাদনন্তরম্।
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা নৃপাঃ॥ ৩২॥
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়স্তেষাং দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ স্মৃতঃ।
সুখোদয়স্তৃতীয়স্তু চতুর্থানন্দ উচ্যতে॥ ৩৩॥ *
শিবস্তু পঞ্চমস্তেষাং ক্ষেমকঃ ষষ্ঠ উচ্যতে।
ধ্রুবস্তু নামভিস্তেষাং পুত্রা মেধাতিথেঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪॥
সন্তাননামভিস্তেষাং সপ্ত বর্ষাণি তানি চ।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবকং তথা॥ ৩৫॥

শ্বেতাধিকৃত দেশের নাম শ্বেতদেশ, রোহিতাধিকৃত দেশের নাম রোহিত, জীমূতের দেশের নাম জীমূত, হরিতের দেশের নাম হারিত, বৈদ্যুতের দেশের নাম বৈদ্যুত, মানসের দেশের নাম মানস এবং সুপ্রভাধিকৃত দেশের নাম সুপ্রভ; এইরূপে এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তদেশ প্রসিদ্ধ॥ ৩০—৩১॥

জম্বুদ্বীপের পর এই প্লক্ষদ্বীপের বিষয়ও আমি বর্ণনা করিব। প্লক্ষদ্বীপেশ্বর মেধাতিথিরও সাতটি পুত্র হইয়াছিল; তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তভয় জ্যেষ্ঠ, শিশির দ্বিতীয়, সুখোদয় তৃতীয়, আনন্দ চতুর্থ, শিব পঞ্চম, ক্ষেমক ষষ্ঠ, ধ্রুব সপ্তম, ইহারা মেধাতিথির পুত্র. এই সপ্ত পুত্রের স্ব স্ব নামানুসারেই সপ্ত বর্ষের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়,

---

* "তস্যাচ্ছান্তভয়াচ্চৈব শিশিরস্তু সুখোদয়ঃ।
আনন্দশ্চ ধ্রুবশ্চৈব ক্ষেমকশ্চ শিবস্তথা।
তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ।"
ইতি মুঃ পুঃস্থ পাঠঃ।

তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ।
নিবেশিতানি তৈস্তানি পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৩৬ ॥
মেধাতিথেস্তু পুত্রৈস্তৈঃ প্লক্ষদ্বীপনিবাসিভিঃ।
বর্ণাশ্রমাচারযুতাঃ প্লক্ষদ্বীপে প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্লক্ষদ্বীপাদিকেষেবু শাকদ্বীপান্তরেষু বৈ।
জ্ঞেয়াঃ পঞ্চ স্বধর্ম্মা বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ॥ ৩৮ ॥
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ বলং বর্ণঞ্চ নিত্যশঃ।
পঞ্চস্বেতেষু দ্বীপেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
প্লক্ষদ্বীপপরিক্রান্তং জম্বুদ্বীপং নিবোধত।
অগ্নীধ্রং জ্যেষ্ঠদায়াদং কন্যাপুত্রং মহাবলম্।
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চত্তং জম্বুদ্বীপেশ্বরং নৃপম্ ॥ ৪০ ॥
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমৌজসঃ।
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতিখ্যাতস্তস্য কিংপুরুষোঽনুজঃ ॥ ৪১ ॥

আনন্দ, ধ্রুবক, ক্ষেমক ও শিব। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সপ্তবর্ষ তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২—৩৬ ॥

এই প্লক্ষদ্বীপনিবাসী মেধাতিথির পুত্রগণ প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রজাসমূহকে বর্ণানুসারে আশ্রম ও আচারযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত দ্বীপসমূহে বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে পাঁচটি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল; যথা সুখ, আয়ুঃ, রূপ, বল ও নিত্য ধর্ম্মাচরণ। উক্ত পাঁচটীর মধ্যে সমুদায় নিয়মই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত ॥ ৩৮—৩৯ ॥

অতঃপর সপ্তদ্বীপ মধ্যে পরিগণিত জম্বুদ্বীপের বিষয় শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত কন্যা পুত্র সর্ব্ব মহাবলশালী অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অগ্নীধ্রের প্রজাপতিতুল্যবলশালী নয়টি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নাভি, তৎকনিষ্ঠের নাম

হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ ।
রম্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ পুত্ত্রো হিরণ্বান্ ষষ্ঠ উচ্যতে ॥ ৪২ ॥ *
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রাশ্বো হ্যষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
নবমঃ কেতুমালস্তু তেষাং দেশান্নিবোধত ॥ ৪৩ ॥
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বন্তু পিতা দদৌ ।
হেমকূটস্তু যদ্বর্ষং দদৌ কিংপুরুষায় তৎ ॥ ৪৪ ॥
নিষধং যৎ স্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদ্দদৌ ।
মধ্যমং যৎ সুমেরোস্তু স দদৌ তদিলাবৃতে ॥ ৪৫ ॥
নীলস্তু যৎ স্মৃতং বর্ষং রম্যায় তৎ পিতা দদৌ ।
শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ পিত্রা দত্তং হিরিণ্বতে ॥ ৪৬ ॥
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ ।
বর্ষং মাল্যবতশ্চাপি ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় তদ্দদৌ ।
ইত্যেতানি মহান্তীহ নব বর্ষাণি ভাগশঃ ॥ ৪৮ ॥

কিংপুরুষ, তৃতীয়ের নাম হরিবর্ষ, চতুর্থের নাম ইলাবৃত, পঞ্চমের নাম রম্য, ষষ্ঠের নাম হিরণ্বান্, সপ্তমের নাম কুরু, অষ্টমের নাম ভদ্রাশ্ব এবং নবমের নাম কেতুমাল। ইঁহাদিগের অধিকৃত দেশসমূহের নাম শ্রবণ করুন ॥ ৪০—৪৩ ॥

পিতা অগ্নীধ্র হিমাহ্ব নামক দক্ষিণ বর্ষ নাভিকে, হেমকূট নামক বর্ষ কিম্পুরুষকে, নিষধ নামক বর্ষ হরিবর্ষকে, সুমেরুর মধ্যস্থ বর্ষ ইলাবৃতকে, নীলনামক বর্ষ রম্যকে, শ্বেত নামক উত্তরবর্ষ হরিণ্বানকে, শৃঙ্গবানের উত্তরস্থ বর্ষ কুরুকে, মাল্যবান্ বর্ষ ভদ্রাশ্বকে ও গন্ধমাদন বর্ষ কেতুমালকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা অগ্নীধ্র সুবৃহৎ নববর্ষ বিভাগপূর্ব্বক,

* "হরিম্মান্ ষষ্ঠ উচ্যতে।" ইতি মু° পু° পাঠঃ।

অগ্নীধ্রেষু সর্ব্বেষু পুত্ত্রাংস্তানভ্যষিঞ্চত।
যথাক্রমং স ধর্ম্মাত্মা তপসে বনমাশ্রিতঃ॥ ৪৯॥
ইত্যেতৈঃ সপ্তভিঃ কৃৎস্নাঃ সপ্তদ্বীপে নিবেশিতাঃ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্ত্রৈস্তৈঃ পৌত্ত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু॥ ৫০॥
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ শুভানি তু।
তেষাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ॥ ৫১॥
বিপর্য্যয়ো ন তেষস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন তেষস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বেব তু সর্ব্বশঃ॥ ৫২॥
নাভেহি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাহ্বে তন্নিবোধত।
নাভিস্ত্বজনয়ৎ পুত্ত্রং মরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভং পার্থিবশ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্ষত্রস্য পূর্ব্বজম্॥ ৫৩॥

তাহাতে পুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন॥ ৪৪—৪৯॥

এইরূপেই স্বায়ম্ভুবের পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ মধ্যে সপ্তজন কর্ত্তৃক সপ্তদ্বীপও নিবেশিত হইয়াছে॥ ৫০॥

কিম্পুরুষ প্রভৃতি যে আটটি মঙ্গলকর বর্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলে স্বাভাবিক সিদ্ধির নির্দ্দেশ থাকায় অনায়াসেই সুখজনক সিদ্ধিলাভ হয় এবং সেইস্থলে শীতোষ্ণাদি বিপরীত ধর্ম্মজন্য দুঃখ, জরা ও মৃত্যুভয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও যুগাবস্থার উত্তম, মধ্যম বা অধমতা বিভাগ পরিলক্ষিত হয় না॥ ৫১—৫২॥

সম্প্রতি হিমালয়নিবাসী নাভিরাজের বংশ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাতেজস্বী নাভি মরুদেবীর গর্ভে যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণের আদিপুরুষ তিনি রাজশ্রেষ্ঠ ঋষভ নামক পুত্র উৎপাদন করেন॥ ৫৩॥

ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোঽভিষিচ্যাথ ভরতং পুত্রং প্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ॥ ৫৪॥
হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ।
তস্মাত্তদ্ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৫৫॥
ভরতস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
বভূব তস্মিংস্তদ্রাজ্যং ভরতঃ সোঽভ্যষেচয়ৎ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীকো বনং রাজা বিবেশ হ॥ ৫৬॥ *
তৈজসস্তু সুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।
তৈজসস্যাত্মজো বিদ্বান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতিশ্রুতঃ॥ ৫৭॥
পরমেষ্ঠী সুতশ্চাথ নিষধস্য ব্যজায়ত।
প্রতীহারকুলে তস্য নাম্না জজ্ঞে তদন্বয়াৎ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্যাপি ধীমতঃ॥ ৫৮॥

ঋষভ হইতে মহাবীর ভরত জন্মলাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ ঋষভ জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে দক্ষিণদিক্‌স্থিত হিমাহ্ব নামক বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যাধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ভরতের নামানুসারেই পণ্ডিতগণ এই বর্ষকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ৫৪—৫৫॥

ভরতের পুত্রের নাম সুমতি, তিনি অতিমাত্র বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ভরত এই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন॥ ৫৬॥

সুমতির পুত্রের নাম তৈজস, ইনি নিরতিশয় প্রজাপালক ও শত্রুনাশক ছিলেন। তৈজসের পুত্রের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইনিও বিদ্বান্ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৫৭॥

ইন্দ্রদ্যুম্নের মৃত্যুকাল প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে, পরমেষ্ঠী নামক তাঁহার

---

* "দিগ্‌বাসসাতু ভূত্বা বৈ বনং রাজা বিবেশহ।
সর্ব্বমেবং পরিত্যজ্য মহাপ্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ॥
অগ্রোধীতাং মুখে কৃত্বা দিবমারুরুহে ততঃ।"
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। গ, ঘ,।

উন্নেতা প্রতিহর্ত্তুস্তু ভবস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ। *
উদ্গীথস্তস্য পুত্রোঽভুৎ প্রাপ্তারিশ্চাপি তৎ সুতঃ ॥৫৯॥ †
প্রাপ্তারেস্তু বিভুঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্য সুতো মতঃ।
পৃথোশ্চাপি সুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥
গয়স্য তু নয়ঃ পুত্রো নয়স্যাপি সুতো বিরাট্। ‡
বিরাট্ সুতো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্য সুতোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥
ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌমনঃ। §
ভৌমনস্য সুতস্ত্বষ্টা বিরজাস্তস্যচাত্মজঃ ॥ ৬২ ॥
রজো বিরজসঃ পুত্রঃ শতজিদ্রজসস্তথা।
তস্য পুত্রশতঞ্চাসীদ্রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৬৩ ॥

এক প্রিয়দর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; প্রতীহার বংশে ইহার জন্ম হওয়ায় ইনি প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধীমান্ প্রতিহর্ত্তার পুত্রের নাম উন্নেতা ; উন্নেতার পুত্র নাম ভব ; ভবের উদ্গীথ নামক পুত্র হইয়াছিল, তাঁহার পুত্রের নাম প্রাপ্তারি। প্রাপ্তারির পুত্রের নাম বিভু, বিভুর পুত্রের নাম পৃথু, পৃথুর পুত্রের নাম নক্ত এবং নক্তের পুত্রর নাম গয় ॥ ৫৮—৬০ ॥

গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্রের নাম বিরাট্। এই বিরাটের ধীমান্ নামক এক মহাবীর্য্যশালী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥

ধীমানের পুত্রের নাম মহান্, মহানের পুত্রের নাম ভৌমন, ভৌমনের পুত্রের নাম ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্রের নাম বিরজা, বিরজের পুত্রের নাম রজঃ, এবং রজের পুত্রের নাম শতজিৎ এই শতজিতের একশত পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাজ্যপালনে নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

* "ভুবস্তস্য সুতঃস্মৃতঃ।" ইতি মু° পু° পাঠঃ।
† "প্রস্তারিশ্চাপি।" ইতি মু° পু° পাঠঃ।
‡ "নরঃ পুত্রো নরস্যাপি সুতো বিরাট্।" ইতি মু° পু° পাঠঃ।
§ "ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌবনঃ।
ভৌবনস্য সুতস্ত্বষ্টা অরিজস্তস্য চাত্মজঃ।" ইতি মু° পু° পাঠঃ।

বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ।
তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তখণ্ডং কৃতং পুরা॥ ৬৪॥
তেষাং বংশপ্রসূতৈস্তু ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা।
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি যুগাখ্যান্যেকসপ্ততিঃ॥ ৬৫॥
যেহতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সার্দ্ধং রাজানস্তে তদন্বয়াঃ।
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং শতশোহথ সহস্রশঃ॥ ৬৬॥
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ।
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ॥ ৬৭॥
যক্ষভূতপিশাচৈশ্চ মনুষ্যমৃগপক্ষিভিঃ।
তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ত্ততে॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভরতবংশানুকীর্ত্তনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

ঐ সকল পুত্রগণ মধ্যে প্রধানের নাম বিশ্বজ্যোতিঃ। এই বিশ্বজ্যোতিঃ-প্রভৃতি সমুদায় পুত্রই স্ব স্ব বংশের বিস্তার সাধন করিয়া পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন॥ ৬৪॥

তাঁহাদিগের বংশধরগণই সত্য ত্রেতা প্রভৃতি একসপ্ততি যুগকাল এই ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন॥ ৬৫॥

সেই পূর্ব্ববর্ত্তী শত সহস্র রাজগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যথাক্রমে রাজ্যশাসন করিয়া যুগের সহিত তাঁহারাও বিগত হইয়াছেন॥ ৬৬॥

যে স্বায়ম্ভুব বংশ দ্বারা ঋষি, দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিসমূহে এই নিখিলজগৎ পরিপূরিত হইয়াছে; সেই স্বায়ম্ভুব বংশ বর্ণিত হইল। ইহলোকে তাঁহাদিগের এই সৃষ্টি প্রত্যেক যুগের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে॥ ৬৭—৬৮॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে ভরতবংশবর্ণন নামক তেত্রিশ অধ্যায়॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

জম্বুদ্বীপবর্ণনম্।

এবং প্রজাসন্নিবেশং শ্রুত্বা বৈ শাংশপায়নঃ।
পপ্রচ্ছ নিপুণং সূতং পৃথিব্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ১ ॥
কতি দ্বীপা সমুদ্রা বা পর্ব্বতাশ্চ কতি স্মৃতাঃ।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ।
পর্য্যায়পারিমাণ্যঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৩ ॥
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথাতথা।
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্ত চান্তর্গতানি বৈ ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

ন শক্যন্তে প্রমাণেন বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
সপ্তদ্বীপন্তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ ॥ ৫ ॥
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে।
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ ॥ ৬ ॥

মহর্ষি শাংশপায়ন সূতের নিকট প্রজাসন্নিবেশের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিমাণ কত? এবং ইহাতে কত দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদী অবস্থিত আছে? আর এই সকল মহাভূত এবং লোকালোক পর্ব্বতের প্রমাণ কিরূপ এবং এই সমুদয়ের পরিমাণ ও চন্দ্রসূর্য্যের গতির নিয়মই বা কি? দ্বীপভেদ ও অন্তর্গতদ্বীপ-সমূহের বিবরণ এই সকল বিষয় শাস্ত্রানুসারে আমাদিগকে বলুন ॥ ১—৪ ॥

সূত বলিলেন, এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে আরও সহস্র সহস্র দ্বীপ আছে, তাহা শত বৎসর বলিয়াও শেষ করা যায় না। অতএব আমি সেই সকল উপদ্বীপের কথা পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদির সহিত জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের বিষয়ই বর্ণনা করিব ॥ ৫ ॥

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যং বিভাষ্যতে ॥
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথাতথা ॥ ৭ ॥
বিস্তরান্ মণ্ডলাচ্চৈব যোজনৈস্তন্নিবোধত।
শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ৮ ॥
নানাজনপদাকীর্ণৈঃ পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বপর্ব্বতৈরুপশোভিতম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বধাতুনিবদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ।
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ১০ ॥
জম্বুদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
নবভিশ্চাবৃতঃ সর্ব্বোভুর্বনৈর্ভূতভাবনৈঃ ॥ ১১ ॥
লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥

মনুষ্যগণ তর্ক (যুক্তি) দ্বারা এই সকল দ্বীপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তর্কদ্বারা ইহার যথার্থ পরিমাণ অবধারণ করিয়া উঠা যায় না। যেহেতু এই সকল বিষয় অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অবিষয়। পদার্থ সম্বন্ধে সুতর্ক (সুযুক্তি) দেখান যায় না, সুতরাং তর্কদ্বারা দ্বীপের পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রকৃতি দ্বারা যাহা পরিব্যাপ্ত হয় না, তাহাই অচিন্ত্য, এই দ্বীপাদির পরিমাণও আমাদের প্রকৃতির অবিষয় বলিয়া অচিন্ত্য, অতএব ইহার সম্বন্ধে তর্ক প্রমাণ হইতে পারে না। জম্বুদ্বীপের আয়ামাদি শ্রবণ কর। এই জম্বুদ্বীপ স্থূল, শ্রীমান্ ও নানাবিধ প্রাণিবর্গ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শৈল্যসমুদ্ভব ধাতু ও পর্ব্বতোৎপন্ন নদী অনির্ব্বচনীয় সমৃদ্ধিশালী এবং নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জপরিবৃত নববর্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অতিশয় শোভাশালী বলিয়া বোধ হয়। এই দ্বীপ স্বসমবিস্তৃত লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ৬—১২ ॥

প্রাগায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ ষড়িমে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩ ॥
হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্।
তরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥ *
চাতুর্বর্ণস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোচ্চতমঃ স্মৃতঃ।
চূড়াকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু প্রজাপতিগুণান্বিতঃ।
নাভিবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৬ ॥
পর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণোঽসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন তৎ।
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে ॥ ১৭ ॥
ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেন মহাবলঃ।
তেনাস্য শূদ্রতাং দৃষ্ট্বা মেরোর্নামার্থকারণাৎ ॥ ১৮ ॥
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ।
তেনাস্য ক্ষত্রতা চ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥

এই জম্বুদ্বীপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তম গ্রন্থিবিশিষ্ট পূর্ব্বভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই ছয়টি বর্ষ পর্ব্বত আছে ॥ ১৩ ॥

তাহাদের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত অতিশয় হিমপ্রধান, হেমকূট পর্ব্বত স্বর্ণময় এবং নিষধ পর্ব্বত হিরণ্ময় ও প্রাতঃকালীয় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ॥ ১৪ ॥

মেরুপর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও রক্তবর্ণ এবং স্বর্ণময়; ইহা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নাভিগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তদীয় গুণপরিভূষিত ও চারিবর্ণ-(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই মেরুর চূড়ার আকৃতি চতুরস্ররূপে উচ্ছ্রিত ॥ ১৫—১৬ ॥

এই মেরুর পূর্ব্বভাগ শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ, দক্ষিণভাগ পীতবর্ণ বলিয়া বৈশ্য, পশ্চিমভাগ ভৃঙ্গপত্রসদৃশ বর্ণ বলিয়া শূদ্র, উত্তরপার্শ্ব রক্তবর্ণ বলিয়া ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৭—১৯ ॥

* "সর্ব্বর্ত্তুসুখশ্চাপি নিষধঃ পর্ব্বতো মহান্।" ইত্যপি পাঠঃ। গ, ঘ।

ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতশৃঙ্গো হিরণ্ময়ঃ ॥ ২০ ॥ †
ময়ূরবরবর্ণস্তু শাতকৌম্ভস্তু শৃঙ্গবান্। ‡
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ॥ ২১ ॥
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্র উচ্যতে।
মধ্যে ত্বিলাবৃতো যস্তু মহামেরোঃ সমন্ততঃ ॥ ২২ ॥
নবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ পর্ব্বতস্তু সঃ।
মধ্যে তস্য মহামেরোনির্ধূমইব পাবকঃ ॥ ২৩ ॥
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্।
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্র তেষাং যে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ২৪ ॥
দ্বে দ্বে সহস্রে বিস্তীর্ণে যোজনানাং তথোচ্ছ্রয়াৎ।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাত্তেষামায়াম উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ইহা বর্ণ ও পরিমাণ দ্বারা স্বভাবতই প্রসিদ্ধ নীল, বৈদূর্য্যময়, শ্বেত-শৃঙ্গ, হিরণ্ময়, ময়ূর-বরবর্ণ, শাতকৌম্ভ ও শৃঙ্গবান্ এই সিদ্ধ ও চারণগণের পরিসেবিত শ্রেষ্ঠতর পর্ব্বত সকল ইহার মধ্যে বিরাজিত আছে। ইহাদের ৯ সহস্র যোজন অন্তর বিষ্কম্ভ আছে। এই মহামেরুর মধ্যভাগে ৯ হাজার যোজন বিস্তৃত ইলাবৃতবর্ষ নির্ধূম অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ২০—২৩ ॥

মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণাংশ বেদীদেশের দক্ষিণার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। এই মেরুপর্ব্বতে যে সাতটি বর্ষ আছে, তদবস্থিত বর্ষ পর্ব্বত সকলের পরিমাণ স্ব স্ব উচ্চতা অপেক্ষা দুই হাজার যোজন অধিক বিস্তৃত এবং জম্বুদ্বীপের বিস্তারানুসারে ইহাদের দীর্ঘতা অবধারণ করিতে হয় ॥ ২৪—২৫ ॥

† "শ্বেতশৃঙ্গো হিরণ্ময়ঃ।" ইত্যপি পাঠঃ। গ, ঘ।
‡ "ময়ূরঃবর্হবর্ণস্তু।" ইত্যপি পাঠঃ। মু পু।

যোজনানাং সহস্রাণি শতে দ্বে মধ্যমৌ গিরী।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাভ্যাং হীনাস্তু যেঽপরে ॥ ২৬ ॥
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ।
নবতির্দ্বাবশীত্যর্দ্ধো সহস্রাণ্যায়তাস্তু যে ॥ ২৭ ॥ *
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তানি বর্ষাণি সপ্ত বৈ।
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্তু পর্ব্বতৈরাবৃতানি চ ॥ ২৮ ॥
সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্।
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি ভাগশঃ ॥ ২৯ ॥
ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মান্নাম্না কিংপুরুষং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥
নিষধং হেমকূটস্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১ ॥
ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নামবিশ্রুতম্।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতস্তদ্ধিরণ্ময়ম্ ॥ ৩২ ॥

নীল ও নিষধ পর্ব্বত মধ্যম বলিয়া বিখ্যাত, ইহাদের বিস্তার দুই শত হাজার যোজন পরিমিত। উক্ত পর্ব্বতদ্বয় ভিন্ন হিমালয় প্রভৃতি যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাদের আয়তন ৯০ ও ৮২ হাজার যোজন ॥ ২৬—২৭ ॥

উক্ত পর্ব্বত সকলের মধ্যে বহুবিধ জনপদ এবং যথাসম্ভব সমবিষম পর্ব্বতাবৃত সাতটী বর্ষ আছে; এই সকল বর্ষ অগম্য এবং নানাবিধ নদনদী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। উক্ত বর্ষসমূহে নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অবস্থান করে ॥ ২৮—২৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত হিমালয়পর্ব্বতসংসৃষ্ট বর্ষকে ভারতবর্ষ বলে, ইহার অপর নাম হৈমবত। তৎপরবর্ত্তী হেমকূটসংসৃষ্ট বর্ষকে কিংপুরুষ, তৎপরবর্ত্তী নিষধ-সংযুক্ত বর্ষকে হরিবর্ষ ও তৎপরবর্ত্তী মেরুসংযুক্ত বর্ষকে ইলাবৃতবর্ষ কহে। ইলাবৃতের পরে নীল, রম্যক ও তৎপরে হিরণ্ময় বর্ষ অবস্থিত আছে ॥ ৩০-৩২ ॥

* "নবতির্দ্বাদশী তৌ দ্বৌ।" ইতি বা পাঠঃ। গ, ঘ।

হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরুং বিদুঃ।
ধনুঃসংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৩৩ ॥
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্।
অর্বাক্ চ নিষধস্যাথ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥
পরং নীলবতো যচ্চ বেদ্যর্দ্ধন্তু তদুত্তরম্।
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ॥ ৩৫ ॥
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতম্।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৬ ॥
উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
যোজনানাং সহস্রে দ্বে বিষ্কম্ভান্ মাল্যবান্ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥
আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৩৮ ॥
আয়ামাদথ বিস্তারান্মাল্যবানিতি বিশ্রুতঃ।
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরোঃ কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৩৯ ॥

হিরণ্ময়ের পরে শৃঙ্গবান্ ও কুরুবর্ষ। মেরুর দক্ষিণ এবং উত্তরে যে বর্ষ আছে, তাহাদের আকার ধনুকের ন্যায় ॥ ৩৩ ॥

উক্ত বর্ষ সকলের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ চতুষ্কোণ ও চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ। নিষধ পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ বেদীর দক্ষিণার্দ্ধ এবং নীলবান্ পর্ব্বতের পশ্চিমাংশই তাহার উত্তরার্দ্ধ বলিয়া জানিবে। বেদীর অর্দ্ধভাগের দক্ষিণে তিন তিনটি বর্ষ আছে। উক্ত উত্তর ও দক্ষিণস্থ বর্ষসমূহের মধ্যে মেরুমধ্যস্থ ইলাবৃত বর্ষ বিরাজ করিতেছে। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে সহস্র যোজন পরিমিত উত্তরদিকে আয়ত মালাবান্ নামক মহাশৈল, ইহা নিষধ ও নীল পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বতের ৩৪ হাজার যোজন আয়তন। মাল্যবানের পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত, ইহা মাল্যবানের ন্যায় দীর্ঘ ও বিস্তৃত। বর্ত্তুলাকার জম্বুদ্বীপের ঠিক মধ্যভাগে অত্যুচ্চ, স্বর্ণময়, চতুষ্কোণ,

চতুর্ব্বর্ণঃ সুসৌবর্ণশ্চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
অব্যক্তা ধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না জলাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥
অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকম্।
চতুষ্পত্রং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৪১ ॥
ততঃ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্না বিজ্ঞয়ো দ্বিজসত্তমাঃ।
নৈককল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিবিধৈঃ প্রাগুপার্জ্জিতৈঃ ॥ ৪২ ॥
কৃতাত্মভির্বিনীতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
মহাদেবো মহাযোগী জগৎশ্রেষ্ঠো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বলোকগতোঽনন্তো হ্যমূর্ত্তিস্তাদজায়ত।
ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা ॥ ৪৪ ॥
যোগাচ্চৈবেশ্বরত্বাচ্চ সর্ব্বাত্মগত এব সঃ।
তস্য নাভ্যাং সমুৎপন্নং লোকপদ্মং সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

চতুর্বর্ণাত্মক মেরুপর্ব্বত অবস্থিত আছে, এই পর্ব্বত (মেরু) হইতেই সমুদায় অব্যক্ত ধাতু ও জলাদি উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৪—৪০ ॥

অব্যক্ত পরমাত্মা হইতে এই পৃথিবীপদ্ম, চতুষ্পত্র (বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অভিমান) ও ব্যক্ত পঞ্চগুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) উৎপন্ন হইয়াছে। মেরুপর্ব্বত এই পৃথিবীপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ ॥ ৪১ ॥

উক্ত চতুষ্পত্র হইতে অনেক কল্পার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে চিত্তবৃত্তি সমুদায় উৎপন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

নির্ম্মলচিত্ত যোগিগণসেবনীয়, সংসারাস্থির মূর্ত্তিবিহীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যোগীপ্রবর অনন্তস্বরূপ মহাদেবই এই সনাতন লোকপদ্মের আবির্ভাবের কারণ। তিনি যোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সর্ব্বত্রই অবস্থিত থাকেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

পূর্ব্বকল্পশেষ হইলে যখন পরকল্পের প্রারম্ভকাল উপস্থিত হয়, সেই কালের গতিবিধিঅনুসারে বর্ণিত লোকপদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের অধীশ্বর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মা সমুদায় জগতের স্রষ্টা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋষিগণ! আমি সেই লোকপদ্মের বীজ ও প্রজাসৃষ্টির সমুদায়

কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গতিরীদৃশী।
তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ॥ ৪৬॥
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ।
তস্য বীজং বিসর্গো হি পুষ্করস্য যথার্থবৎ॥ ৪৭॥
কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গস্তু বিস্তরেণেহ কথ্যতে।
যদঙ্গং বৈষ্ণবং কার্য্যং ততস্তন্নাভিতোঽভবৎ।
পদ্মাকারা সমুৎপন্না পৃথিবীপর্ব্বতক্রমা॥ ৪৮॥
তদস্তু লোকপদ্মস্য বিস্তরেণ প্রকাশিতম্।
বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণুত দ্বিজাঃ॥ ৪৯॥
মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ।
পদ্মকর্ণিকসংস্থানো মেরুর্নাম মহাবলঃ॥ ৫০॥
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু পূর্ব্বতঃ শ্বেত উচ্যতে।
রক্তন্তু দক্ষিণং তস্য শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপরম্॥ ৫১॥
উত্তরং তস্য পীতং বৈ শোভিবর্ণসমন্বিতম্।
মেরোস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু বেষ্টিতঃ॥ ৫২॥

অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বে যে লোক-পদ্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবপদ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত পদ্মের নাভি (মধ্য) দেশ হইতে বন ও বৃক্ষাদি বিশিষ্ট এই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪৫—৪৮॥

বর্ণিত লোকপদ্ম হইতে যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৪৯॥

মহাদ্বীপ চতুষ্টয় এই লোকপদ্মের পত্র এবং মেরুপর্ব্বত ইহার কর্ণিকা-স্বরূপ। এই মেরুর পার্শ্বদেশসমূহ নানাবর্ণবিশিষ্ট; পশ্চিম শৃঙ্গ কৃষ্ণ, পূর্ব্ব শৃঙ্গ শ্বেত, দক্ষিণ শৃঙ্গ রক্ত ও উত্তর শৃঙ্গ পীত বর্ণ। এই মেরু প্রাতঃকালীন

তরুণাদিত্যবর্ণাভো বিধূম ইব পাবকঃ।
চতুরশীতিসাহস্র উৎসেধেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তৃতস্তাবদেব তু।
শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতম্ ॥ ৫৪ ॥
বিস্তারাৎ ত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্রেঽর্দ্ধন্তু তদিষ্যতে ॥ ৫৫ ॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি যোজনানাং সমন্ততঃ।
অষ্টাভিরধিকানি স্যুঃ ত্র্যস্রে মানে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৬ ॥
চতুরস্রেণ মানেন পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
চতুঃষষ্টি সহস্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে ॥ ৫৭ ॥
স পর্ব্বতো মহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ।
ভুবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বো জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৮ ॥
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজেঃ প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাঙ্গণাঃ ॥ ৫৯ ॥

সূর্য্য ও নির্ধূম অগ্নির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। ইহার উচ্চতা ৮৪ হাজার যোজন ॥ ৫০—৫৩ ॥

এই মেরুর ১৬ হাজার যোজনপরিমিত অংশ অধঃ (নিম্ন) ভাগে নিহিত, তাহার বিস্তার ১৬ হাজার যোজন। শরাবসদৃশ মেরু-পর্ব্বতের উপরিভাগ ৩২ হাজার যোজন বিস্তৃত। এই মেরুর মণ্ডলাকার পরিধি বিস্তারের ত্রিগুণ অর্থাৎ ৯৬ হাজার যোজন, ত্রিকোণ প্রমাণে ৪৮ হাজার যোজন এবং চতুষ্কোণপ্রমাণে ৬৪ হাজার যোজন। এই মেরু অতিশয় দীপ্তিমান্ এবং নানাবিধ ঔষধিপূর্ণ, ইহা বহুতর স্বর্ণময় ভবন-দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মধ্যভাগে অবস্থিত আছে ॥ ৫৪—৫৮ ॥

এই মেরুপর্ব্বতে বহুবিধ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস ও সুদর্শন অপ্সরা-গণ বিদ্যমান আছে ॥ ৫৯ ॥

স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষ্বধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬০ ॥
ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ।
উত্তরাঃ কুরুবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৬১ ॥
কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমন্তাৎপরিমণ্ডলা।
যোজনানাং সহস্রাণি নবত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬২ ॥
চত্তরশীতিরুৎসেধাদম্বরান্তরবেষ্টিতা।
ত্রিংশতিষট্ সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
তস্য কেশরজালানি বিস্তীর্ণানি সমন্ততঃ ॥ ৬৩ ॥
সহস্রাণাং শতং পূর্ণং সাশীতীনি পৃথূনিব।
চত্বারি তস্য পত্রানি যোজনানাঞ্চতুর্দ্দশম্ ॥ ৬৪ ॥
তত্র যাঽসৌ ময়া পূর্ব্বং কর্ণিকেত্যভিশব্দিতা।
তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্রাং সমাসেন নিবোধত ॥ ৬৫ ॥

বহুভুবন সমাবৃত এই মেরুর চারিদিকে চারিটি দেশ আছে ॥ ৬০ ॥

তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব, দক্ষিণে ভরত, পশ্চিমে কেতুমাল এবং উত্তরে কুরুদেশ ; এই সকল দেশই পুণ্যশীল লোকের আবাসভূমি ॥ ৬১ ॥

এই লোকপদ্মকর্ণিকার (মেরুর) চারিদিকের পরিধি ৩৯ হাজার যোজন ; ইহার উচ্চতা ৮৪ হাজার যোজন। এই মেরুকর্ণিকার বামদিকে ৩৬ হাজার যোজন পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া তাহার কেশরজাল শোভা পাইতেছে এইরূপে স্থূলতায় শত সহস্র অশীতি যোজন বলিয়া বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত লোকপদ্মের চারিদিকে চারটি পত্র আছে, সেই পত্রগুলি অতিশয় বৃহৎ, উহা চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত ॥ ৬২—৬৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে আমি যে কর্ণিকার কথা বলিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার বিস্তার করিয়া বলিব তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৬৫ ॥

শতাশ্রিমেনং মেনেঽত্রিঃ সহস্রাশ্রিমৃষির্ভৃগুঃ।
অষ্টাশ্রিমেবং সাবর্ণিশ্চতুরস্রন্তু ভাগুরিঃ॥ ৬৬॥ *
বর্ষায়ণিস্তু সামুদ্রং শরাবঞ্চৈব গালবঃ।
উর্দ্ধশ্রেণীকৃতংগার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্॥ ৬৭॥
যদ্যদ্ যস্য হি যৎ পার্শ্বং পর্ব্বতাধিপতে ঋষিঃ।
তত্তদ্দেবাস্য বেদাসৌ ব্রহ্মৈনং বেদ কৃৎস্নশঃ॥ ৬৮॥
মণিরত্নময়ং চিত্রং নানাবর্ণপ্রভাযুতম্।
অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্॥ ৬৯॥
কান্তং সহস্রপর্ব্বাণং সহস্রোদককন্দরম্।
সহস্রশতপত্রংতং বিদ্ধি মেরুমগোত্তমম্॥ ৭০॥
মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্মণিচিত্রিতবেদিকৈঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গৈঃ তথা বিদ্রুমতোরণৈঃ॥ ৭১॥

এই মেরুপর্ব্বতকে অত্রি মুনি শতকোণ, ভৃগুমুনি সহস্রকোণ, সাবর্ণি অষ্টকোণ, ভাগুরি চতুষ্কোণ, বর্ষায়নি সমুদ্রাকৃতি, গালব শরাবাকৃতি, গার্গ উর্দ্ধবালাকৃতি (মস্তকোপরিকেশ বন্ধন করিলে যে আকার হয়) এবং ক্রোষ্টকি বর্ত্তুলাকার বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই পর্ব্বতের আকৃতি কেহই মনুষ্য জীবনে জানিতে সমর্থ হয় না। যে ঋষি এই পর্ব্বতের যেদিক্ দেখিয়াছেন, তিনি সেই দিকের আকৃতি অনুমান করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি সমুদয় পর্ব্বতাকৃতি জানিতে পারেন নাই। একমাত্র ব্রহ্মাই তাহার সর্ব্বাংশ দেখিতে সমর্থ॥ ৬৬—৬৮॥

এই পর্ব্বতোত্তম মেরু নানাবিধ মণি, রত্ন, সুবর্ণাদি বিবিধবর্ণে বিভূষিত হইয়া অতিশয় মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাতে সহস্র সহস্র গ্রন্থি, সহস্রগুণ জল পূর্ণ গুহা এবং সহস্র সহস্র পত্র আছে॥ ৬৯—৭০॥

এই পর্ব্বতে পর্ব্বে পর্ব্বে মণিরত্নভূষিত স্তম্ভ, মণিচিত্রিত বেদিকা,

---

* মেনে শতাস্রিমৃষভস্ত্রিসাহস্রং বর্ষায়ণিঃ। ইতি বা পাঠঃ। গ, ঘ।

বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতসংখ্যৈর্দিবৌকসাম্।
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৭২ ॥
তস্য পর্ব্বসহস্রেঽস্মিন্ নানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ ॥ ৭৩ ॥
তমাবসচ্চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৭৪ ॥
মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ কামফলপ্রদৈঃ।
মহাসুরসহস্রৈস্তং দিক্ষ্বনেকসমাকুলম্ ॥ ৭৫ ॥
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৭৬ ॥
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা ॥ ৭৭ ॥
ইষ্ট্যাপূজ্যানমস্কারৈরর্চ্চনীয়মথার্চ্চয়ন্ ॥ ৭৮ ॥

সুবর্ণ নির্ম্মিত মণিরত্নময় তোরণ এবং দেবগণের বহুবিধ বিমান যান শোভা পাইতেছে ॥ ৭১—৭২ ॥

এই মেরুর নানাবর্ণভূষিত পর্ব্বসমূহে দেবগণের বহুবিধ নিবাসস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৭৩ ॥

নানাদিকে বিস্তৃত সেই পর্ব্বতমধ্যে চতুর্মুখ সর্ব্বকামপ্রদ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত অবস্থিত আছেন, ঐ সকল দেবতাগণের আবাসস্থান সুবৃহৎ ও অতিশয় মনোহর ॥ ৭৪—৭৫ ॥

এই মেরুর পূর্ব্ব শৃঙ্গে ব্রহ্মর্ষিগণ-পূজিত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মনোবতী নামক ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

সেই সভাতে পিতামহ ব্রহ্মা সহস্রাদিত্যতুল্য দীপ্তিমান্ বিমান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭৭ ॥

চতুর্মুখ ব্রহ্মার এই মহাসভাতে সর্ব্বদা ঋষিসমূহের সহিত দেবগণ

যৈরচ্ছিদ্রমসংকল্পৈর্ব্রহ্মচর্য্যং মহাত্মভিঃ।
চরদ্ভিরূর্জ্জিতং ব্রহ্ম যথোক্তং ব্রহ্মচারিভিঃ ॥ ৭৯ ॥
সম্যগিষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা চ পিতৃদেবার্চ্চনে রতাঃ।
প্রাণিনঃ শুদ্ধকর্ম্মাণো বিভক্তাঃ করুণাত্মকাঃ ॥ ৮০ ॥
যমৈর্নিয়মমানৈশ্চ দৃঢ়ৈর্নির্গতকল্মষাঃ।
তেষাং নিরামশুক্লোঽসৌ ব্রহ্মলোকে স্থনিন্দিতঃ ॥ ৮১ ॥
উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাং গতীনাং পরমা গতিঃ।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানাং স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮২ ॥
ততশ্চ ক্লষ্ণে রুচিরে তরুণাদিত্যবর্চ্চসি।
মহাগিরিতটে রম্যৈরনুভুতৈর্বিচিত্রিতে ॥ ৮৩ ॥

অবস্থান করেন এবং যজ্ঞ, পূজা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজনীয় প্রজাপতির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥

মহাত্মা ব্রহ্মচারিগণ সংকল্পপরিশূন্য হইয়া যথাবিহিত উগ্রতর স্থনির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

তথায় স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিভক্ত প্রাণিগণ নিরন্তর শ্রাদ্ধ ও যাগাদি দ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের অর্চ্চনায় নিরত, তাহাদের কর্ম্মসমূহ দোষপরিশূন্য, অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মলোকে জীবগণ যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের দৃঢ়তর অনুষ্ঠান দ্বারা পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য, স্থতরাং কখন রোগশোকাদি দ্বারা অভিভূত হয় না ॥ ৮১ ॥

যত প্রকার সদ্‌গতিদায়ক স্থান আছে, এই ব্রহ্মলোক সেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত লোকের সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। এই লোক চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন আয়ত ॥ ৮২ ॥

তদনন্তর তাহার চারিপার্শ্বে মণ্ডলরূপে ব্যাপ্ত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর মনোমাত্র দ্বারা অনুভূত, অনির্ব্বচনীয় মহাগিরিতট দ্বারা বিচিত্রিত তরুণ-আদিত্য-তুল্য প্রভাশালী মনোরম মণিতোরণবিশিষ্ট কন্দরসমন্বিত বহুবিধ

নৈকরত্নপ্রভাব্যাপ্তে মণিতোরণকন্দরে।
মেরৌ সর্ব্বেষু পার্শ্বেষু সমন্তাৎ পরিমণ্ডলে ॥ ৮৪ ॥
ত্রিংশদ্‌যোজনসাহস্রে চক্রবাটে নগোত্তমে।
দশযোজনসাহস্রা চক্রবাটাযতির্ম্মতা ॥ ৮৫ ॥
নাপ্যূৰ্দ্ধতটসামান্তা নাপি ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতা।
দিগ্‌ব্যোমসদৃশাকারা স্থিতঃ সা অমরাবতী ॥ ৮৬ ॥
তিরস্কৃতৈঃ প্রভাভিস্তু সূর্য্যাদ্যৈর্জ্যোতিষাং গণৈঃ।
উদয়াস্তমনং যান্তি তেষামপ্যচলোত্তমাঃ।
জ্যোতিষাং তৎপরিভ্রামৈঃ পুরস্তাদ্ বক্ষ্যতেঽন্তরে ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ সর্ব্বামরৈঃ পূর্ণং চক্রবাটং প্রজাপতেঃ।
দুর্দ্ধরং বলদৃপ্তানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ১ ॥

রত্নসমূহের প্রভা দ্বারা সমুজ্জল মেরুপর্ব্বতে ত্রিংশৎসহস্র যোজন উচ্চ চক্রবাট গিরি আছে, উহার আয়তন দশসহস্র যোজন ॥ ৮৩—৮৫ ॥

ঐ তটের অতিশয় উচ্চেও নয় এবং অতিশয় ভূমিসমীপেও নয় এরূপ স্থানে দিগাকাশতুল্য দর্শনীয় সুবিশাল অমরাবতীনগর প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৮৬॥

উহার প্রভাজাল দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ উদয় ও অস্তাচলে গমন করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্কগণের পরিভ্রমণ পথস্থিত বলিয়া তদগ্রবর্ত্তী অচল সকলের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে চৌত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩৪ ॥

সূত বলিলেন, তৎপরে প্রজাপতির সর্ব্ববিধ অমরগণ-পরিপূরিত চক্রবাট-গিরি, উহা বলোদ্দীপ্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণের দুর্দ্ধর্ষ, এই গিরি দেবগণের

নির্য্যূহবলভীচিত্রং প্রতোলীশতমণ্ডিতম্।
তপ্তজাম্বূনদময়ং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্ ॥ ২ ॥
নানারত্নবিচিত্রাভি র্নির্ম্মিতাভির্মহাত্মনাম্।
মহাভবনকোটীভিরনেকাভির্বিভূষিতম্ ॥ ৩ ॥
তস্যৈবোত্তরপূর্ব্বেঽস্মিন্ দিগ্‌দেশে সমবর্চ্চসি।
চক্রবাটপরিক্ষিপ্তে নানারত্নবিভূষিতে।
রম্যামরগণাকীর্ণে বিশদদ্রুমমণ্ডিতে ॥ ৪ ॥
মহাভবনসংকীর্ণা বিমানশতসঙ্কুলা।
মহাবাপীশতাকীর্ণা দিব্যাদিব্যৈর্বিভূষিতা ॥ ৫ ॥
ত্রিদশানাং মহাযানৈরুপস্থানগতৈঃ সদা।
শোভিতা পুষ্করগণৈঃ পতাকাধ্বজমালিনী ॥ ৬ ॥
মহাযক্ষৈর্মহানাগৈর্মহাগন্ধর্ব্বসাধুভিঃ।
মহাপ্সরোগণৈশ্চৈব মহামুনিগণৈঃ সদা ॥ ৭ ॥
তপঃস্থানাগতৈঃ সিদ্ধৈরাকীর্ণা বিবিধাশ্রমা।
পুরন্দরপুরী রম্যা সম্বন্ধাপ্যমরাবতী ॥ ৮ ॥

মনোহর শত শত দ্বার, বলভী ও প্রতোলী দ্বারা পরিমণ্ডিত, প্রতপ্তকাঞ্চনময় এবং অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তোরণ দ্বারা পরিশোভিত এবং নানাবিধ রত্ন-খচিত কোটি কোটি প্রকাণ্ড ভবন দ্বারা বিভূষিত ॥ ১—৩ ॥

তাহার উত্তর পূর্ব্বদিগ্‌দেশ বিবিধ রত্নদ্বারা বিভূষিত, মনোজ্ঞদর্শন অমর-গণে পরিপূরিত ও মনোহর পাদপগণ দ্বারা আকীর্ণ; তথায় চক্রবাটের সমীপে সুবৃহৎ ভবনসমূহে পরিব্যাপ্ত, শত শত সুবৃহৎ বাপীসমূহ দ্বারা পরিশোভিত এবং ভবন পর্য্যন্ত—ভূমিস্থিত দেবযানসমূহ দ্বারা সুশোভিত, মনোহর, পদ্মসমূহ শোভান্বিত, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সাধু, মুনি ও তপস্যাস্থান হইতে সমা-গত সিদ্ধগণ দ্বারা আকীর্ণ বহুবিধ আশ্রমপরিপূর্ণ মনোহর অমরাবতীনাম্নী পুরন্দরপুরী অবস্থিত ॥ ৪—৮ ॥

মধ্যে তস্যা মহাপুর্য্যাঃ পরমা বজ্রবেদিকা।
সুখাবগাহা দেবানাং ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৯ ॥
প্রান্ততোরণনির্য্যূহা হেমজালপরিষ্কৃতা।
নৈকস্তম্ভসহস্রৈস্তু সর্ব্বরত্নময়ৈ র্বৃতা ॥ ১০ ॥
রত্নচিত্রমহাভৌমা চিত্রতোরণবেদিকা।
মহার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতৈঃ পরিক্লৃপ্তৈর্দুরাসদৈঃ ॥ ১১ ॥
রজ্জূপচিতসংশ্লিষ্টা বিচিত্রকটকোজ্জ্বলা।
মনোজ্ঞস্রক্কুসুমঞ্জারা বায়ুনা কিঞ্চিদীরিতা ॥ ১২ ॥
কনকোজ্জ্বলরূপাভির্মাল্যমালাভিরুজ্জ্বলা।
পারিজাতকপুষ্পাণামবলম্বৈর্বিভূষিতা ॥ ১৩ ॥
রুদ্রৈর্মরুদ্ভির্বসুভিরাদিত্যপতগেশ্বরৈঃ।
পিতৃভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহারগৈঃ ॥ ১৪ ॥
সাধ্যৈশ্চ ঋষিসংঘৈশ্চ নিয়তৈঃ নিত্যসেবিতা।
ভূত্যা পরময়া যুক্তা দ্যুতিমদ্ভিঃ সমাযুতা ॥ ১৫ ॥

ঐ মহাপুরীর মধ্যস্থলে মহেন্দ্রের মনোহর সুধর্ম্মানাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে দেবগণ ও মহাত্মা মহর্ষিগণ সুখে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, উহার প্রান্তভাগে তোরণ ও দ্বার সকল শোভা পাইতেছে, বহু রত্নময় সহস্র স্তম্ভ ঐ সভার ছাদ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সভার তলভাগ বিবিধ রত্নসমূহে বিচিত্রিত, তাহার উপর মনোহর তোরণবেদিকা, তাহার উপরিভাগ মহামূল্যরত্নখচিত দুর্লভ আস্তরণে ও আসনে পরিবৃত, উহা বিচিত্র গুণবিদ্ধ রত্নসমূহ ও বিচিত্র রত্নবলয়ে সমুজ্জ্বল। ঐ সভা মনোরম পুষ্পমাল্যসমূহে পরিশোভিত, ঐ মাল্য সকল বায়ুদ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, পারিজাত পুষ্পসমূহে বিরচিত লম্বমান মালা সকল উহার সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ সভায় দ্যুতিমান্ রুদ্র, মরুৎ, বসু, আদিত্য, পক্ষীন্দ্র, পিতৃ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মহোরগ, সাধ্য ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন,

মহেন্দ্রস্য সভা রম্যা সুধর্ম্মা লোকবিশ্রুতঃ।
তত্র সর্ষিগণা দেবাশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চ তে তদা।
সমন্তাৎ তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্ত্যতে॥ ১৬॥
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উপাস্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ॥ ১৭॥
তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্চ্চসঃ।
মহেন্দ্রস্য মহারাজ্ঞঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্॥ ১৮॥
তমিন্দ্রলোকং লোকস্য ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতম্।
দীপ্যতে ত্বমরশ্রেষ্ঠৈস্ত্রিদশৈর্নিত্যসেবিতম্॥ ১৯॥
দ্বিতীয়েঽপ্যন্তরতটে দেশো বৈ পূর্ব্বদক্ষিণে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্॥ ২০॥
নৈকরত্নার্থিততলমনেকস্তম্ভসংযুতম্।
জাম্বূনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্॥ ২১॥

সমুদয় দেবতা বাস করেন বলিয়াই এখানে দেবতেজের সমষ্টি আছে, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে॥ ৯—১৬॥

উক্ত সভায় দেবর্ষিগণসেবিত শ্রীমান্ শ্রীপতি পুরন্দরদেব দেবর্ষি ও দেবগণ দ্বারা উপাসিত হইয়া অবস্থান করেন॥ ১৭॥

লোকপতি ইন্দ্রের আদিত্যসম প্রদীপ্ত এই স্থান সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

দেবরাজের এই নিবাসস্থান বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ও দেবগণ দ্বারা সততই অতিশয় সুশোভিত দেখা যায়॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসভার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশের উচ্চতর দ্বিতীয় তটে নানাবিধ ধাতুচিত্রিত অতি দীপ্তিমান্, মনোহর, অনেকস্তম্ভবিশিষ্ট জাম্বূনদ স্বর্ণনির্ম্মিত নানাবিধ রত্নময় এক উদ্যান আছে; ইহার নিম্নভাগ বহুবিধ রত্ননির্ম্মিত বেদী দ্বারা পরিশোভিত॥ ২০—২১॥

কূটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনেকৈর্ভবনোত্তমঃ।
মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্করং জাতবেদসম্ ॥ ২২ ॥
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসভা।
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ ॥ ২৩ ॥
শিখাশতসহস্রাঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
স্তূয়তে হূয়তে চৈব তত্র সর্ষিগণৈঃ সুরৈঃ ॥ ২৪ ॥
অধিদৈবকৃতং বিপ্রৈর্বিশেষঃ স তু উচ্যতে।
স বিভাগশ্চ তেজশ্চ সর্ব্বত্রৈব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ভোগান্তরমনুপ্রাপ্ত একতেজো বিভুঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্ত্বঞ্চ হি যুক্ত্যা তু কার্য্যকারণমিশ্রিতম্ ॥ ২৬ ॥
তমগ্নিং লোকলোকজ্ঞৈস্তদ্বীর্য্যৈস্তৎপরাক্রমৈঃ।
মহাত্মভির্মহাসিদ্ধৈর্মহাভাগৈর্নমস্কৃতম্ ॥ ২৭ ॥

সেই উদ্যানে অত্যুৎকৃষ্ট এক মহামণ্ডপ আছে ইহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল, এখানে প্রভাশালী অনলদেব অবস্থান করেন ॥ ২২ ॥

এই মণ্ডপেই হুতাশনের তেজোবতী মহাসভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। এই সভাতে সর্ব্বদেবমুখ জ্বালামালী শত শত শিখাধর দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশন দেব সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। এই হুতাশন দেবই ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও হুত হইয়া থাকেন ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্রাহ্মণগণ এই অগ্নিকে অধিষ্ঠানের পার্থক্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে (সূর্য্য অগ্নি ইত্যাদিরূপে) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সূর্য্য ও অগ্নির কোন ভেদ নাই। কার্য্যকারণরূপে বিভিন্নরূপে প্রখ্যাত অগ্নিদেব অনুপম পরাক্রমশীল ও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, ইনি মাহাত্ম্যে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া থাকেন ॥ ২৫—২৭ ॥

তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥ ২৮ ॥
তথা চতুর্থদিগ্ দেশে নৈর্ঋত্যাধিপতেঃ সভা।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ২৯ ॥
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সতী ॥ ৩০ ॥
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটে শিবে ॥ ৩১ ॥
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তমা।
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ॥ ৩২ ॥
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্যবেদিকা।
তথাঽষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা।
মহাবিমানান্যেতানি দিক্ষষ্টাসু শুভানি হি ॥ ৩৪ ॥
অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
ঋষিভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ইহার দক্ষিণাংশে তৃতীয় তটে বৈবস্বতের সুসংযমা নাম্নী সভা আছে, এই সভা সর্ব্বত্র পরিচিত ॥ ২৮ ॥

চতুর্থদিকে ইহার দক্ষিণ পশ্চিমকোণের নিতম্বদেশে ধীমান্ বিরূপাক্ষের কৃষ্ণাঙ্গনা, পঞ্চমদিকে (পশ্চিম) তটে জলাধিপতি বরুণের শুভবতী, ষষ্ঠ তটে (বায়ুকোণে) বায়ুদেবের সর্ব্বগুণভূষিতা গন্ধবতী, সপ্তমশৃঙ্গে (উত্তরদিকে) নক্ষত্রাধিপতির বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত বেদিকাবিশিষ্ট মহোদয়া নাম্নী সভা এবং অষ্টমশৃঙ্গে (ঈশানকোণে) মহাদেবের তপ্তকাঞ্চনপ্রভ যশোবতী নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। আটদিকে ইন্দ্রাদি দেবের এই আটটি বিমান আছে, এই সকলই অতিশয় মনোহর। বেদবেদাঙ্গবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব

সেবিতানি মহাভাগৈরপ্সরোগণৈঃ সদা।
নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি যৈঃ পরিপঠ্যতে।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ভির্হি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৩৬ ॥
তদেতৎ সর্ব্বদেবানামধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে ॥ ৩৭ ॥
নিয়মৈর্ব্বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্ব্বহুভির্নিয়তাত্মভিঃ।
পুণ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকজাতিশতার্জ্জিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তৎ স স্বর্গইতি চোচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ও অপ্সরোগণ এই সভায় আসিয়া ইহাকেই স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব এই দেবলোকতুল্য গিরিসকল শ্রুতিতেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা ইহার স্তুতি করিয়া কহিয়া থাকেন, যে উক্ত আটটি সভাস্থানই স্বর্গ পদবাচ্য ॥ ২৯—৩৭ ॥

যাহারা বিবিধ নিয়ম ও জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে যজ্ঞাদি এবং অন্যান্য বহুতর পুণ্য দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাহারাই সর্ব্বদেবাধিষ্ঠান পুণ্যময় এই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই এই মেরু স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৩৩—৩৮ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জম্বুদ্বীপবর্ণন নামক পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যত্তত্র কর্ণিকামূলমিতি তুভ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদ্‌যোজনসহস্রাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যনুমণ্ডলম্।
শৈলরাজাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২ ॥
তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকানাং সমুচ্ছ্রিতাঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু পর্য্যন্তে মর্য্যাদাঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
নিকুঞ্জকন্দরদরীনদীনির্ঝরশোভিতাঃ।
বপ্রপ্রপাতকটকৈস্তটৈশ্চ কুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪ ॥
বিলম্বপুষ্পমালৌঘৈঃ সানুভির্ধাতুমণ্ডিতৈঃ।
শিখরৈর্হেমকপিলৈর্নৈকপ্রস্রবণাবৃতৈঃ ॥ ৫ ॥
শোভিতা গিরয়ঃ সর্ব্বৈঃ পুষ্টৈ রত্নসমর্পিতৈঃ।
বিহঙ্গশতসংঘুষ্টৈঃ কুঞ্জৈরনুপমৈগু'ণৈঃ ॥ ৬ ॥
সিংহশার্দ্দূলশরভৈ র্নৈকৈশ্চামরবানরৈঃ।
সেবিতা বিবিধৈ র্নাগৈস্তথা পক্ষিগণৈরপি ॥ ৭ ॥

সূত বলিলেন, ইতি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট মেরুকর্ণিকার মূলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হাজার যোজন বিস্তৃত ও ৪৮ হাজার যোজন পরিধিবিশিষ্ট। সেই সহস্র সহস্র পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যাহারা অতিশয় উচ্চ সেই সকল পর্ব্বত এই মেরুমূলের চারি পার্শ্বে অবস্থিত আছে ॥ ১—৩ ॥

সেই পর্ব্বতসকল লতামণ্ডপ, কৃত্রিম গুহা, নদী, নির্ঝর, বহুবিধ প্রাসাদ, প্রস্ফুটিত পুষ্প, বিবিধ ধাতুবিশিষ্ট তট, উপরিস্থিত সমতলক্ষেত্র, বহুতর প্রস্রবণাবৃত হেম ও কপিলবর্ণ শিখর, বহুবিধ রত্ন ও শত শত বিহঙ্গ-সেবিত গৃহ দ্বারা সংশোভিত হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, শরভ (মৃগবিশেষ) চমরী, হস্তী, বানর ও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে ॥ ৪—৭ ॥

সপ্তাশ্বহরিকৃষ্ণাঙ্গমেকৈকং দশ পর্ব্বতম্।
বাহ্যমাভ্যন্তরা যে তু ত্রিবাহাস্তু সমাঃ স্মৃতাঃ।
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ॥ ৮॥
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ।
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণোত্তরপর্ব্বতৌ।
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ দ্বাবেতৌ বরপর্ব্বতৌ॥ ৯॥
যথাপূর্ব্বো তথায়ামোবিত্যেষা প্রথিতা শ্রুতিঃ।
ত্রিশৃঙ্গো জরুথিশ্চৈব পর্ব্বতাবুত্তরৌ বরৌ॥ ১০॥
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তব্যবস্থিতৌ।
মর্য্যাদাপর্ব্বতানেতানষ্টহ্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ১১॥
যোঽসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাংশুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
বিষ্কম্ভং তস্য বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ১২॥
মহাপাদাস্তু চত্বারো মেরোরথ চতুর্দ্দিশম্।
যৈর্বিষ্টব্ধো ন চলতি সপ্তদ্বীপবতী মহী।
দশযোজনসাহস্রআয়ামং তেষু পঠ্যতে॥ ১৩॥

এই মেরুকর্ণিকার পূর্ব্বদিকে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত, নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়াছে। নিষধ ও পারিপাত্র এই পর্ব্বতদ্বয়, উৎকৃষ্ট ও মনোহর। দক্ষিণ ও উত্তরদিকে পূর্ব্ব পশ্চিমায়তন, সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত কৈলাস ও হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত আছে॥ ৮—৯॥

ইহার আয়তন পূর্ব্বরূপ, ত্রিশৃঙ্গ ও জারুথি এই দুই পর্ব্বত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আটটি মর্য্যাদাপর্ব্বত॥ ১০—১১॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এখন আমি কনকমেরু পর্ব্বতের বিষ্কম্ভ (যাহা দ্বারা ধৃত হইয়া মেরু অবস্থান করিতেছে তাহা) বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১২॥

মেরুর চারিদিকে চারিটি পাদ আছে, তাহাদের আয়তন দশসহস্রযোজন,

দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নানারত্নোপশোভিতাঃ।
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা রম্যনির্ঝরকন্দরাঃ ॥ ১৪ ॥
নিতম্বপুষ্পকাদম্বৈঃ শোভিতাশ্চিত্রসানবঃ।
মনঃশিলাদরীভিশ্চ হরিতালতটৈস্তথা ॥ ১৫ ॥
সুবর্ণমণিচিত্রাভিগু হাভিশ্চ সমন্ততঃ।
শুদ্ধহিঙ্গুলকপ্রখ্যৈঃ কটকৈর্ধাতুমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৬ ॥
বরকাঞ্চনচিত্রৈশ্চ প্রপাতৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
রুচিরাঃ শতপর্ব্বাণঃ সিদ্ধাবাসা মুদান্বিতাঃ।
মহাবিমানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতাঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদূর্য্যবেদিকাঃ।
শাখাসহস্রকলিতাঃ সুমূলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥

তদ্দ্বারা বিধৃত হওয়াতেই এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী নিম্নে পতিত হয় না অর্থাৎ স্থিরভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

এই সমস্ত পর্ব্বত নানাবিধ রত্ন, নিতম্ব ও কদম্বপুষ্প দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, বহুবিধ নির্ঝর দ্বারা সমৃদ্ধিশালী, তট সকল নানাবর্ণে চিত্রিত, রমণীয় গুহাসমূহবিশিষ্ট, চারিদিকে মনঃশিলা ও সুবর্ণ চিত্রিত গুহা দ্বারা পরিশোভিত, উপরিভাগ হরিতাভ প্রবাল ও শুদ্ধ হিঙ্গুল সদৃশ কাঞ্চন দ্বারা অলঙ্কৃত, স্বভাবতই দীপ্তি ও শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এই পর্ব্বতসমূহ দিব্য বিমানবিশিষ্ট, অতিসুশ্রীযুক্ত এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণের নিবাসস্থান। এই পর্ব্বতগুলিই মেরুর পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৪—১৭ ॥

উক্ত চারিপাদের মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব পর্ব্বত ॥ ১৮ ॥

এই মেরুপাদের সহস্র শৃঙ্গে বজ্রের ন্যায় সুকঠিন বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত

স্নিগ্ধৈর্নীলদলৈঃ পর্ণৈঃ সঙ্কন্নবিবিধাশ্রয়াঃ।
অনেকযোজনোৎসেধা মহাপুষ্পফলোদয়াঃ॥ ২০॥
যক্ষগন্ধর্ব্বসেব্যাশ্চ সেবিতাঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
মহাবৃক্ষাঃ সমুৎপন্নাশ্চত্বারো দ্বীপকেতবঃ॥ ২১॥
মন্দরস্তু গিরেঃ শৃঙ্গে মহাবৃক্ষঃ স কেতুরাট্।
আলম্বশাখাশিখরঃ কদম্বশ্চৈব পাদপঃ॥ ২২॥
মহাকুম্ভপ্রমাণৈস্তু পুষ্পৈর্ব্বিকচকেশরৈঃ।
মহাগন্ধৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ॥ ২৩॥
সহস্রমধিকং সোঽথ গন্ধেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
যোজনানাং সহস্রাদ্ বৈ মন্দবায়ুসমীরিতঃ॥ ২৪॥
বরকেতুরেব প্রথিতো ভদ্রাশ্বো নামতো দ্বিজাঃ।
এষ বৈ প্রবরঃ প্রোক্তো ভদ্রাশ্বশ্চ মহাদ্বিজাঃ।
যত্র সাক্ষাৎ হৃষীকেশঃ সিদ্ধসংঘৈর্মহীয়তে॥ ২৫॥
তস্য ভদ্রকদম্বস্য তদাশ্ববদনো হরিঃ।
প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা॥ ২৬॥

বেদীর উপরে অতিশয় উচ্চ, নীল স্নিগ্ধপর্ণ পুষ্পফলপরিশোভিত শাখাবিশিষ্ট যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিত দ্বীপধ্বজস্বরূপ চারিটি মহাবৃক্ষ আছে॥ ১৯—২১॥

মনুজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বোক্ত মন্দরপর্ব্বতের শৃঙ্গে যে কেতুশ্রেষ্ঠ মহান্ কদম্ববৃক্ষ আছে, তাহার নাম ভদ্রাশ্ব, ইহার শাখা ও শিখর অতিশয় বিস্তৃত, প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল কুম্ভসদৃশ, ইহা সর্ব্বকালিক পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত হইয়া মনোহর গন্ধ দ্বারা চারিদিক্ সহস্রযোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। এই ভদ্রাশ্ব নামক মহাবৃক্ষে হৃষীকেশ অশ্ববদন (হয়গ্রীব) হরি স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রকাশ পূর্ব্বক সমুদয় দ্বীপ আলোকিত করিয়া সিদ্ধ ও অমরগণের সহিত অবস্থান করি-

তেন চালোকিতং সর্ব্বং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বো নাম নামতঃ॥ ২৭॥
দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেবসেবিতে।
জম্বূঃ সদা পুণ্যফলা সদা মাল্যোপশোভিতা॥ ২৮॥
মহামূলৈর্মহাস্কন্ধৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পর্ণৈর্বিভূষিতা।
নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈস্তরুভিশ্চোপশোভিতা॥ ২৯॥
তস্যাঃ করিপ্রমাণানি স্বাদূনি চ মৃদূনি চ।
ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি গিরিমূর্দ্ধনি॥ ৩০॥
তস্মাৎ গিরিবরপ্রস্থাৎ পুনঃ প্রস্যন্দবাহিনী।
নদী জাম্বূনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী॥ ৩১॥
তত্র জাম্বূনদং নাম সুবর্ণমনলপ্রভম্।
দেবালঙ্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্॥ ৩২॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
যৎ পিবন্ত্যমৃতপ্রখ্যং মধু জাম্বূরসস্রবম্॥ ৩৩॥

তেছেন। এই জন্যই এই মহাবৃক্ষকে মনুষ্য শ্রেষ্ঠগণ ভদ্রাশ্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ২২—২৭॥

মেরুর দক্ষিণে যে পর্ব্বত আছে, তাহার দেবসেবিত শিখরে সর্ব্বদা নূতন পুষ্প, ফল, মাল্যভূষিত, স্নিগ্ধপর্ণশালী মহামূল ও মহাস্কন্ধবিশিষ্ট জম্বূনামক মহাবৃক্ষ আছে॥ ২৮—২৯॥

এই জম্বূ বৃক্ষের হস্তিপরিমিত অমৃত তুল্য সুস্বাদু ও কোমল বৃহৎ ফলসমূহ গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে পতিত হয়। সেই পর্ব্বতপতিত জম্বুফল হইতে প্রস্যন্দনশীল মধুবাহিনী জাম্বূনামক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাম্বূ-নদী সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালিনী। ইহা হইতে দেবগণের ব্যবহার্য্য পাপনাশক অতুলনীয় অলঙ্কার সকল নির্ম্মিত হয়॥ ৩০—৩২॥

দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ এই নদীর অমৃততুল্য মধুর জম্বুরস-

স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বূর্লোকেষু বিশ্রুতা।
যস্য নাম্না চ বিখ্যাতো জম্বূদ্বীপঃ নরাশ্রয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বিপুলস্যাপি শৈলস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
জাতঃ শৃঙ্গেঽতিসুমহানশ্বত্থশ্চৈব পাদপঃ ॥ ৩৫ ॥
বিলম্বিবরমালাঢ্যঃ সুবর্ণমণিবেদিকঃ।
মহোচ্চস্কন্ধবিটপো নৈকসত্ত্বগুণালয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
কুম্ভপ্রমাণৈঃ সুখদৈঃ ফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকৈঃ শুভৈঃ।
স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৩৭ ॥
কেতুমালেতি চ যথা তস্য নাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তৎ নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা নিরুক্তং নাম কর্ম্মতঃ ॥ ৩৮ ॥
ক্ষীরোদমথনে বৃত্তে দৈত্যপক্ষে পরাজিতে।
মহাসমরসম্মর্দ্দবৃক্ষক্ষোভবিমর্দিতা ॥ ৩৯ ॥

দ্রব পান করিয়া থাকে। দক্ষিণদিকের এই বৃক্ষ কেতুস্বরূপ (ধ্বজ) জম্বূ নামে বিখ্যাত। ইহার নামানুসারে জম্বুদ্বীপ নাম হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্যগণ বাস করিয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥

পশ্চিমদিকে যে বিপুল নামক পর্ব্বত আছে তাহার উপরে অতি বৃহৎ এক অশ্বথ বৃক্ষ আছে। সেই মহাবৃক্ষ অতিশয় দীর্ঘ ও মালাদ্বারা পরিশোভিত, তাহার মূলদেশ স্বর্ণময় বেদিকা দ্বারা আবৃত, তাহার শাখা ও স্কন্ধগুলি অতিশয় উচ্চ, উহা বিবিধ সুখপ্রদ গুণের একমাত্র আধার, যাহা সকল ঋতুতে সর্ব্বকালে সর্ব্বসুখপ্রদ কুম্ভসদৃশ বড় বড় ফল উৎপন্ন হয়, সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত অশ্বথ বৃক্ষকেও কেতুমালদ্বীপের কেতুস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

এইক্ষণে যে কারণে এই দ্বীপের নাম কেতুমাল হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৮ ॥

ক্ষীরোদমন্থন নিবৃত্ত হইলে দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে পরস্পর ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধ সময়ে অস্ত্রাঘাতে নিকটস্থ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা

সহস্রাক্ষেণ যা মালা নানাপুষ্পসমাহিতা।
তস্য স্কন্ধে সমাসক্তা হ্যশ্বত্থস্য বনস্পতেঃ ॥ ৪০ ॥
সা তথৈব মহাগন্ধাদামোদা সা মনোহরা।
ইজ্যতে সুমহাভাগৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৪১ ॥
তস্য কেতোঃ সদামালা দেবদত্তা বিরাজতে।
পবনেনেরিতা দিব্যং বাতি গন্ধং মনোরমং ॥ ৪২ ॥
তস্য নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ পশ্চিমে বহুবিস্তরঃ।
কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩ ॥
সুপার্শ্বস্যোত্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাদ্রুমঃ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধো নৈকযোজনমণ্ডলঃ ॥ ৪৪ ॥
মাল্যদামকলাপৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধশালিভিঃ।
শাখাবিলম্বী শুশুভে সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৪৫ ॥

বিনাশহেতু অতিশয় দুঃখিত হয়, তাহাদের সেই দুঃখ নিবারণ করিবার মানসে দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র বিবিধ পুষ্পদ্বারা দুঃখনিবারক এক মালা নির্ম্মাণ করিয়া এই অশ্বত্থ বৃক্ষের স্কন্দে প্রদান করেন। এই মালা উৎপত্তি-সময়ে যেরূপ অম্লান, মহাগন্ধযুক্ত, এবং সর্ব্বকামপ্রদ সিদ্ধচারণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পূজিত ছিল, কেতুর গলদেশে শোভিত হইয়াও সেই ভাবে বিরাজ করিতেছে, এই মালা পবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানাদিকে মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এই অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ কেতু ও মালার নাম বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই হেতু দ্বীপেরও কেতুমাল নাম হইয়াছে। এই কেতুমাল নাম স্বর্গ প্রভৃতি সকল স্থানেই প্রসিদ্ধ ॥ ৩৯—৪৩ ॥

সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তরশৃঙ্গে এক মহাবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম ন্যগ্রোধ (বট), এই বিপুলস্কন্ধ মহাবৃক্ষ বহুযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বিবিধ প্রকার গন্ধশালী এবং বর্ত্তুলাকার প্রবাল কুম্ভসদৃশ মধুপূর্ণ ফল-সমূহ ও অত্যুচ্চতর শাখা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সিদ্ধ ও চারণগণ

প্রবালকুম্ভসদৃশৈর্মধুপূর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা।
স হ্যুত্তরকুরূণাস্তু কেতুবৃক্ষঃ প্রকাশতে ॥ ৪৬ ॥
সনৎকুমারা বরজা মানসাঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নামবিশ্রুতাঃ ॥ ৪৭ ॥
তত্র তৈরাগতজ্ঞানৈঃ সত্ত্বস্থৈঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ।
অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকঃ প্রাপ্তঃ সনাতনঃ ॥ ৪৮ ॥
তেষাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ মহাত্মনাম্।
দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভুবনবিন্যাসঃ।

সূত উবাচ।

তেষাং চতুর্ণাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্।
অনুবন্ধানি রম্যাণি সর্ব্বকালাত্মকানি চ ॥ ১ ॥

কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছে। এই বৃক্ষই উত্তর কুরুদ্বীপের কেতু বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪৪—৪৬ ॥

সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার সাতটী মানসপুত্র কুরুনামে পরিচিত। এই দ্বীপে সেই মহাভাগ্যধর সপ্ত ঋষি জ্ঞানলাভ করিয়া অক্ষয় কল্যাণরূপ মুক্তিপদ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের নামানুসারে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে ইহা উত্তরকুরু নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪৭—৪৯ ॥

শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জম্বুদ্বীপবর্ণন নামক ছত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এখন আমি পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত চতুষ্টয়ের সর্ব্বঋতু বিরাজিত অবস্থা সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

সারিকাভির্ময়ূরৈশ্চ চকোরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
শুকৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চিত্রকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
জীবঞ্জীবকনাদৈশ্চ হেমকারণ্ডনাদিতৈঃ।
মত্তকোকিলনাদৈশ্চ বর্ত্তকানাঞ্চ ভাষিতৈঃ ॥ ৩ ॥
সুগ্রীবকানাঞ্চ রবৈঃ কলবিঙ্করুতৈস্তথা।
কুজিতান্তরশব্দৈশ্চ সুরম্যাণি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪ ॥
মদোৎকটৈর্মধুরৈশ্চ ভ্রমরৈশ্চ সদামদৈঃ।
উপগীতবনান্তানি কিন্নরৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি মন্দমারুতকম্পিতাঃ।
তরবো যত্র দৃশ্যন্তে চারুপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬ ॥
স্তবকৈর্মঞ্জরীভিশ্চ তাম্রৈঃ কিশলয়ৈস্তথা।
মন্দবাতবশাল্লোলৈর্দোলয়দ্ভির্য্ুতানি চ ॥ ৭ ॥
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ কান্তরূপৈঃ শিলাশতৈঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎদ্বিজশ্রেষ্ঠা বিন্যস্তৈঃ শোভিতানি চ ॥ ৮ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
সিদ্ধাপ্সরোগণৈশ্চৈব সেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯ ॥
মনোহরাণি চত্বারি দেবক্রীড়নকান্যথ।
চতুর্দিশমুদারাণি নাম্না শৃণুত তানি মে ॥ ১০ ॥

উক্ত পর্ব্বতে দেবগণের চারিটি বিহার বন আছে, যাহাতে মদোন্মত্ত ময়ূর, সারিকা, চকোর, শুক, ভৃঙ্গরাজ ও চিত্রক পক্ষিসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; তাহার চারিদিক্ মদোন্মত্ত মধুকর প্রভৃতির গুঞ্জন দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহাতে মনোহর পল্লব ও পুষ্পপরিশোভিত তরুগণ মন্দ মন্দ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া বিবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, নানাবিধ কান্তিময় শিলাসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ নিরন্তর তাহার সেবা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকে, সেই বনরাজীর নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২—১০ ॥

পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুত্তরং সবিতুর্বনম্ ॥ ১১ ॥
মহাবনেষু চৈতেষু নিবিষ্টানি যথাক্রমম্।
অনুবন্ধানি রম্যাণি বিহঙ্গৈঃ কুজিতানি চ ॥ ১২ ॥
বনৈর্বিস্তীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যতমানি চ।
মহানাগাধিবাসানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৩ ॥
সুরসামলতোয়ানি শিবানি সুমুখানি চ।
সিদ্ধদেবাসুরবরৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪ ॥
ছত্রপ্রমাণৈর্বিকচৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
পুণ্ডরীকৈর্মহাপত্রৈরুৎপলৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১৫ ॥
মহাসরাংসি চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ।
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥
সিতোদং পশ্চিমসরো মহাভদ্রস্তথোত্তরম্।
অরুণোদস্য পূর্ব্বেণ যে শৈলনামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
তান্ কীর্ত্তমানাংস্তত্ত্বেন শৃণুধ্বং বিস্তরান্মম।
শীতান্তশ্চ কুমুঞ্জশ্চ সুবীরশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বদিকের বনের নাম চৈত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বিভ্রাজ ও উত্তরে সবিতৃবণ ॥ ১১ ॥

উক্ত মহাবনসমূহের যে চারিটি অতি বিস্তীর্ণ বিহঙ্গকুজিত, রমণীয়, পূত সুমধুর নির্ম্মল সলিলপূর্ণ, বৃহন্নাগনিবাস, সিদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ-সেবিত উত্তম গন্ধবিশিষ্ট সুবৃহৎ পদ্ম ও তদীয় পত্রপরিশোভিত সরোবর আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি। উক্ত সরোবরসমূহের মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থ সরোবরের নাম অরুণোদ, ইহার দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে সিতোদ এবং উত্তরে মহাভদ্র। অরুণোদ সরোবরের পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাদের

বিকঙ্কো মণিশৈলশ্চ বৃষভশ্চাচলোত্তমঃ।
মহানীলোঽথ রুচকঃ সবিন্দুর্মন্দরস্তথা॥ ১৯॥
বেণুমাংশ্চ সুমেধশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ।
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা অন্যে চ গিরয়স্তথা॥ ২০॥
পূর্ব্বেণ মন্দরস্যৈতে সিদ্ধবাসা উদাহৃতাঃ।
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণা যে মহাচলাঃ॥ ২১॥
যে কীর্ত্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্তান্নিবোধত।
শৈলস্ত্রিশিখরশ্চাপি শিশিরশ্চাচলোত্তমঃ॥ ২২॥
কলিঙ্গশ্চ পতঙ্গশ্চ কীচকশ্চৈব সানুমান্।
তাম্রাভশ্চ বিশাখশ্চ তথা শ্বেতোদরো গিরিঃ॥ ২৩॥
সুমূলো বিষধারশ্চ রত্নধারশ্চ পর্ব্বতঃ।
একশৃঙ্গো মহামূলো গজশৈলঃ পিশাচকঃ॥ ২৪॥
পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে দেবচরিতা হ্যুৎকৃষ্টাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ॥ ২৫॥
দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে প্রোক্তা মেরোরমরবর্চ্চসঃ।
অপরেণ সিতোদস্য সরসো দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৬॥

নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। অরুণোদ সরোবরের পূর্ব্বদিকে দেবনিবাস-যোগ্য ও অতি সুপ্রসিদ্ধ শীতান্ত, কুমুঞ্জ, সুবীর, বিকঙ্ক, মণিশৈল, বৃষভ, মহানীল, রুচক, সবিন্দু, মন্দর, বেণুমান্, সুমেধ ও নিষধ এই কয়টি দেবপর্ব্বত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। মানসসরোবরের দক্ষিণে ত্রিশিখর, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, কীচক, সানুমান্ শ্বেতোদর, তাম্রাভ, বিশাখ, সুমূল, বিষধার, রত্নধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজ, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমালয় পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতগুলি অতিশয় মনোহর, ইহারা সকলই দেবতুল্য দীপ্তি-মান্ ও মেরুর দক্ষিণে অবস্থিত। সিতোদ সরোবরের পশ্চিমে সুবক্ষ, শিখী,

উত্তমা যে মহাশৈলাস্তান্ প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্।
সুবক্ষাঃ শিখিশৈলশ্চ কালো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ॥ ২৭॥ *
কপিলঃ পিঙ্গলো রুদ্রঃ সুরসশ্চ মহাচলঃ।
কুমুদো মধুমাংশ্চৈব অঞ্জনো মুকুটস্তথা॥ ২৮॥
কৃষ্ণশ্চ পাণ্ডরশ্চৈব সহস্রশিখরশ্চ হ।
পারিপাত্রশ্চ শৈলেন্দ্রস্ত্রিশৃঙ্গশ্চাচলোত্তমঃ॥ ২৯॥
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা দিগ্‌ভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ।
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণামলাস্তসঃ॥ ৩০॥
যে ময়া পর্ব্বতাঃ প্রোক্তাস্তান্ বদিষ্যে যথাক্রমম্।
শঙ্কুকূটো মহাশৈলো বৃষভো হংসপর্ব্বতঃ॥ ৩১॥
নাগশ্চ কপিলশ্চৈব ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান্।
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্ব্বতঃ॥ ৩২॥
পুষ্পকো মেঘশৈলশ্চ বিরাজশ্চাচলোত্তমঃ।
জারুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৩॥
এতেষাং শৈলমুখ্যানামন্তরেষু যথাক্রমম্।
স্থল্যো হ্যন্তরদ্রোণ্যশ্চ সরাংসি চ নিবোধত॥ ৩৪॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

কাল, কপিল, পিঙ্গল, রুদ্র, সুরস, কুমুদ, মধুমান্, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডর, সহস্রশিখর, পারিপাত্র ও ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরদিকে শঙ্কুকূট, বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্র, সানুমান্, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘ, বিরাজ ও জারুধি পর্ব্বত আছে। এখন উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যে সকল দ্রোণী, স্থান ও সরোবর আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১২—৩৪॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে সাঁইত্রিশ অধ্যায়॥ ৩৭॥

* "অরক্ষঃ শিখিরোতক্ষ শকো বৈদূর্য্য পর্ব্বতঃ।" ইতি গ চিহ্নিত পুস্তকস্য পাঠঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শীতান্তস্যাচলেন্দ্রস্য কুমুঞ্জস্যান্তরেণ তু।
দ্রোণ্যো বিহগসংঘুষ্টা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১ ॥
ত্রিয়োজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ।
সুরসামলপানীয়ং রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ২ ॥
দ্রোণ্যায়ামপ্রমাণৈস্তু পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈর্হি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগৈর্দুরাসদৈঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরুপস্পৃষ্টং জলং শুভম্ ॥ ৪ ॥
পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫ ॥
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ।
কোটিপত্রং প্রবিকচং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৬ ॥
নিত্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্।
চারুকেশরজালাঢ্যং মত্তষট্পদনাদিতম্ ॥ ৭ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! অচলপ্রবর শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যে বিবিধ প্রাণিসেবিত তিনশত যোজন দীর্ঘ শতযোজন বিস্তৃত বহুতর দ্রোণী আছে, তাহাতে সুমধুর নির্ম্মল জলপূর্ণ এক সরোবর বিরাজ করিতেছে, ইহা দ্রোণীর সমান দীর্ঘ এবং সুগন্ধি শতদল ও সহস্রদল শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিশোভিত। এই সরোবরে মহাভোগবান্ ভীষণ সর্পসমূহ অবস্থান করে। দেবগণ ইহার জলস্পর্শে আত্মাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই সরোবর শ্রীসরোবর নামে স্বর্গ প্রভৃতি সকল লোকেই প্রসিদ্ধ। ইহার জল অতিশয় সুখকর, এই সরোবরে কোটীদলবিশিষ্ট প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী এক মহাপদ্ম আছে ॥ ১—৬ ॥

সেই মহাপদ্ম সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত, কখনও মুদিত হয় না, ইহা মণ্ডলের ন্যায়

তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রী নিত্যমেব হি।
লক্ষ্ম্যাস্তত্র সদাবাসো মূর্ত্তিসত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
সরসস্তস্য পূর্ব্বস্মিন্ তীরে সিদ্ধনিষেবিতে।
সদা পুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ ॥ ৯ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০ ॥
শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডরৈস্তথা ॥ ১১ ॥
অমৃতস্বাদুসদৃশৈর্ভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
শীর্য্যমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণভূমির্নিরন্তরম্ ॥ ১২ ॥
নাম্না তচ্ছ্রীবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৩ ॥
সিদ্ধৈশ্চৈব সমাকীর্ণং নিত্যং বিল্বফলাশিভিঃ।
বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যামোদৈর্নিষেবিতম্ ॥ ১৪ ॥

সুগোল মনোহরকেশরবিশিষ্ট ভ্রমরগুঞ্জনান্বিত, ইহাতে মূর্ত্তিমতী শ্রীনাম্নী লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা অবস্থান করেন সন্দেহ নাই ॥ ৭—৮ ॥

এই সরোবরের সিদ্ধসেবিত পূর্ব্বতীরে পুষ্পফলভূষিত মনোহর বিল্ববন আছে, ইহা তিনশত যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তৃত। ইহাতে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত উচ্চ বৃক্ষ সকল সুশোভিত, এই বৃক্ষসমূহের ভেরীপরিমিত সুমধুর ফল সকল পাণ্ডর ও হরিৎ বর্ণ এবং সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী, সেই ফল দ্বারা চারিদিকের ভূমি আচ্ছাদিত হইতেছে। সহস্রাধিক শাখাবিশিষ্ট তাদৃশ মহাস্কন্ধ মহাবৃক্ষ উক্ত বিল্ববনে বিরাজ করিতেছে। এই সুরম্য ফলশোভিত বিল্ববন সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, ইহার নাম শ্রীবন, ইহাতে বিল্বফল-ভোজী সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহানাগ প্রভৃতি

তস্মিন্ বনে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি।
দেবীসন্নিহিতা তত্র সিদ্ধসঙ্ঘৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৫ ॥
বিকঙ্কস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরে।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ১৬ ॥
বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্।
রম্যং গন্ধগুণোপেতং সর্ব্বতঃ সুমনোভরৈঃ ॥ ১৭ ॥
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাস্কন্ধৈঃ পলাশিভিঃ।
প্রফুল্লশাখাশিখরৈঃ পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্ ॥ ১৮ ॥
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়ামবিস্তরৈঃ।
মনঃশিলাচূর্ণনিভৈঃ পাণ্ডুকেশরমালিভিঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ।
বিরাজতে বনং সর্ব্বং মত্তভ্রমরনাদিতম্ ॥ ২০ ॥
তদ্বনং দানবৈর্দৈবৈর্গন্ধর্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১ ॥

অবস্থান করেন। ইহাতে সিদ্ধসমূহনমস্কৃতা লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৯—১৫ ॥

শৈলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মধ্যে শতযোজন বিস্তৃত, দ্বিশতযোজন দীর্ঘ, সিদ্ধচারণসেবিত অতি বৃহৎ এক চম্পকবন আছে, এই বন লক্ষ লক্ষ পুষ্প দ্বারা সমাবৃত হইয়া সুগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক শোভা পাইতেছে ॥ ১৬—১৭ ॥

এই বনে বহুশাখাবিশিষ্ট অর্দ্ধক্রোশশিখর মহাস্কন্ধ অনেকগুলি পলাশ বৃক্ষ আছে ॥ ১৮ ॥

এই বন সর্ব্বদাই মনঃশিলাচূর্ণসদৃশ পাণ্ডুকেশরশালী, দুই হাত উচ্চ, তিন হাত বিস্তৃত ও দীর্ঘ মনোহর গন্ধবিশিষ্ট প্রস্ফুটিত পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত। এখানে দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিগণ সর্ব্বদা অবস্থান করে এবং মত্ত ভ্রমরনিনাদ সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ১৯—২১ ॥

তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাজননিষেবিতম্ ॥ ২২ ॥
মহানীলকুমুঞ্জাভ্যামন্তরে শোভিতং বনম্।
মহানদ্যাঃ সুখায়াস্তু তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ॥ ২৩ ॥
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামং শতযোজনবিস্তরম্।
রম্যং তালবনং তদ্ধি অর্দ্ধক্রোশোচ্চমস্তকম্ ॥ ২৪ ॥
মহামূলৈর্মহাসারৈঃ স্থিরৈরবিচলৈঃ শুভৈঃ।
কুমুদাঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃত্তৈর্মহাফলৈঃ ॥ ২৫ ॥
দিব্যগন্ধরসোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্।
মহেন্দ্রস্য দ্বিপেন্দ্রস্য তত্র বাস উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥
ঐরাবতস্য ভদ্রস্য সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
বেণুমতশ্চ শৈলস্য সুমেধস্যোত্তরেণ চ ॥ ২৭ ॥ *
সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্।
বৃক্ষগুল্মলতাগুচ্ছৈঃ সর্ব্ববীরুদ্ভিরীরিতম্।
দূর্ব্বাপ্রস্তারমেবাথ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৮ ॥

এই মহাবনে ভগবান্ কশ্যপের সিদ্ধসাধ্যপূজিত, বহুবিধ জনসমাকীর্ণ, বেদ প্রতিধ্বনিযুক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২২ ॥

মহানীল ও কুমুঞ্জ পর্ব্বতের মধ্যে, সুখপ্রদ মহানদীর তীরে মনোহর এক বন আছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৫০ যোজন ও বিস্তার ৩০ যোজন। ইহাতে রমণীয় এক তালবন আছে। এই বনস্থ বৃক্ষগুলির মস্তক অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত উচ্চ, বৃক্ষগুলি অতিশয় স্থির ও দৃঢ়মূল। এই বৃক্ষ সকলের ফল সুমধুর ও দিব্যগন্ধবিশিষ্ট। এই তালবনে ইন্দ্রবাহন হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত অবস্থান করে। বেণুমান্ ও সুমেধ পর্ব্বতের উত্তরদিকে সহস্র যোজন

* "গিরেবের্ণুমতশ্চৈব।" ইতি বা পাঠঃ। গ,।

তথা নিষধশৈলস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে।
সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃতা ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বা হ্যেকশিলা ভূমির্বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জিতা।
আপ্লুতা পাদমাত্রেণ হ্যুদকেন সমন্ততঃ ॥ ৩০ ॥
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মেরোঃ পূর্ব্বেণ বিপ্রেন্দ্রা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩১ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।
যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণুধ্বং তা অনুক্রমাৎ ॥ ১ ॥
শিশিরস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ।
শ্লক্ষ্ণভূমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২ ॥

বিস্তীর্ণ, বৃক্ষলতাপরিব্যাপ্ত ও দূর্ব্বা দ্বারা সমাচ্ছাদিত সর্ব্বপ্রাণিপরিশূন্য এক বন আছে ॥ ২৩—২৮ ॥

নিষধ ও দেব পর্ব্বতের উত্তরে সহস্রযোজন দীর্ঘ, শতযোজন বিস্তৃত, বৃক্ষলতাবিহীন, পাদপরিমিত জল দ্বারা আপ্লুত, শিলাবিশিষ্ট দ্রোণী আছে। বিপ্রেন্দ্রগণ! মেরুর পূর্ব্বদিকে যে সকল বিবিধ দ্রোণী আছে, তাহা তোমাদের নিকট যথাক্রমে বর্ণনা করিলাম ॥ ২৯—৩১ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে আটত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩৮ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এখন আমি দক্ষিণদিকে যে সকল সিদ্ধসেবিত দ্রোণী আছে, তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শিশির ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যে বিবিধ লতাবৃক্ষাদিপরিশোভিত মনোহর

পৃথুক্ষেপোচ্চশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্।
উডুম্বরবনং রম্যং পক্ষিসংঘনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥
পক্কৈর্বিদ্রুমসঙ্কাশৈর্মধুপূর্ণৈর্মনোরমৈঃ।
ফলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকুম্ভোপমৈঃ ফলৈঃ ॥ ৪ ॥
তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা উরগাস্তথা।
বিদ্যাধরাশ্চ মুদিতা উপজীবন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫ ॥
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যো বহূদকাঃ।
সুরসামলতোয়াঢ্যাঃ সরাংসি চ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
রম্যং সুরগণাকীর্ণং সর্ব্বতশ্চিত্রকাননম্ ॥ ৭ ॥
সমন্তাৎ যোজনশতং তদ্বনং পরিমণ্ডলম্।
তাম্রবর্ণস্য শৈলস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ তু ॥ ৮ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৯ ॥

সৌন্দর্য্যশালী উড়ুম্বর বন আছে; সেই বন মধুময় অতি বৃহৎ বিদ্রুমতুল্য মহাকুম্ভপ্রমাণ সুপক্ক ফল দ্বারা পরিশোভিত, তাহাতে নানাবিধ পক্ষিগণ সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে ॥ ২—৪ ॥

এই বনজাত ফল ভোজন করিয়া সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, বিষধর ও বিদ্যাধরগণ জীবনধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

উক্ত বনের চারিদিকে নানাস্থানে সুমধুর নির্ম্মল জলবিশিষ্ট বহুতর নদী ও সরোবর আছে ॥ ৬ ॥

এই বনে প্রজাপতি কর্দ্দমের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বন নানা-বিধ বস্তু দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাতে দেবগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহার চতুষ্পার্শ্বের পরিধি ১ শত যোজন। তাম্রবর্ণ শৈল ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ এক সরোবর আছে। ইহাতে প্রাতঃ-

সহস্রপত্রৈর্বিকচৈর্মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্।
তথা ভ্রমরসংলীনৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ১০ ॥
প্রফুল্লৈঃ শোভিতজলং রক্তনীলৈর্মহোৎপলৈঃ।
সরোবরং মহাপুণ্যং দেবদানবসেবিতম্ ॥ ১১ ॥
মহোরগৈরধ্যুষিতং মীনজালবিভূষিতম্।
তস্য মধ্যে জনপদো হ্যায়তঃ শতযোজনঃ ॥ ১২ ॥
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণো রক্তধাতুবিভূষিতঃ।
তস্যোপরি মহারথ্যা প্রাংশুপ্রাকারতোরণা ॥ ১৩ ॥
নরনারীগণাকীর্ণা স্ফীতা বিভববিস্তরৈঃ।
বলভীকূটনির্য্যূহৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ ॥ ১৪ ॥
রত্নচিত্রার্পিতজলৈঃ শ্লক্ষ্ণচিত্রোত্তরচ্ছদৈঃ।
মহাভবনমালাভি র্মহাপ্রাংশুভিরুত্তমৈঃ ॥ ১৫ ॥
বিদ্যাধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়চ্ছুভম্।
বিদ্যাধরপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিশ্রুতঃ ॥ ১৬ ॥
চিত্রবেশধরঃ স্রগ্বী মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
দীপ্তানাং চিত্রবেশানাং সূর্য্যপ্রতিমতেজসাম্ ॥ ১৭ ॥

কালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী প্রস্ফুটিত সহস্রদল শ্বেতপদ্ম আছে। ইহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে সেই পদ্মে ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধু পান করিয়া থাকে ॥ ৭—১০ ॥

উক্ত সরোবরে রক্ত ও নীলবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে। এই সরোবর দেবগণের অতিশয় প্রিয়। ইহাতে মহাকায় সর্পগণ বাস করে। উক্ত সরোবরের মধ্যে রক্তবর্ণ ধাতুবিভূষিত এক জনপদ আছে, ইহার বিস্তার ৩০ যোজন ও দৈর্ঘ্য শতযোজন। এই জনপদ মধ্যে অত্যুচ্চ প্রাচীরাবৃত এক উদ্যান আছে, ইহাতে সর্ব্বদা বহুতর স্ত্রীপুরুষ

বিদ্যাধরসহস্রাণামনেকেষাং স রাজরাট্।
বিশাখস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ ॥ ১৮ ॥
সরসস্তাম্রবর্ণস্য পূর্ব্বে তীরে পরিশ্রুতম্।
পক্ষেষু ক্ষেপণৈর্বিদ্ধং সুশাখং বর্ণশোভিতম্ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বকালফলং তত্র স্ফীতশ্চাম্রবনং মহৎ।
ফলৈঃ কনকসঙ্কাশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ২০ ॥
মহাকুম্ভপ্রমাণৈশ্চাতনুশাখৈঃ সমন্ততঃ।
গন্ধর্ব্বকিন্নরা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ২১ ॥
পিবন্ত্যাম্ররসং তত্র সুস্বাদু হ্যমৃতোপমম্।
তত্রাম্ররসপীতানাং মুদিতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২২ ॥
শ্রূয়ন্তে হৃষ্টতুষ্টানাং নাদাস্তস্মিন্ মহাবনে।
সুমূলস্যাচলেন্দ্রস্য বসুধারস্য চান্তরে ॥ ২৩ ॥

বিচরণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহা বিবিধ মণি ও মনোহর পত্র দ্বারা সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকে। উক্ত উদ্যানে পুলোমা নামক বিদ্যাধরের পুরী আছে। সেই পুরী অতিশয় মনোহারিণী। এই পুলোমা নামক বিদ্যাধর ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ও বিবিধ বেশভূষা দ্বারা অতিশয় শ্রীধারণ করিয়াছেন। এই বিদ্যাধর ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী সহস্রাধিক বিদ্যাধরগণের রাজা। বিশাখ ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী তাম্রবর্ণ সরোবরের পূর্ব্বতীরে সর্ব্বকালিক ফলপ্রসূ, উত্তমশাখাবিশিষ্ট এক আম্র বন আছে। এই বনে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি অতিশয় সুমিষ্ট, সুগন্ধ এবং স্বর্ণবর্ণ ও কলসের মত বৃহৎ। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ এই অমৃততুল্য সুমধুর আম্ররস পান করিয়া থাকে। ইহারা আম্ররসপানে পরিতৃপ্ত হইয়া নানাবিধ নাদ করত সুখে কালযাপন করে। সুমূল ও বসুধার পর্ব্বতের মধ্যে মনোহর গন্ধবিশিষ্ট, নানাবিধ পক্ষিপরিপূর্ণ, ৩০ যোজন বিস্তৃত ৫০ যোজন দীর্ঘ এক বিল্ববন আছে। বিপ্রগণ! সেই বনে সুমধুর ফলভারা-

সমা সুরভিপর্ণাঢ্যা বিহঙ্গৈরুপশোভিতা।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তা ॥ ২৪ ॥
তত্র বিল্বস্থলী বিপ্রাঃ শুদ্ধা নিম্নফলদ্রুমা।
সুস্বাদৈর্বিদ্রুমনিভৈঃ ফলৈর্বিল্বৈর্মহোপমৈঃ।
শীর্য্যমাণৈর্বিশীর্ণৈশ্চ প্রক্লিন্নতলমৃত্তিকা ॥ ২৫ ॥
তাং স্থলীমুপজীবন্তি যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
সিদ্ধা নাগাশ্চ বহুশো নিত্যং বিল্বফলাশিনঃ ॥ ২৬ ॥
অন্তরে বসুধারস্য রত্নধারস্য চান্তরে।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥ ২৭ ॥
সুগন্ধং কিংশুকবনং নিত্যং পুষ্পিতপাদপম্।
পুষ্পলক্ষ্যাবৃতং ভাতি প্রদীপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ২৮ ॥
যস্য গন্ধেন দিব্যেন বাস্যতে পরিমণ্ডলম্।
সমগ্রং যোজনশতং কাননানি সমন্ততঃ ॥ ২৯ ॥
তৎ সিদ্ধচারণগণৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
রম্যং তৎ কিংশুকবনং জলাশয়বিভূষিতম্ ॥ ৩০ ॥

বনস্থ বহুতর বিল্ববৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষসমূহ হইতে ফল সকল পতিত হওয়াতে এখানকার মৃত্তিকা কর্দ্দমের ন্যায় হইয়াছে। সেই বনে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও নাগগণ নিত্য বিল্বফল ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ॥ ১১—২৬ ॥

বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের মধ্যে ৩০ যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ সুগন্ধ পুষ্পযুক্ত লক্ষ লক্ষ কিংশুক বন আছে, ইহার প্রভাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার দিব্য গন্ধদ্বারা দশদিক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই জলাশয় বিভূষিত রমণীয় কিংশুক বন সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরাগণের নিবাসস্থান। সেই বনে আদিত্যদেবের স্বপ্রকাশ এক গৃহ আছে, তাহাতে

তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ।
মাসে মাসেঽবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১ ॥
তত্র কালস্য কর্ত্তারং সহস্রাংশুং সুরোত্তমম্।
সিদ্ধসঙ্ঘা নমস্যন্তি সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২ ॥
পঞ্চকুটস্য শৈলস্য কৈলাসস্যান্তরেণ তু।
ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥ ৩৩ ॥
ক্ষুদ্রসত্ত্বৈরনাধৃষ্যং সর্ব্বতো হংসপাণ্ডুরম্।
দুষ্পারং সর্ব্বসত্ত্বানাং দুর্গমং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো দক্ষিণে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যথানুপূর্ব্বমখিলাঃ সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
পশ্চিমায়াং দিশি তথা যেঽন্তরদ্রোণিবিস্তরাঃ।
তান্ বর্ণ্যমানাংস্তত্ত্বেন শৃণুতেমান্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥
অন্তরালে গিরৌ তস্মিন্ সুরক্ষঃ শিখিশৈলয়োঃ।
সমন্তাৎ যোজনশতং একভূমিশিলাতলম্ ॥ ৩৭ ॥

তিনি প্রতিমাসে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সিদ্ধগণ দিবারাত্রি বিভাজক সর্ব্বলোকনমস্কৃত সেই সুরবর আদিত্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২৭—৩২ ॥

পঞ্চকুট ও কৈলাস পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন দীর্ঘ ও ৩৬ যোজন বিস্তৃত ক্ষুদ্র-প্রাণি-পরিশূন্য হংসতুল্য শ্বেতবর্ণ সর্ব্বজন্তুর অনতিক্রমণীয় দুর্গম এক স্থান আছে। এই অন্তর-দ্রোণী সকল পূর্ব্বাদিদিক্, ক্রমে সিদ্ধসমূহের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তর-দ্রোণী আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

সুরক্ষ ও শিখি-পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত শিলানির্ম্মিত এক স্থান আছে, ইহা সর্ব্বদাই উত্তপ্ত থাকে, ইহা স্পর্শ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত

নিত্যতপ্তং মহাঘোরং দুঃস্পর্শং রোমহর্ষণম্।
অগম্যং সর্ব্বসত্ত্বানামীশ্বরাণাং সুদারুণম্॥ ৩৮॥
মধ্যে তস্যাং শিলাস্থল্যাং ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্।
জ্বালাসহস্রকলিলং বহ্নিস্থানং সুদারুণম্॥ ৩৯॥
অনিন্ধনস্তত্র সদা জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
জ্বলত্যেষ সদা দেবঃ শশ্বত্তত্র হুতাশনঃ॥ ৪০॥
অধিদেবকৃতো যোঽসাবগ্নের্ভাগো বিধীয়তে।
স তত্র জ্বলতে নিত্যং লোকসংবর্ত্তকোঽনলঃ॥ ৪১॥
অন্তরে শৈলবরয়োর্দেবপিঞ্জরয়োঃ শুভা।
মাতুলুঙ্গস্থলী তত্র ছায়ামাদ্দশযোজনা॥ ৪২॥
মধুব্যঞ্জনসংস্থানৈঃ সুরসৈঃ কনকপ্রভৈঃ।
ফলৈঃ পরিণতৈঃ সর্ব্বা শোভিতা সা মহাস্থলী॥ ৪৩॥
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতম্।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্॥ ৪৪॥

হয়। এই সুদারুণ স্থানে দেবতুল্য প্রাণিগণও গমন করিতে পারেন না॥ ৩৭—৩৮॥

এই শিলাময় স্থানে ত্রিশযোজন পরিধিবিশিষ্ট অত্যন্ত উত্তাপময় দুঃখপ্রদ এক স্থান আছে, ইহা বহ্নির আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত॥ ৩৯॥

সেই স্থানেই প্রদীপ্ত, কাষ্ঠরহিত, জ্বালামালী হুতাশন, অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সংবর্ত্তকাগ্নি সর্ব্বদা অবস্থান করেন॥ ৪০—৪১॥

শৈলশ্রেষ্ঠ দেব ও পিঞ্জরের মধ্যে দশযোজন দীর্ঘ একদাড়িম্ব বন আছে। তাহার ফল অতি সুমধুর ও বর্ণ সুবর্ণসদৃশ। সেই ফল দ্বারা বনের শোভা সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। উক্ত বনে বৃহস্পতির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই আশ্রম কামানুসারে ফল প্রদান করে বলিয়া সিদ্ধগণ সর্ব্বদা ইহার পূজা করিয়া থাকেন॥ ৪২—৪৪॥

তথৈব শৈলবরয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োরপি।
অন্তরে কেসরদ্রোণিরনেকায়ামযোজনা॥ ৪৫॥
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়তবিস্তৃতৈঃ।
চন্দ্রাংশুবর্ণৈর্ব্যাকোশৈর্মত্তষট্পদনাদিতৈঃ॥ ৪৬॥
মধুসর্পীরজঃপৃক্তৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
শবলং তদ্বনং ভাতি কুসুমৈঃ সর্ব্বকালজৈঃ॥ ৪৭॥
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ।
প্রকাশস্ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্॥ ৪৮॥
অন্তরে শৈলবরয়োঃ কৃষ্ণপাণ্ডুরয়োরপি।
ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণং নবত্যায়তযোজনম্॥ ৪৯॥
শ্লক্ষ্ণমেকশিলং দেশং বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জ্জিতম্।
সুখপাদপ্রচারঞ্চ নিম্নোন্নতবিবর্জ্জিতম্॥ ৫০॥

শৈলশ্রেষ্ঠ কুমুদ ও অঞ্জনের মধ্যে এক নাগকেসর বন আছে, উহা অতিশয় বিস্তৃত॥ ৪৫॥

উক্ত বনে যে সকল পুষ্প উৎপন্ন হয়, সেই পুষ্পগুলি দুই হাত পরিমাণ উচ্চ, তিন হাত দীর্ঘ এবং তিন হাত বিস্তৃত। সেই পুষ্প চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত থাকে বলিয়া ভ্রমরগণ তাহার সহবাস পরিত্যাগ করে না। এই পুষ্পের মধু ও ঘৃততুল্য গন্ধ সর্ব্বদা সকল দিক্ আমোদিত হইতেছে। এই বনেই সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ পূজ্যতম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৪৬-৪৮॥

কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরপর্ব্বতের মধ্যে ত্রিশযোজন বিস্তৃত নবতিযোজন দীর্ঘ, সমতল, বৃক্ষলতাবিরহিত সুখবিচরণযোগ্য একরূপ মাত্র শিলাবিশিষ্ট এক প্রদেশ আছে। তন্মধ্যে মনোহর এক সরোবর, তাহাতে রমণীয় স্থলপদ্ম বিরাজ করিতেছে। এইস্থলপদ্ম ছত্রাকৃতি প্রস্ফুটিত শত-দলবিশিষ্ট, এবং শ্বেতবর্ণ; উহার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার নিকটে

মধ্যে তু সরসস্তস্য রম্যা তু স্থলপদ্মিনী।
সহস্রপত্রৈর্ব্যাকোশৈঃ ছত্রমাত্রৈরলঙ্কৃতা ॥ ৫১ ॥
পুণ্ডরীকৈর্ম্মহাপদ্মৈরুচিরৈর্গন্ধশালিভিঃ।
শতপত্রৈশ্চ বিকচৈরুৎপলৈর্নীলপত্রকৈঃ ॥ ৫২ ॥
মদোৎকটৈর্মধুকরৈর্ভ্রমরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
মৃদুগদ্গদকণ্ঠানাং কিন্নরাণাঞ্চ নিস্বনৈঃ ॥ ৫৩ ॥
উপগীতপদ্মখণ্ডা বিস্তীর্ণা স্থলপদ্মিনী।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥ ৫৪ ॥
মধ্যে তস্যাশ্চ পদ্মিন্যাঃ পঞ্চযোজনমণ্ডলঃ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধো হ্যনেকারোহমণ্ডিতঃ ॥ ৫৫ ॥
তত্র চন্দ্রপ্রভঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সহস্রবদনো দেবো নীলবাসাঃ সুরারিহা ॥ ৫৬ ॥
পদ্মমাল্যধরঃ স্থল্যাং মহাভাগোঽপরাজিতঃ।
ইজ্যতে যক্ষগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরগণৈস্তথা ॥ ৫৭ ॥
তস্মিন্নায়তনে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ।
পদ্মোপহারৈর্বিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮ ॥

মধুলোলুপ মধুকরগণ সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে। এখান হইতে কিন্নরগণের মৃদু গদ্গদনিনাদযুক্ত সংগীত শ্রবণ করা যায়; এই স্থলপদ্মকে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকে। উক্ত স্থলপদ্মস্থলীর মধ্যে বিপুলস্কন্ধ ও বহুতর শাখাবিশিষ্ট এক বটবৃক্ষ আছে। তাহার পরিধি পাঁচযোজন। যিনি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালী, যাহার মুখ সর্ব্বদা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, যিনি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি সহস্রবদন ও নীলাম্বর, যাহাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না, সেই মহাভোগশালী জন্মমৃত্যুবিহীন পদ্মমালাধারী শ্রীমান্ হরি এই পদ্মসমীপস্থ মহাবৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া এখানে যক্ষগন্ধর্ব্বগণ

তদনন্তনদো নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
পদ্মমালাবলম্বাভির্মালাভিরুপশোভিতম্ ॥ ৫৯ ॥
তথা সহস্রশিখরকুমদস্যান্তরেণ চ।
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামস্ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরঃ ॥ ৬০ ॥
ইষুক্ষেপোচ্চশিখরং নানাবিহগসেবিতম্।
মহাগন্ধৈর্মহাম্বাদৈর্গজদেহনিভৈঃ ফলৈঃ ॥ ৬১ ॥
মধুস্রবৈর্মহাবৃক্ষৈরুপেতং তৎ সমন্ততঃ।
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৬২ ॥
শুক্রস্য প্রথিতং তত্র ভাস্বরং পুণ্যকর্ম্মণঃ।
শঙ্কুকূটস্য শৈলস্য বৃষভস্যান্তরেণ চ ॥ ৬৩ ॥
পরূষকস্থলী রম্যা হ্যনেকায়তযোজনা।
বিল্বপ্রমাণৈশ্চ শুভৈর্মহাম্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৪ ॥
ফলৈঃ প্রক্লিদ্যতে ভূমিঃ পরূষৈর্বৃন্তবিচ্যুতৈঃ।
তাং স্থলীমুপজীবন্তি কিন্নরোরগসাধবঃ ॥ ৬৫ ॥

পদ্মপুষ্পদ্বারা সর্ব্বদা তাহার পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানের নাম অনন্তসদ, ইহা লম্বমান বিবিধ পদ্মমালা দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৪৯—৫৯ ॥

সহস্রশিখর কুমুদ পর্ব্বতের মধ্যে পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশযোজন বিস্তৃত অত্যুচ্চ বৃক্ষবিশিষ্ট বিবিধ পক্ষিসঙ্কুল এক বন আছে। এই বন সুমধুর, করিদেহপ্রমাণ ও সুগন্ধিফলপ্রসূ মধুস্রাবী মহাবৃক্ষ দ্বারা সমাবৃত। তাহাতে পুণ্যশীল শুক্রাচার্য্যের দেবর্ষিগণসেবিত দীপ্তিমান্ এক আশ্রম আছে। বৃষভ ও শঙ্কুকূট পর্ব্বতের মধ্যে নানাবর্ণে চিত্রিত বহুযোজন দীর্ঘ মনোহর এক পরূষকস্থলী শোভা পাইতেছে, বৃক্ষসমূহে বিল্বপ্রমাণ, সুগন্ধি ও সুমধুর ফল উৎপন্ন হয়। তাহার ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া নিম্নে পতিত হওয়ায় ভূমিতল আর্দ্র হইতেছে। এখানে এই সকল ফল পাওয়া যায় বলিয়া কিন্নর, সর্প ও সাধুগণ

পরুষকরসোন্মত্তা মানাঢ্যাস্তত্র চারণাঃ।
কপিঞ্জলস্য শৈলস্য নাগশৈলস্য চান্তরে ॥ ৬৬ ॥
দ্বিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণা শতযোজনা।
স্থলী মনোহরা সা হি নানাবনবিভূষিতা ॥ ৬৭ ॥
নানাপুষ্পফলোপেতা কিন্নরোরগসেবিতা।
দ্রাক্ষাবনানি রম্যাণি তথা নাগবনানি চ ॥ ৬৮ ॥
খর্জ্জূরবনখণ্ডানি নীলাশোকবনানি চ।
দাড়িমানাঞ্চ স্বাদূনামক্ষোটকবনানি চ ॥ ৬৯ ॥
অতসীতিলকানাঞ্চ কদলীনাং বনানি চ।
বদরীণাঞ্চ স্বাদূনাং বনখণ্ডানি সর্ব্বশঃ ॥ ৭০ ॥
স্বাদুশীতাম্বুপূর্ণাভির্নদীভিঃ শোভিতানি চ।
তথা পুষ্পকশৈলস্য মহামেঘস্য চান্তরে ॥ ৭১ ॥
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা সা ভূমিঃ শতমায়তা।
সমা পাণিতলপ্রখ্যা কঠিনা পাণ্ডুরা ঘনা ॥ ৭২ ॥

বাস করিয়া থাকে। এখানকার চারণগণ অতিশয় মানী, তাহারা সর্ব্বদাই পরুষক কলরসপানে উন্মত্ত থাকে। কপিঞ্জল ও নাগপর্ব্বতের মধ্যে দুইশত যোজন দীর্ঘ একশত যোজন বিস্তৃত নানাবিধ বৃক্ষলতাফলপুষ্পাদিবিভূষিত, কিন্নর ও সর্পসেবিত একস্থান আছে। এখানে দ্রাক্ষা, নাগকেশর, খর্জ্জূর, নীলাশোক, দাড়িম্ব, অক্ষোটক (আখরোট্,) অতসী, তিলক, কদলী ও বদরীবন আছে, তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা অতি সুমধুর। এই স্থান স্বচ্ছজলপূর্ণ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। পুষ্পক ও মহামেঘ পর্ব্বতের মধ্যে ৬০ যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ পাণিতলের ন্যায় সমতল পাণ্ডুরবর্ণ কঠিনতর নিদারুণ এক কাননস্থলী আছে, ইহাতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও প্রাণিবর্গ কিছুই নাই, এই স্থান দেখিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই স্থানে

বৃক্ষগুচ্ছলতাগুল্মৈস্তৃণৈশ্চাপি বিবর্জ্জিতাঃ।
বর্জ্জিতা বিবিধৈঃ সত্ত্বৈর্নিত্যমস্মিন্ নিরাশ্রয়া ॥ ৭৩ ॥
সা কাননস্থলী নাম দারুণা রোমহর্ষণা।
মহাসরাংসি চ তথা মহাবৃক্ষাস্তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥
মহাবনানি সর্ব্বাণি কান্তানি তানি সর্ব্বদা।
সরসাঞ্চ বনানাঞ্চ স্থলীনাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্ষুদ্রাণাং সরসাঞ্চৈব সংখ্যা তত্র ন বিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥
দশ দ্বাদশ সপ্তাষ্টৌ বিংশত্রিংশচ্চ যোজনাঃ।
স্থল্যো দ্রোণ্যশ্চ বিখ্যাতাঃ সরাংসি চ বনানি চ ॥ ৭৬ ॥
কেচিৎ সন্তি মহাঘোরাঃ শ্যামাঃ পর্ব্বতকুক্ষয়ঃ।
সূর্য্যাংশুজালৈরস্পৃষ্টা নিত্যং শীতা দুরাসদাঃ ॥ ৭৭ ॥
তথা হ্যনলতপ্তানি সরাংসি দ্বিজসত্তমাঃ।
শৈলকুক্ষ্যন্তরস্থানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭৮ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

মহাসরোবর, কি মহাবৃক্ষ, কি ক্ষুদ্র সরোবর, কি মনোহর বনসমূহ এবং প্রজাপতির স্থলী সকলের সংখ্যা করা যায় না ॥ ৬০—৭৫ ॥

যে সকল দ্রোণীর কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক দ্রোণী, সরোবর ও বন আছে, তাহার মধ্যে কাহারও পরিমাণ দশ, কাহারও বা দ্বাদশ, কাহারও বা সাত, কাহারও আট, কাহারও বিশ কি ত্রিশ যোজন ॥ ৭৬ ॥

অনেকানেক পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তিস্থান সর্ব্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণসমূহ প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া ইহা অতিশয় ভয়ানক, শীতল ও দুর্গম। দ্বিজগণ! কোন কোন পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তিস্থানে উত্তপ্ত জলবিশিষ্ট কত যে সরোবর আছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
যে সন্নিবিষ্টা দেবানাং বিবিধানাং গৃহোত্তমাঃ ॥ ১ ॥
তত্র যোঽসৌ মহাশৈলঃ শীতাম্ভো নৈকবিস্তরঃ।
নৈকধাতুশতৈশ্চিত্রৈর্নৈকরত্নাকরাকরঃ ॥ ২ ॥
নিতম্বৈঃ পুষ্পমালম্বৈর্নৈকসত্বগুণালয়ঃ।
মহার্হমণিচিত্রৈশ্চ হেমবংশৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩ ॥
নিতম্বৈঃ ষট্পদোদ্গীতৈঃ প্রবালৈর্হৈমচিত্রকৈঃ।
তটৈঃ কুসুমসঙ্কীর্ণৈর্মত্তভ্রমরনাদিতৈঃ ॥ ৪ ॥
লতালম্বৈশ্চিত্রবস্তিশ্চিত্রৈর্ধাতুশতাচিতৈঃ।
সানুভী রত্নচিত্রৈশ্চ পুষ্পাঢ্যৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৫ ॥
বিমলস্বাদুপানীয়ৈর্নৈকপ্রস্রবণৈর্যুতঃ।
নিকুঞ্জৈঃ কুসুমোৎকীর্ণৈরনেকৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৬ ॥
পুষ্পোড়ুপবহাভিশ্চ স্রবন্তীভিরলঙ্কৃতঃ।
কিন্নরাচরিতাভিশ্চ দরীভিঃ সর্ব্বতস্ততঃ ॥ ৭ ॥

সূত বলিলেন—ঋষিগণ! এক্ষণে যে যে পর্ব্বতে যে যে দেবতার নিবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত যে পর্ব্বত শত শত ধাতু ও রত্নের উৎপত্তিস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার নিতম্বদেশ নানাবিধ পুষ্পদ্বারা বিভূষিত ও প্রবালচিত্রিত, যাহার তটে মধুলোলুপ ভ্রমরগণ সর্ব্বদা নিনাদ করিতেছে, যাহার নির্ঝর জল অতিনির্ম্মল ও সুমধুর, যাহা বিবিধ নিকুঞ্জ দ্বারা বিভূষিত, যাহা হইতে পুষ্পনির্ম্মিত ভেলাশোভিত নদী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার গুহা সকল

যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতৈরনেকৈঃ কন্দরোদরৈঃ।
শোভিতশ্চ সুখাসেব্যৈশ্চিত্রৈর্গহনসঙ্কটৈঃ॥ ৮॥
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণৈঃ সুপানীয়ৈঃ সুখাশ্রয়ৈঃ।
নানাপুষ্পফলোপেতৈঃ পাদপৈঃ সমলঙ্কৃতঃ॥ ৯॥
তস্মিন্ গুহাশ্রয়াকীর্ণে অনেকোদরকন্দরে।
ক্রীড়াবনং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্॥ ১০॥
তত্র তদ্দেবরাজস্য পারিজাতবনং মহৎ।
প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে তন্মনোরমম্॥ ১১॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
পুষ্পৈর্ভাতি নগশ্রেষ্ঠঃ সুদীপ্ত ইব সর্ব্বশঃ॥ ১২॥
সমগ্রং যোজনশতং তং গন্ধমনিলো ববৌ।
পারিজাতকপুষ্পাণাং মাহেন্দ্রবননির্গতঃ॥ ১৩॥
বৈদূর্য্যনীলৈঃ কমলৈঃ সৌবর্ণৈর্বজ্রকেসরৈঃ।
স্পর্শগন্ধগুণোপেতৈর্মত্তষট্পদনাদিতৈঃ॥ ১৪॥

কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্বমাত্রের বিচরণযোগ্য, যাহাতে নানাবিধ গহন বন ও নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অবস্থিত আছে, যাহা নানাজাতীয় ফলপ্রদ বৃক্ষ দ্বারা অলঙ্কৃত, যাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মনোরম সুবৃহৎ সর্ব্বসুখপ্রদ পারিজাতবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা মনোহর দিব্য-গন্ধবিশিষ্ট পুষ্পপুঞ্জপরিশোভিত, সেই পর্ব্বতপ্রবর শীতাংশু প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে॥ ২—১২॥

মহেন্দ্র-বননির্গত বায়ু উক্ত পর্ব্বতের চারিপার্শ্বে শতযোজনপরিমিত স্থান ব্যাপিয়া পারিজাতপুষ্পের গন্ধ বিতরণ করিতেছে॥ ১৩॥

বৈদূর্য্য মণির ন্যায় উত্তম নীলবর্ণ ও সুশোভিত বহুবিধ কেশর-বিশিষ্ট এবং উত্তম স্পর্শ ও গন্ধগুণযুক্ত, যে পুষ্পের মধুপান করিবার জন্য

ব্যাকোশৈর্বিকচৈশ্চাপি শতপত্রৈর্মনোহরৈঃ ।
অপঙ্কজৈর্মহাপত্রৈর্বাপ্যস্তত্র বিভূষিতাঃ ॥ ১৫ ॥
বিরেজুরন্তরম্বুস্থাঃ সৌবর্ণমণিভূষিতাঃ ।
পরিস্পন্দেক্ষণা নিত্যং মীনযূথাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥
কূর্ম্মৈশ্চানেকসংস্থানৈর্হেমরত্নপরিষ্কৃতৈঃ ।
চঙ্কূর্য্যমাণৈঃ সলিলৈর্ভাতি চিত্রং সমন্ততঃ ॥ ১৭ ॥
নানাবর্ণৈশ্চ শকুনৈর্নানারত্নতনূরুহৈঃ ।
সুবর্ণপক্ষৈশ্চানেকৈর্মণিতুণ্ডৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥
বল্গুস্বরৈঃ সদোন্মত্তৈঃ খম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
শুশুভে তদ্বনং রম্যং সহস্রাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ১৯ ॥
মত্তভ্রমরসন্নাদৈর্বিহঙ্গানাঞ্চ কূজিতৈঃ ।
নিত্যমানন্দিতবনং তস্মাৎ ক্রীড়াবনং মহৎ ॥ ২০ ॥

ভ্রমরগণ সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিয়া নিনাদ করিতেছে, যে কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত শতদল দ্বারা মনোহর কান্তিধারণ করিয়াছে, সেই অপঙ্কোৎপন্ন পদ্মসমূহ-বিভূষিত বহুবিধ বাপী উক্ত পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছে। এই বাপীর জলে সুবর্ণমণিবিভূষিত চক্ষুঃস্পন্দনবিশিষ্ট মৎস্যগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ১৪—১৬ ॥

এই জলে অনেকাবয়ববিশিষ্ট কূর্ম্মগণ বহুরত্নাদি বিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাতে তাহার বিচিত্র শোভা সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

দেবরাজের উক্ত পারিজাত বন, নানাবিধ পুষ্প ও নানারত্নবিভূষিত উত্তম স্বরবিশিষ্ট, প্রমত্ত ও আকাশে উড্ডয়নশীল মণিসদৃশ চঞ্চুবিশিষ্ট শকুনসমূহ দ্বারা শোভিত হওয়াতে অতি মনোহর বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ১৮—১৯ ॥

উক্ত বন মত্তভ্রমরনিনাদ ও বিহঙ্গকূজন দ্বারা সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে বলিয়াই দেবরাজের বিহারবন হইয়াছে ॥ ২০ ॥

সুবর্ণপার্শ্বৈশ্চ নগৈর্মণিমুক্তাপুরস্কৃতৈঃ।
মণিশৃঙ্গকলাপৈশ্চ পতদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২১ ॥
শাখামৃগৈশ্চ চিত্রাঙ্গৈর্নানারত্নতনূরুহৈঃ।
নানাবর্ণপ্রকারৈশ্চ সত্ত্বৈরন্যৈঃ সমাকুলম্ ॥ ২২ ॥
মুঞ্চন্তি পুষ্পবর্ষঞ্চ তত্র বাললতাদ্রুমাঃ।
পারিজাতকপুষ্পাণাং মন্দমারুতকম্পিতাঃ ॥ ২৩ ॥
শয়নাসননির্য্যূহৈঃ স্তীর্ণৈরত্নবিভূষিতৈঃ।
বিহারভূময়স্তত্র দ্বিজাঃ শক্রবনে শুভাঃ ॥ ২৪ ॥
ন চ শীতো ন চাপ্যুষ্ণো রবিস্তত্র সমঃ সদা।
নিত্যমুন্মাদজননো মধুমাধবসম্ভবঃ ॥ ২৫ ॥
বাতি চাপ্যনিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ।
নিত্যং সঙ্গসুখাহ্লাদী শ্রমক্লমবিনাশনঃ ॥ ২৬ ॥

সেই বন মণিমুক্তাবিভূষিত মণিময় শৃঙ্গবিশিষ্ট সুবর্ণপার্শ্ব মৃগ, শাখামৃগ ও নানাবর্ণ বিবিধজাতীয় অন্যান্য প্রাণিবর্গদ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে ॥ ২১—২২ ॥

সেই বনস্থ বাললতা সমাচ্ছাদিত পারিজাত বৃক্ষগণ মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দ্বিজগণ! সেই বিহার বনের স্থানে স্থানে বিসারিত নানাবিধ রত্নভূষিত শয়ন-স্থান, উপবেশন-স্থান, বিহারভূমি ও উত্তম উত্তম দ্বার সকল বিরচিত থাকায়, ইহা অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ॥ ২৪ ॥

সেই স্থানে অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম নাই, সেখানে সূর্য্য সর্ব্বদা সমান ভাবে কিরণ বিতরণ করিতেছেন এবং তথায় চিরকাল বসন্ত বিরাজমান থাকিয়া দেবরাজকে উন্মাদিত করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

স্পর্শসুখপ্রদ শ্রমক্লান্তিবিনাশক অনিলদেব সর্ব্বদাই সেখানে পুষ্প সুগন্ধ বহন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্নিন্দ্রবনে শুভ্রে দেবদানবপন্নগাঃ।
যক্ষরাক্ষসগুহ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চামিতৌজসঃ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যাধরাশ্চ সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চ মুদাযুতাঃ।
তথাপ্সরোগণাশ্চৈব নিত্যক্রীড়াপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥
তস্য পর্ব্বতরাজস্য পূর্ব্বে পার্শ্বে সমাচিতম্।
মুমুঞ্জং শৈলরাজানং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ॥ ২৯ ॥
তস্য ধাতুবিচিত্রেষু কূটেষু বহুবিস্তরাঃ।
অষ্টৌ পুর্য্যো হ্যুদীর্ণাশ্চ দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩০ ॥
বজ্রকে পর্ব্বতে চাপি অনেকশিখরোদরৈঃ। *
উদীর্ণা রাক্ষসাবাসা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৩১ ॥
নীলকা নাম তে ঘোরা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
তত্র তেঽভিরতা নিত্যং মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩২ ॥

এই মনোহর ইন্দ্রবনে মহাপরাক্রমশালী দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গুহ্য, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ আহ্লাদের সহিত নিয়তই ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥

উক্ত শীতান্ত পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অনেক নির্ঝর ও গুহাবিশিষ্ট সুবিস্তৃত মুমুঞ্জ পর্ব্বত অবস্থিত আছে। ইহার ধাতুবিচিত্র শৃঙ্গসমূহে মহাত্মা দানবগণের আলোকময়ী আটটী সুসমৃদ্ধ পুরী আছে ॥ ২৯—৩০ ॥

অনেক শিখরবিশিষ্ট বজ্রক পর্ব্বতে রাক্ষসগণের নিবাসযোগ্য আলোকময়ী, কতকগুলি পুরী আছে, ইহাতে রাক্ষসজাতীয় অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বাস করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

উক্ত পুরীস্থ রাক্ষসগণ নীলক নামে পরিচিত, ইহারা অতি ভয়ানক এবং যখন যেরূপ ইচ্ছা করে, তখন সেইরূপই ধারণ করিতে পারে। এই মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণ সর্ব্বদা উক্ত পুরীতে বিহারাদি করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

---

* "বজ্রকে পর্ব্বতে চাপি" ইতি বা পাঠঃ। গ, ঘ।

মহানীলেঽপি শৈলেন্দ্রে পুরাণি দশ পঞ্চ চ।
হয়াননানাং বিখ্যাতাঃ কিন্নরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৩ ॥
দেবসেনো মহাবাহুর্বলগিন্দ্রাদয়স্তথা।
তত্র কিন্নররাজানো দশ পঞ্চ চ গর্ব্বিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ *
সুবর্ণপার্শ্বাঃ প্রায়েণ নানাবর্ণসমাকুলৈঃ।
বিলপ্রবেশৈর্নগরৈঃ শৈলেন্দ্রঃ সোঽভ্যলঙ্কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
সুদারুণা দৃষ্টিবিষা মহাকোপা দুরাসদাঃ।
মহোরগশতাস্তত্র সুপর্ণবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৬ ॥
সুনাগেঽপি মহাশৈলে দৈত্যাবাসাঃ সহস্রশঃ। †
হর্ম্ম্যপ্রাসাদকলিলাঃ প্রাংশুপ্রাকারতোরণাঃ ॥ ৩৭ ॥
বেণুমতি মহাশৈলে বিদ্যাধরপুরত্রয়ম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তম্ ॥ ৩৮ ॥

মহানীল পর্ব্বতে পঞ্চদশটী পুরী আছে। অশ্ববদন মহাত্মা কিন্নরগণ এই পঞ্চদশ পুরীতে বাস করিয়া থাকেন। এই পঞ্চদশ পুরীতে গর্ব্বিত কিন্নরজাতীয় সুবর্ণপার্শ্ব পঞ্চদশ জন রাজা আছে। এই মহানীল পর্ব্বত নানাবর্ণ বিচিত্র অশ্ববদন কিন্নরাধিষ্ঠিত, বিল দ্বারা প্রবেশযোগ্য ও পঞ্চদশ পুরী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত আছে ॥ ৩৩—৩৫ ॥

যাহাদের দৃষ্টিতে বিষ এবং যাহারা গরুড়ের বশবর্ত্তী সেই অতিক্রোধী দুর্দ্ধর্ষ শতসংখ্যক সর্প এই পর্ব্বতে অবস্থান করে ॥ ৩৬ ॥

সুনাগ পর্ব্বতে অনেকগুলি হর্ম্ম্য ও প্রাসাদসমন্বিত দৈত্যপুরী আছে। সেই পুরীগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাতে সাধারণ প্রাণিবর্গ প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বেণুমান্ পর্ব্বতে ত্রিশযোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশযোজন দীর্ঘ তিনটী বিদ্যা-

* "গণাঃ পঞ্চবিবর্জ্জিতাঃ" ইতি বা পাঠঃ। গ, ঘ।

† "সুনাসেঽপি মহাশৈলে।" ইতি বা পাঠঃ। গ, ঘ।

উলূকো রোমশশ্চৈব মহানেত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
বিদ্যাধরবরাস্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৩৯ ॥
করঞ্জে শৈলবৃষভে মহানির্ঝরকন্দরে। *
মহোচ্চশৃঙ্গে রুচিরে রত্নধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৪০ ॥
তত্রাস্তে গারুড়িনিত্যং উরগারির্দুরাসদঃ।
মহাবায়ুজবশ্চণ্ডঃ সুগ্রীবো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৪১ ॥
মহাপ্রমাণৈর্বিক্রান্তৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ।
স শৈলো হ্যাবৃতঃ সর্ব্বঃ পক্ষিভিঃ পন্নগারিভিঃ ॥ ৪২ ॥
করঞ্জোত্তরতো নিত্যং সাক্ষাদ্ভূতপতিঃ প্রভুঃ।
বৃষভাঙ্কো মহাদেবঃ শঙ্করো যোগিনাং প্রভুঃ ॥ ৪৩ ॥
নানাবেশধরৈর্ভূতৈঃ প্রমথৈশ্চ দুরাসদৈঃ।
করঞ্জে মানবঃ সর্ব্বে হ্যবকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥

ধরপুরী আছে। তাহাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী উলূক, রোমশ ও মহানেত্র নামে তিন জন বিদ্যাধর রাজা আছেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ করঞ্জের বিবিধ সুমহৎ নির্ঝর ও কন্দর-পরিশোভিত রত্নধাতু-চিত্রিত মনোরম উচ্চতর শৃঙ্গে সর্ব্বদা সর্পবিনাশোদ্যত দুর্দ্ধর্ষ সুগ্রীব অবস্থান করে। এই সুগ্রীব গরুড়ের পুত্র ও বাণতুল্য শীঘ্রগমনশীল হওয়ায় অতিশয় বীর্য্যবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত পর্ব্বত মহাবল পরাক্রান্ত ভুজঙ্গবিনাশী পক্ষিসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ॥ ৪০—৪২ ॥

করঞ্জ পর্ব্বতের উত্তরদিকে ভূতপতি যোগিশ্রেষ্ঠ বৃষভবাহন শঙ্কর মহাদেব সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এই করঞ্জ পর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে দুর্দ্ধর্ষ ভূত ও প্রমথগণ নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

* "বৈকঙ্কে শৈলশিখরে মহানির্ঝরকন্দরে।" ইতি বা পাঠঃ। মু, পু।

বসুধারে বসুমতাং বসূনামমিতৌজসাম্ ।
অষ্টাবায়তনান্যাহুঃ পূজিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ৪৫ ॥
রত্নধাতৌ গিরিবরে সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ । *
সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসযুতানি চ ॥ ৪৬ ॥
মহাপ্রজাপতেঃ স্থানং হেমশৃঙ্গে নগোত্তমে ।
চতুর্ব্বক্ত্রস্য দেবস্য সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
গজশৈলে ভগবতো নানাভূতগণাবৃতাঃ ।
রুদ্রাঃ প্রমুদিতা নিত্যং সর্ব্বভূতনমস্কৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
সুমেঘে ধাতুচিত্রাঢ্যে শৈলেন্দ্রে মেঘসন্নিভে ।
নৈকোদরদরীবপ্রনিকুঞ্জৈরুপশোভিতে ॥ ৪৯ ॥
আদিত্যানাং বসূনাঞ্চ রুদ্রাণাঞ্চামিতৌজসাম্ ।
তত্রায়তনবিন্যাসা রম্যাশ্চাশ্বিনয়োরপি ॥ ৫০ ॥

বসুধারপর্ব্বতে অমিততেজা সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা অষ্টবসুর অতিপবিত্র আটটী বাসস্থান আছে ॥ ৪৫ ॥

রত্নধাতুপর্ব্বতে মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের পুণ্যপ্রদ সাতটী আশ্রম ও কতকগুলি সিদ্ধনিবাস আছে ॥ ৪৬ ॥

হেমশৃঙ্গ পর্ব্বতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার সর্ব্বলোকপূজিত বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৭ ॥

গজশৈলে সর্ব্বপ্রাণিনমস্কৃত ভগবান্ রুদ্রদেবগণ বহুবিধ ভূতযোনির সহিত আনন্দে অবস্থিত আছেন ॥ ৪৮ ॥

বিবিধ ধাতুচিত্রিত, বহুতর গুহা, নিকুঞ্জ ও সানুবিশিষ্ট মেঘাকার সুমেঘ পর্ব্বতে অমিততেজা আদিত্য, বসু, রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রমণীয় গৃহ-

* "রত্নাধারে গিরিবরে" ইতি বা পাঠঃ । পঃ ।

স্থানানি সিদ্ধৈর্দেবানাং স্থাপিতানি নগোত্তমে।
তত্র পূজাপরা নিত্যং যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ৫১॥
গন্ধর্ব্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে।
অশীত্যমরপুর্য্যাভা মহাপ্রাকারতোরণা॥ ৫২॥
সিদ্ধা হ্যপত্তনা নাম গন্ধর্ব্বা যুদ্ধশালিনঃ।
যেষামধিপতির্দেবো রাজরাজঃ কপিঞ্জলঃ॥ ৫৩॥
অনলে রাক্ষসাবাসাঃ পঞ্চকূটেঽপি দানবাঃ।
ঊর্জ্জিতা দেবরিপবো মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ৫৪॥
শতশৃঙ্গে পুরশতং যক্ষাণামমিতৌজসাম্।
তাম্রাভে কাদ্রবেয়স্য তক্ষকস্য পুরোত্তমম্॥ ৫৫॥
বিশাখে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে নৈকবপ্রদরীশুভে।
গুহানিরতবাসস্য গুহস্যায়তনং মহৎ॥ ৫৬॥

সকল সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সেখানে উক্ত দেব-পূজাপরায়ণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন॥ ৪৯—৫১॥

হেমকক্ষ পর্ব্বতে উচ্চতর প্রাচীর ও তোরণবিশিষ্ট দেবপুরীসদৃশ মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন অশীতিসংখ্যক গন্ধর্ব্বনগরী আছে॥ ৫২॥

এই স্থানে যুদ্ধবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপত্তন নামক কতকগুলি সিদ্ধ বাস করেন; ইহাদের অধিপতি রাজশ্রেষ্ঠ কপিঞ্জল॥ ৫৩॥

অনল পর্ব্বতে রাক্ষসগণ এবং পঞ্চকূট পর্ব্বতে দেবরিপু মহাবলপরাক্রান্ত উদ্দৃপ্ত দানবগণ অবস্থান করিয়া থাকে॥ ৫৪॥

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অমিততেজা যক্ষগণের একশত পুরী এবং তাম্রাভ পর্ব্বতে কদ্রুতনয় তক্ষকের মনোহর পুরী অবস্থিত আছে॥ ৫৫॥

অনেক গুহা ও সানুবিশিষ্ট বিশাখ পর্ব্বতে গুহানিবাসপ্রিয় গুহের সুমহৎ নিবাসস্থান আছে॥ ৫৬॥

শ্বেতোদরে মহাশৈলে মহাভবনমণ্ডিতে।
পুরং গরুড়পুত্রস্য সুনাভস্য মহাত্মনঃ॥ ৫৭॥
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্ম্যপ্রাসাদমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ॥ ৫৮॥
হরিকূটে হরির্দেবঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ।
প্রভাবাত্তস্য শৈলোঽসৌ মহাদীপ্তিঃ প্রকাশতে॥ ৫৯॥
কুমুদে কিন্নরাবাসা অঞ্জনে চ মহোরগাঃ।
কৃষ্ণে গন্ধর্ব্বনগরা মহাভবনশালিনঃ॥ ৬০॥
পাণ্ডুরে চারুশিখরে মহাপ্রাকারতোরণে।
বিদ্যাধরপুরস্তত্র মহাভবনমালিনম্॥ ৬১॥
সহস্রশিখরে শৈলে দৈত্যানামুগ্রকর্ম্মণাম্।
পুরাণি সমুদীর্ণানাং সহস্রং হেমমালিনাম্॥ ৬২॥

উত্তম গৃহপরিশোভিত শ্বেতোদর পর্ব্বতে গরুড়পুত্র মহাত্মা সুনাভের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৫৭॥

পিশাচক পর্ব্বতে ইষ্টকময় প্রাসাদপরিশোভিত কুবেরালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে অনেক যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব বাস করে॥ ৫৮॥

হরিকূট পর্ব্বতে সর্ব্বলোকনমস্কৃত স্বপ্রকাশ হরি অবস্থান করেন। হরির তেজোপ্রভাবে উক্ত পর্ব্বত অত্যন্ত দীপ্তিশালী বলিয়া অনুভূত হয়॥ ৫৯॥

কুমুদ পর্ব্বতে কিন্নর, অঞ্জন পর্ব্বতে মহাসর্প ও কৃষ্ণ পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণের উত্তম গৃহবিশিষ্ট বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৬০॥

মহাপ্রাচীর ও তোরণাবৃত মনোহর শিখরবিশিষ্ট পাণ্ডুর পর্ব্বতে বিদ্যাধরগণের গৃহশ্রেণী পরিশোভিত পুরী আছে॥ ৬১॥

সহস্রশিখর পর্ব্বতে হেমমালাধারী উগ্রকর্ম্মা বলোদ্দৃপ্ত দৈত্যগণের এক সহস্র পুরী আছে॥ ৬২॥

মুকুটে পন্নগাবাসা অনেকাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ।
পুষ্পকে বৈ মুনিগণা নিত্যমেব মুদাযুতাঃ॥ ৬৩॥
বৈবস্বতস্য সোমস্য বায়োর্নাগাধিপস্য চ।
সুপক্ষে পর্ব্বতবরে চত্বার্য্যায়তনানি চ॥ ৬৪॥
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্নাগৈর্বিদ্যাধরোত্তমৈঃ।
সিদ্ধৈর্হি তেষু স্থানেষু নিত্যমিজ্যা প্রযুজ্যতে॥ ৬৫॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়।

সূত উবাচ।

মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভ্রে দেবকূটে নিবোধত।
বিস্তীর্ণে মধ্যমে তস্য কূটে গিরিবরস্য হ॥ ১
সমন্তাদ্‌যোজনশতং মহাভবনমণ্ডিতম্।
জন্মক্ষেত্রং সুপর্ণস্য বৈনতেয়স্য ধীমতঃ॥ ২॥

মুকুট পর্ব্বতে অনেকগুলি সর্পনিবাস আছে, ইহা দ্বারা সেই পর্ব্বত অতি সুশোভিত বলিয়া অনুভূত হয়। পুষ্পক পর্ব্বতে মুনিগণ সর্ব্বদা পরমানন্দে অবস্থান করেন॥ ৬৩॥

সুপক্ষ পর্ব্বতে বৈবস্বত, সোম, বায়ু ও নাগাধিপতির চারিটি পুরী আছে। এই সকল স্থানে থাকিয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবের পূজা করিয়া থাকে॥ ৬৪—৬৫॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক চল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এক্ষণে সুমেরুর মর্য্যাদা নামক শুভ্রবর্ণ দেবকূট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তিশিখরে যে সকল নগরাদি অবস্থিত আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥

এই দেবকূটপর্ব্বতের মধ্যে বৃহত্তর গৃহাদিবিভূষিত এক মনোহর স্থান

নৈকৈর্মহাপক্ষিগণৈর্গারুড়ৈঃ শীঘ্রবিক্রমৈঃ ।
সম্পূর্ণবীর্য্যসম্পন্নৈর্দমনৈরুরগারিভিঃ ॥ ৩ ॥
পক্ষিরাজস্য ভবনং প্রথমং তন্মহাত্মনঃ ।
মহাবায়ুপ্রবেগস্য শাল্মলিদ্বীপবাসিনঃ ॥ ৪ ॥
তস্যৈব চারুমূর্দ্ধসু কূটেষু চ মহর্দ্ধিষু ।
দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ ॥ ৫ ॥
সন্ধ্যাভ্রাভাঃ সমুদিতা রুক্মপ্রাকারতোরণাঃ ।
মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্ম্মিতাঃ ॥ ৬ ॥
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশত্তমায়তাঃ ।
সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরী নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৭ ॥
আগ্নেয়া নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
কুবেরানুচরা দীপ্তাস্তেষাস্তে ভবনোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥
তস্য চোত্তরকূটেষু জঠরস্থ মহাগিরেঃ ।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদবদ্ধঞ্চ উদ্যানবনশোভিতম্ ॥ ৯ ॥

আছে, তাহার চারিপার্শ্বের পরিধি শতযোজন। এই স্থানে বিনতা-নন্দন ধীমান্ গরুড়ের জন্ম হইয়াছিল। এখানে শাল্মলিদ্বীপনিবাসী মহাবেগ-শালী মহাত্মা গরুড় মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় বংশধরগণের সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ২—৪ ॥

এই দেবকূটের শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণদিক্‌স্থিত উচ্চতর সপ্ত মহাশৃঙ্গে ত্রিশযোজন বিস্তৃত চল্লিশ যোজন দীর্ঘ সাতটী গন্ধর্ব্বনগরী আছে। এই সকল নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণপরিবৃত, এই জন্যই ইহাকে দেখিলে সন্ধ্যাকালীন গগনের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। সেই সকল পুরীই দেবনির্ম্মিত। তাহাতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বাস করিয়া থাকে। উক্ত সপ্তপুরীতে যে সকল মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব বাস করে, তাহারা আগ্নেয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই যক্ষরাজ কুবেরের অনুগত ॥ ৫—৮ ॥

পুরমাশীবিষৈঃ পূর্ণং মহাপ্রাকারতোরণম্।
বাদিত্রশতনির্ঘোষৈর্নাদিতং ভবনান্তরম্ ॥ ১০ ॥
দুষ্প্রসহ্যমমিত্রাণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্।
নগরং সৈংহিকেয়ানামুদীর্ণং দেববিদ্বিষাম্।
সিদ্ধদেবর্ষিচরিতে দেবকূটে নিবোধত ॥ ১১ ॥
দ্বিতীয়ে দ্বিজশার্দ্দূলা মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভে।
মহাভবনমালাভির্নানাবর্ণাভিরাবৃতম্ ॥ ১২ ॥
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
বিশালরথ্যং দুর্দ্ধর্ষং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ॥ ১৩ ॥
নরনারীগণাকীর্ণং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্।
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
নগরং কালকেয়ানামসুরাণাং দুরাসদাম্ ॥ ১৪ ॥
দেবকূটতটে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুদুর্জ্জয়ম্।
মহাভ্রচয়সঙ্কাশং সুনাসন্নাম বিশ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥

উক্ত সপ্তপুরীর উত্তরদিকে যে শৃঙ্গ আছে, তাহাতে বিবিধ প্রাসাদ ও উদ্যানশোভিত, উচ্চতর প্রাচীরাদিপরিবৃত বিষম বিষধরপরিপূর্ণ ত্রিশযোজন পরিধিবিশিষ্ট এক নগর আছে। এখানে ভবন-সমূহ শত শত বাদিত্র শব্দদ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। এইখানেই রিপুগণের দুঃসহ সিংহিকাতনয়গণ বাস করে। দ্বিজগণ! এই দেবকূট পর্ব্বতে আরও অনেক সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন ॥ ৯—১১ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দ্বিতীয় মর্য্যাদাপর্ব্বতে দুরাত্মা কালকেয় অসুরগণের সুবর্ণ ও মণিদ্বারা বিবিধবর্ণে চিত্রিত, উচ্চতর প্রাচীরাদি সমাবৃত, বিস্তৃত পথবিশিষ্ট, নানাবিধ নরনারী পরিপূর্ণ, ৬০ যোজন বিস্তৃত ও শতযোজন দীর্ঘ এক পুরী আছে ॥ ১২—১৪ ॥

তস্যৈব দক্ষিণে কূটে ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরম্‌।
দ্বিষষ্টিযোজনায়ামং হেমপ্রাকারতোরণম্‌॥ ১৬॥
হৃষ্টপুষ্টাবলিপ্তানামাবাসাঃ কামরূপিণাম্‌।
উৎকটানাং প্রমুদিতা রাক্ষসানাং মহাপুরম্‌॥ ১৭॥
মধ্যমে তু মহাকূটে দেবকূটস্য বৈ গিরেঃ।
সুবর্ণমণিপাষাণৈশ্চিত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণতরৈঃ শুভৈঃ॥ ১৮॥
শাখাশতসহস্রাদ্যৈর্নৈকারোহসমাকুলম্‌।
স্নিগ্ধপর্ণমহামূলমনেকস্কন্ধবাহনম্‌॥ ১৯॥
রম্যং হ্যবিরলচ্ছায়ং দশযোজনমণ্ডলম্‌।
তত্র ভূতবটং নাম নানাভূতগণালয়ম্‌॥ ২০॥
মহাদেবস্য প্রথিতং ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ।
দীপ্তমায়তনং তত্র সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্‌॥ ২১॥
বরাহগজসিংহর্ক্ষশার্দ্দূলকরভাননৈঃ।
গৃধ্রোলূকমুখৈশ্চৈব মেষোষ্ট্রাজমহামুখৈঃ॥ ২২॥

এই পুরী অতি মনোহর, অজেয় এবং দেবকূটের নিকটবর্ত্তী, ইহা মেঘের ন্যায় সুনীলবর্ণ এবং সুনাস নামে পরিচিত॥ ১৫॥

দ্বিতীয় মর্য্যাদাপর্ব্বতের দক্ষিণশৃঙ্গে কামরূপী হৃষ্ট, পুষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ ও গর্ব্বিত রাক্ষসগণের ৩০ যোজন বিস্তৃত, ৬২ যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণ-সমাবৃত, অতি আনন্দজনক পুরী আছে॥ ১৬—১৭॥

যাহার মনোহর সুবর্ণ ও মণিদ্বারা চিত্রিত পর্ণগুলি অতিশয় স্নিগ্ধ, এবং যাহার লক্ষাধিক শাখা দ্বারা চতুর্দ্দিকে দশযোজন পরিমিত স্থান অবিচ্ছিন্ন ছায়াবৃত রহিয়াছে, মহামূল, মহাস্কন্ধ ও অনেক-আরোহবিশিষ্ট সেই ভূতবট নামক মহাবৃক্ষ দেবকূটপর্ব্বতের মধ্যমশৃঙ্গে অবস্থিত আছে। উক্ত বৃক্ষে বহুবিধ ভূতগণ বাস করে। এই ভূতবট বৃক্ষের নিকটেই মহাত্মা ত্র্যম্বক মহাদেবের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ দীপ্তমান্‌ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ১৮—২১॥

কমঠৈর্বিকটৈঃ স্থূলৈর্লম্বকেশতনূরুহৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈর্নানাসংস্থানসংস্থিতৈঃ ॥ ২৩ ॥
দীপ্তৈরনেকৈরুগ্রাস্যৈর্ভূতৈরুগ্রপরাক্রমৈঃ।
অশূন্যমভবন্নিত্যং মহাপারিষদৈস্তথা ॥ ২৪ ॥
তত্র ভূতপতের্ভূতা নিত্যং পূজাং প্রযুঞ্জতে।
ঝর্ঝরৈঃ শঙ্খপটহৈর্ভেরীডিণ্ডিমগোমুখৈঃ। ২৫ ॥
রণিতালসিতোদ্গীতৈর্নিত্যং বলিবিবর্জিতৈঃ।
বিস্ফূর্জ্জিতশতৈস্তত্র মুদাযুক্তা গণেশ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রীতাঃ পুরারিপ্রমথাস্তত্র ক্রীড়াপরাঃ সদা।
সিদ্ধদেবর্ষিগন্ধর্ব্বযক্ষনাগেন্দ্রপূজিতঃ।
স্থানে তস্মিন্ মহাদেবঃ সাক্ষাল্লোকশিবঃ শিবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

এখানে বরাহ, গজ, সিংহ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, করভ, গৃধ্র, উলূক, মেষ, উষ্ট্র এবং অজমুখধারী দীর্ঘকেশী বিকটবদন নানাকৃতি প্রাণিগণ বাস করে। এই স্থান কখনও ভূতশূন্য হয় না, এখানে ভূতগণ অতিশয় পরাক্রমশালী। তাহারা সেখানে সর্ব্বদা ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্যবাদন ও সুমধুর সংগীত দ্বারা ভূতপতি মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজাতে কোনরূপ বলিপ্রদান করা হয় না। ভূতগণ যখন পূজান্তে স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করে, তখন বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়। ত্রিপুরারির সেই প্রমথগণ এখানে আহ্লাদের সহিত সর্ব্বদা নানাবিধ ক্রীড়া করে। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি, যক্ষ ও নাগশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদা সেই লোকমঙ্গলকর মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২২—২৭ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক একচল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বাচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৃত উবাচ।

বিবিক্তচারুশিখরং যত্র তচ্ছঙ্খবর্চ্চসম্।
কৈলাসং দেবভক্তানামালয়ং সুকৃতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥
তস্য কূটতটে রম্যে মধ্যমে কুন্দসন্নিভে।
যোজনানাং শতং রম্যং পঞ্চাশচ্চ তথায়তম্ ॥ ২ ॥
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
মহাভবনমালাভির্ভূষিতং নৈকবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥
ধনাধ্যক্ষস্য দেবস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ।
নগরংতদনাধৃষ্যমৃদ্ধিযুক্তং মুদাযুতম্ ॥ ৪ ॥
তস্য মধ্যে সভা রম্যা নানাকনকমণ্ডিতা।
বিপুলা নাম বিখ্যাতা বিপুলস্তম্ভতোরণা ॥ ৫ ॥
তত্র তৎ পুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতম্।
মহাবিমানং রুচিরং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ৬ ॥

সূত বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত শঙ্খসদৃশ ধবলবর্ণ কৈলাসপর্ব্বতে সৎকর্ম্মশীল দেবভক্তগণের আলয়; পরস্পর অসংলগ্নভাবে অবস্থিত ইহার শিখরগুলি অতিশয় মনোহর ॥ ১ ॥

উক্ত কৈলাসের শতযোজন দীর্ঘ কুন্দপুষ্পসদৃশ ধবলবর্ণ মনোহর মধ্যম শৃঙ্গে ধনাধ্যক্ষ মহাত্মা কুবেরের সুবর্ণমণিচিত্রিত সুবৃহৎ, ভবনশ্রেণীবিভূষিত পঞ্চাশৎ-যোজন দীর্ঘ ও অতিবিস্তৃত সুখপ্রদ অতিসমৃদ্ধিযুক্ত নগর অবস্থিত আছে ॥ ২—৩ ॥

তন্মধ্যে বৃহত্তর স্তম্ভ ও তোরণবিশিষ্ট, বিবিধ স্বর্ণাদিভূষিত মনোহারিণী এক সভা আছে। ইহা বিপুলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪—৫ ॥

সেখানে যক্ষরাজ কুবেরের নানারত্ন পরিশোভিত মনোহর পুষ্পক নামক

মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্।
বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
তত্রৈকপিঙ্গলো দেবো মহাদেবসখঃ স্বয়ম্।
বসতি স্ম স যক্ষেন্দ্রঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
তত্রাপ্সরোগণৈর্যক্ষৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
বসতি স্ম মহাত্মাঽসৌ কুবেরো দেবসত্তমঃ ॥ ৯ ॥
তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দঃ শঙ্খো নীলশ্চ নন্দনো নিধিসত্তমাঃ ॥ ১০ ॥
অষ্টাবেতেঽক্ষয়া দিব্যা ধনেশস্য মহাত্মনঃ।
মহানিধয়স্তিষ্ঠন্তি সভায়াং তস্য সঞ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥
তথেন্দ্রাগ্নিযমাদীনাং দেবানাঞ্চাপ্সরোগণৈঃ।
তেষাং কৈলাস আবাসো যত্র যক্ষেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
কৃত্বা পূর্ব্বমুপস্থানং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চাদ্গচ্ছন্তি যে তেষাং বিহিতাঃ পরিচারকাঃ ॥ ১৩ ॥

মহাবিমান আছে। সেই বিমান ইচ্ছানুসারে মনের ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে পারে ॥ ৬—৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিপুলা সভায় প্রাণিবর্গনমস্কৃত যক্ষরাজ একপিঙ্গল অবস্থান করেন; তিনি মহাদেবের সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮ ॥

উক্ত সভাতেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কুবের বহুবিধ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণের সহিত অবস্থান করেন ॥ ৯ ॥

সেই সভায় মহাত্মা ধনেশ্বর কুবেরের পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, শঙ্খ, নীল ও নন্দন নামে আটটি নিধি আছে ॥ ১০—১১ ॥

যেখানে ধনেশ্বর কুবেরের আবাস স্থান, সেই কৈলাসপর্ব্বতে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ ও অপ্সরাগণ অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

সকলের পূর্ব্বদিকে যক্ষেশ্বর কুবেরের আলয়, তৎপশ্চিমে তাঁহার পরি-

তত্র মন্দাকিনী নাম সুরম্যা বিপুলোদকা।
সুবর্ণমণিসোপানা নানাপুষ্পোৎকরোৎকটা॥ ১৪॥
জাম্বুনদময়ৈঃ পদ্মৈর্গন্ধস্পর্শগুণান্বিতৈঃ।
নীলবৈদূর্য্যপত্রৈশ্চ গন্ধোপেতৈর্মহোৎপলৈঃ॥ ১৫॥
তথাকুমুদখণ্ডৈশ্চ মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতা।
যক্ষগন্ধর্ব্বনারীভিরপ্সরোভিশ্চ শোভিতা॥ ১৬॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ।
উপস্পৃষ্টজলা রম্যা বাপী মন্দাকিনী তথা॥ ১৭॥
তথা হ্যলকনন্দা চ নন্দা চ সরিতাংবরা।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তা নদ্যোদেবর্ষিসেবিতাঃ॥ ১৮॥
তস্যৈব শৈলরাজস্য পূর্ব্বে কূটে পরিশ্রুতাঃ।
সহস্রযোজনায়ামাস্ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরাঃ॥ ১৯॥

চারকবর্গের আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ নিজ নিজ প্রভুর আশ্রমের পশ্চিমদিকে সকল পরিচারকবর্গের আশ্রমই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ১৩॥

কৈলাসপর্ব্বতে অনেক পুষ্পপরিশোভিত জলপরিপূর্ণ মন্দাকিনী গঙ্গা আছেন, তাহাতে অবতরণ করিবার সোপানগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত। এই মন্দাকিনীতে যে সকল পদ্ম আছে, সেগুলি জাম্বূনদ পদ্মের ন্যায় উত্তম গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট। এই মন্দাকিনী নীল ও বৈদূর্য্যমণিসদৃশবর্ণ ও দিব্য গন্ধবিশিষ্ট কুমুদ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় যক্ষগন্ধর্ব্বরমণী ও অমরাঙ্গনাগণ নিয়তই তাহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ১৪—১৬॥

এই কৈলাস পর্ব্বতে একটী বাপী আছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ তাহার জল এবং মন্দাকিনীর পূত নির্ম্মল জল স্পর্শ করিয়া আপনাকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করেন॥ ১৭॥

এখানে মন্দাকিনীর ন্যায় পবিত্রসলিলা অলকনন্দা ও নন্দা নামে দেবর্ষিগণ সেবিত আরও দুইটি নদী আছে॥ ১৮॥

শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসের পূর্ব্ব শৃঙ্গে, সহস্রযোজন দীর্ঘ ও ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত

দশগন্ধর্ব্বনগরাঃ সমৃদ্ধ্যা পরয়া যুতাঃ।
মহাভবনমালাভিরনেকাভিবিভূষিতাঃ ॥ ২০ ॥
সুবাহুর্হরিকেশাদ্যাশ্চিত্রসেনজরাদয়ঃ।
দশগন্ধর্ব্বরাজানো দীপ্তবহ্নিপরাক্রমাঃ ॥ ২১ ॥
তস্যৈব পশ্চিমে কূটে কুন্দেন্দু সদৃশপ্রভে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিতে ॥ ২২ ॥
অশীতিযোজনায়ামং চত্বারিংশৎ প্রবিস্তরম্।
একৈকযক্ষভবনং মহাভবনমালিনম্ ॥ ২৩ ॥
মহাসঙ্কালয়াস্তত্র ত্রিংশদাঢ্যানি মে শৃণু।
মুদাঽথ পরমর্দ্ধ্যা চ সংযুক্তানি সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
মহামালিস্নেত্রাদ্যাস্তথা মণিবরাদয়ঃ।
উদীর্ণা যক্ষরাজানস্তত্র ত্রিংশৎ সদা বভুঃ ॥ ২৫ ॥
ইত্যেতে কথিতা যক্ষা বায়ুগ্নিসমতেজসঃ।
যেষামধিপতির্দেবঃ শ্রীমান্ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

সৌন্দর্য্যশালী দশটি গন্ধর্ব্বনগর আছে। সেই নগরে মালার স্থায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অনেকগুলি গৃহ আছে ॥ ১৯—২০ ॥

উক্ত দশনগরে প্রদীপ্তবহ্নিতুল্য পরাক্রমশালী সুবাহু, হরিকেশ ও চিত্রসেন ও জর প্রভৃতি দশজন গন্ধর্ব্বরাজ আছেন ॥ ২১ ॥

সেই কৈলাসের কুন্দপুষ্পসদৃশ ধবলবর্ণ, সিদ্ধ ও দেবর্ষিসেবনীয় নানাবর্ণ ধাতুচিত্রিত পশ্চিম শৃঙ্গে, ৮০ যোজন দীর্ঘ ৪০ যোজন বিস্তৃত গৃহমালা পরিব্যাপ্ত ৩০টি নগর আছে। উক্ত নগরস্থ প্রাণিবর্গ সর্ব্বদাই আনন্দিত ও ঐশ্বর্য্যশালী ॥ ২২—২৪ ॥

বায়ু ও অগ্নিসদৃশ পরাক্রমশালী মহামালী, সুনেত্র এবং মণিবর প্রভৃতি ত্রিশজন উপরোক্ত ত্রিশটি নগরের রাজা। বৈশ্রবণ কুবের তাঁহাদিগের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৫—২৬ ॥

তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
নিকুঞ্জনির্ঝরগুহানৈকসানুদরীতটে ॥ ২৭ ॥
অর্ণবাদর্ণবং যাবৎ পূর্ব্বপশ্চায়তেঽচলে।
কিন্নরাণাং পুরশতং নিবিষ্টং বৈ কচিৎ কচিৎ ॥ ২৮ ॥
নৈকশৃঙ্গকলাপস্য শৈলরাজস্য কুক্ষিষু।
নরনারীপ্রমুদিতং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৯ ॥
দ্রুমসুগ্রীবসৈন্যাদ্যা ভগদত্তপুরঃসরাঃ।
তত্র রাজশতং তেষাং দীপ্তানাং বলশালিনাম্ ॥ ৩০ ॥
বিবাহো যত্র রুদ্রস্য মহাদেব্যোমযা সহ।
তপস্তপ্তবতী চৈব যত্র গৌরী বরাঙ্গনা ॥ ৩১ ॥
কিরাতরূপিণী চৈবস্তত্র রুদ্রেণ ক্রীড়িতম্।
যত্র চৈব কৃতং তাভ্যাং জম্বুদ্বীপাবলোকনম্ ॥ ৩২ ॥

কৈলাসপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে হিমালয় পর্ব্বত, ইহা বহুবিধ নির্ঝর, গুহা ও উপত্যকা দ্বারা পরিশোভিত। ইহার আয়তন পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বহুতর শৃঙ্গশোভিত শৈলরাজ হিমালয়ের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট নরনারী পরিপূর্ণ একশত কিন্নরনগর আছে। উক্ত নগরস্থ কিন্নরগণ অতিশয় পরাক্রমশালী ও তেজস্বী, সুগ্রীব, দ্রুম ও ভগদত্ত প্রভৃতি একশত ব্যক্তি তাহাদের রাজা ॥ ২৭—৩০ ॥

যে স্থানে মহাদেবী উমার সহিত রুদ্রের বিবাহ হইয়াছিল, যেখানে রমণীশ্রেষ্ঠা ভগবতী রুদ্রদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যে স্থানে মহাদেব কিরাতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে থাকিয়া ভগবতী ও মহাদেব জম্বুদ্বীপ দর্শন করিয়াছিলেন, যেখানে ভূতগণের সহিত রুদ্রদেবের বহুবিধ পুষ্পচিত্রিত ক্রীড়াবন আছে, যেখানে গিরিগুহা-নিবাসিনী, সুলোচনা কৃশোদরী কিন্নরী, যক্ষিণী ও

যত্র তাঃ সম্মুদা যুক্তা নানাভূতগণৈর্যুতাঃ।
চিত্রপুষ্পফলোপেতা রুদ্রস্যাক্রীড়ভূময়ঃ ॥ ৩৩ ॥
হৃষ্টা গিরিদরীবাসাঃ কৃশোদর্য্যো মনোরমাঃ।
সুন্দর্য্যো যত্র কিন্নর্য্যো রমন্তে স্ম সুলোচনাঃ ॥ ৩৪ ॥
বিশালাক্ষাস্তথা যক্ষাশ্চন্যাশ্চাপ্সরসাঙ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চাঙ্গশালিন্যো যত্র তত্র মুদা যুতাঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রৈবোমাবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
অর্দ্ধনারীনরং রূপং ধৃতবান্ যত্র শঙ্করঃ ॥ ৩৬ ॥
তথা শরবনং নাম যত্র জাতঃ ষড়ানন।
যত্র চৈব কৃতোৎসাহঃ ক্রৌঞ্চশৈলবনং প্রতি ॥ ৩৭ ॥
ধ্বজাপতাকিনশ্চৈব কিঙ্কিনীজালমালিনম্।
যত্র সিংহরথং যুক্তং কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ ॥ ৩৮ ॥
চিত্রপুষ্পনিকুঞ্জস্য ক্রৌঞ্চস্য চ গিরেস্তটে।
দেবারিস্কন্দনঃ স্কন্দো যত্র শক্তিং বিমুক্তমান্ ॥ ৩৯ ॥

অপ্সরাগণ সুখে রমণ করিতেছে, হিমালয়ের সেই স্থানে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ উমাবন অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীমান্ শঙ্কর অর্দ্ধনারীদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১—৩৬ ॥

যেখানে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শরবন উক্ত হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত আছে। যে স্থানে থাকিয়া ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চবিদারণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিকেয়ের বহুবিধ ধ্বজপতাকা ও কিঙ্কিনীভূষিত সিংহরথ অবস্থিত আছে, বিবিধ পুষ্পময় নিকুঞ্জপরিশোভিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে স্থানে দৈত্যারি কার্ত্তিকেয় শক্তি-নামক অস্ত্র বিমোচন করিয়াছিলেন এবং যেখানে দ্বাদশসূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী

যত্রাভিষিক্তশ্চ গুহঃ সেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ সুরোত্তমৈঃ।
সেনাপত্যে চ দৈত্যারির্দ্বাদশার্কপ্রতাপবান্ ॥ ৪০ ॥
ভূতসঙ্ঘাবকীর্ণানি এতান্যন্যানি চ দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র কুমারস্য স্থানান্যায়তনানি চ ॥ ৪১ ॥
তথা পাণ্ডুশিলা নাম হ্যাক্রীড়া ক্রৌঞ্চঘাতিনঃ।
নানাভূতগণাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ শুভে ॥ ৪২ ॥
তস্য পূর্ব্বে তটে রম্যে সিদ্ধাবাসং মুদাযুতম্।
কলাপগ্রামমিত্যেবং নাম্না খ্যাতং মনীষিভিঃ ॥ ৪৩ ॥
মৃকণ্ডস্য বশিষ্ঠস্য ভরতস্য নলস্য চ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষেস্তথৈবোদ্দালকস্য চ ॥ ৪৪ ॥
অন্যেষাঞ্চোগ্রতপসাং ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিমবত্যাশ্রমাণাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৪৫ ॥
নৈকসিদ্ধগণাবাসং স্থানায়তনমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং নানাম্লেচ্ছগণৈর্যুতম্ ॥ ৪৬ ॥

কার্ত্তিকেয় দৈত্যবিনাশার্থ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ কর্ত্তৃক দেব-সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই সকল স্থান ও ক্রৌঞ্চঘাতি-কার্ত্তিকেয়ের ক্রীড়াভূমি পাণ্ডুশিলা নামক স্থান হিমালয়ের পৃষ্ঠে অবস্থিত আছে ॥ ৩৭—৪২ ॥

হিমালয়ের পূর্ব্বশৃঙ্গে সিদ্ধগণের আবাসভূমি আছে, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ইহা কলাপগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৩ ॥

এই হিমালয় পর্ব্বতে, মৃকণ্ড, বশিষ্ঠ, ভরত, নল, বিশ্বামিত্র ও উদ্দালক এবং অন্যান্য উগ্রতপা ঋষিগণের শত সহস্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

হিমালয় পর্ব্বতে সুহৃদায়তনবিশিষ্ট বহুবিধ স্থান আছে; তাহাতে বহুতর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং এই হিমালয়

নানারত্নাকরাপূর্ণং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
নানানদীসহস্রাণাং সম্ভবঃ পরপর্ব্বতম্॥ ৪৭।

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গে ভুবনবিন্যাসো নাম দ্বাচত্বারিংশোধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পশ্চিমস্যাচলেন্দ্রস্য নিষধস্য যথার্থবৎ।
কীর্ত্ত্যমানমশেষেণ বিশেষং শৃণুত দ্বিজাঃ॥
বিস্তীর্ণে মধ্যমে কূটে হেমধাতুবিভূষিতে।
দীপ্তমায়তনং বিষ্ণোঃ সিদ্ধর্ষিগণসেবিতম্॥
যক্ষাপ্সরঃসমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্।
তত্র সাক্ষান্মহাদেবঃ পীতাম্বরধরো হরিঃ।
বরদঃ সেব্যতে সিদ্ধৈর্লোককর্ত্তা সনাতনঃ॥

পর্ব্বতে অনেক প্রকার রত্নের আকর আছে। এখান হইতে যে কত নদী উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না॥ ৪৬—৪৭॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে অনুষঙ্গ ভুবনবিন্যাস নামক বিয়াল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৪২॥

দ্বিজগণ! এখন আমি পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী নিষধপর্ব্বতের সমস্ত কথাই যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥

নিষধের স্বর্ণ ও ধাতুভূষিত মধ্যম শৃঙ্গে, ভগবান্ বিষ্ণুর সিদ্ধর্ষিগণ সেবিত স্বপ্রকাশ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ২॥

যক্ষ, অপ্সরঃ ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই আশ্রমে পীতাম্বরধারী লোককর্ত্তা বরপ্রদ দেবশ্রেষ্ঠ হরি সিদ্ধসমূহকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

তস্যোবাভ্যন্তরতটে নানাধাতুবিভূষিতে।
তটে নিষধকূটস্য শ্লক্ষ্ণচারুশিলাতলে ॥ ৪ ॥
রুক্মপ্রাসাদনির্য্যূহং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্ ।
অনেকবলভীকূটপ্রতোলীশতসঙ্কুলম্ ॥ ৫ ॥
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসংবাধং মুদিতঞ্চাতিবিস্তরম্ ।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদমতুলং তপ্তকাঞ্চননিন্দিতম্ ॥ ৬ ॥
উদ্যানমালাকুলিতং ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তম্ ।
দুঃপ্রসহ্যমমিত্রৈস্তৎ পূর্ণমাশীবিষোপমৈঃ ।
উলজ্ঞীনাং প্রমুদিতং রাক্ষসানাং মহাপুরম্ ॥ ৭ ॥
তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নৈকদৈত্যগণালয়ম্ ।
গুহাপ্রবেশং নগরং শৈলকুক্ষৌ দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥
তথৈব পশ্চিমে কূটে পারিপাত্রশিলোচ্চয়ে । *
দেবদানবনাগানাং সমৃদ্ধানি পুরাণি তু ॥ ৯ ॥

সেই নিষধপর্ব্বতের নানাবিধ ধাতুবিভূষিত মনোহর শিলানির্ম্মিত মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গে উলজ্ঞী রাক্ষসগণের এক মহতী পুরী আছে। এই পুরী বহুবিধ অত্যুচ্চ প্রাচীরাবৃত, তাহার তোরণদ্বার প্রদীপ্ত কাঞ্চননির্ম্মিত এবং শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ। এখানে বহুবিধ ইষ্টকাদিনির্ম্মিত প্রাসাদ ও উদ্যান আছে, এই স্থানের দৈর্ঘ্য ত্রিশযোজন, এই স্থান দেববিরোধী সর্পসদৃশ ক্রুরস্বভাব উলজ্ঞী রাক্ষসপরিপূর্ণ ও শত্রুর অতিশয় দুঃখপ্রদ। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন কোন প্রাণীই এই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৪—৭ ॥

নিষধপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ গুহাতে অনেক দৈত্যপরিপূর্ণ দুর্দ্ধর্ষ এক নগর আছে, গুহার মধ্য দিয়া এই নগরে প্রবেশ করিতে হয় ॥ ৮ ॥

উক্ত নিষধের পারিপাত্র নামক শিলাময় পশ্চিমশৃঙ্গে দেবতা, দানব ও নাগগণের সমৃদ্ধিশালী অনেকগুলি পুরী আছে ॥ ৯ ॥

* "পারিজাতশিলোচ্চয়ে।" ইতি মুঃ পুঃ।

তত্র সোমশিলা নাম গিরেস্তস্য মহাতটে।
সোমো যত্রাবতরতি সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু॥ ১০॥
উপাসতেঽত্র শ্রীমন্তং তারাপতিমনিন্দিতম্।
ঋষিকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সাক্ষাদ্দেবং তমোনুদম্॥ ১১॥
তত্রৈব চোত্তরে কূটে ব্রহ্মপার্শ্বমিতি স্মৃতম্। *
স্থানং তত্র সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রথিতং দিবি॥ ১২॥
ইজ্যাপূজানমস্কারৈস্তত্র সিদ্ধাঃ স্বয়ম্ভুবম্।
উপাসতে মহাত্মানং যক্ষগন্ধর্ব্বদানবাঃ॥ ১৩॥
তথৈবায়তনং বহ্নেঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বিগ্রহবান্ বহ্নিঃ সেব্যতে সিদ্ধচারণৈঃ॥ ১৪॥
তথৈব চোত্তরে রম্যে ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে।
ঋষিসিদ্ধানুচরিতে নানাভূতগণালয়ে॥ ১৫॥

তন্মধ্যে সোমশিলা নামক পুরীতে ভগবান্ সোমদেব প্রতিপর্ব্বে অবতরণ করিয়া থাকেন। এখানে ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ অন্ধকার-নাশক অনিন্দিত তারাপতি শ্রীমান্ চন্দ্রদেবকে উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন॥ ১০—১১॥

* ইহার উত্তরদিকের শৃঙ্গে ব্রহ্মপার্শ্ব নামক স্থান আছে, এখানে দেবশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা অবস্থান করেন। এই স্থান স্বর্গপ্রভৃতি সকল স্থানেই পরিচিত। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ এই স্থানে যজ্ঞ, পূজা ও নমস্কার দ্বারা ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে॥ ১২—১৩॥

এই শৃঙ্গেই বহ্নিদেবের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ভবন অবস্থিত আছে, এখানে সিদ্ধচারণগণ বিগ্রহরূপী বহ্নিদেবের পূজা করিয়া থাকে॥ ১৪॥

ইহার উত্তরদিকে মনোহর ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বতে ঋষি, সিদ্ধ ও নানাবিধ ভূতবর্গ-সেবিত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ হেমচিত্র নামক পুরী, তাহাতে প্রধান দেবত্রয়ের ভবন।

---

* "ব্রহ্মকূটমিতি স্মৃতম্।" ইতি বা পাঠঃ। প।

পুরং তৎ ত্রিষু লোকেষু হেমচিত্রস্ত বিশ্রুতম্‌।
ত্রয়াণাং দেবমুখ্যানাং ত্রীণ্যেবায়তনানি চ ॥ ১৬ ॥
নারায়ণস্যায়তনং পূর্ব্বকূটে দ্বিজোত্তমাঃ।
মধ্যমে ব্রহ্মণঃ স্থানং শঙ্করস্থ তু পশ্চিমে ॥ ১৭ ॥
দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
ইজ্যানা অভিপূজ্যন্তে দেবদেবা মহাবলাঃ ॥ ১৮ ॥
তথা পুরাণি রম্যাণি দেশে দেশে কচিৎ কচিৎ।
যক্ষগন্ধর্ব্বনাগানাং ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে ॥ ১৯ ॥
তথৈব চোত্তরে দেশে জারুথে দেবপর্ব্বতে।
অনেকশৃঙ্গকলিতে সিদ্ধসাধুনিষেবিতে ॥ ২০ ॥
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাং সহস্রশঃ।
নাগানাং রাক্ষসানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ মহাবলে ॥ ২১ ॥
কূটে তু মধ্যমে তস্য সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতে।
রম্যে দেবর্ষিচরিতে রত্নধাতুবিভূষিতে ॥ ২২ ॥

হে দ্বিজসত্তমগণ! তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের ভবনে ভগবান্‌ নারায়ণ, মধ্যমে ব্রহ্মা এবং পশ্চিম ভবনে শঙ্কর অবস্থান করেন। এই ত্রিশৃঙ্গস্থ দেবদেবত্রয়কে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দানব, রাক্ষস, দৈত্য ও পন্নগগণ ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকে ॥ ১৫—১৮ ॥

উক্ত ত্রিশৃঙ্গের কোন কোন স্থানে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণেরও কয়েকটী রমণীয় পুরী আছে ॥ ১৯ ॥

ইহার উত্তরাংশে অনেক শৃঙ্গবিশিষ্ট জারুথ নামক দেবপর্ব্বত, এই পর্ব্বতে ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও দৈত্যগণ অবস্থান করেন ॥ ২০—২১ ॥

ইহার রত্নধাতুবিভূষিত সিদ্ধদেবর্ষিসেবিত রমণীয় মধ্যম শৃঙ্গে আনন্দজল নামক এক সরোবর আছে, প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পদ্ম ও কুমুদ বন ইহার অনির্ব্বচনীয়

পদ্মোৎপলবনৈঃ ফুল্লৈঃ সৌগন্ধিকবনৈস্তথা।
তথা কুমুদখণ্ডৈশ্চ বিকচৈরুপশোভিতে ॥ ২৩ ॥
বিহঙ্গসঙ্ঘসংঘুষ্টং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্। *
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং মত্তষট্পদসেবিতম্ ॥ ২৪ ॥
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণং বিহঙ্গৈরুপশোভিতম্।
চারুতীর্থসুসম্বাধং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলং জলদোষবিবর্জ্জিতম্।
তত্রানন্দজলং নাম মহাপুণ্যজলং সরঃ ॥ ২৬ ॥
তত্র নাগপতিশ্চণ্ডো মন্দো নাম দুরাসদঃ।
শতশীর্ষো মহাভাগো বিষ্ণুচক্রাঙ্কচিহ্নিতঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যেবমষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বিচিত্রা দেবপর্ব্বতাঃ।
পুরৈরায়তনৈঃ পুণ্যৈঃ পুণ্যোদৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ২৮ ॥

শোভা সম্পাদন করিয়াছে। হংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিগণ এই ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণসরোবরে সর্ব্বদা সুমধুরধ্বনি করিতেছে। ইহার জল নির্ম্মল ও পুণ্যজনক। এই সরোবরের মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিশযোজন ॥ ২২—২৬ ॥

এই সরোবরে ভীষণ পরাক্রমশালী প্রচণ্ড মন্দ নামক পাপাত্মা নাগপতি বাস করে, ইহার একশত মস্তক এবং শরীরে বিষ্ণুচক্রের মত চিহ্ন আছে ॥ ২৭ ॥

ঋষিগণ! এই আটটীকে বিচিত্র দেবপর্ব্বত বলিয়া জানিবেন। এই বসুন্ধরা মধ্যে সুবর্ণ, হিঙ্গুল ও মনঃশিলা প্রভৃতি বিবিধ ধাতুচিত্রিত পর্ব্বত সকল বিবিধ নদী, গুহা, পবিত্র আয়তন এবং পুণ্যতোয়সরোবর দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া

* "কুমুদোৎপলানাং পদ্মানাং রেণুনাং কপিলীকৃতম্।
সর্ব্বকামসুখং রম্যং পঙ্কমকবিবর্জ্জিতম্।
রম্যং সুরসপানীয়ং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥
মহোরগৈরভ্যুদিতমগ্নিকোপৈস্থ্‌রাসদৈঃ।" ইতি বা পাঠঃ, খ।

সুবর্ণপর্ব্বতৈর্নৈকৈস্তথা রজতপর্ব্বতৈঃ।
হরিতালাচলৈর্নৈকৈস্তথাহৈঙ্গুলকাচলৈঃ।
শুদ্ধৈর্মনঃশিলাজালৈর্ভাস্বরৈররুণপ্রভৈঃ ॥ ২৯ ॥
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্ব্বতৈঃ।
পূর্ণা বসুমতী সর্ব্বা গিরিভির্নৈকবিস্তরৈঃ ॥ ৩০ ॥
নদীকন্দরশৈলাদ্যৈরনেকৈশ্চিত্রসানুভিঃ।
তেষু শৈলসহস্রেষু নানাবর্ণেষু নিত্যশঃ।
ইত্যেবমচলেষু ক্তৈর্দৈত্যরাক্ষসসাধুভিঃ ॥ ৩১ ॥
কিন্নরোরগগন্ধর্ব্বৈর্বিচিত্রৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতা নৈকবিস্তরাঃ ॥ ৩২ ॥
পুণ্যকৃদ্ভিঃ সমাকীর্ণাঃ কেসরাকৃতয়ো নগাঃ।
গিরিজালন্তু তন্মেরোঃ সিদ্ধলোকমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
চিত্রং নানাশ্রয়োপেতং প্রচারং সুকৃতাত্মনাম্।
নাত্যুগ্রকর্ম্মসিদ্ধানাং প্রতিমান্যুপমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥
স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ ক্রমস্ত্বেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্মহাদ্বীপবতী সেয়মুর্ব্বী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৫ ॥

অবস্থিত আছে। ইহাতে দৈত্য, রাক্ষস, সাধু, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ বাস করিয়া থাকে ॥ ২৮—৩২ ॥

মেরুকর্ণিকার কেশর বলিয়া যে যে পর্ব্বত উক্ত হইল, সেই সকল পর্ব্বতে পুণ্যকর্ম্মা সাধুব্যক্তিগণই অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই কেশরস্থানীয় পর্ব্বত সকলকেই সিদ্ধলোক ও স্বর্গ বলা যায়। যাহারা অত্যুগ্র কর্ম্ম করে নাই অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদেরই এই সিদ্ধলোক বা স্বর্গ লাভ হয়। প্রাচীন ঋষিগণ এই পৃথিবীকে চতুর্মহাদ্বীপবতী বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৫ ॥

নানাবর্ণপ্রমাণৈর্হি নানাবর্ণবলৈস্তথা।
নানাভক্ষ্যান্নপানৈশ্চ নানাচ্ছাদনভূষণৈঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রজাবিকারৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈরধ্যুষিতৈঃ সহ।
চত্বারো নৈকবর্ণাদ্যা মহাদ্বীপাঃ পরিশ্রুতাঃ ॥ ৩৭ ॥
ভদ্রাশ্বা ভরতাশ্চৈব কেতুমালাশ্চ পশ্চিমাঃ।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৩৮ ॥
সৈষা চতুর্মহাদ্বীপা নানাদ্বীপসমাকুলা।
পৃথিবী কীর্ত্তিতা কৃৎস্না পদ্মাকারা ময়া দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥
তদেষা সান্তরদ্বীপা সশৈলবনকাননা।
পদ্মেত্যভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহুবিস্তরা ॥ ৪০ ॥
সব্রহ্মসদনং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যৎ সত্ত্বৈর্ব্যবহার্য্যতে ॥ ৪১ ॥

প্রত্যেক দ্বীপই নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও নানাপ্রকার বস্ত্রভূষণাদি পরিপূর্ণ, ইহাতে নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অবস্থান করে। এই চারিটি দ্বীপ সর্ব্বদা নানারূপে বিরাজিত ॥ ৩৬—৩৭ ॥

উক্ত চারিটি দ্বীপের নাম ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। ইহার মধ্যে কেতুমাল দ্বীপ পশ্চিমে ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের বাসভূমি কুরুদ্বীপ উত্তরদিকে অবস্থিত ॥ ৩৮ ॥

হে দ্বিজগণ! এই চতুর্দ্বীপময়ী পৃথিবীতে আরও অনেক অনেক উপদ্বীপ আছে, সেই সমস্ত এই চারিদ্বীপেরই অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বীপ, পর্ব্বত ও বনাদিবিভূষিত বহু বিস্তৃত পৃথিবী লোকপদ্ম নামে বিখ্যাত ॥ ৩৯—৪০ ॥

এই লোকপদ্মনামধেয় পৃথিবীতেই প্রাণিগণের ব্যবহার্য্য, ব্রহ্মলোক সহিত দেবলোক, অসুরলোক ও মানুষলোক নামক ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪১ ॥

চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তং যৎ তজ্জগৎ পরিগীয়তে।
গন্ধবর্ণরসোপেতং শব্দস্পর্শগুণান্বিতম্ ॥ ৪২ ॥
তং লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে।
এষ সর্ব্বপুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিনিশ্চিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সরোবরেভ্যঃ পুণ্যোদাঃ দেবনদ্যো বিনির্গতাঃ।
মহৌঘতোয়া নদ্যশ্চ তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥
আকাশাম্ভোনিধির্যোঽসৌ সোম ইত্যভিধীয়তে।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং দেবানামমৃতাকরঃ ॥ ২ ॥

লোকপদ্মের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিশিষ্ট যে স্থান চন্দ্রসূর্য্যের আলোকে পরিব্যাপ্ত, সেই স্থানকে জগৎ বলা যায় ॥ ৪২ ॥

শ্রুতিতে এই লোকপদ্মই পদ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। ঋষিগণ! আদি লোকবিন্যাসের যেরূপ ক্রম বলিয়াছি, সমুদয় পুরাণেই সেই ক্রম বর্ণিত আছে ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক তেতাল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

সূত বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত সরোবরসমূহ হইতে পবিত্রজলবিশিষ্ট মহাবেগবতী যে সকল নদী নির্গত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিবরণ যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

আমরা আকাশে সাগরসদৃশ যাহা দেখিতেছি, ইহার নাম সোম। ইহা সমুদয় প্রাণিবর্গের আধারস্বরূপ এবং দেবভোগ্য অমৃতের উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

তস্মাৎ প্রবৃত্তা পুণ্যোদা নদী হ্যাকাশগামিনী।
সপ্তমেনানিলপথা প্রযাতা বিমলোদকা ॥ ৩ ॥
সা জ্যোতীংষি নিষেবন্তী জ্যোতির্গণনিষেবিতা।
তারাকোটিসহস্রাণাং নভসশ্চ সমায়তা ॥ ৪ ॥
মাহেন্দ্রেণ গজেন্দ্রেণ আকাশপথযায়িনা।
ক্রীড়িতা হ্যম্বরতলে যা সা বিক্ষোভিতোদকা ॥ ৫ ॥
নৈকৈর্বিমানসঙ্ঘাতৈঃ প্রক্রামদ্ভির্নভস্তলম্।
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলা মহাপুণ্যজলা শিবা ॥ ৬ ॥
বায়ুনা প্রের্য্যমাণা সা অনেকাভোগগামিনী।
পরিবর্ত্তত্যহরহো যথা সোমস্তথৈব সা ॥ ৭ ॥
চত্বার্য্যশীতিঞ্চ তথা সহস্রাণাং সমুচ্ছ্রিতম্।
বেগেন কুর্ব্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৮ ॥
বিভিদ্যমানসলিলৈস্তেজসেনানিলেন চ।
মেরোরুত্তরকূটেষু নিপপাত চতুর্ষ্বপি ॥ ৯ ॥

উক্ত চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশগামিনী পুণ্যসলিলা সহস্রকোটী তারার-জ্যোতির্বিশিষ্ট সুদীর্ঘ এক পুণ্যতোয়া নদী উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সপ্তম পথে বিচরণপূর্ব্বক প্রাণিবর্গসেবিত হইয়া তাহাদের উপভোগসম্পাদন-পূর্ব্বক আকাশগামী ঐরাবতের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিক্ষিপ্তজলা হইয়াছে ॥ ৩—৫ ॥

তাহার জল বিমানযোগে আকাশমার্গে গমনশীল সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়াতে অতিশয় পুণ্য ও মঙ্গলপ্রদ ॥ ৬ ॥

সেই মহানদী বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া অতিশয় বেগধারণপূর্ব্বক চতুরশীতি সহস্রযোজন উচ্চ মেরুপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৭—৮ ॥

অনন্তর সেই নদী তৈজসবায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্তজলা হইয়া মেরুপর্ব্বতের

মেরুকূটতটান্তেভ্যাকৎক্রুষ্টেভ্যো নিবর্ত্তিতা।
বিকীর্য্যমাণসলিলা চতুর্দ্ধা সংস্থিতোদকা ॥ ১০ ॥
ষষ্টিযোজনসাহস্রং নিরালম্বং যথাম্বরাৎ।
নিপপাত মহাভাগা মেরোস্তস্য চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১১ ॥
সা চতুর্ভিতশ্চৈব মহাপাদেষু শোভনা।
পুণ্যা মন্দরপূর্ব্বেণ পতিতা সা মহানদী ॥ ১২ ॥
পূর্ব্বেণাংশেন দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধগণালয়ম্।
সুবর্ণচিত্রকটকং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ॥ ১৩ ॥
প্লাবয়ন্তী সশৈলেন্দ্রং মন্দরং চারুকন্দরম্।
বপ্রপ্রতাপশমনৈরনেকৈঃ স্ফাটিকোদকৈঃ ॥ ১৪ ॥
তথা চৈত্ররথং রম্যং প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্।
প্রবিষ্টা অম্বরনদী অরুণোদসরোবরম্ ॥ ১৫ ॥
অরুণোদান্নিরস্তাথ শীতান্তে শুভনির্ঝরে।
শৈলে সিদ্ধগণাবাসে পপাতাশুগামিনী ॥ ১৬ ॥

উত্তরদিক্‌স্থিত শৃঙ্গের উপরে পতিত হয়। পরে তথা হইতে সঞ্চালিত ও চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ৬০ হাজার যোজন শূন্যমার্গে গমনের পর মেরুর চারিদিকে পতিত হইয়াছে ॥ ৯—১১ ॥

মেরুপাদের চারিদিকে সুশোভিত পুণ্যসলিলা সেই মহানদী মন্দরের পূর্ব্বদিক্ দিয়া নিপতিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

সেই নদী বপ্রপ্রতাপ-প্রশমনকারী নির্ম্মল জল দ্বারা অনেক নির্ঝর, গুহা, সুবর্ণচিত্রিত পর্ব্বতপার্শ্ব এবং দেব ও সিদ্ধগণের আলয়াদিবিশিষ্ট মন্দরের পূর্ব্বদিক্ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১৩—১৪ ॥

এইরূপে সেই পুণ্যতোয়া অম্বরনদী রমণীয় চৈত্ররথ-উদ্যান প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া অরুণোদসরোবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অরুণোদসরোবর হইতে প্রবাহিত হইয়া সেই শীঘ্রগামিনী স্রোতস্বতী রমণীয় নির্ঝরবিশিষ্ট সিদ্ধনিবাস শীতান্ত পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

সীতা নাম মহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা নদী।
সা নিকুঞ্জনিরুদ্ধা তু অনেকাভোগগামিনী।
শীতান্তশিখরাদ্ ভ্রষ্টা সুকুঞ্জে বরপর্ব্বতে॥ ১৭॥ *
নিপপা   ভাগা তস্মাদপি সুমঞ্জসম্।
মাল্যবন্তং ততঃ শৈলং প্লাবয়ন্তী বরাপগা॥ ১৮॥
বৈকঙ্কং সমনুপ্রাপ্তা বৈকঙ্কান্মণিপর্ব্বতম্।
মণিশৈলান্ মহাশৈলং ঋক্ষং সা নৈককন্দরম্॥ ১৯॥ †
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
পতিতাথ মহাশৈলে জঠরে সিদ্ধসেবিতে॥ ২০॥
তস্মাদপি মহাশৈলং দেবকূটং তরঙ্গিণী।
তস্য কুক্ষিসমুদ্রান্তাং ক্রমেণ পৃথিবীং গতা॥ ২১॥

শীতান্ত পর্ব্বতের নিকুঞ্জসমূহ দ্বারা উহার বেগ নিরুদ্ধ হইলে বহুতর প্রবাহে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া সেইস্থানে ঐ নদী সীতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শীতান্ত-শিখর হইতে সেই পুণ্যসলিলা নদী পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুকুঞ্জে পতিত হইয়াছে॥ ১৭॥

তথা হইতে সুমঞ্জস পর্ব্বতে, সুমঞ্জস হইতে মাল্যবানে, মাল্যবান্ হইতে বৈকঙ্কে, বৈকঙ্ক হইতে মণিপর্ব্বতে এবং মণিপর্ব্বত হইতে বহুবিধ গুহা-পরিশোভিত শৈলশ্রেষ্ঠ ঋক্ষে নিপতিত হইয়াছে॥ ১৮—১৯॥

এইরূপে সেই মহানদী বহুবিধ পর্ব্বত বিদারণ করিয়া সিদ্ধসেবিত জঠর-পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে॥ ২০॥

তথা হইতে সেই তরঙ্গিণী দেবকূট পর্ব্বতে উপনীত ও তাহার কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া নির্ম্মল জল দ্বারা বিচিত্র বহুবিধ পর্ব্বত, সরোবর

* "সুকুঞ্জে" ইতি বা পাঠঃ। মু, পু।
† "ঋক্ষং নৈককন্দরম্।" ইতি বা পাঠঃ। মু, পু।

সৈবং স্থলীসহস্রাণি শৈলরাজশতানি চ।
বনানি চ বিচিত্রাণি সরাংসি বিবিধানি চ॥ ২২॥
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা বিস্ফারৈর্বিমলোদকা।
নদীসহস্রানুগতা প্রবৃত্তা চ মহানদী॥ ২৩॥
ভদ্রাশ্বং সা মহাদ্বীপং প্লাবয়ন্তী নগানপি। *
প্রবিষ্টা হ্যর্ণবং পূর্ব্বং পূর্ব্বে দ্বীপে মহানদী॥ ২৪॥
দক্ষিণেঽপি প্রপন্না যা শৈলেন্দ্রে গন্ধমাদনে।
চিত্রৈঃ প্রপাতৈর্বিবিধৈর্নাদৈর্বিস্ফারিতোদকা॥ ২৫॥
তদ্গন্ধমাদনবনং কন্দরৈর্নৈব নন্দনম্। †
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা সা প্রদক্ষিণম্॥ ২৬॥
নাম্না হ্যলকনন্দেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা।
প্রাবিশত্তত্তবনবো মানসং দেবমানসম্॥ ২৭॥

ও বন প্রভৃতি নানাবিধস্থান প্লাবিত করিয়া ক্রমে ক্রমে কলেবর প্রসারণপূর্ব্বক সমুদ্রান্তা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবী-প্রান্তে সেই মহানদী হইতে অন্যান্য সহস্র সহস্র নদী বিনির্গত হইয়াছে॥ ২২—২৩॥

এইরূপে সেই মহানদী ভদ্রাশ্ববর্ষ প্লাবিত করিয়া পূর্ব্বসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহাকেই পূর্ব্বদ্বীপের মহানদী বলা যায়॥ ২৪॥

বিচিত্র ও মনোহর প্রপাতসমূহ দ্বারা বিস্ফারিতসলিলা সেই মহানদী দক্ষিণ-দিকে গমনপূর্ব্বক গন্ধমাদনপর্ব্বতে পতিত হইয়া বিবিধ গুহা-পরিশোভিত আনন্দজনক গন্ধমাদন-বন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ অলকনন্দা নামধারণপূর্ব্বক উত্তরস্থিত দেবাভিলষিত মানসসরোবরে প্রবেশ করিয়াছে॥ ২৫—২৭॥

* "বরাপগা।" ইতি। মু, পু।

† "নন্দনং দেবনন্দনম্।" ইতি মু, পু।

মানসাচ্ছৈলশিখরাৎ কলিঙ্গশিখরং গতা ॥ ২৮ ॥ *
কলিঙ্গশিখরাৎ ভ্রষ্টা রুচকে নিপপাত সা।
রুচকান্নিষধং প্রাপ্তা তাম্রাভং নিষধাদপি ॥ ২৯ ॥
তাম্রাভশিখরাদ্‌ভ্রষ্টা গতা শ্বেতোদরং গিরিম্।
তস্মাৎ সুমূলং শৈলেন্দ্রং বসুধারঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥ ৩০ ॥
হেমকূটং গতা তস্মাদ্ দেবশৃঙ্গে ততো গতা।
তস্মাদ্‌গত্বা মহাশৈলং ততশ্চাপি পিশাচকম্ ॥ ৩১ ॥
পিশাচকাচ্ছৈলবরাৎ পঞ্চকূটং গতা পুনঃ।
পঞ্চকূটাত্তু কৈলাসং দেবাবাসং শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৩২ ॥
তস্য কুক্ষিষু বিভ্রান্তা নৈককন্দরসানুষু।
হিমবত্তমনন্দা নিপপাতাচলোত্তমে ॥ ৩৩ ॥
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
স্থলীশতান্যনেকানি প্লাবয়ন্তী শুভগামিনী ॥ ৩৪ ॥

উক্ত নদী মানস-সরোবর হইতে রমণীয় কলিঙ্গশিখরে, কলিঙ্গশিখর হইতে রুচকপর্ব্বতে, তথা হইতে নিষধে, নিষধ হইতে তাম্রাভপর্ব্বতে, তথা হইতে শ্বেতোদরপর্ব্বতে, শ্বেতোদর হইতে সুমূল ও বসুধার পর্ব্বতে, তথা হইতে হেমকূটে, হেমকূট হইতে দেবশৃঙ্গে, তথা হইতে মহাশৈলে, মহাশৈল হইতে পিশাচক পর্ব্বতে, পিশাচক হইতে পঞ্চকূট পর্ব্বতে এবং পঞ্চকূট হইতে দেবগণের আবাস শিলাসমূহসমাবৃত কৈলাসপর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। এই উত্তম নদী অনেক গুহা ও সানুবিশিষ্ট কৈলাসোদরে পরিভ্রমণ করিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে নিপতিত হইয়াছে ॥ ২৮—৩৩ ॥

সেই মহাভাগা নদী এইরূপে শত শত কানন ও গুহা, সহস্র সহস্র পর্ব্বত

---

* "মানসাৎ শৈলরাজানং রম্যং ত্রিশিখরং গতম্।" ইতি মু, পু।

বনানাঞ্চ সহস্রাণি কন্দরাণাং শতানি চ।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩৫ ॥
বহুযোজনবিস্তীর্ণা শৈলকুক্ষিষু সংবৃতা।
যা ধৃতা দেবদেবেন শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৩৬ ॥
পাবনী দ্বিজশার্দ্দূলা ঘোরাণামপি পাপ্মনাম্।
শঙ্করস্যাঙ্গসংস্পর্শান্ মহাদেবস্য ধীমতঃ।
ভূয়ঃপবিত্রসলিলা সর্বলোকে মহানদী ॥ ৩৭ ॥
অনুশৈলং সমস্তাচ্চ নির্গতা বহুভির্মুখৈঃ।
অথোঽন্যোন্যাভিধানেন খ্যাতা নদ্যঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাদ্ধিমবতো গঙ্গা গতা সা তু মহানদী।
এবং গঙ্গেতি নামাদিপ্রকাশা সিদ্ধসেবিতা ॥ ৩৯ ॥
ধন্যাস্তে সত্তমা দেশা যত্র গঙ্গা মহানদী।
রুদ্রসাধ্যানিলাদিত্যৈর্জুষ্টতোয়া যশস্বতী ॥ ৪০ ॥

প্রভৃতি নানাবিধ স্থলবিদারিত ও প্লাবিত করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হে দ্বিজশার্দ্দূলগণ! শিলোদরসংবৃতা বহুযোজনবিস্তীর্ণা যে নদী মঙ্গলপ্রদ মহাত্মা দেব দেব মহাদেব নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি অতি ঘোরতর পাপকেও বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং যিনি শঙ্করকর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া অতিশয় পবিত্রসলিলা মহানদী বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সেই মহানদীই পর্ব্বত সকলের নানাদিকে বহুমুখে প্রবাহিত সহস্র সহস্র ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত হিমবান্ পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া বিবিধসিদ্ধসেবিতা যে মহানদী দক্ষিণসাগরে পতিত হইয়াছেন, তিনি গঙ্গানামে বিখ্যাত ॥ ৩৯ ॥

যে দেশে সাধ্য, রুদ্র, অনিল ও আদিত্য-সেবিত যশস্বতী গঙ্গানাম্নী মহানদী বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই দেশই প্রধান ও ধন্য ॥ ৪০ ॥

মহাপাদং প্রবক্ষ্যামি মেরোরপি হি পশ্চিমম্ ।
নানারত্নাকরং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভিনিষেবিতম্ ॥ ৪১ ॥
বিপুলং শৈলরাজানং বিস্তৃতোদরকন্দরম্ ।
নিতম্বকুঞ্জকটকৈর্বিমলৈর্মণ্ডিতোদরম্ ॥ ৪২ ॥
অপি যা ত্র্যম্বকস্পৃষ্টা ত্রিদশৈঃ সেবিতোদকা ।
বায়ুবেগহতাভোগা লতেব ভ্রামিতা পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা প্রস্রবৈঃ স্বাদিতোদকা ।
বিস্তীর্য্যমাণসলিলা নির্ম্মলাংশুকসন্নিভা ॥ ৪৪ ॥
তস্য কূটেঽম্বরনদী সিদ্ধচারণসেবিতা ।
প্রদক্ষিণমথাবৃত্য পতিতা সাগুগামিনী ॥ ৪৫ ॥
দেবভ্রাজং মহাভ্রাজং সা বৈভ্রাজং মহাবনম্ ।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা নানাপুষ্পফলোদকা ॥ ৪৬ ॥
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বাণা নানাবর্ণবিভূষিতা ।
প্রবিষ্টা পশ্চিমসরঃ সিতোদং বিমলোদকম্ ॥ ৪৭ ॥ *

যাহা পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণের আবাস বলিয়া অতিশয় পুণ্যপ্রদ, যাহা বিবিধ রত্নের আকর, বহুবিধ কটক ও কুঞ্জ দ্বারা পরিশোভিত, যাহার মধ্যভাগ ও গুহা অতিশয় বিস্তৃত, মেরুর সেই পশ্চিম মহাপাদ বিপুল-শৈলরাজের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪১—৪২ ॥

ত্রিদশসেবিত মধুরসলিল যে নদী বায়ু দ্বারা আহত লতার ন্যায় কম্পিত হইয়া মেরুর চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, সেই নির্ম্মলবস্ত্রসদৃশী বিস্তীর্ণসলিলা নদী মেরুশৃঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিপুলপর্ব্বতের শৃঙ্গে পতিত হইয়াছে। সেখানে এই স্বর্গনদী বিবিধ সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবতুল্য দীপ্তিমান্ দেবভ্রাজ, মহাভ্রাজ ও বৈভ্রাজবনকে প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিতেছে। তথা হইতে বহুবিধ ফলপুষ্পপরিশোভিত

---

* "প্রবিষ্টা উত্তরসরঃ।" ইতি বা পাঠঃ। গ।

সা সিতোদাৎ বিনিষ্ক্রান্তা সুপক্ষং পর্ব্বতং গতা ।
সুপক্ষতস্তু পুণ্যোদা ততো দেবর্ষিসেবিতা ॥ ৪৮ ॥
সুপক্ষকূটতটগা তস্মাচ্চ সংশিতোদকা ।
নিপপাত মহাভাগা রমণ্যং শিখিপর্ব্বতম্ ॥ ৪৯ ॥
শিখেশ্চ পর্ব্বতাৎ কঙ্কং কঙ্কাদ্ বৈদূর্য্যপর্ব্বতম্ ।
বৈদূর্য্যাৎ কপিলং শৈলং তস্মাচ্চ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদ্ গিরিবরাৎ প্রাপ্তা পিঞ্জরং বরপর্ব্বতম্ ।
পিঞ্জরাৎ সুরসং যাতা তস্মাচ্চ কুমুদাচলম্ ॥ ৫১ ॥ *
মধুমন্তং অঞ্জনঞ্চ মুকুটঞ্চ শিলোচ্চয়ম্ । ‡
মুকুটাচ্ছৈলশিখরাৎ কৃষ্ণং যাতা মহাগিরিম্ ॥ ৫২ ॥
কৃষ্ণাৎ শ্বেতং মহাশৈলং মহানাগনিষেবিতম্ ।
শ্বেতাৎ সহস্রশিখরং শৈলেন্দ্রং পতিতা পুনঃ ॥ ৫৩ ॥
অনেকাভিঃ স্রবন্তীভিরাপ্যায়িতজলা শিবা ।
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী ॥ ৫৪ ॥

হইয়া নানাদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বহুবিধ বন অতিক্রমপূর্ব্বক নির্ম্মল জলপূর্ণ সিতোদ নামক পশ্চিম সরোবরে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৪৩—৪৭ ॥

সেই পুণ্যসলিলা নদী সিতোদ-সরোবর হইতে নির্গত ও সুপক্ষ পর্ব্বতে নিপতিত হইয়া, তথা হইতে বহুবিধ দেবর্ষিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রমণীয় শিখিপর্ব্বতে, তথা হইতে কঙ্ক-পর্ব্বতে, কঙ্ক হইতে বৈদূর্য্যপর্ব্বতে, বৈদূর্য্য হইতে কপিল, তথা হইতে গন্ধমাদন, গন্ধমাদন হইতে পিঞ্জরপর্ব্বতে, পিঞ্জর হইতে সুরস-পর্ব্বতে, সুরস হইতে কুমুদাচলে, কুমুদ হইতে মধুমান্ পর্ব্বতে, মধুমান্ হইতে অঞ্জনপর্ব্বতে, তথা হইতে মুকুট পর্ব্বতে, মুকুট হইতে কৃষ্ণপর্ব্বতে, কৃষ্ণ হইতে মহানাগগণসেবিত শ্বেতপর্ব্বতে এবং শ্বেতপর্ব্বত হইতে সহস্রশিখরপর্ব্বতে পতিত হইয়াছে ॥ ৪৮—৫৩ ॥

* "পিঞ্জরাৎ সরসম্" । ইতি বা পাঠঃ । মু, পু ।

‡ মধুমন্তং জনঞ্চৈব ।" ইতি মু, পু ।

পারিজাতে মহাশৈলে নিপপাতাশুগামিনী।
অনেকনির্ঝরনদীগুহাসানুবিভূষিতা ॥ ৫৫ ॥
তস্য কুক্ষিষনেকাসু ভ্রান্ততোয়া তরঙ্গিণী।
ব্যাহন্যমানসংবেগা গণ্ডশৈলৈরনেকশঃ ॥ ৫৬ ॥
বিমথ্যমানসলিলা গতা চ ধরণীতলে।
কেতুমালং মহাদ্বীপং নানাম্লেচ্ছগণৈর্যুতম্ ॥ ৫৭ ॥
সুবর্ণচিত্রপার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যন্তরে গিরৌ।
মেরোশ্চিত্রমহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে ॥ ৫৮ ॥
মেরুকূটতটাদ্‌ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা।
অনেকাভোগবক্রাঙ্গী ক্ষিপ্যমাণা নভস্তলে ॥ ৫৯ ॥
ষষ্টিযোজনসাহস্রে নিরালম্বেঽম্বরে শুভে।
বিকীর্য্যমাণা মালেব নিপপাত মহানদী ॥ ৬০ ॥
এবং কূটতটৈর্ভ্রষ্টা নৈকৈর্দেবারিনোদিতৈঃ।
বিকীর্য্যমাণসলিলা নৈকপুষ্পোড়ুপোৎকরা ॥ ৬১ ॥

বহুবিধ সুরস্ত্রীসেবিতা মঙ্গলদায়িনী দ্রুতগামিনী সেই নদী বহুবিধ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া বহুবিধ নির্ঝর, গুহা ও সানুবিভূষিত পারিজাত-পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অনন্তর উক্ত মহানদীর বেগ গণ্ডশৈল দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইলে, সেই পর্ব্বত-কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে করিতে বিলোড়িত হইয়া, তথা হইতে ম্লেচ্ছ-পরিপূর্ণ কেতুমালদ্বীপ প্লাবিত করিয়াছে ॥ ৫৬—৫৭ ॥

সেই মহানদী ৬০ হাজার যোজনপরিমিত শূন্যমার্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া মেরুশৃঙ্গে নিপাতিত হইয়াছে। অনন্তর প্রাণিপরিপূর্ণ সুবর্ণময় পার্শ্ববিশিষ্ট সুপার্শ্ব নামক পাদে পতিত, সুবিস্তৃত প্রবাহে বিভক্ত এবং বায়ুর প্রেরণা দ্বারা বিকীর্ণ হইয়া নিরালম্ব শূন্যমার্গে মালার ন্যায় পতিত হইতেছে ॥ ৫৮—৬০ ॥

এইরূপে নানাবিধ পুষ্প ও উড়ুপপরিশোভিতা বিকীর্ণসলিলা সেইকল্যাণ-

নানারত্নবনোদ্দেশময়রণ্যং সবিতুর্ব্বনম্।
মহাবনং মহাভাগা প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬২ ॥
সরোবরং মহাপুণ্যং মহানাগনিষেবিতম্।
তত্রাবিবেশ কল্যাণী মহাভদ্রং সিতোদকা ॥ ৬৩ ॥
ভদ্রসোমেতি নাম্না হি মহাপারা মহাজবা।
মহানদী মহাপুণ্যা মহাভদ্রা বিনির্গতা ॥ ৬৪ ॥
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা শঙ্খকূটতটে তু সা।
চিত্রকূটে গিরিবরে নিপপাতাশুগামিনী ॥ ৬৫ ॥
চিত্রকূটতটাৎ ভ্রষ্টা পপাত বৃষপর্ব্বতম্।
বৃষাচলাদ্ বৎসগিরিং নাগশৈলং ততো গতা ॥ ৬৬ ॥
তস্মান্নীলং নগশ্রেষ্ঠং সংপ্রাপ্তা বর্ষপর্ব্বতম্।
নীলাৎ কপিঞ্জলঞ্চৈব ইন্দ্রশৈলঞ্চ নিম্নগা ॥ ৬৭ ॥
ততঃপরং মহানীলং হেমশৃঙ্গঞ্চ সা যযৌ। *
হেমশৃঙ্গাদ্গতা শ্বেতং শ্বেতাচ্চ সুনগং যযৌ ॥ ৬৮ ॥

দায়িনী মহানদী সুপার্শ্বের শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া নানারত্নপরিপূর্ণ সবিতৃবন-নামক মহাবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্লাবিত করিয়া মহানাগসেবিত শুভ্রসলিল-বিশিষ্ট পুণ্যপ্রদ মহাভদ্র নামক সরোবরে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬১-৬৩ ॥

উক্তনদী এই স্থান হইতে নির্গমনানন্তর ভদ্রসোমা নামধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত বেগবতী ও মহাপারা হইয়া অনেক নির্ঝরবিশিষ্ট শঙ্খকূট পর্ব্বতপ্রান্তে উপনীত ও তথা হইতে গিরিবর চিত্রকূটে নিপতিত হইয়াছে ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ক্রমে চিত্রকূটের তট হইতে বৃষপর্ব্বতে, বৃষপর্ব্বত হইতে বৎস-পর্ব্বতে, তথা হইতে নাগশৈলে, নাগশৈল হইতে নীল নামক বর্ষপর্ব্বতে, নীল হইতে কপিঞ্জলপর্ব্বতে এবং তথা হইতে ইন্দ্রশৈলে নিপতিত হইয়াছে ॥ ৬৬—৬৭ ॥

সুনগাৎ শতশৃঙ্গঞ্চ সংপ্রাপ্তা সা মহানদী।
শতশৃঙ্গান্মহাশৈলং পুষ্করং পুষ্পমণ্ডিতম্॥ ৬৯॥
পুষ্করাচ্চ মহাশৈলাদ্ বিরাজং সুমহাচলম্। §
বরাহপর্ব্বতং তস্মান্ময়ূরঞ্চ শিলোচ্চয়ম্॥ ৭০॥
ময়ূরাচ্চৈকশিখরং কন্দরোদরমণ্ডিতম্।
জারুধিং শৈলরাজানং নিপপাতাশুগামিনী॥ ৭১॥
এবং গিরিসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
ত্রিশৃঙ্গং শৃঙ্গকলিলং মর্য্যাদাপর্ব্বতং গতা॥ ৭২॥
ত্রিশৃঙ্গতটাদ্ বিভ্রষ্টা মহাভাগানিষেবিতা।
মেরুকটতটাদভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা॥ ৭৩॥

তদনন্তর তথা হইতে মহানীলপর্ব্বতে, মহানীল হইতে হেমশৃঙ্গ পর্ব্বতে, হেমশৃঙ্গ হইতে শ্বেতপর্ব্বতে, শ্বেতপর্ব্বত হইতে সুনগে, তথা হইতে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে, শতশৃঙ্গ হইতে বিবিধ পুষ্পপরিশোভিত পুষ্কর-পর্ব্বতে, তথা হইতে বিরাজপর্ব্বতে, বিরাজ হইতে বরাহপর্ব্বতে, বরাহ হইতে ময়ূরপর্ব্বতে, ময়ূর হইতে বিবিধ গহ্বরোদরবিভূষিত একশিখর পর্ব্বতে, এবং একশিখর হইতে জারুধি পর্ব্বতে মহাবেগে উপনীত হইয়াছে॥ ৬৮—৭১॥

সেই বেগগামিনী মহানদী এইরূপে সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদারণ করিয়া বহুবিধশৃঙ্গবিশিষ্ট ত্রিশৃঙ্গ নামক মর্য্যদাপর্ব্বতে গমন করিয়াছে॥ ৭২॥

অনন্তর ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের নিতম্বদেশ হইতে নিপতিত হইয়া দেব ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত মেরুশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে বিচ্যুত ও পবনকর্ত্তৃক

* "মহাশৈলং।" ইতি বা পাঠঃ। গ।

§ "বিরাটং।" বা পাঠঃ। গ।

বীরুধং পর্ব্বতবরং পপাত বিমলোদকা।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্ণবম্ ॥ ৭৪ ॥
সুবর্ণভুবি পার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যুত্তরে গিরৌ।
মেরোশ্চিত্রে মহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে ॥ ৭৫ ॥
কন্দরোদরবিভ্রষ্টা তস্মাদপি তরঙ্গিণী।
নৈকভাগা পপাতোর্ব্বীং চিত্রপুষ্পোড়ুপোৎকরা ॥ ৭৬ ॥
প্লাবয়ন্তী প্রমুদিতা উত্তরান্ সা কুরূন্ শিবা।
মহাদ্বীপস্য মধ্যেন প্রযাতা সোত্তরার্ণবম্ ॥ ৭৭ ॥
এবং তাস্তু মহানদ্যশ্চতস্রো বিমলোদকাঃ।
মহাগিরিতটাদ্ভ্রষ্টাঃ সংপ্রযাতাশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৭৮ ॥
তৎসেয়ং কথিতা ভূভ্যং পৃথিবী বহুবিস্তরা।
মেরুশৈলং মহাশৈলং বিষ্টভ্য সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ৭৯ ॥

প্রেরিত হইয়া সেই নির্ম্মলতোয়া স্রোতস্বিনী মর্য্যাদাপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া বীরুধ পর্ব্বতকে প্লাবিত করিয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে ॥ ৭৩—৭৪ ॥

এইরূপে ভীষণতরঙ্গময়ী সেই মহানদী মহাপ্রাণিসমাকীর্ণ সুবর্ণময়-পার্শ্ববিশিষ্ট সুপার্শ্ব নামক মেরুর উত্তরপাদে উপনীত ও তদীয় গুহা হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমে সম্পূর্ণ বেগধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, অনন্তর বিবিধপুষ্পনির্ম্মিত উড়ুপসমূহে পরিশোভিত সেই প্রমোদদায়িনী মঙ্গলপ্রদনদী উত্তরদিকস্থ কুরুদ্বীপের মধ্যভাগ প্লাবিত করিয়া উত্তরসাগরে নিপতিত হইয়াছে ॥ ৭৫—৭৭ ॥

এইরূপে মহাগিরিতটভ্রষ্টা নির্ম্মলসলিলা এই নদী চতুষ্টয় চারিদিকে গমন করিয়াছে ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত এই সর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত মেরু নামক মহাশৈলসমাকীর্ণ বহুবিস্তৃত

চতুর্মহাদ্বীপবতী চতুরশীতিকাননা।
চতুঃশ্বেতমহাবৃক্ষা চতুর্ব্বরসরোবতী ॥ ৮০ ॥
চতুর্ব্বরনদীবতী চতুরোরগসংশ্রয়া।
অষ্টোত্তরমহাশৈলা তথা চ বরপর্ব্বতাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গে ভুবনবিন্যাসো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গন্ধমাদনপার্শ্বে তু স্ফীতা চোপরি গণ্ডিকা।
দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি যোজনৈঃ পূর্ব্বপশ্চিমা ॥ ১ ॥
অন্বায়ামশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রমাণতঃ।
তত্র তে শুভকর্ম্মাণঃ কেতুমালাঃ পরিশ্রুতাঃ ॥ ২ ॥
তত্র কালানলাঃ সর্ব্বে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলবর্ণাভাঃ সর্ব্বাস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩ ॥

পৃথিবীতে চারিটি মহাদ্বীপ, চতুরশীতি কানন, কেতুস্বরূপ মহাবৃক্ষ চতুষ্টয়, চারিটি নদী, চারিটি মহাসর্প, ৮টি উত্তর মহাশৈল ও আটটি বরপর্ব্বত অবস্থিত আছে ॥ ৭৯—৮১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে ৪৪ অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! গন্ধমাদনপর্ব্বতপার্শ্বের উপরে সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক গণ্ডিকা আছে, ইহার পূর্ব্বপশ্চিমদিকের বিস্তার ৩২ হাজার যোজন এবং দৈর্ঘ্য ৩৪ হাজার যোজন। সেখানে কেতুমাল নামে অভিহিত সৎকর্ম্মশীল কতকগুলি প্রাণী অবস্থান করে। তত্রত্য পুরুষগুলি অত্যন্ত বলবীর্য্যশালী ও কালানলতুল্য প্রখর। স্ত্রীলোকদিগের বর্ণ উৎপলের ন্যায় এবং তাহাদের আকৃতি অতিশয় মনোহর ॥ ১—৩ ॥

তত্র দিব্যো মহাবৃক্ষঃ পনসঃ ষড্রসায়নঃ।
ঈশ্বরো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ কামচারী মনোজবঃ॥ ৪॥
তস্য পীত্বা রসং তে তু জীবন্ত্যযুতবর্ষকম্॥ ৫॥
পার্শ্বে মাল্যবতশ্চাপি পূর্ব্বে পূর্ব্বা তু গণ্ডিকা।
আয়ামতোঽথ বিস্তারাদ্ যথৈবাপরগণ্ডিকা॥ ৬॥
ভদ্রাশ্বাস্তত্র বিজ্ঞেয়া নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
ভদ্রং শালবনং তত্র কালাম্রাশ্চ মহাদ্রুমাঃ॥ ৭॥ *
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাভাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ৮॥
চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ স্ত্রিয়শ্চোৎপলগন্ধিকাঃ॥ ৯॥
দশবর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুর্নিরাময়ম্।
কালাম্রস্য রসং পীত্বা সর্ব্বদা স্থিরযৌবনাঃ॥ ১০॥

সেখানে ষড়্রসবিশিষ্টফলপ্রসূ এক পনসবৃক্ষ আছে। ব্রহ্মতনয় কামচারী মনোজব ঈশ্বর এবং তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণ সেই ফলরস পান করিয়া অযুত-বৎসর জীবিত থাকেন॥ ৪—৫॥

মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্বগণ্ডিকার ন্যায় বিস্তার ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অন্য এক গণ্ডিকা আছে, সেখানে প্রফুল্লচিত্ত ভদ্রাশ্বগণ অবস্থান করে। তথায় রমণীয় এক শালবন ও কালাম্র নামে কতকগুলি মহাবৃক্ষ আছে॥ ৬—৭॥

তত্রত্য পুরুষ শ্বেতবর্ণ এবং অত্যন্ত বলশালী, স্ত্রীলোক সকলের অঙ্গলাবণ্য কুমুদ সদৃশ এবং তাহারা সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা, তাহাদের শরীর ও মুখের কান্তি চন্দ্রের ন্যায়। ইহাদের শরীর চন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং শরীরে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ উদ্ভূত হয়। উক্ত গণ্ডিকাস্থিত প্রাণিগণ রোগশূন্য এবং দশহাজার বৎসর জীবিত থাকে। তাহারা কালাম্র রসপান করিয়া স্থিরযৌবন লাভ করিয়া থাকে॥ ৮—১০॥

---

* "কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ।" ইতি বা পাঠঃ। গ।

ঋষয় উচুঃ।

পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ দেশানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তথা জনপদানাঞ্চ যাথাতথ্যেন কীর্ত্তিতম্॥ ১১॥
প্রমাণং বর্ণমায়ুশ্চ সম্ভোগশ্চৈব যাদৃশঃ।
তদাচক্ষ্ব তদা সর্ব্বং যে চ তত্র নিবাসিনঃ॥ ১২॥

সূত উবাচ।

প্রমাণং বর্ণমায়ুশ্চ যাথাতথ্যেন কীর্ত্তিতম্।
তথা চতুর্ণাং দ্বীপানাং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত॥ ১৩॥
ভদ্রাশ্বানাং যথাচিহ্নং কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
তচ্ছৃণুধ্বন্তু কার্ৎস্নেন পূর্ব্বসিদ্ধৈরুদাহৃতম্॥ ১৪॥
দেবকূটস্য পূর্ব্বন্তু শৈলস্য প্রথিতস্য হ।
পূর্ব্বেণ দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাবচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৫॥
কুলাচলানাং পঞ্চানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥ ১৬॥
শৈবালো বর্ণমালাগ্রঃ কোরঞ্জশ্চাচলোত্তমঃ।
শ্বেতবর্ণশ্চ নীলশ্চ পঞ্চৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥ ১৭॥

ঋষিগণ বলিলেন, আপনি চতুর্দ্বীপস্থ পর্ব্বত, নদী, দেশ ও জনপদ সকলের বিবরণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সেই স্থানবাসী প্রাণিবর্গের বর্ণ, আয়ুঃ, প্রমাণ ও সম্ভোগাদি বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়া আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন॥ ১১—১২॥

সূত বলিলেন, চতুর্দ্বীপবাসিগণের পরিমাণ, বর্ণ ও আয়ুঃকাল যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৩॥

হে কীর্ত্তিবর্দ্ধন ঋষিগণ! পূর্ব্বসিদ্ধগণ কর্ত্তৃক কথিত ভদ্রাশ্বগণের লক্ষণ বিস্তারক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৪॥

পূর্ব্বকথিত দেবকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বাদিক্‌স্থিত পঞ্চ কুলাচল, নদী ও জনপদের কথা যেরূপ শ্রুত এবং দৃষ্ট হইয়াছে, আমি সেইরূপেই বলিতেছি॥ ১৫—১৬॥

শৈবাল, বর্ণমালাগ্র, কোরঞ্জ, শ্বেতবর্ণ ও নীল এই পাঁচটী কুলাচল

তেষাং প্রসূতিরন্যেঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটিকোটিঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৮॥
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ।
নানাপ্রকারজাতীয়াস্ত্বনেকনৃপপর্ব্বতাঃ॥ ১৯॥
তন্নামধেয়ৈর্বিক্রান্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ।
অধ্যাসিতা জনপদাঃ কীর্ত্তনীয়াশ্চ শোভিতাঃ॥ ২০॥
তেষান্তু নামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গির্য্যন্তরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ॥ ২১॥
তটাঃ সুমঙ্গলাঃ শুদ্ধাশ্চন্দ্রকান্তাঃ সুনন্দনাঃ।
বজ্রকা নীলমৈলেয়াঃ স্তৌলেয়া বিজয়স্থলাঃ॥ ২২॥
শম্ভুবক্ত্রা মহানেত্রাঃ শৈবালা সুক্ষলাস্তথা।
কুমুদাঃ কাশখণ্ডাশ্চ পর্ণভৌমাস্তথাপরাঃ॥ ২৩॥
মহাস্থলাঃ সুকাশাশ্চ মহাকালাঃ কুশূলজাঃ।
বাতরংহাঃ সোমসঙ্গাঃ পরিবারাঃ পরাচকাঃ॥ ২৪॥ *

বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত পঞ্চ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন আরও শত সহস্র ও কোটী কোটী পর্ব্বত এই পৃথিবীতে অবস্থিত আছে॥ ১৭—১৮॥

উক্ত পর্ব্বতবিমিশ্র জনপদসকল নানাবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ এবং উক্ত জনপদে নানাজাতীয় বহুবিধ নৃপপর্ব্বত আছে॥ ১৯॥

উল্লিখিত জনপদগুলি, নৃপনামধেয় অতি বিক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মনোহর বাসস্থান বলিয়া বর্ণনীয়॥ ২০॥

সেই গিরিমধ্যে সন্নিবিষ্ট সম ও বিষম ভূমিস্থিত রাষ্ট্র ও জনপদ সকলের নাম—তট, সুমঙ্গল, শুদ্ধ, চন্দ্রকান্ত, সুনন্দন, বজ্রক, নীলমৈলেয়, স্তৌলেয়, বিজয়স্থল, শম্ভুবক্ত্র, মহানেত্র, শৈবাল, সুক্ষল, কুমুদ, কাশখণ্ড, পর্ণভৌম, মহাস্থল, সুকাশ, মহাকাল, কুশূলজ, বাতরংহ, সোমসঙ্গ, পরিবার, পরাচক,

* "সোমসঙ্গাশ্চ হরিতা বাতস্কা পরিরাজকাঃ।" ইতি খ পাঠঃ। গ

মোদকা বৎসকাশ্চৈকা বারাহা হারভৌমকাঃ।
শঙ্খভা বিটশৌণ্ডা চ উত্তরা হেমভূমকাঃ॥ ২৫॥
কৃষ্ণভৌমাঃ সুভৌমাশ্চ মহাভৌমাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতে চান্যে চ বিখ্যাতা নানাজনপদা ময়া॥ ২৬॥
তে বসন্তি মহাপুণ্যাং মহাগঙ্গাং মহানদীম্।
আদৌ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতাং শীতাং শীতাম্বুবাহিনীম্॥২৭॥
তথা চ হংসবসতিং মহাবক্ত্রাং চ নিম্নগাম্।
চক্রাং বক্রাং কৌশিকীং চ সুরসাং চাপগোত্তমাম্॥ ২৮॥
শাখাবতীং সৌমনদীং মেঘামঙ্গারবাহিনীম্।
কাবেরীং হরিতোয়াং চ সোমাবর্ত্তাং শতহ্রদাম্॥ ২৯॥
বনমালাং বসুমতীং চম্পাং পদ্মাবতীং শুভাম্।
সুবর্ণাং পঞ্চগঙ্গাং চ তথা পুণ্যাং বপুষ্মতীম্॥ ৩০॥

মোদক, বৎসক, এক, বারাহ, হারভৌমক, শঙ্খভা, বিটশৌণ্ড, উত্তর, হেমভূমক, কৃষ্ণভৌম, সুভৌম ও মহাভৌম; এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ জনপদ আছে॥ ২১—২৬॥

নিম্নলিখিত নদী সকল আদিকাল হইতে ত্রিলোকবিখ্যাত শীতলজল-বাহিনী গঙ্গা নামক মহানদীতে অবস্থিত থাকিয়া তথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, উক্ত জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গ এই সকল ও অন্যান্য যে সকল নদীর তীরে বাস করে, তাহাদের নাম—হংসবসতি, মহাবক্ত্রা, কৌশিকী, চক্রা, বক্রা, আপগোত্তমা কৌশিকী, শাখাবতী, সুরসা, সৌমনদী, মেঘা, অঙ্গারবাহিনী, কাবেরী, হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালা, বসুমতী, চম্পা, পদ্মাবতী, সুবর্ণা, পঞ্চগঙ্গা, বপুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুবপ্রা, ব্রহ্মভোগা, বিনাশিনী, কৃষ্ণতোয়া, নাগপদী, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষীরোদা, অরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা, কন্দমালা, সুরাবতী, বামোদা, পতাকা ও বৈতালী। উক্ত নদী সমুদয়ই

মণিবপ্রাং সুবপ্রাং চ ব্রহ্মভাগাং বিনাশিনীম্। *
কৃষ্ণতোয়াং চ পুণ্যোদাং তথা নাগপদীং শুভাম্॥ ৩১॥
শৈবালিনীং মণিতটাং ক্ষারোদাং চারুণাবতীম্। †
তথা বিষ্ণুপদীং চৈব মহাপুণ্যাং মহানদীম্॥ ৩২॥
হিরণ্যবাহিনীং নীলাং কন্দমালাং সুরাবতীম্। ‡
বামোদাং চ পতাকাঞ্চ বেতালীঞ্চ মহানদীম্॥ ৩৩॥
এতা গঙ্গা মহানদ্যো নায়িকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ক্ষুদ্রনদ্যস্ত্বসংখ্যাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৩৪॥
পূর্ব্বদ্বীপস্য বাহিন্যঃ পুণ্যবত্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
কীর্ত্তনেনাপি চৈতাসাং পূতঃ স্যাদিতি মে মতিঃ॥ ৩৫॥
সমৃদ্ধরাষ্ট্রং স্ফীতঞ্চ নানাজনপদাকুলম্।
নানাবৃক্ষবনোদ্দেশং নানানগসুবেষ্টিতম্॥ ৩৬॥
নরনারীগণাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্।
বহুধান্যধনোপেতং নানানৃপতিপালিতম্॥ ৩৭॥
উপেতং কীর্ত্তনশতৈর্নানারত্নাকরাকরম্।
তস্মিন্দেশে সমাখ্যাতাঃ হেমশঙ্খদলপ্রভাঃ॥ ৩৮॥

গঙ্গার ন্যায় নায়িকারূপে বিখ্যাত অসংখ্যক ক্ষুদ্রনদী তথায় বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বদ্বীপবাহিনী নদী সকল অতিশয় পবিত্র, আমার বিশ্বাস যে, ঐ নদী সকলের কীর্ত্তন করিলে মানবগণ পবিত্র হয়। ঐ দ্বীপরাজ্য শ্রীমান্ ও উন্নত, জনপদে পরিপূর্ণ, বহুবিধ বিটপী দ্বারা বনরাজি সুশোভিত, পর্ব্বতসমূহে বেষ্টিত, সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রদ ও আমোদিত; নরনারীগণ সমাকীর্ণ, প্রচুরপরিমাণে ধান্য ও ধনপূর্ণ, নৃপতিগণ কর্ত্তৃক

* "ব্রহ্মভাগা শিলাশিনী।" ইতি মু, পু।
† "ক্ষীরোদা চারুণাবতী।" ইতি মু, পু।
‡ "হিরণ্যবাহিনীলাচ কন্দমালা সুরাবতী।" ইতি মু, পু।

মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
সম্ভাষণং দর্শনঞ্চ সহস্থানোপবেশনম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবৈঃ সহ মহাভাগাঃ কুর্ব্বতে তত্র বৈ প্রজাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষশ্চ ন তেষ্বস্তি মহাত্মসু।
অহিংসা সত্যবাক্যঞ্চ প্রকৃত্যৈব হি বর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥
তে ভক্ত্যা শঙ্করং দেবং গৌরীং পরমবৈষ্ণবীম্।
ইজ্যাপূজানমস্কারাং তাভ্যাং নিত্যং প্রযুঞ্জতে ॥ ৪২ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গপাদে ভুবনবিন্যাসো নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়

সূত উবাচ।

নিসর্গ এষ ব্যাখ্যাতো ভদ্রাশ্বানাং যথার্থবৎ।
শৃণুধ্বং কেতুমালানাং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তনম্ ॥

রক্ষিত, বিবিধরত্নের আকর, শত শতজন কর্তৃক কীর্ত্তিত। সেই দ্বীপবাসী পুরুষগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙ্খমিশ্রিত বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, প্রকাণ্ডশরীর, মহাবল, এজন্য মনুষ্যগণ মধ্যে তাহারাই প্রধান। ঐ মানবগণ দেবতার সাক্ষাৎ পায় এবং তুল্যরূপে সম্ভাষিত হইয়া দেবতাসহ একাসনে উপবেশন করে। তাহাদের আয়ু দশসহস্র বৎসর ॥ ২৭—৪০ ॥

তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন বিশেষ নাই, কিন্তু অহিংসা ও সত্যবাক্যই স্বাভাবিক নিয়ম। তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেব ও পরমবৈষ্ণবী দেবী গৌরীর পূজা, নমস্কার ও যাগযজ্ঞাদিতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক পঁয়তাল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ভদ্রাশ্ববর্ষের স্বাভাবিক নিয়ম যথার্থরূপে বলা হইয়াছে;

নিষধস্যাচলেন্দ্রস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চিমেন হি যত্তত্র দিক্ষু সর্ব্বাসু কীর্ত্তিতম্ ॥ ২ ॥
কুলাচলানাং সপ্তানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ ॥ ৩ ॥
বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপর্ব্বতঃ।
অশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৪ ॥
তেষাং প্রসূতিরন্যোঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটি কোটি শতাজ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫ ॥
তৈর্ব্বিমিশ্রা জনপদা নানাজাতিসমাকুলাঃ।
নানাপ্রকারবিজ্ঞেয়াস্ত্বনেকনৃপপালিতাঃ ॥ ৬ ॥
তে নামধেয়ৈর্বিক্রান্তা বিবিধাঃ প্রথিতা ভুবি।
অধ্যাসিতা জনপদৈঃ কীর্ত্তনৈশ্চ বিভূষিতাঃ ॥ ৭ ॥
তেষাং সনামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গির্য্যন্তরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ ॥ ৮ ॥

সম্প্রতি "কেতুমাল" বর্ষের বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ কর। এই বর্ষের পশ্চিমদিকে সাতটি কুলাচল পর্ব্বত ও কতকগুলি নদী এবং জনপদও অনেক আছে ॥ ১—৩ ॥

বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরি, অশোক, বর্দ্ধমান এই সাতটি কুলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে কোন পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪—৫ ॥

নানাজাতিপরিপূর্ণ ও বহুবিধ নৃপপালিত জনপদগুলি উক্ত কুলাচল দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

উক্ত পর্ব্বতগুলি স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বহুবিধ জনপদ আছে ॥ ৭ ॥

উক্ত পর্ব্বতের সম ও বিষমস্থানাবস্থিত রাজ্যগুলির নাম বলিতেছি ॥ ৮ ॥

যথেহ কথিতাঃ পৌরা গোমনুষ্যকপোতকাঃ।
তৎসুখা ভ্রমরা যূথা মাহেয়াচলকূটকাঃ॥ ৯॥ (?)
সুমৌলাঃ স্তাবকাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কৃষ্ণাঙ্গাঃ মণিপুঞ্জকাঃ। *
তটাঃ কম্বলমৌষীয়াঃ সমুদ্রান্তরকাস্তথা॥ ১০॥
করস্তাঃ কূটকাঃ শ্বেতাঃ সুবর্ণকটকাঃ শুভাঃ।
শ্বেতাঙ্গাঃ কৃষ্ণপাদাশ্চ চিত্তাঃ কপিলকর্ণিকাঃ॥ ১১॥ †
উগ্রাঃ করালাগোহ্বালা হীনানা বনপাতকাঃ। ‡
মহিষাঃ কুমুদাভাশ্চ করবাটাঃ মহোৎকটাঃ॥ ১২॥
শুনকাসা মহানাসা পীতাশাগজভূমিকাঃ। * *
করঞ্জাঃ সঙ্গমা বাহাঃ কিঙ্করাঃ পাণ্ডুভৌমকাঃ॥ ১৩॥
কুবেরা ধূম্রজা জঙ্গা বঙ্গা রাজীবকোকিলাঃ। † †
বাচাঙ্গাশ্চ মহাঙ্গাশ্চ মধুরেয়াঃ সুরেচকাঃ॥ ১৪॥

উক্ত রাজ্যসমূহ বিবিধ গো, মনুষ্য, কপোত প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তথায় ভ্রমরকুল সুখে গুঞ্জন করিতেছে॥ ৯॥

উক্ত রাজ্যগুলির নাম—সুমৌল, স্তাবক, ক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপুঞ্জক, তট, কম্বলমৌষীয়, সমুদ্রান্তরক, করস্ত, কূটক, শ্বেত, সুবর্ণকটক, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, চিত্তা, কপিলকর্ণিকা, উগ্র, করাল, গোহ্বাল, হীনান, বনপাতক, মহিষ, কুমুদাভ, করবাট, মহোৎকট, শুনকাস, মহানাস, পীতাস, গজভূমিক, করঞ্জ, সঙ্গম, বাহ, কিঙ্কর, পাণ্ডুভৌমক, কুবের, ধূম্রজ, জঙ্গ, বঙ্গ, রাজীব,

* "সমূলাঃ স্থানকাঃ কিম্বা কৃষ্ণাঙ্গা মণিপুঞ্জরাঃ।" ইতি গ।

† "বিহাঃ কপিলপিঙ্গরাঃ।" ইতি গ।

‡ "হিমালাঃ পন্নগানকাঃ।" ইতি গ।

* * "বনাসগজভূমিকা।" ইতি বা পাঠঃ।

† † "কম্বোজা ধূম্রজা যে চ বঙ্গা রাজীবকৌকিকাঃ।" ইতি গ।

পিত্তলাঃ কাচলাশ্চৈব শ্রবণা মস্তকাসিকাঃ। *
গোদা রাঢ়াঃ কুলাবন্যাঃ বর্জ্জিতাঃ সোদয়ালকাঃ॥ ১৫॥
তে পিবন্তি মহাভাগাঃ প্রথমস্ত মহানদীম্।
সুবপ্রাং পুণ্যসলিলাং মহানাগনিষেবিতাম্॥ ১৬॥
কম্বলাং তামসীং শ্যামাং সুমেধাং বকুলাং নদীম্।
বিকীর্ণাং শিখিমালাঞ্চ তথা দর্ভাবতীমপি॥ ১৭॥
ভদ্রানদীং শুকনদীং পলাশাঞ্চ মহানদীম্।
ভীমাং প্রভঞ্জনাং কাঞ্চীং পুণ্যাঞ্চৈব কুশাবতীম্॥ ১৮॥
দক্ষাং শাকবতীঞ্চৈব পুণ্যোদাঞ্চ মহানদীম্।
চন্দ্রাবতীং সুমূলাঞ্চ ঋষভাঞ্চাপগোত্তমাম্॥ ১৯॥
নদীং সমুদ্রমালাঞ্চ তথা চম্পাবতীমপি।
একাক্ষাং পুষ্কলাং বাহাং সুবর্ণাং নন্দিনীমপি॥ ২০॥
কালিন্দীঞ্চৈব পুণ্যোদাং ভারতীঞ্চ মহানদীম্।
সীতোদাং পাতিকাং ব্রাহ্মীং বিশালাঞ্চ মহানদীম্॥ ২১॥

কোকিল, বাচাঙ্গ, মহাঙ্গ, মধুরেয়, সুরেচক, পিত্তল, কাচল, শ্রবণ, মস্তকাসিক, গোদ, রাঢ়, বন্য, বর্জ্জিত, সোদয় ও অলক॥ ১০—১৫॥

ঐ সকল জনপদবাসী প্রাণিগণ মহোরগসেবনীয়া পুণ্যসলিলা মহানদীর জল পান করে॥ ১৬॥

সেই নদীগণের নাম কম্বলা, তামসী, শ্যামা, সুমেধা, বকুলা, বিকীর্ণা, শিখিমালা, দর্ভাবতী, ভদ্রানদী, শুকনদী, পলাশা, ভীমা, প্রভঞ্জনা, কাঞ্চী, কুশাবতী, দক্ষা, শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সুমূলা, ঋষভা, সমুদ্রমালা, চম্পাবতী, একাক্ষা, পুষ্কলা, বাহা, সুবর্ণা, নন্দিনী, পুণ্যোদা কালিন্দী, ভারতী, সীতোদা,

* 'বর্ণকাশ্চ শুভ্রা পিবাঃ

পীবরীং কুম্ভকারীঞ্চ রুষাঞ্চৈবাপগোত্তমাম্।
মহিষীং মানুষীং দণ্ডাং তথা নদনদীং শুভাম্ ॥ ২২ ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ পীয়ন্তে বহ্ব্যো হি সরিতোত্তমাঃ।
দেবর্ষিসিদ্ধচরিতাঃ পুণ্যোদাঃ পাপহাঃ শুভাঃ ॥ ২৩ ॥
নানাজনপদাস্ফীতং মহাপর্ব্বতভূষিতম্।
নানারত্নৌঘসম্পূর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্ ॥ ২৪ ॥
উদীর্ণং ধনধান্যার্থৈ র্নরবাসৈঃ সমন্ততঃ।
সন্নিবিষ্টং মহাদ্বীপং পশ্চিমং সুকৃতাত্মনাম্ ॥ ২৫ ॥
নিসর্গং কেতুমালানামেষ বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

পাতিকা, ব্রাহ্মী, বিশালা, পীবরী, কুম্ভকারী, রুষা, মহিষী, মানুষী ও দণ্ডা। এই সকল নদী নির্ম্মলসলিলা ও অতিশয় বেগবতী, এতদ্ভিন্ন মঙ্গলকর আরও নদনদী আছে ॥ ১৭—২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসী প্রাণিগণ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিত এই সকল নদী ও অন্যান্য নদীর জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল নদী পাপনাশক বলিয়া বিখ্যাত ॥ ২৩ ॥

সৎকর্ম্মশীল প্রাণিগণের নিবাসযোগ্য কেতুমাল নামক পশ্চিম মহাদ্বীপ ধনধান্যপরিপূর্ণ, নরনিবাস, নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, মহাপর্ব্বত ও বহুবিধ রত্ন দ্বারা পরিশোভিত ॥ ২৪—২৫ ॥

ঋষিগণ! আমি তোমাদের প্রশ্নানুসারে কেতুমালের এই নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণনা করিলাম ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক ছচল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

পূর্ব্বাপরৌ সমাখ্যাতৌ দ্বৌ দেশৌ নত্বয়া প্রভো।
উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং দক্ষিণানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১॥
আচক্ষ্ব নো যথাতথ্যং যে চ তত্র নিবাসিনঃ॥ ২॥ *

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নীলস্যৈবোত্তরেণ তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ৩॥
রতিপ্রধানা বিমলা জরাদুর্গন্ধবর্জ্জিতাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ৪॥
তত্রাপি সুমহান্ দিব্যো ন্যগ্রোধো রোহিণো মহান্।
তস্যাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্ত্যত॥ ৫॥

শাংশপায়ন বলিলেন, প্রভো! আপনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ দুই দেশের নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি যে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা ও তদ্দেশবাসিগণের বিষয় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১—২॥

এই প্রশ্ন শুনিয়া সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নীলপর্ব্বতের উত্তরে রমণক নামে একবর্ষ আছে, তথায় মানবগণ অতিশয় রতিপ্রিয় ও সুন্দর, তাহাদের শরীরে কোনরূপ রোগ কি দুর্গন্ধাদি নাই, তাহারা সকলই নিয়মযশসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন॥ ৩—৪॥

উক্ত রমণকবর্ষে সুমহান্ এক বটবৃক্ষ আছে, এই বর্ষনিবাসী

* "যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ।" ইতি স, পু।

দশবর্ষসহস্রাণি শতানি দশপঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥
উত্তরেণ তু শ্বেতস্য শৃঙ্গবদ্দক্ষিণেন চ।
বর্ষং হিরণ্যকং নাম যত্র হৈরণ্যতী নদী ॥ ৭ ॥
মহাবলাঃ সুতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকামদাঃ সত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮ ॥
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণাং তেঽমিতৌজসঃ।
আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি শতানি দশপঞ্চ চ ॥ ৯ ॥
তস্মিন্ বর্ষে মহাবৃক্ষো লকুচঃ ষড়সাশ্রয়ঃ।
তস্য পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ১০ ॥
ত্রীণি শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাণ্যুচ্চানি মহান্তি চ।
একং মণিময়ং তেষামেকঞ্চৈব হিরণ্ময়ম্।
সর্ব্বরত্নময়ঞ্চৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্ ॥ ১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠগণ এই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া ১০১১৫ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫—৬ ॥

শ্বেতপর্ব্বতের উত্তর ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের দক্ষিণে হিরণ্যক নামক বর্ষ, এখানে হিরণ্যতী নামে এক নদী আছে ॥ ৭ ॥

এই হিরণ্যকবর্ষীয় মানবগণ অতিশয় বলবান্ ও তেজস্বী। ইহারা সকল সময়েই কামপ্রিয়, অতিশয় ধনবান্ ও প্রিয়দর্শন ॥ ৮ ॥

এই অমিততেজা মহাপরাক্রমশালী মানবগণ ১১১১৫ বৎসর জীবিত থাকে ॥ ৯ ॥

উক্ত বর্ষে ষড়্‌রসাশ্রয় এক সুমহান্ লকুচ বৃক্ষ আছে, এখানকার মানবগণ লকুচরস পান করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উচ্চতর তিনটি শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে একটি মণিময়, একটি স্বর্ণময় ও অপরটি সর্ব্বরত্নময় এবং বহুবিধ ভবনশোভিত ॥ ১১ ॥

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১২ ॥
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যং পুষ্পফলোপগাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষ্বাভরণানি চ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বকামফলাস্তত্র ক্বচিৎ বৃক্ষা মনোরমাঃ।
গন্ধবর্ণরসোপেতং প্রক্ষরন্তি মধূত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ।
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং ষড়্‌রসং হ্যমৃতোপমম্ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা।
সর্ব্বতঃ সুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীরুজা শুভা ॥ ১৬ ॥

উত্তরসমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে সিদ্ধসেবিত ও পুণ্যপ্রদ কুরু নামে এক বর্ষ আছে ॥ ১২ ॥

সেখানে মধুময় ফলপ্রসূত কতকগুলি বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষগুলি সর্ব্বদাই ফলপুষ্প প্রসব করে, সেই ফল হইতে বহুবিধ বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

উক্ত কুরুবর্ষের কোন কোন স্থানে সর্ব্বকামফলপ্রদ কতকগুলি রমণীয় বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষ সকল হইতে সর্ব্বদা দিব্যগন্ধরস ও বর্ণবিশিষ্ট উত্তম মধুময় ফল উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

অপর আরও কতকগুলি মনোরম ক্ষীরীবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষ হইতে সর্ব্বদাই অমৃততুল্য ষড়্‌রসাশ্রয় ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

এই কুরুবর্ষের ভূমি সকল মণিময় ও বালুকা সকল সূক্ষ্মকাঞ্চনস্বরূপ। এই বর্ষের সর্ব্বাংশই স্পর্শসুখপ্রদ ও পাপরহিত। এখানকার জীবগণও রোগাক্রান্ত হয় না ॥ ১৬ ॥

দেবলোকাচ্চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৭ ॥
মিথুনানি প্রসূয়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাতিমনোহরাঃ।
তে চ তং ক্ষীরিণং বৃক্ষং পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্ ॥ ১৮ ॥
মিথুনং জায়তে সদ্যঃ সমঞ্চৈব বিবর্দ্ধতে।
সমং শীলঞ্চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তে সমম্ ॥ ১৯ ॥
অন্যোন্যমনুরক্তাশ্চ চক্রবাকসধর্ম্মিণঃ।
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নিত্যং সুখনিষেবিনঃ ॥ ২০ ॥
ত্রয়োদশসহস্রাণি শতানি দশপঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাবীর্য্যা ন চান্যস্ত্রীনিষেবিনঃ ॥ ২১ ॥
কুরূণামপি চৈতেষাং শৃণুধ্বং বিস্তরেণ তু।
জারুধেঃ শৈলরাজস্যাপ্যুত্তরেণোত্তরস্য হি ॥ ২২ ॥

এখানে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে। এখানকার মনুষ্যবর্গ নির্ম্মলবংশ ও চিরযৌবনসম্পন্ন ॥ ১৭ ॥

এখানকার মনোহারিণী রমণীগণ এককালে মিথুন (স্ত্রীপুরুষ) প্রসব করে, এই মিথুন ক্ষীরীবৃক্ষের অমৃততুল্য রসপান করিয়া জীবন ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

মিথুন একদিনে জন্মগ্রহণ করিয়া উভয়েই সমভাবে বৃদ্ধিলাভপূর্ব্বক সমান স্বভাব, সমানরূপ ও সমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১৯ ॥

চক্রবাকের সমধর্ম্ম মিথুনগণ পরস্পর অনুরক্ত ও রোগশোকাদিরহিত হইয়া সর্ব্বদা সুখসম্ভোগপূর্ব্বক কালযাপন করে ॥ ২০ ॥

এই কুরুবর্ষের পুরুষগণ অন্যস্ত্রী সম্ভোগ করে না, এই জন্য ইহারা ১৩১১৫ বৎসর জীবিত থাকে ॥ ২১ ॥

দিক্ষু সর্ব্বাসু যদ্‌যত্র কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ২৩ ॥
অনেককন্দরদরীগুহানির্ঝরমণ্ডিতৌ।
নৈককুঞ্জবনোপেতৌ চিত্রসানুবিভূষিতৌ ॥ ২৪ ॥
অনেকধাতুকলিলৌ সর্ব্বধাতুবিভূষিতৌ।
পুষ্পমূলফলোপেতৌ সিদ্ধচারণসেবিতৌ ॥ ২৫ ॥
দ্বাবপ্যেতৌ সুমহতাবুচ্ছ্রিতৌ কুলপর্ব্বতৌ।
তাভ্যাং কূটশতৈর্নৈকৈস্তদ্দ্বীপমুপসেবিতম্ ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলশ্চ সূর্য্যকান্তশ্চ সানুগান্।
যয়োর্ম্মধ্যেন সা যাতা ভদ্রসোমা মহানদী ॥ ২৭ ॥
সহস্রশশ্চ নদ্যোঽন্যাঃ প্রসন্নসুরসোদকাঃ।
পর্য্যাপ্তোদাঃ কুরূণাং হি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ২৮ ॥
তথাঽন্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো মহানদ্যঃ সহস্রশঃ।
মধুমৈরেয়বাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ ॥ ২৯ ॥

কুরুবর্ষের উত্তরস্থিত শৈলশ্রেষ্ঠ জারুধির উত্তরাংশে চারিদিকে যেখানে যাহা আছে, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

উত্তরকুরুদ্বীপ অনেক গুহা, নির্ঝর, নিকুঞ্জবন ও চিত্রসানুবিভূষিত অসংখ্য পুষ্প, ফলমূলযুক্ত ও সিদ্ধচারণসেবিত এবং শত শত ধাতুপরিপূর্ণ, অত্যুচ্চ সুমহান্ কুলপর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে শত শত শৃঙ্গ সেবিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২৪—২৬ ॥

উক্ত কুলপর্ব্বতদ্বয়ের নাম চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত, এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য হইতেই ভদ্রসোমা নাম্নী নদী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

এই দ্বীপে কুরুগণের স্নান, পান ও অবগাহনযোগ্য সুরসা ও নির্ম্মলসলিলা আরও অনেক নদী আছে ॥ ২৮ ॥

তন্মধ্যে কোন স্থানে ক্ষীরবাহিনী, কোন স্থানে মধুবাহিনী, কোথায় বা মদ্যবাহিনী, আবার কোন স্থানে ঘৃত ও দধিবাহিনী শতহ্রদা মহানদী

দধ্নঃ শতহ্রদাশ্চান্যাস্ততঃ স্বাদ্বন্নপর্ব্বতঃ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ৩০ ॥
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
পঞ্চযোজনমানানি মহাগন্ধানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩১ ॥
নানাবর্ণপ্রকারাণি পুষ্পাণি চ সহস্রশঃ।
উপভোগসহস্রাণি ভদ্রানি চ মহান্তি চ।
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি স্পর্শোপেতানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩২ ॥
তমালাগুরুগন্ধানাং চন্দনানাং বনানি চ।
ভ্রমরৈরুপগীতানি প্রফুল্লানি সদৈব চ ॥ ৩৩ ॥
বৃক্ষগুল্মলতাঢ্যানি বনানি সুসুখানি চ।
ষট্‌পদৈরুপগীতানি দ্বিজৈশ্চান্যৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
পদ্মোৎপলবনাঢ্যানি সরাংসি চ সহস্রশঃ।
ভক্ষ্যপেয়সমৃদ্ধাশ্চ বহুমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রবাহিত হইতেছে। এই দ্বীপে একটি অন্নময় পর্ব্বত ও অমৃতাস্বাদযুক্ত বহুবিধ ফল আছে ॥ ২৯—৩০ ॥

এখানকার ফলমূল সকল দিব্যরূপ, রস ও গন্ধবিশিষ্ট, এই ফলমূলের গন্ধ বায়ুপরিচালিত হইলে ৫ যোজন পরিমিত স্থান আমোদিত করে ॥ ৩১ ॥

এই দ্বীপে নানাবর্ণ ও নানাজাতীয় অতি মনোহর সুবৃহৎ পুষ্প আছে, উক্ত পুষ্প সকল মনোরম গন্ধবর্ণাদিবিশিষ্ট এবং স্পর্শসুখপ্রদ ॥ ৩২ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই কুরুদ্বীপে ভ্রমরগুঞ্জিত ও বহুবিধ বৃক্ষলতাদি-পরিবৃত অনেক তমাল, অগরু ও চন্দনের বন আছে, সেই সকল বন দ্বিজগণের বেদধ্বনিদ্বারা নিনাদিত হওয়াতে অতিশয় সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৩৩—৩৪ ॥

এখানে পদ্মোৎপলবনশোভিত সহস্র সহস্র সরোবর এবং ভক্ষ্য ও

মনোহরমুখৈশ্চিত্রৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্নিকূজিতাঃ।
অনেকগুণসম্পূর্ণা বিচিত্রশয়নাসনাঃ॥ ৩৬॥
বিহারভূময়ো রম্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।
আক্রীড়াঃ সর্ব্বতঃ স্ফীতাঃ মণিহেমপরিস্কৃতাঃ॥ ৩৭॥
শিলাগৃহা বৃক্ষগৃহা বরেণ্যাঃ কদলীগৃহাঃ।
লতাগৃহসহস্রাণি সুসুখানি সমন্ততঃ॥ ৩৮॥
শুদ্ধশঙ্খদলাভানি ভূমিবেশ্মশতানি চ।
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালান্তরাণি চ॥ ৩৯॥
সুবর্ণমণিচিত্রাণি সর্ব্বত্র বিপুলানি চ।
মহাবৃক্ষসহস্রাণি বরেণ্যানি চ সর্ব্বশঃ॥ ৪০॥
নানাকারাণি বাসাংসি সূক্ষ্মাণি সুসুখানি চ।
মৃদঙ্গবেণুপণববীণাদ্যা বহুবিস্তরাঃ॥ ৪১॥

পানীয়সম্পন্ন রমণীয় বিহারভূমি আছে। সেই বিহারভূমি বহুবিধ মাল্য, অনুলেপন, বিচিত্র শয্যা, আসন ও বিচিত্র পক্ষিকূজন দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সকল সময়ে সুখপ্রদান করিয়া থাকে। এই বিহারভূমির সমুদয় স্থানেই মণি ও স্বর্ণ দ্বারা বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে শৈলগৃহ, বৃক্ষগৃহ, চতুর্দ্দিকে সহস্র লতাগৃহ ও রমণীয় কদলী-গৃহ অবস্থিত আছে॥ ৩৫—৩৮॥

এখানকার ভূমি ও গৃহ সকল বিশুদ্ধ শঙ্খের ন্যায় শুক্লবর্ণ। বিহারভূমির চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণময় গবাক্ষ ও বহুবিধ মণিভূষিত শত শত মৃত্তিকাগৃহ বিশুদ্ধ শতদলের ন্যায় দীপ্তিধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে॥ ৩৯॥

এখানে বহুবিধ সুবর্ণ ও মণিচিত্রিত মনোহর সহস্র সহস্র সুমহৎ বৃক্ষ, সুখপ্রদ বহুবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু ও পণব প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য যন্ত্র আছে॥ ৪০—৪১॥

ফলন্তি কল্পবৃক্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।
সর্ব্বত্রৈব তথোদ্যানং সর্ব্বত্রৈব হি তৎপুরম্ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বদ্বীপপ্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।
প্রবাতি চানিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ ॥ ৪৩ ॥
নিত্যমেব সুখং রম্যং তস্মিন্ দ্বীপে শ্রমাপহে।
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা ॥ ৪৪ ॥
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্।
চন্দ্রকান্তা নরবরাঃ শ্যামাঙ্গাঃ পূর্ব্বকূলজাঃ।
শ্যামাবদাতাঃ সুখিনঃ সূর্য্যকান্তা বরাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মিন্ দেশে নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবসত্ত্বপরাক্রমাঃ।
সদা বিহারিণঃ সর্ব্বে কামবৃত্তা সুবর্চ্চসঃ ॥ ৪৬ ॥

ফলবান বৃক্ষ সকল সর্ব্বদা বহুবিধ ফল প্রসব করে এবং সকল স্থানেই বহুবিধ উদ্যান ও মনোরম নগর প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪২ ॥

বিবিধ নরনারীপরিপূর্ণ এই মহাদ্বীপ অন্যান্য দ্বীপ অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ, এখানে সর্ব্বদা নানাবিধ পুষ্পগন্ধসংযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় ॥ ৪৩ ॥

এই শ্রমাপহারী মহাদ্বীপে সর্ব্বদাই সুখ বিদ্যমান, এখানে স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্যগণ জন্মলাভ করে ॥ ৪৪ ॥

এই স্থান স্বর্গসুখপ্রদ বলিয়া ইহাকে ভৌমস্বর্গ বলা যায় উক্ত ভদ্রসোমানদীর পূর্ব্বকূলোৎপন্ন মনুষ্যগণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট বলিয়া চন্দ্রকান্ত নামে অভিহিত এবং ঐ নদীর পশ্চিমকূলোৎপন্ন মনুষ্যগণ সূর্য্যতুল্য কান্তি ধারণ করায় সূর্য্যকান্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত উভয়ই শ্যামবর্ণ এবং বিবিধ সুখভোগী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪৫ ॥

এখানকার মনুষ্যগণ দেবোপম ও অতিশয় বলবান্ বলিয়া সকল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী। ইহারা সর্ব্বদা স্ব স্ব কামবৃত্তি অনুসারে বিহার করে ॥ ৪৬ ॥

বলয়াঙ্গদকেয়ূরহারকুণ্ডলভূষিতাঃ।
স্রগ্বিণশ্চিত্রমুকুটাশ্চিত্রাচ্ছাদনবাসসঃ॥ ৪৭॥
অজীর্ণযৌবনধরাঃ সুপ্রিয়াঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
প্রজা বর্ষসহস্রাণি জীবন্তি সুবহূন্যত॥ ৪৮॥
ন তাঃ প্রসবধর্ম্মিণ্যো ন বংশপ্রক্ষয়ো বিধিঃ।
মিথুনং জায়তে বৃক্ষাদুপক্রমণমীদৃশম্॥ ৪৯॥
সামান্যবিভবাঃ সর্ব্বে মমত্বপরিবর্জ্জিতাঃ।
ন তত্র বিদ্যতে ধর্ম্মো নাধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৫০॥
ন ব্যাধির্নজরা তত্র ন দুর্মেধা ন চক্লমঃ।
পূর্ণে কালে বিনশ্যন্তি জলবুদ্বুদবচ্চ তে॥ ৫১॥
এবমত্যন্তসুখিনঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
রক্তা ধর্ম্মং ন পশ্যন্তি দুঃখাদ্ধর্ম্মোঽভিজায়তে॥ ৫২॥
উত্তরাণাং কুরূণাস্তু পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তদুত্তরঃ।
সমুদ্রস্তোর্ম্মিমালোক্য নাগাসুরনিষেবিতঃ॥ ৫৩॥

সকলেই বলয়াদি অলঙ্কার, মালা, মুকুট ও উত্তম বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত থাকে॥ ৪৭॥

তাহাদের যৌবন কখনও জীর্ণ বা বিনষ্ট হয় না বলিয়া সকলেই প্রিয়দর্শন এবং বহু সহস্র বৎসর জীবিত থাকে॥ ৪৮॥

উক্ত দ্বীপস্থ প্রজাবর্গ কখনও সন্তান প্রসব করে না বলিয়া ইহাদের বংশে হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই। বৃক্ষ হইতেই মিথুন উৎপন্ন হয়॥ ৪৯॥

সকলেই সাধারণ সম্পত্তিশালী ও মমতাবিহীন। তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কিছুই নাই, ব্যাধি, জরা, দুর্মেধা বা ক্লান্তি নাই, তাহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় পূর্ণকালে আপনিই বিনষ্ট হয়॥ ৫০—৫১॥

দুঃখ হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জন্য অত্যন্ত সুখশালী দুঃখবিহীন মনুজগণ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না॥ ৫২॥

পঞ্চযোজনসাহস্রমতিক্রম্য সুরালয়ম্।
চন্দ্রদ্বীপমিতি খ্যাতং চন্দ্রমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥
সহস্রযোজনানান্তু সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলম্।
নানাপুষ্পফলোপেতং সমৃদ্ধ্যাপরয়া যুতম্ ॥ ৫৫ ॥
দশযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্।
তস্য মধ্যে গিরিবরঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৫৬ ॥
চন্দ্রতুল্যপ্রভৈঃ কান্তৈশ্চন্দ্রাকারৈঃ সুলক্ষণৈঃ ॥
শ্বেতবৈদূর্য্যকুমুদৈশ্চিত্রোঽসৌ কুমুদপ্রভঃ ॥ ৫৭ ॥
অনেকচিত্রকোদ্যানো নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
মহাসানুদরীকুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাচ্ছৈলান্মহাপুণ্যা চন্দ্রাংশুবিমলোদকা।
প্রবহত্যুত্তমনদী চন্দ্রাবর্ত্তা তরঙ্গিণী ॥ ৫৯ ॥
তত্র চন্দ্রমসঃ স্থানং নক্ষত্রাধিপতের্বরম্।
সদাঽবতরতে তত্র চন্দ্রমা গ্রহনায়কঃ ॥ ৬০ ॥

উত্তরকুরুদ্বীপের পার্শ্বে ও উত্তর ভাগে সাগরের তরঙ্গ দোলায় নাগ ও অসুরগণ বাস করিতেছেন, তাহার ৫ হাজার যোজন অন্তরে চন্দ্রদ্বীপ নামে বিখ্যাত এক স্থান আছে, সেই স্থানে চন্দ্রমণ্ডল ও দেবগণ অবস্থান করে। এই স্থানের মণ্ডলাকার পরিধি সহস্রযোজন পরিমাণ, ইহার বিস্তার দশযোজন এবং উচ্চতা শতযোজন। চন্দ্রদ্বীপ নানাবিধ ফলপুষ্পশোভিত ও সর্ব্বদা সমৃদ্ধিশালী। এই দ্বীপে চন্দ্রতুল্য কান্তি ও দীপ্তিবিশিষ্ট কুমুদের ন্যায় প্রভাশালী এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত শ্বেতমণি, বৈদূর্য্যমণি ও কুমুদ দ্বারা চিত্রিত এবং চন্দ্রলক্ষণযুক্ত, ইহা বহুবিধ বিচিত্র উদ্যান, নির্ঝর ও কন্দর প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রতুল্য দীপ্তিপ্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বত হইতে চন্দ্ররশ্মিতুল্য নির্ম্মলসলিলা তীব্রতরঙ্গময়ী পুণ্যদায়িনী এক নদী উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রাবর্ত্তা নামে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৫৩—৬০ ॥

তত্র চন্দ্রমসো নাম্না শৈলঃ স তু পরিশ্রুতঃ।
চন্দ্রদ্বীপং মহাদ্বীপং প্রকাশং দিবি চেহ চ ॥ ৬১ ॥
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রকান্তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা বিমলাশ্চন্দ্রদৈবতাঃ ॥ ৬২ ॥
অত্যন্তধার্ম্মিকাঃ সৌম্যাঃ সত্যসন্ধাঃ সুতেজসঃ।
প্রজাস্তত্র সদাচারাঃ দশবর্ষশতায়ুষঃ ॥ ৬৩ ॥
পশ্চিমেন তু দ্বীপস্য পশ্চিমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুর্যোজনসাহস্রং সমতীত্য মহোদধিম্ ॥ ৬৪ ॥
দশযোজনসাহস্রং সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্।
দ্বীপং ভদ্রাকরং নাম নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ॥ ৬৫ ॥
প্রভূতধনধান্যাঢ্যমনেকনৃপপালিতম্।
নিত্যং প্রমুদিতং স্ফীতং মহাশৈলৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৬৬ ॥

এই পর্ব্বতে নক্ষত্রপতি চন্দ্রের বাসস্থান আছে, এখানে গ্রহ-নায়ক শশধর সর্ব্বদা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

যে পর্ব্বতে ভগবান্ চন্দ্রদেব অবস্থান করেন, তাহার নাম চন্দ্র পর্ব্বত। ঋষিগণ! চন্দ্রপর্ব্বতভূষিত উক্ত চন্দ্রদ্বীপ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য প্রভৃতি সকল স্থানেই বিখ্যাত ॥ ৬১ ॥

এই চন্দ্রদ্বীপস্থ প্রজাগণ চন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্ ও কমনীয়। তাহাদের মুখমণ্ডল চন্দ্রের মত প্রফুল্ল এবং চন্দ্রদেবই তাহাদের অধিপতি দেবতা ॥ ৬২ ॥

চন্দ্রদ্বীপের প্রজাবর্গ অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যসন্ধ, তেজস্বী ও সদাচারপরায়ণ, তাহাদের আয়ুর পরিমাণ ১ হাজার বৎসর ॥ ৬৩ ॥

পশ্চিমদ্বীপের পশ্চিমাংশে ৪ হাজার যোজন বিস্তৃত সমুদ্রের অপর পারে নানাবিধ পুষ্পপরিশোভিত ভদ্রাকর নামক একদ্বীপ আছে, তাহার মণ্ডলাকার পরিধি ১০ হাজার যোজন। এই দ্বীপ বহুবিধ ধনধান্যপূর্ণ এবং বহুবিধ রাজ-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। এখানে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ

তত্র ভদ্রাসনং বায়োর্নানারত্নৈশ্চ মণ্ডিতম্।
তত্র বিগ্রহবান্ বায়ুঃ সদা পর্ব্বসু পূজ্যতে ॥ ৬৭ ॥
তপনীয়সুবর্ণাভাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
বিরাজন্তেঽমরপ্রখ্যাস্তত্র চিত্রাম্বরস্রজঃ ॥ ৬৮ ॥
বীর্য্যবন্তো মহাভাগাঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুষঃ।
সত্যসন্ধা মুদা যুক্তাঃ প্রজাস্তা বায়ুদৈবতাঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

আখ্যাতা এব মুনয়ঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা।
উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ সূতনন্দনম্ ॥ ১ ॥

পর্ব্বত আছে, এই স্থানে কোনকালেই সুখের বিনাশ হয় না অর্থাৎ অত্রত্য প্রাণিগণ সর্ব্বদাই সুখ সম্ভোগ করে ॥ ৬৪—৬৬ ॥

উক্ত ভদ্রাকরদ্বীপে বায়ুদেবের নানাবিধ রত্নালঙ্কৃত এক গৃহ আছে, সেই গৃহে প্রতিপর্ব্বেই বিগ্রহবান্ বায়ুদেবের পূজা হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

এই ভদ্রাকরদ্বীপে বহুবিধ স্বর্ণভূষিত, বিচিত্র বস্ত্রমাল্যধারী, দেবতুল্য উত্তপ্ত-স্বর্ণ-প্রভ মনুষ্যগণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৬৮ ॥

উক্ত দ্বীপনিবাসী প্রজাবর্গ অত্যন্ত বীর্য্যশালী, সত্যসন্ধ ও হর্ষযুক্ত। ইহাদের আয়ুকাল ৫ শতবৎসর। ইহার অধিপতি দেবতা বায়ু ॥ ৬৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ভুবনবিন্যাস-নামক সাতচল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

সূতপুত্র-কর্ত্তৃক কথিত হইয়া ঋষিগণ পুনর্ব্বার অপর বৃত্তান্ত শ্রবণ অভিলাষে সূতপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

এবমেব নিসর্গোঽয়ং বর্ষাণাং ভারতে যুগে।
দৃষ্টঃ পরমতত্ত্বজ্ঞৈর্ভূয়ঃ কিং বর্ণয়ামি বঃ ॥ ২ ॥

ঋষয় উচুঃ।

যদিদং ভারতং বর্ষং যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ প্রজাসর্গে ভবন্ত্যত ॥ ৩ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো নিগদ সত্তম।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষামব্রবীল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৪ ॥
পৌরাণিকস্তদা সূত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
এতদ্বিস্তরতো ভূয়স্তানুবাচ সমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

নিসর্গ এষ বিখ্যাতঃ কুরূণান্তু যথার্থবৎ।
ভারতস্য তু বক্ষ্যামি নিসর্গন্তং নিবোধত ॥ ৬ ॥

সূত বলিলেন—ঋষিগণ! পূর্ব্বতন পরম তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ বর্ষ-সমূহের এই সকল নৈসর্গিক অবস্থা দেখিয়াছিলেন। এখন তোমাদের নিকটে আর কোন বিষয় বর্ণনা করিতে হইবে? ॥ ২ ॥

ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, ভগবন্! যে বর্ষে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দশ মনু প্রজাগণের সৃষ্টিবিধানপূর্ব্বক আধিপত্য করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষের আনুক্রমিক সমুদয় অবস্থা শুনিতে বাসনা করি। এই কথা শুনিয়া সূতপুত্র পুরাণজ্ঞ লোমহর্ষণ নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া ঋষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভারতবর্ষের অবস্থা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩—৫ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! ইতিপূর্ব্বে কুরুবর্ষের নৈসর্গিক-অবস্থা যথার্থরূপে কহিয়াছি, এখন ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

পুণ্যতীর্থে হিমবতো দক্ষিণস্যাচলস্য হি।
পূর্ব্বপশ্চায়তস্যাস্য দক্ষিণেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ *
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ।
অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেঽস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ ॥ ৮ ॥
ইদন্তু মধ্যমং বর্ষং শুভাশুভফলোদয়ম্।
উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥ ৯ ॥
বর্ষং তদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা।
ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে ॥ ১০ ॥
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতম্।
ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। †
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্মবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥ ‡

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুণ্যতীর্থময় পূর্ব্বপশ্চিমায়তন দক্ষিণাচল হিমালয়ের দক্ষিণদিকে যে সকল জনপদ আছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সমুদয় শ্রবণ কর ॥ ৭—৮ ॥

এই ভারতবর্ষ মধ্যম বলিয়া বিখ্যাত। হিমালয়ের দক্ষিণ ও সমুদ্রের উত্তরে এই বর্ষ অবস্থিত আছে। অত্রত্য প্রজাগণ ভারতীনামে প্রসিদ্ধ। প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া মনু ভরত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ভরত-মনু-প্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ষকে ভারত-বর্ষ বলা যায়। এই ভারতবর্ষে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মানুসারেই স্বর্গগতি, মোক্ষগতি, মধ্যগতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। অন্যবর্ষস্থ মনুষ্যগণের কোনরূপ কর্ম্ম করিবার বিধি নাই। অতএব তৎকৃত-কর্ম্ম-দ্বারা কোন-রূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কৃত-কর্ম্মদ্বারা অন্য বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় ফলোপভোগমাত্র হইয়া থাকে ॥ ৯—১০ ॥

* "দক্ষিণে দ্বিজসত্তমাঃ।" ইতি গ।
† "মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।" ইতি মু, পু।
‡ "কর্ম্মাবধায়তে।" ইতি খ।

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১২ ॥ ‡
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥ ১৩ ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥ ১৪ ॥
আয়তো হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রত্রয়মেব চ ॥ ১৫ ॥
দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যা-যুদ্ধ-বণিজ্যাদ্যৈ র্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৭ ॥

এই ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেকভাগই পরস্পর দুর্গম অর্থাৎ এক ভাগ হইতে অন্যভাগে যাওয়া অতিশয় দুঃসাধ্য। এই নয়ভাগ সমুদ্র দ্বারা পরস্পর ব্যবহিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

বিভক্ত দেশসমূহের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ ॥ ১২ ॥

উক্ত আটটী দ্বীপ ভিন্ন এই সাগর বেষ্টিত দ্বীপই নবম, এই নবমদ্বীপের উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃতি সহস্রযোজন, কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য, এই নবমদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণে বক্রভাবে অবস্থিত। এই নবভাগে বিভক্ত দ্বীপাত্মক ভারতবর্ষের বিস্তার ৯ হাজার যোজন পরিমাণ ॥ ১৩—১৫ ॥

এই নবম দ্বীপের অর্থাৎ ভারতখণ্ডের প্রান্তভাগে বহুবিধ ম্লেচ্ছ আছে; তন্মধ্যে পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাতগণ এবং পশ্চিমপ্রান্তে যবনগণ অবস্থান করে ॥ ১৬ ॥

‡ "পর্ব্বতান্তরিতা জ্ঞেয়াঃ।" ইতি ঘ।

তেষাং সংব্যবহারোঽয়ং বর্ত্ততে তু পরস্পরম্ ।
ধর্ম্মার্থকামসংযুক্তোবর্ণানান্তু স্বকর্ম্মসু ॥ ১৮ ॥
সঙ্কল্প-পঞ্চমানান্তু সধর্ম্মাণাং যথাবিধি ।
ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তিযেষু মানুষী ॥ ১৯ ॥
যস্ত্বয়ং নবমো দ্বীপস্তির্য্যগায়ত উচ্যতে ।
কৃৎস্নং জয়তি যো হ্যেনং স সম্রাড়িহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ২০ ॥[১]
অয়ং লোকস্তু বৈ সম্রাড়ন্তরীক্ষো বিরাট্ স্মৃতঃ ।
স্বরাড়ন্যঃ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥ ২১ ॥
সপ্ত চাস্মিন্ সুপর্ব্বাণো বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ ॥ ২২ ॥

ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ; যথাক্রমে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও পরিচর্য্যা ব্যবসায়ী হইয়া অবস্থিতি করেন ॥ ১৭ ॥

এই ধর্ম্মশীল বর্ণচতুষ্টয় স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তির জন্য যথাবিধি সংকল্প-পূর্ব্বক স্বকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥

যিনি পূর্ব্বোক্ত বক্রায়তন বিশিষ্ট নবমদ্বীপ জয় করিতে পারেন তাঁহাকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত এই লোক অতিশয় সুপ্রকাশ অথবা সম্রাট্প্রতিপালিত বলিয়া সম্রাট্ নামে, অন্তরীক্ষ লোক বিরাট্ নামে এবং অপর একটী লোক স্বরাট্ (স্বর্গ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ! আমি বিস্তারক্রমে ভারতবর্ষের অবস্থা পুনর্ব্বার বর্ণনা করিতেছি ॥ ২১ ॥

এই ভারতখণ্ডে মহেন্দ্র, মলয়, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামক সাতটী কুলপর্ব্বত আছে, ইহাদের নিকটে মনোহর শোভাময় ও বহুবিধ-গুণসম্পন্ন সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। তাহাদের নাম—মন্দর,

---

১ "তথা যশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মরূপে প্রকীর্ত্ত্যতে।
হ্যেকোনাং হি কৃৎস্নং স সম্রাড়িহ কীর্ত্ত্যতে॥" ইতি খ।

বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ[২] সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ।
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে পর্ব্বতাস্তু সমীপগাঃ॥ ২৩॥
অভিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বগুণা বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ।
মন্দরঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো বৈভারো দর্দ্দুরস্তথা॥ ২৪॥
কোলাহলো সসুরসঃ মৈনাকো বৈদ্যুতস্তথা।
বাতন্ধমো নাম[৩] গিরিস্তথা পাণ্ডুরপর্ব্বতঃ॥ ২৫॥
গণ্ডপ্রস্থঃ কৃষ্ণগিরির্গোধনো গিরিরেব চ।
পুষ্পগির্য্যুজ্জয়ন্তৌ চ শৈলো রৈবতকস্তথা॥ ২৬॥
শ্রীপর্ব্বতশ্চ কারুশ্চ কূটশৈলো গিরিস্তথা।
অন্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞেয়াঃ হ্রস্বাঃ স্বল্পোপজীবিনঃ॥ ২৭॥
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যম্লেচ্ছাশ্চ নিত্যশঃ[৪]।
পীয়ন্তে বৈরিমা নদ্যো গঙ্গাসিন্ধুঃ সরস্বতী॥ ২৮॥
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযূস্তথা।
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহূঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী॥ ২৯॥

বৈভার, দর্দ্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক বৈদ্যুত, বাতন্ধম, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণপর্ব্বত, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্ব্বত, কারু ও কূটশৈল। এতদ্ভিন্ন আরও ছোট ছোট অনেক পর্ব্বত আছে॥ ২২—২৭॥

উক্ত পর্ব্বত-সমাকীর্ণ দেশসমূহে আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ যথানিয়মে অবস্থান করে। পূর্ব্বোক্ত আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ যে সকল নদীর জলপান করে, তাহাদের নাম—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী,

২ "বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ।" ইতি গ, ঘ,।
৩ "বাতন্ধনো নাম গিরিঃ।" ইতি ঘ।
৪ "ভাগশঃ" ইতি গ। ৫ "ধূতপাশা" ইতি গ

কৌশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকীতথা।
ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতা হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ ॥ ৩০ ॥
বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
বর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা ॥ ৩১ ॥
পরা চর্ম্মণ্বতী চৈব বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩২ ॥
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুবহা দ্রুমা*।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাতথৈব চ ॥ ৩৩ ॥
তমসা পিপ্পলা শ্রোণী করতোয়া' পিশাচিকা।
নীলোৎপলা বিপাশা চ জম্বুলা বালুবাহিনী ॥ ৩৪ ॥
সিতেরজা শুক্তিমতী মক্ষণা ত্রিদিবা ক্রমাৎ৮।
ঋক্ষপাদাৎ প্রসৃতাস্তা নদ্যো মণিনিভোদকাঃ* ॥ ৩৫ ॥

তৃতীয়া, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত। উক্ত নদ নদী সকল হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৮—৩০ ॥

পারিপাত্র পর্ব্বতের পাদ হইতে যে সকল নির্ম্মল জল-পূর্ণ নদ ও নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের নাম— বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, পরা, চর্ম্মণ্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, এবং অবন্তী ॥ ৩১—৩২ ॥

শোণ, মহানদ, নর্ম্মদা, সুবহা, দ্রুমা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালু-বাহিনী, সিতেরজা, শুক্তিমতী, মক্ষণা ও ত্রিদিবা এই সকল নদী ঋক্ষপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৩—৩৫ ॥

* "সুমহাদ্রুমা" ইতি মু পু। "সরসাঙ্গণা"—ইতি গ। ৭"মকরোদা"—ইতি গ।
৮ "মক্রুণাত্রিদিবাক্রমাৎ" ইতি মু পু। "শক্রুণী ত্রিদিবাক্রম্"—ইতি গ।
* "ঋক্ষপাদপ্রসৃতাস্তা সদ্যো মণিজলাস্মৃতাঃ"—ইতি গ।

তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা মদ্রা[১০] চ নিষধা নদী।
বেন্বা বৈতরণী চৈব শিতিবাহুঃ কুমুদ্বতী ॥ ৩৬ ॥
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃ শিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদ-প্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥ ৩৭ ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বৈণ্যথ[১১] বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপগা ॥[১২] ৩৮ ॥
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাৎ বিনিঃসৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥
কৃতমালা তাম্রবর্ণা পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াভিজাতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥ ৪০ ॥
ত্রিসামা ঋষিকুল্যা[১৩] চ ইক্ষুলা ত্রিদিবা চ যা[১৪]।
লাঙ্গূলিনী বংশধরা[১৫] মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

বিন্ধ্যপাদ হইতে যে সকল পবিত্র জলপূর্ণ নদী নির্গত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, মদ্রা, নিষধা, বেন্বা, বৈতরণী, শিতি-বাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা ॥ ৩৬—৩৭ ॥

গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বৈণী, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও কাবেরী এই কয়েকটী নদী সহ্যপর্ব্বতের পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণা-পথে অবস্থিত আছে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

শীতল-জল-পরিপূর্ণ কৃতমালা, তাম্রবর্ণা, পুষ্পজাতী ও উৎপলাবতী এই কয়েকটী নদী মলয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গূলিনী ও বংশধরা এই কয়টী নদী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

---

১০ "শীতা" ইতি গ। ১১ "কৃষ্ণবেন্না সুমঞ্জসা"—ইতি গ।
১২ "বাহুকাবৈষধাপরা"—ইতি গ।
১৩ "ত্রিদিবা চ ঋষিকুল্যা" ১৪ "তথোজলা"—ইতি গ, ১৫ "চমকরা" ইতি ঘ।

ঋষিকা সুকুমারী[১৭] চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎ প্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ।
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বা জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
তাসাং নদ্যুপনদ্যোঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪৩ ॥
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাশ্চৈব সজাঙ্গলাঃ।
শূরসেনা ভদ্রকারা বোধাঃ শতপথেশ্বরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
বৎস্যাঃ কৃসট্টাঃ[১৮] কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ।
প্রথমাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মগধাশ্চ[১৯] বৃকৈঃ সহ।
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
সহ্যস্য চোত্তরান্তে তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামিহ কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ ॥ ৪৬ ॥

ঋষিকা, সুকুমারী, মন্দগামিনী মন্দবাহিনী, কৃপা ও পলাশিনী নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

এই সমুদয় নদীই গঙ্গার মত পবিত্র-সলিলা, সমুদ্রগামিনী, জগতের মাতৃস্বরূপা ও সকল পাপবিনাশিনী। এই সকল নদী হইতে বহুবিধ নদী উপনদী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

এই সকল নদী ও উপনদীর উপকূলে কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, জাঙ্গল, শূর-সেন, ভদ্রকার, বোধ, শতপথেশ্বর, বৎস, কৃসট্ট, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, কলিঙ্গ, মগধ ও বৃক এই কয়েকটী মধ্যদেশীয় জনপদ অবস্থিত আছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যে স্থান হইতে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইযাছে, সহ্যপর্ব্বতের সেই উত্তরার্দ্ধে পৃথিবীর সমুদয় প্রদেশ অপেক্ষা মনোহর এক প্রদেশ আছে ;

১৭ "ঋষি বালী কুমারীচ মন্দগা মন্দগামিনী" ইতি গ
১৮ "কিসঙ্কা"—ম পু, "কিসষ্টা"—ইবি খ। 'কুশুঙ্গা' ইতি গ।
১৯ "মেকলাশ্চ"—ইতি গ, ঘ।

তত্র গোবর্দ্ধনো নাম পুরা রামেন[২০] নির্ম্মিতঃ।
রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গোঽয়ং বৃক্ষা ওষধয়স্তথা ॥ ৪৭ ॥
ভরদ্বাজেন মুনিনা তৎপ্রিয়ার্থেঽবতারিতাঃ।
অন্তঃপুরবনোদ্দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ ॥ ৪৮ ॥
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ (১) আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ (২) ॥ ৪৯ ॥
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
শকা হূণাঃ কুণিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ (৩) ॥ ৫০ ॥
রমণা (৪) রুদ্ধকটকা কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ ॥ ৫১ ॥
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ অঙ্গলৌকিকাঃ (৫)।
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবা শ্চ ক্ষতোদরাঃ (৬) ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ রামচন্দ্র সন্তোষের জন্য সেই প্রদেশে গোবর্দ্ধন নামক একটী ভূস্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহার প্রীতির জন্য কতকগুলি বৃক্ষ, ওষধি ও মনোহর প্রমোদ কানন নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥

বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্ম-খণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, হূণ, কুণিন্দ, পারদ, হার-হূণ, রমণ, রুদ্ধকটক, কেকয় ও দশমালিক এই কয়টী ক্ষত্রিয় জনপদ এই সকল জনপদে ক্ষত্রিয় শূদ্র ও বৈশ্যগণের উপনিবেশ আছে ॥ ৪৯—৫১ ॥

কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, অঙ্গলৌকিক, চীন, তুষার, পহ্লব, ক্ষতোদর,

২০ "সুররাজেন" ইতি পু।
(১) "বাটধন্যাশ্চ" – ইতি গ, ঘ।
(২) "ধর্ম্মমণ্ডিকাঃ"—ইতি গ। "ধর্ম্মগণ্ডিকা"—ইতি ঘ।
(৩) "শকাহ্রদাঃ কুবিন্দাশ্চ পরিতা হারপূরিকাঃ"—মু পু। "কুনিন্দা"—ইতি গ। "হারকূলকাঃ" ইতি ঘ।
(৪) "রমটা" ইতি মু পু। "বটুককণ্ঠা"—ইতি গ, ঘ।
(৫) "বর্চ্চলা বঙ্গলৌকিকাঃ"—ইতি গ। "প্রিয়লৌকিকাঃ"—মু পু।
(৬) "রত্নধারাঃ ক্ষতোদরা"—ইতি ধ।

আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ (৭)।
লম্পাকা স্তনপাশ্চৈব (৮) পীড়িকা জুহুড়ৈঃ সহ ॥ ৫৩ ॥
অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গণাস্তথা ॥ ৫৪ ॥
চূলিকাশ্চাহুকাশ্চৈব ঊর্ণাদর্ব্বাস্তথৈব চ।
এতে দেশাহ্যুদীচ্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশান্নিবোধত ॥ ৫৫ ॥
অন্ধ্রবাকাঃ সুজরকা অন্তর্গিরির্ব হির্গিরাঃ।
তথা প্রবঙ্গবঙ্গশ্চ মালদা মালবর্ণিকাঃ (৯) ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা গেয়মর্থকাঃ ? (১০)।
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রশ্চ(১১)বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥৫৭॥
মালা মগধগোনন্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ।
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥

আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল, কসেরুক, লম্পাক, স্তনপ, পীড়িক, জুহুড়, অপগ ও অলিমদ্র কিরাতজাতি প্রভৃতি এবং তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গণ, চূলিক, আহুক ও ঊর্ণা, দর্ব্ব এই কয়টী দেশও পূর্ব্বোক্ত বাহ্লীকাদি ক্ষত্রিয় দেশ এই সমস্তই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অবস্থিত। ভারতের পূর্ব্বভাগে যে সকল দেশ আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫২—৫৫ ॥

অন্ধ্রবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি, বহির্গির, প্রবঙ্গ বঙ্গ, মলদ, মালবর্ণিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, প্রাগ্জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ ও গোনন্দ এই কয়টী দেশ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত আছে।

(৭) "স্থুণাশ্চ করবোরুকাঃ"—ইতি গ।
(৮) "তালকালাশ্চ বৃত্তিকা জাগুড়ৈঃ সহ"—ইতি গ ঘ।
(৯) "তথা প্রবঙ্গবঙ্গেয়া মালদা মালবর্ত্তিকাঃ"—ইতি মু পু।
(১০) "ক্ষেত্রপার্থিবাঃ"—ইতি ঘ।
(১১) "মুণ্ডশ্চ"—ইতি মু পু।

পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চৌল্যাঃ কুল্যাস্তথৈব চ ॥
সেতুকা মূষিকাশ্চৈব কুনাসা বানবাসকাঃ (১২) ॥ ৫৯ ॥
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আভীরাঃ সহচৈষীকা আটব্যাশ্চ বরাশ্চ যে (১৩) ॥ ৬০ ॥
পুলিন্দা বিন্ধ্যমূলীকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ।
শৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবর্দ্ধনাঃ (১৪) ॥৬১॥
মৈন্দিকাঃ (১৫) কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্তান্নিবোধত ॥ ৬২ ॥
সূর্পারকাঃ কোলবনা দুর্গাঃ তালীকটৈঃ সহ (১৬)।
পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ (১৭) ॥ ৬৩ ॥
তথা তুরসিতাশ্চৈব সর্ব্বে চৈব পরাক্ষরাঃ।
নাসিক্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে চৈবান্তরনর্ম্মদাঃ ॥ ৬৪ ॥

অতঃপর দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য জনপদ বলিতেছি—পাণ্ড্য, কেরল, চৌল্য, কুল্য, সেতুক, মূষিক, কুনসা, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, ঐষীক, আটব্য, বর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমূলিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, শৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, মৈন্দিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ ও নলকালিক এই কয়েক দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, এই সকল দেশকে দাক্ষিণাত্য বলে। এক্ষণে পাশ্চাত্য জনপদ সকল শ্রবণ কর। সূর্পারক, কোলবন, দুর্গ, তালিকট, পুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস ও তুরসিত, এই সকল দেশ পাশ্চাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

(১২) "কুমনা বনকাসিক!"—ইতি মু পু।
(১৩) "আভীরাঃ সহবৈদিকৈঃ বালা৹বৈশা বরাশ্চ যে"—ইতি গ।
(১৪) "ভোজবর্দ্ধকা"—ইতি ঘ।
(১৫) "নৈর্ণিকা"—মু পু। "মৈণিকা"—ইতি গ।
(১৬) "কুম্ভিদা কুলকালকা—ইতি গ ঘ।
"সূর্পরকা কর্ণিবরা দুর্দ্দাস্তালীকটৈঃসহ।"—ইতি গ ঘ।
(১৭) "পবসেয়াঃ শিরালাশ্চ প্রকাশাস্তাপসৈঃ সহ"—ইতি গ।

ভারুকচ্ছাঃ (১৮) সমাহেয়াঃ সহসাশাশ্বতৈরপি।
কচ্ছীয়াশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আনর্ত্তাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ ॥ ৬৫ ॥
ইত্যেতে সম্পরীতাশ্চ শৃণুধ্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ।
মালবাশ্চ করূষাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ ॥ ৬৬ ॥
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ ॥
তোসলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা ॥ ৬৭ ॥
তুমুরাস্তুম্বুরাশ্চৈব ষট্‌সুরা নিষধৈঃ সহ।
অনূপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িনশ্চ যে ॥ ৬৯ ॥
নিগর্হরা হংসমার্গাঃ কুপথাস্তঙ্গণাঃ খসাঃ (১৯)।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব হূণ দর্ব্বাঃ বহূদকাঃ ॥ ৭০ ॥

নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী নাসিক্যাদি দেশ, ভারুকচ্ছ, সাহেয়, শাশ্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও অর্ব্বুদ এই সকল দেশ সম্পরীত নামে পরিচিত। ঋষিগণ! এখন বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ দেশের কথা শ্রবণ কর। মালব, করূষ, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধক, তোসল, কোসল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুমুর, তুম্বুর, ষট্‌সুর, নিষধ, অনূপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তি এই কয়টী জনপদ বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। ঋষিগণ! অতঃপর পর্ব্বতাশ্রিত দেশসমূহের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৬—৬৯ ॥

নিগর্হর, হংসমার্গ, কুপথ, তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, হূণ, দর্ব্ব, বহূদক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামস। এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও

(১৮) "ভানুকচ্ছাঃ"—ইতি ম পু।

(১৯) " নিরহারাশ্চমালাশ্চ কুপথাস্তঙ্গণাখগাঃ—ইতি গ ঘ

ত্রিগর্ত্তা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ॥ ৭১॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টান্নিবোধত॥ ৭২॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গপাদে ভুবন-বিন্যাসো নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়

এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয় উত্তরং পুনরেব তে।
শুশ্রূষবো মুদা যুক্তাঃ পপ্রচ্ছুর্লোমহর্ষণম্॥ ১॥

ঋষয় উচুঃ।

যচ্চ কিংপুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ।
আচক্ষ্ব নো যথাতত্ত্বং কীর্ত্তিতং ভারতং ত্বয়া॥ ২॥

কলি এই চারি যুগ যথাক্রমে হইয়া থাকে, এই সকল কথা পরে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৬৯—৭১॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে আটচল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ঋষিগণ এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বিষয় শুনিবার নিমিত্ত লোমহর্ষণকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

আপনি ভারতবর্ষের কথা যেমন যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিলেন, কিংপুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষের কথাও সেইরূপে বর্ণনা করুন॥ ২॥

পৃষ্টস্ত্বিদং যথাবিপ্রৈর্যথাপ্রশ্নং বিশেষতঃ[১]।
উবাচ মুনিনির্দ্দিষ্টং পুরাণং বিহিতং যথা ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

শুশ্রূষা যত্র বো বিপ্রাস্তৎশৃণুধ্বং মুদা যুতাঃ[২]।
প্লক্ষখণ্ডঃ কিংপুরুষে সুমহান্নন্দনোপমঃ ॥ ৪ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিংপুরুষে স্মৃতা।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরা স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপম্যঃ ॥ ৫ ॥
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ সর্ব্বে তে শুদ্ধমানসাঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিস্তপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৬ ॥
বর্ষে কিংপুরুষে পুণ্যে প্লক্ষো মধুবহঃ শুভঃ।
তস্য কিংপুরুষাঃ সর্ব্বে পিবন্তি রসমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত পূর্ব্বতন মুনিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পুরাণ সম্মত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিপ্রগণ! আপনাদের যে বিষয় শুনিতে বাসনা হইয়াছে, প্রমোদ-সহকারে আপনারা সেই বিষয় শ্রবণ করুন। কিংপুরুষ বর্ষে নন্দনবনের ন্যায় আনন্দজনক এক সুবিস্তৃত প্লক্ষবন আছে। এই কিংপুরুষ মনুষ্যগণ দশহাজার বৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এখানকার মানবগণের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রমণীগণ অপ্সরার ন্যায়। সকলেই বিশুদ্ধচেতা ও রোগশোক-পরিবর্জ্জিত, তাহাদের অঙ্গ বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ॥ ৫—৬ ॥

এই পুণ্যময় কিংপুরুষ বর্ষে পূর্ব্বোক্ত প্লক্ষ বৃক্ষ সর্ব্বদা অত্যুত্তম মধু বহন করে, কিংপুরুষগণ সেই মধুপান করিয়া পরমানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

(১) "বিশেষবিৎ।" গ, ঘ।

(২) "যাতা তচ্ছৃণুধ্ব মতন্দ্রিতাঃ।" গ, ঘ।

অতঃপরং কিংপুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ৮॥
দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্॥ ৯॥
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু মুদা যুতাঃ।
হরিবর্ষে তু জীবন্তি সর্ব্বে মুদিতমানসাঃ॥ ১০॥
ন জরা বাধতে তত্র জীর্য্যন্তি ন চ তে নরাঃ।
মধ্যমং যন্ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষমিলাবৃতম্॥ ১১॥
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে[৩]॥ ১২॥
পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপ্রভাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ১৩॥
জম্বূফলরসাহারা হ্যনিষ্যন্দাঃ[৪] সুগন্ধিনঃ।
মনস্বিনো ভুক্তভোগা সৎকর্ম্মফলভোগিনঃ॥ ১৪॥

ঋষিগণ! অতঃপর আমি হরিবর্ষের কথা বলিতেছি। এই হরিবর্ষে রজততুল্য-প্রভাবিশিষ্ট মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে, এখানকার সকল মনুষ্যই দেবলোকভ্রষ্ট দেবাকৃতি ও দেবতুল্য দীপ্তিমান্। ইহারা সকলেই ইক্ষু-রস পান করে এবং একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। এখানে জরা নাই, সুতরাং এখানকার মনুষ্যেরা কখনই জরাগ্রস্ত হয় না॥ ৮—১০॥

ইতিপূর্ব্বে সকলের মধ্যবর্ত্তী যে বর্ষের কথা বলিয়াছি, তাহার নাম ইলাবৃত। এখানে সূর্য্যের তাপ নাই, কখনও চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ উদিত হয় না। এখানকার মনুষ্যগণ সকলই পদ্মপত্রসদৃশ চক্ষুঃবিশিষ্ট, পদ্মবর্ণ, পদ্ম-পত্রের মত সুগন্ধবিশিষ্ট এবং উদারচিত্ত। ইহারা সকলেই সৎকর্ম্মপ্রভাবে

(৩) "ইড়াবৃতে" গ, ঘ।
(৪) "অনিষ্পদাঃ" গ, ঘ।

দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ[৫]।
ত্রয়োদশ-সহস্রাণি বর্ষাণাস্তে নরোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥
আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি তে তু বর্ষে ত্বিলাবৃতে[৬]।
মেরোঃ প্রতিদিশং যচ্চ নবসাহস্রবিস্তৃতে ॥ ১৬ ॥
যোজনানাং সহস্রানি ষড়্ত্রিংশস্তস্য বিস্তরঃ।
চতুরস্রঃ সমন্তাচ্চ শরাবাকারসংস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
মেরোস্তু পশ্চিমে ভাগে নবসাহস্রসম্মিতে।
চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ॥ ১৮ ॥
উদগ্দক্ষিণতশ্চৈব আনীলনিষধায়তঃ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পরিবৃদ্ধো মহীতলাৎ ॥ ১৯ ॥

জম্বূফল রসপান করিয়া বিবিধ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণ এখানে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অজীর্ণ কলেবর ও জরামৃত্যুবিহীন হইয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে ॥ ১১—১৫ ॥

এই বর্ষ মেরুপর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থিত, মেরুর প্রত্যেক দিকে ইহার বিস্তার নয় হাজার যোজন, সুতরাং সমস্ত বর্ষের বিস্তার ৩৬ হাজার যোজন ॥ ১৬॥

এই ইলাবৃত বর্ষ চতুষ্কোণ ও শরাবের ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত। মেরুর পশ্চিম দিকে ইহার নয় হাজার যোজন বিস্তৃত যে স্থান আছে, তথায় ৩৪ হাজার যোজন গন্ধমাদন পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে, উহার উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ নীল হইতে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ॥ ১৭—১৮ ॥

ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০ হাজার যোজন উচ্চ ও দুই হাজার যোজন বিস্তৃত,

(৫) "বিমলা স্বরাঃ" গ, ঘ।
(৬) "বর্ষ ইড়াবৃতে" গ, ঘ।
(৭) "আয়ামো নিষধে স্মৃতঃ" গ, ঘ।

সহস্রমবগাঢ়স্তু স তদ্দ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বেণ মাল্যবান্ শৈলস্তৎপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ২১ ॥
তেষাং মধ্যে মহামেরুঃ সুপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষামেব শৈলানামবগাঢ়ো যথা ভবেৎ।
বিস্তরস্তৎপ্রমাণঃ স্যাদায়ামে নিযুতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥
বৃত্তভাবাৎ সমুদ্রস্য মহী-মণ্ডলভাবতঃ।
আয়ামাঃ পরিহীয়ন্তে চতুরস্রে সমন্ততঃ ॥ ২৩ ॥
ইলাবৃত-সমন্তাত্তু ভিন্দন্তী মধ্যমাগতঃ।
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা জম্বূ-রসবতী নদী ॥ ২৪ ॥
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ তু।
সুদর্শনো নাম মহাজম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ ২৫ ॥

ইহার সহস্র যোজন নিম্ন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্তর্ভাগে অবগাহন করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে ॥ ১৯—২০ ॥

মেরুর পূর্ব্বভাগে নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে গন্ধ-মাদনের ন্যায় দৈর্ঘ্যাদিবিশিষ্ট মাল্যবান্ পর্ব্বত অবস্থিত আছে ॥ ২১ ॥

উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে মহোচ্চ মহামেরু বিরাজ করিতেছে। অবগাঢ় ভাগের (নিম্ন প্রবিষ্ট ভাগের) পরিমাণ অন্যান্য পর্ব্বতের ন্যায় এবং ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ দশ হাজার যোজন ॥ ২২ ॥

সমুদ্র ও পৃথিবী মণ্ডলাকার বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী চতুষ্কোণ পর্ব্বত সকল আয়ামহীন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইলাবৃতের চারিদিকে আলোড়িত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জম্বুরসবাহিনী একটী নদী মধ্যভাগ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয় ॥ ২৪ ॥

মেরুর দক্ষিণপার্শ্বে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে সর্ব্বদা ফলপুষ্পবিশিষ্ট সিদ্ধচারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত সুদর্শন নামক সুমহান্ এক সনাতন জম্বু-বৃক্ষ

নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণ-সেবিতঃ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপো বনস্পতেঃ ॥ ২৬ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু শতঞ্চাস্য মহাদ্রুমঃ।
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবং স্পৃশতি সর্ব্বশঃ ॥ ২৭ ॥
অরত্নীনাং শতান্যষ্টৌ একষষ্ট্যধিকানি তু।
ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২৮ ॥
পতমানানি তান্যুর্ব্ব্যাং কুর্ব্বন্তি বিপুলং স্বনম্।
তস্যা জম্ব্বাঃ ফলরসো নদীভূয় প্রসর্পতি।
মেরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য[৮] জম্বুবৃক্ষং বিশত্যধঃ ॥ ২৯ ॥
তং পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুরসমিলাবৃতাঃ[৯]।
জম্বুরসফলং পীত্বা ন জরাং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৩০ ॥

আছে। এই বনস্পতির নাম অনুসারে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৫—২৬ ॥

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহার উৎসেধ (উচ্চতা) স্বর্গস্পর্শী, এই মহাদ্রুমের পরিমাণ শত সহস্র যোজন, এবং ফলের পরিমাণ অষ্টশত একষষ্ট্রী অরত্নি ॥ ২৭—২৮ ॥

উক্ত ফল যখন পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন ঘোর শব্দ হইয়া থাকে। সেই জম্বূর ফলরস নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া জম্বুবৃক্ষের অধোদেশে প্রবিষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

তদ্দেশবাসী মনুষ্যগণ সেই নদীর জল অর্থাৎ জম্বুরস পান করিয়া জরামৃত্যু প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ এবং পরমানন্দে জীবন যাপন করে। এখানকার উক্ত ফলরসমিশ্রিত মৃত্তিকা হইতে জাম্বূনদ নামক এক প্রকার স্বর্ণ পাওয়া যায়, ইহার বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় ভাস্বর; উহা দ্বারা দেব-

৮ "জম্বূমূলং পুনর্গতম্" ইতি ঘ।
৯ "ফলাবৃতা" ইতি মু, পু।

ন চ চক্ষুঃ ক্লময়তে ন চ মৃত্যুভয়ং তথা[১০] ॥ ৩১ ॥
তত্র জাম্বূনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরন্তু তৎ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ ফলরসস্তু সঃ।
স্কন্নং ভবতি তচ্ছুভ্রং[১১] কনকং দেবভূষণম্ ॥ ৩৩ ॥
তেষাং মূত্রং পুরীষঞ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভাগশঃ।
ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ভূমিঃ সুতাংশ্চ গ্রসতে তু তান্ ॥ ৩৪ ॥
রক্ষঃ পিশাচা যক্ষাশ্চ সর্ব্বে হৈমবতাঃ স্মৃতাঃ।
হেমকূটে তু গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ।
মহামেরৌ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভ্রমন্তি যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ ॥ ৩৬ ॥
নীলেতু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধব্রহ্মর্ষয়ো বরাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতৃণাং প্রতি সঞ্চরঃ ॥ ৩৭ ॥

গণের ভূষণ সকল নির্ম্মিত হয়। সকল বর্ষের বৃক্ষরস অপেক্ষা এই জম্বূরস অতিশয় উত্তম, এই রস শুভ্র, শুষ্ক হইয়া ইহাতে দেবভূষণোপযোগী সুবর্ণ হয়। মূত্র ও পুরীষভাগ (স্থূলভাগ) নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, পরে পৃথিবী ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে বিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত রস গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৩০—৩৪ ॥

সমুদয় রাক্ষস, পিশাচ ও যক্ষ হিমালয়ে এবং অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ হেমকূটে অবস্থান করে ॥ ৩৫ ॥

শেষ বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ নিষধপর্ব্বতে এবং যজ্ঞকারী ৩৩ জন দেবতা মহামেরুতে বিরাজ করেন ॥ ৩৬ ॥

বৈদূর্য্যময় নীলপর্ব্বতে সমুদয় সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ এবং দৈত্য ও দানবগণ

১০ "ন চ জ্বরঞ্চ রোগস্তু নচ মৃত্যুং তথাবিধম্" ইতি মু, পু।
১১ "তচ্ছুভ্রম্" ইতি মু, পু।

নবস্বেতেষু বর্ষেষু যথাভাগস্থিতেষু বৈ।
ভূতান্যুপনিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং বিবৃদ্ধির্বহুলা দৃশ্যতে দেবমানুষী।
ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়া হ্নুবুভূষতা ॥ ৩৯ ॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

সব্যে[১২] হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্মিন্নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ১।
অপ্সরোগণসংযুক্তো মোদতে হ্যলকাধিপঃ।
কৈলাসপাদাৎ সম্ভূতং পুণ্যং শীতজলং শুভম্।
মন্দং নাম্না কুমুদ্বন্তং শরদম্বুদসন্নিভম্ ॥ ২ ॥

শ্বেতপর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া থাকে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গবান্ পিতৃগণের বিচরণ-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত পূর্ব্বোক্ত নববর্ষে বহুবিধ স্থাবর ও গমনশীল প্রাণী অবস্থিত আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাব এবং কোন কোন ব্যক্তি দেবভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই প্রকার বহুবিধ পরিণাম লক্ষিত হয়। ইহার সংখ্যা করা অসাধ্য হইলেও জ্ঞানীদিগের বিশ্বাসযোগ্য ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

সূত বলিলেন, হিমালয় পর্ব্বতের বাম (উত্তর)-পার্শ্বে কৈলাস পর্ব্বত, তথায় অলকাধিপতি শ্রীমান্ যক্ষরাজ কুবের বহুবিধ রাক্ষস ও অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কৈলাসপাদ হইতে শারদীয়

১২ "দিব্যে" ইতি ঘ।

তস্মাৎ দিব্যা প্রভবতি নদী মন্দাকিনী শুভা ॥ ৩ ॥
দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্।
প্রাগুত্তরেণ কৈলাসং দিব্যৌষধিসমন্বিতম্[১৩] ॥ ৪ ॥
হেমরত্নময়ং ধাতু শবলং[১৪] পর্ব্বতং প্রতি।
চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্নসন্নিভঃ ॥ ৫ ॥
তস্য পাদে মহদ্দিব্যমচ্ছোদং নাম তৎসরঃ।
তস্মাদ্দিব্যা প্রভবতি হ্যচ্ছোদা নাম নিম্নগা ॥ ৬ ॥
তস্যাস্তীরে মহাদিব্যং বনং চৈত্ররথং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ।
যক্ষসেনাপতিঃ ক্রূরগুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮ ॥
পুণ্যা মন্দাকিনী চৈব নিম্নগাচ্ছোদিকা তথা।
মহীমণ্ডলমধ্যেন প্রবিষ্টে তে মহোদধিম্ ॥ ৯ ॥

মেঘতুল্য দীপ্তিমান্, শীতল জলপূর্ণ, পুণ্যপ্রদ কুমুদাকর মন্দনামক সরোবর আছে, এই সরোবর হইতেই দীপ্তিমতী রমণীয়া মন্দাকিনী নদী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১—৩ ॥

ইহার তীরদেশে আনন্দজনক অতি মনোহর এক বন আছে। কৈলাসের উত্তরপূর্ব্বকোণে বহুবিধ প্রাণী ও ঔষধপরিপূর্ণ, হেমরত্নময়, বিবিধ ধাতুচিত্রিত এক পর্ব্বত আছে, তদুপরি রত্নতুল্য দীপ্তিমান্, শুভ্রবর্ণ চন্দ্রপ্রভ নামক পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে ॥ ৪—৫ ॥

তাহার পাদদেশে অতি মনোহর ও সুবৃহৎ অচ্ছোদ নামক সরোবর, সেই সরোবর হইতে অচ্ছোদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তীরে চৈত্ররথ নামক মনোহর বন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উক্ত চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বতে যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র অনুগত ক্রূরকর্ম্মা গুহ্যকগণের সহিত অবস্থান করেন। পূর্ব্বোক্ত

১৩ "কৈলাসাদ্দিবাসন্তৌষধং গিরিম্" ইতি মু, পু।
১৪ "সুবর্ণপর্ব্বতং" ইতি মু, পু।

কৈলাসাদ্দক্ষিণপ্রাচ্যাং[১৫] শিবসত্ত্বৌষধিং গিরিম্।
মনঃশিলাময়ং দিব্যং পিশঙ্গং পর্ব্বতং প্রতি ॥ ১০ ॥
লোহিতো হেমশৃঙ্গস্তু[১৬] গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান্।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং লোহিতং নাম তৎসরঃ ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ পুণ্যঃ প্রভবতি লৌহিত্যঃ সনদো মহান্।
দেবারণ্যং বিশোকঞ্চ তস্য তীরে মহাবনম্ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিবরো[১৭] বশী।
সৌম্যৈঃ সুধার্ম্মিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৩ ॥
কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রূরসত্ত্বৌষধং গিরিং[১৮]।
[১৯]বৃত্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুম্প্রতি ॥ ১৪ ॥

পূতসলিলা মন্দাকিনী ও অচ্ছোদকা নদী ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬—৯ ॥

কৈলাসপর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে শুভাচারসম্পন্ন প্রাণিপরিপূর্ণ ও বিবিধ ঔষধবিশিষ্ট মনঃশিলাময় পিশঙ্গ নামক সুবৃহৎ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ লোহিত নামক এক হেমশৃঙ্গপর্ব্বত অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশে অতি মনোহর অতি বিস্তৃত লোহিত নামক সরোবর, তাহা হইতে লৌহিত্য নামক অতি পবিত্র এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তীরে শোকাদিপরিশূন্য অতি বৃহৎ এক দেববন বিরাজ করিতেছে ॥ ১০—১২ ॥

উক্ত পর্ব্বতে শান্তচিত্ত ধার্ম্মিক গুহ্যকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সংযতেন্দ্রিয় মণিবর নামক যক্ষ অবস্থান করে ॥ ১৩ ॥

কৈলাসের দক্ষিণপার্শ্বে ক্রূরতর প্রাণিসমাকুল ও ঔষধপরিপূর্ণ বৃত্রাসুর-

---

১৫ "নিবসত্যোষধিক্রমঃ" ইতি ঘ।
১৬ "হেমকূটস্তু" ইতি ঘ।
১৭ "মণিচরঃ" ইতি ঘ।
১৮ "ক্রূরসত্ত্বৌষধিক্রমঃ" ইতি ঘ।
১৯ "বৃককায়াৎ কিলোৎপন্নস্ত্রিককুৎপর্ব্বতং প্রতি" ইতি ঘ।

সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্।
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা সরযূর্লোকভাবনী॥ ১৫॥
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং[20] নাম বিশ্রুতম্।
কুবেরানুচরস্তত্র প্রহেতৃ[21] তনয়ো বশী॥ ১৬॥
ব্রহ্মপাতো[22] নিবসতি রাক্ষসোঽনন্তবিক্রমঃ।
অন্তরীক্ষচরৈর্ঘোরৈর্যাতুধানশতৈর্বৃতঃ॥ ১৭॥
অপরেণ তু কৈলাসান্ মুখ্যসত্ত্বৌষধিং গিরিম্।
অরুণং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং রুক্মধাতুময়ং প্রতি॥ ১৮॥
ভবস্য দয়িতঃ শ্রীমান্ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ।
শাতকুম্ভময়ৈঃ শুভ্রৈঃ শিলাজালৈঃ সমাবৃতঃ॥ ১৯॥

শরীরসমুৎপন্ন অঞ্জন নামক পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে বহুবিধ ধাতুমণ্ডিত বৈদ্যুত নামক পর্ব্বত আছে, ইহার পাদদেশে বিবিধ সিদ্ধসেবিত ও সুপবিত্র সলিলপূর্ণ মানস নামক এক সরোবর বিরাজ করিতেছে, তাহা হইতে পূতসলিলা সর্ব্বলোক পবিত্রকারিণী সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১৪—১৫॥

তাহার তীরদেশে বৈভ্রাজ নামক উপবন আছে, তাহাতে ভীষণমূর্ত্তিধর বহুতর আকাশগামী রাক্ষসের সহিত কুবেরানুচর নিয়তেন্দ্রিয় অনন্তবিক্রম প্রহেতৃতনয় ব্রহ্মপাত নামক রাক্ষস অবস্থান করে॥ ১৬—১৭॥

কৈলাসপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে বহুতর প্রাণী ও ঔষধপরিপূর্ণ অরুণ পর্ব্বতের সন্নিধানে স্বর্ণময় নির্ম্মল শিলাসমূহপরিবৃত, মেঘতুল্য দীপ্তিমান্, দেবাদিদেব মহাদেব-প্রিয় অতি মনোহর মুঞ্জবান্ পর্ব্বত অবস্থিত আছে,

২০ "বৈরাজং" ইতি ঘ।
২১ "প্রহেতি" ইতি ঘ। ২২ "ব্রহ্মায়তঃ" ইতি ঘ।

শত-সংখ্যৈস্তাপনীয়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমিবোল্লিখন্।
[২৩]মুঞ্জবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমার্চ্চিতঃ ॥ ২০ ॥
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোহিতঃ।
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং[২৪] নাম তৎসরঃ ॥ ২১ ॥
তস্মাৎ প্রভবতি দিব্যা শৈলোদা[২৫] নাম নিম্নগা।
সা[২৬] চক্ষুঃ সীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ২২ ॥
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বিশ্রুতং সুরভীতি বৈ।
অস্ত্যুত্তরেণ কৈলাসং শিবসত্ত্বৌষধো গিরিঃ ॥ ২৩ ॥
গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥ ২৪ ॥
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ॥ ২৫ ॥

এই পর্ব্বত হিমপ্রধান বলিয়া অতিশয় দুর্গম। ইহা অতিশয় উচ্চ, দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্ণময় শতশৃঙ্গদ্বারা স্বর্গকে স্পর্শ করিতেছে ॥ ১৮—২০ ॥

এই পর্ব্বতে দেবাদিদেব ধূম্রলোহিত মহাদেব অবস্থান করেন। বিবিধ মণিভূষিত, সুবর্ণশৃঙ্গ পর্ব্বতের পাদদেশে শৈলোদ নামক সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২১ ॥

সেই সরোবর হইতে শৈলোদা নাম্নী নদী উৎপন্ন হইয়া লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২২ ॥

ইহার তীরে সুরভি নামে প্রসিদ্ধ অতি মনোহর এক বন আছে। কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী ও ঔষধপরিপূর্ণ হরিতাল, বর্ণ, অতি মনোহর গৌর নামে এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বত মণিময় এবং শৃঙ্গ সকল সুবর্ণময় ॥ ২৩—২৪ ॥

এই গৌরপর্ব্বতের পাদদেশে কাঞ্চনবালুকাবিশিষ্ট, সুবৃহৎ অতি মনো-

---

২৩ "অঞ্জবান্" ইতি ঘ। "মুজবান্" ইতি গ। ২৪ "শিলোদং" ইতি ঘ।
২৫ "শিলোদা" ইতি ঘ। ২৬ "চক্ষুর্যীতয়োঃ" ইতি ঘ।

গঙ্গানিমিত্তং রাজর্ষিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ।
দিবং যাস্যন্তি মে পূর্ব্বে গঙ্গাতোয়পরিপ্লুতাঃ ॥ ২৬ ॥
তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা।
সোমপাদপ্রসূতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥ ২৭ ॥
যূপা[২৭] মণিময়াস্তত্র বেদয়শ্চ[২৮] হিরণ্ময়াঃ।
তত্রেষ্ট্বা তু গতঃ সিদ্ধিং[২৯] শক্রঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ ॥ ২৮ ॥
দিবিচ্ছায়াপথো যস্তু অনু নক্ষত্রমণ্ডলম্।[৩০]
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা ॥ ২৯ ॥
অন্তরীক্ষং দিবঞ্চৈব ভাবয়ন্তী ভুবঙ্গতা।
ভবোত্তমাঙ্গে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া ॥ ৩০ ॥

হর বিন্দুসর নামক এক সুপবিত্র সরোবর আছে। এই স্থানে রাজর্ষি ভগীরথ "আমার পূর্ব্বপুরুষগণ গঙ্গাজলসংসর্গে পবিত্র হইয়া স্বর্গ গমন করিবেন" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া গঙ্গার তপস্যা করিতে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই প্রথমতঃ সেই ত্রিলোকপাবনী চন্দ্রমণ্ডলপ্রসূতা ত্রিপথগামিনী ভাগিরথীদেবী অবতীর্ণ হইয়া সাতভাগে বিভক্ত হন ॥২৫-২৭॥

এখানে বহুতর মণিময় যজ্ঞীয় যূপ এবং হিরণ্ময় অগ্নিরচনস্থান আছে। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত এইস্থানেই যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে নক্ষত্রসমূহের পশ্চাৎভাগে ভাস্বরবর্ণ যে ছায়াপথ দৃষ্ট হয়, তাহাই সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী ॥ ২৯ ॥

তিনিই অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক প্লাবিত করিয়া যখন পৃথিবীতে সমাগত হন, তখন মহাদেবের মস্তকে পতিত হইয়া যোগমায়ায় পরিবদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

২৭ "যূকাট ইতি ঘ।" ২৮ "চিতয়ঃ" ইতি মূ পু।
২৯ "শক্রং ইতি মূ পু।" ৩০ "দিবো যথা নক্ষত্রমণ্ডলম্" ইতি ঘ।

তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধায়াঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ।
কৃতং বিন্দুসরস্তত্র ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥
ততো নিরুদ্ধা দেবী সা ভবেন স্ময়তা কিল।
চিন্তয়ামাস মনসা শঙ্করক্ষেপণং প্রতি।
ভিত্ত্বা বিশামি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥
জ্ঞাত্বা তস্যা অভিপ্রায়ং ক্রূরং দেব্যা চিকীর্ষিতম্।
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্যাবলেপং তং বুদ্ধা নদ্যাঃ ক্রুদ্ধস্তু শঙ্করঃ।
নিরুধ্য তু শিরস্যেনাং বেগেন পতিতাং ভুবি ॥ ৩৪ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু দৃষ্ট্বা রাজানমগ্রতঃ।
ধমনীসন্ততং ক্ষীণং ক্ষুধাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বেগবতী গঙ্গা সংক্ষোভিত হইলে যে সকল জলবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এই কারণে ইহাই বিন্দুসরঃ নামে অভিহিত হয় ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাদেবী গর্ব্বিত মহাদেব কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে বিক্ষিপ্ত (বিচলিত) করিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে "আমি স্বীয় স্রোতঃ দ্বারা শঙ্করকে আলোড়িত করিব ও পৃথিবীভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব"। মহাদেবও দেবীর এইরূপ ক্রূরাভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গে বিলুপ্ত করিবার জন্য সংকল্প করিলেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

অনন্তর মহাদেব অত্যন্ত বেগে ভূপতনোন্মুখী সেই গঙ্গাদেবীকে মস্তকে অবরুদ্ধ করিয়া সম্মুখে সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ক্ষীণ তনু, ক্ষুধা-ব্যাকুল-চিত্ত রাজর্ষি ভগীরথকে দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে "এই রাজা ইতিপূর্ব্বে গঙ্গার জন্য আমার উদ্দেশে অনেক তপস্যা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং আমিও বর প্রদান করিয়াছি" দেবদেব এই ভাবিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥

অনেন তোষিতশ্চাহং নদ্যর্থং পূর্ব্বমেব হি ॥ ৩৬ ॥
বুদ্ধাস্য বরদানন্ত কোপং নিয়তবাংস্ত সঃ।
ব্রহ্মণোহি বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাধারণং প্রতি ॥ ৩৭ ॥
ততো বিসর্জয়ামাস সংরুদ্ধাং স্বেন তেজসা।
নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রেণ তোষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
ততো বিসর্জ্জ্যমানায়াঃ স্রোতস্তৎ সপ্তাঙ্গতম্।
ত্রয়ঃ প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রয় এব তু ॥ ৩৯ ॥
নদ্যাঃ স্রোতস্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাগ্গতা ॥ ৪০ ॥
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
সপ্তমী হি সমানীতা ভগীরথ-মহাত্মনা[৩১] ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
সপ্তৈতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহ্বং বর্ষমেব তু ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর ভগীরথের উগ্র তপস্যায় পরিতুষ্ট মহাদেব অল্পসময়মাত্র গঙ্গাকে ধারণ করিবাই ভগীরথের উপকারার্থ মস্তক হইতে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাদেবী মহাদেবের মস্তক হইতে বহির্গত হইলে তাহার স্রোতঃ সাতভাগে বিভক্ত হইল এবং তিনটী পূর্ব্বদিকে ও তিনটী স্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল ॥ ৩৯ ॥

নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনীনামক তিনটী স্রোতঃ পূর্ব্বদিকে ; সীতা, চক্ষুঃ ও সিন্ধুনামক স্রোতঃত্রয় পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে। ইহার সপ্তমস্রোতঃ যাহা ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ, তাহা রাজর্ষি ভগীরথ কর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে ॥ ৩৮—৪১ ॥

ভাগীরথীদেবী সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া লবণসমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। এই হিমবর্ষ উক্ত সপ্তনদী দ্বারাই প্লাবিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

---

৩১ "সপ্তমীত্বনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথী" ইতি মৎ পু।

প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দু-সরোদ্ভবাঃ।
নানাদেশান্ ভাবয়ন্ত্যো ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ॥ ৪৩॥
সিরিন্ধ্রান্ কুকুরাংশ্চীনান্ বর্ব্বরান্ যবনান্ দ্রুহান্।
রুষাণাংশ্চ কুণিন্দাংশ্চ অঙ্গলোকবরাশ্চ যে॥ ৪৪॥
কৃত্বা দ্বিধা সিন্ধুমেরুং সীতাঽগাৎ পশ্চিমোদধিম্॥ ৪৫॥
অথ চীন মরুংশ্চৈব তঙ্গণান্ সর্ব্বমূলিকান্।
সাধ্রাংস্তুষারান্ লম্পাকান্ পহ্লবান্ দরদান্ শকান্॥ ৪৬
এতান্ জনপদান্ চক্ষুঃ স্রাবয়ন্তী গতোদধিম্।
দরদাংশ্চ সকাশ্মীরান্ গান্ধারান্ বরপান্ হ্রদান্॥ ৪৭॥
শিব-পৌরানিন্দ্রহাসান্ বসাতীংশ্চ বিসর্জ্জয়ান্।
সৈন্ধবান্ রন্ধ্রকরকান্ ভ্রমরাভীর-রোমকান্॥ ৪৮॥
শুনামুখাংশ্চোর্দ্ধমরূন্ সিন্ধুরেতান্-নিষেবতে।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরান্ যক্ষান্ রক্ষো-বিদ্যাধরোরগান॥ ৪৯॥

নানাবিধ ম্লেচ্ছাদিপরিপূর্ণ বহুবিধ দেশপ্লাবিত বিন্দুসরোবর হইতে উৎপন্ন মঙ্গলদায়িনী এই সাতটি নদী বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল দেশে ইন্দ্রদেবও যথাকালে বর্ষণ করেন॥ ৪৩॥

সীতানদী সিরিন্ধ্র, কুকু, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ, রুষ, কুণিন্দ, অঙ্গলোকবর এই সকল দেশে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুমেরুকে দুইভাগে বিদীর্ণ করিয়া পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে॥ ৪৪—৪৫॥

চক্ষুঃ নদী চীন, মরু, তঙ্গণ, সর্ব্বমূলিক, সাধ্র, তুষার, লম্পাক, পহ্লব, দরদ ও শক এই সকল জনপদ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এবং সিন্ধু মহানদ দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার, বরপ, হ্রদ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, বসাতি, বিসর্জ্জয়, সৈন্ধব, রন্ধ্রকরক, ভ্রমর, আভীর, রোমক, শুনামুখ ও উর্দ্ধমরুতে প্রবাহিত। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ,

কলাপগ্রামকাংশ্চৈব পারদান্ সীগণান্ খসান্।
কিরাতাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ কুরূন্ সভরতানপি ॥ ৫০ ॥
পঞ্চাল কাশিমৎস্যাংশ্চ মগধাঙ্গাংস্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ ॥ ৫১ ॥
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্।
ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ৫২ ॥
ততশ্চহ্লাদিনী পুণ্যা প্রাচীমাভিমুখী যযৌ।
প্লাবয়ন্ত্যপভোগাংশ্চ নিষাদানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
ধীবরানৃষকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি।
কেরলানুষ্ট্রকর্ণাংশ্চ কিরাতানপি চৈব হি ॥ ৫৪ ॥
কালোদরান্ বিবর্ণাংশ্চ কুমারান্ স্বর্ণভূষিতান্।
সা মণ্ডলে সমুদ্রস্য তিরোভূতা হনুপূর্ব্বতঃ ॥ ৫৫ ॥
ততস্তু পাবনী চৈব প্রাচীমেব দিশঙ্গতা।
অপথান্ ভাবয়ন্তীহ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোপি চ ॥ ৫৬ ॥

কলাপগ্রাম, পারদ, সীগণ, খস, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পাঞ্চল, কাশি, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই কয়টী আর্য্য জনপদের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্যপর্ব্বতে প্রতিহতগতি হইয়া লবণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৪৬—৫২ ॥

পূর্ব্বোক্ত পূতসলিলা হ্লাদিনী নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নিষাদ, ধীবর, ঋষিক, নীলমুখ, কেরল, উষ্ট্রকর্ণ, কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত কুমারদেশ প্লাবিত করিয়া মণ্ডলাকার পূর্ব্বসমুদ্রে নিপতিত হইয়াছেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥

আর পাবনী নদী প্রথমতঃ পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, খরপথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ, উদ্যান, মস্কারের মধ্যভাগ ও কুথপ্রাবরণ প্লাবিত করিয়া ইন্দ্রদ্বীপের নিকটে লবণসমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

তথা খরপথাংশ্চৈব ইন্দ্রশঙ্কুপথানপি।
মধ্যোনোদ্যানসস্কারান্ কুথপ্রাবরণান্ যযৌ॥ ৫৭॥
ইন্দ্রদ্বীপসমুদ্রে তু প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
ততশ্চ নলিনী চাগাৎ প্রাচীমাশাং জবেন তু॥ ৫৮॥
তোমরান্ ভাবয়ন্তীহ হংসমার্গান্ বহূদকান্।
পূর্ব্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিত্বা সা বহুধা গিরীন্॥ ৫৯॥
কর্ণপ্রাবরণাংশ্চৈব প্রাপ্য চাশ্বমুখানপি।
সিকতাপর্ব্বতমরূন্ গত্বা বিদ্যাধরান্ যযৌ।
নেমিমণ্ডলমধ্যেন প্রবিষ্টা সা মহোদধিম্॥ ৬০॥
তাসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সদা যতো বর্ষতি বাসবঃ॥ ৬১॥
বস্বোকসারাতীরে তু বারিসুরভিবিশ্রুতে।
হরিশৃঙ্গে তু বসতি বিদ্বান্ কৌবেরকো বশী॥ ৬২॥
যজ্ঞোপেতঃ স সুমহানমিতৌজাঃ সুবিক্রমঃ।
তত্রাগস্ত্যৈঃ পরিবৃতো বিদ্বদ্ভির্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ।
কুবেরানুচরা হ্যেতে চত্বারস্তৎসমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৩॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নলিনী নদী অতিবেগে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া তোমর, বহূদক, হংসমার্গ প্রভৃতি পূর্ব্বদেশসমূহ প্লাবিত করিয়া বহুবিধ পর্ব্বত ভেদপূর্ব্বক কর্ণপ্রাবরণ, অশ্বমুখ, বালুকাময় পর্ব্বতমরু ও বিদ্যাধর দেশ প্লাবিত করিয়া নেমিমণ্ডলের মধ্য দিয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে॥ ৫৬—৬০॥

এই সকল নদী হইতে উৎপন্ন নদী ও উপনদী সকল ইন্দ্রকৃত বর্ষণ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৬১॥

বস্বোকসার নদীর তীরে সুগন্ধ ও জলপূর্ণ হরিশৃঙ্গে সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান তৎপর সংযতেন্দ্রিয় অমিতবলশালী কুবেরানুচর সুবিক্রম বাস করেন।

এবমেব তু বিজ্ঞেয়া ঋদ্ধিঃ পর্ব্বতবাসিনাম্।
পরস্পরেণ দ্বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ॥ ৬৪॥
হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সায়ণং[১] নাম তৎসরঃ।
মনস্বিনী[২] প্রভবতি তস্মাদ্‌জ্যোতিষ্মতী চ সা॥ ৬৫॥
অবগাহ্য হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ।
সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষেধ পর্ব্বতোত্তমে॥ ৬৬॥
তস্মাদ্‌দ্বয়ং প্রভবতি গান্ধর্ব্বী নম্বলী[৩] চ যা।
মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি হ্রদশ্চন্দ্রপ্রভো মহান্।
তত্র জাম্বূনদী পুণ্যা যস্যা জাম্বূনদং শুভম্॥ ৬৭॥
পয়োদস্তু সরো নীলে সুশুভ্রং পুণ্ডরীকবৎ।
পুণ্ডরীকা পয়োদা চ তস্মান্নদ্যৌ বিনির্গতে॥ ৬৮॥

এখানে অগস্ত্য, বিদ্বান্ ব্রহ্মগণ রাক্ষসগণের সহিত বাস করে, ইহারাও কুবেরের অনুচর, গুণগরিমায় তাহারই সমান। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতবাসিগণের ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ নীচ পর্ব্বতনিবাসী অপেক্ষায় উচ্চপর্ব্বত-নিবাসিগণের ধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বিগুণ বলিয়া জানিবে॥ ৬২—৬৪॥

হেমকূট পর্ব্বতের পৃষ্ঠে সায়ণ নামে এক সরোবর আছে, তথা হইতে মনস্বিনী ও জ্যোতিষ্মতীনামক নদীদ্বয় উৎপন্ন হইয়া মনস্বিনী পূর্ব্ব ও জ্যোতিষ্মতী পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে। নিষধপর্ব্বতে বিষ্ণুপদ-নামক এক সরোবর আছে, তাহা হইতে গান্ধর্ব্বী ও নম্বলী নামে দুইটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। মেরুর পশ্চিমদিকে চন্দ্রপ্রভ-নামক এক হ্রদ আছে, তাহা হইতে পুণ্যদায়িনী জাম্বূনদী আবির্ভূত হইয়াছে, এই নদীতে উৎকৃষ্ট সুবর্ণ পাওয়া যায়। নীলপর্ব্বতে শ্বেত পুণ্ডরীকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পয়োদ-নামক এক সরোবর আছে। তাহা হইতে পুণ্ডরীকা ও পয়োদা নামে নদীদ্বয় নির্গত হইয়াছে॥ ৬৫—৬৮॥

১ "শয়ানং" ইতি গ। ২ "মনস্বতী" ইতি গ। ৩ "নভুজা" ইতি ঘ।

শ্বেতাৎ প্রভবতি পুণ্যং সরস্তূত্তরমানসম্।
জ্যোৎস্না চ মৃগকান্তা চ তস্মাদ্ দ্বে সম্বভূবতুঃ ॥ ৬৯ ॥
মধুমৎ সরঃ পুণ্যঞ্চ পদ্মমীন-দ্বিজাকুলম্।
কল্পবৃক্ষ-সমাকীর্ণং মনোজ্ঞং সর্ব্বতঃ সুখম্ ॥ ৭০ ॥
রুদ্রকান্তমিতি খ্যাতং নির্ম্মিতং তদ্ভবেন তু।
অন্যে চাপ্যত্র বিখ্যাতাঃ পদ্মমীন-দ্বিজাকুলাঃ ॥ ৭১ ॥
নাম্না রুদ্রা জয়া নাম দ্বাদশোদধিসন্নিভাঃ।
তেভ্যঃ শান্তা চ মাধ্বী চ দ্বে নদ্যৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৭২ ॥
যানি কিংপুরুষাদ্যানি তেষু দেবো ন বর্ষতি।
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র প্রবহন্তি সরিদ্বরাঃ ॥ ৭৩ ॥
ঋষভো দুন্দুভিশ্চৈব ধূম্রশ্চৈব মহাগিরিঃ।
পূর্ব্বায়তা মহাভাগা নিম্নগা লবণাম্ভসি ॥ ৭৪ ॥
চন্দ্রকঙ্কস্তথা প্রাণো মহানগ্নিঃ শিলোচ্চয়ঃ।
উদগ্‌যাতা উদীচ্যান্তা অবগাঢ়া মহোদধিম্ ॥ ৭৫ ॥

শ্বেতপর্ব্বতে পবিত্র জলপূর্ণ উত্তরমানস নামক এক সরোবর আছে, তাহা হইতে জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামে নদীদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

এই শ্বেতপর্ব্বতে রুদ্রকান্ত নামে বিখ্যাত মধুময় পূতসলিলপূর্ণ বহুবিধ পদ্ম ও মৎস্যবিশিষ্ট রুদ্রনির্ম্মিত এক সরোবর এবং পদ্ম ও মীনসংকুল রুদ্র ও জয় নামে বিখ্যাত বহুবিস্তৃত সমুদ্রতুল্য বারটী সরোবর আছে। ঐ সকল সরোবর হইতে শান্তা ও মাধ্বীনামক দুইটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭০—৭২ ॥

কিংপুরুষ প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল বর্ষ আছে, তাহাতে বৃষ্টি হয় না, নদীর জলেই শস্য উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩ ॥

ঋষভ, দুন্দুভি ও ধূম্রপর্ব্বত পূর্ব্বদিকে আয়তন, ইহারা ক্রমে নিম্ন হইয়া লবণ সমুদ্রের নিকট পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

চন্দ্র, কঙ্ক, প্রাণ ও অগ্নিপর্ব্বত পশ্চিমসীমা হইতে উত্তরদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত আগত ॥ ৭৫ ॥

সোমকশ্চ বরাহশ্চ নারদশ্চ মহীধরঃ।
প্রতীচীমায়তাস্তে বৈ প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ৭৬ ॥
চক্রো বলাহকশ্চৈব মৈনাকশ্চৈব পর্ব্বতঃ।
আয়তাস্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণং প্রতি ॥ ৭৭ ॥
চন্দ্রমৈনাকয়োর্মধ্যে বিদিশং দক্ষিণাং প্রতি।
তত্র সংবর্ত্তকো নাম সোঽগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্ ॥ ৭৮ ॥
নাম্না সমুদ্রপঃ শ্রীমানৌর্ব্বঃ স বড়বামুখঃ।
দ্বাদশৈতে প্রবিষ্টা হি পর্ব্বতা লবণোদধিম্ ॥ ৭৯ ॥
মহেন্দ্র-ভয়-বিত্রস্তাঃ পক্ষচ্ছেদ-ভয়াত্তদা।
যদেতদ্দৃশ্যতে চন্দ্রে শ্বেতে কৃষ্ণশশাকৃতিঃ ॥ ৮০ ॥
ভারতস্য তু বর্ষস্য ভেদাস্তে নবকীর্ত্তিতাঃ।
ইহোদিতস্য দৃশ্যন্তে তথাঽন্যেঽন্যত্র নোদিতে ॥ ৮১ ॥

সোমক, বরাহ ও নারদ পর্ব্বত পশ্চিমদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে ॥ ৭৬ ॥

চক্র, বলাহক ও মৈনাকপর্ব্বত দক্ষিণ সমুদ্রতট পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭৭ ॥

চন্দ্র ও মৈনাকপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণকোণে সংবর্ত্তক নামক একটী আগ্নেয় গিরি আছে। সেই সংবর্ত্তক বা বড়বা মুখ নামে পরিচিত অগ্নিদেব সমুদ্রজল পান করেন বলিয়া সমুদ্রপ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ঋষভাদি দ্বাদশ পর্ব্বত ইন্দ্র কর্ত্তৃক পক্ষছেদ-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া লবণসমুদ্রে প্রবেশ করে, পরে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে সমাগত হয়; সেই কারণেই নির্ম্মল শুক্লবর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ শশকাকৃতি একটী চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৮—৮০ ॥

ঋষিগণ! আমি ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ সবিস্তার বর্ণনা করিলাম, কিন্তু ইহার অন্যান্য পুরাণাদিতে অন্য রকম ভেদ দৃষ্ট হয় ॥ ৮১ ॥

উত্তরোত্তরমেতেষাং বর্ষমুদ্দিশ্যতে গুণৈঃ।
আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাভ্যাং ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ॥ ৮২॥
সমন্বিতানি ভূতানি গুণৈ রেতৈস্তু ভাগতঃ।
বসন্তি নানাজাতীনি তেষু বর্ষেষু তানি বৈ।
ইত্যেষাঽধারয়ৎ সর্ব্বং পৃথ্বী বিশ্বং জগৎস্থিতা॥ ৮৩॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দক্ষিণেনাপি বর্ষস্য ভারতস্য নিবোধত।
দশযোজনসাহস্রং[১] সমতীত্য মহার্ণবম্॥ ১॥
ত্রীণ্যেব তু সহস্রাণি যোজনানাং সমায়তম্।
অত[২]স্ত্রিভাগবিস্তীর্ণং নানাপুষ্পফলোদয়ম্॥ ২

এই ভারতবর্ষের অপেক্ষা অপরাপর বর্ষের আরোগ্য, আয়ুঃপ্রমাণ, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ প্রভৃতি যথাক্রমে দ্বিগুণ জানিবে॥ ৮২॥

পূর্ব্বোক্ত ভারতাদি বর্ষসমূহে উক্ত আরোগ্যাদি গুণযুক্ত নানাজাতীয় প্রাণিগণ যথাভাগে অবস্থিত আছে। এই পৃথিবী উক্ত বর্ষসমূহকে ধারণ করিয়া জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন॥ ৮৩॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভুবনবিন্যাস নাম পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

সূত কহিলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকে সমুদ্রের দশযোজন অন্তরে বিদ্যুত্বান্ নামক তিনহাজার যোজন আয়ত ও এক হাজার যোজন বিস্তৃত,

১ "বিংশযোজনসাহস্রং" ইতি খ। ২ "অধঃ" ইতি খ।

বিদ্যুত্বন্তং মহাশৈলং তত্রৈকং কুলপর্ব্বতম্।
যেন কূটতটৈ নৈকৈস্তদ্দ্বীপং সমলঙ্কৃতম্[৩] ॥ ৩ ॥
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যঃ সহস্রশঃ।
বাপ্যস্তস্য তু দ্বীপস্য প্রবৃত্তা বিমলোদকাঃ ॥ ৪ ॥
তস্য শৈলস্য ছিদ্রেষু বিস্তীর্ণেষ্বায়তেষু চ।
অনেকেষু সমৃদ্ধানি নানাকারাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৫ ॥
নরনারী-সমাঢ্যানি মুদিতানি মহান্তি চ।
তেষাং তলপ্রবেশানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৬ ॥
পুরাণি সন্নিবিষ্টানি পর্ব্বতান্তর্গতানি চ।
সুসম্বদ্ধানি[৪] তান্যোন্যমেকদ্বারাণি তান্যথ ॥ ৭ ॥
দীর্ঘশ্মশ্রুধরাত্মানো নীলমেঘসম-প্রভাঃ।
জানুমাত্রাঃ[৫] প্রজাস্তত্র অশীতিপরমায়ুষঃ ॥ ৮ ॥

নানাবিধ পুষ্পফলাদি শোভিত একটী কুলপর্ব্বত আছে এই পর্ব্বতই বিদ্যুত্বান্ দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। তাহার বহুবিধ শৃঙ্গ দ্বারা এই দ্বীপ অলঙ্কৃত হইয়াছে। উক্ত দ্বীপে সুমধুর নির্ম্মল-সলিলা সহস্র সহস্র বাপী ও নদী বিদ্যমান আছে ॥ ১—৪ ॥

উক্ত বিদ্যুত্বান্ পর্ব্বতের সুবিস্তীর্ণ অন্তরালে অসংখ্য নরনারী পূর্ণ, এক দ্বারবিশিষ্ট নানাপ্রকার সমৃদ্ধিশালী শত সহস্র নগর আছে, সমস্ত নগরই পর্ব্বতান্তর্গত ও সুন্দররূপে অবস্থিত ॥ ৫—৭ ॥

তাহাতে দীর্ঘশ্মশ্রুধারী, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, বানরের ন্যায় ফলমূল-ভোজী, গোরুর ন্যায় গম্যাগম্য বিচার ও শুদ্ধাচারহীন কতকগুলি মনুষ্য অবস্থান করে, ইহাদের শরীরের পরিমাণ এক জানুমাত্র এবং আয়ুর পরি-

---

৩ "বিষমী কৃতম্" ঘ।　৪ "অসংবদ্ধানি" ইতি ঘ।
৫ "জাতমাত্রাঃ" ইতি মু পু।

শাখামৃগসধর্ম্মাণঃ ফলমূলাশিনস্তথা।
গোধর্ম্মাণোহ্থধর্ম্মিষ্ঠাঃ[৬] শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯ ॥
তদ্দ্বীপং তাদৃশৈঃ পূর্ণং মনুজৈঃ ক্ষুদ্র[৭] মানুষৈঃ।
এবমেতেহন্তরদ্বীপা ব্যাখ্যাতা অনুপূর্ব্বশঃ[৮] ॥ ১০ ॥
বিংশত্রিংশচ্চ পঞ্চাশৎ ষষ্ট্যশীতিঃ শতং তথা।
সহস্রমপি চাপ্যুক্তং যোজনানাং সমন্ততঃ ॥ ১১ ॥
বিস্তীর্ণাশ্চায়তাশ্চৈব নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ।
বর্হিণদ্বীপপর্ব্বাণি ক্ষুদ্রদ্বীপাঃ সহস্রশঃ ॥ ১২ ॥
জম্বূদ্বীপপ্রদেশাস্তু ষড়হন্যে বিবিধাশ্রয়াঃ।
অত্র[৯] দ্বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারত্নাকরাঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৩ ॥
অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং[১০] মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ ॥ ১৪ ॥

মাণ ৮০ বৎসর। (এই প্রকারে) ক্ষুদ্রজীবি-মনুষ্য-পরিপূর্ণ অন্তর দ্বীপ সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৮—১০ ॥

আমি যে সকল অন্তরদ্বীপের কথা বলিতেছি, তাহাদের আয়তন ও বিস্তার যথাসম্ভব ২০।৩০।৫০।৬০।৮০।১০০।১০০০ যোজন বলিয়া জানিবে এবং ইহাতে বহুবিধ প্রাণী অবস্থান করে। এই সকল অন্তরদ্বীপ বর্হিণ দ্বীপ পর্ব্বত নামে পরিচিত। এই ভারতবর্ষে এইপ্রকার সহস্র সহস্র দ্বীপ অবস্থিত আছে॥ ১১—১২ ॥

এই জম্বূদ্বীপে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহ দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ, বহুবিধ প্রাণি পরিপূর্ণ, নানারত্নাকর ছয়টী দ্বীপ আছে ॥ ১৩—১৪ ॥

৬ "অনির্দ্দিষ্টা" ইতি মু পু।
৭ "ক্ষত্র" ইতি খ।
৮ "খ্যাতাষড়নুপূর্ব্বশঃ" খ।
৯ "অমু" ইতি খ।
১০ "যম" ইতি মু পু।

অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্বীপং বহুবিস্তরম্॥ ১৫ ॥
হেমবিদ্রুমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্মিতং লবণাম্ভসা॥ ১৬ ॥
তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝর-কন্দরঃ।[১১]
তত্র সা তু দরী চাস্য নানাসত্ত্ব-সমাশ্রয়া॥ ১৭ ॥
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিম্॥ ১৮ ॥
যব[১২] দ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরান্বিতম্।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতোধাতু-মণ্ডিতঃ॥ ১৯ ॥
সমুদ্রগানাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ অঙ্গদ্বীপের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাতে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণিগণ অবস্থান করে, ইহা অতিশয় বিস্তৃত ও সুবর্ণ, প্রবাল এবং নানাবিধ রত্নের আকর। এই দ্বীপ বহুবিধ নদী, পর্ব্বত ও বনদ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে চক্র নামক এক পর্ব্বত আছে, তাহার গুহাসমূহ অতিবিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণীপুঞ্জে পরিপূর্ণ॥ ১৫—১৭॥

এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, এই পর্ব্বতের উপরে অনেক প্রদেশ আছে। পর্ব্বতের প্রান্তভাগদ্বয় সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে॥ ১৮॥

যবদ্বীপ বহুবিধ রত্নের আকর, এই দ্বীপে নানা ধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ নামক একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত অনেক নদী ও রত্নের আকর॥ ১৯—২০॥

১১ "চিত্রভানুনদী দুর্গা নানা দুর্গসমাশ্রয়ঃ।
সমুদুর্গামদেশস্য নৈকভাগো মহাগিরিঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ ঘ।

১২ "যম" ইতি মু পু।

তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ ॥ ২১ ॥
আকরং চন্দনাঞ্চ সমুদ্রানাং[১৩] তথাকরম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদী-পর্ব্বত-মণ্ডিতম্ ॥ ২২ ॥
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ ॥ ২৩ ॥
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ[১৪] সদাক্ষিতৌ।
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুর-নমস্কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাপরস্য হি।
নিকুঞ্জৈস্তৃণঃসোমাঙ্গৈরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ২৫ ॥
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে।
তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু ॥ ২৬ ॥
তথা ত্রিকূট-নিলয়ে নানাধাতু-বিভূষিতে।
অনেক-যোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে ॥ ২৭ ॥

মলয়দ্বীপে বহুবিধ চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও রত্নের আকর এবং বহুবিধ ম্লেচ্ছ-নিবাস, নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ বন উপবনদ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে অতি মনোহর হইয়াছে ॥ ২১—২২ ॥

এই জম্বূদ্বীপে রজতাকর একটী মলয়পর্ব্বত আছে, ইহা মহামলয়নামেও বিখ্যাত এবং মন্দর নামে অপর একটী পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে দেবাসুর-পূজিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৩—২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মলয়পর্ব্বতের স্বর্ণময়পাদে মনোহর তৃণাদি-নির্ম্মিত অতিশয় পবিত্র এক আশ্রম আছে; সেই স্থান সর্ব্বদা বহুবিধ পুষ্প ও ফলদ্বারা অলঙ্কৃত থাকে। সেখানে প্রতিপর্ব্বেই স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৬ ॥

ত্রিকূট পর্ব্বতের নানাধাতু-বিভূষিত অত্যুচ্চ নানাবিধ সানু ও গুহা-

১৩ "কামুত্রাণাং" ইতি ঘ।
১৪ "দ্বিতীয়ো দর্দ্দুরোনাম প্রথিতশ্চ" ইতি ঘ।

তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকার-তোরণা।
নির্য্যূহ-বলভী চিত্রা হর্ম্ম্য-প্রাসাদমালিনী ॥ ২৮ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী ॥ ২৯ ॥
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদেব বিদ্বিষাম্।
মানুষাণামসম্বাধা হ্যগম্যা সা মহাপুরী ॥ ৩০ ॥
তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদ-নদীপতেঃ।
গোকর্ণনামধেয়স্য শঙ্করস্যালয়ো মহান্ ॥ ৩১ ॥
তত্রৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপসমাশ্রিতম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ম্ ॥ ৩২ ॥
তত্র শঙ্খগিরির্নাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ।
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ ॥ ৩৩ ॥
শঙ্খনাগা[১৫] মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী।
যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজঃ কৃতালয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শোভিত মনোহর শৃঙ্গে স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণাবৃত প্রাসাদ-মালায় পরিশোভিত লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা শতযোজন বিস্তৃত ও ত্রিশযোজন দীর্ঘ. এখানে সুরদ্বেষী কামরূপী মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থান করে, এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও মানব কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয় না ॥ ২৭-৩০ ॥

এই দ্বীপের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খদ্বীপ, সেখানে গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয় ও শতযোজন বিস্তৃত একটী রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ মেচ্ছ জাতি অবস্থান করে, এখানে বহুবিধ রত্নের আকর শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্ব্বত আছে। ইহাতে সৎকর্ম্মশালী প্রাণীগণ বাস করেন, এই পর্ব্বত হইতে শঙ্খনাগা নাম্নী পূতসলিলা নদী

১৫ "শঙ্খা নাম" ইতি খ

তথৈব চ[১৬] কুশদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্।
নানাগ্রাম-সমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্ ॥ ৩৫ ॥
কামদা নাম বিখ্যাতা[১৭] দুষ্টচিত্তনিবর্হণী।
মহাদেবস্য ভগিনী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে[১৮] ॥ ৩৬ ॥
তথা বরাহদ্বীপে চ নানাম্লেচ্ছগণাকুলে।
নানাজাতি-সমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠান-পত্তনে ॥ ৩৭ ॥
ধনধান্যযুতে স্ফীতে ধর্ম্মিষ্ঠজন-সংকুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ ॥ ৩৮ ॥
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেক কন্দর-দরী গুহা-নির্ঝর-শোভিতঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাৎ সুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থ-তরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তাস্য মহানদী ॥ ৪০ ॥

প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতেই শঙ্খমুখ নামক নাগরাজের আলয় আছে॥ ৩১—৩৪ ॥

এইরূপ নানাবিধ কাননাদি-পরিশোভিত বহুগ্রাম-সমাকীর্ণ নানা রত্নাকর ও নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মশীল লোকপরিপূর্ণ কুশদ্বীপ ভারতপ্রান্তে অবস্থিত আছে। এখানকার মনুষ্যগণ দুষ্টচিত্তবিনাশিনী মহাদেব-ভগিনী কামদা দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে॥ ৩৫—৩৬ ॥

বরাহদ্বীপ অধিক সংখ্যক ম্লেচ্ছগণের আবাস স্থান, এখানে অপরাপর জাতিও আছে; ইহা বহুবিধ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বহুবিধ নদী, পুষ্প-ফলশোভিত বন ও বরাহনামক শিলাময় অতি রমণীয় এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে সুমধুর-নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গময়ী বারাহী নদী উৎপন্ন

১৬ "তথৈব কুমুদদ্বীপং" ইতি মু পু।

১৭ "কুমুদা নাম মহাভাগা" ইতি মু পু।

১৮ "মহাভাগা ভগবতী প্রজাভিস্তাভিরিজ্যতে" খ।

বারাহরূপিণে তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অনন্যদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৪১ ॥
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ ॥ ৪২ ॥
এবমেকমিদং বর্ষং বহুদ্বীপমিহোচ্যতে।
সমুদ্রজলসম্ভিন্নং খণ্ডং খণ্ডীকৃতং স্মৃতম্ ॥ ৪৩ ॥
এবঞ্চতুর্ম্মহাদ্বীপঃ সান্তরদ্বীপমণ্ডিতঃ।
সানুদ্বীপঃ সমাখ্যাতো জম্বূদ্বীপস্য বিস্তরঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ড-মহাপুরাণে অনুদ্বীপবর্ণনে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫১ ॥

হইয়াছে, এখানকার মনুষ্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সর্ব্বলোকপ্রসবকারী অনন্ত বিষ্ণুকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া থাকে, অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজনা করে না ॥ ৩৭—৪১ ॥

ঋষিগণ! আমি সকল অনুদ্বীপের কথা, পূর্ব্বর্ষিগণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিলাম। এই ভারতবর্ষের দক্ষিণে অনেক দ্বীপ আছে, ভারতবর্ষ বহুবিধ দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। ভারতীয় উক্ত দ্বীপ সকল সমুদ্র দ্বারা পরস্পর বিভক্ত ভাবে অবস্থিত। হে সাধু-শ্রেষ্ঠগণ! যেমন জম্বূদ্বীপের মধ্যে বহুবিধ অনুদ্বীপ আছে, সেইপ্রকার অন্যান্য মহাদ্বীপেরও আবার বহুবিধ অনুদ্বীপ (অন্তরদ্বীপ) আছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহাদ্বীপ-চতুষ্টয় বহুবিধ অনুদ্বীপ-ভূষিত হইয়া মেরুর চারিদিকে অবস্থিত আছে ॥ ৪২—৪৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুদ্বীপবর্ণন নামক একান্ন অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্লক্ষদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি যথাবদিহ সংগ্রহাৎ।
শৃণুতেমং যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ।
বিস্তারাত্ত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ॥ ২॥
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদকঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে প্রজা॥ ৩॥
কুত এব হি দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষণাঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি বক্ষ্যতে॥ ৪॥
প্লক্ষদ্বীপাদিষু তেষু সপ্ত সপ্তসু সপ্তসু।
ঋজ্বায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টাঃ পর্ব্বতাঃ সদা॥ ৫

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! আমি এখন প্লক্ষদ্বীপের কথা যথাসংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ১॥

এই দ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং আয়তন বিস্তারের তিন গুণ জানিবে॥ ২॥

লবণসমুদ্র এই দ্বীপদ্বারা পরিবৃত অর্থাৎ লবণসমুদ্রের চতুর্দ্দিকে এই দ্বীপ বিরাজ করিতেছে। এই দ্বীপে বহুতর পবিত্র জনপদ আছে, এখানে দুর্ভিক্ষ জরা ও ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, প্রাণিগণ অনেক কাল জীবিত থাকে। এই দ্বীপে মণিভূষিত শুভ্রবর্ণ সাতটী পর্ব্বত এবং অনেক রত্নাকর নদী আছে, তাহাদের নাম পরে বলিতেছি॥ ৩—৪॥

প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের প্রত্যেক দ্বীপেই ঋজু অথচ আয়ত সাতটী পর্ব্বত

প্লক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্তদ্বীপান্মহাচলান্।
গোমেদকোঽত্রপ্রথমঃ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ।
খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ বর্ষং গোমেদকন্তু তৎ॥ ৬॥
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতশ্চন্দ্রঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
অশ্বিভ্যামমৃতস্যার্থে ওষধ্যস্তত্র সংস্থিতাঃ॥ ৭॥
তৃতীয়ো নারদো নাম দুর্গশৈলো মহোচ্ছ্রয়ঃ।
তত্রাচলে সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ॥ ৮॥
চতুর্থস্তত্র বৈ শৈলো দুন্দুভির্নাম নামতঃ।
শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ দুন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ॥ ৯॥
পঞ্চমঃ সোমকো নাম দেবৈর্যত্রামৃতং পুরা।
সম্ভৃতঞ্চ হৃতঞ্চৈব মাতুরর্থে গরুত্মতা॥ ১০॥
ষষ্ঠস্তু সুমনা নাম স এবর্ষভ উচ্যতে।
হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিন্ শৈলে নিষূদিতঃ॥ ১১॥

আছে, তন্মধ্যে প্লক্ষদ্বীপে যে সাতটী বর্ষ পর্ব্বত আছে এক্ষণে তাহাদের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্লক্ষদ্বীপেই মেঘতুল্য প্রভাশালী সকলের প্রধান এক পর্ব্বত আছে, তাহার নাম গোমেদক, তাহার নাম হইতেই এই স্থান গোমেদকবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পর্ব্বত চন্দ্র নামে খ্যাত, এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের নিমিত্ত বহুবিধ ওষধি সংরোপণ করিয়াছেন। তৃতীয় নারদপর্ব্বত, ইহা অতিশয় উচ্চ ও দুর্গম, এই পর্ব্বতে দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বতমুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন॥ ৫—৮॥

চতুর্থ পর্ব্বতের নাম দুন্দুভি, দেবগণ এই পর্ব্বতে শব্দ-মৃত্যু নামক দুন্দুভি তাড়ন করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার দুন্দুভি নাম হয়। পঞ্চম পর্ব্বতের নাম সোমক, এখানে দেবগণের অমৃত ছিল এবং গরুড় মাতৃ-আজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ এই স্থান হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিল। ষষ্ঠ পর্ব্বতের

বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তত্র ভ্রাজিষ্ণুঃ স্ফটিকো মহান্।
যস্মাদ্বিভ্রাজতেঽর্চিভির্বৈভ্রাজস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি নামতস্তু যথাক্রমম্।
গোমেদং প্রথমং বর্ষং নাম্না শান্তভয়ং স্মৃতম্।
চন্দ্রস্য শিখরং[১] নাম নারদস্য সুখোদয়ম্ ॥ ১৩ ॥
আনন্দং দুন্দুভের্বর্ষং সোমকস্য শিবং স্মৃতম্।
ক্ষেমকং ঋষভস্যাপি বৈভ্রাজস্য ধ্রুবং তথা ॥ ১৪ ॥
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু তৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥
তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব বর্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি সপ্তগঙ্গা মহানদী ॥ ১৬ ॥

নাম সুমনা, ইহার অপর নাম ঋষভ, এখানে বরাহমূর্ত্তিধর ভগবান্ নারায়ণ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সপ্তম পর্ব্বতের নাম বৈভ্রাজ, ইহা অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এবং স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল; এই পর্ব্বত স্বীয় কিরণসমূহ দ্বারা নানাদিক্ প্রকাশিত করে বলিয়া, বৈভ্রাজ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৯—১২ ॥

উক্ত পর্ব্বতসমূহ দ্বারা বিভক্ত বর্ষসকলের নাম যথাক্রমে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। গোমেদ-পর্ব্বত দ্বারা শান্তভয় নামক বর্ষ, চন্দ্রপর্ব্বত দ্বারা শিখর, নারদপর্ব্বত দ্বারা সুখোদয়, দুন্দুভি পর্ব্বত দ্বারা আনন্দবর্ষ, সোমক পর্ব্বত-দ্বারা শিববর্ষ, ঋষভপর্ব্বতদ্বারা ক্ষেমকবর্ষ এবং বৈভ্রাজপর্ব্বত দ্বারা ধ্রুববর্ষ বিভক্ত হইয়া প্লক্ষদ্বীপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৩—১৪ ॥

এই সকল বর্ষে চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া বহুবিধ দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধগণ মনোহরবেশে ভূষিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

[১] "শিশিরং" গ।

অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যস্তাভ্যশ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
বহ্বুদকাশ্চৌঘবত্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ১৭ ॥
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে ॥ ১৮ ॥
অনুতপ্তা সমতী চ বিপাকা ত্রিদিবাক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ১৯ ॥
শুভাঃশান্তভয়াশ্চৈব প্রমোদা যে চ রোষকা।
আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ ধ্রুবৈঃ সহ ॥ ২০ ॥
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্রজাস্তেষ্বথ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বেষরোগাঃ সুবলাঃ প্রজাস্ত্বাময়-বর্জ্জিতাঃ ॥ ২১ ॥
ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা চতুর্য্যুগকৃতা ক্বচিৎ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদা তত্র বর্ত্ততে ॥ ২২ ॥
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমেষু চ সর্ব্বশঃ।
দেশস্যানুবিধানেন কালস্বাভাবিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

উক্ত সপ্তম বর্ষে সমুদ্রগামিনী গঙ্গাসদৃশী পুণ্যসলিলা সাতটী মহানদী আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি ॥ ১৬ ॥

উক্ত সপ্তনদী ইন্দ্রকৃতবর্ষণদ্বারা পরিপূর্ণ লাভ করিয়া ক্রমে অতিশয় বেগবতী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে; এই সপ্তনদী হইতে অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রাণীগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া জীবন ধারণ করে, উক্ত নদীসমূহের নাম অনুতপ্তা, সমতী, বিপাকা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা, সুকৃতা, শান্তভয়া, প্রমোদা, রোষকা, আনন্দা, ক্ষেমকা ও ধ্রুবা। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবর্ষে যে সকল প্রজা অবস্থান করে, তাহারা সকলেই বর্ণাচারবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী ॥ ১৮—২০ ॥

এখানকার প্রজাগণ রোগাদি-বিহীন ও অতিশয় বলবান্ ॥ ২১ ॥

উক্ত সপ্তদ্বীপে ভারতবর্ষের ন্যায় চতুর্যুগের আবির্ভাব নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই ত্রেতা বিদ্যমান আছে ॥ ২২ ॥

পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি তেষু জীবন্তি মানবাঃ।
সুরূপাশ্চ সুবেশাশ্চ অরোগা বলিনস্তথা ॥ ২৪ ॥
সুখমায়ুর্বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্ম এব চ।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ং শাকদ্বীপান্তিকেষু চ ॥ ২৫ ॥
প্লক্ষদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতো ধনধান্যবান্।
দিব্য-পুষ্প-ফলোপেতঃ সর্ব্বৌষধী বনস্পতিঃ ॥ ২৬ ॥
আবৃতঃ পশুভিঃ সর্ব্বৈঃ গ্রামারণ্যৈঃ সহস্রশঃ।
জম্বূবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥
প্লক্ষো নাম্না মহাবৃক্ষস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।
স তত্র পূজ্যতে স্থাণুর্মধ্যে জনপদস্য হি ॥ ২৮ ॥
স চাপীক্ষুরসোদেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
প্লক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ প্লক্ষদ্বীপস্য কীর্ত্তিতঃ।
আনুপূর্ব্ব্যা সমাসেন শাল্মলন্তন্নিবোধত ॥ ৩০ ॥

প্লক্ষদ্বীপ অবধি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত দ্বীপসমূহে দেশবিধানানুসারে স্বভাবতই ত্রেতাযুগতুল্য কাল সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এখানকার প্রাণিগণ সুরূপ, বলবান্, সুবেশধর ও রোগবিহীন, ইহারা অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া বিবিধ সুখভোগে কালযাপন করে ॥ ২৩—২৫ ॥

উক্ত প্লক্ষদ্বীপ অতিশয় বিস্তৃত, শ্রীমান্, ধনধান্য-পরিপূর্ণ এবং বহুবিধ দিব্য পুষ্প, ফল ও ওষধি বৃক্ষ দ্বারা পরিশোভিত, ইহা বহুবিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু দ্বারা সমাবৃত। এই দ্বীপের মধ্যে জম্বূ বৃক্ষের ন্যায় বিস্তারাদি-বিশিষ্ট পূজ্যতম এক প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, তাহার নামানুসারেই এই দ্বীপ প্লক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৬—২৮ ॥

এই প্লক্ষদ্বীপ স্বীয় প্রমাণের দ্বিগুণ ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ২৯ ॥

ঋষিগণ! এই আমি প্লক্ষদ্বীপের সন্নিবেশাদি কীর্ত্তন করিলাম। সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক শাল্মলদ্বীপের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

ততস্তৃতীয়ং দ্বীপানাং শাল্মলং দ্বীপমুত্তমম্।
শাল্মলেন সমুদ্রস্তু দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ ॥ ৩১ ॥
প্লক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমাবৃতঃ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ ॥ ৩২ ॥
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষু বর্ষেষু সপ্তসু ॥ ৩৩ ॥
প্রথমঃ সূর্য্য-সঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পর্ব্বতঃ।
সর্ব্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজাল-সমুদ্গতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য উন্নতো নাম বিশ্রুতঃ।
হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩৫ ॥
তৃতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য বলাহক ইতি শ্রুতঃ।
জাত্যঞ্জনময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥
চতুর্থঃ পর্ব্বতো দ্রোণো যত্রৌষধ্যো মহাবলাঃ।
বিশল্য-করণী চৈব মৃত-সঞ্জীবনী তথা ॥ ৩৭ ॥

তৃতীয় শাল্মলদ্বীপ, এই দ্বীপ সকল দ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিস্তারে প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ, এই দ্বীপদ্বারা ইক্ষুসমুদ্র পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপেও রত্নপ্রসূ সাতটী বর্ষ পর্ব্বত এবং সাতটী রত্নপ্রসূতি নদী আছে ॥ ৩১—৩৩ ॥

উক্ত সপ্তপর্ব্বতের মধ্যে প্রথম পর্ব্বতের নাম কুমুদ, ইহা সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ এবং সর্ব্বধাতু ও শিলাময় শৃঙ্গদ্বারা পরিশোভিত ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয় পর্ব্বতের নাম উন্নত, ইহা হরিতালময় উচ্চতর শৃঙ্গদ্বারা গগনমার্গ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত ॥ ৩৫ ॥

তৃতীয় বলাহক, ইহা মালতীলতাবেষ্টিত অঞ্জনময় শৃঙ্গদ্বারা আকাশপথ আবরণ করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

চতুর্থ দ্রোণ, এখানে পরিপুষ্টাকৃতি বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি বহুবিধ ওষধি আছে ॥ ৩৭ ॥

কঙ্কস্তু পঞ্চমস্তত্র পর্ব্বতঃ সুমহোদয়ঃ।
দিব্যপুষ্পফলোপেতো বৃক্ষ-বীরুৎ-সমাবৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু পর্ব্বতস্তত্র মহিষো মেঘসন্নিভঃ॥ ৩৮॥
সপ্তম পর্ব্বতশ্চাপি ককুদ্মান্নাম ভাষ্যতে।
তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং বর্ষতি বাসবঃ॥ ৩৯॥
প্রজাপতি রূপাদায় প্রজাভ্যো ব্যদধৎস্বয়ম্।
ইত্যেতে পর্ব্বতাঃ সপ্ত শাল্মলে মণিভূষিতাঃ॥ ৪০॥
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু শুভানি চ।
কুমুদাৎ প্রথমং শ্বেতম্ উন্নতস্য তু লোহিতম্।
বলাহকস্য জীমূতং দ্রোণস্য হরিতং স্মৃতম্।
কঙ্কস্য বৈদ্যুতং নাম মহিষস্য তু মানসম্॥ ৪১॥
ককুদঃ সুপ্রভং[১] নাম সপ্তৈতানি তু সপ্তধা।
বর্ষাণি পর্ব্বতাংশ্চৈব নদীস্তেষু নিবোধত॥ ৪২॥

পঞ্চম কঙ্ক এবং ষষ্ঠ মহিষ, এই দুটী মনোরম পুষ্প, ফল, বৃক্ষ ও লতাদ্বারা সমাবৃত বলিয়া অতিশয় সুদৃশ্য॥ ৩৮॥

সপ্তম ককুদ্মান্, এখানে দেবরাজ ইন্দ্র বহুবিধ রত্ন বর্ষণ করেন। ব্রহ্মা সেই রত্ন সংগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে প্রদান করেন। শাল্মলদ্বীপে মণিভূষিত এই সাতটী পর্ব্বত আছে॥ ৩৯—৪০॥

এখন কোন্ পর্ব্বতের কোন্ বর্ষ তাহা শ্রবণ করুন। কুমুদপর্ব্বতের শ্বেতবর্ষ, উন্নতপর্ব্বতের লোহিতবর্ষ, বলাহকপর্ব্বতের জীমূত, দ্রোণের হরিত, কঙ্কের বৈদ্যুত, মহিষপর্ব্বতের মানস এবং ককুদের সুপ্রভবর্ষ। এই সাতটী বর্ষে শাল্মলদ্বীপ বিভক্ত। ঋষিগণ! এখন উক্ত বর্ষসমূহে যে যে নদী আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৪১—৪২॥

---

১ "প্রসন্নং" ইতি ঘ।

যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লাবিমোচনী[২]।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং প্রতিবর্ষন্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
তাসাং সমীপগাশ্চান্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অশক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়াস্তু বুভূর্ষতাম্ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ শাল্মলস্যাপি কীর্ত্তিতঃ।
প্লক্ষবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ ॥ ৪৫ ॥
শাল্মলির্বিপুলস্কন্দস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।
শাল্মলিস্তু সমুদ্রেণ সুরোদেন সমন্ততঃ ॥ ৪৬ ॥
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ৪৭ ॥
উত্তরেষু তু ধর্ম্মজ্ঞা দ্বীপেষু শৃণুত প্রজাঃ।
যথাশ্রুতং যথান্যায়ং ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ৪৮ ॥
কুশদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং তং সমাসতঃ।
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

উক্ত সপ্ত বর্ষে সাতটী নদী আছে, তাহাদের নাম—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি ॥ ৪৩ ॥

উক্ত নদীসমূহ হইতে বহু ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ॥ ৪৪ ॥

ঋষিগণ! উক্ত শাল্মলদ্বীপ মধ্যে প্লক্ষবৃক্ষের ন্যায় বিপুল স্কন্ধশাখাদি-বিশিষ্ট সুবৃহত্তর শাল্মলবৃক্ষ আছে, তাহার নামানুসারেই উক্ত দ্বীপ শাল্মল নামে বিখ্যাত, এই শাল্মল দ্বীপ আপনার তুল্য বিস্তৃত সুরাসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ৪৫—৪৭ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! সম্প্রতি অন্যান্য দ্বীপ ও তথাকার প্রজাগণের কথা বিস্তার-ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন্। প্রথমে কুশদ্বীপ, (যাহা চতুর্থ দ্বীপ নামে

---

২ "বিমোহিনী" ইতি ঘ।

সপ্তৈব গিরয়স্তত্র বর্ণ্যমানান্নিবোধত।
কুশদ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো বিদ্রুমোচ্চয়ঃ ॥ ৫০ ॥
দ্বীপস্য প্রথমস্তস্য দ্বিতীয়ো হেমপর্ব্বতঃ।
তৃতীয়ো দ্যুতিমান্নাম জীমূত-সদৃশো গিরিঃ ॥ ৫১ ॥
চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্তু কুশেশয়ঃ।
ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম সপ্তমো মন্দরঃ[৩] স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥
মন্দা ইতি হ্যপাং নাম মন্দরো দারণাদপাম্।[৪]
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো দ্বিগুণং পরিবারিতঃ ॥ ৫৩ ॥
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্।
তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং[৫] চতুর্থং লবণং[৬] স্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥

বিখ্যাত) তাহার কথা বলিতেছি। ইহা শাল্মলদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং সুরোদ (সুরা) সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, অর্থাৎ এই শাল্মলদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা সুরাসমুদ্র পরিবেষ্টিত হইয়াছে॥৪৮—৪৯॥

কুশদ্বীপে যে সাতটি বর্ষপর্ব্বত আছে, তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। উক্ত সপ্তপর্ব্বতের মধ্যে প্রথম বিদ্রুম, ইহা অতিশয় উচ্চ। দ্বিতীয় হেম, তৃতীয় দ্যুতিমান্, ইহা মেঘতুল্য দীপ্তিমান্। চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি এবং সপ্তম মন্দর ॥ ৫০—৫২ ॥

জলের অপর নাম মন্দ, সমুদ্রমন্থনকালে এই পর্ব্বত দ্বারা মন্দ (অর্থাৎ জল) বিদারণ করা হইয়াছিল, এই জন্য এই পর্ব্বত মন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত পর্ব্বতসমূহের উপরিভাগের পরিমাণ অপেক্ষা দ্বিগুণাংশ ভূমধ্যে নিহিত আছে ॥ ৫৩ ॥

এই দ্বীপস্থ বর্ষসমূহের নাম—প্রথম উদ্ভিদবর্ষ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল,

৩ "মণ্ডরঃ" ইতি ঘ।
৪ "মন্দার দ্যুতিমান্নাম মন্দরোদারণালয়ঃ" ইতি গ।
৫ "চৈ বৃথাকারং" ইতি ঘ। ৬ "লগ্নঃ" ইতি ঘ।

পঞ্চমং ধ্রুতিমদ্বর্ষং[৭] ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্।
সপ্তমং কপিলং নাম সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥ ৫৫॥
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ বর্ষেষু জগদীশ্বরাঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু সর্ব্বশঃ॥ ৫৬॥
ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাত্যস্তথৈব চ।
গৌরপ্রায়ো জনঃ সর্ব্বঃ ক্রমাচ্চ ম্রিয়তে তথা॥ ৫৭॥
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব ধূতপাপাঃ[৮] শিবাস্তথা।
পবিত্রা সমতিশ্চৈব দ্যুতির্গর্ভা মহী তথা॥ ৫৮॥
অন্যাস্তাভ্যঃ পরিজ্ঞাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অভিগচ্ছন্তি তা সর্ব্বাঃ যতো বর্ষতি বাসবঃ॥ ৫৯॥
ঘৃতোদেন কুশদ্বীপো বাহ্যতঃ পরিবারিতঃ।
বিজ্ঞেয়ঃ স তু বিস্তারাৎ কুশদ্বীপসমেন তু॥ ৬০॥

তৃতীয় স্বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান্, ষষ্ঠ প্রভাকর এবং সপ্তম কপিল॥ ৫৪—৫৫॥

উক্তবর্ষসমূহের সকলস্থানে বহুবিধ দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিচরণ ও ক্রীড়া করিতে দেখা যায়॥ ৫৬॥

এই সপ্তবর্ষে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির বাস নাই, এখানকার জনসমূহ প্রায়ই গৌরবর্ণ এবং যথাকালে কালগ্রাসে পতিত হয়॥ ৫৭॥

পূর্ব্বোক্ত সপ্তবর্ষে সাতটী নদী আছে—তাহাদের নাম ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সমতি, দ্যুতি, গর্ভা ও মহী; ইহা ভিন্ন আরও বহুবিধ নদী আছে, ইহারা সকলই ইন্দ্রকৃত বর্ষণদ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে॥ ৫৮—৫৯॥

এই কুশদ্বীপ স্বসমান বিস্তারবিশিষ্ট ঘৃতসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত॥ ৬০॥

৭ "বৃতিমদ্বর্ষ" ইতি মু: পু:। ৮ "ধূতপায়ী" ইতি গ।

ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্য বর্ণিতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারং বক্ষ্যাম্যহমতঃ পরম্ ॥ ৬১ ॥
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাৎ দ্বিগুণঃ স তু বৈ স্মৃতঃ।
ঘৃতোদকসমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥ ৬২ ॥
তস্মিন্ দ্বীপে নগশ্রেষ্ঠঃ ক্রৌঞ্চস্তু প্রথমোগিরিঃ।
ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ ॥ ৬৩ ॥
অন্ধকারাৎ পরশ্চাপি দিবাবৃন্নাম পর্ব্বতঃ।
দিবাবৃতঃ[১০] পরশ্চাপি দিবিন্দো গিরিরুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
দিবিন্দাৎ পরতশ্চাপি পুণ্ডরীকো মহাগিরিঃ।
পুণ্ডরীকাৎ পরশ্চাপি প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ[১১] ॥ ৬৫ ॥
এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ।
বহুবৃক্ষ-ফলোপেতা নানাবৃক্ষলতা-বৃতাঃ ॥ ৬৬ ॥
পরস্পরেণ দ্বিগুণা বিষ্কম্ভাদ্বর্ষ-পর্ব্বতাঃ।
বর্ষাণি তত্র বক্ষ্যামি নামতস্তু নিবোধত ॥ ৬৭ ॥

ঋষিগণ! এই কুশদ্বীপের বর্ণনা শেষ হইল, অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৬১ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার কুশদ্বীপের দ্বিগুণ, এই দ্বীপদ্বারা ঘৃতসমুদ্র পরিবেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

ইহাতেও সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ক্রৌঞ্চ, বামনক, অন্ধকারক, দিবাবৃৎ, দ্বিবিন্দ, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভিস্বন ॥ ৬৩—৬৫ ॥

এই পর্ব্বতগুলি রত্নময় এবং বহুবিধ পুষ্প, ফল ও বৃক্ষলতাদ্বারা পরিশোভিত। ইহারা পরস্পর দ্বিগুণ এবং ইহাদের বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ভূগর্ভ-নিহিত ভাগও পরস্পর দ্বিগুণ। ঋষিগণ! এখন উক্ত সপ্তপর্ব্বতের বর্ষসমূহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুণ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

৯ "দেবাবৃন্নাম" ইতি ঘ। ১০ "দেবাবৃত" ঘ। ১১ "দুন্দুভিস্বরঃ" ইতি ঘ।

ক্রৌঞ্চস্থ কুশলো দেশো বামনস্য মনোনুগঃ।
মনোনুগাৎ পরশ্চোষ্ণস্তৃতীয়ো দেশ উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥
উষ্ণাৎ পরঃ প্রাবরকঃ[১২] প্রাবরাদ[১৩]ন্ধকারকঃ।
অন্ধকারকদেশাত্তু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯ ॥
মুনিদেশাৎ পরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ[১৪]।
সিদ্ধচারণ-সঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ ॥ ৭০ ॥
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং স্মৃতাঃ শুভাঃ।
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা ॥ ৭১ ॥
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকাশ্চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা।
তাসাং সমুদ্রগাশ্চান্যা নদ্যো যাস্তু সমীপগাঃ ॥ ৭২ ॥
অনুগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা বিপুলাঃ সুবহূদকাঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৭৩ ॥

ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের কুশল, বামনপর্ব্বতের মনোনুগ, তৎপরে তৃতীয় উষ্ণ, চতুর্থ প্রাবরক, পঞ্চম অন্ধকারক, ষষ্ঠ মুনি এবং সপ্তম দুন্দুভিস্বন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের এই বর্ষসমূহ বহুবিধ সিদ্ধচারণপূর্ণ, এথানকার প্রাণিগণের অধিকাংশই গৌরবর্ণ ॥ ৬৮—৭০ ॥

উক্ত সপ্তবর্ষে মনোহর-সলিলা গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি এবং পুণ্ডরীকা নাম্নী সাতটী নদী আছে, ইহারা সকলেই গঙ্গা নামে বিখ্যাত। এই সকল নদীর নিকটবর্ত্তিনী সমুদ্রগামিনী আরও বহুতর নদী আছে, ইহারা সকলই প্রভূতবারিপূর্ণ হইয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছে। এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ স্বসমবিস্তারবিশিষ্ট দধিমণ্ড সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। ঋষিগণ! প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতির আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিস্তারক্রমে বলিয়াছি, কিন্তু এথানকার প্রজাসমূহের সৃষ্টি ও সংহারের কথা বিস্তারক্রমে বলিতে আমার সামর্থ্য

১২ "পারকর" ইতি খ।
১৩ "পাররাৎ" ইতি ঘ।　　১৪ "স্বরঃ" ইতি গ।

আবৃতঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপসমেন তু।
প্লক্ষদ্বীপাদয়ো হ্যেতে সমাসেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪ ॥
তেষাং নিসর্গো দ্বীপানাং আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বশঃ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৫ ॥
নিসর্গোঽয়ং প্রজানান্তু সংহারো যশ্চ তা সুরৈঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শাকদ্বীপস্য যো বিধিঃ ॥ ৭৬ ॥
শাকদ্বীপস্য কৃৎস্নস্য যথাবদিহ নিশ্চয়াৎ।
শৃণুধ্বং বৈ যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে যথার্থবৎ ॥ ৭৭ ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ।
পরিবার্য্য সমুদ্রং স দধিমণ্ডোদকং স্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
কুতএব তু দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯ ॥
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুক্লাঃ সপ্তৈব মণিভূষিতাঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮০ ॥

নাই। যদি শতবৎসর পর্য্যন্ত প্রজাসৃষ্টির কথা বলা হয়, তথাপি শেষ করা যায় না। অতএব সে বিষয়ে বিরত থাকিয়া শাকদ্বীপের কথা বলিতেছি। আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৭১—৭৭ ॥

এই দ্বীপ বিস্তারে ক্রৌঞ্চদ্বীপের দ্বিগুণ, দধিমণ্ড সমুদ্র ইহা দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া অবস্থিত আছে ॥ ৭৮ ॥

এই দ্বীপস্থ জনপদসমূহ অতিশয় পুণ্যময় বলিয়া এখানকার প্রাণিগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং কখনও দুর্ভিক্ষ ও দুষ্টব্যাধিজনিতভয়ে ভীত হয় না ॥ ৭৯ ॥

এই দ্বীপেও মণিভূষিত শুভ্রবর্ণ সাতটী বর্ষপর্ব্বত এবং রত্নগর্ভা সাতটী নদী আছে তাহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥ ৮০ ॥

দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ সসৌবর্ণ উদয়োনাম পর্ব্বতঃ ॥ ৮১ ॥
তত্র মেঘাস্তু বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্তি চ যান্তি চ।
তস্যাপরেণ সুমহান্ জল-ধারো মহাগিরিঃ ॥ ৮২ ॥
তস্মান্নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলম্।
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে প্রজাস্বিহ ॥ ৮৩ ॥
তস্যাপরে রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহ-কৃতো গিরিঃ ॥ ৮৪ ॥
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
তস্মাৎ শ্যামত্বমাপন্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাইমাঃ কিল ॥ ৮৫ ॥
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তোগিরিঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপরেণাম্বিকেয়ো দুর্গঃ শৈলো হিমাচিতঃ ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে প্রথম পর্ব্বতের নাম উদয়, ইহা মেরুর ন্যায় বহুবিধ দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসযোগ্য, সুবর্ণময় এবং পূর্ব্বদিকে বিস্তারিত ॥ ৮১ ॥

এখানে মেঘ সকল বৃষ্টি করিবার জন্য আবির্ভূত হয়। এই পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে অতি বিস্তৃত জলধার পর্ব্বত। দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্ব্বত হইতে জল গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের উপকার সাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে পুনর্ব্বার তাহা বর্ষণ করেন ॥ ৮২—৮৩ ॥

তৎপশ্চিমে রৈবতক পর্ব্বত, স্বয়ং ব্রহ্মা এই পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পর্ব্বতে নক্ষত্ররূপিণী রেবতী অবস্থিত আছেন ॥ ৮৪ ॥

তৎপশ্চিমে শ্যাম নামক পর্ব্বত, ইহার বর্ণ হইতেই প্রজাগণ শ্যামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

ইহার পশ্চিমে রজতবর্ণ অস্তনামক পর্ব্বত; তৎপরে আম্বিকেয় পর্ব্বত, ইহা অতিশয় হিমময় বলিয়া দুর্গম ॥ ৮৬ ॥

আম্বিকেয়াৎ পরো রম্যঃ সর্ব্বৌষধি-সমন্বিতঃ।
স চৈব কেশরীত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবায়তি ॥ ৮৭ ॥
শৃণুধ্বং নামতস্তানি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৮ ॥
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলদং নাম বিশ্রুতম্[১]।
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমারমিতি[২] স্মৃতম্ ॥ ৮৯ ॥
রৈবতস্য তু কৌমারং শ্যামস্য তু মণীচকম্।
অস্তস্যাপি শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোত্তরং। ৯০ ॥
আম্বিকেয়স্য মৌদাকং[৩] কেসরেষু মহাদ্রুমম্[৪] ॥ ৯১ ॥
দ্বীপস্য পরিমাণঞ্চ হ্রস্বদীর্ঘত্বমেব চ।
শাকদ্বীপেন বিখ্যাতস্তস্য মধ্যে বনস্পতিঃ[৫] ॥ ৯২ ॥

আম্বিকেয় পর্ব্বতের পশ্চিমে কেশরী পর্ব্বত, ইহা বহুবিধ ওষধি-সমন্বিত ও মনোহর, এই পর্ব্বত হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষসমূহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথম উদয়-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষকে উদয়বর্ষ বলে, ইহার অপর নাম জলদ। দ্বিতীয় জলধার-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষের নাম সুকুমার। রৈবত-পর্ব্বত-বিভক্তবর্ষ তৃতীয়, ইহার নাম কৌমার, শ্যাম-পর্ব্বত-বিভক্তবর্ষ চতুর্থ, ইহার নাম মণীচক, অস্ত-পর্ব্বত-বিভক্তবর্ষ পঞ্চম, ইহার নাম মৌদাক, সপ্তম কেশর-পর্ব্বত-বিভক্তবর্ষ, ইহার নাম মহাদ্রুম ॥ ৮৮—৯১ ॥

এই শাকদ্বীপের মধ্যভাগে অতি প্রসিদ্ধ এক শাকবৃক্ষ আছে; এখানকার মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এই বৃক্ষের পূজা করে। এই বৃক্ষের নামানুসারেই উক্ত দ্বীপ

১ "উদয়াৎ প্রথমং বর্ষং মহাম্বর্জনিতং স্মৃতম্" ইতি গ।
২ "দুর্গমারমিতি" ইতি গ। ৩ "মৌদাকিং" ইতি গ।
৪ "মহাক্রতম" ইতি গ।
৫ "দ্বীপস্য পরিমাণেন হ্রস্ব-দীর্ঘেণ বেষ্টিতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপেন বিখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ।" ইতি ঙ।

শাকোনাম মহাবৃক্ষস্তস্য পূজ্যাং প্রযুজ্যতে।
এতেষু দেব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু তৈঃ সহ ॥ ৯৩ ॥
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণসমন্বিতাঃ।
তেষু নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ ॥ ৯৪ ॥
বিদ্ধি নামশ্চ স্নতাঃ সর্ব্বা গঙ্গাস্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ।
প্রথমা সুকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা তথা ॥ ৯৫ ॥
অনুতপ্তা চ নাম্নৈব নদী সম্পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৬ ॥
কুমারী নামতঃ সিদ্ধা দ্বিতীয়া সা পুনঃসতী।
নন্দা চ পার্ব্বতী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৭ ॥
শিবেতিকা চতুর্থী স্যাৎ ত্রিদিবা চ পনঃ স্মৃতা।
ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈব চ পুনঃ ক্রতুঃ ॥ ৯৮ ॥
বেণুকা চ মৃতা চৈব ষষ্ঠী সংপরিকীর্ত্তিতা।
গভস্তী সপ্তমী জ্ঞেয়া প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ ॥ ৯৯ ॥

শাক নামে অভিহিত হইয়াছে, এই দ্বীপে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণকে চারণগণের সহিত ক্রীড়া করিতে ও ভ্রমণ করিতে দেখা যায় ॥ ৯২—৯৩ ॥

এখানকার জনপদ সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে পরিপূর্ণ এবং পুণ্যময়। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবর্ষে যে সাতটী নদী আছে, তাহারা সকলেই সমুদ্রগামিনী ও গঙ্গানামে বিখ্যাত। ইহাদের নাম বলিতেছি। উক্ত নদীসমূহের মধ্যে প্রথমে সুকুমারী, ইহার অপর নাম অনুতপ্তা। দ্বিতীয়া কুমারী, তৃতীয়া নন্দিনী ইহার অপর নাম পার্ব্বতী, চতুর্থী শিবেতিকা ইহার অপর নাম ত্রিদিবা, পঞ্চমী ইক্ষু ইহার অপর নাম ক্রতু, ষষ্ঠী বেণুকা ইহার অপর নাম মৃতা, সপ্তমী গভস্তী। এই সমস্ত নদীই মঙ্গলময়-বারিপরিপূর্ণ। শাকদ্বীপনিবাসী মনুষ্যগণ উক্ত নদীসমূহের জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। উক্ত সপ্তনদীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে,

ভাবয়ন্তি জনং সর্ব্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্।
অনুগচ্ছন্তি তাস্ত্বন্যা নদীর্নদ্যঃ সহস্রশঃ॥ ১০০॥
বহূদকপরিস্রাবা যতো বর্ষতি বাসবঃ।
তাসান্তু নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ॥ ১০১॥
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিদুত্তমাঃ।
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে॥ ১০২॥
শাংশপায়ন বিস্তীর্ণো দ্বীপোঽসৌ চক্রসংস্থিতঃ।
নদীজলৈঃ প্রতিচ্ছন্নঃ পর্ব্বতৈশ্চাভ্র-সন্নিভৈঃ॥ ১০৩॥
সর্ব্বধাতুবিচিত্রৈশ্চ মণিবিদ্রুমভূষিতৈঃ।
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্ফীতৈর্জনপদৈরপি॥ ১০৪॥
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সমস্তাৎ ধনধান্যবান্।
ক্ষীরোদেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ১০৫॥
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।
তস্মিন্ জনপদাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বে চাপ্যলঙ্কৃতাঃ শুভাঃ॥ ১০৬॥

তাহারা বর্ষা-জলে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এখানে শত শত, বড় ক্ষুদ্র নদীসমূহের নাম, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চয় করা অতি দুঃসাধ্য, বস্তুতঃ বর্ষ-নদীর ন্যায় ইহারাও পূত-সলিলা ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। এই দ্বীপস্থ জনপদ-বাসিগণ উক্ত নদীসকলের জলপান করিয়া থাকে॥ ৯৪—১০২॥

হে শাংশপায়ন! এই দ্বীপ অতিশয় বিস্তৃত এবং চক্রের ন্যায় গোলাকার; এই দ্বীপে বহুবিধ জলপূর্ণ নদী, মণিধাতু ও বৃক্ষভূষিত মেঘতুল্য পর্ব্বত, এবং বিবিধাকার নগর সকল বিরাজমান আছে। এই দ্বীপের মনুষ্যগণ ধনধান্য-শালী, ইহা স্বসম-বিস্তীর্ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত-বিভক্ত পবিত্রতম সাতটী বর্ষ আছে। সমস্ত জনপদেই ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দ্বীপস্থ বর্ষসমূহে বর্ণ ও আশ্রমের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ মিশ্রজাতি ও মিশ্রিত আশ্রম নাই। এখানকার প্রজাবর্গ

বর্ণাশ্রমসমাকীর্ণা দেশাস্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ।
ন সঙ্করশ্চ তেষস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ॥ ১০৭॥
ধর্ম্মস্য চাব্যভীচারাদেকান্তসুখিতাঃ প্রজাঃ।
ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষাসূয়াঽধৃতিঃ কুতঃ॥ ১০৮॥
বিপর্য্যয়ো ন তেষস্তি এতৎ স্বাভাবিকং স্মৃতম্।
করোৎপত্তির্ন তেষস্তি ন দণ্ডো ন চ দণ্ডকাঃ॥ ১০৯॥
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥ ১১০॥
এতাবদেব শক্যং বৈ তস্মিন্ দ্বীপে নিবাসিনাম্।
পুষ্করং সপ্তমং দ্বীপং প্রবক্ষ্যামি নিবোধত॥ ১১১॥
পুষ্করেণ তু দ্বীপেন বৃতঃ ক্ষীরোদকো বহিঃ।
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥ ১১২॥
পুষ্করে পর্ব্বতঃ শ্রীমান্ এক এব মহাশিলঃ[৬]।
চিত্রৈর্মণিময়ৈঃ শিলৈঃ[৭] শিখরৈস্তু সমুচ্ছ্রিতৈঃ॥ ১১৩॥

ব্যভিচার-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বদাই ধর্ম্মাচরণ করে, এজন্য ইহারা অতিশয় সুখ-সম্পন্ন। ইহারা কখনও কোন বস্তুর প্রতি লোভ, ঈর্ষা বা অসূয়া প্রকাশ করে না, ইহাদের অধৈর্য্য কিম্বা কাপট্যও নাই। তাহাদের এই সকল গুণ স্বাভাবিক, কখনও তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। পূর্ব্বোক্ত বর্ষসমূহে রাজকর এবং রাজভাব বা প্রজাভাব নাই। কিন্তু এখানকার ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ স্বীয়ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরের প্রতিপালন করেন॥ ১০৩—১১০॥

ঋষিগণ! উক্ত দ্বীপস্থ মনুজগণের অবস্থা এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। এখন পুষ্করদ্বীপের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ১১১॥

এই পুষ্করদ্বীপদ্বারা শাকদ্বীপের সমান বিস্তীর্ণ ক্ষীরসমুদ্র পরিবেষ্টিত রহিয়াছে॥ ১১২॥

এই দ্বীপে বিচিত্র মণিময় অত্যুচ্চশিখর-পরিশোভিত শ্রীমান্ মহাশিল

৬ "চিত্রভানুর্মহাগিরিঃ" ইতি গ।　　　৭ "কূটৈঃ" ইতি গ

দ্বীপস্য তস্য পূর্ব্বার্দ্ধে চিত্রসানুঃ স্থিতোমহান্।
পঞ্চবিংশসহস্রাণি বিস্তীর্ণপরিমণ্ডলঃ॥ ১১৪॥
ঊর্দ্ধঞ্চৈব চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি সমন্ততঃ।
দ্বীপার্দ্ধস্তু পরিক্ষিপ্তঃ পর্ব্বতো মানসোত্তমঃ॥ ১১৫॥
স্থিতো বেলাসমীপে তু নবচন্দ্রইবোদিতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ॥ ১১৬॥
তাবদেব স বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
স এবং দ্বীপপশ্চার্দ্ধে মানসঃ পৃথিবীধরঃ॥ ১১৭॥
এক এব মহাসানুঃ সন্নিবেশাদ্দ্বিধা কৃতঃ।
স্বাদূদকেনোদধিনা সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ॥ ১১৮।
পুষ্করদ্বীপবিস্তারাদ্বিস্তীর্ণোঽসৌ সমন্ততঃ॥ ১১৯॥
তস্মিন্ দ্বীপে স্মৃতৌ দ্বৌ তু পুণ্যৌ জনপদৌ শুভৌ।
অভিতোমানসস্যাথ পর্ব্বতস্যানুমণ্ডলৌ[৮]॥ ১২০॥

নামক একটী মাত্র পর্ব্বত আছে। ইহার পূর্ব্বভাগে অতিশয় মনোহর চিত্রসানুপর্ব্বত, তাহার চতুর্দ্দিকের মণ্ডলাকার পরিধি ২৫ হাজার যোজন। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে সমুদ্রবেলার সন্নিধানে পরিস্তোমস্বরূপ মানসোত্তম পর্ব্বত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উক্ত পর্ব্বতের অপরার্দ্ধ পুষ্করদ্বীপের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থিত, তাহার উচ্চতা ও মণ্ডলাকার পরিধি ৫০ হাজার যোজন। পর্ব্বতপ্রবর "মানস" স্বয়ং এক হইয়াও স্বীয় সন্নিবেশ দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা সুস্বাদু জল-পূর্ণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার বিস্তার পুষ্কর দ্বীপের বিস্তারের সমান॥ ১১৩—১১৯॥

এই দ্বীপে অতি পবিত্র দুইটী জনপদ (বর্ষ) আছে, এই দুই জনপদ, মানসপর্ব্বতের চারিদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত॥ ১২০॥

---

৮ "মণ্ডলঃ" ইতি গ।

মহাবীতন্তু যদ্বর্ষং বাহ্যতো মানসস্য তৎ।
তস্যৈবাভ্যন্তরে যত্তু ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥ ১২১ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
আরোগ্যসুখভূয়িষ্ঠা মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥ ১২২ ॥
সুখমায়ুশ্চ[৯] রূপঞ্চ তস্মিন্ বর্ষদ্বয়ে স্থিতম্।
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং তুল্যাস্তে রূপশীলতঃ ॥ ১২৩ ॥
ন তত্র বঞ্চকো নের্ষা ন স্তেয়া ন ভয়ং তথা।
নিগ্রহো ন চ দণ্ডোঽস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ ॥ ১২৪ ॥
সত্যানৃতং ন তত্রাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ।
বর্ণাশ্রমাণাং বার্ত্তা বা পাশুপাল্যং বণিক্‌ক্রিয়া ॥ ১২৫ ॥
ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা শিল্পমেব[১০] চ।
বর্ষদ্বয়ে সর্ব্বমেতৎ পুষ্করস্থ ন বিদ্যতে ॥ ১২৬ ॥
ন তত্র নদ্যো বর্ষঞ্চ শীতোষ্ণং বা ন বিদ্যতে।
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥ ১২৭ ॥

প্রথম বর্ষের নাম মহাবীত, ইহা মানসপর্ব্বতের বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয় বর্ষের নাম ধাতকীখণ্ড, ইহা মানসের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে ॥ ১২১ ॥

এখানকার প্রজাগণ মানসী সিদ্ধিসম্পন্ন, অরোগী ও বহুল সুখভোগী, তাহাদের পরমায়ুঃ দশহাজার বৎসর। এখানকার প্রজাগণের মধ্যে পরস্পর উচ্চনীচ ভাব নাই, সকলই রূপ ও স্বভাবদ্বারা পরস্পরের সমান ॥ ১২২—১২৩ ॥

এই দ্বীপস্থ বর্ষদ্বয়ে বঞ্চনা, ঈর্ষা, চৌর্য্য, ভয়, নিগ্রহ, দণ্ড, লোভ, পরিগ্রহ, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমোক্ত ব্যবহার, বেদত্রয়, দণ্ড ও নীতি, প্রভৃতি কিছুই নাই। এখানে শীত বা উষ্ণতা নাই, নদীও নাই। এই স্থানে কোনকালেই বর্ষা হয় না বলিয়া

[৯] "সম" ইতি মুপু।		[১০] "শল্য" ইতি মুপু।

উত্তরাণাং কুরূণাঞ্চ তুল্যকালো জনঃ সদা।
সর্ব্বত্র সুমুখ[11] স্তত্র জরাক্লম-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২৮ ॥
ইত্যেষ ধাতকীখণ্ডো মহাবীতে তথৈব চ।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্বিধিঃ কৃৎস্নঃ পুষ্করস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২৯ ॥
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ।
বিস্তরান্মণ্ডলাচ্চৈব পুষ্করস্য সমেন তু ॥ ১৩০ ॥
এবং দ্বীপা সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপস্যানন্তরো যস্তু সমুদ্রস্তু সমন্ততঃ[12] ॥ ১৩১ ॥
এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বৃদ্ধির্জ্ঞেয়া পরস্পরাৎ।
অপাঞ্চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্রা ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৩২ ॥
ঋষয়ো নিবসন্ত্যস্মিন্ প্রজা যস্মাচ্চতুর্বিধাঃ।
তস্মাদ্বর্ষমিতি প্রোক্তং প্রজানাং সুখদন্তু তৎ ॥ ১৩৩ ॥

এখানকার প্রাণিগণ উদ্ভিজ্জ এবং প্রস্রবণের জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে ॥ ১২৪—১২৭ ॥

এখানকার প্রাণিসমূহ উত্তরকুরুবর্ষের জনসমূহের ন্যায় সর্ব্বদা সমানভাবে জরাদিপরিশূন্য হইয়া বহুবিধ সুখোপভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২৮ ॥

এই ধাতকীখণ্ড মহাবীতবর্ষে অবস্থিত আছে। ঋষিগণ! এই আমি পুষ্করদ্বীপের সমুদয় বিষয় যথাক্রমে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে প্রধান বিষয়গুলি পুনঃ স্মরণার্থ বলিতেছি ॥ ১২৯ ॥

এই পুষ্করদ্বীপ আপনার তুল্য বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ১৩০ ॥

এই প্রকার সপ্তদ্বীপই স্বসমবিস্তৃত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত অর্থাৎ দ্বীপের অনন্তরবর্ত্তী সমুদ্রও দ্বীপ তুল্য বিস্তার বিশিষ্ট। এইরূপ দ্বীপ ও সমুদ্র উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বিস্তৃত অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ হইতে প্লক্ষদ্বীপ দ্বিগুণ বিস্তার

১১ "সুমুখঃ" ইতি মু পু।
১২ "দ্বীপস্যান্তরযো যস্তু সমুদ্রস্তৎ সমস্ত বৈ।" ইতি ঘ

ঋষ[১৩] ইত্যেব ঋষয়ঃ বৃষঃ শক্তিপ্রবন্ধনে।
ইতি প্রবন্ধনাৎ সিদ্ধং বর্ষত্বং তেন তেষু তৎ॥ ১৩৪॥
শুক্লপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধৌ সমুদ্রঃ পূর্য্যতে তদা।
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তেঽস্তমিতে[১৪] খগে॥ ১৩৫॥
আপূর্য্যমাণে উদধিঃ স্বত এবাভিপূর্য্যতে।
ততোঽপক্ষীয়মাণেঽপি স্বাত্মনৈবাপক্রম্যতে[১৫]॥ ১৩৬॥
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাৎ[১৬] জলমুদ্রিচ্যতে যথা।
তথা মহোদধিগতং তোয়মুদ্রিচ্যতে ততঃ॥ ১৩৭॥

বিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ-পরিবেষ্টক লবণ সমুদ্র হইতে প্লক্ষবেষ্টক সমুদ্র দ্বিগুণ বিস্তৃত এই ক্রমানুসারে অন্যান্য দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বৈগুণ্য বুঝিতে হইবে। জোয়ারের সময় বারিরাশি (সমুদ্রেক) উথলিয়া উঠে বলিয়া সমুদ্র এই নাম হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ প্রজা এবং ঋষিগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম বর্ষ, পূর্ব্বোক্ত বর্ষসমূহ প্রজাদের অতিশয় সুখপ্রদ॥ ১৩১—১৩৩॥

ঋষধাতুর অর্থ—লইয়া ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, শক্তি প্রবন্ধনে বৃষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন উক্তবর্ষসমূহে শক্তির প্রবন্ধন হয়, বলিয়া তাহাদিগের বর্ষ এই নাম হইয়াছে॥ ১৩৪॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের যত বৃদ্ধি হয়, সমুদ্রও তত পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সমুদ্রও ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়। যেমন পাত্রমধ্যস্থ জল অগ্নিযোগে উথলিয়া উঠে সেইরূপ, সমুদ্রগত জলও চন্দ্রসংযোগে স্বভাবতই উদ্রিক্ত হয় এবং চন্দ্র ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ হইয়া যায়॥ ১৩৫—১৩৭॥

১৩ "ঋষয় ইত্যেষ রসঃ। বৃংহতি প্রবন্ধনে।
রতি প্রবন্ধনাৎ সিদ্ধং বর্ষত্বং তেন বেষু তৎ।" ইতি গ, ঘ।
১৪ "ক্ষীয়তেঽষ্টমীতে" ইতি গ, ঘ।
১৫ "বাবকৃষ্যতে" ইতি গ, ঘ।
১৬ "উখাস্থমগ্নি সংযোগাৎ" ইতি মূপু। উখায়ামগ্নিসংযোগাৎ ইতি গ, ঘ।

অন্যূনা[১৭] হ্যতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তমিতেশ্চেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ১৩৮ ॥
ক্ষয়বৃদ্ধিরেবমুদধেঃ সোম-বৃদ্ধিক্ষয়াৎ পুনঃ।
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলীনাং শতানি তু।
অপাং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণান্ত পর্ব্বসু ॥ ১৩৯ ॥
দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্ব্বতশ্চোদকাবৃতাঃ।
উদকস্যাধানং যস্মাৎ তস্মাতুদধিরুচ্যতে ॥ ১৪০ ॥
অপর্ব্বাণস্ত গিরয়ঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।
প্লক্ষদ্বীপে তু গোমেদং পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে ॥ ১৪১ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে সমুদ্রগত জল অন্যূন এবং অনতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাইয়া থাকে অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রত্যেক তিথিতেই সমুদ্র জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিতিথিতে অল্প পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং হ্রাস হইলে, যখন সেই হ্রাস এবং বৃদ্ধি চরমাবস্থায় উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের ১১৫ অঙ্গুলী অর্থাৎ ৪২ বিতস্তি ৬ অঙ্গুলী পরিমাণ দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতিথিতেই বৃদ্ধির চরমাবস্থা হয় ॥ ১৩৮—১৩৯ ॥

যাহার দুই দিকে জল আছে, তাহাকে দ্বীপ বলে। দ্বীপ সকলের চারিদিকেও জল আছে এবং সমুদ্রসকল উদকের আধার বলিয়া উদধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

যাহার পর্ব্ব নাই, তাহাকে গিরি ও যাহার পর্ব্ব আছে, তাহাকে পর্ব্বত বলে। অতএব প্লক্ষদ্বীপস্থ গোমেদশৈলকে পর্ব্বত নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

১৭ "ন চাতিরিক্তং নাপূ্যনং হ্রসতে বর্দ্ধতে নচ।
উদয়াস্তমনে চেন্দোঃ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
পক্ষো বৃদ্ধিশ্চ জলস্যৈবং সমে চেন্দোঃ ক্ষয়াৎ পুনঃ। ইতি গ, ঘ।

শাল্মলিঃ শাল্মলদ্বীপে পূজ্যতে চ মহাদ্রুমঃ।
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বস্তস্য নাম্না স উচ্যতে॥ ১৪২॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চো মধ্যে জনপদস্য হ।
শাকদ্বীপে দ্রুমঃ শাকস্তস্য নাম্না স উচ্যতে॥ ১৪৩॥
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে তত্রত্যৈঃ স নমস্কৃতঃ।
মহাদেবঃ পুষ্করে তু ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ॥ ১৪৪॥
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা সাধ্যৈঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ।
উপাসতে তত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশন্মহর্ষিভিঃ।
স তত্র পূজ্যতে চৈব দেবৈর্দেবোত্তমোত্তমঃ॥ ১৪৫॥
জম্বূদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং ক্রমশস্ত্বিহ॥ ১৪৬॥
সর্ব্বশো ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ।
আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ সমন্ততঃ॥ ১৪৭॥

ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত শাল্মলদ্বীপে শাল্মলি নামক মহাবৃক্ষ আছে, তথাকার মনুজগণ সর্ব্বদা তাহার পূজা করিয়া থাকে। কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব আছে, তাহার নামানুসারেই দ্বীপ কুশনামে বিখ্যাত॥ ১৪২॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যজনপদে ক্রৌঞ্চ নামক পর্ব্বত আছে। শাকদ্বীপে শাক নামক বৃক্ষ আছে এবং পুষ্কর দ্বীপে বটবৃক্ষ আছে। পুষ্করদ্বীপে ত্রিভুবনকর্ত্তা প্রজাপতি দেবদেব ব্রহ্মা সাধ্যগণের সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। সেখানে ৩৩ সংখ্যক দেবতা ও মহর্ষিগণ সেই দেবাদিদেব দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পূজা এবং উপাসনাদি করিয়া থাকেন॥ ১৪৩—১৪৫॥

জম্বূদ্বীপে বহুবিধ রত্নাদি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত প্লক্ষ প্রভৃতি ছয় দ্বীপের প্রজাগণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ-পরিমিত ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও আয়ুঃ সম্পন্ন অর্থাৎ প্লক্ষদ্বীপের মনুজগণ যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি-সম্পন্ন তৎপরবর্ত্তী দ্বীপে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ব্রহ্মচর্য্য এবং তৎপরে তাহা হইতে দ্বিগুণ ইত্যাদি॥ ১৪৬—১৪৭॥

এতস্মিন্ পুষ্কর-দ্বীপে যদুক্তং বর্ষকদ্বয়ম্ ।
গোপায়তি প্রজাস্তত্র স্বয়ং সজ্জনমণ্ডিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥
ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
সবিষ্ণুঃ সশিবো দেবঃ সপিতা সপিতামহঃ ॥ ১৪৯ ॥
ভোজনঞ্চাপ্রযত্নেন তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ।
ষড়্‌রসং সুমহাবীর্য্যং ভুঞ্জতে চ প্রজাঃ সদা ॥ ১৫০ ॥
পরেণ পুষ্করস্যাথ আবৃত্য যঃ স্থিতো মহান্ ।
স্বাদূদকঃ সমুদ্রস্তু সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫১ ॥
পরেণ তস্য মহতী দৃশ্যতেলোক-সংস্থিতিঃ ।
কাঞ্চনী দ্বিগুণা ভূমিঃ সর্ব্বা চৈকশিলোপমা ॥ ১৫২ ॥
তস্মাৎপরেণ শৈলস্তু মর্য্যাদান্তে তু মণ্ডলম্ ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৩ ॥

এই পুষ্করদ্বীপে যে দুইটী বর্ষের কথা বলিলাম, তথাকার প্রজাসমূহ অতিশয় সৎ, কখনও ইহাদের অসৎপ্রবৃত্তি হয় না, পিতা পিতামহস্বরূপ মঙ্গলময় সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ ত্রিভুবনকর্ত্তা ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মাই দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন ॥ ১৪৮—১৪৯ ॥

সেথানে মহাবলকারক, ষড়্‌রসযুক্ত ভোগ্য দ্রব্য সকল প্রযত্ন ব্যতিরেকে আপনিই উৎপন্ন হয় এবং তথাকার প্রজাগণ সেই দ্রব্যগুলি সর্ব্বদা ভোজন করে ॥ ১৫০ ॥

পুষ্করদ্বীপের পরে বলয়াকার যে জল সমুদ্র পুষ্করদ্বীপ পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে, তাহার পরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অপেক্ষা দ্বিগুণতর বিস্তৃতা, একশিলাসদৃশী, লোকসংস্থান-পরিশূন্যা কাঞ্চনীভূমি আছে; তৎপরে মর্য্যাদার অন্তভাগে প্রকাশ ও অপ্রকাশময় মণ্ডলাকার লোকালোক পর্ব্বত; ইহার উচ্চতা ও বিস্তার দশহাজার যোজন। এই লোকালোক পর্ব্বত ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পারে, ইহার অর্দ্ধভাগে আলোক এবং তৎপরেই নিরালোক

আলোকস্তস্য চার্বাক্তু[১৮] নিরালোকস্ততঃ পরম্।
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫৪ ॥
তাবাংশ্চ বিস্তরস্তস্য পৃথিব্যাং কামত[১৯] শ্চসঃ।
আলোকে লোকশব্দস্তু নিরালোকেঽপ্যলোকিতা[২০] ॥১৫৫॥
লোকার্দ্ধসমিতো লোকস্তদৰ্দ্ধশ্চাপি বাহ্যতঃ[২১]।
লোকবিস্তারমাত্রন্তু আলোকঃ সর্ব্বতো বহিঃ ॥ ১৫৬ ॥
পরিদীপ্তঃ সমন্তাচ্চ উদকেনাবৃতশ্চ সঃ।
নিরালোকাৎ পরশ্চাপি অণ্ডমাবৃত্য তিষ্ঠতি[২২] ॥ ১৫৭ ॥
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহস্তথা ॥ ১৫৮ ॥

(অন্ধকার) এইজন্য ইহা লোকালোক নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহাতে আলোক আছে, তাহা লোক শব্দ বাচ্য এবং যাহাতে আলোক নাই তাহাই অলোক শব্দ বাচ্য ॥ ১৫১—১৫৫ ॥

বলয়াকার লোকালোকের অর্দ্ধভাগে আলোকময়, সেইজন্যই ঐ স্থান লোক (প্রাণী) নিবাসের জন্য কল্পিত এবং তদতিরিক্ত স্থান আলোক-বিহীন বলিয়া লোক নিবাসের অযোগ্য বলিয়া পরিকল্পিত। লোকনিবাস-যোগ্য স্থানকে লোক বলা যায়। ইহা জল-পরিবেষ্টিত বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। নিরালোক স্থানের পরেও আর একটী স্থান আছে, সেই স্থান অণ্ডগোলককে অর্থাৎ যাহার মধ্যে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিরাজমান, তাহাকে আবরণ করিয়া অবস্থিত আছে ॥ ১৫৬—১৫৭ ॥

১৮ "চার্ব্বাহুঃ" ইতি গ। ১৯ "কামগ" ইতি মু পু।
২০ "সলোকতা" ইতি মু পু।
২১ "লোকার্থং সম্মতো লোকা নিরালোকস্তু বাহ্যতঃ" ইতি মু পু।
২২ "অনাবৃত্য পরতরস্তিষ্ঠত্যালোকতস্ততঃ" ইতি মু পু।

জনস্তপস্তথা সত্য এতাবান্ লোকসংগ্রহঃ।
এতাবানেব বিজ্ঞেয়ো লোকান্তশ্চৈব যঃ পরঃ[২৩] ॥ ১৫৯ ॥
কুম্ভস্থায়ী ভবেদ্ যাদৃক্ প্রতীচ্যান্দিশি চন্দ্রমাঃ।
আদিতঃ[২৪] শুক্লপক্ষস্য বপুরণ্ডস্য তদ্বিধঃ ॥ ১৬০ ॥
অণ্ডানামীদৃশানান্তু কোট্যোজ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ কারণস্যাব্যয়াত্মনঃ[২৫] ॥ ১৬১ ॥
কারণৈঃ[২৬] প্রাকৃতৈস্তত্র হ্যাবৃতং প্রতিসপ্তভিঃ।
দশাধিক্যেন চান্যোন্যং ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৬২ ॥
পরস্পরাবৃতাঃ সর্ব্বে উৎপন্নাশ্চ পরস্পরাৎ।
অণ্ডস্যাস্য সমন্তাত্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ[২৭] ॥ ১৬৩ ॥
সমন্তাদ্ যেন তোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
বাহ্যতো[২৮] ঘনতোয়স্য তির্য্যগূর্দ্ধান্তুমণ্ডলম্ ॥ ১৬৪ ॥

লোক সাতটী যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন ও সত্য। এই লোকসমূহের পরেই লোকান্ত (অন্ধকার)-ময় স্থান ॥ ১৫৮—১৫৯ ॥

শুক্লপক্ষের প্রথমে পশ্চিমদিকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে যেরূপ দেখা যায় ও পূর্ব্বোক্ত অণ্ডও ঠিক সেইরূপ ॥ ১৬০ ॥

অব্যয়াত্মক কারণ রূপ বিরাটমূর্ত্তির উর্দ্ধ এবং নিম্ন ও বক্রদেশে ঈদৃশ কোটীসংখ্যক অণ্ড আছে। সেই অণ্ড সপ্তবিধ প্রাকৃত কারণ দ্বারা সমাবৃত। এই প্রাকৃত কারণসমূহ নিজ অপেক্ষা দশগুণ অধিক স্বজাতীয় পরস্পর উৎপত্তিলাভ করিয়া পরস্পর দ্বারা সমাবৃত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে অর্থাৎ ভূত-প্রাকৃত কারণ অপেক্ষা কারণীভূত প্রাকৃত কারণ দশগুণ অধিক তাহা

---

২৩ "তৎপরঃ" মু পু।
২৪ "উদিতঃ" ইতি গ।
২৫ "কারণশ্চাব্যয়াত্মকঃ" ইতি গ।
২৬ "বরুণ প্রাকৃতৈরাদৌ রাবৃতং সপ্তভিশ্চ যৎ।
দশভাগাধিকার্য্যো তু ধারয়ন্তি পরস্পরম্।" ইতি গ।
২৭ "মহোদধিঃ" ইতি গ। ২৮ "তস্য তোয়স্য" ইতি গ।

ধার্য্যমাণং সমন্তাত্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা[২৯]।
অয়োগুড়নিভো বহ্নিঃ সমন্তাৎ মণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ১৬৫ ॥
সমন্তাৎ ঘনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
ঘনবাতস্তু আকাশোধারয়ানস্তু তিষ্ঠতি ॥ ১৬৬ ॥
ভূতাদিশ্চ তথাকাশং ভূতাদিশ্চাপ্যসৌ মহান্।
মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে ॥ ১৬৭ ॥
অনন্তমপরিব্যক্তং দশধা সূক্ষ্মমেব চ।
অনন্তমকৃতাত্মানমনাদিনিধনঞ্চ তৎ ॥ ১৬৮ ॥
অতীত্য পরতো ঘোরমনালম্বমনাময়ম্।
নৈকযোজনসাহস্রং বিপ্রকৃষ্টং তমোবৃতম্[৩০] ॥ ১৬৯ ॥

হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা তাহা দ্বারা আবৃত এবং ধৃত হইয়া স্থিতিলাভ করে। এই অণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘনজলপূর্ণ সমুদ্র (অর্থাৎ অণ্ডঘনোদধি দ্বারা পরিবৃত), ইহাদ্বারা ধৃত হওয়াতেই অণ্ড অধঃ পতিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত অণ্ড অপেক্ষা, এই ঘনোদধি দশগুণ বিস্তৃত, এই ঘনতোয়ের বাহিরে বক্রাকার ও মণ্ডলাকৃতি ঘন তেজ আছে, ইহা লৌহগুড়ের মত, ঘনবায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত ও ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই মণ্ডলাকার বহ্নি ঘনবায়ু দ্বারা ঘন বায়ু আকাশদ্বারা আকাশ অহংকার দ্বারা, অহঙ্কার বুদ্ধিদ্বারা এবং বুদ্ধি প্রকৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। এই প্রকৃতি অনন্তনামে অভিহিত হয়, ইহা অব্যক্ত, অতি সূক্ষ্ম, ও জন্মমৃত্যু বিহীন ॥ ১৬১—১৬৮ ॥

বর্ণিত অণ্ড ও তদাবরণের পরে যে আলম্বন, বিহীন ও বিঘ্নপরিশূন্য স্থান আছে তাহা অনেক সহস্র যোজন বিস্তৃত ও অন্ধকারময়। এই স্থান জম্বু প্রভৃতি দ্বীপসমূহ হইতে অতি সুদূরে অবস্থিত। এই তমোময় স্থান

---

২৯ "তৎস্থিতঃ স্বেন তেজসা" ইতি গ।
৩০ "মনাময়ং" ইতি গ।

তম এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকম্।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৭০ ॥
তমসোঽন্তে চ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরম্।
মর্য্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ ॥ ১৭১ ॥
ত্রিদশানামগম্যন্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ।
মহতোদেবদেবস্য মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৭২ ॥
চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তাস্তু যে লোকাঃ প্রথিতাঃ বুধৈঃ।
তে লোকা ইত্যভিহিতা জগতশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥
রসাতলাস্তত্র সপ্ত সপ্তৈবোর্দ্ধতলাঃ ক্ষিতৌ।
সপ্তস্কন্ধাস্তথাবায়োঃ সব্রহ্মসদনা দ্বিজাঃ ॥ ১৭৪ ॥
আপাতালাদ্দিবং যাবদত্র পঞ্চবিধাগতিঃ।
প্রমাণমেতৎ জগত এব সংসারসাগরঃ ॥ ১৭৫ ॥
অনাদ্যন্তা প্রয়াত্যেবং নৈকজাতি-সমুদ্ভবা।
বিচিত্রা জগতঃ সা বৈ প্রবৃত্তিরনবস্থিতা ॥ ১৭৬ ॥

মর্য্যাদা ও দেশশূন্য, ইহাই নিরালোক স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং দেবগণের ও জ্ঞানের অগোচর, এখানে কোন ব্যবহার নাই ॥ ১৬৯—১৭০ ॥

এই আকাশান্তে [illegible] (সীমা) তে মঙ্গলময় ব্রহ্মদেবের মহত্তর স্বপ্রকাশ স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিব্যস্থান দেবগণেরও অগম্য ; ইহা শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা জানা যায় ॥ ১৭১—১৭২ ॥

যে দৃশ্যমানস্থান চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণদ্বারা আলোকিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই লোকনামে অভিহিত করেন ॥ ১৭৩ ॥

দ্বিজগণ ! এই পৃথিবীতে সাতটী রসাতল স্থান, সাতটী ঊর্দ্ধতল স্থান, ব্রহ্মনিকেতনের সহিত বায়ুর সাত প্রকার স্থান এবং পাতাল অবধি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্থানে পাঁচ প্রকার গতি আছে। এই সংসার-সমুদ্রই জগতের সার অর্থাৎ ইহার অন্ত মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না ॥ ১৭৪—১৭৫ ॥

এই জগতে গতি, প্রবাহরূপে আদি ও অন্ত পরিশূন্য এবং অনেক

যথৈতদ্ভৌতিকং নাম নিসর্গবহুবিস্তরম্।
অতীন্দ্রিয়ং মহাভাগৈঃ সিদ্ধৈরপি ন লক্ষ্যতে ॥ ১৭৭ ॥
পৃথিব্যাপ্যাগ্নি-বায়ূনাং মহতস্তমসস্তথা।
ঈশ্বরস্য তু দেবস্য অনন্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ[৩১] ॥ ১৭৮ ॥
ক্ষয়ো বা পরিমাণং বা অন্তো বাপি ন বিদ্যতে।
অনন্ত এব সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানেষু পঠ্যতে ॥ ১৭৯ ॥
তস্য চোক্তং ময়া পূর্ব্বং তস্মিন্নামানুকীর্ত্তনে ॥
য এষ শিবনাম্না হি [৩২]তদ্বঃ কার্ৎস্নেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮০ ॥
স এষ সর্ব্বত্র গতঃ সর্ব্বস্থানেষু পূজ্যতে।
ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেঽনলে ॥ ১৮১ ॥
অর্ণবেষু[৩৩] চ সর্ব্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ।
তথা তপসি বিজ্ঞেয় এষ এব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮২ ॥

পরিশূন্য এবং অনেক জন্মকৃত সংস্কারবিশিষ্ট বিচিত্র ও অবস্থিত বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ১৭৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বহুবিস্তৃত এই ভৌতিক সর্গ অতীন্দ্রিয়, ইহা মহাভাগ সিদ্ধগণও জানিতে সমর্থ হন না ॥ ১৭৭ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই পৃথিবীতে কেহই অগ্নি, বায়ু, মহত্তত্ত্ব, তমঃ, অনন্ত (প্রকৃতি) ও ঈশ্বরের ক্ষয়, পরিমাণ ও সীমা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক ইহাদের ক্ষয়াদি নাই, ইহারা সর্ব্বদাই অনন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৭৮—১৭৯ ॥

ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগকে নামকীর্ত্তন-সময়ে শিবনামক পুরুষের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। তিনি সর্ব্বগত অনন্তপুরুষ; তিনি ভূমি, রসাতল,

৩১ "মানস্যাস্যদেবস্য তথানন্তস্য সত্তমাঃ।" ইতি গ।

৩২ "পদ্মনাভ ইতি খ্যাতং" ইতি গ। ৩৩ "অন্তরেষু চ" ইতি গ।

অনেকধা বিভক্তাঙ্গো মহাযোগী মহেশ্বরঃ[৩৪]।
সর্ব্বলোকেষু লোকেশ ইজ্যতে বহুধা প্রভুঃ ॥ ১৮৩ ॥
এবং পরস্পরোৎপন্না ধার্য্যতে চ পরস্পরম্।
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাস্তে বিকারিণঃ[৩৫] ॥ ১৮৪ ॥
পৃথ্ব্যাদয়োবিকারাস্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্।
পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮৫ ॥
যস্মাদ্বিষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং তস্মাৎ স্থৈর্য্যমুপাগতাঃ।
প্রাগাসন্ হ্যবিশেষাস্ত বিশেষান্যোন্যবেশনাৎ ॥ ১৮৬ ॥
পৃথিব্যাদ্যাশ্চ বায়ন্তাঃ পরিচ্ছিন্নাস্ত্রয়স্তু তে।
গুণাপচয়সারেণ পরিচ্ছেদোবিশেষতঃ ॥ ১৮৭ ॥
শেষাণাস্তু পরিচ্ছেদঃ সৌক্ষ্ম্যান্নেহ বিভাব্যতে।
ভূতেভ্যঃ পরিতস্তেভ্যো হ্যালোকঃ পরতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮৮ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্র ও স্বর্গ প্রভৃতি সকলস্থানে সর্ব্বদা পূজিত হইতেছেন। অনেক তপস্যায় এই স্বপ্রকাশ পুরুষকে জানিতে পারা যায়। এই মহাযোগী প্রভু মহেশ্বর বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বলোকে পূজিত হইতেছেন ॥ ১৮০—১৮৩ ॥

এইরূপে পরস্পরোৎপন্ন বিকারিসমূহ আধারাধেয় ভাবে অবস্থিত হইয়া স্ব স্ব বিকার ধারণ করে। এই পৃথিবী প্রভৃতি বিকার সকল পরস্পর পরিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর অধিক গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ কারণ অপেক্ষা কার্য্যে অধিক গুণ লক্ষিত হয়।) ইহারা পরস্পরের মধ্যে পরস্পর প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই স্থির ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ এই সংসারের সমুদয় বস্তুই অবিশেষ (অলক্ষিত) ভাবে অবস্থিতি করে অর্থাৎ ইহাতে কোন বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় না। পরে পরস্পর যোগ হইয়া বিশেষরূপে পরিণত হয়।

৩৪ "জনার্দ্দনঃ" ইতি গ। ৩৫ "চাবিকারিণঃ" ইতি গ।

ভূতান্যালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্ব্বশঃ।
পাত্রে মহতি পাত্রাণি যথৈবান্তর্গতানি তু ॥ ১৮৯ ॥
ভবন্ত্যন্যোন্য-হীনানি পরস্পর-সমাশ্রয়াৎ।
তথা হ্যালোক আকাশে ভেদাস্ত্বন্তর্গতা মতাঃ ॥ ১৯০ ॥
কৃৎস্নান্যেতানি চত্বারি অন্যোন্যস্যাধিকানি তু।
যাবদেতানি ভূতানি তাবদুৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ১৯১ ॥
জন্তূনামিহ সংস্কারো ভূতেষন্তর্গতো মতঃ।
প্রত্যাখ্যায় চ ভূতানি কার্য্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ১৯২ ॥
তস্মাৎ পরিমিতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্য্যাত্মকাস্তু তে।
করণাত্মকাস্তথৈব স্যুর্ভেদা যে মহদাদয়ঃ[৩৬] ॥ ১৯৩ ॥

পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটী পদার্থ গুণের অপচয় ও বৃদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যই ইহাকে বিশেষ বলা হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত যে সকল পদার্থ আছে, তাহারা সূক্ষ্ম ; এজন্য তাহাদের পরিচ্ছেদ স্থির করা যায় না। উক্ত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহবেষ্টিত, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম আলোক আছে। ভূতগণও আলোক-পরিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে অবস্থিত আছে। যেমন মহত্তর কোন পাত্রের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি পাত্র অন্যের স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থিত থাকে, সেইরূপ আকাশে আলোক ও পূর্ব্বোক্ত ভূতসমূহ অন্যের স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থান করিতেছে। এইরূপ অবস্থিতিকালে ইহাদের কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। এই ভূতসমূহ পরস্পর অধিক গুণ-বিশিষ্ট। যত স্থান ব্যাপিয়া এই আকাশ ভিন্ন চারিটি ভূত অবস্থিত আছে, ততদূর স্থান পর্য্যন্তই জীবাদির উৎপত্তি স্থান। জন্তুগণের পূর্ব্বজন্মসংস্কার ভূতসমূহে নিহিত থাকে। বর্ণিত ভূতসমূহের অতিরিক্ত উৎপত্তি নামক কোন পদার্থ নাই অর্থাৎ উৎপত্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ভূতসমূহেরই নামান্তর

৩৬ "কারণা যন এবাস্তু ভূতা যে মহদাদয়ঃ" ইতি গ

ইত্যেষ সন্নিবেশো বো ময়া প্রোক্তো বিভাগশঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া যাথাতথ্যেন বৈ ভুবঃ॥ ১৯৪॥
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যাতেন চৈব হি।
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামৈক-দেশিকম্॥ ১৯৫॥
অধিষ্ঠিতং ভগবতা যস্য সর্ব্ব'মিদং জগৎ।
এবং ভূতগণাঃ সপ্ত সন্নিবিষ্টাঃ পরস্পরম্॥ ১৯৬॥
এতাবান্ সন্নিবেশস্তু ময়া শক্যঃ প্রভাষিতুম্।
এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশে তু পার্থিব॥ ১৯৭॥
সপ্তপ্রকৃতয়ো যাস্তু ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
তাস্বহং পরিমাণেন প্রসংখ্যাতুমিহোৎসহে॥ ১৯৮॥
অসংখ্যেয়াঃ প্রকৃতয়স্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ যাঃ।
তারকাসন্নিবেশশ্চ যাবদ্দিব্যন্তু মণ্ডলম্॥ ১৯৯॥

মাত্র। অতএব পরিচ্ছিন্ন (শান্তত্বাদিবিশিষ্ট) বিশেষ-সমূহ কার্য্যস্বরূপ এবং অপরিচ্ছিন্ন মহদাদি পদার্থসমূহ কারণস্বরূপ॥ ১৮৪—১৯৩॥

দ্বিজগণ! এই আমি যথাযথরূপে এই সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রবিশিষ্ট বসুমতীর সন্নিবেশের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিলাম। এই বিস্তার, মণ্ডল ও পরিণাম দ্বারা বিভিন্ন রূপ বিশ্বজগৎ প্রকৃতির একদেশে অবস্থিত, তদীয় পরিণামের একদেশ মাত্র; ইহাতে সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত এবং সপ্তবিধ ভূতবর্গ অবস্থিত আছে। আমি ভূমণ্ডলান্তর্গত সন্নিবেশের কথা এই পর্য্যন্তই বলিতে সমর্থ, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই শুনি নাই। যে সপ্ত প্রকৃতি পরস্পরকে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের বিষয় বলিতে আমার অতিশয় উৎসাহ হইয়াছে, অতএব তাহাদের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন।' এই সপ্ত প্রকৃতি অসংখ্যেয়, ইহারা বক্রভাবে অর্থাৎ পার্শ্বভাগে, ঊর্দ্ধভাগে এবং অধোভাগে অবস্থিত আছে। দিব্যমণ্ডলের যতস্থান ব্যাপিয়া তারকাগণের সন্নিবেশ, সেই পরিমাণ স্থান

১ "পুরু" গ, ঘ।

মর্য্যাদাসন্নিবেশস্তু ভূমেস্তদনুমণ্ডলম্ ॥ ২০০ ॥

মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃ ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সমাসাৎ বৈ দ্বিজোত্তমাঃ
অধঃ প্রমাণমূর্দ্ধঞ্চ বর্ণ্যমাণং নিবোধত ॥ ১ ॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
অনন্তধাতবো হ্যেতে ব্যাপকাস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২
জননী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূত-ধরা ধরা।
নানাজনপদাকীর্ণা নানাধিষ্ঠানপত্তনা।
নানানদনদীশৈলা নৈকজাতি-সমাকুলা ॥ ৩ ॥

ব্যাপিয়া দিব্যমণ্ডল; যে পর্য্যন্ত মর্য্যাদা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পৃথিবীর অনুমণ্ডল ॥ ১৯৪—২০০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে ভুবনবিন্যাস নামক বাহান্ন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অতঃপর আমি অধোভাগ ও ঊর্দ্ধভাগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করি, শ্রবণ করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পাঁচটী বহুবিধ ধাতুময় এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বভূত-প্রসূতি এই ধরণী সমস্ত প্রাণিবর্গের আধারস্বরূপা, ইহা বহুবিধ জনপদ ও গ্রাম দ্বারা পরিশোভিত হইয়া নানাজাতীয় প্রাণিবর্গের নিবাসস্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে; ইহাতে বহুবিধ নদ, নদী ও পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বর্ষিগণ এই বিস্তৃত পৃথিবী এবং নদ, নদী, সমুদ্র, অল্প ক্ষুদ্রাকার পর্ব্বত ও আকাশস্থিত

অনন্তা গীয়তে দেবী পৃথিবী বহুবিস্তরা।
নদীনদসমুদ্রস্থাস্তথা ক্ষুদ্রাশ্রয়াঃ স্থিতাঃ ॥ ৪ ॥
পর্ব্বতাকারসংস্থাশ্চ অন্তর্ভূমি-গতাশ্চ যাঃ।
আপোঽনন্তাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তথাগ্নিঃ সর্ব্বলৌকিকঃ ॥ ৫ ॥
অনন্তঃ পঠ্যতে চৈব ব্যাপকঃ সর্ব্ব-সম্ভবঃ।
তথাকাশমনালম্বং রম্যং নানাশ্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
অনন্তঃ প্রথিতঃ সর্ব্বঃ বায়ুশ্চাকাশসম্ভবঃ ॥ ৭ ॥
আপঃ পৃথিব্যামুদকে পৃথিবী চোপরি স্থিতাঃ।
আকাশঞ্চাপরমধঃ পুনর্ভূমিঃ পুনর্জ্জলম্ [২]।
এবমন্তমনন্তস্য ভৌতিকস্য ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥
পুরা সুরৈরভিহিতং নিশ্চিতন্তু নিবোধত।
ভূমির্জ্জলমথাকাশমিতি জ্ঞেয়া পরম্পরা ॥ ৯ ॥

ও ভূমধ্যনিহিত জল এবং সর্ব্ব সম্ভব-যোগ্য সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, অগ্নি এই কয়টীকে সর্ব্বব্যাপক এবং অনন্ত বলিয়া থাকেন। এইরূপ আলম্বনশূন্য মনোরম অপর ভূতগণের আধার আকাশ ও আকাশসম্ভূত বায়ু এই দুটীও সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত ও নানাবিধ প্রাণিবর্গের আধার বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১—৭ ॥

জলের নিম্নে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর নিম্নে জল, তাহার অধোদেশে আকাশ এবং সেই আকাশের নিম্নে আবার ক্রমে জল, পৃথিবী ও আকাশ অবস্থিত আছে, সুতরাং কেহই এই জল আকাশ প্রভৃতি ভূত-পঞ্চকের চরম সীমা নিশ্চয় করিতে পারেন না; ইহাদের সীমা নাই বলিয়া ইহারা অনন্ত পদবাচ্য ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বকালে দেবগণ বলিয়াছিলেন যে, এই ভূমি, জল ও আকাশ প্রভৃতি

২ "অপাং পৃথিব্যধঃ প্রোক্তা পৃথিব্যাস্তূপরি স্থিতাঃ" ইতি গ, ঘ।

স্থিতিরেষা তু বিজ্ঞেয়া সপ্তমেঽস্মিন্ রসাতলে ॥ ১০ ॥
দশযোজনসাহস্রমেকভৌমং রসাতলম্।
সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেকৈকং বহুবিস্তরম্ ॥ ১১ ॥
প্রথমমতলঞ্চৈব সুতলন্তু ততঃ পরম্।
ততঃ পরতরং বিদ্যাৎ নিতলং বহুবিস্তরম্ ॥ ১২ ॥
ততো গভস্তলং নাম পরতশ্চ মহাতলম্।
শ্রীতলঞ্চ ততঃ প্রাহুঃ পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্ ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণভৌমঞ্চ প্রথমং ভূমিভাগঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্ ॥ ১৪ ॥
পীতভৌমঞ্চতুর্থন্তু পঞ্চমং শর্করাময়ম্।
ষষ্ঠং শিলাময়ঞ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্ ॥ ১৫ ॥
প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
নমুচেরিন্দ্রশক্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ধারাবাহিক ক্রমে অবস্থিত আছে এবং সপ্তম রসাতলে ইহাদের অবস্থিতি-ধারার পর্য্যবসান হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥

রসাতল সাতভাগে অবস্থিত, সেই প্রত্যেক রসাতলই দশহাজার যোজন এবং ইহাতে একমাত্র তল আছে। সাধুগণ অতি বিস্তৃত এই রসাতল সমূহের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥

উক্ত সপ্ত রসাতলের প্রথম অতল, দ্বিতীয় সুতল, তৃতীয় নিতল, ইহা অতিশয় বিস্তৃত, চতুর্থ গভস্তল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ শ্রীতল এবং সপ্তম পাতাল ॥ ১২—১৩ ॥

প্রথম রসাতল কৃষ্ণবর্ণ ভূমিভাগবিশিষ্ট, দ্বিতীয় পাণ্ডুভূমি, তৃতীয় রক্ত ভূমিবিশিষ্ট ॥ ১৪ ॥

চতুর্থ পাতাল গভস্তল নামে অভিহিত, তাহা পীত-ভূমিময়, পঞ্চম শর্করা-ময়, ষষ্ঠ-শিলাময় এবং সপ্তম সুবর্ণময় ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণভূমিবিশিষ্ট প্রথম পাতালে ইন্দ্রশত্রু অসুরেন্দ্র নমুচি, মহানাদ,

পুরঞ্চ শঙ্কুকর্ণস্য কবন্ধস্য চ মন্দিরম্।
নিষ্কুলাদস্য চ পুরং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ॥ ১৭ ॥
রাক্ষসস্য চ ভীমস্য শূলদন্তস্য চালয়ম্।
লোহিতাক্ষকলিঙ্গানাং নগরং শ্বাপদস্য তু ॥ ১৮ ॥
ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কুলিকস্য চ ॥ ১৯ ॥
এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
তলে জ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
দ্বিতীয়েঽপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ।
মহাজম্ভস্য চ তথা নগরং প্রত্যয়স্য তু ॥ ২১ ॥
হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুম্ভস্য চ মন্দিরম্।
শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ ॥ ২২ ॥
রাক্ষসস্য চ নীলস্য মেঘস্য ক্রথনস্য চ।
পুরঞ্চ কুরুপাদস্য মহোষ্ণীষস্য চালয়ম্ ॥ ২৩ ॥
কম্বলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুলাদ, ভীমরাক্ষস, শূলদন্ত রাক্ষস, কলিঙ্গ, (বলি-পুত্র) শ্বাপদ, মহাত্মা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয়নাগ ও কুলিকনাগ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও নাগগণের নিবাস। এইরূপ সহস্র পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৬—২০ ॥

বিপ্রগণ! দ্বিতীয় পাতালে দৈত্যশ্রেষ্ঠ সুরক্ষঃ, মহাজম্ভ, প্রত্যয়, হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ, নীল, মেঘ, ক্রথন, কুরুপাদ ও মহোষ্ণীষ রাক্ষসের এবং কম্বলনাগ, অশ্বতর ও কদ্রুপুত্র তক্ষকের নিবাসস্থান

এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
দ্বিতীয়েঽস্মিন্ তলে বিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্লাদস্য চ পুরং পুরমগ্নিমুখস্য চ ॥ ২৬ ॥
তারকাখ্যস্য চ পুরং পুরন্ত্রিশিরসস্তথা।
শিশুমারস্য চ পুরং হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৭ ॥
চ্যবনস্য চ বিজ্ঞেয়ং রাক্ষসস্য চ মন্দিরম্।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুম্ভিলস্য খরস্য[১] চ ॥ ২৮ ॥
[২]হেমকস্য চ নাগস্য তথা পামরকস্য চ ॥ ২৯ ॥
মণিমন্ত্রস্য চ পুরং[৩] কপিলস্য চ মন্দিরম্।
নন্দস্য চোরগপতের্বিশালস্য চ মন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
তৃতীয়েঽস্মিংস্তলে বিপ্রাঃ পীত-ভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুভৌম দ্বিতীয় পাতালে দানব, রাক্ষস ও নাগগণের এইরূপ বহুতর পুরী আছে ॥ ২১—২৫ ॥

পীত-ভৌম তৃতীয় পাতালে দৈত্যেন্দ্র মহাত্মা প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, অগ্নিমুখ, ত্রিশিরা, তারকাখ্য শিশুমার এবং রাক্ষসরাজ চ্যবন, কুম্ভিল, খর, বিরাধ, উল্কামুখ, নাগশ্রেষ্ঠ হেমক, পামরক, মণিমন্ত্র, কপিল, নন্দ ও বিশালের পুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহা ভিন্ন আরও বহুবিধ নাগ, দানব ও রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র পুরী আছে ॥ ২৬—৩১ ॥

---

(১) "খগস্য" ইতি গ।
(২) "ক্রূরস্য চ বিরাধস্য পুরংস্কন্ধামুখস্য চ।
মহিষস্য চ নাগস্য তথা পাণ্ডরকস্য" ইতি গ।
(৩) "পুরং রম্যং মণিবতঃ" ইতি গ।

চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ।
গজকর্ণস্য চ পুরং নগরং কুঞ্জরস্য চ[৪] ॥ ৩২ ॥
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং সুমালের্বহুবিস্তরম্।
মুঞ্জস্য লোক-নাথস্য বৃক-বক্ত্রস্য চালয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
বহুযোজন-সাহস্রং বহুপক্ষি-সমাকুলম্।
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে ॥ ৩৪ ॥
পঞ্চমে শর্করাভৌগে বহুযোজন-বিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্য-সিংহস্য ধীমতঃ ॥ ৩৫ ॥
পুরঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বস্য রাক্ষসস্য চ ধীমতঃ[৫]।
মহামেঘস্য চ পুরং রক্ষসো দেব-বিদ্বিষঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্ম্মারস্য চ নাগস্য স্বস্তিকস্য জয়স্য[৬] চ।
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৩৭ ॥
পঞ্চমেঽপি তথা জ্ঞেয়ং শর্করানিলয়ৈঃ সদা[৭]।
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেসরের্নগরোত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥

চতুর্থ পাতালে দৈত্যেন্দ্র মহাত্মা কালনেমি, গজকর্ণ, কুঞ্জর, রাক্ষস-প্রবর সুমালি, মুঞ্জ, লোকনাথ ও বৃকবক্ত্রের আলয় এবং বিনতা-তনয় পক্ষি-রাজের বহুপক্ষি-সমাকুল সুবিস্তৃতপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩২—৩৪ ॥

বহুবিস্তৃত শর্করাময় পঞ্চম পাতালে দৈত্যরাজ বুদ্ধিমান্ বিরোচন ও রাক্ষস-প্রবর দেবদ্বেষী বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহামেঘ, নাগশ্রেষ্ঠ কর্ম্মার, স্বস্তিক ও জয়ের পুরী এবং অন্যান্য নাগ, দানব ও রাক্ষসের আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৫—৩৮ ॥

(৪) "সমানং বহুবিস্তরম্" ইতি গ। (৫) "ধরণ্যাখ্যস্য চালয়ম্" ইতি গ।
(৬) "জনস্য চ" ইতি গ।
(৭) "পঞ্চমেঽস্মিংস্তলে জ্ঞেয়ং শর্করাক্ষস্য মন্দিরম্।" ইতি গ।

সুপর্ব্বণঃ সুলোম্নশ্চ নগরং মহিষস্য চ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরমুৎক্রোশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥
তত্রাস্তে সুরসা-পুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাযুতঃ।
মহেন্দ্রস্য সখা শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্ ॥ ৪০ ॥
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
ষষ্ঠে তলেঽস্মিন্ বিখ্যাতে শিলা-ভৌম-রসাতলে ॥ ৪১ ॥
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্ব[৮]পশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নর-নারী-সমাকুলম্ ॥ ৪২ ॥
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণমুদ্ধৃতৈর্দ্দেব-শত্রুভিঃ।
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ ॥ ৪৩ ॥
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
তথৈব নাগ-নগরৈশ্চ ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪ ॥
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
উদীর্ণৈ রাক্ষসাবাসৈরনেকৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৪৫ ॥

ষষ্ঠ পাতালে দৈত্যপতি কেশরি, সুপর্ব্বা, সুলোমা, মহিষ ও রাক্ষসপতি উৎক্রোশের পুরী আছে। এই ষষ্ঠ পাতালেই মহেন্দ্রসখা সুরসানন্দন শত-মস্তক-শোভিত নাগরাজ বাসুকি অবস্থান করেন, এই শিলা-ভৌম ষষ্ঠ রসাতলে নাগদানব রাক্ষসের আরও অন্যান্য অনেক পুরী আছে ॥৩৯—৪১॥

সর্ব্বপাতালের নিম্নস্থ সপ্তম পাতালে মহাত্মা বলিরাজের বহুবিধ নরনারী-পূর্ণ প্রমোদ-যুক্ত পুরী আছে, এই পুরী দেবদ্বেষী বহুবিধ অসুর ও বিজাতীয় বিষধরগণদ্বারা পরিপূর্ণ। এই সপ্তম পাতালেই মুচুকুন্দদৈত্যের এবং অন্যান্য দৈত্য, রাক্ষস ও নাগগণের মনোরম, সমৃদ্ধিযুক্ত, অতি বৃহৎ আলয় সকল প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪২—৪৫ ॥

(৮) "পূর্ব্ব" ইতি গ।

পাতালান্তে চ বিপেন্দ্রা বিস্তীর্ণে বহুযোজনে।
আস্তে রক্তারবিন্দাক্ষো মহাত্মা হ্যজরামরঃ ॥ ৪৬ ॥
ধৌতশঙ্খোদরবপুর্নীলবাসা মহাভুজঃ।
বিশালভোগো দ্যুতিমাংশ্চিত্রমালধরো বলী ॥ ৪৭ ॥
রুক্মশৃঙ্গাবদাতেন দীপ্তাস্তেন বিরাজতা।
প্রভুর্মুখসহস্রেণ শোভতে বৈ স কুণ্ডলী ॥ ৪৮ ॥
স জিহ্বামালয়া দেবো লোলজ্বালানলার্চ্চিষা।
জ্বালামালা-পরিক্ষিপ্তঃ কৈলাসইব লক্ষ্যতে ॥ ৪৯ ॥
স তু নেত্র-সহস্রেণ দ্বিগুণেন বিরাজতা।
বালসূর্য্যাভিতাম্রেণ শোভতে স্নিগ্ধমণ্ডলঃ ॥ ৫০ ॥
তস্য কুন্দেন্দুবর্ণস্য অক্ষমালা বিরাজতে।
তরুণাদিত্যমালেব শ্বেতপর্ব্বত-মূর্দ্ধনি ॥ ৫১ ॥
ফণাকরালো দ্যুতিমান্ লক্ষ্যতে শয়নাসনে।
বিস্তীর্ণ ইব মেদিন্যাং সহস্রশিখরো গিরিঃ ॥ ৫২ ॥

বিপ্রেন্দ্রগণ! এই পাতালের বহুযোজন-বিস্তৃত নিম্নভাগে জরা-মৃত্যু-বিহীন, রক্তপদ্মাক্ষ, ধৌতশঙ্খের ন্যায় উদর ও শরীরবিশিষ্ট, নীলবস্ত্র-পরিহিত, মহাবাহু, মহাভোগী, বিচিত্র মালাধারী, স্বপ্রকাশ, বলবান্ মহাত্মা অনন্ত (শেষ)-দেব সুবর্ণশৃঙ্গের ন্যায় দীপ্তিশীল সহস্র মুখদ্বারা পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই অনন্তদেব চঞ্চল শিখাবিশিষ্ট অগ্নিসদৃশ জিহ্বা-মালাদ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে জ্বালাসমূহ-পরিশোভিত কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় মনোরম বলিয়া অনুভূত হন। এই মনোহর মণ্ডলাকার শেষদেব বালসূর্য্যের সদৃশ তাম্রবর্ণ মুখের দ্বিগুণ দ্বি-সহস্র চক্ষু দ্বারা পরিশোভিত। শ্বেতপর্ব্বতের উপরে প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি যেরূপ শোভাধারণ করিয়া থাকে, অনন্তদেবের শিরস্থিত অক্ষমালাও সেইরূপ শোভিত হইয়া থাকে। সহস্রশিখর পর্ব্বত যেরূপ বিস্তৃতভাবে পৃথিবীতে

মহাভাগৈর্মহাভোগৈর্ম্মহানাগৈর্ম্মহাবলৈঃ।
উপাস্যতে মহাতেজা মহানাগ-পতিঃ স্বয়ং ॥ ৫৩ ॥
স রাজা সর্ব্বনাগানাং শেষো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সা বৈষ্ণবী হ্যতিতনুর্মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতা ॥ ৫৪ ॥
সপ্তৈবমেতে কথিতা ব্যবহার্য্যা রসাতলাঃ।
দেবাসুর-মহানাগ-রাক্ষসাধ্যুষিতাঃ সদা ॥ ৫৫ ॥
অতঃপরমনালোকমগম্যং সিদ্ধ-সাধুভিঃ।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহার-বিবির্জ্জিতম্ ॥ ৫৬ ॥
পৃথিব্যগ্ন্যম্বুবায়ূনাং নভসশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহত্ত্বমেবমৃষিভির্বর্ণ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

অবস্থিত আছে, ঠিক সেই ভাবে ফণাদ্বারা ভীষণ দ্যুতিমান্ অনন্তদেব শয়নাসনে অবস্থিত আছেন ॥ ৪৬—৫২ ॥

মহাবল-পরাক্রান্ত মহাভোগী মহাত্মা মহানাগগণ এই মহাতেজা নাগপতি অনন্তদেবকে সর্ব্বদা উপাসনা করেন। এই মহান-দ্যুতিমান্-অনন্তদেব সমুদয় মহানাগের রাজা। ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোকের মর্য্যাদা সংস্থিতির নিমিত্ত বৈষ্ণব-শরীর ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥

দেব, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষস নিবাস এই সাতটি রসাতল ব্যবহার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ইহার পরে যে সকল স্থান আছে সে সকল আলোকবিহীন, সিদ্ধগণের অগম্য এবং ব্যবহারশূন্য; দেবগণও সে সকল স্থানের অবস্থা জানিতে পারেন না ॥ ৫৬ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঋষিগণ এইরূপে পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে তিপান্ন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়

সূত উবাচ।

অত ঊৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রমন্তৌ যাবদেব তু॥ ১॥
প্রকাশেতে স্ব-ভাভিস্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাস্থিতৌ।
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং দ্বীপানান্ত স বিস্তরঃ॥ ২॥
বিস্তরার্দ্ধং[১] পৃথিব্যাস্তু ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।
পর্য্যাস-পারিমাণ্যঞ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশকৌ।
পর্য্যাস-পারিমাণ্যেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্॥ ৩॥
অবতি ত্রীনিমান্ লোকান্ যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিভ্রমন্।
অবধাতুঃ[২] প্রকাশাখ্যো হ্যবনাৎ স রবিঃ স্মৃতঃ॥ ৪॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৫॥

সূত কহিলেন, অতঃপর আমি সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দৃশ্যমান্ মণ্ডলাকারে অবস্থিত সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় প্রভাদ্বারা সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যস্থানগুলি অপ্রকাশ্য, কখনও তাহাতে সূর্য্য এবং চন্দ্রের উদয়াস্ত হয় না। এই চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্য্যাস (পরিবর্ত্তন) রূপ পরিণাম-বিশিষ্ট বলিয়া এই জগতে প্রকাশিত হইতেছেন॥ ১—৩॥

ঋষিগণ! স্বর্গ ও পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের বিস্তার ঠিক সমান বলিয়া জানিবেন। সূর্য্যদেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই ত্রিলোকের রক্ষা বিধান করেন, এই জন্য তাহার রক্ষার্থ "অব" ধাতু-দ্বারা নিষ্পন্ন রবি নাম হইয়াছে। অতঃপর আমি চন্দ্রসূর্য্যের পরিমাণ বলিতেছি॥ ৪—৫॥

---

(১) "বিস্তারোঽর্দ্ধং" ইতি গ। ২ "অবের্দ্ধাতুঃ"। ইতি গ।

মহিতত্বান্মহীশব্দো হ্যস্মিন্ বর্ষে নিপাত্যতে।
অস্য ভারতবর্ষস্য বিষ্কম্ভস্তু সুবিস্তরম্ ॥ ৬ ॥
মণ্ডলং ভাস্করস্যাথ যোজনানাং নিবোধত।
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্য তু।
বিস্তারাত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহোঽথ মণ্ডলম্ ॥ ৭ ॥
বিষ্কম্ভো মণ্ডলশ্চৈব(৩) ভাস্করাদ্দ্বিগুণঃ শশী ॥ ৮ ॥
অতঃ পৃথিব্যা বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ সহ।
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলস্য যৎ ॥ ৯ ॥
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং পুরাণং পরিমাণতঃ।
তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ ॥ ১০ ॥

সমুদয় বর্ষের মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতি শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যতম, এই জন্য ইহাকে কথনও মহীশব্দ দ্বারা উক্ত করা হইয়া থাকে। এই বর্ষের বিষ্কম্ভ আধারস্থান সুবিস্তৃত ॥ ৬ ॥

এখন সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ কর। বর্ণিত সূর্য্যদেব মণ্ডলাকার, ইহার বিস্তার নয়হাজার যোজন, তাহার মণ্ডলাকার পরিধি বিস্তারের ত্রিগুণ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রসূর্য্যের বিস্তার ও মণ্ডলাকার পরিধি হইতে দ্বিগুণতর বিস্তার এবং পরিধিবিশিষ্ট ॥ ৮ ॥

অতঃপর সপ্তদ্বীপ সমুদ্রবতী পৃথিবীর পরিমাণ ও পরিধি প্রভৃতি বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

এই পর্য্যন্ত পুরাণ বৃত্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণাদি বর্ণিত হইয়াছে। এখন সাম্প্রত (বর্ত্তমান) অভিমানি (পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাতা) দেবগণের সহিত বর্ণনা করিব ॥ ১০ ॥

(৩) "বিষ্কম্ভোমণ্ডলস্যৈচ" ইতি মু পু।

অভিমানিব্যতীতা যে তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা যে বৈ হ্যতীতাস্তে রূপৈর্নামভিরেব চ ॥ ১১ ॥
তস্মাত্তু সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্।
দিবস্তু সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১২ ॥
শতার্দ্ধ-কোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নতঃ স্মৃতা।
তস্যাবধি প্রমাণেন মেরোর্বৈ চাতুরন্তরম্ ॥ ১৩ ॥
পৃথিব্যাবাধ-বিস্তারো যোজনাগ্রাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মেরুমধ্যাৎ প্রতিদিশং কোটিরেকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
তথাশতসহস্রাণি একোন-নবতিঃ পুনঃ।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যাবাধবিস্তরঃ ॥ ১৫ ॥
পৃথিব্যা বিস্তরং কৃৎস্নং যোজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তারঃ সংখ্যাতঃ স চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৬ ॥

অভিমান-বিহীন অতীত দেবগণ বর্ত্তমান অভিমানী দেবগণের সমান হইলেও (অর্থাৎ পারমার্থিক ভেদ না থাকিলেও) কল্পিত নাম ও রূপ বিশিষ্টরূপে তাহারা অতীত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব আমি পৃথিবী ও স্বর্গাভিমানি বর্ত্তমান দেবগণের সহিত পৃথিবী ও স্বর্গের অবস্থা বর্ণনা করিব ॥ ১১—১২ ॥

এই পৃথিবীর সমুদয়ে ৫০ কোটি যোজন বিস্তার। ইহার মেরু চতুষ্পার্শ্বস্থ অবকাশযুক্ত স্থানগুলিও এবম্বিধ প্রমাণবিশিষ্ট। ঋষিগণ যোজনাগ্র হইতে সেই পৃথিবীর আবাধবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর আবাধ-বিস্তার ১১ কোটি ১ লক্ষ ৮৯ যোজন এবং পৃথিবীর আবাধ বিস্তার ৫০ হাজার যোজন ॥ ১৩—১৫ ॥

ঋষিগণ! এখন সমুদয় পৃথিবীর বিস্তার শ্রবণ করুন। এই সপ্তদ্বীপবতী

তথা শত-সহস্রাণামেকোনাশীতিরুচ্যতে।
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাস্ত্বেষ বিস্তরঃ ॥ ১৭ ॥
বিস্তারাৎত্রিগুণশ্চৈব পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্।
গণিতং যোজনাগ্রন্তু কোট্যস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৮ ॥
তথা শতসহস্রন্তু সপ্ত-ত্রিংশাধিকানি তু।
ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥
[১]তারকা সন্নিবেশস্য দিবি যাবদ্ধি মণ্ডলম্।
পর্য্যাসঃ সন্নিবেশস্য ভূমেস্তাবত্তু মণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্।
সপ্তানামপি লোকানামেতন্মানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২১ ॥
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন মণ্ডলানুগতেন চ।
ঊর্দ্ধ্বমুপর্য্যুপরি লোকানাং ছত্রবৎ পরিমণ্ডলম্ ॥ ২২ ॥

পৃথিবী মেরুর প্রত্যেক দিকে ৩ কোটি এক লক্ষ ৭৯ যোজন বিস্তীর্ণা ॥ ১৬—১৭ ॥

এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যন্তের মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত; যোজনাগ্রের পরিমাণ ১১ কোটি এক লক্ষ ৩৭ হাজার যোজন। এইরূপে পূর্ব্বর্ষিগণ পৃথিবীর অন্তের প্রমাণ বলিয়াছেন ॥ ১৮—১৯ ॥

তারকা-সন্নিবেশের যেরূপ মণ্ডলাকার পরিধি, এই ভূসন্নিবেশেরও সেইরূপ মণ্ডলাকার পরিধি জানিবে ॥ ২০ ॥

এইরূপ স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমূহ পৃথিবীর ন্যায় বিস্তার, পরিমাণ ও মণ্ডলাকার পরিধিবিশিষ্ট। এই লোক সমুদয় ছত্রের মত মণ্ডলাকার, ক্রমে উপরিভাগে

(১) "তারকা সন্নিবেশস্তু দিবি মানার্দ্ধমণ্ডলম্।
পর্য্যাস-সন্নিবেশঃ স্যাদ্ভূমের্যাবত্তু মণ্ডলম্।" ইতি গ।

সংস্থিতির্বিহিতা সর্ব্বা যেষু তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
এতদণ্ডকটাহস্থ[২] প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥
অণ্ডস্যাস্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকশ্চ ভুবশ্চৈব তৃতীয়ঃ স্বরিতি স্মৃতঃ[৩] ॥ ২৪ ॥
মহর্লোকো জনশ্চৈব তপঃ সত্যশ্চ সপ্তমঃ।
এতে সপ্ত কৃতা লোকাশ্ছত্রাকারা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥
স্বকৈরাবরণৈঃ সূক্ষ্মৈর্ধার্য্যমাণাঃ পৃথক্ পৃথক্।
দশভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ ॥ ২৬ ॥
ধার্য্যমাণা বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥
অস্যাণ্ডস্য সমন্তাচ্চ সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
পৃথিবীমণ্ডলং কৃৎস্নং ঘনতোয়েন ধার্য্যতে ॥ ২৮ ॥
ঘনোদধিপরেণাথ ধার্য্যতে ঘনতেজসা।
বাহ্যতো ঘনতেজস্তু তির্য্যগূর্দ্ধন্তু মণ্ডলম্ ॥ ২৯ ॥

অবস্থিত, ইহাতে বহুবিধ প্রাণিগণ অবস্থান করে। আমি যে অণ্ডকটাহের পরিমাণ বর্ণনা করিলাম, তাহার মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত আছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য এই সাতটি লোক ছত্রাকৃতি। ইহারা যথাক্রমে উপরিভাগে অবস্থিত অর্থাৎ ভূর্লোকের উপরে ভুবর্লোক, তদুপরি স্বর্লোক ইত্যাদি। উক্ত লোকসমূহ দশগুণাধিক সূক্ষ্মকারণাত্মক আবরণ বিশেষ দ্বারা ধৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত আছে ॥ ২১—২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অণ্ডের বাহিরে ঘন জল পূর্ণ সমুদ্র আছে, সেই ঘনজল দ্বারা বিধৃত হইয়া এই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে। সেই ঘনোদধি তৎপরবর্ত্তী ঘনতেজদ্বারা সেই বক্রাকার, ঊর্দ্ধগত মণ্ডলাকার, ঘন তেজ ঘন বায়ু দ্বারা, ঘন বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ তন্মাত্র (ভূতাদি) দ্বারা, তন্মাত্র

(২) "কপালস্থ" ইতি গ। (৩) "স্থাচ্চ বৈষ্ণবঃ" ইতি গ।

সমন্তাদ্ ঘনবাতেন ধার্য্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঘনবাতস্তথাকাশেনাকাশঞ্চ মহাত্মনা॥ ৩০॥
ভূতাদিনাবৃতং সর্ব্বং ভূতাদির্মহতাবৃতঃ।
বৃতো মহাননন্তেন প্রধানেনাব্যয়াত্মনা॥ ৩১॥
পুরাণি লোকপালানাং প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
জ্যোতির্গণপ্রচারস্য প্রমাণং পরিবক্ষ্যতে॥ ৩২॥
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশি তথা মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বস্বৌকসারা মাহেন্দ্রী পুণ্যা হেম-পরিষ্কৃতা॥ ৩৩॥
দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥ ৩৪॥
প্রতীচ্যান্তু পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
সুখা নাম পুরী রম্যা বরুণস্যাথ ধীমতঃ॥ ৩৫॥
দিশ্যুত্তরস্যাং মেরোস্তু মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
তুল্যা মাহেন্দ্র-পূর্য্যাতু সোমস্যাপি বিভাবরী॥ ৩৬॥

মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত পরিমাণ-শূন্য প্রকৃতি দ্বারা আবৃত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে॥ ২৮—৩১॥

এখন যথাক্রমে লোকপালগণের পুর-সমূহের বিবরণ বলিতেছি, পরে জ্যোতিঃ সমূহের প্রচার বর্ণনা করিব॥ ৩২॥

সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ও মানসের শিখরপ্রদেশে শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম সুবর্ণময় বস্বৌকসারা নামক মাহেন্দ্র ভুবন॥ ৩৩॥

মানসের শিখরপ্রদেশে সুমেরুর দক্ষিণদিকে সংযমন নামক সূর্য্যনন্দন যমের আবাস-স্থান॥ ৩৪॥

সুমেরুর পশ্চিমদিকে ঐ মানসের শিখরদেশে বরুণের সুখানামক মনোহরপুরী॥ ৩৫॥

মেরুর উত্তরদিকে মানসের শিখরপ্রদেশে মাহেন্দ্রপুরী তুল্য বিভাবরী-নামক কুবেরের পুরী॥ ৩৬॥

মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্।
স্থিতা ধর্ম্ম-ব্যবস্থায়ৈ লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥
লোকপালোপরিষ্টাত্তু সর্ব্বতোদক্ষিণায়নে।
কাষ্ঠাগতস্য সূর্য্যস্য গতির্যা তাং নিবোধত ॥ ৩৮ ॥
আক্রামন্ দক্ষিণে[৪] সূর্য্যঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
জ্যোতিষাঞ্চক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
মধ্যগ[৫]শ্চামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ।
বৈবস্বতে সংযমনে উদয়স্তত্র উচ্যতে ॥ ৪০ ॥
সুখায়ামথ বারুণ্যামুত্তিষ্ঠন্ স তু দৃশ্যতে ॥ ৪১ ॥
বিভায়ামর্দ্ধরাত্রং স্যান্ মাহেন্দ্র্যামস্তমেতি চ।
তদা দক্ষিণ-পূর্ব্বেযামপরাহ্নো বিধীয়তে ॥ ৪২ ॥

মানসের উত্তরপৃষ্ঠে লোকপালগণ ধর্ম্মব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য চারি-দিকে অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

লোকপালগণের উপরিভাগে কাষ্ঠাগত সূর্য্য যে প্রকারে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৮ ॥

দক্ষিণদিক্ আক্রমণকালে সূর্য্য নিঃক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় গমন করেন, এবং জ্যোতিশ্চক্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত গমন করিতে থাকেন ॥ ৩৯ ॥

সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, সেই সময়ে সংযমন নামক যমপুরে তাঁহার উদয় হয় ॥ ৪০ ॥

সেই সময়ে তাঁহাকে সুখা বা বারুণীপুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখায় ॥ ৪১ ॥

যে সময়ে বরুণপুরীতে উদিত হয়, সেই সময়ে বিভা নামক কুবেরপুরীতে অর্দ্ধরাত্র ও মাহেন্দ্রপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণপূর্ব্বদিক্-সমূহে অপরাহ্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

---

(৪) "দক্ষিণে প্রক্রমে" ইতি মু পু। (৫) "মধ্যানং" ইতি গ।

দক্ষিণাপরদেশানাং পূর্ব্বাহ্নঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।
তেষামপররাত্রঞ্চ যে জনা উত্তরাপথে ॥ ৪৩ ॥
দেশা উত্তরপূর্ব্বা যে পূর্ব্বরাত্রস্তু তান্ প্রতি।
*এবমেবোত্তরেষর্কো ভুবনেষু বিরাজতে ॥ ৪৪ ॥
সুখায়ামথ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে চার্য্যমা যদা।
বিভাবর্য্যাং সোমপুর্য্যামুত্তিষ্ঠতি বিভাবসুঃ ॥ ৪৫ ॥
রাত্র্যর্দ্ধং চামরাবত্যামস্তমেতি যমস্য চ।
সোমপুর্য্যাং বিভায়াস্তু মধ্যাহ্নে স্যাদ্দিবাকরঃ ॥ ৪৬ ॥
মহেন্দ্রস্যামরাবত্যামুত্তিষ্ঠতি যদা রবিঃ।
অর্দ্ধরাত্রং সংযমনে বারুণ্যামস্তমেতি চ ॥ ৪৭ ॥
স শীঘ্রমেতি পর্য্যেতি ভাস্করো হলাতচক্রবৎ।
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমমাণানি ঋক্ষানি গগনে রবিঃ ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে দক্ষিণপশ্চিমদিকে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তরদিকে শেষরাত্রি, এবং উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। সূর্য্যদেব এইরূপে উত্তর ভুবন-সমূহে বিরাজিত থাকেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

সুখা নামক বারুণীপুরীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, বিভাবরী নামক সোমপুরীতে সূর্য্যের উদয় হয় ॥ ৪৫ ॥

সেই সময়ে অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্রি, সোমপুরী, বিভাবরীতে মধ্যাহ্নকাল, এবং যমপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

মহেন্দ্রের অমরাবতীপুরীতে সূর্য্য উদিত হইলে, সংযমনপুরে অর্দ্ধরাত্র, ও বরুণপুরীতে অস্তকাল হয় ॥ ৪৭ ॥

সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল নক্ষত্রসমূহ অবলম্বন করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

(৬) "এবমেবতু বষর্কঃ" ইতি গ

এবঞ্চতুর্ষু পার্শ্বেষু দক্ষিণান্তেন সর্পতি।
উদয়াস্তমনেনাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯ ॥
পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণে তু দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু সঃ।
তপত্যেকন্তু মধ্যাহ্নে তৈরেব তু স রশ্মিভিঃ ॥ ৫০ ॥
উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নং তপন্‌ রবিঃ।
অতঃপরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি ॥ ৫১ ॥
উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাত্তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ ॥ ৫২ ॥
যত্রোদ্যন্‌ দৃশ্যতে সূর্য্যস্তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ।
যত্র প্রণাশমায়াতি তেষামস্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্তু দক্ষিণে।
বিদূর-ভাবাদর্কস্য ভূমের্লেখাবৃতস্য চ।
হ্রিয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মাত্তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ॥ ৫৪ ॥

এইরূপে তিনি দক্ষিণায়নে চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করেন এবং এইরূপেই বারংবার উদয়াস্ত লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

তিনি পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ সময়ে দুই দুইটি দেবালয়, এবং মধ্যাহ্নকালে একটী দেবালয়ে আতপ প্রদান করেন। এইরূপে তাঁহার উদয়কাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত রশ্মিসমূহ প্রবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইলে তিনি অস্ত গমন করেন ॥ ৫০—৫১ ॥

উদয় ও অস্ত অনুসারে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্‌ নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনি সম্মুখ, পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে সমপরিমাণে আতপ প্রদান করেন, যেদিকে তাঁহাকে প্রথম উদয় হইতে দেখা যায়, সেই দিক্‌ উদয় এবং যেদিকে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যান, সেই দিক্‌ অস্ত নামে অভিহিত হয় ॥ ৫২—৫৩ ॥

সমুদায়ের উত্তরদিকে সুমেরু এবং দক্ষিণে লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত।

গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনং ভাস্করস্য চ।
উচ্ছ্রয়স্য প্রমাণেন জ্ঞেয়মস্তমনোদয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
শুক্লচ্ছায়ো হগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চ মেদিনী।
বিদূরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা।
রক্তাভাবো বিরশ্মিত্বাদ্রক্তত্বাচ্চাপ্যনুষ্ণতা ॥ ৫৬ ॥
লেখয়াবস্থিতঃ সূর্য্যো যত্র যত্র তু দৃশ্যতে।
ঊর্দ্ধং গতঃ সহস্রন্তু যোজনানাং ন দৃশ্যতে ॥ ৫৭ ॥
প্রভা হি সৌরী পাদেন অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে ॥ ৫৮ ॥
উদিতস্তু পুনঃ সূর্য্যঃ অস্তমাগ্নেয়মাবিশৎ।
সংযুক্তো বহ্নিনা সূর্য্যস্ততঃ স তপতে দিবা ॥ ৫৯ ॥

রাত্রিকালে সূর্য্যদেব অতিদূরে গমন করেন, এবং পৃথিবীদ্বারা আবরিত হন। রাত্রিতে সূর্য্যের রশ্মি দূরীভূত হয় বলিয়া তখন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৫৪ ॥

গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্য্যের স্ব স্ব তেজঃ প্রমাণ বর্দ্ধিত হইলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহারা যে সময়ে অনুদিত থাকে, তাহাকেই অস্ত কহে ॥ ৫৫ ॥

অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্লবর্ণ, এবং পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণবর্ণ। উদয়কালে অতিশয় দূরস্থিত বলিয়া সূর্য্যের কিরণ লক্ষিত হয় না, রশ্মির অভাবে রক্তবর্ণ দেখায়, এবং রক্তবর্ণতা জন্য তাহাতে উষ্ণতাও থাকে না ॥ ৫৬ ॥

যে যে স্থলে সূর্য্য রেখা দ্বারা অবস্থিত হন, সেই সকল স্থলেই তিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সহস্রযোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

সূর্য্য অস্ত গমন করিলে তাঁহার প্রভাসমূহের একাংশ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, এজন্য রাত্রিকালে দূরবর্ত্তী অগ্নিও অতি উজ্জ্বল দেখায় ॥ ৫৮ ॥

সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইলে, অগ্নিগত প্রভাসমূহ ও অস্তগত হইয়া সূর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তজ্জন্যই দিবাভাগে সূর্য্য অগ্নি সংযুক্ত হইয়া

প্রাকাশ্যঞ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সূর্য্যাগ্নেয়ী চ তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবা-নিশম্॥ ৬০॥
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথা তস্মিংশ্চ দক্ষিণে।
উত্তিষ্ঠন্তি তথা সূর্য্যো রাত্রিরাবিশতে ত্বপঃ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবা-রাত্রি-প্রবেশনাৎ॥ ৬১॥
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যো দিনং বৈ প্রবিশত্যপঃ।
তস্মাচ্ছুক্লা ভবন্ত্যাপো নক্তমহ্নঃ প্রবেশনাৎ॥ ৬২॥
এতেন ক্রম-যোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে।
উদয়াস্তমনেঽর্কস্য অহোরাত্রং বিশত্যপঃ॥ ৬৩॥
দিনং সূর্য্যপ্রকাশাখ্যং তামসী রাত্রিরুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্যবস্থিতা রাত্রিঃ সূর্য্যাবেক্ষ্যমহঃ স্মৃতম্॥ ৬৪॥
এবং পুষ্করমধ্যেন যদা সর্পতি ভাস্করঃ।
ত্রিংশাংশকন্তু মেদিন্যা মুহূর্ত্তেনৈব গচ্ছতি॥ ৬৫॥

সন্তাপ প্রদান করেন এবং তজ্জন্যই তাঁহার প্রকাশতা ও উষ্ণতা পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে সূর্য্যতেজ ও অগ্নিতেজ দিবা ও রাত্রিকালে পরস্পর পরস্পর দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৫৯—৬০॥

ভূমির উত্তরার্দ্ধভাগে ও দক্ষিণার্দ্ধভাগে সূর্য্য অবস্থিত হইলে রাত্রি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রাত্রি প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই দিবাভাগে জল (চন্দ্রমণ্ডল ?) তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৬১॥

আবার সূর্য্য অস্ত গমন করিলে দিন (সূর্য্যকিরণ) জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং রাত্রিকালে দিবা প্রবেশ জন্য জল (চন্দ্রমণ্ডল ?) শুক্লবর্ণ হয়॥ ৬২॥

এইরূপ ক্রমযোগানুসারে দক্ষিণোত্তর ভূম্যর্দ্ধভাগে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-কাল মধ্যে দিবারাত্রি জল প্রবিষ্ট হয়॥ ৬৩॥

রাত্রে অন্ধকার ও দিনমানে সূর্য্য প্রকাশ হওয়ায় দিবাভাগের একটী নাম সূর্য্য-প্রকাশ ও রাত্রির নাম তামসী হইয়াছে॥ ৬৪॥

এইরূপে সূর্য্য গগন মধ্যে ভ্রমণ করিবার সময়ে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর

[1]যোজনানাং মুহূর্ত্তস্য ইমাং সংখ্যাং নিবোধত।
পূর্ণং শতসহস্রাণামেকত্রিংশত্তু সা স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥
পঞ্চাশত্তু তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু।
মৌহূর্ত্তিকী গতির্হ্যেষা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥
এতেন গতি-যোগেন যদা কাষ্ঠান্তু দক্ষিণাম্।
পর্য্যাগচ্ছেত্তদাদিত্যো মাঘে কাষ্ঠান্তমেবহি[2] ॥ ৬৮ ॥
সর্পতে দক্ষিণায়াস্তু কাষ্ঠায়াং তন্নিবোধত।
নবকোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্ ॥ ৬৯ ॥
তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে ॥ ৭০ ॥
দক্ষিণাদ্বিনিবৃত্তোঽসৌ বিষুবস্থো যদা রবিঃ।
ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য উত্তরান্তা দিশশ্চরন্ ॥ ৭১ ॥

ত্রিশভাগ গমন করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি কহে ॥ ৬৫—৬৭ ॥

এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণ কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘের শেষ দিনে কাষ্ঠার অন্তসীমায় উপস্থিত হন। তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। নয় কোটি একলক্ষ পঞ্চচত্বারিংশৎ হাজার (৯০১৪৫০০০) যোজন পরিভ্রমণ করেন। অহোরাত্রই সূর্য্যের গতি এই প্রকার জানিবে ॥ ৬৮—৭০ ॥

তৎপরে দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে প্রতি নিবৃত্ত সূর্য্য বিষুবস্থ হইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন, এখন বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ বলিতেছি

(১) "যোজনাগ্রান্মুহূর্ত্তস্য" ইতি মু পু
(২) "মধ্যেন পুষ্করস্যাথ ভ্রমতোদক্ষিণায়নে
মানসোত্তরমেরোস্তু ত্রিগুণং তদনন্তরম্।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। গ।

মণ্ডলং বিষুবদ্যাপি যোজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তীর্ণা বিষুবদ্ যাপি সা স্মৃতা।
তথা শতসহস্রাণামশীত্যেকাধিকা পুনঃ ॥ ৭২ ॥
শ্রবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাঞ্চিত্রভানুর্যদা ভবেৎ।
শাকদ্বীপস্য ষষ্ঠস্য উত্তরান্তা দিশশ্চরন্ ॥ ৭৩ ॥
উত্তরায়াঞ্চ কাষ্ঠায়াং প্রমাণং মণ্ডলস্য চ।
যোজনাগ্রাৎ প্রসংখ্যাতা কোটিরেকা তু সা দ্বিজৈঃ ॥৭৪॥
অশীতির্নিযুতানীহ যোজনানাং তথৈব চ।
অষ্ট-পঞ্চাশতঞ্চৈব যোজনান্যধিকানি তু ॥ ৭৫ ॥
নাগবীথ্যুত্তরা বীথী অজবীথী চ দক্ষিণা।
মূলঞ্চৈব তথাষাঢ়ে অজবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ।
অভিজিৎ পূর্ব্বতঃ স্বাতির্নাগবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ ॥ ৭৬ ॥
কাষ্ঠয়োরন্তরং যচ্চ তদ্বক্ষ্যে যোজনৈঃ পুনঃ।
এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশোত্তরং শতম্ ॥ ৭৭ ॥

শ্রবণ করুন; বিষুবের বিস্তার পরিমাণ তিনকোটি এক শতসহস্র একাশীতি (৩০১০০০৮১) যোজন ॥ ৭১—৭২ ॥

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তরদিকের মণ্ডল বলিতেছি শ্রবণ করুন। উক্ত দিঙ্মণ্ডলের সংখ্যা এককোটি অশীতিনিযুত ও অষ্টপঞ্চাশৎ (১৮০০০০০৫৮) যোজন ॥ ৭৩—৭৫ ॥

উত্তর ভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণ ভাগের নাম অজবীথি। অজবীথিতে মুলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগবীথিতে অভিজিৎ, পূর্ব্ব ও স্বাতির উদয় হয়। কাষ্ঠদ্বয়ের অন্তর একশত সহস্র একত্রিংশশত ও

ত্রয়স্ত্রিংশাদিকাশ্চান্যে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ যোজনৈঃ।
কাষ্ঠয়োরন্তরং হ্যেতদ্ যোজনাগ্রাৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭৮ ॥
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব অন্তরে দক্ষিণোত্তরে।
তে তু বক্ষ্যামি সংখ্যায় যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৭৯ ॥
একৈকমন্তরন্তস্যা নিযুতান্যেকসপ্ততিঃ।
সহস্রাণ্যতিরিক্তাশ্চ ততোঽন্যা পঞ্চসপ্ততিঃ ॥ ৮০ ॥
লেখয়োঃ কাষ্ঠয়োশ্চৈব বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ স্মৃতম্।
অভ্যন্তরন্তু পর্য্যেতি মণ্ডলান্যুত্তরায়ণে ॥ ৮১ ॥
বাহ্যতো দক্ষিণে চৈব সততন্তু যথাক্রমম্।
মণ্ডলানাং শতং পূর্ণমশীত্যধিকমুত্তরম্ ॥ ৮২ ॥
চরতে দক্ষিণে চাপি তাবদেব বিভাবসুঃ।
প্রমাণং মণ্ডলস্যাথ যোজনাগ্রান্নিবোধত ॥ ৮৩ ॥

ষট্ষষ্টি (১০৩১৬৬) যোজন। এইরূপ উভয় কাষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী পরিভ্রমণ স্থানের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৭৬—৭৮ ॥

কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭৯ ॥

তাহাদের প্রত্যেকের ব্যবধানস্থান এক সপ্ততি নিযুত একসহস্র ও পঞ্চ সপ্ততি (৭১০০১০৭৫) যোজন ॥ ৮০ ॥

কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দুইটি রেখা আছে, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ সময়ে সূর্য্যদেব অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নকালে বাহ্য ভাগে পরিভ্রমণ করেন। এই উত্তর ও দক্ষিণ পরিভ্রমণ একশত অশীতি (১৮০) মণ্ডল। যোজন পরিমাণে ইহাদের সংখ্যা শ্রবণ করুন ॥ ৮১—৮৩ ॥

একবিংশদ্ যোজনানাং সহস্রাণি সমাসতঃ।
শতে দ্বে পুনরপ্যন্যে যোজনানাং প্রকীর্ত্তিতে ॥ ৮৪ ॥
একবিংশতিভিশ্চৈব যোজনৈরধিকৈর্হি তে।
এতৎ প্রমাণমাখ্যাতং যোজনৈর্মণ্ডলং হি তৎ ॥ ৮৫ ॥
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যৈষ তির্য্যক্ স তু বিধীয়তে।
প্রত্যহঞ্চরতে তানি সূর্য্যো বৈ মণ্ডল-ক্রমম্ ॥ ৮৬ ॥
কুলাল-চক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিঞ্চ কালেনাল্পেন গচ্ছতি।
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে ॥ ৮৮ ॥
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণামহ্নানুচরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৮৯ ॥
কুলাল-চক্রমধ্যস্থ যথা মন্দং প্রসর্পতি।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমম্ ॥ ৯০ ॥

যোজন পরিমাণে মণ্ডলের পরিমাণ একবিংশতি সহস্র দুইশত একবিংশতি (২১২২১) যোজন, পণ্ডিতগণ এই প্রকার স্থির করিয়াছেন ॥ ৮৪—৮৫ ॥

ইহারই নাম মণ্ডলের বিষ্কম্ভ, যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন ॥ ৮৬ ॥

কুলালচক্রের প্রান্তভাগ যেমন শীঘ্র শীঘ্র ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ সূর্য্যও দক্ষিণায়ন সময়ে শীঘ্র শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য সূর্য্য দক্ষিণায়নকালে অতি অল্প সময়ে সুবিস্তৃত ভূমি ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সূর্য্য দিনমানে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সাড়ে ছয় নক্ষত্র এবং রাত্রিকালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে সাড়ে ছয় নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৭—৮৯ ॥

কুলালচক্রের মধ্যভাগ যেমন মন্দগতিতে ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ সূর্য্যও উত্তরায়ণ সময়ে মন্দগতিতে পরিভ্রমণ করেন। এই জন্য অল্প ভূমি পরি-

ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দ্ধেন ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাং নিগচ্ছতি ॥ ৯১ ॥
অষ্টাদশ মুহূর্ত্তৈস্তু উত্তরায়ণ-পশ্চিমম্।
অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৯২ ॥
ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দ্ধেন ঋক্ষাণাঞ্চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৯৩ ॥
ততোমন্দতরং তাভ্যাঞ্চক্রং ভ্রমতি বৈ যথা।
মৃৎপিণ্ডঃ ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥ ৯৪ ॥
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তানেবাহুরহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্।
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি সঃ ॥ ৯৫ ॥
কুলালচক্র-নাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
ধ্রুবস্তথাহি বিজ্ঞেয়স্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৯৬ ॥
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যাস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥ ৯৭ ॥

ভ্রমণ করিতেও তাঁহার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই উত্তরায়ণ সময়ে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে একদিন হয়, এই একদিনে তিনি সাড়ে ছয় নক্ষত্র, এবং অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত পরিমিত রাত্রিকালেও তিনি সাড়ে ছয় নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন ॥ ৯০—৯৩ ॥

এই উভয় বিধ গতি অপেক্ষা মন্দগতিতে চক্রভ্রমণের ন্যায় অথবা চক্র মধ্যস্থ মৃৎপিণ্ডের গতির ন্যায় ধ্রুবনক্ষত্র ঘূর্ণিত হয়। উভয় কাষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্রুবের মণ্ডল প্রমাণানুসারে ত্রিংশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। কুলালচক্রের নাভি যেমন এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ ধ্রুব ও কক্ষ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া ভ্রমণ করে ॥ ৯৪—৯৬ ॥

উভয় কাষ্ঠা মধ্যে মণ্ডল ভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও শীঘ্রগতি অনুসারে দিবারাত্রি হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

উত্তরে প্রক্রমে ত্বিন্দোর্দিবা মন্দা গতিঃ স্মৃতা।
তথৈব চ পুনর্নক্তং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈ গতিঃ ॥ ৯৮ ॥
দক্ষিণে প্রক্রমে চৈব দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে।
গতিঃ সূর্য্যস্য নক্তং বৈ মন্দা চাপি তথা স্মৃতা ॥ ৯৯ ॥
এবং গতি-বিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু।
তথা বিচরতে মার্গং সমেন বিষমেণ চ ॥ ১০০ ॥
লোকালোকে স্থিতা যে তে লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্।
অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু।
ভজন্নসাবহোরাত্রমেবঙ্গতি বিশেষণৈঃ ॥ ১০১ ॥
দক্ষিণে নাগ-বীথ্যায়াং লোকালোকস্য চোত্তরম্।
লোকসন্তারকো হ্যেষ বৈশ্বানর-পথাদ্বহিঃ ॥ ১০২ ॥
পৃষ্ঠে যাবৎপ্রভা সৌরী পুরস্তাৎ সম্প্রকাশতে।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১০৩ ॥

উত্তরায়ণ সময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দগতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

দক্ষিণায়ন সময়ে দিবাভাগে শীঘ্র এবং রাত্রিকালে মন্দগতি হয়। এইরূপ গতি-বিশেষানুসারে দিবারাত্রি বিভক্ত করিয়া, সম ও বিষম ভাবে সূর্য্য বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯৯—১০০ ॥

লোকালোকপর্ব্বতে চতুর্দ্দিকে যে সকল লোকপালগণ অবস্থিত আছেন, অগস্ত্য তাঁহাদের উপরিভাগে গতিবিশেষ দ্বারা অহোরাত্রি বিধান করিয়া বেগে বিচরণ করেন ॥ ১০১ ॥

লোকালোকের উত্তরদিকে বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে দক্ষিণ নাগবীথিতে ইনিই লোকসন্তারক নামে বিখ্যাত ॥ ১০২ ॥

লোকালোকের পশ্চাৎভাগে, সম্মুখভাগে এবং উভয়পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভা

যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধন্তূচ্ছ্রিতো গিরিঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১০৪ ॥
নক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারা-গণৈঃ সহ।
অভ্যন্তরং প্রকাশন্তে লোকালোকস্য বৈ গিরেঃ ॥ ১০৫ ॥
এতাবানেব লোকস্তু নিরালোকস্ততঃ পরম্।
লোকালোক একধা তু নিরালোকস্ত্বনেকধা ॥ ১০৬ ॥
লোকালোকন্তু সন্ধত্তে যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিগ্রহম্।
তস্মাৎ সন্ধ্যেতি তামাহুরুষাব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্।
উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিপ্রৈর্ব্যুষ্টিশ্চাপিত্বহঃ স্মৃতম্ ॥ ১০৭ ॥
সূর্য্যং হি গ্রসমানানাং সন্ধ্যাকালে হি রক্ষসাম্[৩]।
প্রজাপতি-নিয়োগেন শাপস্তেষাং দুরাত্মনাম্।
[৪]অক্ষয়ত্বঞ্চ দেহস্য প্রাপিতা মরণং তথা ॥ ১০৮ ॥

সমভাবে পতিত হয়। এই গিরি দশসহস্র যোজন উন্নত, ইহার চতুর্দ্দিকের পরিমণ্ডল মধ্যে কিয়দংশ প্রকাশ এবং অবশিষ্টাংশ অপ্রকাশ ॥ ১০৩—১০৪ ॥

লোকালোক পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগে নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাগণ প্রকাশিত থাকায় এই ভাগ লোক অর্থাৎ প্রকাশ, তদ্ভিন্ন অপর সমুদায় অংশ নিরালোক অর্থাৎ অপ্রকাশ। এই লোকভাগ একবিধ এবং নিরালোক ভাগ বহুবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫—১০৬ ॥

যে সময়ে সূর্য্যদেব লোকালোক পর্ব্বতে অবস্থান করেন, তাহাকে সন্ধ্যা কহে, এই সন্ধ্যা উষা ও ব্যুষ্টি নামে দ্বিবিধ। রাত্রি সন্ধ্যার নাম উষা এবং দিবা সন্ধ্যার নাম ব্যুষ্টি ॥ ১০৭ ॥

সন্ধ্যাকালে যে সকল রাক্ষস সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত, তাহারা অক্ষয়দেহবিশিষ্ট হইলেও প্রজাপতির অভিশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১০৮ ॥

---

(৩) "সন্ধ্যাকালে হি সম্প্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণাঃ। রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো রাধন্তে বৈ দিবাকরম্"। ইতি গ।　　(৪) "অক্ষপত্রঞ্চ"। ইতি গ।

তিস্রঃ কোট্যস্তু বিখ্যাতা সন্দেহা নামং রাক্ষসাঃ।
প্রার্থয়ন্তি সহস্রাংশুমুদয়ন্তি দিনে দিনে।
তাপয়ন্তোদুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ ১০৯ ॥
অথ সূর্য্যস্য তেষাঞ্চ যুদ্ধমাসীদ্ সুদারুণম্।
ততো ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্তমাঃ।
সন্ধ্যেতি সমুপাসন্তঃ ক্ষিপন্তি মহাজলম্ ॥ ১১০ ॥
ওঁকার-ব্রহ্ম-সংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন ধমন্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন বারিণা ॥ ১১১ ॥
*ততঃ পুনর্মহাতেজা মহাদ্যুতিঃ পরাক্রমঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি উর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতে শতম্ ॥ ১১২ ॥
ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ’।
বালখিল্যৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতার্থৈঃ সমরীচিভিঃ ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্বে সন্দেহ নামক তিনকোটি রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্য উদয় হইলেই সূর্য্যগ্রাস করিতে উদ্যত হইত, এজন্য তাহাদের সহিত সূর্য্যের দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, ওঁকার ব্রহ্মসংযুক্ত এবং গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত মহাজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ১০৯—১১০ ॥

তদবধি মহাতেজা মহাবলশালী সূর্য্যদেব একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে উদিত হন এবং সেইকালে তিনি বালখিল্য ও মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকেন ॥ ১১১—১১৩ ॥

(৫) "মন্দেহা" ইতি ম পু।
(৬) "ঘ্নন্তে নাগ্নিহোত্রীয়াং সমন্তাৎ প্রথমানকিম্।
সূর্য্যো জ্যোতিঃ সহস্রাংশু স্তথা দীপ্যতি ভাস্করঃ।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ গ।
(৭) "অভিরক্ষিতঃ" ইতি গ।

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তম্[১]।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ১১৪ ॥
হ্রাসবৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমানস্তু হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা[২] ॥ ১১৫ ॥
লেখাপ্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তাগতে তু বৈ।
প্রাতস্তনঃ স্মৃতঃ কালো ভাগস্ত্বহ্নঃ স পঞ্চমঃ ॥ ১১৬ ॥
তস্মাৎ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাচ্চ সঙ্গবাৎ ॥ ১১৭ ॥
তস্মান্মধ্যন্দিনাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এব হূর্ত্তাস্তু তস্মাৎ কালাচ্চ মধ্যমাৎ ॥ ১১৮ ॥

পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি গণনা করা হয় ॥ ১১৪ ॥

দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে এই মুহূর্ত্ত পরিমাণ ও সন্ধ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হয় ॥ ১১৫ ॥

লেখা প্রভৃতি স্থানে সূর্য্যের অবস্থানকালে তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তিন মুহূর্ত্তকে প্রাতঃকাল কহে, ইহা দিবসের পঞ্চম ভাগরূপে পরিগণিত ॥ ১১৬ ॥

প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নকাল। মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপরাহ্ণকাল। অপরাহ্ণকালের পরবর্ত্তী তিন মুহূর্ত্তকাল

(১) "কলানা" গ।
(২) "সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রীয়া হ্রাসবৃদ্ধী তু স্মৃতে" ইতি গ।

অপরাহ্ণে ব্যতীপাতে কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে।
দশপঞ্চ মুহূর্ত্তাদ্বৈ মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ ॥ ১১৯ ॥
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বিষুবতি স্মৃতম্।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তাদ্বৈ রাত্রিন্দিবমিতি স্মৃতম্ ॥ ১২০ ॥
বর্দ্ধতে হ্রসতে চৈব অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্তু গ্রসতেত্বহঃ ॥ ১২১ ॥
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবন্তদ্বিভাব্যতে।
অহোরাত্রং কলাশ্চৈব সপ্ত সোমঃ সমশ্নুতে[৩] ॥ ১২২ ॥
তথা পঞ্চদশাহানি পক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
দ্বৌপক্ষৌ চ ভবেন্মাসো দ্বৌ মাসাবন্তরাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়ময়নং স্যাদ্দ্ব্যয়নে বর্ষমুচ্যতে ॥ ১২৩ ॥

সায়াহ্নকাল নামে অভিহিত হয়। এইরূপ তিন মুহূর্ত্ত বিভাগানুসারে দিনমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১১৭—১১৯ ॥

সূর্য্যের বিষুবরেখায় অবস্থানকালেই এইরূপ পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে দিনমান গণনা করা হয়। দিবারাত্রি উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ অনুসারে এই দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে হেতু ঐ উভয় সময়ের মধ্যে কখন দিবাভাগ রাত্রিকে গ্রাস করে এবং কখন রাত্রিমান দিবা পরিমাণ গ্রাস করে ॥ ১২১ ॥

শরৎকাল ও বসন্তকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সূর্য্যদেব বিষুবরেখায় অবস্থিত থাকেন। এই সময়ে চন্দ্র অহোরাত্রে সপ্তকলা ভোগ করেন ॥ ১২২ ॥

পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ গণনা করা হয়, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয় ॥ ১২৩ ॥

(৩) "অহোরাত্রং কলাশ্চৈব সপ্তমে সমুপাশ্রিতে" ইতি গ

নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাষ্ঠায়া দশপঞ্চ° চ।
কলায়াস্ত্রিংশতঃ কাষ্ঠা মাত্রাশীতিদ্বয়াত্মিকা ॥ ১২৪ ॥
শতৈস্ত্বেকোনকাত্রিংশন্মাত্রাত্রিংশৎ ষড়ুত্তরা।
দ্বিষষ্টিভাক্ ত্রয়োবিংশন্মাত্রায়াঞ্চ চলা ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ বিদ্যুতিঃ।
সপ্ততিঞ্চাপি তত্রৈব নবতিং বিদ্ধি নিশ্চয়ে ॥ ১২৬ ॥
চত্বার্য্যেব শতান্যাহুর্বিদ্যুতৌ বৈধসংযুগে।
চরাংশোহ্যেষ বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্ ॥ ১২৭ ॥
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চচতুর্মান-বিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১২৮ ॥

১৫ নিমেষে অথবা ১৬০ মাত্রায় এক কাষ্ঠা ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা, ঊনত্রিশকে ১০০ দ্বারা গুণ করিয়া ৩৬ যোগ করিলে কিম্বা ৬২র সহিত ২৩ যোগ দিলে যাহা হয়, তত মাত্রায় চলা হয়। ৪০০৮০ মাত্রায় বিদ্যুতি। ১৩০ মাত্রায় বিদ্যুতি ৪৯০ বিদ্যুতিতে ১ বৈধযুগ, চরাংশ এই প্রকার জানিবে; নালিকাই ইহার প্রতি কারণ ॥ ২৪—২৭ ॥

সম্বৎসরাদি পাঁচটী বিভাগ চতুর্ব্বিধ পরিমাণ দ্বারা বিভক্ত হইয়া থাকে। সমুদায় বিভাগের সমষ্টির নাম যুগ। ঐ সমস্ত বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের

(৪) "নিমেষা বিদ্যুতশ্চাপি কাষ্ঠায়াং দশপঞ্চ চ।
বিংশৎ কাষ্ঠা কলায়াম্‌া মাত্রাশীতিসমন্বিতাঃ।
শতান্যেকাধিকা বিংশ মাত্রা ষষ্টিষড়ুত্তমা।
দ্বিষষ্টিভাক্ ত্রয়োবিংশ মাত্রাণাং বৈ নয়োভবেৎ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি শতান্যাষ্টৌ চ বিদ্যুতঃ।
পঞ্চমং চাপি তত্রৈব নবমং বিদ্ধিনিশ্চয়ে।
চত্বার্য্যেবংশতান্যাহু বিদ্যুতোদেব সংযুতে।
ধারাংশোহেয্য বিজ্ঞেয়ো নালিকস্মাত্র কারণং।" ইতি গ।

সংবৎসরস্তু প্রথমোদ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
পঞ্চমোবৎসরস্তেষাং কালস্তু পরিসংজ্ঞিতঃ॥ ১২৯॥
বিংশশতং ভবেৎ পূর্ণং পর্ব্বণাস্তু রবের্যুগম্[৫]।
এতান্যষ্টাদশত্রিংশদুদয়োভাস্করস্য চ॥ ১৩০॥
ঋতবস্ত্রিংশতঃ সৌরা অয়নানি দশৈব তু।
পঞ্চত্রিংশৎ শতঞ্চাপি.ষষ্টির্মাসাশ্চ ভাস্করঃ॥ ১৩১॥
ত্রিংশদেব ত্বহোরাত্রং স তু মাসশ্চ ভাস্করঃ।
একষষ্টিস্ত্বহোরাত্রব্যনুরেকো বিভাসতে॥ ১৩২॥
অহ্নাস্তু ত্র্যধিকাশীতিঃ শতঞ্চাপ্যধিকং ভবেৎ।
মানস্তচ্চিত্রভানোস্তু বিজ্ঞেয়ং ভুবনস্থ তু॥ ১৩৩॥
সৌরং সৌম্যন্তু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রং সাবনস্তথা।
নামান্যেতানি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে॥ ১৩৪॥

নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয়ের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর কাল নামে অভিহিত হয়॥ ১২৮—১২৯॥

এক যুগ মধ্যে সূর্য্যের বিংশত্যধিক শত (১২০) পর্ব্বকাল পূর্ণ হয় এবং ১৮৩০ সূর্য্যোদয় (সাবন দিন) হইয়া থাকে। যুগকালের ঋতুসংখ্যা ত্রিশ, অয়ন সংখ্যা দশ এবং মাস সংখ্যাষষ্টি (৬০)॥ ১৩০—১৩১॥

ত্রিশ অহোরাত্রে এক সৌরমাস পরিগণিত হয়। একষষ্টি অহোরাত্রকে এক অনু কহে॥ ১৩২॥

সমুদায় ভুবন পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের একশত তিরাশীদিন অতিবাহিত হয়। এই দিন সৌর, সৌম্য নক্ষত্র ও সাবন নাম দ্বারা পুরাণে অভিহিত আছে॥ ১৩৩—১৩৪॥

(৫) "ত্রিংশত্তত্র ভবেৎ পূর্ণং পূর্ব্বোবাক্ত বধে যুগম্।" ইতি গ।

শ্বেতস্যোত্তরতশ্চৈব শৃঙ্গবান্নাম পর্ব্বতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি স্পৃশন্তীব নভস্তলম্ ॥ ১৩৫ ॥
তৈশ্চাপি শৃঙ্গবান্নাম সর্ব্বতশ্চৈব বিশ্রুতঃ।
একমার্গশ্চ বিস্তারো বিষ্কম্ভশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩৬ ॥
তস্য বৈ সর্ব্বতঃ শৃঙ্গং মধ্যমন্তদ্ধিরণ্ময়ম্।
দক্ষিণং রাজতঞ্চৈব শৃঙ্গন্তু স্ফটিক-প্রভম্ ॥ ১৩৭ ॥
সর্ব্বরত্ন-ময়ঞ্চৈকং শৃঙ্গমুত্তরমুত্তমম্।
এবং কূটৈস্ত্রিভিঃ শৈলৈঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৩৮ ॥
যত্তদ্বিষুবতং শৃঙ্গন্তদর্কঃ প্রতিপদ্যতে।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে মধ্যমাং গতিমাস্থিতঃ।
অহস্তুল্যামথো রাত্রিং করোতি তিমিরাপহঃ ॥ ১৩৯ ॥
হরিতাশ্চ হয়া দিব্যাস্তে নিযুক্তা মহারথে।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি পদ্মরক্তৈর্গভস্তিভিঃ ॥ ১৪০ ॥

শ্বেতদ্বীপের উত্তরদিকে শৃঙ্গবান্ নামক একটি পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিয়া আছে, এজন্য তাহার নাম শৃঙ্গবান্ হইয়াছে। শৃঙ্গবান্ বিস্তার, একমার্গ ও বিষ্কম্ভ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৩৫—১৩৬ ॥

তাহার মধ্যমশৃঙ্গ স্বর্ণময়, দক্ষিণ শৃঙ্গ স্ফটিকতুল্য রৌপ্যময় এবং উত্তর শৃঙ্গ সর্ব্ববিধ রত্নময়। এইরূপ তিনটি শৃঙ্গ আছে বলিয়াই ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গবান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে যখন সূর্য্য মধ্যম গতি অবলম্বন করিয়া তাহার বিষুবত নামক শৃঙ্গ আশ্রয় করেন, সেই সময়ে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয় ॥ ১৩৯ ॥

আরও ঐ সময়ে তাঁহার মহারথে নিযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব সকল পদ্মরাগতুল্য রক্তবর্ণ কিরণসমূহ দ্বারা অনুলিপ্ত বলিয়া বোধ হয় ॥ ১৪০ ॥

মেষান্তে চ তুলান্তে চ ভাস্করোদয়তঃ স্মৃতাঃ।
মুহূর্ত্তা দশপঞ্চৈব অহোরাত্রিশ্চ তাবতী ॥ ১৪১ ॥
কৃত্তিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশ-গতোভবেৎ।
বিশাখানাং তদা জ্ঞেয়শ্চতুর্থাংশে নিশাকরঃ॥ ১৪২ ॥
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরতেহংশং তৃতীয়কম্।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা-শিরসি স্থিতম্ ॥ ১৪৩ ॥
বিষুবন্তং তদা বিদ্যাদেবমাহুর্মহর্ষয়ঃ।
সূর্য্যেণ বিষুবং বিদ্যাৎ কালং সোমেন লক্ষয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥
সমা রাত্রিরহশ্চৈব যদা তদ্বিষুবদ্ভবেৎ।
তদা দানানি দেয়ানি পিতৃভ্যো বিষুবত্যপি।
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ মুখমেতত্তু দৈবতম্ ॥ ১৪৫ ॥
ঊনরাত্রাধিমাসৌ চ কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তকাঃ।
পৌর্ণমাসী তথাজ্ঞেয়া অমাবাস্যা তথৈব চ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

মেষ ও তুলারাশির শেষভাগে সূর্য্যোদয় হইলে দিবা ও রাত্রিমান উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত করিয়া হইয়া থাকে॥ ১৪১ ॥

যে সময়ে সূর্য্য কৃত্তিকার চতুর্থাংশে অবস্থান করেন, সেই সময়ে চন্দ্র বিশাখার চতুর্থাংশে গমন করেন। সূর্য্য যে সময়ে বিশাখার ৩য় অংশে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শেষভাগে অবস্থিতি করেন। মহর্ষিগণ সেই সময়কে বিষুবান্ কাল বলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র দ্বারা এই বিষুবকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়॥ ১৪২—১৪৪ ॥

বিষুবকালে দিনমান ও রাত্রি পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। এই সময়ে পিতৃদিগকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণগণই দেবতাদিগের মুখস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ১৪৫ ॥

ঊনরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, পূর্ণিমা, অমাবাস্যা, সিনীবালী,

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভোনভস্যোঽথ ইষুঃ সহোর্জঃ।
সহঃ সহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ॥ ১৪৭॥

সংবৎসরাস্ততো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চাব্দঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
তস্মাত্তু ঋতবোজ্ঞেয়া ঋতবোহ্যন্তরাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪৮॥
তস্মাদৃতুমুখা জ্ঞেয়া অমাবাস্যাস্তু পর্ব্বণঃ।
তস্মাত্তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পিতৃদৈব-হিতং সদা॥ ১৪৯॥
এবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যেত দৈবে পৈত্র্যে চ মানবঃ।
তস্মাৎ স্মৃতং প্রজানাং বৈ বিষুবৎ সর্ব্বগং সদা॥ ১৫০॥
আলোকান্তঃ স্মৃতো লোকোলোকান্তো লোক উচ্যতে।
লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ॥ ১৫১॥

কুহূ, রাকা ও অনুমতি ইহাদিগকেও বিষুবকালের ন্যায় শ্রাদ্ধ ও দানকার্য্যে প্রশস্ত জানিবে॥ ১৪৬॥

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই ছয়মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট॥ ১৪৭॥

হে ব্রহ্মপুত্রগণ! এই প্রকারে সম্বৎসর প্রভৃতি পঞ্চাব্দ ও ঋতুসমূহ জানিবে। ঋতুসমূহ অন্তরা নামে অভিহিত হয়। অমাবস্যা প্রভৃতি ঋতুমুখ পর্ব্ব, তাহা হইতে দৈব ও পিতৃগণের হিতকারক বিষুবকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৪৮—১৪৯॥

বিষুবৎ প্রজাদিগের মঙ্গলকারক, সুতরাং মানবগণের এই সমস্ত অবগত হইলে দৈব ও পিতৃকার্য্যে মুগ্ধ হইতে হয় না॥ ১৫০॥

আলোকে যে সকল স্থান প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশিত স্থান লোক

চত্বারস্তে মহাত্মানস্তিষ্ঠন্ত্যাভূত-সংপ্লবাৎ।
সুধামা চৈব বৈরাজঃ কৰ্দ্দমঃ শঙ্কপস্তথা।
হিরণ্যলোমা পর্জ্জন্যঃ কেতুমান্ জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫২ ॥
নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালাকে চতুর্দ্দিশম্ ॥১৫৩॥
উত্তরং যদগস্ত্যস্থ অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ১৫৪ ॥
তত্রাসতে প্রজাবন্তো মুনয়োহগ্নিহোত্রিণঃ।
লোকস্য সন্তানকরাঃ পিতৃযানে পথি স্থিতাঃ ॥ ১৫৫ ॥
ভুতারম্ভকৃতং কর্ম্ম আশিষা ঋত্বিগুচ্যতে।
প্রারভন্তে লোককামাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ ॥ ১৫৬ ॥
চলিতন্তে পুনর্দ্ধর্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে।
সন্তত্যাতপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ ॥ ১৫৭ ॥

নামে অভিহিত। লোকালোকের মধ্যপ্রদেশে লোকপালগণ অবস্থান করেন, তন্মধ্যে চারিজন লোকপাল প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন। লোক-পালদিগের নাম যথা—সুধামা, বৈরাজ, কৰ্দ্দম, শঙ্কপ, হিরণ্যলোমা, পর্জ্জন্য, কেতুমান্ ও জাত-নিশ্চয়। ইহারা সকলেই শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-জ্ঞানশূন্য নির-ভিমান শাসন-বহির্ভূত এবং প্রতিগ্রহশূন্য। লোকালোকের চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত লোকপালগণ অবস্থিত আছেন ॥ ১৫১—১৫৩ ॥

অগস্ত্যের উত্তর দিকে, অজবীথির দক্ষিণদিকে এবং বৈশ্বানর-পথের বহির্ভাগে যে পিতৃযান নামক পথ আছে, সেই পিতৃযান পথে প্রজাবান্ ও প্রজাবর্দ্ধক অগ্নিহোত্র মুনিগণ অবস্থান করেন ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

এই দক্ষিণ পিতৃযানস্থিত মুনিগণ আশীর্ব্বাদ, ভূভারম্ভক ও ঋত্বিগনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজাবর্দ্ধন, তপস্যা, মর্য্যাদা ও শাস্ত্র চিন্তাদ্বারা বিনষ্ট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন ॥ ১৫৬—১৫৭ ॥

জায়মানাস্তু পূর্ব্বে বৈ পশ্চিমানাং গৃহেষু চ।
পশ্চিমাশ্চৈব জায়ন্তে পূর্ব্বেষাং নিধনেষ্বপি।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্ত্যাভূত-সংপ্লবাৎ ॥ ১৫৮ ॥
অষ্টাশীতি-সহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্।
ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেয়া যে শ্মশানানি ভেজিরে ॥ ১৫৯ ॥
লোক-সংব্যবহারেণ ভূতারম্ভকৃতেন চ।
ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রবৃত্ত্যা চ মৈথুনোপগমেন চ ॥ ১৬০ ॥
তথা কামকৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ।
এতৈস্তৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানি হি ভেজিরে ॥১৬১ ॥
প্রজৈষিণস্তে মুনয়ো দ্বাপরেষ্বিহ জজ্ঞিরে ॥ ২৬২ ॥

এই সকল মুনিগণ মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ পরবর্ত্তিগণের স্থানে উৎপন্ন হন, এবং পরবর্ত্তিগণ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিধন হইলে উৎপন্ন হন, এইরূপ পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহারা ভূতগণের প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৫৮ ॥

সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে চন্দ্রমণ্ডল ও তারকামণ্ডল পর্য্যন্ত যে আটআশি হাজার (৮৮০০) মুনি অবস্থিতি করেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ মুনিদিগের মধ্যে পরিগণিত এবং শ্মশানবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৫৯ ॥

লোকব্যবহার, ভূতারম্ভক কার্য্য, ইচ্ছা দ্বেষাদি প্রকৃতি ও মৈথুন প্রভৃতি কামকৃত কার্য্যসমূহ, বিষয় সেবা এই সমস্ত কারণে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া শ্মশান অবলম্বন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রজাভিলাষী মুনিগণ দ্বাপর যুগে এই মর্ত্তাভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৬০—১৬১ ॥

নাগবীথীর উত্তরদিকে ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণদিকে যে পথ তাহাই দেবযান নামক সূর্য্যের উত্তরপথ বলিয়া কথিত ॥ ১৬২ ॥

নাগবীথ্যুত্তরে যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানস্তু স স্মৃতঃ॥ ১৬৩॥
যত্র তে বাসিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততস্তে জুগুপ্সন্তে তস্মান্ মৃত্যুর্জ্জিতস্তু তৈঃ॥ ১৬৪॥
অষ্টাশীতি-সহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্ পন্থানমর্য্যম্ণঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবাৎ॥ ১৬৫॥
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।
আভূতসংপ্লবস্থানামমৃতত্বং বিভাব্যতে॥ ১৬৬॥
ত্রৈলোক্যস্থিতি-কালোঽয়মপুনর্মার্গগামিনঃ।
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতোঽপরম্।
আভূতসংপ্লবান্তে তু ক্ষীয়ন্তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ॥ ১৬৭॥
ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্রাস্তি বৈ স্মৃতম্।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥ ১৬৮॥

এই পথে যে সকল বিমলচেতা সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। এই ঊর্দ্ধরেতা মুনিদিগের সংখ্যা আটআশি হাজার (৮৮০০০) ইহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উত্তরপথেই অবস্থান করেন এবং যথাযথ কারণসমূহ দ্বারা শুদ্ধচেতা হওয়ায় প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অমর হইতে পারিয়াছেন॥ ১৬৩—১৬৪॥

এই ইহাদিগের ত্রৈলোক্য অবস্থান কাল, ইহার মধ্যে তাঁহারা অন্যমার্গে গমন করেন না। তবে ব্রহ্মহত্যা বা অশ্বমেধাদি পাপপুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ সমস্ত ঊর্দ্ধরেতাগণেরও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৬৬—১৬৭॥

এই ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের উত্তরভাগে ধ্রুবলোক, ইহা আকাশমার্গে সমুজ্জ্বল ও দিব্য বিষ্ণুপদ নামক তৃতীয় লোক বলিয়া অভিহিত হয়॥ ১৬৮॥

তত্রগত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাধকাঃ॥ ১৬৯॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স্বায়ম্ভুবে নিসর্গে তু ব্যাখ্যাতান্যন্তরাণি তু।
ভবিষ্যাণি চ সর্ব্বাণি তেষাং বক্ষ্যাম্যনুক্রমম্॥ ১
এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ প্রপচ্ছুর্লোমহর্ষণম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারং গ্রহাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ২॥

বিষ্ণুর পরমপদ এই ধ্রুবলোকে গমন করিতে পারিলে শোক দুঃখাদি কোন যাতনা থাকে না। এই লোকে ধার্ম্মিক সাধকগণ বাস করেন॥ ১৬৯॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে চুয়ান্ন অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

সূত কহিলেন, এইরূপে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টিকালীন অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা-সমূহ ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর তাহার আনুক্রমিক বিবরণ কীর্ত্তন করিব॥ ১॥

মুনিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহসমূহের সঞ্চরণকথা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২॥

ঋষয় উচুঃ।

ভ্রমন্তে কথমেতানি জ্যোতীংষি দিবিমণ্ডলম্।
তির্য্যগ্‌ব্যুহেন সর্ব্বাণি তথৈবাসঙ্করেণ চ।
কশ্চ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ং ॥ ৩ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নোনিগদ সত্তম।
ভূতসম্মোহনন্ত্বেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

ভূতসম্মোহনং হোতদ্ ব্রুবতো মে নিবোধত।
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যং যত্তৎসংমোহয়তে প্রজাঃ ॥ ৫ ॥
যোহসৌ চতুর্দ্দিশং পুচ্ছে শিশুমারে বাবস্থিতঃ।
উত্তানপাদ-পুত্রোহসৌ মেধীভূতোধ্রুবো দিবি ॥ ৬ ॥
সহি ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবং ॥ ৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, আকাশমণ্ডলে এই সমস্ত জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ কিরূপে বক্রভাবে ও পরস্পর পৃথক ভাবে ভ্রমণ করে? ইহারা স্বয়ং ভ্রমণ করে অথবা অন্য কেহ ইহাদিগকে ভ্রমণ করায়? হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমরা এই সমস্ত ভূত-চমৎকারকারী বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে॥ ৩—৪ ॥

সূত কহিলেন, যাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও প্রজাসমূহ মুগ্ধ হইয়া উঠে, ভূতগণের চমৎকার-বিধায়ক সে সমস্ত ঘটনা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

আকাশমণ্ডলে চতুর্দ্দিক্ বিস্তৃত শিশুমার পুচ্ছে অবস্থিত যে একটী নক্ষত্র আছে, ইহাই উত্তানপাদপুত্র মেধীভূত ধ্রুব ॥ ৬ ॥

এই ধ্রুবই স্বয়ং ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহকে ভ্রমণ

ধ্রুবস্য মনসা চাসৌ সর্পতে ভগণঃ স্বয়ং।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৮ ॥
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ।
তেষাং যোগশ্চ ভেদশ্চ কালচারস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥
অস্তোদয়ৌ তথোৎপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
বিষুবদ্‌গ্রহবর্ণাশ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
বর্ষা ঘর্ম্মো হিমং রাত্রিঃ সন্ধ্যা চৈব দিনং তথা।
শুভাশুভং প্রজানাঞ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥
ধ্রুবেণাধিকৃতাংশ্চৈব সূর্য্যোপাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তদেষ দীপ্তকিরণঃ স কালাগ্নির্দ্দিবাকরঃ।
পরিবর্ত্তক্রমাদ্বিপ্রা ভাভিরালোকয়ন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥

করায়, ধ্রুব ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে অপর নক্ষত্র চক্রের ন্যায় তাহার অনুগমন করে ॥ ৭ ॥

ধ্রুবের গতি অনুসারেই নক্ষত্রগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও গ্রহ সমুদায় ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তাহারা বায়ুসমূহরূপ রজ্জু দ্বারা ধ্রুবের সহিত নিবদ্ধ আছে, সুতরাং ধ্রুব হইতেই তাহাদিগের যোগ, বিয়োগ, কালসঞ্চরণ, অস্ত, উদয়, উৎপাত, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন ও বিষুবৎ প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হয় ॥ ৯—১০ ॥

তদ্ভিন্ন বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, সন্ধ্যা, দিন এবং প্রজাদিগের শুভাশুভ প্রভৃতিও ধ্রুব হইতেই হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সকল গ্রহ ধ্রুব কর্ত্তৃক অধিকৃত; সুতরাং সূর্য্য ও ধ্রুবদ্বারা আবৃত থাকায় এইরূপ দীপ্তকিরণ ও কালাগ্নি স্বরূপ হইয়া দিবাকর হইতে পারিয়াছেন এবং পরিবর্ত্তন ক্রমানুসারে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করেন ॥ ১২ ॥

সূর্য্যঃ কিরণজালেন বায়ু-যুক্তেন সর্ব্বশঃ।
জগতোজলমাদত্তে কৃৎস্নস্য দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥
আদিত্যপীতং সূর্য্যাগ্নেঃ সোমং সংক্রমতে জলম্।
নাড়ীভির্বায়ুযুক্তাভির্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
যৎসোমাৎ স্রবতে সূর্য্যস্তদগ্রেষ্ববতিষ্ঠতে।
মেঘা বায়ুনিঘাতেন বিসৃজন্তি জলংভুবি ॥ ১৫ ॥
এবমুৎক্ষিপ্যতে চৈব পততে চ পুনর্জ্জলম্।
নানাপ্রকারমুদকস্তদেব পরিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥
সন্ধারণার্থং ভূতানাং মায়ৈষা বিশ্বনির্ম্মিতা।
অনয়া মায়য়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বেশো লোককৃদ্দেবঃ সহস্রাংশুঃ প্রজাপতিঃ।
ধাতা কৃৎস্নস্য লোকস্য প্রভুর্বিষ্ণুর্দিবাকরঃ ॥ ১৮ ॥

হে বিপ্রগণ! সূর্য্য বায়ুযুক্ত কিরণসমূহদ্বারা সমুদায় জগতের জল গ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

সেই সূর্য্য গৃহীত জল বায়ুযুক্ত নাড়ী সমূহদ্বারা সূর্য্যাগ্নি হইতে চন্দ্রে সংক্রমিত হয়, এবং তাহা হইতেই লোকপরম্পরা সৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য দ্বারা চন্দ্র হইতে জল নিঃসৃত হইয়া তাহার অগ্রভাগে অবস্থান করে, এবং মেঘ বায়ু নিঘাত দ্বারা সেই জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে ॥ ১৫ ॥

এইরূপে জল একবার উৎক্ষিপ্ত ও পুনর্ব্বার পতিত হওয়ায় নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভূতগণের প্রতিপালন জন্যই বিশ্ব-মধ্যে এই মায়া নির্ম্মিত হইয়াছে, সমুদায় চরাচর ত্রৈলোক্যই এই মায়া দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

এই সমস্ত কারণবশতই সূর্য্যদেব বিশ্বেশ্বর, লোকেশ্বর, প্রজাপতি, সমস্ত লোকের বিধাতা, প্রভু, বিষ্ণু এবং দিবাকর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বলৌকিকমম্ভো বৈ যৎ সোমান্নভসঃ স্রুতম্‌।
সোমাধারং জগৎসর্ব্বমেতত্তথ্যং প্রকীর্ত্তিতম্‌॥ ১৯॥
সূর্য্যাদুষ্ণং নিস্রবতে সোমাচ্ছীতং প্রবর্ত্ততে।
শীতোষ্ণবীর্য্যৌ দ্বাবেতৌ যুক্তৌ ধারয়তোজগৎ॥ ২০॥
সোমাধারা নদী গঙ্গা পবিত্রা বিমলোদকা।
সোমপুত্রপুরোগাশ্চ মহানদ্যোদ্বিজোত্তমাঃ॥ ২১॥
সর্ব্বভূতশরীরেষু আপোহ্যনুগতাশ্চ যাঃ।
তেষু সন্দহ্যমানেষু জঙ্গম-স্থাবরেষু চ॥ ২২॥
ধূমভূতাস্তু তা আপোনিষ্ক্রামন্তীহ সর্ব্বশঃ।
তেন চাভ্রাণি জায়ন্তে স্থানমভ্রাম্ভসাং স্মৃতম্‌॥ ২৩॥
আর্কস্তেজোহি ভূতেভ্যোহ্যাদত্তে রশ্মিভির্জ্জলম্‌।
সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাদ্বহন্ত্যাপোগভস্তয়ঃ॥ ২৪॥

আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে সর্ব্বলৌকিক সলিল নিঃসৃত হয় বলিয়া, জগৎ সোমাধার নামে কথিত হয়॥ ১৯॥

সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং চন্দ্র হইতে শীত প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই চন্দ্রসূর্য্য শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, ইহারা উভয়ে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ২০॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিমল জলসম্পন্ন পবিত্র গঙ্গানদী সোমাধার এবং মহানদীসমূহও সোমসন্ততিগণের অগ্রবর্ত্তী॥ ২১॥

সর্ব্বভূত শরীরে যে জলসমূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, স্থাবর জঙ্গমাদি দগ্ধ হওয়ার সময় সেই জলসমূহ ধূমরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, তাহাই জলের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ২২—২৩॥

সূর্য্য রশ্মিসমূহ দ্বারা ভূত সমুদায় হইতে জল গ্রহণ করে, এবং সমুদ্র হইতেও বায়ু সংযোগে জলগ্রহণ করিয়া থাকে॥ ২৪॥

যতস্তু ঋতুবশাৎ কালে পরিবর্ত্তোদিবাকরঃ।
যচ্ছত্যপো হি মেঘেভ্যঃ শুক্লাঃ শুক্লগভস্তিভিঃ ॥ ২৫ ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৬ ॥
ততোবর্ষতি ষণ্মাসান্ সর্ব্বভূত-বিবৃদ্ধয়ে।
বায়ব্যং স্তনিতঞ্চৈব বৈদ্যুতঞ্চাগ্নি-সম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥
মেহনাচ্চ মিহের্দ্ধাতোর্মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ।
নভ্রশ্যন্তি যতস্তাপস্তদভ্রং কবয়োবিদুঃ ॥ ২৮ ॥
মেঘানাং পুনরুৎপত্তিস্ত্রিবিধা যোনিরুচ্যতে।
আগ্নেয়া ব্রহ্মজাশ্চৈব পক্ষজাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
ত্রিধা ঘনাঃ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি সম্ভবম্ ॥ ২৯ ॥
আগ্নেয়াস্ত্বর্ণজাঃ প্রোক্তাস্তেষাং তস্মাৎ প্রবর্ত্তনম্।
শীতদুর্দ্দিনবাতা যে স্বগুণাস্তে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥

দিবাকর ঋতুবশে যথাকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া শুক্লকিরণ সমূহ দ্বারা মেঘ হইতে শুক্ল জলসমূহ প্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

মেঘস্থ জলসমূহ বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সর্ব্বভূতের হিতার্থ চতুর্দ্দিকে বায়ুবশেই পতিত হয়। সুতরাং সর্ব্বভূত বৃদ্ধি জন্য ছয়মাস বৃষ্টি হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জন এবং বিদ্যুদগ্নিও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ২৬—২৭ ॥

মেহন অর্থাৎ ক্ষরণ জন্য মিহ ধাতু হইতে মেঘ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সহসা জলসমূহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হওয়ায় কবিগণ তাহার অপরনাম অভ্র করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

মেঘসমূহের উৎপত্তি ত্রিবিধ কথিত আছে, আগ্নেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। ত্রিবিধ মেঘের যথাসম্ভব লক্ষণাদি আমি কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২৯ ॥

অর্ণজ মেঘকে আগ্নেয় মেঘ কহে, সমুদ্র হইতে এই মেঘের উৎপত্তি হয়। শীত, দুর্দ্দিন, বায়ু এই মেঘ হইতে উৎপন্ন হয়। . যে সকল মত্ত

মহিষাশ্চ বরাহাশ্চ মত্তমাতঙ্গ-গামিনঃ।
ভূত্বা ধরণিমভ্যেত্য বিচরন্তি রমন্তি চ ॥ ৩১ ॥
জীমূতা নাম তে মেঘা এতেভ্যোজীবসম্ভবাঃ।
বিদ্যুদ্‌গুণবিহীনাশ্চ জলধারা বিলম্বিনঃ ॥ ৩২ ॥
মূকা ঘনা মহাকায়াঃ প্রবাহস্য বশানুগাঃ।
ক্রোশমাত্রাচ্চ বর্ষন্তি ক্রোশোর্দ্ধাদপি বা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
পর্ব্বতাগ্রনিতম্বেষু বর্ষন্তি-চ রমন্তি চ।
বলাকা-গর্ভদাশ্চৈব বলাকা-গর্ভধারিণঃ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মজা নাম তে মেঘা ব্রহ্মনিশ্বাস-সম্ভবাঃ।
তে হি বিদ্যুদ্‌গুণোপেতাঃ স্তনয়ন্তি স্বনপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫ ॥
তেষাং শব্দপ্রণাদেন ভূমিঃ স্বাঙ্গরুহোদ্‌গমা।
রাজ্ঞী রাজ্ঞাভিষিক্তেব পুনর্যৌবনমশ্নুতে।
তেম্বিয়ং প্রীতিসংসক্তা ভূতানাং জীবিতোদ্ভবা ॥ ৩৬ ॥

মাতঙ্গগামী মহিষ ও বরাহ উৎপন্ন হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করে, সেই সকল জীবের উৎপত্তি কারণস্বরূপ মেঘ জীমূত নামে অভিহিত। এই জীমূত মেঘে বিদ্যুৎ গুণ নাই, ইহা জলধারা দ্বারা লম্বিত হইয়া পড়ে। ইহারা শব্দশূন্য মহাকায় এবং প্রবাহের বশীভূত। এক ক্রোশ বা অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া এই মেঘের বর্ষণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পর্ব্বতের শিখরদেশে ও নিতম্বদেশে ইহার অধিক বর্ষণ হয়। এই মেঘ বলাকাগণের গর্ভধারণকারী বলাকা-গর্ভদনামে প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে ইহাদিগের প্রথম উৎপত্তি হওয়ায় ইহাদিগকে ব্রহ্মজ মেঘ কহে। জীমূত মেঘ বিদ্যুৎগুণযুক্ত হইলে অতি গম্ভীর শব্দ করে, সেই শব্দ শ্রবণে ভূমির অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, তাহাতে ভূমি রাজ্যাভিষিক্তা রাজ্ঞীর ন্যায় পুনর্ব্বার যৌবন-শ্রী ধারণ করে। ঐ ভূমিতে জীমূত-মেঘ প্রীত

জীমূতা নাম তে মেঘা তেভ্যোজীবস্ত সম্ভবাঃ।
দ্বিতীয়ং প্রবহং বায়ুং মেঘাস্তে তু সমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
এতে যোজনমাত্রাচ্চ সার্দ্ধার্দ্ধান্নিকৃতাদপি।
বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।
শক্রেণ পক্ষাশ্ছিন্নাশ্চ পর্ব্বতানাং মহৌজসাম্।
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং শিবমিচ্ছতাম্ ॥ ৩৯ ॥
পুষ্করা নাম তে মেঘা বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।
পুষ্করাবর্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ শব্দিতাঃ ॥ ৪০ ॥
নানারূপধরাশ্চৈব মহাঘোরতরাশ্চ তে।
কল্পান্তবৃষ্টেঃ স্রষ্টারঃ সম্বর্ত্তাগ্নের্নিয়ামকাঃ ॥ ৪১ ॥
বর্ষন্ত্যেতে যুগান্তেষ তৃতীয়াস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনেকরূপসংস্থানাঃ পূরয়ন্তো মহীতলম্।
বায়ুং পরং বহন্তঃ স্যুরাশ্রিতাঃ কল্পসাধকাঃ ॥ ৪২ ॥

হইয়া আসক্ত হইলে তাহা হইতে ভূতগণের জীবন সঞ্চার হয়, এই মেঘ প্রবহ নামক দ্বিতীয় বায়ু অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা ১½ যোজন ব্যাপিয়া বর্ষণ ও ধারাসার প্রদান করে॥ ৩০—৩৮ ॥

পক্ষ হইতে যে মেঘসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই পক্ষজ মেঘদিগের নাম পুষ্করাবর্ত্তক। ইন্দ্র ভূতগণের মঙ্গলকামনা করিয়া যথেচ্ছগামী মহাতেজ-সম্পন্ন প্রবৃদ্ধ পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদন করিলে তাহা হইতে বিপুলকায় বহুল জলসমন্বিত পুষ্কর মেঘসমূহের উৎপত্তি হয়; এজন্য ইহাদিগকে পুষ্করাবর্ত্তক কহে। এই মেঘসমূহ নানারূপধারী, মহাঘোরতর, কল্পান্তকালে বৃষ্টিপ্রদ, সম্বর্ত্তক অগ্নির প্রবর্ত্তক এবং যুগান্তকালে বর্ষণকারী। এই মেঘ তৃতীয় মেঘ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারা বিবিধ আকৃতি ধারণ করিয়া মহীতল পূর্ণ করে এবং ইহারাই পরবায়ুর প্রবহণকারী, দেবগণের আশ্রিত ও কল্পসমূহের সাধক, বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ৩৯—৪২ ॥

[১]তান্যস্যাণ্ডকপালস্য সর্ব্বে মেঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নং ধূমঃ সর্ব্বেষামবিশেষতঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠস্তু পর্জ্জন্যশ্চত্বারশ্চৈব দিগ্‌গজাঃ ॥ ৪৩ ॥
গজানাং পর্ব্বতানাঞ্চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ।
কুলমেকং পৃথক্‌ভূতং যোনিরেকা জলং স্মৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
পর্জ্জন্যো দিগ্‌গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবাঃ।
তুষারবৃষ্টিং বর্ষন্তি সর্ব্বশস্য-বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
শ্রেষ্ঠঃ পরিবহোনাম তেষাং বায়ুরপাশ্রয়ঃ।
যোঽসৌ বিভর্ত্তি ভগবান্ গঙ্গামাকাশ গোচরাম্।
দিব্যামৃতজলাং পুণ্যাং বিদ্যাং স্বর্গপথি স্থিতাম্ ॥ ৪৬ ॥
তস্যা নিষ্পন্দজন্তোয়ং দিগ্‌গজাঃ পৃথুভিঃ করৈঃ।
শীকরং সংপ্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতি স স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রাকৃত অণ্ডকপালের অংশ হইতে উৎপন্ন ইহারাও মেঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধূম সকল প্রকার মেঘেরই বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধক। পর্জ্জন্য নামক মেঘ এই সকল মেঘ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই চতুর্ব্বিধ মেঘকেই দিগ্‌গজ কহে ॥ ৪৩ ॥

গজ, পর্ব্বত, মেঘ ও সর্পসমূহের কুল পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, একজলই ইহাদিগের উৎপত্তি-কারণ ॥ ৪৪ ॥

পর্জ্জন্য ও শীতসম্ভূত দিগ্‌গজগণ হেমন্তকালে সর্ব্বশস্য বৃদ্ধির জন্য তুষার বৃষ্টি বর্ষণ করে ॥ ৪৫ ॥

বায়ুগণ মধ্যে ভগবান্ পরিবহ নামক শ্রেষ্ঠ বায়ু স্বর্গপথস্থিতা, বিদ্যাস্বরূপিণী অতিজলশালিনী আকাশগোচরা পবিত্রা দিব্যগঙ্গাকে ধারণ করেন। ঐ গঙ্গার স্পন্দন জাত জল দিগ্‌গজগণ স্ব স্ব স্থূল শুণ্ডদ্বারা শীকর-রূপে পরিত্যাগ করে, তাহাই নীহার নামে অভিহিত হয় ॥ ৪৬—৪৭ ॥

---

(১) "যান্যস্যাণ্ডকপালস্য প্রাকৃতস্যা ভবত্তদা।
তস্মাদ্ ব্রহ্মাসমুৎপন্নশ্চতুর্বক্ত্রসমুদ্ভবং।" ইতি গ।

দক্ষিণেন গিরির্যোঽসৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ।
উদগ্ হিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্য চ দক্ষিণে।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥
তস্মিন্নিপতিতং বর্ষং যত্তুষারসমুদ্ভবম্।
ততস্তদাবহো বায়ুর্হিমশৈলাৎ সমুদ্বহন্।
আনয়ত্যাত্মযোগেন সিঞ্চমানো মহাগিরিম্ ॥ ৪৯ ॥
হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃ পরম্।
ইহাভ্যেতি ততঃ পশ্চাদপরান্ত-বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥
মেঘাবাপ্যায়নঞ্চৈব সর্ব্বমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
সূর্য্যএব তু বৃষ্টীনাং স্রষ্টা সমুপদিশ্যতে ॥ ৫১ ॥
ধ্রুবেণাবেষ্টিতঃ সূর্য্যস্তাভ্যাং বৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
ধ্রুবেণাবেষ্টিতো বায়ুর্বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ ॥ ৫২ ॥
গ্রহান্নিঃসৃত্য সূর্য্যাত্তু কৃৎস্নে নক্ষত্র-মণ্ডলে।
বারস্যান্তে বিশত্যর্কং ধ্রুবেণ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩ ॥

উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে হেমকূট নামক পর্ব্বত আছে, তাহার সমীপদেশে পুণ্ড্র নামক নগর অবস্থিত ॥ ৪৮ ॥

ঐ নগরে তুষারসম্ভূত যে জল নিপতিত হয়, বায়ু তাহা হিমশৈল হইতে বহন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক মহাগিরিতে সেচন করে ॥ ৪৯ ॥

হিমালয় অতিক্রমের পর অপরাপর ভূভাগের মঙ্গল উদ্দেশে সেই জল এদিকে আনীত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

এইরূপে মেঘসমূহ ও জলের বৃদ্ধির বিষয় কথিত হইল। সূর্য্যই বৃষ্টিসমূহের স্রষ্টারূপে নির্দ্দিষ্ট, এবং সূর্য্য ধ্রুব কর্ত্তৃক আবেষ্টিত থাকায় উভয় হইতেই বৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাও বলা হইয়া থাকে। আবার বায়ুও ধ্রুব কর্ত্তৃক আবেষ্টিত হইয়াই বৃষ্টির সংহার করে ॥ ৫১—৫২ ॥

সূর্য্য গ্রহ হইতে সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডল নিঃসৃত হইলে তাহারা পুনর্ব্বার ধ্রুব-পরিবেষ্টিত সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৩ ॥

অতঃ সূর্য্যরথস্যাথ সন্নিবেশং নিবোধত।
সংস্থিতেনৈকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা ॥ ৫৪ ॥
হিরণ্ময়েন ভগবান্ পর্ব্বণা তু মহৌজসা।
নষ্টবর্ত্মান্ধকারেণ ষট্ প্রকারৈক-নেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পতি ॥ ৫৫ ॥
দশযোজনসাহস্রোবিস্তারায়ামতঃ স্মৃতঃ।
দ্বিগুণোঽস্য রথোপস্থাদীষাদণ্ড-প্রমাণতঃ ॥ ৫৬ ॥
স তস্য ব্রাহ্মণা সৃষ্টো রথোহ্যর্থবশেন তু।
অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো যুক্তঃ পরমগৈর্হয়ৈঃ ॥ ৫৭ ॥
ছন্দোভির্বাজিরূপৈস্তু যতঃ শুক্রস্ততঃ স্থিতঃ।
বরুণস্যন্দনস্যেহ লক্ষণৈঃ সদৃশস্তু সঃ।
তেনাহসৌ সর্পতি ব্যোম্নি ভাস্বতা তু দিবাকরঃ ॥ ৫৮ ॥
অথেমানি তু সূর্য্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৫৯ ॥

অতঃপর সূর্য্যরথের সন্নিবেশ বিবরণ শ্রবণ করুন। ভগবান্ সূর্য্য একখানি চক্র, পাঁচটি অর ও তিনটি নাভিবিশিষ্ট স্বর্ণময় মহাতেজস্বী পথান্ধকারবিনাশী ছয়প্রকার নেমিবিশিষ্ট রথদ্বারা গমন করেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥

ঈষাদণ্ড প্রমাণানুসারে এই রথের বিস্তার পরিমাণ দশযোজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাণ কুড়িযোজন ॥ ৫৬ ॥

সূর্য্যদেবের এই ব্রহ্ম নির্ম্মিত কাঞ্চনময় দিব্যরথে প্রয়োজনবশতঃ পরমবেগশালী অশ্বসমূহ নিযোজিত আছে ॥ ৫৭ ॥

অশ্বরূপ ছন্দঃসমূহ এই রথে নিযোজিত আছে, এবং বরুণ রথের সহিত ইহার লক্ষণ সমান, সূর্য্য এই সমুজ্জল রথদ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করেন ॥ ৫৮ ॥

সূর্য্য রথের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যঙ্গ সমুদায় যথাক্রমে সম্বৎসরের অবয়বসমূহ দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অহস্তু নাভিঃ সূর্য্যস্য একচক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
আরাঃ পঞ্চর্ত্তবস্তস্য নেমিঃ ষড়্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ॥ ৬০॥
রথনীড়ঃ স্মৃতোহব্দস্ত্বয়নে কুবরাবুভৌ।
মুহূর্ত্তা বন্ধুরাস্তস্য শম্যাতস্য কলাঃ স্মৃতা॥ ৬১॥
তস্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতা ঘোণা ঈষাদণ্ডঃ ক্ষণাস্তুবৈ।
নিমেষাশ্চানুকর্ষোঽস্য ঈষা চাস্যলবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬২॥
রাত্রির্বরূথো ঘর্ম্মোঽস্য ধ্বজ ঊর্দ্ধ-সমুচ্ছ্রিতঃ।
যুগাক্ষকোটী তে তস্য অর্থকামাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ৬৩॥
সপ্তাশ্বরূপাশ্ছন্দাংসি বহন্তে বামতে ধুরাম্।
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ অনুষ্টুব্ জগতী তথা॥ ৬৪॥
পঙ্ক্তিশ্চ বৃহতী চৈব উষ্ণিক্ চৈব তু সপ্তমম্।
অক্ষে চক্রং নিবদ্ধন্তু ধ্রুবে স্বক্ষঃ সমর্পিতঃ॥ ৬৫॥
সহচক্রো ভ্রমত্যক্ষঃ সহাক্ষো ভ্রমতি ধ্রুবঃ।
অক্ষঃ সহৈব চক্রেণ ভ্রমতেঽসৌ ধ্রুবেরিতঃ॥ ৬৬॥

দিবস সূর্য্যচক্রের নাভি, তাহাই একচক্র নামে অভিহিত; ঋতুসমূহ, তাহার পঞ্চ অর, এবং ছয় ঋতু তাহার ছয়টি নেমি॥ ৬০॥

অব্দ রথনীড়, অয়নদ্বয় দুইটি কুবর, মুহূর্ত্ত সমুদায় বন্ধুরসমূহ, কলা-সমূহ শম্যা, কাষ্ঠাসমূহ ঘোণ, ক্ষণসমূহ ঈষাদণ্ড, নিমেষসমূহ অনুকর্ষ, লবসমূহ ঈষা, রাত্রি বরূথ, দিনমান উন্নত ধ্বজ, অর্থ ও কাম যুগ ও অক্ষকোটি॥ ৬১—৬৩॥

ছন্দোরূপী যে সপ্ত অশ্ব সূর্য্যরথ বহন করে, তাহাদের নাম গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, বৃহতী ও উষ্ণিক্। অক্ষে চক্র নিবদ্ধ আছে এবং সেই অক্ষ ধ্রুবের সহিত আবদ্ধ॥ ৬৪—৬৫॥

অক্ষ চক্রের সহিত ঘূর্ণিত হয় এবং ধ্রুব অক্ষের সহিত ঘূর্ণিত হয়, সুতরাং ধ্রুবই চক্রযুক্ত অক্ষকে ঘূর্ণিত করে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

এবমর্থবশাত্তস্য সন্নিবেশো রথস্য তু।
তথা সংযোগভাগেন সংসিদ্ধোভাস্বরো রথঃ ॥ ৬৭ ॥
তেনাঽসৌ তরণি দেবস্তরসা সর্পতে দিবি।
যুগাক্ষকোটি-সম্বদ্ধী রশ্মী দ্বৌ স্যন্দনস্য হি ॥ ৬৮ ॥
ধ্রুবেণ ভ্রমতো রশ্মী বিচক্রযুগয়োস্তু বৈ।
ভ্রমতো মণ্ডলানি স্যুঃ খেচরস্য রথস্য তু ॥ ৬৯ ॥
যুগাক্ষকোটী তে তস্য দক্ষিণে স্যন্দনস্য তু।
ধ্রুবেণ সংগৃহীতে বৈ দ্বিচক্র-শ্বেতরজ্জুবৎ ॥ ৭০ ॥
ভ্রমন্তমনুগচ্ছেতাঃ ধ্রুবং রশ্মী তু তাবুভৌ।
যুগাক্ষকোটী তে তস্য বাতোর্ম্মী স্যন্দনস্য তু ॥ ৭১ ॥
কীলাসক্তো যথা রজ্জুর্ভ্রমতে সর্ব্বতোদিশম্।
হ্রসতস্তস্য রশ্মী তৌ মণ্ডলেষুত্তরায়ণে ॥ ৭২ ॥

এইরূপে সূর্য্যরথের সন্নিবেশ কল্পিত হইয়াছে এবং ঐ সংযোগ ভাগদ্বারা উজ্জ্বল রথ সংসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

এইজন্য আকাশপথে সূর্য্যদেব বেগে গমন করিতে পারেন। রথের যুগ ও অক্ষকোটিতে দুইটি রশ্মি সম্বদ্ধ আছে, ধ্রুবের ভ্রমণানুসারে চক্র ও যুগের রশ্মিদ্বয় ভ্রমণ করে, এবং তাহা হইতেই আকাশচারী রথেরও মণ্ডল ভ্রমণ হইয়া থাকে ॥ ৬৮—৬৯ ॥

চক্রের দক্ষিণভাগে যুগ ও অক্ষকোটি নিবদ্ধ আছে, এবং শ্বেত রজ্জুর ন্যায় ঐ উভয় পদার্থ ধ্রুব কর্ত্তৃক গৃহীত আছে। ৭০ ॥

ধ্রুব ভ্রমণ করিলে ঐ রশ্মিদ্বয় তাহার অনুগমন করে, যুগ ও অক্ষকোটি রশ্মিদ্বয়ের অনুগমন করে এবং বাতোর্ম্মী রথের অনুগমন করিয়া থাকে ॥৭১॥

এই সমস্ত ভ্রমণ কোন কীলকে (গোঁজে) আবদ্ধ রজ্জুর ন্যায় সমুদায় দিকেই হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলের উত্তরায়ণকালে ঐ রশ্মিদ্বয়ের হ্রাস হয়,

বদ্ধেতে দক্ষিণে চৈব ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
ধ্রুবেণ সংগৃহীতৌ তু রশ্মী বৈ নয়তো রবিম্ ॥ ৭৩ ॥
আকৃষ্যেতে যদা তৌ বৈ ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ।
তদা সোঽভ্যন্তরং সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ॥ ৭৪ ॥
অশীতি মণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরুভয়োশ্চরন্।
ধ্রুবেণ মুচ্যমানাভ্যাং রশ্মিভ্যাং পুনরেবতু ॥ ৭৫ ॥
তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যোভ্রমতে মণ্ডলানি তু।
উদ্বেষ্টয়ন্ স বেগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈ ঋষিভিস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণী সর্পরাক্ষসৈঃ ॥ ১ ॥

এবং দক্ষিণায়নকালে বৃদ্ধি হয়। ধ্রুবগৃহীত রশ্মিদ্বয় সূর্য্যকে আকর্ষণ করে। রশ্মিদ্বয় আকর্ষণ করিলে সূর্য্য তাহাদের মধ্যভাগে মণ্ডলানুসারে ভ্রমণ করেন ॥ ৭২—৭৪ ॥

ধ্রুব কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ঐ রশ্মিদ্বয় মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যের অশীতিশত (৮০০০) মণ্ডল ভ্রমণ করা হয়। তাহার পর সূর্য্য বহির্ভাগে মণ্ডলবেষ্টন-পূর্ব্বক বেগে ভ্রমণ করিতে থাকেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ড নামক মহাপুরাণে পঞ্চান্ন অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

সূত বলিতেছেন, সূর্য্যদেব সেই রথে আদিত্যদেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প এবং রাক্ষস এই সপ্তগণের সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। ইহারা

এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ ক্রমেণ তু।
ধাতার্য্যমা পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥
উরগো বাসুকিশ্চৈব সঙ্কীর্ণারশ্চ তাবুভৌ।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব গন্ধর্ব্বৌ গায়তাং বরৌ ॥ ৩ ॥
ক্রতুস্থলাপ্সরাশ্চৈব তথা বৈ পুঞ্জিকস্থলা।
গ্রামণী রথকৃচ্ছ্রশ্চ তপোর্য্যশ্চৈব তাবুভৌ ॥ ৪ ॥
রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিশ্চ যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
মধুমাধবয়োরেষ গণো বসতি ভাস্করে ॥ ৫ ॥
বাসন্তগ্রৈষ্মিকৌ মাসৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ হ।
ঋষিরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ তক্ষকো রম্ভ এব চ ॥ ৬ ॥
মেনকা সহজন্যা চ গন্ধর্ব্বৌ চ হহা হুহূঃ।
রথস্বনশ্চ গ্রামণ্যো রথচিত্রশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭ ॥
পৌরুষেয়ো বধশ্চৈব যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ শুচিশুক্রয়োঃ ॥ ৮ ॥

দুই দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ধাতা ও অর্য্যমানামক আদিত্যদ্বয়, পুলস্ত ও পুলহ নামক ঋষিদ্বয়, বাসুকি ও সঙ্কীর্ণার নামক সর্পদ্বয়, গায়ক শ্রেষ্ঠ তুম্বুরু ও নারদ নামা গন্ধর্ব্বদ্বয়, ক্রতুস্থলা ও পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরাদ্বয়, রথকৃচ্ছ্র এবং তপোর্য্যা নামক যক্ষদ্বয়, হেতি ও প্রহেতি নামক রাক্ষসদ্বয় এই সপ্তগণ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যমণ্ডলে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ১—৫ ॥

মিত্র ও বরুণ নামে দেবতাদ্বয়, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই ঋষিদ্বয়, তক্ষক ও রম্ভ নামক সর্পযুগল, মেনকা ও সহজন্যা এই দুই অপ্সরা, হহা ও হুহূ নামক গন্ধর্ব্বদ্বয়, রথস্বন ও রথচিত্র নামক দুই যক্ষ, পৌরুষেয় ও বধনামা রাক্ষস, এই সপ্তগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৬—৮ ॥

ততঃ সূর্য্যে পুনস্ত্বন্যা নিবসন্তীহ দেবতাঃ।
ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বাংশ্চ অঙ্গিরা ভৃগুরেব চ ॥ ৯ ॥
এলাপর্ণস্তথা সর্পঃ শঙ্খপালশ্চ তাবুভৌ।
বিশ্বাবসূগ্রসেনৌ চ প্রাতশ্চৈবারুণশ্চ হ ॥ ১০ ॥
প্রম্লোচেতি চ বিখ্যাতা নিম্লোচেতি চ তে উভে।
যাতুধানস্তথা সর্পো ব্যাঘ্রঃ শ্বেতশ্চ তাবুভৌ।
নভোনভস্যয়োরেষ গণো বসতি ভাস্করে ॥ ১১ ॥
শরদৃতৌ পুনঃ শুভ্রা বসন্তি মুনিদেবতাঃ।
পর্জ্জন্যশ্চাথ পূষা চ ভরদ্বাজঃ সগৌতমঃ ॥ ১২ ॥
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথৈব সুরভিশ্চ যঃ।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উভে তে শুভলক্ষণে ॥ ১৩।
নাগ ঐরাবতশ্চৈব বিশ্রুতশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ সেনানীর্গ্রামণীশ্চ তৌ ॥ ১৪ ॥
আপো বাতশ্চ তাবেতৌ যাতুধানাবুভৌ স্মৃতৌ।
বসন্ত্যেতে তু বৈ সূর্য্যে মাসয়োশ্চ ইষোর্জ্জয়োঃ ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্র ও বিবস্বান্ নামে দেবতা, অঙ্গিরা ও ভৃগুনামা ঋষি, এলাপর্ণ ও শঙ্খপাল নামক সর্প, বিশ্বাবসু ও উগ্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব, প্রাত ও অরুণ নামা যক্ষ, প্রম্লোচা ও নিম্লোচা নাম্নী অপ্সরা, ব্যাঘ্র ও শ্বেত নামা নিশাচর এই সপ্তগণ শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে যথাক্রমে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন ॥ ৯—১১ ॥

পর্জ্জন্য ও পূষা নামক দেবতা, ভরদ্বাজ ও গৌতম নামে ঋষি, বিশ্বাবসু ও সুরভি নামক গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় নামক সর্প, সেনজিৎ ও সুষেণ নামা সেনানী গ্রামণী, আপ ও বাত নামক রাক্ষস এই সপ্তগণ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ক্রমান্বয়ে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে ॥ ১২—১৫ ॥

হৈমন্তিকৌ তু দ্বৌ মাসৌ বসন্তি তু দিবাকরে।
অংশো ভগশ্চ দ্বাবেতৌ কশ্যপশ্চ ক্রতুশ্চ হ॥ ১৬॥
ভুজঙ্গশ্চ মহাপদ্মঃ সর্পঃ কর্কোটকস্তথা।
চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্ব ঊর্ণায়ুশ্চৈব তাবুভৌ॥ ১৭॥
ঊর্ব্বশী বিপ্রচিত্তিশ্চ তথৈবাপ্সরসৌ শুভে।
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীর্গ্রামণীশ্চ তৌ॥ ১৮॥
বিদ্যুৎস্ফূর্জ্জশ্চ তাবুগ্রৌ যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
সহে চৈব সহস্যে চ বসন্ত্যেতে দিবাকরে॥ ১৯॥
ততঃ শৈশিরয়োশ্চাপি মাসয়োর্নিবসন্তি বৈ।
ত্বষ্টা বিষ্ণুর্জ্জমদগ্নির্বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ॥ ২০॥
কাদ্রবেয়ৌ তথা নাগৌ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
গন্ধর্ব্বো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চ্চাস্তথৈব চ॥ ২১॥
তিলোত্তমাপ্সরাশ্চৈব দেবী রম্ভা মনোরমা।
ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব গ্রামণ্যৌ লোকবিশ্রুতৌ॥ ২২॥
ব্রহ্মোপেতস্তথা দক্ষো যজ্ঞোপেতশ্চ স স্মৃতঃ।
এতে দেবা বসন্ত্যর্কে দ্বৌ মাসৌ তু ক্রমেণ তু॥ ২৩॥

হেমন্ত ঋতুতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অংশ ও ভগনামা দেবতা, কশ্যপ ও ক্রতু নামে ঋষি, মহাপদ্ম ও কর্কোটক নামক সর্পদ্বয়, চিত্রসেন ও ঊর্ণায়ু নামা গন্ধর্ব্বদ্বয়, ঊর্ব্বশী ও বিপ্রচিত্তি এই দুই অপ্সরা, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি নামে যক্ষদ্বয়, বিদ্যুৎ ও স্ফূর্জ্জ নামা দুই রাক্ষস, এই সপ্তগণ সূর্য্যরথে অবস্থিতি করেন॥ ১৬—১৯॥

তৎপরে ত্বষ্টা ও বিষ্ণুনামা দেবতা, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র নামক ঋষিদ্বয়, কদ্রুপুত্র কম্বল ও অশ্বতর নামক ভুজঙ্গদ্বয়, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দুই গন্ধর্ব্ব তিলোত্তমা ও রম্ভা নামে অপ্সরা যুগল, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামক লোকবিখ্যাত গ্রামণী যক্ষদ্বয়, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে রাক্ষসযুগল, এই সপ্তগণ শিশির ঋতুতে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন॥ ২০—২৩॥

স্থানাভিমানিনো হ্যেতে গণা দ্বাদশসপ্তকাঃ।
সূর্য্যমাপ্যায়য়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
গ্রথিতৈস্তৈর্ব্বচোভিস্তু স্তুবন্তি মুনয়োরবিম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীতনৃত্যৈরুপাসতে ॥ ২৫ ॥
গ্রামণী যক্ষভূতাস্তু কুর্ব্বতে ভীষ-সংগ্রহম্।
সর্পা বহন্তি সূর্য্যঞ্চ যাতুধানা নু যান্তি চ।
বালখিল্যা নয়ন্ত্যস্তং পরিচার্য্যোদয়াদ্রবিম্ ॥ ২৬ ॥
এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ।
যথাযোগং যথাসত্যং যথাধর্ম্মং যথাবলম্ ॥ ২৭ ॥
যথা তপত্যসৌ সূর্য্যস্তেষাং সিদ্ধস্তু তেজসা।
ইত্যেতে বৈ বসন্তীহ দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ দিবাকরে ॥ ২৮ ॥
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাপ্সরসাঙ্গনাঃ।
গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা যাতুধানাশ্চ ভূয়শঃ ॥ ২৯ ॥

এই দ্বাদশ সপ্তকগণ স্বস্বস্থানাভিমানী ধাতা প্রভৃতি দেবতাগণ স্বীয় তেজদ্বারা সূর্য্যদেবের উত্তম তেজ বৃদ্ধি করিতেছেন। পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ স্তব করিতেছেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ নানারাগে গান করিতেছেন। ক্রতুস্থলা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছেন। রথকৃচ্ছ্র প্রভৃতি যক্ষগণ রথের রশ্মি সংযোজন করিয়া দিতেছেন। বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণ রথ বহন করিতেছেন, হেতি প্রভৃতি নিশাচরগণ ভগবান্ সূর্য্যদেবের অনুগমন করিয়া তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছেন। বালখিল্যাদি ঋষিগণ উদয়াবধি পরিচর্য্যা করিয়া অস্তাচলে লইয়া যাইতেছেন ॥ ২৪—২৬ ॥

এই সকল দেবদিগের যাঁহার যেরূপ বীর্য্য, তপস্যা, যোগ, সত্য, ধর্ম্ম এবং বল, সূর্য্যদেব তাহাদের সেই মহাতেজ দ্বারা পুষ্ট হইয়া এই চরাচরে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সপ্তগণ সূর্য্যরথে দুই দুই মাস যথানিয়মে অবস্থিত হইয়া উত্তাপ, বর্ষা, আলোক, বায়ুবহন ও সৃষ্টি

এতে তপন্তি বর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ।
ভূতানামশুভং কর্ম্ম ব্যপোহন্তীহ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥
মানবানাং শুভং হ্যেতে হরন্তি দুরিতাত্মনাম্।
দুরিতং হি প্রচারাণাং ব্যপোহন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥
বিমানেঽবস্থিতা দিব্যে কামগা বাতরংহসঃ।
এতে সহৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি দিবসানুগাঃ ॥ ৩২ ॥
বর্ষন্তশ্চ তপন্তশ্চ হ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ।
গোপায়ন্তি তু ভূতানি সর্ব্বাণীহামনুক্ষয়াৎ ॥ ৩৩ ॥
স্থানাভিমানিনামেতৎ স্থানং মন্বন্তরেষু বৈ।
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতন্তু যে ॥ ৩৪ ॥
এবং বসন্তি বৈ সূর্য্যে সপ্তকাস্তে চতুর্দ্দিশম্।
চতুর্দ্দশসু সর্গেষু গণা মন্বন্তরেষু চ ॥ ৩৫ ॥

কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ঋষিগণ কহিয়া থাকেন যে ইহলোকে ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে ইহারা জীবগণের অশুভ কর্ম্ম দূরীকৃত করেন। ইহারা স্বভাবতই দুরাত্মাদিগের শুভ ও সাধুদিগের দুরিত বিনাশ করেন ॥ ২৭—৩১ ॥

বায়ুর ন্যায় বেগশালী কামগামী এই সপ্তগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া প্রতিদিন সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং বর্ষা ও উত্তাপ প্রদান দ্বারা প্রজাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া মন্বন্তর (ক্ষয়কাল) পর্য্যন্ত সকল প্রাণিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই কাল-ত্রয়েই ইহারা স্থানাভিমানী হইয়া সমস্ত মন্বন্তরেই এই স্থানে বাস করেন। কদাপি উহা পরিত্যাগ করেন না। এইরূপে ঐ সপ্তগণ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৫ ॥

গ্রীষ্মে হিমে চ বর্ষাসু মুঞ্চমানো-
ঘর্ম্মং হিমঞ্চ বর্ষঞ্চ দিনং নিশাঞ্চ।
কালেন গচ্ছত্যবশাৎ পরিবৃত্তরশ্মি-
র্দেবান্ পিতৃংশ্চ মনুজাংশ্চ তর্পয়ন্ বৈ ॥ ৩৬ ॥
প্রীণাতি দেবানমৃতেন সূর্য্যঃ
সোমং সুষুম্নেন বিবর্দ্ধয়িত্বা।
শুক্লে তু পূর্ণং দিবস-ক্রমেণ
তং কৃষ্ণপক্ষে বিবুধাঃ পিবন্তি ॥ ৩৭ ॥
পীতন্তু সোমং দ্বিকলাবশিষ্টং
কৃষ্ণক্ষয়ে রশ্মিভিস্তং ক্ষরন্তম্।
সুধামৃতং তৎ পিতরঃ পিবন্তি
দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কব্যম্ ॥ ৩৮ ॥
সূর্য্যেণ গোভিস্তু সমুদ্ধৃতাভি-
রদ্ভিঃ পুনশ্চৈব সমুদ্ধৃতাভিঃ।
বৃষ্ট্যাতি বৃক্ষাভিরথৌষধীভি-
র্মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুধন্তৃষ্ণাপানৈর্জয়ন্তি ৩৯

সূর্য্যদেব গ্রীষ্ম, হিম ও বর্ষাকালে নিরন্তর উত্তাপ হিম ও বৃষ্টিপ্রদান করিয়া দেবগণ পিতৃগণ এবং মনুষ্যদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে সূর্য্যদেব সর্ব্বদা অমৃতদ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিতেছেন এবং শুক্লপক্ষে সুষুম্ন রশ্মিদ্বারা চন্দ্রকে প্রতিদিন বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, আর কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সোম পান করেন ॥ ৩৭ ॥

পিতৃগণ দেবতাসমূহ কর্ত্তৃক পীত কৃষ্ণপক্ষ ক্ষয় পাইলে দ্বিকলামাত্র অবশিষ্ট সুধাময় সেই চন্দ্রকে পান করিয়া থাকেন এবং সৌম্য দেবগণ ও কব্যপান করিয়া পরিতৃপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যদেব রশ্মিদ্বারা সমুদ্ধৃত জল পৃথিবীতে বৃষ্টি করিয়া ওষধি অন্নাদি

অমৃতেন তৃপ্তিস্ত্বর্দ্ধমাসং সুরাণাম্
মাসার্দ্ধ-তৃপ্তিঃ স্বধয়া পিতৃণাম্।
অন্নেন শশ্বত্তু দধাতি মর্ত্যান্
সূর্য্যঃ স্বয়ং তচ্চ বিভর্ত্তি গোভিঃ ॥ ৪০ ॥
অয়ং হরিস্তৈর্হরিভিস্তুরঙ্গমৈ-
রয়ন্ হি চাপো হরতীতি রশ্মিভিঃ।
বিসর্গকালে বিসৃজংশ্চ তাঃ পুনঃ
বিভর্ত্তি শশ্বৎ সবিতা চরাচরম্ ॥ ৪১ ॥
হরির্হরিভির্হ্রিয়তে তুরঙ্গমৈঃ
পিবত্যথাপো হরিভিঃ সহস্রধা।
ততঃ প্রমুঞ্চত্যপি তাস্ত্বসৌ হরিঃ
স মুহ্যমানো হরিভিস্তুরঙ্গমৈঃ ॥ ৪২ ॥

বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং মনুষ্যগণ ঐ অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সুরগণ অমৃতপানে এক পক্ষ, পিতৃগণ স্বধা দ্বারা একমাস ও মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোজন করিয়া শশ্বৎ (অহোরাত্র) ব্যাপিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

এই সূর্য্যদেব সপ্ত অশ্ব দ্বারা ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর বারি হরণ করেন, এই হেতু তিনি জগতে হরি বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন এবং বর্ষা সময়ে পুনর্ব্বার তাহা বৃষ্টি করিয়া চরাচর অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সেই হেতু তিনি লোকে সবিতা অর্থাৎ সকলের প্রসবকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

সূর্য্য এইরূপে হরিদ্বর্ণ অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া রশ্মিদ্বারা বারি আকর্ষণ করেন এবং পুনর্ব্বার পৃথিবীতে বর্ষণ করেন ॥ ৪২ ॥

ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু।
ভদ্রৈস্তৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥ ৪৩ ॥
অহোরাত্রাদ্রথেনাঽসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রাণ্ডং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ছন্দোভিরশ্বরূপৈস্তৈর্যতশ্চক্রস্ততঃ স্থিতৈঃ।
কামরূপৈঃ সকৃৎযুক্তৈরমিতৈস্তৈর্মনোজবৈঃ ॥ ৪৫ ॥
হরিতৈরব্যয়ৈঃ পিঙ্গৈরীশ্বরৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অশীতিমণ্ডলশতং ভ্রমন্ত্যব্দেন তে হয়াঃ।
বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চৈব মণ্ডলং দিবসক্রমাৎ ॥ ৪৬ ॥
কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তাস্তে বহন্ত্যাভূতসংপ্লবাৎ।
আবৃতা বালখিল্যৈস্তে ভ্রমন্তে রাত্র্যহাণি তু ॥ ৪৭ ॥
গ্রথিতৈর্বচোভিরগ্র্যৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
সেব্যতে গীতনৃত্যৈশ্চ গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
পতঙ্গঃ পতগৈরশ্বৈর্ভ্রমমাণো দিবস্পতিঃ ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্ দিবাকর একচক্র রথে সপ্ত অশ্বযোজনা করিয়া অতিশয় বেগে অহোরাত্র মধ্যে আকাশমার্গে সমুদ্রান্ত সপ্তদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দই অবিনাশী হরিদ্বর্ণ সপ্ত অশ্বরূপে সূর্য্যদেবের রথ চক্রের সম্মুখে অবস্থিত আছে। তাহারা একবারমাত্র রথে নিযুক্ত হইয়া ৮০০০ শত অশীতি মণ্ডল বিস্তৃত ভূমণ্ডলে অনায়াসে ইচ্ছানুসারে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪৫—৪৬ ॥

বালখিল্যাদি ঋষিগণে বেষ্টিত সেই অশ্বগণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ দিননাথকে অহোরাত্র বহন করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ঐ সময় মহর্ষিগণের প্রথিত বাক্যে ও মনোহর স্তবে স্তূয়মান দিবাকর বাক্যে ও মনোহর স্তবে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক নৃত্যগীতাদি দ্বারা সেবিত

বীথ্যাশ্রয়াণি চরন্তি নক্ষত্রাণি তথা শশী।
হ্রাসবৃদ্ধী তথৈবাস্য রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ স্মৃতে ॥ ৪৯ ॥
ত্রিচক্রোভয়পার্শ্বস্থো বিজ্ঞেয়ঃ শশিনো রথঃ।
অপাংগর্ভসমুৎপন্নো রথঃ সাশ্বঃ সসারথিঃ ॥ ৫০ ॥
শতারৈশ্চ ত্রিভিশ্চক্রৈর্যুক্তঃ শুক্লৈর্হয়োত্তমৈঃ।
দশভিস্তু কৃশৈর্দিব্যৈরসঙ্গৈস্তৈর্মনোজবৈঃ ॥ ৫১ ॥
সকৃদ্যুক্তে রথে তস্মিন্ বহদ্ভিশ্চাযুগক্ষয়াৎ।
সংগৃহীতা রথে তস্মিন্ শ্বেতাশ্চক্ষুঃশ্রবাস্তু বৈ।
অশ্বা স্তু একবর্ণা স্তে বহন্তে শঙ্খবর্চ্চসঃ ॥ ৫২ ॥
যযুশ্চ ত্রিমনাশ্চৈব বৃষোরাজীবলো হয়ঃ।
অশ্বো বামস্তুরণ্যশ্চ হংসোব্যোমী মৃগস্তথা ॥ ৫৩ ॥
ইত্যেতে নামভিঃ সর্ব্বে দশ চন্দ্রমসো হয়াঃ।
এতে চন্দ্রমসন্দেবং বহন্ত্যানুদিনং দিবি[১] ॥ ৫৪ ॥

হয়। এইরূপে নক্ষত্রগণ এক একটী কক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রও এইরূপে ভ্রমণ করেন। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চন্দ্রকিরণেরও ক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

চন্দ্রের রথ অশ্ব ও সারথির সহিত জলগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন, ইহার উভয় পার্শ্বে তিনটী চক্র, প্রত্যেক চক্রে ১০০টী অর আছে। চন্দ্রের রথের অশ্ব শুক্লবর্ণ ও হয়োত্তম জানিবে। মনের ন্যায় দ্রুতগামী কৃশ দশটী অশ্ব, তাহাতে, একবারমাত্র নিযুক্ত হইয়া যুগান্ত পর্য্যন্ত সুধাংশুকে বহন করিতেছে। এই রথে শ্বেতবর্ণ চক্ষুঃশ্রব অশ্ব সকল নিয়োজিত হয়। সকল অশ্বই একবর্ণ ও শঙ্খসদৃশ ॥ ৫০—৫২ ॥

যযু, ত্রিমনা, বৃষ, রাজী, বল, বাম, তুরণ্য, হংস, ব্যোমী ও মৃগ এই দশটী চন্দ্রের অশ্বের নাম। ইহারা নিরন্তর সুধাময় নিশাপতিকে আকাশ-মার্গে বহন করিতেছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

(১) "বহন্তি দিবসক্ষয়াৎ" ইতি খ পু।

দেবৈঃ পরিবৃতঃ সৌম্যঃ পিতৃভিশ্চৈব গচ্ছতি।
সোমস্য শুক্লপক্ষাদৌ ভাস্করে পুরতঃ স্থিতে।
আপূর্য্যতে পুরস্তাস্তু সততং দিবসক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥
দেবৈঃ পীতং ক্ষয়ে সোমমাপ্যায়য়তি নিত্যদা।
পীতং পঞ্চদশাহন্ত রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ॥ ৫৬ ॥
আপূরয়ন্ সুষুম্নেন ভাগং ভাগমহঃ ক্রমাৎ।
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য শুক্লা বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ ॥ ৫৭ ॥
তস্মাদ্ধ্রসন্তি বৈ কৃষ্ণে শুক্ল আপ্যায়য়ন্তি চ।
ইত্যেবং সূর্য্যবীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৫৮ ॥
এবমাপ্যায়িতঃ সোমঃ শুক্লপক্ষে দিনক্রমাৎ ৫৯ ॥
ততো দ্বিতীয়াপ্রভৃতি বহুলস্য চতুর্দ্দশী।
অপাং সারময়স্যেন্দো রসমাত্রাত্মকস্য চ।
পিবন্ত্যম্বুময়ং দেবা মধু সৌম্যং সুধামৃতম্ ॥ ৬০ ॥

দেবগণে ও পিতৃগণে পরিবৃত হইয়া সুধানিধি নিশাকর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। শুক্লপক্ষের প্রথম হইতে সূর্য্যদেব পুরোবর্ত্তী থাকিয়া চন্দ্র-মণ্ডলকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ তাঁহাকে পান করেন এবং শুক্লপক্ষে সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

ভগবান্ সূর্য্যদেব সুষুম্না নামক রশ্মি দ্বারা প্রতিদিন এক এক ভাগ করিয়া চন্দ্রকে পরিপূর্ণ করেন। পরে পঞ্চদশাহে শশির কলাসকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে ভাস্করপ্রভাবে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

শুক্লপক্ষে জলময় রসরূপ চন্দ্র ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত সুধাময় জলরাশি নিশাপতিকে দেব-গণ পান করেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

সম্ভৃতঞ্চার্দ্ধমাসেন অমৃতং সূর্য্যতেজসা।
ভক্ষার্থমমৃতং সৌম্যং পৌর্ণমাস্যামুপাসতে ॥ ৬১ ॥
একরাত্রং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ পিতৃভিশ্চ মহর্ষিভিঃ।
সোমস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাস্করাভিমুখস্য চ ॥ ৬২ ॥
প্রক্ষীয়ন্তে পুরস্তাত্তঃ পীয়মানাঃ কলাঃ ক্রমাৎ।
ক্ষীয়ন্তে তস্মাৎ কৃষ্ণে যাঃ শুক্লে হ্যাপ্যায়য়ন্তি তাঃ ॥৬৩ ॥
এবং দিনক্রমাতীতে বিবুধাস্তু নিশাকরম্।
পীত্বাঽৰ্দ্ধমাসংগচ্ছন্তি অমাবাস্যাং সুরোত্তমাঃ।
পিতরশ্চোপতিষ্ঠন্তি অমাবাস্যাং নিশাকরম্ ॥ ৬৪ ॥
ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্ণে পিতৃগণৈর্জঘন্যঃ পর্য্যুপাস্যতে ॥ ৬৫ ॥
পিবন্তি দ্বিকলাকালং শিষ্টা তস্য তু যা কলাঃ।
নিঃস্থতং তদমাবাস্যাংগভস্তিভ্যঃ স্বধামৃতম্।
তাং সুধাং মাসতৃপ্তো তু পীত্বা গচ্ছন্তি তেঽমৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রমণ্ডল অর্দ্ধমাসে সূর্য্যতেজঃ দ্বারা অমৃতে পরিপূর্ণ হয়। পরে দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ চন্দ্রনিঃসৃত অমৃত পান করিবার জন্য পূর্ণিমাতে তাঁহাকে উপাসনা করেন ॥ ৬১ ॥

সূর্য্যদেবের সম্মুখে অবস্থিত চন্দ্রের কলা দেবগণকর্ত্তৃক ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পীত হওয়ায় কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হইয়া শুক্লপক্ষে তাহা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২—৬৩ ॥

এরূপে চন্দ্রের সুধাপান করিতে করিতে অর্দ্ধমাসে দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। পিতৃগণও পান করিবার জন্য অমাবস্যাতে চন্দ্রকে আশ্রয় করেন ॥ ৬৪ ॥

তৎপরে চন্দ্রের কলারূপ পঞ্চদশ অংশ কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে অপরাহ্ণে পিতৃগণ সেই অবশিষ্ট অংশ পান করিবার জন্য তাহাকে উপাসনা করেন। দেবগণের পানাবশিষ্ট চন্দ্রের ২টী কলা হইতে গভস্তি দ্বারা অমা-

সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।
কব্যাশ্চৈব তু যে প্রোক্তা পিতরঃ সর্ব্বএব তে ॥ ৬৭ ॥
সংবৎসরাস্তু বৈ কব্যাঃ পঞ্চাব্দা যে দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ।
সৌম্যাস্তু ঋতবো জ্ঞেয়া মাসা বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তার্ত্তবাশ্চৈব পিতৃসর্গা হি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৬৮ ॥
পিতৃভিঃ পীয়মানস্য পঞ্চদশ্যাং কলা তু বৈ।
যাবন্ন ক্ষীয়তে তস্য ভাগঃ পঞ্চদশস্তু সঃ ॥ ৬৯ ॥
অমাবস্যান্তদা তস্য অন্তরা পূর্য্যতে পরম্।
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ বৈ পক্ষাদৌ ষোড়শ্যাং শশিনঃ স্মৃতৌ ॥ ৭০ ॥
এবং সূর্য্যনিমিত্তৈষা ক্ষয়বৃদ্ধির্নিশাকরে।
তারাগ্রহাণাং বক্ষ্যামি স্বর্ভানোশ্চ রথং পুনঃ ॥ ৭১ ॥
তোয়তেজোময়ঃ শুভ্রঃ সোমপুত্রস্য বৈ রথঃ।
যুক্তো হয়ৈঃ পিশঙ্গৈস্তু অষ্টাভির্বাতরংহসৈঃ ॥ ৭২ ॥

বক্তাতে সুধাময় অমৃত নিঃসৃত হয়। পিতৃগণ তাহা পান করিয়া এক মাস তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ৫৫—৬৬ ॥

অমৃতভোজী সেই পিতৃগণই, সৌম্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও কব্য নামে উক্ত হইয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

হে দ্বিজগণ! পিতৃগণ যাঁহাকে সংবৎসর কব্য নামে অভিহিত, তাঁহাকেই দ্বিজগণ পঞ্চাব্দ বলিয়া থাকেন। যাহা সৌম্য ঋতু তাহাই বর্হিষদ মাস নামে এবং অগ্নিষ্বাত্ত ঋতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

পিতৃগণ কর্তৃক পীয়মান চন্দ্রকলা পঞ্চদশী তিথিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অমাবস্যা, তাহার পর আবার পূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়; এই নিমিত্ত প্রত্যেক ষোড়শ দিনে পক্ষারম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্রের ক্ষয় অথবা বৃদ্ধি হইতে থাকে ॥ ৬৯—৭০ ॥

এই প্রকারে সূর্য্যের নিমিত্ত চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে তারা, রাহু ও অন্যান্য গ্রহদিগের রথের বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৭১ ॥

সোমপুত্র বুধগ্রহের রথ জল ও তেজোময় শুভ্রবর্ণ, উহাতে বায়ুতুল্য

সবরূথঃ সানুকর্ষঃ সুতো দিব্যোরথে মহান্।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু সধ্বজো মেঘসন্নিভঃ ॥ ৭৩ ॥
ভার্গবস্থ রথঃ শ্রীমান্ তেজসা সূর্য্যসন্নিভঃ।
পৃথিবী সম্ভবৈর্যুক্তো নানাবর্ণৈর্হয়োত্তমৈঃ ॥ ৭৪ ॥
শ্বেতঃ পিশঙ্গঃ সারঙ্গো নীলঃ পীতো বিলোহিতঃ।
কৃষ্ণশ্চ হরিতশ্চৈব পৃষতঃ পৃশ্নিরেব চ।
দশভিস্তৈর্মহাভাগৈরকৃশৈর্বাতবেগিতৈঃ ॥ ॥৭৫ ॥
অষ্টাশ্বঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ সোমস্থাপি রথোঽভবৎ।
অসঙ্গেলোহিতৈরশ্বৈঃ সর্ব্বৈরগ্নিসম্ভবৈঃ।
সর্পতেঽসৌ কুমারো বৈ ঋজুবক্রানুচক্রগঃ ॥ ৭৬ ॥
ততস্ত্বাঙ্গিরসোবিদ্বান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
শোণৈরশ্বৈঃ কাঞ্চনেন স্যন্দনেন প্রসর্পতি ॥ ৭৭ ॥

বেগগামী পিশঙ্গ বর্ণ অষ্টসংখ্যক অশ্বনিয়োজিত আছে, উহার বর্ণ মেঘসদৃশ এবং উহা বরূথ ও অনুকর্ষ দ্বারা সুসজ্জিত এবং বাণাধার, পতাকা ও ধ্বজযুক্ত উহাতে দিব্য সুমহান্ এক সারথি বিদ্যমান আছে ॥ ৭২—৭৩ ॥

শুক্রের রথ শ্রীযুক্ত কাঞ্চনবর্ণ এবং সূর্য্যসদৃশ তেজোময়, উহাতে শ্বেত, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, হরিত, পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত) ও পৃশ্নি এই নানাবর্ণের মহাভাগ বায়ুগামী পৃথিবী-সমুদ্ভূত স্থূলকায় দশটী অশ্ব সংযোজিত আছে ॥ ৭৪—৭৫ ॥

সোমগ্রহের কাঞ্চনরথও অপ্রতিহত সর্ব্বস্থানে গমন-সমর্থ, অগ্নিসম্ভব অষ্টসংখ্যক লোহিত অশ্বযুক্ত এবং শ্রীমান্ কুমার সোম ঋজু ও বক্র চক্র-বিশিষ্ট এই রথে সরল ও বক্রগতিতে ভ্রমণ করেন ॥ ৭৬ ॥

অঙ্গিরাপুত্র বিদ্বান্ দেবাচার্য্য বৃহস্পতি রক্তবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট কাঞ্চনময়-রথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

যুক্তস্তু বাজিভির্দিব্যৈরষ্টাভির্বাতসম্মিতৈঃ।
নক্ষত্রেঽব্দস্নিবসতি সবেগস্তেন গচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥
ততঃ শনৈশ্চরোঽপ্যশ্বৈঃ শবলৈর্ব্যোম-সম্ভবৈঃ।
কার্ষ্ণায়সং সমারুহ্য স্যন্দনং যাতি বৈ শনৈঃ ॥ ৭৯ ॥
স্বর্ভানোস্তু তথৈবাশ্বাঃ কৃষ্ণাহ্যষ্টৌ মনোজবাঃ।
রথস্তমোময়স্তস্য সকৃদ্‌যুক্তা বহন্ত্যত ॥ ৮০ ॥
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥ ৮১ ॥
অথ কেতু-রথস্যাশ্বা অষ্টাষ্টৌ বাতরংহসঃ।
পলালধূমসঙ্কাশাঃ শবলা রাসভারুণাঃ ॥ ৮২ ॥
এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃ সহ।
সর্ব্বে ধ্রুবনিবদ্ধাস্তে প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮৩ ॥

ইঁহার রথ পবনবেগগামী অষ্টসংখ্যক দিব্য অশ্বযুক্ত। ইনি এক বৎসর পর্য্যন্ত এক নক্ষত্রে বাস করেন, তৎপরে বেগে গমন করিতে থাকেন ॥ ৭৮ ॥

শনৈশ্চর গ্রহও নানাবর্ণযুক্ত ব্যোমসম্ভব অশ্বযুক্ত কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

রাহুগ্রহের তমোময় রথ মনের ন্যায় বেগগামী, কৃষ্ণবর্ণ, অষ্টসংখ্যক অশ্ব, একবার যোজিত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

রাহু আদিত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বদিনে পূর্ণিমায় চন্দ্রে প্রবিষ্ট হন এবং পুনরায় পর্ব্বদিনে অমাবস্যায় আদিত্যে আগমন করেন ॥ ৮১ ॥

এইরূপ কেতুর রথও বায়ুর তুল্য বেগশালী, পলাল ধূমের ন্যায় ধূসরবর্ণ ও রাসভের ন্যায় অরুণবর্ণের অষ্ট অশ্বযুক্ত ॥ ৮২ ॥

আমি যে সমস্ত গ্রহদিগের রথ ও অশ্বের বিষয় বর্ণন করিলাম, এই সমস্ত রথ ও অশ্বাদিসমন্বিত গ্রহগণ বায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮৩ ॥

এতে বৈ ভ্রাম্যমাণাস্তু যথাযোগং ভ্রমন্তি বৈ।
বায়ব্যাভিরদৃশ্যাভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮৪ ॥
পরিভ্রমন্তি তদ্‌বদ্ধাশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দিবি।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি ধ্রুবংতে জ্যোতিষাং গণাঃ ॥ ৮৫ ॥
যথা নদ্যুদকে নৌস্তু সলিলেন সহোহ্যতে।
তথা দেবালয়া হ্যেতে উহ্যন্তে বাতরশ্মিভিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেণ দৃশ্যন্তে ব্যোম্নি দেবগণাস্তু তে ॥ ৮৬ ॥
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাস্তু তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বা ধ্রুবনিবদ্ধাস্তা ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ ৮৭ ॥
তৈলপীড়াকরং চক্রং ভ্রমদ্‌ভ্রাময়তে যথা।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥ ৮৮ ॥
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতে প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৮৯ ॥

বায়ু-নির্ম্মিত অদৃশ্য রশ্মিতে বদ্ধ ও ভ্রামামাণ হইয়া এই গ্রহাদি সকলই যথানির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

এইরূপ পরস্পর বায়ু-রজ্জুবদ্ধ চন্দ্রসূর্য্য ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কগণ ভ্রমণশীল ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

নদীমধ্যস্থ নৌকা যেমন নদীর জলবেগদ্বারা বাহিত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত দেবতাদিগের আলয়সমূহও বায়ু-রজ্জুদ্বারা বাহিত হয়। সেই নিমিত্ত আকাশে এই সমস্ত দেবতাগণকে দেখিতে পাইয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥

যত তারা আছে, বাতরশ্মিও তত ইহারা সকলেই ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ থাকিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্রুবনক্ষত্রকেও ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ৮৭ ॥

তৈলপীড়াকর চক্র (ঘানিগাছ) যেমন ভ্রমণকালে মধ্যস্থিত দণ্ডাদি ভ্রমণ করায়, সেইরূপ বাতবদ্ধ সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৮৮ ॥

ইহারা বায়ুচক্রদ্বারা প্রেরিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে, বায়ু

এবং ধ্রুব-নিবন্ধোঽসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ।
সৈষ তারাময়ো জ্ঞেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি।
যদহ্না কুরুতে পাপং দৃষ্ট্বা তং নিশি মুচ্যতে ॥ ৯০ ॥
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবন্ত্যভ্যধিকানি তু ॥ ৯১ ॥
শাশ্বতঃ শিশুমারোঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ প্রবিভাগশঃ।
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়ো হ্যুত্তরো হনুঃ ॥ ৯২ ॥
যজ্ঞোঽধরস্তু বিজ্ঞেয়োধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ।
হৃদি নারায়ণঃ সাধ্যঃ অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ ॥ ৯৩ ॥
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনি।
শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানে সমাশ্রিতঃ ॥ ৯৪ ॥
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ।
তারকাঃ শিশুমারশ্চ নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

সমস্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল বহন করিয়া থাকে। সেই নিমিত্ত ঐ বায়ুর প্রবহ নাম হইয়াছে ॥ ৮৯ ॥

শিশুমারাকৃতি তারাময় জ্যোতিষ্ক আকাশমণ্ডলে স্থিরভাবে অবস্থিত আছে, রাত্রিকালে উহার দর্শনে দিবসকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং যত তারা এই শিশুমারের আশ্রিত, তত দীর্ঘজীবনলাভ হয় ॥ ৯০—৯১ ॥

এই শাশ্বত (নিত্য) শিশুমারকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিতে হয়। ইহার উত্তর হনু মুখের পার্শ্বদেশ ধ্রুবতারা, ধর্ম্ম উহার মস্তকদেশ এবং যজ্ঞ উহার অধর বলিয়া জানিবে। হৃদয়ে নারায়ণ ও পূর্ব্বপাদ যুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত আছেন। বরুণ ও অর্য্যমা ইহার পশ্চিম সক্থিদেশ এবং সংবৎসর ইহার শিশ্ন, মিত্র ইহার অপান আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহার পুচ্ছদেশে অগ্নি ও মহেন্দ্র। এই শিশুমার, কশ্যপ, মরীচি ও ধ্রুব এই চতুষ্টয় তারকা, কখনও অস্ত যায় না ॥ ৯২—৯৫ ॥

নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রীভূতাশ্রিতা দিবি ॥ ৯৬ ॥
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্।
প্রয়ান্তীহ বরং শ্রেষ্ঠমেধীভূতং ধ্রুবন্দিবি ॥ ৯৭ ॥
ধ্রুবাগ্নিকশ্যপানাস্তু বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।
একএব ভ্রমত্যেষ মেরুপর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ৯৮ ॥
জ্যোতিষাঞ্চক্রমেতদ্ধি সদা কর্ষত্যবাঙ্মুখঃ।
মেরুমালোকয়ত্যেষ প্রযাতীহ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ধ্রুবচর্য্যা নাম ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তু মুনয়ঃ পুনস্তে সংশয়ান্বিতাঃ।
পপ্রচ্ছুরুত্তরং ভূয়স্তদা তে লোমহর্ষণম্ ॥ ১ ॥

নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ, ইহারা সকলেই চক্রাশ্রিত, উন্মুখ ও পরস্পর পরস্পরের অভিমুখ ॥ ৯৬ ॥

সকলেই ধ্রুব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রেষ্ঠ মেধীভূত ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

ধ্রুব, কশ্যপ ও অগ্নি এই তারকাত্রয় মধ্যে ধ্রুবই শ্রেষ্ঠ, ইনি একাকী মেরুপর্ব্বতের শিরোদেশে ভ্রমণ করেন ॥ ৯৮ ॥

এই ধ্রুব নিম্নমুখী হইয়া সর্ব্বদা জ্যোতিশ্চক্র আকর্ষণপূর্ব্বক মেরুকে আলোকিত ও প্রদক্ষিণ করিতেছে ॥ ৯৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ধ্রুবচর্য্যা নামক ছাপ্পান্ন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

শাংশপায়ন কহিলেন, এইরূপ শ্রবণানন্তর মুনিগণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া

ঋষয় ঊচুঃ।

যদেতদুক্তং ভবতা গৃহাণ্যেতানি বিশ্রুতম্।
কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীংষি বর্ণয়।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব জ্যোতিষাঞ্চৈব নিশ্চয়ম্ ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং তদা সূতঃ সমাহিতঃ।
অস্মিন্নর্থে মহাপ্রাজ্ঞৈর্যদুক্তং জ্ঞানবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩ ॥
তদ্বোহহং সম্প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ভবম্।
যথা দেবগৃহাণীহ সূর্য্যাচন্দ্রমসো গৃহম্ ॥ ৪ ॥
অতঃপরং ত্রিবিধাগ্নের্বক্ষ্যেহস্ত সমুদ্ভবম্।
দিব্যস্ত ভৌতিকস্যাগ্নেরণ্যাগ্নেঃ পার্থিবস্য চ ॥ ৫ ॥
ব্যুষ্টায়াস্তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
অব্যাকৃতমিদন্ত্বাসীন্নৈশেন তমসাবৃতম্ ॥ ৬ ॥
চতুর্ভূতাবশিষ্টেঽস্মিন্ পার্থিবঃ সোঽগ্নিরুচ্যতে।
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যো শুচিরগ্নিস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

পুনর্ব্বার লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি যে সকল গৃহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন সে সকলই প্রসিদ্ধ, এখন দেবগৃহ কীদৃশ ও নক্ষত্রমণ্ডলই বা কীদৃশ তাহা বর্ণনা করুন ॥ ১—২ ॥

মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত সমাহিতচিত্ত হইয়া কহিলেন, হে মুনিগণ! এবিষয়ে প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকটে সে সমস্ত বর্ণনা করিব। দেবগণের ও চন্দ্রসূর্য্যের গৃহ কিরূপ তাহা আমি বর্ণনা করিব, পরে দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব ত্রিবিধ অগ্নির উৎপত্তিও বর্ণন করিব ॥ ৩—৫ ॥

অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার রজনী প্রভাত হইলে নৈশ অন্ধকারময় এই চরাচর অব্যাকৃত অর্থাৎ একাকার ছিল ॥ ৬ ॥

এই বিশ্বের চতুর্ভূতাবস্থায় যে অগ্নি তাহাকে পার্থিব অগ্নি বলা হয়।

বৈদ্যুতাখ্যস্তু বিজ্ঞেয়স্তেষাং বক্ষ্যেঽথ লক্ষণম্‌।
বৈদ্যুতো জাঠরঃ সৌরোহ্যপাং গর্ভাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তস্মাদপঃ পিবন্‌ সূর্য্যো গোভির্দীপ্যত্যসৌ দিবি॥ ৮॥
বৈদ্যুতেন সমাবিষ্টো বার্ক্ষো নাদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
মানবানাঞ্চ কুক্ষিস্থোনাদ্ভিঃ শাম্যতি পাবকঃ॥ ৯॥
অর্চ্চিষ্মান্‌ পরমঃ সোঽগ্নিঃ প্রভবো জাঠরঃ স্মৃতঃ।
যশ্চায়ং মণ্ডলী শুক্লো নিরুষ্মা সংপ্রকাশতে॥ ১০॥
প্রভা হি সৌরী পাদেন হ্যস্তং যাতি দিবাকরম্‌।
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে॥ ১১॥
উদ্যন্তঞ্চ পুনঃ সূর্য্যমৌষ্ণ্যমাগ্নেয়মাবিশৎ।
পাদেন পার্থিবস্যাগ্নেস্তস্মাদগ্নিস্তপত্যসৌ॥ ১২॥
প্রকাশশ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সৌরাগ্নেয়ে তু তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্‌॥ ১৩॥
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তস্মাদস্মিংশ্চ দক্ষিণে।

যে অগ্নি সূর্য্যে উত্তাপ দান করিতেছে, সেই অগ্নি শুদ্ধ ও তাহার নাম বৈদ্যুত, এক্ষণে তাহার লক্ষণ বলা হইতেছে॥ ৭—৮॥

অগ্নি ত্রিবিধ—বৈদ্যুত, জাঠর ও সৌর। সূর্য্য বৈদ্যুতাগ্নিবিশিষ্ট হইয়া কিরণ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, জল তাহাকে নির্বাপিত করিতে পারে না। মানবের কুক্ষিস্থ অগ্নির নাম জাঠরাগ্নি এবং সেই অগ্নি মণ্ডলাকার শুক্লবর্ণ ও নিরুষ্মা, সূর্য্য অস্তগমন করিলে সূর্য্যের প্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই জন্য প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৯—১১॥

পুনর্ব্বার যে সময় সূর্য্য উদিত হন, তখন আগ্নেয় উষ্ণতা পুনর্ব্বার সূর্য্যে প্রবেশ করে, সে জন্যই সূর্য্য উত্তাপদান করিয়া থাকেন॥ ১২॥

সৌর বা আগ্নেয় প্রকাশ ও উষ্ণতা, সূর্য্য ও অগ্নি এই উভয়ের অভ্যন্তরে পর্য্যায়ক্রমে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর পরস্পরের বৃদ্ধি করিতেছে॥ ১৩॥

উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যে রাত্রিরাবিশতে হ্যপঃ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবারাত্রিপ্রবেশনাৎ ॥ ১৪ ॥
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে অহর্বৈ প্রবিশত্যপঃ।
তস্মান্নক্তং পুনঃ শুক্লা আপো দৃশ্যন্তে ভাস্বরাঃ ॥ ১৫ ॥
এতেন ক্রমযোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে।
উদয়াস্তময়ে নিত্যমহোরাত্রং বিশত্যপঃ ॥ ১৬ ॥
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যো পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ।
পার্থিবো হি বিমিশ্রোঽহসৌ দিবাঃ শুচিরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
সহস্রপাদঃ সোঽগ্নিস্তু বৃত্তঃ কুম্ভনিভঃ শুচিঃ।
আদত্তে তত্তু রশ্মীনাং সহস্রেণ সমন্ততঃ ॥ ১৮ ॥
নাদেয়ী শ্চৈব সামুদ্রীঃ কৌপ্যাশ্চৈব সধন্বনীঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব যশ্চ সূর্য্যো হিরণ্ময়ঃ।
তস্য রশ্মিসহস্রন্তু বর্ষশীতোষ্ণনিস্রবন্ ॥ ১৯ ॥
তাসাং চতুঃশতা নাড্যো বর্ষন্তে চিত্রমূর্ত্তয়ঃ।
বন্দনাশ্চৈব বন্দ্যাশ্চ ঋতনা নূতনাস্তথা।
অমৃতা নামতঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জ্জনাঃ ॥ ২০ ॥

সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইলে রাত্রি সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেই জন্যই সলিল দিবসে তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পুনর্ব্বার সূর্য্য অস্ত গমন করিলে দিবস সলিলে প্রবেশ করে, সে জন্যই রাত্রিকালে জল ভাস্বর শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে অহোরাত্রি সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে জলে প্রবেশ করে। যে অগ্নি সূর্য্যের মধ্যে থাকিয়া কিরণদ্বারা জলপান করিতেছে, সেই অগ্নি পার্থিব কুম্ভসদৃশ গোলাকার ও পবিত্র এবং তাহার নাম সহস্রপাদ, যেহেতু সেই অগ্নি রশ্মি-সহস্র দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্র, নদী, কূপ, মরু, স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতির রস আকর্ষণ করিতেছে, যে সূর্য্য হিরণ্ময়, তাহার রশ্মি, সহস্র বৃষ্টি-শীত-উষ্ণতা সৃষ্টি করিতেছে। তাহার মধ্যে বন্দনা, বন্দ্যা, ঋতনা, নূতনা এবং অমৃতা নামক চারিশত রশ্মি বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ১৫—২০ ॥

হিমবাহাশ্চ তাভ্যোঽন্যা রশ্ময়স্ত্রিশতাঃ পুনঃ।
দৃশ্যা মেধ্যাশ্চ বাহ্যাশ্চ হ্লাদিন্যো হিমসর্জ্জনাঃ ॥ ২১ ॥
চন্দ্রাস্তা নামতঃ সর্ব্বাঃ পীতাভাস্তু গভস্তয়ঃ।
শুক্লাশ্চ কুকুভশ্চৈব গাবো বিশ্বভৃতস্তথা ॥ ২২ ॥
শুক্লাস্তা নামতঃ সর্ব্বাস্ত্রিশতা ঘর্ম্মসর্জ্জনাঃ।
সমং বিভর্ত্তি তাভিস্তু মনুষ্য-পিতৃ-দেবতাঃ ॥ ২৩ ॥
মনুষ্যানৌষধেনেহ স্বধয়া চ পিতৄনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্রীংস্ত্রিভিস্তর্পয়ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ স তৈঃ সন্তপতে ত্রিভিঃ।
বর্ষাস্বথো শরদি চ চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥ ২৫ ॥
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমং স সৃজতে ত্রিভিঃ।
ওষধীষু বলন্ধত্তে স্বধয়া চ পিতৄনপি।
সূর্য্যোঽমরত্বমমৃতং ত্রয়স্ত্রিষু নিযচ্ছতি ॥ ২৬ ॥
এবং রশ্মিসহস্রন্তৎ সৌরং লোকার্থসাধকম্।
ভিদ্যতে ঋতুমাসাদ্য জলশীতোষ্ণ-নিস্রবম্ ॥ ২৭ ॥

তাহা হইতে ভিন্ন হিমবাহী দৃশ্য পবিত্র পীতবর্ণ গভস্তি সকল চন্দ্রা নামে অভিহিত। হিমবাহ তিন শত রশ্মি, ইহা হইতে হিমের সৃষ্টি হয়। আহ্লাদ-জনক শুক্লবর্ণ অপর কিরণ সকল বিশ্বপ্রতিপালন করে। তাহাদের নাম শুক্ল। এই তিনশত রশ্মি উষ্ণতা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য, পিতৃ ও দেব-গণকে প্রতিপালন করে ॥ ২১—২৩ ॥

সকল সূর্য্যরশ্মি মনুষ্য, পিতৃ ও দেবতাগণকে ঔষধ, স্বধা ও অমৃত দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য বসন্তে ও গ্রীষ্মে সেই তিনশত রশ্মিদ্বারা উত্তাপ দান করিতেছেন, বর্ষা ও শরতে সেই চারিশত রশ্মিদ্বারা বৃষ্টি করিতেছেন, হেমন্তে শীতকালে সেই তিনশত রশ্মিদ্বারা শৈত্যদান করিতেছেন। তিনি ওষধি, স্বধা ও অমৃত-দ্বারা মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণকে বলদান করিতেছে ॥ ২৫—২৭ ॥

ইত্যেতন্মণ্ডলং শুক্রং ভাস্বরং সূর্য্যসংজ্ঞিতম্।
নক্ষত্রগ্রহসোমানাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।
ঋক্ষচন্দ্রগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ ॥ ২৮ ॥
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমো গ্রহরাজো দিবাকরঃ।
শেষাঃ পঞ্চগ্রহা জ্ঞেয়াঃ ঈশ্বরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯ ॥
পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
শেষাণাং প্রকৃতিং সম্যগ্বর্ণ্যমানাং নিবোধত ॥ ৩০ ॥
সুরসেনাপতিঃ স্কন্দঃ পঠ্যতেঽঙ্গারকো গ্রহঃ।
নারায়ণং বুধং প্রাহুর্দেবং জ্ঞানবিদো বিদুঃ ॥ ৩১ ॥
রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো লোকে প্রভুঃ স্বয়ম্।
মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠো মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ৩২ ॥
দেবাসুরগুরূ দ্বৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ।
প্রজাপতিসুতাবেতাবুভৌ শুক্রবৃহস্পতী।
দৈত্যো মহেন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যাধিপত্যে বিনির্ম্মিতৌ ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার লোকার্থসাধক সূর্য্যের সহস্র রশ্মি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফল অর্থাৎ বৃষ্টি, শৈত্য ও গ্রীষ্ম দান করিতেছে। এই প্রকারে সূর্য্য-মণ্ডল শুক্রবর্ণ ও দীপ্তিশীল, নক্ষত্র গ্রহ ও চন্দ্রের প্রতিষ্ঠাস্থান। নক্ষত্র গ্রহ ও সূর্য্য ইহারা চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র নক্ষত্রের অধিপতি, সূর্য্য গ্রহগণের অধিপতি, অবশিষ্ট পঞ্চগ্রহ ঈশ্বর ও কামরূপী জানিবে ॥ ২৮—২৯ ॥

সূর্য্য অগ্নিময় ও চন্দ্র জলময় বলিয়া কথিত হয়। অপর গ্রহের প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

অমরসেনানী কার্ত্তিকেয়কে মঙ্গলগ্রহ বলা হইয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ বুধগ্রহ নামে অভিহিত হন ॥ ৩১ ॥

রুদ্রকে মহাগ্রহ শনৈশ্চর বলা হইয়া থাকে। দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুর-গুরুকে শুক্র বলা হইয়া থাকে, তাহারা প্রজাপতির পুত্র, সুর ও অসুরের উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত আছে ॥ ৩২—৩৩ ॥

আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ।
ভবত্যস্য জগৎ কৃৎস্নং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৩৪ ॥
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্রাগ্নিত্রিদিবৌকসাম্।
দ্যুতির্দ্যুতিমতাং কৃৎস্না যত্তেজঃ সার্ব্বলৌকিকম্ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্।
ততঃ সংজায়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে ॥ ৩৬ ॥
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা।
জগদ্জ্ঞেয়ো গ্রহো বিপ্রা দীপ্তিমান্ সুগ্রহো রবিঃ ॥ ৩৭ ॥
যত্র গচ্ছন্তি নিধনং জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
মাসাঃ সংবৎসরাশ্চৈব ঋতবোঽব্দযুগানি চ ॥ ৩৮ ॥
তদাদিত্যাদৃতে তেষাং কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।
কালাদৃতে ন নিয়মো ন দীক্ষা নাহ্নিকক্রমঃ ॥ ৩৯ ॥
ঋতূনামবিভাগশ্চ পুষ্প-মূল-ফলং কুতঃ।
কুতঃ শস্যাভিনিষ্পত্তি স্তৃণৌষধিগণাদি বা ॥ ৪০ ॥

এই ত্রিলোকের মূল আদিত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে বিপেন্দ্রগণ! রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র, অপরাপর ত্রিদিববাসী ইহাদের সার্ব্বলৌকিক, যে তেজঃ তাহার মূল সেই সর্ব্বলোকপতি সূর্য্য, এই জগৎ সূর্য্য হইতে জাত হইতেছে, আবার সেই সূর্য্যেই লীন হইতেছে॥ ৩৪—৩৬ ॥

সূর্য্য একটী জগদ্বিখ্যাত দীপ্তিমান্ গ্রহ, যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং যাহাতে লীন হইতেছে॥ ৩৭ ॥

আদিত্য বিনা ক্ষণমুহূর্ত্ত দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, বৎসর, ঋতু, যুগ, প্রভৃতি কালের নিশ্চয় হইতে পারে না। কালনির্ণয় ব্যতিরেকে নিগম, দীক্ষা ও আহ্নিকক্রম ও ঋতু বিভাগ হইতে পারে না। ঋতুর বিভাগ ব্যতিরেকে ফুল, মূল, ফল, ওষধি, শস্য প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। লোকপ্রতাপকারী

অভাবো ব্যবহারাণাং দেবানাং দিবি চেহ চ ।
জগৎ-প্রতাপনস্তে ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৪১ ॥
স এব কালশ্চাগ্নিশ্চ দ্বাদশাত্মা প্রজাপতিঃ ।
তপত্যেষ দ্বিজশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪২ ॥
স এষ তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্ব্বলৌকিকঃ ।
উত্তমং মার্গমাস্থায় বায়োর্ভাভিরিদং জগৎ ।
পার্শ্বমূর্দ্ধমধশ্চৈব তাপয়ত্যেষ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩ ॥
রবে রশ্মিসহস্রং যৎ প্রাঙ্ময়া সমুদাহৃতম্ ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহ-যোনয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈব চ ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সম্পদ্বসুরতঃ পরম্ ।
অর্ব্বাবসুঃ পুনশ্চান্যো ময়া চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫ ॥
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু ক্ষীণং শশিনমেধয়ন্ ।
তির্য্যগূর্দ্ধ-প্রভাবোঽসৌ সুষুম্নঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৬ ॥
হরিকেশঃ পুরস্তাদ্যা ঋক্ষযোনিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ।
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মা তু রশ্মিবর্দ্ধয়তে বুধম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাস্কর ব্যতিরেকে স্বর্গ বা মর্ত্ত্য কোন লোকেই ব্যবহারে নিশ্চয় হইতে পারে না ॥ ৩৮—৪১ ॥

সেই সূর্য্য কাল ও অগ্নিস্বরূপ দ্বাদশাত্মা। সেই সূর্য্য সার্ব্বলৌকিক একটী তেজোরাশি। এই জগৎ বায়ুর উত্তমমার্গে অবস্থান করিয়া দীপ্তি পাইতেছে, পার্শ্বে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে সূর্য্য তাহাকে উত্তাপিত করিতেছেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

পূর্ব্বে আমি সূর্য্যের যে সহস্র রশ্মির বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে গ্রহের মূল সাতটী রশ্মি শ্রেষ্ঠ যথা—সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবা, সম্পদ্বসু, অর্ব্বাবসু ও আর্য্য। সুষুম্ন নামক সূর্য্যরশ্মি ক্ষীণ শশীকে বর্দ্ধিত করে এবং তাহার প্রভাব তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদেশে বিস্তৃত ॥ ৪৪—৪৬ ॥

বিশ্বশ্রবাস্তু যঃ পশ্চাৎ শুক্রযোনিঃ স্মৃতা বুধৈঃ।
সম্পদ্বসুশ্চ যো রশ্মিঃ সা যোনির্লোহিতস্য চ ॥ ৪৮ ॥
ষষ্ঠস্ত্বর্ব্বাবসুরশ্মি র্যোনিস্তু স বৃহস্পতেঃ।
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্ ॥ ৪৯ ॥
এবং সূর্য্য-প্রভাবেণ গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাঃ।
বর্দ্ধন্তে বিদিতাঃ সর্ব্বা বিশ্বঞ্চেদং পুনর্জ্জগৎ।
ন ক্ষীয়ন্তে পুনস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা ॥ ৫০ ॥
ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ পূর্ব্বমাপতন্তি গভস্তিভিঃ।
তেষাং ক্ষেত্রাণ্যথাদত্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতাঙ্গতঃ ॥ ৫১ ॥
তীর্ণানাং সুকৃতেনেহ সুকৃতান্তে গ্রহাশ্রয়াৎ।
তারাণাং তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব তারকাঃ ॥ ৫২ ॥
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আদানান্নিত্যমাদিত্যস্তমসাং তেজসাং মহান্ ॥ ৫৩ ॥

হরিকেশ নামক সূর্য্যরশ্মি নক্ষত্রের প্রথম যোনি। বিশ্বকর্ম্মা নামক সূর্য্যরশ্মি দক্ষিণদিকে বুধগ্রহকে বর্দ্ধিত করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বশ্রবা নামক সূর্য্যরশ্মি শুক্রগ্রহের যোনি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সম্পদ্বসু নামক সূর্য্যরশ্মি লোহিতগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলের যোনি বলিয়া কথিত। অর্ব্বাবসুনামক ষষ্ঠ সূর্য্যরশ্মি বৃহস্পতির যোনি, স্বরাট্ নামক সূর্য্যরশ্মি শনিগ্রহকে আপ্যায়িত করিতেছে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

এইরূপ সূর্য্যপ্রভাবে গ্রহনক্ষত্র ও তারকাগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ক্ষীণ হয় না, এজন্য তাহাদিগকে নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

এ সকল ক্ষেত্র গভস্তি দ্বারা পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে গমন করে। সূর্য্য নক্ষত্রপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ক্ষেত্র অবলম্বন করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

যাহারা পুণ্য বলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন পুণ্যাবসানে তাহারাই গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে অবস্থিতি করেন, শুক্ল বলিয়া ইহাদিগকে তারকা বলা হইতেছে ॥ ৫২ ॥

সুবতি স্পন্দনার্থে চ ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
সবনাত্তেজসোঽপাঞ্চ তেনাসৌ সবিতা মতঃ ॥ ৫৪ ॥
বহ্বর্থশ্চন্দ্র ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে।
শুক্লত্বে চামৃতত্বে চ শীতত্বে চ বিভাব্যতে ॥ ৫৫ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দিব্যেংমণ্ডলে ভাস্বরে খগে।
জ্বলত্তেজোময়ে শুক্লে বৃত্তকুম্ভনিভে শুভে ॥ ৫৬ ॥
ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
ঘনতেজোময়ং শুক্লং মণ্ডলং ভাস্করস্য তু ॥ ৫৭ ॥
বিশন্তি সর্ব্বদেবাস্তু স্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু ঋক্ষসূর্য্যগ্রহাশ্রয়াঃ ॥ ৫৮ ॥
তানি দেবগৃহাণ্যেব সুসূক্ষ্মাণি ভবন্তি চ।
সৌরং সূর্য্যো বিশস্থানং সৌম্যং সোমস্তথৈব চ ॥ ৫৯ ॥
শৌক্রং শুক্রো বিশস্থানং ষোড়শার্চ্চিঃ প্রতাপবান্।
বৃহদ্বৃহস্পতিশ্চৈব লৌহিতশ্চৈব লোহিতঃ।
শানৈশ্চরং তথা স্থানং দেবশ্চৈব শনৈশ্চরঃ ॥ ৬০ ॥

সূর্য্য দিব্য, পার্থিব, তেজঃ ও নৈশ অন্ধকার আদান করেন, এজন্য তাহাকে আদিত্য বলা হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

সুধাতুর অর্থ স্পন্দন (সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় বলিয়া) সূর্য্য এবং তেজ ও জলের পবিত্রকারক বলিয়া সূর্য্যকে সবিতা বলিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

চন্দ্রশব্দের বহু অর্থ, যাহা হইতে চন্দ্র শব্দ হইয়াছে, সেই ধাতুর অর্থ আহ্লাদ, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ও শীতত্ব ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যমণ্ডল উজ্জ্বল তেজোময় শুক্ল গোলাকার কুম্ভসদৃশ তাহাতে ঘনতোয়াত্মক চন্দ্রমণ্ডল সন্নিবিষ্ট আছে। সূর্য্যমণ্ডল ও ঘনতেজোময়, তাহাতে সকল দেবগণ প্রবেশ করেন; মন্বন্তরে ঋক্ষ গ্রহাদিও সেই স্থানে অবস্থান করে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সেই সকল দেবগণের গৃহ অতিশয় সূক্ষ্ম। সূর্য্য সৌরস্থান, চন্দ্র চান্দ্রস্থান,

আদিত্য-রশ্মি-সংযোগাৎ সংপ্রকাশাত্মিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৬১॥
নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলস্য প্রমাণতঃ।
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২ ॥
তুল্যস্তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি।
উদ্ধৃত্য পার্থিবচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ৬৩ ॥
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং নির্ম্মিতং যত্তমোময়ম্।
আদিত্যাত্তচ্চ নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু ॥ ৬৪ ॥
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সোমস্য পর্ব্বসু।
স্বর্ভাসা নুদতে যস্মাত্তঃ স্বর্ভানুরুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥
চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবশ্চ বিধীয়তে।
বিষ্কম্ভান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনাগ্রাৎ প্রমাণতঃ ॥ ৬৬ ॥
ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ।

শুক্র শৌক্রস্থান, বৃহস্পতি বৃহৎস্থান, মঙ্গল লৌহিত স্থান, শনৈশ্চর শানৈশ্চরস্থান অবলম্বন করেন। এই সকল স্থান আদিত্য-রশ্মি সংযোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯—৬১ ॥

সূর্য্যমণ্ডল নবসহস্র যোজন পরিমিত এবং তাহার বিস্তার সপ্তবিংশতি সহস্রযোজন পরিমিত। সূর্য্য বিষ্কম্ভ হইতে চন্দ্রবিষ্কম্ভ দ্বিগুণ বিস্তৃত ॥ ৬২ ॥

রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া তাহাদের অধোদেশে গমন করিয়া থাকে, উর্দ্ধগত মণ্ডলাকার পৃথিবীর ছায়াই রাহু ॥ ৬৩ ॥

রাহুর স্থান বৃহৎ ও অন্ধকারময়, ঐ স্থান পূর্ণিমায় সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং অমাবস্যায় চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। রাহু আকাশে দীপ্তি পায়, এজন্য তাহার নাম স্বর্ভানু হইয়াছে ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ভার্গব চন্দ্রের ষোড়শভাগ পরিমিত, বৃহস্পতি ভার্গব হইতে একপাদহীন, মঙ্গল ও শনি বৃহস্পতি হইতে একপাদহীন; বুধ, মঙ্গল ও শনি হইতে

বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ কুজসৌরাবুভৌ স্মৃতৌ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ ॥ ৬৭ ॥
তারানক্ষত্ররূপাণি বপুষ্মন্তীহ যানি বৈ।
বুধেন সমতুল্যানি বিস্তারান্মণ্ডলাদথ ॥ ৬৮ ॥
প্রায়শশ্চন্দ্রযোগানি নক্ষত্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ।
তারা-নক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ॥ ৬৯ ॥
শতানি পঞ্চচত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব যোজনে।
পূর্ব্বাপরনিকৃষ্টানি তারকা-মণ্ডলানি তু।
যোজনান্যর্দ্ধমাত্রাণি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে ॥ ৭০ ॥
উপরিষ্টাৎ ত্রয়স্তেষাং গ্রহা যে দূরসর্পিণঃ।
সৌরোঽঙ্গিরাশ্চ[১] বক্রশ্চ জ্ঞেয়া মন্দবিচারিণঃ ॥ ৭১ ॥
তেভ্যোঽধস্তাত্তু চত্বারঃ পুনরন্যে মহাগ্রহাঃ।
সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব শীঘ্রগাঃ ॥ ৭২ ॥
যাবন্ত্যস্তারকাঃ কোট্যস্তাবদৃক্ষাণি সর্ব্বশঃ।
বীথীনাং নিয়মাচ্চৈবমৃক্ষমার্গোব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥

একপাদহীন। যে সকল তারানক্ষত্র আকাশে দৃষ্ট হইতেছে, উহারা বুধের সমান বিস্তৃত ও মণ্ডলবিশিষ্ট ॥ ৬৬—৬৮ ॥

প্রায়ই চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগণের যোগ হইয়া থাকে। তারকা সকল পরস্পর পরস্পর হইতে হীন এবং তাহাদের যে মণ্ডল আছে তাহার পরিমাণ একশত চৌদ্দ যোজন, একটী হইতে অপরটী নিকৃষ্ট, অর্দ্ধযোজনের ন্যূন পরিমাণ মণ্ডল নাই। তাহার উপরিভাগে সৌর অঙ্গিরা ও বক্র নামক তিনটি গ্রহ আছে, ইহারা অতিশয় দ্রুত গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইহাদের অধোদেশে সূর্য্য, সোম, বুধ ও ভার্গব নামক চারিটী গ্রহ আছে, তাহারা দ্রুততর গমন করিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

তারকা যত কোটি নক্ষত্রও তত কোটি, শ্রেণীবিভাগ করিয়া নক্ষত্রের মার্গ ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

---

(১) "ভৌমোঽঙ্গিরা অর্কজশ্চ" ইতি—গ

গতিস্তাস্বেব সূর্য্যস্য নীচোচ্চত্বেঽয়ন-ক্রমাৎ।
উত্তরায়ণমার্গস্থো যদা পর্ব্বসু চন্দ্রমাঃ।
বৌধং বৌধোঽথ স্বর্ভানুঃ স্বর্ভানোঃ স্থানমাস্থিতঃ ॥ ৭৪॥
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি বিশন্ত্যত.।
গৃহাণ্যেতানি সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি সুকৃতাত্মনাম্ ॥ ৭৫ ॥
কল্পাদৌ সংপ্রবৃত্তানি নির্ম্মিতানি স্বয়ম্ভুবা।
স্থানান্যেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাভূত-সংপ্লবম্ ॥ ৭৬ ॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দেবতায়তনানি বৈ।
অভিমানিনোঽবতিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৭ ॥
অতীতৈস্তু সহাতীতা ভাব্যা ভাব্যৈঃ সুরাসুরৈঃ।
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ স্থানানি স্বৈঃ সুরৈঃ সহ ॥ ৭৮ ॥
অস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব গ্রহা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ।
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ৭৯ ॥
ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমদেবো বসুঃ স্মৃতঃ।
শুক্রো দেবস্তু বিজ্ঞেয়োভার্গবোঽসুররাজকঃ ॥ ৮০ ॥

অয়ন অনুসারে সেই সকল নক্ষত্রমার্গে উচ্চ ও নীচ ভাবে সূর্য্য গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্রমা উত্তরায়ন মার্গস্থিত হইলে পূর্ণিমার দিনে বুধ বৌধ-স্থানে ও রাহু রাহুস্থানে এবং নক্ষত্র সকল নক্ষত্রস্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রহ ও নক্ষত্র কল্প প্রারম্ভে বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল গ্রহ ও নক্ষত্রস্থান প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে ॥ ৭৪—৭৬ ॥

সকল মন্বন্তরেই দেবায়তন ভূত প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। ঐ সকল স্থান অতীতের সহিত অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতের সহিত ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত ও বর্ত্তমানের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৭৭—৭৮ ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির পুত্র বিবস্বান্ সূর্য্য হইবে। দ্যুতিমান্

বৃহত্তেজাঃ স্মৃতো দেবো দেবাচার্য্যোঽঙ্গিরঃ সুতঃ।
বুধো মনোহরশ্চৈব ত্বিষিপুত্রস্তু[১] সঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১ ॥
অগ্নির্বিকল্পাৎ সংজজ্ঞে যুবাঽসৌ লোহিতাধিপঃ।
নক্ষত্র ঋক্ষগামিন্যো দাক্ষায়ণ্যাঃ স্মৃতাস্তু তাঃ ॥ ৮২ ॥
স্বর্ভানুঃ সিংহিকা-পুত্রো ভূতসন্তাপনোঽসুরঃ।
সোমর্ক্ষগ্রহসূর্য্যে তু কীর্ত্তিতাস্ত্বভিমানিনঃ ॥ ৮৩ ॥
স্থানান্যেতান্যথোক্তানি স্থানিন্যশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ৮৪ ॥
শুক্লমগ্নিময়ং স্থানং সহস্রাংশোর্ব্বিবস্বতঃ।
সহস্রাংশোস্ত্বিষঃ স্থানমম্ময়ং শুক্লমেব চ।
অথ শ্যামং মনোজ্ঞস্য পঞ্চরশ্মে গৃহং স্মৃতম্ ॥ ৮৫ ॥
শুক্রস্যাপ্যময়ং স্থানং সদ্ম ষোড়শরশ্মিবৎ।
নবরশ্মেস্তু যুনো হি লোহিতস্থানমম্ময়ম্ ॥ ৮৬ ॥
হরিশ্চাপ্যং বৃহচ্চাপি দ্বাদশাংশোর্বৃহস্পতেঃ।
অষ্টরশ্মে গৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুধস্য অম্ময়ম্ ॥ ৮৭ ॥

সোমদেব বসু হইবে, ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য অসুরাধিপতি হইবেন, তেজস্বী অঙ্গিরার পুত্র দেবাচার্য্য হইবেন এবং মনোহর ত্বিষিপুত্র বুধ হইবে ॥ ৭৯—৮১ ॥

লোহিতাধিপতি অগ্নি সঙ্কল্প হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সিংহিকাপুত্র রাহু লোকসন্তাপদায়ী একটী অসুর। এ সকল স্থান যথা প্রকারে উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল স্থানের অধিপতি উক্ত দেবতাগণ ॥ ৮২—৮৪ ॥

সহস্রাংশু সূর্য্যের অগ্নিময় স্থান শুক্লবর্ণ, এবং জলময় স্থানও শুক্লবর্ণ। মনোহর পঞ্চরশ্মিময় স্থান শ্যামবর্ণ। শুক্রের স্থান জলময় ও ষোড়শ রশ্মিযুক্ত। মঙ্গলের স্থান নবরশ্মিসংযুক্ত ॥ ৮৫—৮৬ ॥

দ্বাদশরশ্মি সংযুক্ত বৃহস্পতির স্থান বৃহৎ ও হরিদ্বর্ণ। অষ্ট রশ্মিসংযুক্ত বুধের স্থান কৃষ্ণবর্ণ ও জলময় রাহুর স্থান তমোময় ও ভূতগণের সন্তাপকারী

১ 'বিধুপুত্রস্তু' ইতি—গ।

স্বর্ভানোস্তামসং স্থানং ভূতসন্তাপনালয়ম্।
বিজ্ঞেয়াস্তারকাঃ সর্ব্বাস্ত্বম্ময়াস্ত্বেকরশ্ময়ঃ ॥ ৮৮ ॥
আশ্রয়াঃ পুণ্যকীর্ত্তীনাং সুশুক্লাশ্চৈব বর্ণতঃ।
ঘনতোয়াত্মিকা জ্ঞেয়াঃ কল্পাদৌ বেদনির্ম্মিতাঃ ॥ ৮৯ ॥
উচ্চত্বাদ্দৃশ্যতে শীঘ্রগতির্ব্যক্তৈর্গভস্তিভিঃ।
তথা দক্ষিণমার্গস্থো নীবীবীথীসমাশ্রিতঃ ॥ ৯০ ॥
ভূমিলেখাবৃতঃ সূর্য্যো পূর্ণামাবাস্যয়োস্তথা।
ন দৃশ্যতে যথাকালং শীঘ্রতোঽস্তমুপৈতি চ ॥ ৯১ ॥
তস্মাদুত্তরমার্গস্থো হ্যমাবাস্যাং নিশাকরঃ।
দৃশ্যতে দক্ষিণে মার্গে নিয়মাদ্ দৃশ্যতে ন চ ॥ ৯২ ॥
জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
সমানকালাস্তময়ৌ বিষুবৎসু সমোদয়ৌ ॥ ৯৩ ॥
উত্তরাসু চ বীথীষু ব্যন্তরাস্তময়োদয়ৌ।
পৌর্ণামাবাস্যয়োর্জ্ঞেয়ো জ্যোতিশ্চক্রানুবর্ত্তিনৌ ॥ ৯৪ ॥

তারকা সকল এক রশ্মিসংযুক্ত 'ও' জলময়, উহারা পুণ্যশ্লোকদিগের আশ্রয়, উহাদের বর্ণ শুক্ল, উহারা কল্পপ্রারম্ভে বিধাতা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৮৭—৮৯ ॥

সূর্য্য নীচত্ব হেতু নিজ কিরণমালা দ্বারা শীঘ্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু যখন দক্ষিণমার্গস্থ হন, সে সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিনে ভূমিরেখা কর্তৃক আবৃত হইয়া যথাসময়ে দৃষ্ট হন না এবং শীঘ্রই অস্ত গমন করিয়া থাকেন ॥ ৯০—৯১ ॥

সেই জন্য চন্দ্র উত্তরমার্গস্থ হইলে অমাবস্যার দিনে দৃষ্ট হয় না। নক্ষত্রের গতিযোগে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ে বিষুবৎসংক্রান্তির দিনে সমান ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকেন ॥ ৯২—৯৩ ॥

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিমান্।
তদা সর্ব্বগ্রহাণাং স সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি ॥ ৯৫ ॥
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধ্বঞ্চরতে শশী।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদূর্দ্ধ্বং প্রসর্পতি ॥ ৯৬ ॥
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধ্বং বুধাদূর্দ্ধ্বং বৃহস্পতিঃ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধ্বস্তস্মাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
ঋষীণাঞ্চৈব সপ্তানাং ধ্রুব ঊর্দ্ধ্বং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ।
তারাগ্রহান্তরাণি স্যু রুপরিষ্টাৎ যথাক্রমম্ ॥ ৯৮ ॥
গ্রহাশ্চ চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দিবি দিব্যেন তেজসা।
নিত্যমৃক্ষেষু যুজ্যন্তি গচ্ছন্তি নিয়মক্রমাৎ ॥ ৯৯ ॥
গ্রহনক্ষত্র-সূর্য্যাস্তু নীচোচ্চমৃদ্ব্যবস্থিতাঃ।
সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎ প্রজাঃ ॥ ১০০ ॥
পরস্পরস্থিতা হ্যেতে যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্।
অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্তু বৈ বুধৈঃ ॥ ১০১ ॥

দক্ষিণায়নে সূর্য্য সকল গ্রহের অধোদেশে গমন করিয়া থাকেন, তাহার ঊর্দ্ধদেশে শশীমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া সঞ্চরণ করিতে থাকেন; সে সময়ে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল শশীর ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৯৫—৯৬ ॥

নক্ষত্রের ঊর্দ্ধদেশে বুধ, বুধের ঊর্দ্ধদেশে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ঊর্দ্ধে শনি, শনির ঊর্দ্ধদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তাহার ঊর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থান করে। ঐ সকল তারা ও গ্রহগণ দ্বিশত সহস্রযোজন উপরে যথাক্রমে অবস্থিত আছে ॥ ৯৭—৯৮॥

গ্রহগণ ও চন্দ্রসূর্য্য দিব্য তেজঃসংযুক্ত হইয়া নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতেছে। গ্রহ নক্ষত্র ও সূর্য্য নীচ উচ্চ ও মৃদুভাবে অবস্থিত, উহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেছে। ইহারা সমাগম সময়ে প্রজাগণকে অবলোকন করেন এবং পরস্পর অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হন। ইহাদের মিলনে সঙ্কর হয় না ॥ ৯৯—১০১ ॥

ইত্যেষ সন্নিবিশো বঃ পৃথিব্যাং জ্যোতিষস্য চ।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ ॥ ১০২ ॥
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যেষু তেষু বসন্তি বৈ।
এতে চৈব গ্রহাঃ পূর্ব্বং নক্ষত্রেষু সমুত্থিতাঃ ॥ ১০৩ ॥
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে।
বিশাখাসু সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহঃ ॥ ১০৪ ॥
ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমো বিশ্বাবসুস্তথা।
শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ ॥ ১০৫ ॥
ষোড়শার্চ্চির্ভৃগোঃ পুত্রঃ শুক্রঃ সূর্য্যাদনন্তরম্।
তারাগ্রহাণাং প্রবরঃ তিষ্যক্ষেত্রে সমুত্থিতঃ ॥ ১০৬ ॥
গ্রহশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রো দ্বাদশার্চ্চির্বৃহস্পতিঃ।
ফাল্গুনীষু সমুৎপন্নঃ সর্ব্বাসু চ জগদ্গুরুঃ ॥ ১০৭ ॥
নবার্চির্লোহিতাঙ্গস্তু প্রজাপতিসুতো গ্রহঃ।
আষাঢ়াস্বিহ পূর্ব্বাসু সমুৎপন্ন ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১০৮ ॥
রেবতীষ্বেব সপ্তার্চ্চিস্তথা সৌরশনৈশ্চরঃ।

পৃথিবীতে নক্ষত্রমণ্ডল, দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদীর সন্নিবেশ কথিত হইল। এই সমস্ত স্থানে প্রাণিগণ বাস করে। এই সকল গ্রহগণ পূর্ব্বে নক্ষত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১০২—১০৩ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্য্য বিশাখানক্ষত্রে সমুৎপন্ন হইয়া গ্রহগণের মধ্যে প্রধান হইলেন, চন্দ্র কৃত্তিকায় সমুৎপন্ন হইয়া বিশ্বাবসু হইলেন। ষোড়শ রশ্মিসংযুক্ত ভৃগুপুত্র শুক্র পুষ্যায় উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যের নীচে গ্রহগণের উপরে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ রশ্মিযুক্ত অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ফল্গুনী নক্ষত্রে উৎপন্ন হইয়া জগতের গুরু হইলেন ॥ ১০৪—১০৭ ॥

নবরশ্মিযুক্ত মঙ্গল, প্রজাপতির ঔরসে ও পূর্ব্বাষাঢ়ার গর্ভে জন্মিলেন, এ বিষয়ে শ্রুতি আছে ॥ ১০৮ ॥

রোহিণীষু সমুৎপন্নৌ গ্রহৌ চন্দ্রার্কমর্দ্দনৌ।
এতে তারাগ্রহাশ্চৈব বোদ্ধব্যা ভার্গবাদয়ঃ ॥ ১০৯ ॥
জন্মনক্ষত্রপীড়াসু যান্তি বৈগুণ্যতাং যতঃ।
স্পৃশ্যন্তে তেন দোষেণ ততস্তা গ্রহভুক্তিষু ॥ ১১০ ॥
সর্ব্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।
তারাগ্রহাণাং শুক্রস্তু কেতুনাঞ্চৈব ধূমবান্ ॥ ১১১ ॥
ধ্রুবঃ কালো গ্রহাণাস্তু বিভক্তানাঞ্চতুর্দ্দিশম্।
নক্ষত্রাণাং শ্রবিষ্ঠা স্যাদয়নানাং তথোত্তরম্ ॥ ১১২ ॥
বর্ষাণাঞ্চাপি পঞ্চানামাদ্যঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
ঋতূনাং শিশিরশ্চাপি মাসানাং মাঘ এব চ ॥ ১১৩ ॥
পক্ষাণাং শুক্লপক্ষস্তু তিথীনাং প্রতিপত্তথা।
অহোরাত্র-বিভাগানামহশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৪ ॥
মুহূর্ত্তানাং তথৈবাদির্মুহূর্ত্তো রুদ্রদৈবতঃ।
অক্ষোশ্চাপি নিমেষাদিঃ কালঃ কালবিদোগতঃ ॥ ১১৫ ॥

সপ্তরশ্মিযুক্ত শনি সূর্য্যের ঔরসে ও রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। চন্দ্রসূর্য্যবিমর্দ্দনকারী রাহু ও কেতু রোহিণী নক্ষত্রে সমুৎপন্ন হইলেন। এই ভার্গবাদি গ্রহ সকল তারাগ্রহ জানিবে ॥ ১০৯ ॥

জন্মনক্ষত্র দ্বারা পীড়িত হইলে গ্রহগণ প্রতিকূল হয় এবং গ্রহভোগকালে সেই দোষ তাহাদিগকে স্পর্শ করে ॥ ১১০ ॥

আদিত্য সকল গ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেইরূপ তারকামণ্ডলের মধ্যে শুক্র, কেতুগণের মধ্যে ধূমকেতু, নক্ষত্রগণের মধ্যে শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, অয়নের মধ্যে উত্তরায়ণ, বর্ষের মধ্যে সম্বৎসর, ঋতুর মধ্যে শিশির, মাসের মধ্যে মাঘ মাস, পক্ষ মধ্যে শুক্লপক্ষ, তিথি মধ্যে প্রতিপৎ, অহোরাত্রির মধ্যে দিবস, মুহূর্ত্তের মধ্যে আদ্য মুহূর্ত্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ১১১—১১৪ ॥

কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা চক্ষুর নিমেষাদিকে কাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রবণান্তং শ্রবিষ্ঠাদি যুগং স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্।
ভানোর্গতি-বিশেষণ চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥ ১১৬॥
দিবাকরঃ স্মৃতস্তস্মাৎ কালস্তং বিদ্ধি চেশ্বরম্।
চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকঃ॥ ১১৭॥
ইত্যেষ জ্যোতিষামেব সন্নিবেশোঽর্থ-নিশ্চয়াৎ।
লোক-সংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতঃ॥ ১১৮॥
উৎপন্নঃ শ্রবণেনাসৌ সংক্ষিপ্তশ্চ ধ্রুবে তথা।
সর্ব্বতোঽন্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইতি স্থিতিঃ॥ ১১৯॥
বুদ্ধিপূর্ব্বং ভগবতা কল্পাদৌ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
সাশ্রয়ঃ সোঽভিমানী চ সর্ব্বস্থো জ্যোতিষাত্মকঃ।
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ॥ ১২০॥
নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ।
গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা॥ ১২১॥
আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা॥ ১২২॥

ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে শ্রবণা নক্ষত্র পর্য্যন্ত পাঞ্চবার্ষিক যুগ, ঐ যুগ সূর্য্যের গতি বিশেষ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এজন্য সূর্য্যকে কাল বলা যায়। তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতকে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন॥ ১১৫—১১৭॥

এইরূপ জ্যোতিশ্চক্রের সন্নিবেশ লোক-ব্যবহার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জ্যোতিশ্চক্র শ্রবণাতে উৎপন্ন হইয়া ধ্রুবে স্থির আছে। ইহার সন্নিবেশ বৃত্তাকারে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া আছে॥ ১১৮—১১৯॥

এই জ্যোতিশ্চক্র কল্পপ্রারম্ভে ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির আশ্রয়বিশিষ্ট, অভিমানী সর্ব্বস্থিত জ্যোতিষাত্মক অদ্ভুত পরিণাম বিশেষ। এই সকল নক্ষত্রের গতাগতি মনুষ্যলোকে কেহই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা প্রকৃত নিশ্চয় করিয়া

চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ[1]।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়াঃ জ্যোতির্গণবিচিন্তনে ॥ ১২৩ ॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিঃসন্নিবেশো নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাষ্টাপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কস্মিন্ দেশে মহাপুণ্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
বৃত্তং ব্রহ্মপুরোগাণাং কস্মিন্ কালে মহাদ্ভূতে।
এতদাখ্যাহি নঃ সম্যগ্ যথাবৃত্তং তপোধন ॥ ১।

সূত উবাচ।

যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং বায়ুনা জগদায়ুনা।
বক্ষ্যমাণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্রে বর্ষ-সহস্রকে ॥ ২ ॥

উঠিতে পারেন না, পণ্ডিতগণ আগম ও অনুমান প্রতক্ষ্য ও উপপত্তি দ্বারা সেই সকল নিশ্চয় করিয়া থাকেন। পরীক্ষা করিয়া ইহাতে ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধা করা উচিত ॥ ১২০—১২২ ॥

চক্ষুঃ, শাস্ত্র, জল, লেখ্য ও গণিত এ পাঁচটীর দ্বারা জ্যোতিশ্চক্রের নিশ্চয় করিবে ॥ ১২৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের জ্যোতিঃসন্নিবেশ নামক সাতান্ন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে তপোনিধে! কোন্ দেশে কোন্‌কালে এই পবিত্র বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে, অনুকম্পাপূর্ব্বক সে সমস্ত বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥

সূত কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই বৃত্তান্ত সহস্রবৎসর নিষ্পাদ্য যজ্ঞে জগৎপ্রাণ বায়ু কর্তৃক কথিত হইয়াছে এবং আমিও সেই সময়ে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

(১) "চক্ষুঃ শাস্ত্রং তথালেখ্যং গণিতং বুদ্ধিরুত্তম ইতি

নীলতা যেন কণ্ঠস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং শংসিতব্রতাঃ॥ ৩॥
উত্তরে শৈলরাজস্য সরাংসি সরিতো হ্রদঃ।
পুণ্যোদ্যানেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ।
গিরিশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু গহ্বরোপবনেষু চ॥ ৪॥
দেবভক্তা মহাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্তুবন্তি চ মহাদেবং যত্র যত্র যথাবিধি॥ ৫॥
ঋক্‌যজুঃসামবেদৈশ্চ নৃত্যগীতার্চ্চনাদিভিঃ।
ওঁকারেণ নমস্কারৈরর্চ্চয়ন্তি সদা শিবম্॥ ৬॥
প্রবৃত্তে জ্যোতিষাং চক্রে মধ্যব্যাপ্তে দিবাকরে।
দেবতা নিয়তাত্মানঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি তাং কথাম্॥ ৭॥
অথ নিয়মবৃত্তাশ্চ প্রাণশেষব্যবস্থিতাঃ।
নমস্তে নীলকণ্ঠায় ইত্যুবাচ সদাগতিঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভাবিতাত্মানো মুনয়ো শংসিত-ব্রতাঃ।
বালখিল্যেতি বিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ॥ ৮॥

যেরূপে দেবদেব শূলীর কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছে। তাহা শ্রবণ কর, আমি বর্ণনা করিতেছি॥ ৩॥

শৈলরাজ হিমালয়ের উত্তরে মনোহর সরোবর, তটিনী ও হ্রদ আছে। তথায় উদ্যানে, তীর্থে, দেবগৃহে, উচ্চ পর্ব্বতশিখরে, গহ্বরে ও উপবনে মহাত্মা মুনিগণ প্রণবাদি উচ্চারণ ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা ভবানীপতি ভূত-নাথকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৪—৬॥

জ্যোতিশ্চক্র স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে সূর্য্য তাহাদের মধ্যদেশে অবস্থিতি করেন, নিয়তাত্মা দেবতাগণ সেই কথা লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন॥ ৭॥

একদা দেবগণ পূর্ব্ব নিয়মে জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় আলোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে সদাগতি বায়ু "নীলকণ্ঠকে প্রণাম করি" এই কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া পতঙ্গসহচারী অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য মুনিগণ বায়ুকে জিজ্ঞাসা

অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি বৈ বায়ুং বায়ুপর্ণাম্বুভোজনাঃ ॥ ৯ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

নীলকণ্ঠেতি যৎ প্রোক্তং ত্বয়া পবনসত্তম।
এতদ্ গুহ্যং পবিত্রাণাং পুণ্যং পুণ্যকৃতাং বরাঃ ॥ ১০ ॥
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছাম ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভঞ্জন।
নীলতা যেন কণ্ঠস্য কারণেনাম্বিকাপতেঃ ॥ ১১ ॥
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ তব বাক্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥
যাবদ্বাচঃ প্রবর্ত্তন্তে সার্থাস্তাশ্চ ত্বয়েরিতাঃ।
বর্ণস্থান-গতে বায়ৌ বাগ্বিধিঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
জ্ঞানং পূর্ব্বমথোৎসাহস্ত্বত্তো বায়ো প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥
ত্বয়ি নিষ্পন্দমানে তু শেষা বর্ণপ্রবৃত্তয়ঃ।
যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে দেহবন্ধাশ্চ দুর্লভাঃ ॥ ১৪ ॥
তত্রাপি তেঽস্তি সদ্ভাবঃ সর্ব্বগস্ত্বং সদানিল।
নান্যঃ সর্ব্বগতো দেবস্ত্বদৃতেঽস্তি সমীরণ ॥ ১৫ ॥
অয়ং বৈ জীবলোকস্তে প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বতোঽনিল।

করিলেন, হে পবনশ্রেষ্ঠ! তোমা কর্তৃক যে নীলকণ্ঠ এই শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার গুহ্য বিবরণ আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, যেরূপে অম্বিকাপতির কণ্ঠের নীলতা হইল, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণনা করুন ॥ ৮—১২ ॥

তোমা কর্ত্তৃক যে সকল বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা সার্থ—ইহাতে সন্দে নাই। তুমি বর্ণের উচ্চারণ স্থানমধ্যে প্রবেশ করিলে বাক্যবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে বায়ু! তোমা হইতে পূর্ব্বে জ্ঞান পরে উৎসাহ প্রবর্ত্তিত হয়। তোমার স্পন্দনে বর্ণমালা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তোমার স্পন্দন না হইলে বর্ণ প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়। বাক্য এবং দেহবন্ধও দুর্লভ হইয়া উঠে, সর্ব্বত্রই তোমার সদ্ভাব আছে, কারণ তুমি সদাগতি। হে সমীরণ! এই বিশ্বে এরূপ অপর দেবতা নাই, যিনি তোমার ন্যায় সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৩—১৫ ॥

বেত্থ বাচস্পতিং দেবং মনোনায়কমীশ্বরম্ ।
ব্রূহি তৎ কণ্ঠদেশস্থ কিং কৃতা রূপবিক্রিয়া ॥ ১৬ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

বায়ুরুবাচ

পুরা কৃতযুগে বিপ্রো বেদনির্ণয়-তৎপরঃ ।
বসিষ্ঠো নাম ধর্ম্মাত্মা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ ॥ ১৮ ॥
পপ্রচ্ছ কার্ত্তিকেয়ং বৈ ময়ূর-বরবাহনম্ ।
মহিষাসুরনারীণাং নয়নাঞ্জনতস্করম্ ॥ ১৯ ॥
মহাসেনং মহাত্মানং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ।
উমামনঃপ্রহর্ষেণ বালকং ছদ্মরূপিণম্ ॥ ২০ ॥
ক্রৌঞ্চজীবিতহর্ত্তারং পার্ব্বতীহৃদিনন্দনম্ ।
বসিষ্ঠঃ পৃচ্ছতে ভক্ত্যা কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্ ॥ ২১ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ ।

নমস্তে হরনন্দায় উমাগর্ভ নমোঽস্তু তে ।
নমস্তে অগ্নিগর্ভায় গঙ্গাগর্ভ নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥

হে অনিল! এই জীবলোকে তোমার অগোচর কিছুই নাই। তুমি সেই বিভু মহেশ্বরকে বিশেষরূপে অবগত আছ। কিরূপে নীলকণ্ঠের রূপ এরূপ বিকৃত হইল, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তার বর্ণনা কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মহাতেজা বায়ু ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! পুরাকালে সত্যযুগে বেদার্থনির্ণয়তৎপর ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ নামক প্রজাপতির এক মানসপুত্র ছিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

একদা মহাত্মা বসিষ্ঠ, শিখিবাহন মহিষাসুর-কামিনীগণের নয়নাঞ্জন-দূরকারী মেঘবদ্ গম্ভীরনাদী ক্রৌঞ্চবিদারী নগেন্দ্রনন্দিনীর হৃদয়ানন্দ মহাবল কার্ত্তিকেয়কে, ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯—২১ ॥

হে চন্দ্রচূড়ানন্দদায়িন্! উমাগর্ভসম্ভূত! তোমাকে প্রণাম করি। অগ্নিগর্ভ,

নমস্তে শরগর্ভায় নমস্তে কৃত্তিকাসুত।
নমো দ্বাদশনেত্রায় ষণ্মুখায় নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥
নমস্তে শক্তিহস্তায় দিব্য-ঘণ্টাপতাকিনে।
এবং স্তুত্বা মহাসেনং পপ্রচ্ছ শিখিবাহনম্ ॥ ২৪ ॥
যদেতদ্ দৃশ্যতে বর্ণং শুভ্রং শুভ্রাঞ্জন-প্রভম্।
তৎ কিমর্থং সমুৎপন্নং কণ্ঠে কুন্দেন্দুসংপ্রভে ॥ ২৫ ॥
এতদাপ্তায় ভক্তায় দান্তায় ব্রূহি পৃচ্ছতে।
কথাং মঙ্গল-সংযুক্তাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্।
মৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ সুরারিবল-সূদনঃ ॥ ২৭ ॥
শৃণুষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানং বচো মম।
উমোৎসঙ্গ-নিবিষ্টেন ময়া পূর্ব্বং যথা শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥
পার্ব্বত্যা সহ সংবাদঃ সর্ব্বস্য চ মহাত্মনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহামনে ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাগর্ভ, শরগর্ভ ও কৃত্তিকাসুতকে নমস্কার। দ্বাদশনয়ন-ষণ্মুখ-পরিশোভিত মহাসেন! হে শক্তিধারিন্! আপনাকে প্রণাম ॥ ২২—২৩ ॥

বসিষ্ঠ এইরূপ স্তব করিয়া কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গিরিজা-হৃদয়ানন্দ! কিরূপে কুন্দেন্দুধবল নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশের বর্ণ বিকৃত হইল, জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেই পাপনাশিনী পবিত্র কথা একবার বর্ণনা করুন ॥ ২৪—২৬ ॥

মহাত্মা বসিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যদলনিহন্তা মহাশিখি-ধ্বজ বলিতে লাগিলেন, হে বক্তৃশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্যকালে জননীর কোলে বসিয়া যাহা শুনিয়াছি, তাহা যথার্থ বর্ণনা করিতেছি, তুমি অভিনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ২৭—২৮ ॥

আমি তোমার প্রীতির জন্য হরপার্ব্বতীসম্বাদ কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
নানাদ্রুম-লতাকীর্ণে চক্রবাকোপশোভিতে ॥ ৩০ ॥
ষট্পদোদ্গীতবহুলে ধারা-সম্পাতনাদিতে।
মত্তক্রৌঞ্চ-ময়ূরাণাং নাদৈরুদ্ঘুষ্টকন্দরে ॥ ৩১ ॥
অপ্সরোগণ-সঙ্কীর্ণে কিন্নরৈশ্চোপশোভিতে।
জীবঞ্জীবকজাতীনাং বীরুদ্ভিরুপশোভিতে ॥ ৩২ ॥
কোকিলারাবমধুরে সিদ্ধচারণ-সেবিতে।
সৌরভেয়ী-নিনাদাঢ্যে অধস্তনিতনিস্বনে ॥ ৩৩ ॥
বিনায়কভয়োদ্বিগ্নৈঃ কুঞ্জরৈর্যুক্তকন্দরে।
বীণাবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-মনোরমৈঃ ॥ ৩৪ ॥
দোলালম্বিতসম্পাতে বনিতাসঙ্ঘসেবিতে।
ধ্বজৈর্লম্বিত-দোলানাং ঘণ্টানাং নিনদাকুলে ॥ ৩৫ ॥
মুখমর্দলবাদিত্রৈর্বলিনাং স্ফোটিতৈস্তথা।
ক্রীড়ারববিচারাণাং নির্ঘোষৈঃ পূর্ণমন্দিরে ॥ ৩৬ ॥
হাসৈঃ সন্ত্রাসজননৈর্বিকরালমুখৈস্তথা।
দেহগন্ধৈর্বিচিত্রৈশ্চ প্রক্রীড়িতগণেশ্বরৈঃ ॥

দ্রুমলতাদি পরিকীর্ণ বিবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিবর কৈলাসের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে, সেখানে চক্রবাকদম্পতী সততই ক্রীড়া করিতেছে, ষট্পদ-কুল গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছে, মদমত্ত ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরগণ কলরবে কন্দরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, অপ্সরা ও কিন্নরগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, চকোরগণ মধুরস্বরে চারিদিক্ পরিপূরিত করিতেছে, কোকিলকুল কণ্ঠ দিয়া পীযূষধারা উদ্গীরণ করিতেছে, সিদ্ধচারণগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, গাভীকুলের নিনাদে দিক্ পূর্ণ হইতেছে, কুঞ্জরকুল কুঞ্জরানন গণপতির ভয়ে কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বনিতা সকল লতাদোলায় উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছে, মুখবাদ্য ও মর্দলবাদ্যের ধ্বনি ও ক্রীড়াধ্বনি দ্বারা মন্দির পরিপূর্ণ রহি-

বজ্রস্ফটিকসোপানচিত্রপট্টশিলাতলৈঃ।
ব্যাঘ্রসিংহমুখৈশ্চান্যৈর্গজবাজিমুখৈস্তথা ॥ ৩৭ ॥
বিড়ালবদনৈশ্চোগ্রৈঃ ক্রোষ্টুকাকারমূর্ত্তিভিঃ।
হ্রস্বৈর্দীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ স্থূলৈর্লম্বোদরমহোদরৈঃ ॥ ৩৮ ॥
হ্রস্বজঙ্ঘৈশ্চ লম্বোষ্ঠৈস্তালজঙ্ঘৈস্তথাপরৈঃ।
গোকর্ণৈরেককর্ণৈশ্চ মহাকর্ণৈরকর্ণকৈঃ ॥ ৩৯ ॥
বহুপাদৈর্মহাপাদৈরেকপাদৈরপাদকৈঃ।
বহুশীর্ষৈর্মহাশীর্ষৈরেকশীর্ষৈরশীর্ষকৈঃ ॥ ৪০ ॥
বহুনেত্রৈর্মহানেত্রৈরেকনেত্রৈরনেত্রকৈঃ।
এবং বিধৈর্মহাযোগিভূতৈর্ভূতপতির্বৃতঃ ॥ ৪১ ॥

বিশুদ্ধমুক্তামণিরত্নভূষিতে
শিলাতলে হেমময়ে মনোরমে।
সুখোপবিষ্টং মদনাঙ্গনাশনং
প্রোবাচ বাক্যং গিরিরাজপুত্রী ॥ ৪২ ॥

ভগবন্ ভূতভব্যেশ গোবৃষাঙ্কিত শাসন।
তব কণ্ঠে মহাদেব ভ্রাজতেঽম্বুদসন্নিভম্ ॥ ৪৩ ॥

য়াছে, গণপতিগণের করালমুখ, বিকট হাস্য ও বিবিধপ্রকার দেহগন্ধে জীবকুল সন্ত্রস্ত হইতেছে ॥ ৩০—৩৬ ॥

ইতস্ততঃ চারুশিলাতল সকল হীরক ও স্ফটিকময় সোপানদ্বারা শোভা পাইতেছে। তথায় মহেশ্বর মণিমুক্তা-পরিশোভিত শিলাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, চারিদিকে কেহ ব্যাঘ্রমুখ কেহ কেহ সিংহমুখ কেহ গজমুখ কেহ বিড়ালমুখ কেহ বা শৃগালাকারবিশিষ্ট, হ্রস্ব দীর্ঘ কৃশ স্থূল লম্বোদর মহোদর হ্রস্ব-জঙ্ঘ লম্বোষ্ঠ, তালজঙ্ঘ গোকর্ণ এককর্ণ মহাকর্ণ কর্ণহীন বহুপাদ মহাপাদ একপাদ পাদহীন বহুশিরাঃ মহাশিরাঃ একশিরাঃ শিরোহীন বহুনেত্র মহানেত্র একনেত্র নেত্রহীন এইরূপ নানাবিধ ভূতগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩৭—৪১ ॥

এমন সময়ে প্রিয়বাদিনী নগেন্দ্রনন্দিনী মদনান্তকারী মহাদেবকে

নাত্যুল্বণং নাতিশুভ্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামাঙ্গনাশন ॥ ৪৪ ॥
কো হেতুঃ কারণং কিঞ্চ কণ্ঠে নীলত্বমীশ্বর।
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং ব্রূহি কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৫ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ।
কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥
মথ্যমানেঽমৃতে পূর্ব্বং ক্ষীরোদে সুরদানবৈঃ।
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥ ৪৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা সুরসঙ্ঘাশ্চ দৈত্যাশ্চৈব বরাননে।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্ট্বা সুরগণান্ ভীতান্ ব্রহ্মোবাচ মহাদ্যুতিঃ।
কিমর্থং ভো মহাভাগা ভীতা উদ্বিগ্নচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥
ময়াষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং ভবতাং সম্প্রকল্পিতম্।
কেনব্যাবর্ত্তিতৈশ্বর্য্যা যূয়ং বৈ সুরসত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে ভূতভব্যেশ্বর বৃষধ্বজ! আপনার কণ্ঠে নীলাঞ্জন সদৃশ একি দীপ্তি পাইতেছে? আপনার কণ্ঠে এই নীলিমা হইবার কারণ কি? এই সকল সবিস্তার বর্ণনা করুন, আমার শুনিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ॥ ৪৩—৪৫ ॥

অনন্তর নগেন্দ্রসুতার কথা শুনিয়া বিরূপাক্ষ কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! পুরাকালে দেব ও দৈত্যগণ একত্র মিলিত হইয়া সুধার আশায় ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রে কালানলসদৃশ বিষ উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া দেব ও দৈত্যগণ বিষণ্ণবদনে প্রজাপতির নিকটে গমন করিল ॥ ৪৬—৪৮ ॥

অনন্তর প্রজাপতি কহিলেন, হে সুরগণ! কি জন্য তোমরা এত উদ্‌বিগ্ন হইয়াছ? কিহেতু বা তোমাদের মুখপদ্ম এরূপ মলিন? আমি তোমাদের জন্য অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছি। কে তোমাদের সেই

ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরা যূয়ং সর্ব্বে বৈ বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাসর্গে ন সোঽস্তীহ আজ্ঞাং যো মে বিবর্ত্তয়েৎ॥ ৫১॥
বিমানগামিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
অধ্যাত্মে চাধিভূতে চ অধিদেবে চ নিত্যশঃ।
প্রজাঃ কর্ম্মবিপাকেন শক্তা যূয়ং প্রবর্ত্তিতুম্॥ ৫২॥
তৎ কিমর্থং ভয়োদ্বিগ্না মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব।
কিং দুঃখং কেন সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্।
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ॥ ৫৩॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য ব্রহ্মণো বৈ মহাত্মনঃ।
ঊচুস্তে ঋষিভিঃ সার্দ্ধং সুরদৈত্যেন্দ্রদানবাঃ॥ ৫৪॥
সুরাসুরৈর্মথ্যমানে পাথোধৌ চ মহাত্মভিঃ।
ভুজঙ্গভৃঙ্গসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্।
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সম্বর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্॥ ৫৫॥
কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্।
ত্রৈলোক্যোৎসাদিসূর্য্যাভং প্রস্ফুরন্তং সমন্ততঃ॥ ৫৬॥
বিষেণোত্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্বিষা।
নির্দগ্ধো রক্তগৌরাঙ্গঃ কৃতকৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ॥ ৫৭॥

ঐশ্বর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে? তোমরা ত্রিলোকের অধিপতি, তোমাদের মানসজ্বর নাই। এই সৃষ্টি মধ্যে এমন কে আছে যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? তোমরা বিমানে আরোহণ করিয়া যথেচ্ছ গমন করিয়া থাক। তোমরা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিষয়ে কর্ম্মবিপাকদ্বারা সৃষ্টি করিতে সমর্থ॥ ৪৯—৫২॥

কিহেতু সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় তোমরা এরূপ ভীত হইয়াছ? কি দুঃখ, কি হেতু সন্তাপ? কোথা হইতে বা ভয়? এই সকল আমার নিকটে বর্ণন কর॥ ৫৩॥

প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ কহিতে লাগিলেন, হে পদ্মযোনি!

দৃষ্ট্বা তং রক্তগৌরাঙ্গং কৃতকৃষ্ণং জনার্দ্দনম্।
ভীতাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবাস্ত্বামেব শরণঙ্গতাঃ॥ ৫৮॥
সুরাণামসুরাণাঞ্চ শ্রুত্বা বাক্যং পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৫৯॥
শৃণুধ্বং দৈবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যত্তদগ্রে সমুৎপন্নং মথ্যমানে মহোদধৌ॥ ৬০॥
বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকূটেতি বিশ্রুতম্।
যেন প্রোদ্ভূতমাত্রেণ কৃতকৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ॥ ৬১॥
তস্য বিষ্ণুরহঞ্চাপি সর্ব্বে তে সুরপুঙ্গবাঃ।
ন শক্নুবন্তি বৈ সোঢুং বেগমন্যে তু শঙ্করাৎ॥ ৬২॥
ইত্যুক্ত্বা পদ্মগর্ব্ভাভঃ পদ্মযোনিরযোনিজঃ।
ততস্তোতুং সমারব্ধো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৬৩॥
নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তেঽনেকচক্ষুষে॥
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ ৬৪॥

সুরাসুরগণ ক্ষীরোদসাগরের মন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে নীল-জীমূত সদৃশ কালকূট উত্থিত হইয়াছে; তাঁহার প্রভা প্রলয়ে উদিত আদিত্য সদৃশ, তাহা উঠিবামাত্র রক্ত গৌরাঙ্গ জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়া আপনার শরণ লইয়াছি॥ ৫৭—৫৮॥

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি প্রজার হিতার্থে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ হে ঋষিগণ! শ্রবণ কর। সমুদ্র মন্থনে যে কালানল সদৃশ কালকূট বিষ উত্থিত হইয়াছে, তাহার নাম কালকূট, তাহা উদ্ভূত হইবামাত্র জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, কৃষ্ণ বা আমি কিম্বা সমস্ত সুরগণ কেহই তাহার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। এইরূপ কহিয়া পদ্মযোনি বিরূপাক্ষকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫৯—৬৩॥

হে বিরূপাক্ষ! আপনি অনেক চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার। আপনি পিনাকপাণি, বজ্রপাণি ত্রৈলোক্যনাথ ও ভূতনাথ আপনাকে প্রণাম

নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাম্পতয়ে নমঃ।
নমঃ সুরারিসংহর্ত্রে তাপসায় ত্রিচক্ষুষে ॥ ৬৫ ॥
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভুতগ্রামায় বৈ নমঃ ॥ ৬৬ ॥
মন্মথাঙ্গবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ।
রুদ্রায় চ সুরেশায় দেবদেবায় তে নমঃ ॥ ৬৭ ॥
কপর্দ্দিনে করালায় শঙ্করায় কপালিনে।
বিরূপায়ৈকরূপায় শিবায় বরদায় চ ॥ ৬৮ ॥
ত্রিপুরঘ্নায় বন্দ্যায় মাতৃণাম্পতয়ে নমঃ।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ ॥ ৬৯ ॥
নমঃ কমলহস্তায় দিগ্‌বাসায় শিখণ্ডিনে।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ চন্দ্রায় বরুণায় চ ॥ ৭০ ॥
অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায়ানেকচক্ষুষে।
রজসে চৈব সত্ত্বায় তমসেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ৭১ ॥
নিত্যায়ানিত্যরূপায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ।
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ ॥ ৭২ ॥
চিন্ত্যায় চৈবাচিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ।
ভক্তানামার্ত্তিনাশায় নরনারায়ণায় চ ॥ ৭৩ ॥

করি। দৈত্যকুল বিনাশী, তাপস ত্রিনেত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। আপনি সাঙ্খ্যোক্তযোগ, ভূতগ্রাম, অনলঅঙ্গবিনাশী, কালের কাল, রুদ্র, সুরেশ্বর, দেবদেব আপনাকে প্রণাম করি। কপর্দ্দী, করাল, শঙ্কর, কপালী, বিরূপ, একরূপ, শিব, বরদ, ত্রিপুরারি, বন্দ্য, মাতৃপতি, বুদ্ধ, শুদ্ধ, কেবল, মুক্ত, কমলহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী, লোকত্রয়বিধাতা, চন্দ্র, বরুণ, অগ্র, উগ্র, বিপ্র, অনেক চক্ষুধারীকে নমস্কার। রজঃ সত্ত্ব তমঃ অব্যক্তযোনি ব্যক্ত অব্যক্ত ও ব্যক্তাব্যক্ত, চিন্ত্য অচিন্ত্য চিন্ত্যাচিন্ত্য, ভক্তার্ত্তিহারী নরনারায়ণকে

উমাপ্রিয়ায় শর্ব্বায় নন্দিচক্রাঙ্কিতায় চ।
পক্ষমাসার্দ্ধমাসায় নমঃ সংবৎসরায় চ॥ ৭৪॥
বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনেঽথ বরূথিনে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে॥ ৭৫॥
ধ্বজিনে রথিনে চৈব যমিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগ্‌যজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ॥ ৭৬॥
ইত্যেবমাদিচরিতৈস্তুভ্যং দেব নমোঽস্তু তে॥ ৭৭॥
এবং স্তুতস্ততো দেবৈঃ প্রণিপত্য বরাননে॥ ৭৮॥
জ্ঞাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেবো
গঙ্গাজলাপ্লাবিতকেশদেশঃ।
সূক্ষ্মোঽতিযোগাতিশয়াদচিন্ত্যো
ন হি প্লুতো ব্যক্তমুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ৭৯॥
এবং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণো লোককর্ত্তৃণা।
স্তুতোঽহং বিবিধৈস্তোত্রৈর্ব্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ॥ ৮০॥
ততঃ প্রীতোঽস্ম্যহন্তস্মৈ ব্রহ্মণে সুমহাত্মনে।
ততোঽহং সূক্ষ্ময়া বাচা পিতামহমথাব্রুবম্॥ ৮১॥

প্রণাম করি। উমাপ্রিয়, শর্ব্ব, পক্ষ, মাস, অর্দ্ধমাস, সম্বৎসর, বহুরূপ, মুণ্ড, দণ্ডী, বরূথী, কালহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী, ধ্বজী, রথী, যমী, ব্রহ্মচারী, ঋগ্বেদ সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ-পুরুষ ঈশ্বরকে নমস্কার॥ ৬৪—৭৬॥

এইরূপ স্তব করিলে আমার ভক্তি জানিয়া, সূক্ষ্মযোগের আতিশয্যহেতু, অচিন্ত্য দেবদেবের কেশকলাপ গঙ্গাজলে আপ্লুত হইল, তখন চন্দ্র পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইলেন না॥ ৭৮—৭৯॥

লোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ বেদবেদাঙ্গ সমন্বিত বাক্যে আমার স্তুতি করিলে পর হে বরাননে! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার স্তবে প্রীত হইলাম এবং ব্রহ্মাকে

ভগবন্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
কিং কার্য্যং তে ময়া ব্রহ্মন্ কর্ত্তব্যং বদ সুব্রত ॥ ৮২ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাম্বুজেক্ষণঃ।
ভূতভব্যভবন্নাথ শ্রূয়তাং কারণেশ্বর ॥ ৮৩ ॥
সুরাসুরৈর্ম্মথ্যমানে পয়োধাবম্বুজেক্ষণ।
ভগবন্মেঘসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥ ৮৪ ॥
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সম্বর্ত্তাগ্নিসমপ্রভং।
কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৮৫ ॥
ত্রৈলোক্যোৎসাদি সূর্য্যাভং বিস্ফুরন্তং সমন্ততঃ।
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥ ৮৬ ॥
তৎদৃষ্ট্বা তু বয়ং সর্ব্বে ভীতাঃ সন্ত্রাস্তচেতসঃ।
তৎ পিবস্ব মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ভবানগ্র্যস্য ভোক্তা বৈ ভবাংশ্চৈব বরঃ প্রভুঃ ॥ ৮৭ ॥
ত্বামৃতেঽন্যো মহাদেব বিষং সোঢ়ুং ন বিদ্যতে।
নাস্তি কশ্চিৎ পুমান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যেষু চ গীয়তে ॥ ৮৮ ॥

প্রত্যুত্তর দান করিলাম, হে ভূতভব্যপতি ব্রহ্মন্ আমি কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৮০—৮২ ॥

মহেশ্বরের কথা শুনিয়া প্রজাপতি কহিলেন, হে ভূতভব্যপতি কারণেশ্বর মহেশ্বর শ্রবণ করুন। হে চন্দ্রচূড়! সুরাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে মহাকালাগ্নিসদৃশ নীলমেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট কালকূট বিষ উত্থিত হইয়াছে। সেই বিষের প্রভা প্রলয়কালে উদিত আদিত্য সদৃশ। আমরা সেই বিষ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। হে দেবদেব! আপনি ত্রিলোকের হিতার্থ সেই বিষপান করুন, কারণ আপনিই অগ্রভোক্তা, আপনার ভোজনান্তর অপর সকলে ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৮৩—৮৭ ॥

ত্রিলোকে সকলেই বলিতেছে যে তুমি বিনা কেহই এ বিষ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৮ ॥

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বাঢ়মিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতিগৃহ্য বরাননে ॥ ৮৯ ॥
ততোঽহং পাতুমারব্ধো বিষমন্তকসন্নিভম্ ।
পিবতো মে মহাঘোরং বিষং সুরভয়ঙ্করম্ ॥ ৯০ ॥
কণ্ঠঃ সমভবত্তূর্ণং কৃষ্ণো মে বরবর্ণিনি ।
তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিব স্থিতম্ ॥ ৯১ ॥
অথোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
শোভসে ত্বং মহাদেব কণ্ঠেনানেন সুব্রত ॥ ৯২ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা ময়া গিরিবরাত্মজে ।
পশ্যতাং দেবসঙ্ঘানাং দৈত্যানাঞ্চ বরাননে ॥ ৯৩ ॥
যক্ষগন্ধর্বভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্ ।
ধৃতং কণ্ঠে বিষং ঘোরং নীলকণ্ঠ স্ততোঽস্ম্যহম্ ॥ ৯৪ ॥
তৎ কালকূটং বিষমুগ্রতেজঃ
কণ্ঠে ময়া পর্ব্বতরাজপুত্রি ।
নিবেশ্যমানং সুরদৈত্যসঙ্ঘো
দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাজগাম ॥ ৯৫ ॥

হে চন্দ্রমুখি! ব্রহ্মার এই বচন শুনিলাম, আমি তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সুরাসুরভয়প্রদ বিষপান করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই ঘোর বিষের প্রভাবে আমার কণ্ঠ নীল বর্ণ হইয়া গেল; দেখিলে বোধ হইত যেন নাগরাজ তক্ষক অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৮৯—৯০ ॥

আমার তাদৃশ কণ্ঠ দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, হে ত্র্যম্বক! আপনি এই কণ্ঠ দ্বারা শোভা পাইতেছেন। হে গিরিরাজসুতে! দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও উরগ এই সকলের সাক্ষাতে সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলাম, সেই হইতে আমার নাম নীলকণ্ঠ হইয়াছে। আমার কণ্ঠে সেই উগ্র তেজঃ কালকূট বিষ দেখিয়া সুরাসুরগণ বিস্মিত হইলেন ॥ ৯১—৯৫ ॥

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে সদৈত্যোরগরাক্ষসাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মত্তমাতঙ্গগামিনি॥ ৯৬॥

অহো বলং বীর্য্যপরাক্রমস্তে
অহো পুনর্যোগবলং তবৈব।
অহো প্রভুত্বং তব দেবদেব
গঙ্গাজলাস্ফালিতমুক্তকেশ॥ ৯৭॥

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব মৃত্যুর্ব্বরদস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্য্যো রজনীকরশ্চ
ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব॥ ৯৮॥

ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব।
ত্বমেব চাদির্নিধনং ত্বমেব
স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব॥ ৯৯॥

ত্বমেব সূক্ষ্মস্য পরস্য সূক্ষ্মঃ
ত্বমেব বহ্নিঃ পবনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বস্য চরাচরস্য
লোকস্য কর্ত্তা প্রলয়ে চ হর্ত্তা॥ ১০০॥

অনন্তর সুরাসুরগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে কহিলেন, হে জাহ্নবী-জলাস্ফালিত জটাজূট মহাদেব! আপনার বলবিক্রম অদ্ভুত, আপনার প্রভুত্ব ও যোগবল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি॥ ৯৬—৯৭॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা, তুমি মৃত্যু, তুমি বরদা, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমিই যজ্ঞ, তুমি নিয়ম অর্থাৎ ব্রতাদি, তুমি অতীত, তুমি ভাবী, তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমি স্থূল ও সূক্ষ্ম পুরুষ, তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তুমি হুতাশন, তুমি সমীরণ, তুমিই সকল চরাচরের স্রষ্টা, তুমিই আবার প্রলয়কালে তাহাদের সংহর্ত্তা॥ ৯৮—১০০॥

ইতীদমুক্ত্বা বচনং সুরেন্দ্রাঃ
প্রগৃহ্য সোমং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না।
গতা বিমানৈরনিগৃহ্যবেগৈ-
র্মহাত্মনো মেরুমুপেত্য সর্ব্বে ॥ ১০১ ॥

ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং পুণ্যাৎ পুণ্যমহত্তরম্।
নীলকণ্ঠেতি যৎপ্রোক্তং বিখ্যাতং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ১০২ ॥
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তাং পুণ্যাং পাপপ্রণাশনীম্।
যস্তু ধারয়তে নিত্যমেনাং ব্রহ্মোদ্ভবাং কথাম্।
তস্যাহং সংপ্রবক্ষ্যামি ফলং বৈ বিপুলং মহৎ ॥ ১০৩ ॥
বিষং তস্যং বরারোহে স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
গাত্রং প্রাপ্য চ সুশ্রোণি। ক্ষিপ্রং তৎ প্রতিহন্যতে ॥১০৪॥
শময়ত্যশুভং ঘোরং দুঃস্বপ্নঞ্চাপকর্ষতি।
স্ত্রীষু বল্লভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্য চ ॥ ১০৫ ॥

সুরগণ স্তব ও মহাদেবকে প্রণাম করিয়া পরে বেগশালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুমেরুপর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০১ ॥

হে দেবি! লোকবিখ্যাত এই গুহ্য কথা পুণ্য হইতেও পুণ্যতর। ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই কথা যে নিত্য শ্রবণ করে সে বিপুল ফল লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০২—১০৩ ॥

হে বরারোহে! স্থাবর অথবা জঙ্গম বিষ তাহার গাত্রে স্পৃষ্ট হইবামাত্র বিনষ্ট হইবে। তাহার ঘোর অশুভনষ্ট হইবে, দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইবে, সে রমণীগণের এবং সভাতে রাজার প্রিয় হইবে, বিবাদে জয় এবং যুদ্ধে শৌর্য্যলাভ করিবে। তাহার পথে কল্যাণ হইবে। গৃহে সর্ব্বদা সম্পদ্ বর্ত্তমান রহিবে। সে যথেচ্ছ নানা শরীরে গমনাগমন করিতে পারিবে। সে ইচ্ছা করিলে নীলকণ্ঠ, হরিতশ্মশ্রু, শশিশেখর, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলপাণি, বৃষধ্বজ, পিনাকপাণি ও নন্দি ইহাদের সমান পরাক্রমশালী হইতে পারিবে এবং বায়ু যেমন আকাশে যথেচ্ছ গমন করিতে পারে, সেও আমার আজ্ঞায়

বিবাদে জয়মাপ্নোতি যুদ্ধে শূরত্বমেব চ।
গচ্ছতঃ ক্ষেমমধ্বানং গৃহে চ নিত্যসম্পদঃ॥ ১০৬॥
শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্য বরাননে।
নীলকণ্ঠো হরিৎশ্মশ্রুঃ শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজঃ॥ ১০৭॥
ত্র্যক্ষস্ত্রিশূলপাণিশ্চ বৃষযানঃ পিনাকধৃক্।
নন্দিতুল্যবলঃ শ্রীমান্ নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১০৮॥
বিচরত্যচিরাৎ সর্ব্বান্ সর্ব্বলোকান্মমাজ্ঞয়া।
ন হন্যতে গতিস্তস্য অনিলস্য যথাঽম্বরে।
মম তুল্যবলোভূত্বা তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্॥ ১০৯॥
মম ভক্তা বরারোহে যে চ শৃণ্বন্তি মানবাঃ।
তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহলোকে পরত্র চ॥ ১১০॥
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো জয়তে মহীম্।
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১১॥
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
গুর্বিণী লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
নষ্টঞ্চ লভতে সর্ব্বং ইহলোকে পরত্র চ॥ ১১২॥

সেইরূপ ভ্রমণ করিতে পারিবে। সে আমার সদৃশ পরাক্রান্ত হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে॥ ১০৪—১০৯॥

যে সকল ভক্ত আমার এই কথা শ্রবণ করে তাহাদের ইহ বা পরলোকে যেরূপ গতি হয় তাহা বলিতেছি॥ ১১০॥

ব্রাহ্মণগণ বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করিতে পারেন, বৈশ্যেরা ব্যবসাতে লাভবান্, শূদ্রেরা সুখী, রুগ্নব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গর্ভিণী পুত্র লাভ করে। কন্যা সৎপতি প্রাপ্ত হয়। ইহ বা পরলোকে নষ্ট দ্রব্য পুনর্ব্বার পাওয়া যায়॥ ১১১—১১২॥

গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্‌দত্তস্য যৎফলম্‌।
তৎফলং ভবতি শ্রুত্বা বিভোর্দিব্যামিমাং কথাম্‌॥ ১১৩॥
পাদং বা যদি বাপ্যর্দ্ধং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
যস্তু ধারয়তে নিত্যং রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ১১৪॥
কথামিমাং পুণ্যফলাদিযুক্তাং
নিবেদ্য দেব্যাঃ শশিবদ্ধমূর্দ্ধজঃ।
বৃষস্য পৃষ্ঠেন সহোমরা প্রভু-
র্জগাম কিষ্কিন্ধগুহাং গুহপ্রিয়ঃ॥ ১১৫॥
ক্রান্তং ময়া পাপহরং মহাপদং
নিবেদ্য তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভঞ্জনঃ।
অধীত্য সর্ব্বন্ত্বখিলং সুলক্ষণং
জগাম চাদিত্যপথং দ্বিজোত্তমঃ॥ ১১৬॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে নীলকণ্ঠস্তবো নাম অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সহস্র গাভীদান করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, এই দিব্য কথা শ্রবণ করিলেও সেই ফল পাইবে॥ ১১৩॥

যে ব্যক্তি নিত্য এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক কিম্বা শ্লোকের একটী চরণ বা অর্দ্ধ চরণ পাঠ করে, সে ব্যক্তি রুদ্রলোকে গমন করে॥ ১১৪॥

বৃষধ্বজ দেবীর নিকটে এইরূপ দিব্য কথা বর্ণনা করিয়া বৃষে আরোহণ-পূর্ব্বক দেবীর সহিত কিষ্কিন্ধ-গুহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমীরণ ঋষিগণের নিকটে এইরূপ গুহ্য কথা নিবেদন করিয়া গগনমার্গে প্রস্থান করিলেন॥ ১১৫—১১৬॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের নীলকণ্ঠ স্তব নামক আটান্ন অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮॥

ঊনষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

অথ লিঙ্গোদ্ভব স্তবঃ।

ঋষয় উচুঃ।

গুণকর্ম্মপ্রভাবৈশ্চ কোঽধিকো বদতাং বর।।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যগাশ্চর্য্যং গুণবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মহাদেবস্য মাহাত্ম্যং বিভুত্বঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
বলিং বদ্ধা মহৌজাস্তু ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা ॥ ৩ ॥
প্রণষ্টেষু চ দৈত্যেষু প্রহৃষ্টে চ শচীপতৌ।
অথাজগ্মুঃ প্রভুং দ্রষ্টুং সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪ ॥
যত্রাস্তে বিশ্বরূপাত্মা ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ।
সিদ্ধ-ব্রহ্মর্ষয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণাঃ ॥ ৫ ॥
নাগা দেবর্ষয়শ্চৈব নদ্যঃ সর্ব্বে চ পর্ব্বতাঃ।
অভিগম্য মহাত্মানং স্তুবন্তি পুরুষং হরিম্ ॥ ৬ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে বাগ্মিবর! গুণ, কর্ম্ম ও প্রভাব দ্বারা এ বিশ্বে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? আপনি বর্ণনা করুন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

অনন্তর সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! এ বিষয়ে মহেশ্বরের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ একটী পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা বলিদর্পহারী হরি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলি অবরুদ্ধ হইলে দৈত্যদল ক্ষীণবল হইল, শচীপতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ক্ষীরোদসাগরাভিমুখে গমন করিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, নদী ও পর্ব্বত ইহারা সকলে মিলিত হইয়া মহাত্মা হরির এইরূপ স্তব আরম্ভ

ত্বং ধাতা ত্বঞ্চ কর্ত্তাঽস্য ত্বং লোকান্ সৃজসি প্রভো।
ত্বৎ প্রসাদাচ্চ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমব্যয়ম্।
অসুরাশ্চ জিতাঃ সর্ব্বে বলির্বদ্ধশ্চ বৈ ত্বয়া॥ ৭॥
এবমুক্তং সুরৈর্বিষ্ণুঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো দেবান্ সর্ব্বাংস্তান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ৮॥
শ্রূয়তামভিধাস্যামি কারণং সুরসত্তমাঃ।
যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কলিঃ কালকরঃ প্রভুঃ॥ ৯॥
যেন হি ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সৃষ্টা লোকাশ্চ মায়য়া।
তস্যৈব চ প্রসাদেন আদৌ সিদ্ধত্বমাগতম্॥ ১০॥
পুরা তমসি চাব্যক্তে ত্রৈলোক্যে গ্রাসিতে ময়া।
উদরস্থেষু ভূতেষু লোকেঽহং শয়িতস্তদা॥ ১১॥
সহস্রশীর্ষো ভূতাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শয়িতো বিমলেঽম্ভসি॥ ১২॥
এতস্মিন্নন্তরে দূরাৎ পশ্যামি হ্যমিতপ্রভম্।
শতসূর্য্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা॥ ১৩॥

করিলেন। এই জগতের তুমিই ধাতা ও তুমিই কর্ত্তা, এ সকল লোককে তুমি সৃষ্টি করিতেছ, তোমার প্রসাদে ত্রিলোক কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমা কর্ত্তৃক অসুরদল জিত হইয়াছে, বলি অবরুদ্ধ হইয়াছে। সুরসিদ্ধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া পুরুষোত্তম কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ কর, এ বিষয়ের কারণ কহিতেছি। যিনি সকল ভূতের স্রষ্টা এবং হন্তা, যিনি মায়ার সহিত মিলিত হইয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে এই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। পুরাকালে অব্যক্ত এই বিশ্বকে গ্রাস করিয়া এবং ভূতগণকে কুক্ষি মধ্যে রাখিয়া আমি সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ ও সহস্রপাণি পুরুষরূপে বিমল সলিলে শয়ন করিয়াছিলাম॥ ২—১২॥

এই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, দূরে শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী চারি-

চতুর্বক্ত্রং মহাযোগং পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কৃষ্ণাজিনধরং দেবং কমণ্ডলুবিভূষিতম্।
নিমেষান্তরমাত্রেণ প্রাপ্তোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
ততো মামব্রবীদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
কস্ত্বং কুতো বা কিঞ্চেহ তিষ্ঠসে বদমে বিভো।
অহং কর্ত্তাঽস্মি লোকানাং স্বয়ম্ভূর্বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহমুবাচ তং ॥ ১৬ ॥
অহং কর্ত্তা চ লোকানাং সংহর্ত্তা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥
এবং সম্ভাষমাণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালা দৃষ্টাপ্যধিষ্ঠিতা ॥ ১৮ ॥
জ্বালান্ততস্তামালোক্য বিস্মিতৌ চ তদানয়োঃ।
তেজসা চৈব তেনাথ সর্ব্বং জ্যোতিঃ কৃতঞ্জলম্ ॥ ১৯ ॥
বর্দ্ধমানে তদা বহ্নাবত্যন্তপরমাদ্ভুতে।
অভিদুদ্রাব তাং জ্বালাং ব্রহ্মা চাহঞ্চ সত্বরঃ ॥ ২০ ॥
দিবং ভূমিঞ্চ বিষ্টভ্যঃ তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥
তস্য জ্বালস্য মধ্যেতু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্ ॥ ২২ ॥

মুখবিশিষ্ট, হস্তে কমণ্ডলু, কৃষ্ণাজিন পরিধান এক পুরুষ, নিমেষমাত্রে আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কি জন্যই বা এস্থানে অবস্থান করিতেছ? আমি এ চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মা ॥ ১৩—১৫ ॥

ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া আমি কহিলাম, আমি এ চরাচরের কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা ॥ ১৭ ॥

পরস্পরের মধ্যে এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং উভয়েই জয়াভিলাষী হইলাম। এই সময়ে উত্তরদিকে একটী বিপুল জ্বালা দৃষ্টিগোচর হইল, সেই জ্বালা অবলোকন করিয়া উভয়েরই বিস্ময় হইল। সেই তেজে অপর

প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্।
ন চ তৎ কাঞ্চনং মধ্যে ন শৈলং ন চ রাজতম্ ॥ ২৩ ॥
অনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যঞ্চ লক্ষ্যালক্ষ্যং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪ ॥
মহৌজসং মহাঘোরং বর্দ্ধমানং ভৃশং তদা।
জ্বালামালায়তং স্বস্তং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ২৫ ॥
অস্য লিঙ্গস্য যোঽন্তং বৈ গচ্ছতে মন্ত্রকারণম্।
ঘোররূপিণমত্যর্থং ভিদন্তমিব রোদসী ॥ ২৬ ॥
ততো মামব্রবীদ্ ব্রহ্মা অধোগচ্ছত্বতন্দ্রিতঃ।
অন্তমস্য বিজানীমো লিঙ্গস্য তু মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
অহমূর্দ্ধং গমিষ্যামি যাবদন্তো হস্য দৃশ্যতে।
তদা তৌ সময়ং কৃত্বা গতাবূর্দ্ধমধশ্চ হ ॥ ২৮ ॥
ততো সর্ব্বসহস্রন্তু অহং পুনরধোগতঃ।
ন চ পশ্যামি তস্যান্তং ভীতশ্চাহং ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
তথা ব্রহ্মা চ শ্রান্তশ্চ ন চান্তমস্য পশ্যতি।
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং তত্রৈব স মহাম্ভসি ॥ ৩০ ॥

সমস্ত জ্যোতিই মলিন হইয়াছে। ক্রমে সেই অদ্ভুত জ্বালাময় বহ্নি বর্দ্ধিত হইলে আমরা তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, সেই জ্বালামণ্ডলের মধ্যে বিপুলপ্রভ এক লিঙ্গ অবস্থান করিতেছে। সেই লিঙ্গ কাঞ্চন বা রজত নহে, অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্য ব্যক্তাব্যক্ত মহাপ্রভাশালী জ্বালামালাপরিবৃত এবং সর্ব্বভূতের ভয়াবহ ঘোররূপী আকাশভেদী এই লিঙ্গের অন্ত কে জানিতে পারে॥১৮—২৬॥

অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন, তুমি অধোগমন করিয়া এই লিঙ্গের অন্ত অবগত হও, আমিও উর্দ্ধে গমন করিয়া ইহার সীমা দেখিব ॥ ২৭ ॥

অনন্তর আমরা উভয়ে এইরূপ স্থির করিয়া অধঃ ও উর্দ্ধদেশে গমন করিলাম। আমি সহস্র বৎসর অধোদেশে গমন করিয়াও তাহার অন্ত পাইলাম না। প্রজাপতিও উর্দ্ধদেশে গমন করিয়া তাহার সীমা পাইলেন না, আমরা উভয়েই আসিয়া মিলিত হইলাম ॥ ২৮—৩০ ॥

ততো বিস্ময়মাপন্নাবুভৌ তস্য মহাত্মনঃ ।
মায়য়া মোহিতো তেন নষ্টসংজ্ঞৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৩১ ॥
ততো ধ্যানগতস্তত্র ঈশ্বরং সর্ব্বতোমুখম্ ।
প্রভবং নিধনঞ্চৈব লোকানাং প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ৩২ ॥
বদ্ধাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা তস্মৈ শর্ব্বায় শূলিনে ।
মহাভৈরবনাদায় ভীমরূপায় দংষ্ট্রিণে ।
অব্যক্তায় মহান্তায় নমস্কারং প্রকুর্ম্মহে ॥ ৩৩ ॥

নমোঽস্তু তে লোকসুরেশ দেব
নমোঽস্তু তে ভূতপতে মহান্ত ।
নমোঽস্তু তে শাশ্বত সিদ্ধযোনে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগৎপ্রতিষ্ঠ ॥ ৩৪ ॥

পরমেষ্ঠী পরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্ ।
শ্রেষ্ঠস্ত্বং বামদেবশ্চ রুদ্রঃ স্কন্দঃ শিবঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরং পরম্ ।
স্বাহাকারো নমস্কারঃ সংস্কারঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৬ ॥

আমরা উভয়ে বিস্মিত হইলাম, তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা উভয়েই ধ্যানমগ্ন সর্ব্বব্যাপী চরাচরের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী শূলপাণি ভীষণনাদযুক্ত, ভীমরূপ, ঘোরদংষ্ট্রাবিশিষ্ট, বিরাটমূর্ত্তি অব্যক্তরূপ ঈশ্বরকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এইরূপে প্রণাম করিলাম ॥ ৩১—৩৩ ॥

হে দেব! মনুষ্য ও দেবগণের ঈশ্বর, ভূতপতি ও বিরাট্মূর্ত্তি! আপনাকে নমস্কার। হে ভূতপতে! চিরন্তন-সিদ্ধযোনি ও জগদ্ব্যাপ্ত প্রতিষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

আপনি পরমেশ্বর, পরম ব্রহ্ম, অক্ষর অর্থাৎ যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না এরূপ পরম পদ, আপনি শ্রেষ্ঠ বামদেব, রুদ্র, স্কন্দ, শিব, প্রভু, যজ্ঞ, বষট্কার, ওঙ্কার, পরমপদ, স্বাহাকার,

স্বধাকারশ্চ জাপ্যশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
বেদা লোকাশ্চ দেবাশ্চ ভগবানেব সর্ব্বশঃ॥ ৩৭॥
আকাশস্য চ শব্দস্ত্বং ভূতানাং প্রভবাব্যয়ম্।
ভূমের্গন্ধো রসশ্চাপাং তেজোরূপং মহেশ্বরঃ॥ ৩৮॥
বায়োঃ স্পর্শশ্চ দেবশ্চ বপুশ্চন্দ্রমসস্তথা।
বুধো জ্ঞানঞ্চ দেবেশ প্রকৃতৌ বীজমেব চ॥ ৩৯॥
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং কালো-মৃত্যুর্যমোঽন্তকঃ।
ত্বন্ধারয়সি লোকাংস্ত্রীংস্ত্বমেব সৃজসি প্রভো॥ ৪০॥
পূর্ব্বেণ বদনেন ত্বমিন্দ্রত্বঞ্চ প্রকাশসে।
দক্ষিণেন চ বক্ত্রেণ লোকান্ সংক্ষিয়সে প্রভো॥ ৪১॥
পশ্চিমেন তু বক্ত্রেণ বরুণত্বং করোষি বৈ।
উত্তরেণ তু বক্ত্রেণ সৌম্যত্বঞ্চ ব্যবস্থিতম্॥ ৪২॥
রাজসে বহুধা দেব লোকানাং প্রভবাব্যয়ঃ॥ ৪৩॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনীসুতৌ।

নমস্কার, সকল কর্ম্মের সংস্কার, স্বধাকার, জাপ্য অর্থাৎ ধ্যেয়, ব্রত, এবং নিয়ম। হে ভগবন্! আপনিই বেদ, লোক ও দেবস্বরূপ॥ ৩৫—৩৭॥

আপনি আকাশের শব্দ, ভূতগণের আদি কারণ হইয়াও বিকারহীন, পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ মহেশ্বর, বায়ুর স্পর্শ, চন্দ্রমার দিব্য শরীর। হে দেবেশ! আপনি প্রাজ্ঞ এবং জ্ঞান, প্রকৃতির বীজ, সকল ভূতের স্রষ্টা, কাল, মৃত্যু ও বিনাশকারী যমরাজ। হে প্রভো! আপনি এই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আপনিই এই তিন লোকের সৃষ্টি করিতেছেন॥ ৩৮—৪০॥

হে প্রভো! আপনি পূর্ব্ববদন দ্বারা ইন্দ্রত্ব প্রকাশ করিতেছেন, দক্ষিণ বদন দ্বারা জগতের বিনাশ সাধন করিতেছেন, পশ্চিমবদনদ্বারা বরুণত্ব প্রকাশ করিতেছেন, আপনার উত্তরমুখে সৌম্যত্ব ব্যবস্থিত। হে দেব! আপনিই প্রাণি-গণের আদি ও অন্তস্বরূপ, এইরূপে বহুরূপে দীপ্তি পাইতেছেন॥ ৪১—৪৩॥

সাধ্যা বিদ্যাধরা নাগাশ্চারণাশ্চ তপোধনাঃ।
বালখিল্যা মহাত্মানস্তপঃ সিদ্ধাশ্চ সুব্রতাঃ॥ ৪৪॥
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ যে চান্যে নিয়তব্রতাঃ।
উমা সীতা সিনীবালী কুহূর্গায়ত্রীচৈব চ॥ ৪৫॥
লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তি ধৃতির্মেধা লজ্জা ক্ষান্তির্বপুঃ স্বধা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব বাচাং দেবী সরস্বতী।
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ সন্ধ্যা রাত্রিস্তথৈব চ॥ ৪৬॥

সূর্য্যাযুতানামযুতপ্রভা চ
নমোঽস্তু তে চন্দ্রসহস্রগোচর।
নমোঽস্তু তে পর্ব্বতরূপধারিণে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বগুণাকরায়॥ ৪৭॥
নমোঽস্তু তে পট্টিশরূপধারিণে
নমোঽস্তু তে চর্ম্মবিভূতিধারিণে।
নমোঽস্তু তে রুদ্রপিনাকপাণয়ে
নমোঽস্তু তে শায়কচক্রধারিণে॥ ৪৮॥

আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনীসুত, সাধ্য, বিদ্যাধর, নাগ, চারণ, তপোধন, বাল্যখিল্য, মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ, ও ব্রতনিয়ত ব্যক্তিগণ আপনা হইতেই প্রসূত হইয়াছে॥ ৪৪॥

উমা, সীতা, সিনীবালী, কুহূ, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, ক্ষান্তি, বপুঃ, স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, বাগ্‌দেবী সরস্বতী, সন্ধ্যা ও রাত্রি ইহারা সকলেই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন॥ ৪৫—৪৬॥

অযুত সূর্য্যসদৃশ অযুতদীপ্তি এবং সহস্র চন্দ্রসদৃশ সুন্দর কান্তি, পর্ব্বতরূপধারী, সর্ব্বগুণের আকর আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৭॥

হে রুদ্র! পট্টিশরূপধারী চর্ম্ম ও বিভূতি ভূষিত পিনাকপাণি ও শায়কচক্র-

নমোঽস্তু তে ভস্মবিভূষিতাঙ্গ
নমোঽস্তু তে কামশরীরনাশন।
নমোঽস্তু তে দেবহিরণ্যবাসসে
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাহবে॥ ৪৯॥
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যরূপ
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যনাভ।
নমোঽস্তু তে নেত্রসহস্রচিত্র
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যরেতঃ॥ ৫০॥
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবর্ণ
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যগর্ভ।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যচীর
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যদায়িনে॥ ৫১॥
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যমালিনে
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাহিনে।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবর্ম্মনে
নমোঽস্তু তে ভৈরবনাদনাদিনে॥ ৫২॥
নমোঽস্তু তে ভৈরববেগবেগ
নমোঽস্তু তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ।
নমোঽস্তু তে দিব্য সহস্রবাহো
নমোঽস্তু তে নর্ত্তনবাদনপ্রিয়॥ ৫৩॥

ধারী আপনাকে প্রণাম করি। হে ভস্মবিভূষিতকলেবর! হে কামনিসূদন! সুবর্ণময় বস্ত্রধারী, সুবর্ণ বাহুবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার॥ ৪৮—৪৯॥

হিরণ্যরূপ, হিরণ্য সদৃশ নাভিযুক্ত, সহস্র নেত্রবিশিষ্ট হিরণ্যরেতা আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্যবর্ণ! হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যবসনধারী, হিরণ্যদায়ী! আপনাকে প্রণাম করি। হে দেব! হিরণ্যমালাধারী, হিরণ্যবাহী, হিরণ্য-

এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্যক্তো ভূত্বা মহামতিঃ।
ভাতি দেবো মহাযোগী সূর্য্যকোটীসমপ্রভঃ॥ ৫৪॥
অভিভাষ্যস্তদা হৃষ্টো মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
বক্ত্রকোটীসহস্রেণ গ্রসমান ইবাপরম্॥ ৫৫॥
একগ্রীবস্ত্বেকজটো নানাভূষণভূষিতঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রাঙ্গঃ নানামাল্যানুলেপনঃ॥ ৫৬॥
পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষভাসন শূলধৃক্।
দণ্ডকৃষ্ণাজিনধরঃ কপালী ঘোররূপধৃক্॥ ৫৭॥
ব্যালযজ্ঞোপবীতীচ সুরাণামভয়ঙ্করঃ।
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষপর্জ্জন্যনিনদোপমঃ।
মুক্তো হাসস্তদা তেন নভঃ সর্ব্বমপূরয়ৎ॥ ৫৮॥
তেন শব্দেন মহতা বয়ং ভীতা মহাত্মনঃ।
তদোবাচ মহাযোগী প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ॥ ৫৯॥

বর্ম্মা ও ভৈরবনাদী, আপনাকে নমস্কার। হে ভীমবেগবিশিষ্ট শঙ্কর! হে নীলকণ্ঠ! নৃত্যবাদ্যপ্রিয় ও সহস্র বাহুবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার॥ ৫০—৫৩॥

এইরূপে স্তুত হইয়া মহামতি মহেশ্বর স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন॥ ৫৪॥

অভিভাষ্য দেবদেব মহেশ্বর হৃষ্ট হইলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন কোটি বক্ত্র দ্বারা সমস্ত গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একগ্রীব, একজটাধারী, বিবিধাভরণভূষিত উজ্জ্বলমূর্ত্তি, বিবিধ মাল্য এবং অনুলেপনে পরিশোভিত, দণ্ড এবং কৃষ্ণাজিনধারী, পিণাকী, শূলী, কপালী, বৃষাসনে উপবিষ্ট, সর্পোপবীতধারী সুরগণের ভয়প্রদ, মেঘের ন্যায় গভীরনাদী মহেশ্বর বিকট হাস্ত দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন॥ ৫৫—৫৮॥

মহাত্মার সেই শব্দ শুনিয়া আমরা ভীত হইলাম। অনন্তর মহাযোগী মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে সুরদ্বয়! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি॥ ৫৯॥

পশ্যেতাঞ্চ মহামায়াং ভয়ং সর্ব্বং প্রমুচ্যতাম্।
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রেষু মম পূর্ব্বসনাতনৌ ॥ ৬০ ॥
অয়ং মে দক্ষিণো বাহুর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বামো বাহুশ্চমে বিষ্ণুর্নিত্যং যুদ্ধেষু তিষ্ঠতি।
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যক্ বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্ ॥ ৬১ ॥
ততঃ প্রহৃষ্ট মনসৌ প্রণতৌ পাদয়োঃ পুনঃ।
ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ পুনরেব তদানঘৌ ॥ ৬২ ॥
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নৌ নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর ॥ ৬৩ ॥

ভগবানুবাচ।

এবমস্তু মহাভাগৌ সৃজতাং বিবিধাঃ প্রজাঃ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৪ ॥
এবমেষ ময়োক্তো বঃ প্রভাবস্তস্য যোগিনঃ।
তেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং হেতুমাত্রা বয়ন্ত্বিহ ॥ ৬৫ ॥

ভয় ত্যাগ করিয়া আমার মায়া দর্শন কর। পূর্ব্বকালে তোমরা দুইজন আমার গাত্র হইতে প্রসূত হইয়াছ। লোকপিতামহ এই ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ বাহু এবং তুমি আমার বামবাহু। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, দুইজনকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হৃষ্টচিত্তে চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেব! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যদি আমাদিগকে বর দান করিতে আপনার ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে এই বর দান করুন, যেন চির দিন আপনার চরণে আমাদের ভক্তি থাকে ॥ ৬২—৬৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, তাহাই হউক, তোমরা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কর। এইরূপ কহিয়া বিধাতা তিরোহিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

তোমাদের নিকটে আমি সেই মহাযোগী মহেশ্বরের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণনা করিলাম। সেই মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা নিমিত্ত মাত্র ॥ ৬৫ ॥

এতদ্ধি রূপমজ্ঞাতমব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্।
অচিন্ত্যং তদদৃশ্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৬৬ ॥
তস্মৈ দেবাধিপত্যায় নমস্কারং প্রযুঙ্ক্তহ।
যেন সূক্ষ্মমচিন্ত্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৬৭ ॥
মহাদেব নমস্তে হস্তু মহেশ্বর নমোঽস্তুতে।
সুরাসুরবরশ্রেষ্ঠ মনোহংস নমোঽস্তুতে ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বে সুরাঃ স্বং স্বং নিবেশনম্।
নমস্কারং প্রযুঞ্জানাঃ শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ৬৯ ॥
ইমং স্তবং পঠেৎ যস্তু ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
কামাংশ্চ লভতে সর্ব্বান্ পাপেভ্যস্তু বিমুচ্যতে ॥ ৭০ ॥
এতৎ সর্ব্বং সদা তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
মহাদেবপ্রসাদেন উক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া মাহেশ্বরং বলম্ ॥ ৭১ ॥

শিব নামক মহেশ্বর অজ্ঞাত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অদৃশ্য, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত স্বরূপ, যাঁহাকে কেবলমাত্র জ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, সেই দেবাধিপতি মহাদেবকে প্রণাম কর। হে মহাদেব! হে মহেশ্বর! হে সুরাসুর-শ্রেষ্ঠ! হে হৃদয়সরোবরবিহারিন্ হংস! তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

সূত কহিলেন, দেবগণ এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহাত্মা মহাদেবকে প্রণাম করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন ॥ ৬৯ ॥

যে মহাত্মা ঈশ্বরের এই স্তব পাঠ করিবে, সে সকল অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করিবে এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৭০ ॥

মহাদেবের প্রসাদে বিষ্ণু ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তোমাদের নিকটে সমস্ত মাহেশ্বর-প্রভাব বর্ণনা করিলাম ॥ ৭১ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(পিতৃবর্ণনম্।)

শাংশপায়ন উবাচ।

অগাৎ কথমমাবাস্যাং মাসি মাসি দিবোন্নৃপঃ।
ঐলঃ পুরূরবাঃ সূত কথং বা ২তর্পয়ৎ পিতৃন্॥ ১॥

সূত উবাচ।

তস্য চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং শাংশপায়ন।
ঐলস্যাদিত্যসংযোগং সোমস্য চ মহাত্মনঃ॥ ২॥
অপাংসারময়স্যেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।
হ্রাসবৃদ্ধী তু দৈবস্য পৈত্র্যস্য চ বিনির্ণয়ম্॥ ৩॥
সোমাচ্চৈবামৃতপ্রাপ্তিং পিতৃণাস্তর্পণং তথা।
কব্যাগ্নেশ্চাত্তসোমানাং পিতৃণাঞ্চৈব দর্শনম্॥ ৪॥
যথা পুরূরবাশ্চৈড় স্তর্পয়ামাস বৈ পিতৃন্।
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বাণি চ যথাক্রমম্॥ ৫॥
যদাতু চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ নক্ষত্রেণ সমাগতৌ।
অমাবাস্যান্নিবসত একরাত্রৈকমণ্ডলে॥ ৬॥

শাংশপায়ন কহিলেন, হে সূত! কিরূপে ইলাপুত্র মহারাজ পুরূরবা প্রতি মাসে অমাবস্যার দিনে স্বর্গে গমন করিতেন এবং কি রূপেই বা পিতৃগণের তর্পণ করিতেন॥ ১॥

সূত কহিলেন, হে শাংশপায়ন! ইলাপুত্র পুরূরবা এবং চন্দ্রের যেরূপে আদিত্যের সহিত সংযোগ হয় আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি॥ ২॥

যেরূপে জলময় চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় এবং দেব ও পৈত্র্য কালের নির্ণয়, চন্দ্র হইতে অমৃত প্রাপ্তি, এবং যেরূপে মহারাজ পুরূরবা পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩—৫॥

সূর্য্য ও চন্দ্র যে সময়ে এক নক্ষত্রে মিলিত হইয়া অমাবস্যা তিথিতে এক রাত্রে এক মণ্ডলে বাস করেন, সেই সময়ে মহারাজ পুরূরবা চন্দ্র ও সূর্য্যকে

স গচ্ছতি তদা দ্রষ্টুং দিবাকরনিশাকরৌ।
অমাবস্যামমাবাস্যাং মাতামহপিতামহৌ।
অভিবাদ্য তদা তত্র কালাপেক্ষঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥
(প্রসীদমানাৎ সোমাচ্চ পিত্রর্থং তৎপরিস্রবাৎ।)
ঐলঃ পুরূরবা বিদ্বান্ মাসি মাসি প্রযত্নতঃ।
উপাস্তে পিতৃমন্তং তং সসোমং স দিবিস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
দ্বিলবং কুহুমাত্রস্তু তে উভে তু বিচার্য্য সঃ।
সিনীবালীপ্রমাণেন সিনীবালীমুপাসকঃ ॥ ৯ ॥
কুহুমাত্রাং কলাঞ্চৈব জ্ঞাত্বোপাস্তে কুহূং পুনঃ।
স তদা ভানুমত্যেক কালাবেক্ষী প্রপশ্যতি ॥ ১০ ॥
সুধামৃতং কুতঃ সোমাৎ প্রস্রবেন্মাসতৃপ্তয়ে।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব সুধামৃতপরিস্রবৈঃ ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণপক্ষে তদা পীত্বা দুহ্যমানং তথাংশুভিঃ।
সদ্যঃ প্রক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ ॥ ১২ ॥
নির্ব্বাপণার্থং দত্তেন পিত্রেণ বিধিনা নৃপঃ।
সুধামৃতেন রাজেন্দ্রস্তর্পয়ামাস বৈ পিতৄন্।
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ ॥ ১৩ ॥

দেখিতে স্বর্গে গমন করেন এবং প্রতি অমাবস্যায় মাতামহ ও পিতামহকে অভিবাদন করিয়া কিছু কাল অপেক্ষা করেন ॥ ৬—৭ ॥

মহারাজ পুরূরবা স্বর্গে থাকিয়া প্রতি মাসে যত্নপূর্ব্বক চন্দ্রের সহিত পিতৃমণ্ডলের উপাসনা করেন। পুরূরবা দ্বিলব ও কুহূ মাত্র এই উভয়কে বিচার করিয়া সিনীবালী-প্রমাণ সিনীবালিকে উপাসনা করেন, কুহূপ্রমাণ কলা জানিয়া কুহূকে উপাসনা করেন, সূর্য্যেতে এক কাল অপেক্ষা করিয়া কিরূপে সুধাকর হইতে সুধা নিঃসৃত হয়, তাহা দর্শন করেন, কৃষ্ণপক্ষে কিরণের সহিতদুহ্যমান সদ্যঃ ক্ষরিত মধু ও অমৃত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া-

ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ।
জজ্ঞিরে হ্যতবস্তস্মাদৃতুভ্যশ্চার্ত্তবাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
আর্ত্তবা হ্যর্দ্ধমাসাখ্যাঃ পিতরো হ্যব্দসূনবঃ।
ঋতুঃ পিতামহা মাসা ঋতুশ্চৈবাব্দসূনবঃ ॥ ১৫ ॥
প্রপিতামহাস্তু বৈ দেবাঃ পঞ্চাব্দাঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সৌম্যাস্তু সৌম্যজা জ্ঞেয়াঃ কাব্যাঃ জ্ঞেয়াঃ কবেঃ সুতাঃ॥১৬॥
উপহূতাঃ স্মৃতা দেবাঃ সোমজাঃ সোমপাস্তথা।
আজ্যপাস্তু স্মৃতাঃ কাব্যাস্তৃপ্যন্তি পিতৃজাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥
কাব্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষাত্তাশ্চ তে ত্রিধা।
গৃহস্থা যে চ যজ্বানা ঋতুর্বর্হিষদো ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
গৃহস্থাশ্চাপি যজ্বানা অগ্নিষাত্তাস্তথার্ত্তবাঃ।
অষ্টকাপতয়ঃ কাব্যাঃ পঞ্চাব্দাস্তান্নিবোধত ॥ ১৯ ॥
এষাং সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তু পরিবৎসরঃ।
সোম ইদ্বৎসরঃ প্রোক্তো বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ ॥ ২০ ॥

ছিলেন। সৌম্য, বর্হিষদ, কাব্য, অগ্নিষাত্তা প্রভৃতিকেও তর্পণ করিতেন ॥ ৮—১৩ ॥

যে ঋতু অগ্নিনামে কথিত হইয়াছে, তাহাই সম্বৎসর, তাহা হইতে ঐ সকল ঋতুগণ জন্মিয়াছে। ঋতুগণ হইতে আর্ত্তবের উৎপত্তি হয় ॥ ১৪ ॥

অর্দ্ধমাস নামক আর্ত্তবগণ পিতা এবং তাহারা অব্দের পুত্র, পিতামহ মাস ও ঋতু ইহারা অব্দের পুত্র, প্রপিতামহগণ দেব পঞ্চাব্দ এবং ব্রহ্মার পুত্র। সৌম্য সোম হইতে এবং কাব্য কবি হইতে জন্মিয়াছে ॥ ১৫—১৬ ॥

সোমজ দেবগণ আহূত হইয়া সোমরস পান করেন। কবিজ দেবগণ উপহূত হইয়া আজ্য পান করেন। পিতৃজাতি তিনপ্রকার, কাব্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষাত্তা। গৃহস্থ, যজ্বা, অগ্নিষাত্ত, আর্ত্তব, অষ্টকাপতি ও কাব্য ইহাদিগকে বর্হিষদ বলে, ইহাদিগের সম্বৎসর অগ্নি, সূর্য্য পরিবৎসর, সোম ইদ্বৎসর, অনুবৎসর,

রুদ্রস্তু বৎসরস্তেষাং পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ।
লেখাশ্চৈবোষ্মপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥ ২১॥
এতে পিবন্ত্যমাবাস্যাং মাসি মাসি সুধাং দিবি।
তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসীৎ পুরূরবাঃ॥ ২২॥
যস্মাৎ প্রস্রবতে সোমান্ মাসি মাসি নিবোধত।
তস্মাৎ সুধামৃতং তদ্বৈ পিতৃণাং সোমপায়িনাম্॥ ২৩॥
এবং তদমৃতং সৌম্যং সুধা চ মধু চৈব হ॥ ২৪॥
কৃষ্ণপক্ষে যথা চেন্দোঃ কলাঃ পঞ্চদশ ক্রমাৎ।
পিবন্ত্যম্বুময়ীর্দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তু ছন্দজাঃ।
পীত্বা চ মাসং গচ্ছন্তি চতুর্দ্দশ্যাং সুধামৃতম্॥ ২৫॥
ইত্যেবং পীয়মানস্তু দৈবতৈশ্চ নিশাকরঃ।
সমাগচ্ছদমাবাস্যাং ভাগে পঞ্চদশে স্থিতঃ॥ ২৬॥
সুষুম্নাপ্যায়িতঞ্চৈব অমাবাস্যাং যথাক্রমম্।
পিবন্তি দ্বিকলং কালং পিতরস্তে সুধামৃতম্॥ ২৭॥

বায়ু এবং রুদ্র তাহাদিগের বৎসর। যাহারা পঞ্চাব্দা ও যুগাত্মক, তাহারা লেখ, উষ্মপ ও দিবাকীর্ত্ত্যা নামে বিখ্যাত॥ ১৭—২১॥

ইহারা প্রতি মাসে অমাবস্যার দিনে সুধাপান করেন। মাসে মাসে চন্দ্র হইতে সুধা ক্ষরিত হয়, সেই সুধা সোমপায়ী পিতৃগণের অমৃত, তাহা দ্বারা পুরূরবা পিতৃলোকের তর্পণ করেন, এই অমৃতকে সুধা ও মধু বলা হয়॥ ২২—২৪॥

কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ চন্দ্রের জলময় পঞ্চদশ কলার এক একটী করিয়া পান করেন এই প্রকারে এক মাস অমৃত পান করিয়া চতুর্দ্দশ কলায় উপস্থিত হন॥ ২৫॥

সুধাকর এইরূপ দেবগণ কর্ত্তৃক পীত হইয়া অমাবস্যার দিনে পঞ্চদশ ভাগে অবস্থান করেন॥ ২৬॥

অমাবস্যার দিনে সুষুম্নাদ্বারা আপ্যায়িত সুধাকরের কলা দ্বিকলা পরিমিত কাল পর্য্যন্ত পিতৃগণ পান করেন॥ ২৭॥

ততঃ পীতক্ষয়ে সোমে সূর্য্যোঽসাবেকরশ্মিনা।
আপ্যায়য়ৎ সুষুম্নেন পিতৃণাং সোমপায়িনাম্ ॥ ২৮ ॥
নিঃশেষায়াং কলায়াস্তু সোমমাপ্যায়য়ৎ পুনঃ।
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য ভাগং ভাগমহঃ ক্রমাৎ।
কলাঃ ক্ষীয়ন্তি তাঃ কৃষ্ণাঃ শুক্লাশ্চাপ্যায়য়ন্তি চ ॥ ২৯ ॥
এবং সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
দৃশ্যতে পৌর্ণমাস্যাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
সংসিদ্ধিরেবং সোমস্য পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩০ ॥
ইত্যেষঃ পিতৃমান্ সোমঃ স্মৃত ইদ্বৎসরঃ ক্রমাৎ।
ক্রান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্দ্ধং সুধামৃতপরিস্রবৈঃ ॥ ৩১ ॥
অতঃ পর্ব্বাণি বক্ষ্যামি পর্ব্বণাং সন্ধয়স্তথা।
গ্রন্থিমন্তি যথা পর্ব্বাণীক্ষুবেণোর্ভবন্ত্যুত ॥ ৩২ ॥
তথার্দ্ধমাসপর্ব্বানি শুক্লকৃষ্ণানি বৈ বিদুঃ।
পূর্ণামাবাস্যয়োর্ভেদৈর্গ্রন্থির্যা সন্ধয়শ্চ বৈ।
অর্দ্ধমাসাস্তু পর্ব্বাণি তৃতীয়া প্রভৃতীনি তু ॥ ৩৩ ॥
অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়তে পর্ব্বসন্ধিষু।
সায়াহ্নে প্রতিপচ্চৈব স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ ॥ ৩৪ ॥

সূর্য্য সেই ক্ষীণ চন্দ্রকে সুষুম্ন নামক রশ্মি দ্বারা আপ্যায়িত করেন। কলা নিঃশেষিত হইলে পুনর্ব্বার চন্দ্র এই প্রকারে বর্দ্ধিত হয়। সুষুম্ন দ্বারা আপ্যায়িত সেই চন্দ্রের কৃষ্ণকলার ক্ষয় ও প্রতিদিন শুক্ল কলার বৃদ্ধি হয়॥ ২৮—২৯॥

এইরূপ সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের তনু বর্দ্ধিত হইয়া পৌর্ণমাসীতে শুক্ল এবং পরিপূর্ণ মণ্ডল হয়। এইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

এই পিতৃমান্ সোম ক্রমে ইদ্বৎসর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

অতঃপর আমি পর্ব্ববিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। পর্ব্ব অর্থাৎ সন্ধি, যেরূপ ইক্ষু বা বংশের গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট, অর্দ্ধ মাস স্বরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ পর্ব্ব ঠিক সেই-

ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্য্যে লেখোর্দ্ধন্তু যুগান্তরে।
যুগান্তরোদিতে চৈব লেখোর্দ্ধং শশিনঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥
পৌর্ণমাস্যাং ব্যতীপাতে যদীক্ষেতে পরস্পরম্।
যস্মিন্ কালে স সীমান্তে স ব্যতীপাত এব তু ॥ ৩৬ ॥
কালং সূর্য্যস্য নির্দ্দেশং দৃষ্ট্বা সংখ্যা তু সর্পতি।
স বৈ পথং ক্রিয়াকালঃ কালাৎ সদ্যো বিধীয়তে ॥ ৩৭ ॥
পূর্ণেন্দোঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা।
যস্মাত্তামনুপশ্যন্তি পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তস্মাদনুমতির্নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা ॥ ৩৮ ॥
অত্যর্থং ভ্রাজতে যস্মাৎ পৌর্ণমাস্যান্নিশাকরঃ।
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥
অমাবসেতামৃক্ষে তু যদা চন্দ্রদিবাকরৌ।
একাং পঞ্চদশীং রাত্রিমমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪০ ॥

রূপ। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ভেদে যে গ্রন্থি বা সন্ধি তাহাই অর্দ্ধ মাস স্বরূপ তাহাই পর্ব্ব, সেই পর্ব্ব তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হয়। সেই পর্ব্বদিনে অগ্ন্যাধান-ক্রিয়া করিতে হয়। সায়াহ্নে প্রতিপৎ হইলে সেই কাল পৌর্ণমাসিক বলিয়া অভিহিত ॥ ৩২—৩৪ ॥

পৌর্ণমাসী ব্যতীপাতে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ-কার হয়। সূর্য্য ব্যতীপাতে স্থিত হইলে যুগান্তরে লেখোর্দ্ধ এবং যুগান্তর উদিত হইলে ক্রমে চন্দ্রের লেখোর্দ্ধ (?) হইয়া থাকে। যে কালে সীমান্তে লক্ষিত হয়, তাহাকে ব্যতীপাত বলে। তাহা দ্বারা সূর্য্যের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। শুক্লপক্ষে চন্দ্র যে রজনীতে পূর্ণমণ্ডল লক্ষিত হয়, সেই রজনীর নাম পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমাকে পিতৃগণ দেবগণের সহিত দর্শন করিয়া থাকেন, সেই জন্ত অনুমতি নাম্নী পূর্ণিমাকে প্রথমা বলে ॥ ৩৫—৩৮ ॥

যে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র অতিশয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন পণ্ডিতগণ সেই পূর্ণি-মাকে রাকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে রজনীতে চন্দ্র ও সূর্য্য এক নক্ষত্রে বাস করেন, তাহাকে অমাবস্যা বলা হয় ॥ ৩৯—৪০ ॥

ততো হপরস্য তৈর্ব্যক্তঃ পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ।
যদীক্ষতে ব্যতীপাতে দিবাপূর্ণে পরস্পরম্।
চন্দ্রার্কাবপরাহ্নে তু পূর্ণাত্মানৌ তু পূর্ণিমা॥ ৪১॥
বিচ্ছিন্নাং তামমাবাস্যাং পশ্যতশ্চ সমাগতৌ।
অন্যোন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ যদা তদ্দর্শ উচ্যতে॥ ৪২॥
দ্বৌ দ্বৌ লবাবমাবাস্যাং যঃ কালঃ পর্ব্বসন্ধিম্।
দ্ব্যক্ষরং কুহুমাত্রস্তু এবং কালস্তু স স্মৃতঃ।
নষ্টচন্দ্রাপ্যমাবাস্যা মধ্যসূর্য্যেণ সঙ্গতা॥ ৪৩॥
দিবসার্দ্ধেন রাত্র্যর্দ্ধং সূর্য্যং প্রাপ্য তু চন্দ্রমাঃ।
সূর্য্যেণ সহসা মুক্তিং গত্বা প্রাতস্তনোৎসবৌ।
দ্বৌ কালৌ সঙ্গমশ্চৈব মধ্যাহ্নে নিষ্পতেদ্রবিঃ॥ ৪৪॥
প্রতিপচ্ছুক্লপক্ষস্য চন্দ্রমাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ॥ ৪৫॥
নির্মুচ্যমানয়োর্মধ্যে তয়োর্মণ্ডলয়োস্তু বৈ।
স তদা হ্যাহুতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ক্রিয়া।
এতদৃতুমুখং জ্ঞেয়মমাবাস্যাস্য পর্ব্বণঃ॥ ৪৬॥

পূর্ণিমার দিনে ব্যতীপাত কালে অপরাহ্নে পরিপূর্ণাত্মা চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরকে সাক্ষাৎ করেন॥ ৪১॥

চন্দ্র ও সূর্য্য বিচ্ছিন্ন অমাবস্যায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন, এজন্য তাহার নাম দর্শ হইয়াছে॥ ৪২॥

অমাবস্যার দিনে পর্ব্বসন্ধি দ্বিলবাত্মক কালকে কুহূ বলা হয়; অমাবস্যায় চন্দ্র দৃষ্ট না হইলেও সূর্য্য কর্ত্তৃক সঙ্গত॥ ৪৩॥

চন্দ্র দিবসার্দ্ধ হইতে রাত্রির অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সূর্য্যের সহিত মিলিত থাকিয়া শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হন। প্রাতে দুই মুহূর্ত্তকে সঙ্গম বলে। মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, এবং শুক্ল প্রতিপদে চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হন॥ ৪৪—৪৫॥

পরস্পর বিযুক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কালই সেই আহুতি ও বষট্

দিবা পর্ব্বণ্যমাবাস্যাং ক্ষীণেন্দৌ বহুলে তু বৈ।
গৃহ্যতে বৈ দিবা হ্যস্মাদমাবাস্যাং দিবিক্ষয়ৈঃ ॥ ৪৭ ॥
কলানামপি বৈ তাসাং বহুমাস্যাজড়াত্মকৈঃ।
তিথীনাং নামধেয়ানি বিদ্বদ্ভিঃ সংজ্ঞিতানি বৈ ॥ ৪৮ ॥
দর্শয়েতামথান্যোন্যং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
নিষ্ক্রামত্যথ তেনৈব ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪৯ ॥
দ্বিলবেন হ্যহোরাত্রং ভাস্করং স্পৃশ্যতে শশী।
স তদা হ্যাহুতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্‌ক্রিয়া ॥ ৫০ ॥
কুহেতিকোকিলেনোক্তো যঃ কালঃ পরিচিহ্নিতঃ।
তৎকালসংজ্ঞিতা যস্মাদমাবাস্যা কুহুঃ স্মৃতা ॥ ৫১ ॥
সিনীবালীপ্রমাণেন ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
অমাবাস্যাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা ॥ ৫২ ॥
পর্ব্বণঃ পর্ব্বকালস্তু তুল্যো বৈ তু বষট্‌ক্রিয়া।
চন্দ্রসূর্য্য ব্যতীপাতে উভে তে পূর্ণিমে স্মৃতে ॥ ৫৩ ॥

ক্রিয়ার কাল অমাবস্যা পর্ব্বের মুখ জানিবে। ক্ষীণ চন্দ্রবিশিষ্ট কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাই দিবাপর্ব্ব। সেইজন্য অমাবস্যার দিনে দিবাকর গ্রাহ্য হইয়া থাকে ॥ ৪৬—৪৭ ॥

পণ্ডিতগণ সেই সকল কলাকে তিথি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরকে দর্শন করিয়া থাকেন। চন্দ্র এইরূপে ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া থাকেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

চন্দ্র দিবস ও রজনীতে দুই লবমাত্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। সেই কালকে আহুতি ও বষট্‌ক্রিয়ার কাল বলা হয়, কোকিল ইহাকে কুহু-নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে কুহু অমাবস্যা বলে ॥ ৫০—৫১ ॥

সিনীবালী পরিমাণে ক্ষীণাবশিষ্ট চন্দ্র অমাবস্যার দিনে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহাকে সিনীবলী বলা হয় ॥ ৫২ ॥

পর্ব্বকাল পর্ব্ব তুল্য। সূর্য্য ও চন্দ্রের ব্যতীপাতে উভয় পূর্ণিমা হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

প্রতিপৎ পঞ্চদশ্যোশ্চ পর্ব্বকালো দ্বিমাত্রিকঃ।
কালঃ কুহুসিনীবাল্যোঃ সমগ্রো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ॥ ৫৪॥
অকালে নির্ম্মলে সোমে পর্ব্বকালাঃ কলাসমাঃ।
এবং স শুক্লপক্ষোবৈ রজন্যাঃ পর্ব্বসন্ধিষু॥ ৫৫॥
সম্পূর্ণমণ্ডলঃ শ্রীমান্ চন্দ্রমা উপরজ্যতে।
যস্মাদাপ্যায়তে সোমঃ পঞ্চদশ্যান্তু পূর্ণিমা॥ ৫৬॥
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দিবসক্রমাৎ।
তস্মাৎ কলা পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী।
তস্মাৎ সোমস্য ভবতি পঞ্চদশ্যাং মহাক্ষয়ঃ॥ ৫৭॥
ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপাঃ সোমবর্দ্ধনাঃ।
আর্ত্তবা ঋতবো হ্যব্দা দেবাংস্তান্ ভাবয়ন্তি চ॥ ৫৮॥
অতঃ পিতৄন্ প্রবক্ষ্যামি মাংসশ্রাদ্ধভুজস্তু যে।
তেষাং গতিঞ্চ সত্ত্বঞ্চ প্রাপ্তিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি॥ ৫৯॥

প্রতিপৎ ও পঞ্চদশীতে দ্বিমাত্রাপরিমিত পর্ব্বকাল হয়, কুহু ও সিনীবালীতে সমগ্র পর্ব্বকাল দ্বিলব পরিমিত। চন্দ্র নির্ম্মল হইলে পর্ব্বকালও কলা সমান হইয়া থাকে। এই প্রকারে শুক্লপক্ষ হয়। রজনীর পর্ব্বসন্ধি সময়ে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র উপরক্ত অর্থাৎ রাহুগ্রস্ত হয়। পঞ্চদশ কলাতে চন্দ্র পূর্ণ হয় বলিয়া তাহাকে পূর্ণিমা বলে॥ ৫৪—৫৬॥

চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবসে পঞ্চদশ কলায় পরিপূর্ণ হয়। অতএব চন্দ্রে পঞ্চদশ কলাই আছে, ষোড়শ নাই। এজন্ত পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের অত্যন্ত ক্ষয় হয়। এই সকল সোমপায়ী দেবতুল্য পিতৃগণ প্রকারে সোমপান করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন। আর্ত্তব, ঋতু ও অব্দদিগকে দেবতুল্য চিন্তা করিবে॥ ৫৭—৫৮॥

ইহার পরে মাংসশ্রাদ্ধভোজি পিতৃগণের কথা কহিতেছি। চর্ম্মচক্ষুর

নামৃতানাঙ্গতিঃ শক্যা বিজ্ঞাতুং পুনরাগতিঃ।
তপসাপি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্মাংসচক্ষুষা ॥ ৬০ ॥
শ্রাদ্ধদেবান্ পিতৃনেতান্ পিতরো লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ।
দেবাঃ সৌম্যাশ্চ যজ্বানঃ সর্ব্বে চৈব হ্যযোনিজাঃ ॥ ৬১ ॥
দেবাস্তে পিতরঃ সর্ব্বে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যুত।
মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈব তেভ্যোঽন্যে লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৬২।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যজ্বানো যে তু সোমেন সোমবন্তস্তু তে স্মৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥
যে যজ্বানঃ স্মৃতাস্তেষাং তে বৈ বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ।
কর্ম্মস্বেতেষু যুক্তাস্তে তৃপ্যন্ত্যাদেহসম্ভবাৎ ॥ ৬৪ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তেষাং হোমিনো যাজ্যযাজিনঃ।
যে বাপ্যাশ্রমধর্ম্মেণ প্রস্থানেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

কথা দূরে থাকুক, তপস্যা দ্বারাও তাহাদের গতি, সত্ব, শ্রাদ্ধপ্রাপ্তি, অমৃতলাভ ও পুনরাগমন বিষয় অবগত হইতে পারা যায় না ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইহারাই শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ, ইহাদিগকে লৌকিক জানিবে। দেব, সৌম্য ও যজ্বা ইহারা অযোনিজ। ইহারা সকলেই দেবপিতৃলোক, দেবপিতৃগণ এই গণকে প্রতিপালন করেন। মনুষ্যপিতৃগণ ইহা হইতে ভিন্ন। ইহাদিগকে লৌকিক পিতৃগণ বলে। পিতামহ ও প্রপিতামহ যাহারা সোমরসের দ্বারা যাগ করেন, তাহাদিগকে সোমবান্ বলা হয়। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যজ্বা, তাহারা বর্হিষদ নামে অভিহিত। তাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত এবং দেহসম্ভব পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬১—৬৪ ॥

তাহাদের মধ্যে যাহারা হোম ও যাগ প্রভৃতি শ্রৌতকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা আশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা প্রস্থান অর্থাৎ সংসারযাত্রায় ব্যবস্থিত, তাহারা অগ্নিষ্বাত্তা নামে পরিচিত। যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, যজ্ঞ, প্রজাবৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও দান এই সপ্তপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহারা অবসাদ

অন্যে চ নৈব সীদন্তি শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া চ বৈ ॥ ৬৬ ॥
শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া চৈব প্রদানেন চ সপ্তধা।
কর্ম্মস্বেতেষু যে যুক্তা ভবন্ত্যাদেহপাতনাৎ ॥ ৬৭ ॥
দেবৈস্তৈঃ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং সূক্ষ্মকৈঃ সোমপায়কৈঃ।
স্বর্গতা দিবি মোদন্তে পিতৃমন্তমুপাসতে ॥ ৬৮ ॥
প্রজাবতাং প্রশংসৈব স্মৃতা সিদ্ধা ক্রিয়াবতাম্।
তেষাং নিবাপদত্তান্নং তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ ॥ ৬৯ ॥
মাংসশ্রাদ্ধভুজস্তৃপ্তিং লভন্তে সোমলৌকিকাঃ।
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসি শ্রাদ্ধভুজস্তু তে ॥ ৭০ ॥

প্রাপ্ত হননা। কালে স্বর্গে গমন করিয়া সোমপায়ী দেব ও পিতৃগণের সহিত প্রীতিলাভ করেন এবং পিতৃমান্‌কে উপাসনা করিতে পারেন ॥ ৬৫—৬৮ ॥

ক্রিয়াবানের মধ্যে প্রজাবান্ অর্থাৎ যাহাদের সন্তান আছে, তাহারা প্রশংসনীয়। তাহাদের বংশধর বা বান্ধবেরা তাহাদের উদ্দেশে যে নিবাপদান করেন, সোমলোকবাসী মাংসশ্রাদ্ধভোজীগণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই সকল মনুষ্যপিতৃগণ মাসে মাসে শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, এ সকল হইতে ভিন্ন কর্ম্মযোনি সঙ্কীর্ণ নামে প্রসিদ্ধ আর একটী গণ আছে, তাহারা আশ্রমধর্ম্মভ্রষ্ট, স্বধা ও স্বাহাবিবর্জ্জিত, অদ্ভুত শরীরধারী, দুরাত্মা, যমালয়ে প্রেতস্বরূপ, দীর্ঘায়ু, অতি শুষ্ক বিবর্ণ, বিবস্ত্র, ক্ষুধা এবং পিপাসাযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও যাতনাপূর্ণস্থানে থাকিয়া আপনার কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, ইহারা পিপাসিত হইয়া নদী, সরোবর, তড়াগ ও দীর্ঘিকার প্রার্থনা করে। ক্ষুধিত হইয়া পরান্ন পর্য্যন্ত পাইতেও চেষ্টা করিয়া থাকে। যাতায়াত স্থানে পচ্যমান হয় এবং শাল্মলী, বৈতরণী, কুম্ভিপাক, করম্ভ, বালুকা, অসিপত্রবন ও শিলাসম্পেষণরূপ নরক স্থানে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পতিত হয় ॥ ৬৯—৭০ ॥

তেভ্যোঽপরে তু যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ কর্ম্মযোনিষু।
ভ্রষ্টাশ্চাশ্রমধর্ম্মেভ্যঃ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭১ ॥
ভিন্নদেহা দুরাত্মানঃ প্রেতভূতা যমক্ষয়ে।
স্বকর্ম্মাণ্যেব শোচন্তি যাতনাস্থানমাগতাঃ ॥ ৭২ ॥
দীর্ঘায়ুষো ঽতিশুষ্কাশ্চ বিবর্ণাশ্চ বিবাসসঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ বিদ্রবন্তি ইতস্ততঃ ॥ ৭৩ ॥
সরিৎসরস্তড়াগানি বাপীশ্চৈব জলেপ্সবঃ।
পরান্নানি চ লিপ্সন্তে কম্পমানাস্ততস্ততঃ ॥ ৭৪ ॥
স্থানেষু পচ্যমানোশ্চ যাতায়াতেষু তেষু বৈ।
শাল্মলী বৈতরণ্যাঞ্চ কুম্ভীপাকেষু তেষু চ ॥ ৭৫ ॥
করম্ভবালুকায়াঞ্চ অসিপত্রবনে তথা।
শিলাসম্পেষণে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭৬ ॥
ততঃ স্থানাত্তু তেষাং বৈ দুঃখানাস্তু সহস্রকম্।
তেষাং লোকান্তরস্থানাং বান্ধবৈর্নামগোত্রতঃ ॥ ৭৭ ॥
ভূমাবসব্যদর্ভেষু দত্তাঃ পিণ্ডস্ত্রয়স্তু বৈ।
তাংস্তর্পয়ন্তি পতিতান্ প্রেতস্থানেষ্বধিষ্ঠিতান্ ॥ ৭৮ ॥

তাহাদের দক্ষিণদিকে ভূমির উপর বিবৃত দর্ভে পিণ্ডত্রয় দান করে। বান্ধবেরা লোকান্তর গত ইহাদের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া ঐ পিণ্ডত্রয় প্রেতস্থানস্থিত পতিতগণের তৃপ্তিসাধন করে। যাহারা যাতনা স্থানে উপস্থিত না হইয়া পৃথিবীতে পশু প্রভৃতি ও স্থাবর পর্য্যন্তের মধ্যে কর্ম্মানুরূপ কোন যোনিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই জাতির অনুরূপ যে দ্রব্য আহার করে, শ্রাদ্ধে দত্ত অন্নাদিও সেই দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। উপযুক্ত সময়ে যথানিয়মে উপস্থিত সৎপাত্রকে বিধিপূর্ব্বক যে অন্নদান করা হয়, লোকান্তরগত পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, তাহারা সেই অন্ন পাইয়া থাকেন। সহস্র সহস্র গাভী এক

অপ্রাপ্তা যাতনাস্থানং স্রষ্টা যে ভুবি পঞ্চধা।
পশ্বাদিস্থাবরান্তেষু ভূতানাং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৭৯ ॥
নানারূপাসু জাতীষু তির্য্যগ্‌যোনিষু জাতিষু।
যদাহারা ভবন্ত্যেতে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
তস্মিংস্তস্মিংস্তদাহারং শ্রাদ্ধং দত্তং প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥
কালে ন্যায়াগতং পাত্রং বিধিনা প্রতিপাদিতম্।
প্রাপ্নোত্যন্নং যথা দত্তং বন্ধুর্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ৮১ ॥
যথা গোষু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শ্রাদ্ধে তদিষ্টানাং মন্ত্রঃ প্রাপয়তে পিতৃন্ ॥ ৮২ ॥
এবং হ্যবিকলং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধদত্তস্তু মন্ত্রতঃ।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
গতাগতিজ্ঞঃ প্রেতানাং প্রাপ্তশ্রাদ্ধস্য চৈব হি ॥ ৮৩ ॥
বহ্বীকাশ্চোষ্মপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৮৪ ॥
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ।
ঋত্বার্ত্তবা অনেকেতু পিতরোন্যোন্যমেবচ ॥ ৮৫ ॥
এতে তু পিতরো দেবা মানুষাঃ পিতরশ্চ যে।
প্রীতেষু তেষু প্রীয়ন্তে শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা ॥ ৮৬ ॥

স্থানে থাকিলেও যেরূপ বৎস তাহার মাতাকে লাভ করে, সেইরূপ মন্ত্র শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের অভীষ্ট ভোজ্য দ্রব্য তাঁহাদের নিকটে লইয়া যায় ॥ ৭৯—৮২ ॥

গতাগতিজ্ঞ সনৎকুমার দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া প্রেতদিগের শ্রাদ্ধ এবং যথাবিধিদত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বহ্বীক, উষ্মপ ও দিবাকীর্ত্ত্য নামে অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিবা ও শুক্লপক্ষ রজনী। ইহারা রজনীতে নিদ্রিত থাকে ॥ ৮৩—৮৪ ॥

মনুষ্য পিতৃগণকে পিতৃদেব বলা হয়, তাহারা প্রীত হইলে মনুষ্য-পিতৃগণ

ইত্যেবং পিতরঃ প্রোক্তাঃ পিতৄণাং সোমপায়িনাম্।
এতৎ পিতৃমত্তত্ত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ো গতঃ ॥ ৮৭ ॥
ইত্যর্কপিতৃসোমানাং ঐলস্যচ সমাগমঃ।
সুধামৃতস্য চাবাপ্তিঃ পিতৄণাঞ্চৈব তর্পণম্ ॥ ৮৮ ॥
পূর্ণিমাবাস্যায়োঃ কালঃ পিতৄণাং স্থানমেব চ।
সমাসাৎ কীৰ্ত্তিতস্তুভ্যমেষ সর্গঃ সনাতনঃ ॥ ৮৯ ॥
বৈশ্বরূপ্যন্তু সর্ব্বস্য কথিতঞ্চৈকদেশিকম্।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রাদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৯০ ॥
স্বায়ম্ভুবস্য হীত্যেষ সর্গঃ ক্রান্তো ময়াত্র বৈ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥ ৯১ ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে পিতৃবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রীত হন। এইরূপে পিতৃগণের বিষয় কথিত হইল। সোমপায়ী পিতৃগণের তত্ত্ব পুরাণে এইরূপ নির্ণিত হইয়াছে ॥ ৮৫—৮৭ ॥

এই প্রকার সূর্য্য, পিতৃগণ, সোম ও ইলাপুত্র পুরূরবার সমাগম, সুধামৃতের প্রাপ্তি, পিতৃগণের তর্পণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যাকাল, পিতৃগণের স্থান সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম। এই সৃষ্টি অনাদি জানিবে ॥ ৮৮—৮৯ ॥

বিশ্বঘটনা আংশিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গল প্রার্থী ব্যক্তি ইহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সৃষ্টি বিস্তার আনুপূর্ব্বিক কহিলাম, এক্ষণে আর কি বর্ণনা করিব ॥ ৯০—৯১ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে পিতৃবাহন নামক বাইট অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ যজ্ঞবর্ণনম্।

ঋষয় ঊচুঃ।

চতুর্যুগানি যান্যাসন্ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবে ঽন্তরে।
তেষাং নিসর্গং তত্ত্বঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

পৃথিব্যাদিপ্রসঙ্গেন যন্ময়া প্রাগুদাহৃতম্।
তেষাঞ্চতুর্যুগং হ্যেতৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ২ ॥
সংখ্যয়েহ প্রসংখ্যায় বিস্তারাচ্চৈব সর্ব্বশঃ।
যুগঞ্চ যুগভেদঞ্চ যুগধর্ম্মন্তথৈব চ ॥ ৩ ॥
যুগসন্ধ্যংশকঞ্চৈব যুগসন্ধানমেব চ।
ষট্‌প্রকার যুগাখ্যানাং প্রবক্ষ্যামীহ তত্ত্বতঃ ॥ ৪ ॥
লৌকিকেন প্রমাণেন বিবুদ্ধোঽব্দস্তু মানুষঃ।
তেনাব্দেন প্রসংখ্যায় বক্ষ্যামীহ চতুর্যুগম্ ॥ ৫ ॥
নিমেষকালঃ কাষ্ঠা চ কলাশ্চাপি মুহূর্ত্তকাঃ।
নিমেষকাল তুল্যং হি বিদ্যাল্লঘ্বক্ষরঞ্চ যৎ ॥ ৬ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে চারিযুগ বিদ্যমান ছিল, আমরা তাহাদের নিসর্গ ও তত্ত্ব বিস্তারপূর্ব্বক শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। সূত কহিলেন, আমি পৃথিব্যাদি প্রসঙ্গে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের যুগচতুষ্টয়ের কথা বলিতেছি ॥ ১—২ ॥

যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, অংশ ও যুগসন্ধান এই ছয় প্রকার যুগসম্বন্ধীয় বিবরণ যথাক্রমে বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছি। লৌকিক প্রমাণ দ্বারা নির্ণিত অব্দ দ্বারা গণনা করিয়া চতুর্যুগের, বিষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩—৫ ॥

নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্ত ইহার মধ্যে নিমেষকালের পরিমাণ

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চচৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাস্তাঃ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্তা
স্তৎত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ৭ ॥
অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে।
তত্রাহঃ কর্ম্মচেষ্টায়াং রাত্রিঃ স্বপ্নায় কল্প্যতে ॥ ৮ ॥
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৯ ॥
ত্রিংশচ্চ মানুষা মাসাঃ পিত্র্যো মাসশ্চ স স্মৃতঃ।
শতানি ত্রীণি মাসানাং ষষ্ট্যা চাপ্যধিকানি বৈ।
পিত্র্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ বিভাব্যতে ॥ ১০ ॥
মানুষেণৈব মানেন বর্ষাণাং যচ্ছতং ভবেৎ।
পিতৃণাং ত্রীণি বর্ষাণি সংখ্যাতানীহ তানি বৈ।
চত্বারশ্চাধিকা মাসাঃ পিত্রে চৈবেহ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১ ॥
লৌকিকেনৈব মানেন অব্দো যো মানুষঃ স্মৃতঃ।
এতদ্দিব্যমহোরাত্রং শাস্ত্রেঽস্মিন্ নিশ্চয়ো মতঃ ॥ ১২ ॥

একটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণ সময়, নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এককলা, ত্রিশ কলায় একমুহূর্ত্ত এবং ত্রিশমুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়। সূর্য্য মানবীয় অহোরাত্র বিধান করেন, তাহার মধ্যে দিবা কর্ম্ম চেষ্টার জন্য এবং রজনী নিদ্রার জন্য কল্পিত হইয়াছে। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিবা ও শুক্লপক্ষ তাহাদের রাত্রি। মানুষের ত্রিশ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং মানুষের ৩৬০ মাসে পিতৃগণের এক সম্বৎসর হইয়া থাকে ॥ ৬—১০ ॥

মানুষের শত বর্ষে পিতৃগণের তিন বৎসর চারিমাস হয় ॥ ১১ ॥

লৌকিক মানে যে অব্দ উক্ত হইয়াছে; শাস্ত্রে তাহাকে দিব্য-অহো-

দিব্যে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥ ১৩ ॥
যে তে রাত্র্যহনী দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ পুনঃ।
ত্রিংশচ্চ তানি বর্ষাণি দিব্যো মাসস্তু সংস্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥
মানুষঞ্চ শতং বিদ্ধি দিব্যমাসাস্ত্রয়স্তু তে।
দশ চৈব তথাহানি দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রীণি বর্ষশতান্যেব ষষ্টিঃ বর্ষাণি যানি চ।
দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬ ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।
ত্রিংশদ্যানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥ ১৭ ॥
নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
অন্যানি নবতিশ্চৈব ক্রৌঞ্চঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
বর্ষাণান্তু শতং জ্ঞেয়ং দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রীণ্যেব নিযুতান্যেব বর্ষাণাং মানুষাণি চ।

রাত্রিরূপে উল্লেখ করা হয়। সেই দিব্য রাত্রি দিনের বিভাগ এইরূপ—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি ॥ ১২—১৩ ॥

মনুষ্যের ত্রিশবৎসরে দিব্য এক মাস হয়। মনুষ্যের একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশদিন হয়। দৈববৎসরাদি গণনা করিবার নিয়ম এইরূপ জানিবে ॥ ১৪—১৫ ॥

মনুষ্যের তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য একবৎসর এবং মনুষ্যের তিনহাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক বৎসর ॥ ১৬—১৭ ॥

মনুষ্যের নয়হাজার নব্বই বৎসরে ক্রৌঞ্চ এক বৎসর। মনুষ্যের ছত্রিশ হাজার বৎসরে দিব্য একশত বৎসর ॥ ১৮—১৯ ॥

ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া।
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ॥ ২০ ॥
ইত্যেবমৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়ান্বিতম্।
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যাপ্রকল্পনম্ ॥ ২১ ॥
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ।
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে।
দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব যুগান্যেতানি কল্পয়েৎ ॥ ২২ ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
তত্র তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ২৩ ॥
ইতরাসু চ সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাংশেষু চ বৈ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২৪ ॥
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যৈব পরিকীর্ত্ত্যতে।
তস্যান্তু ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ২৫ ॥
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু যুগমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ ॥ ২৬ ॥
কলিং বর্ষসহস্রন্তু যুগমাহুমনীষিণঃ।
তস্যাপ্যেকশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ ॥ ২৭ ॥

মনুষ্যের তিন নিযুত ষাটহাজার বৎসরে দিব্য একহাজার বৎসর। ঋষিগণ দিব্য প্রমাণ দ্বারা এইরূপ যুগসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই দিব্য প্রমাণানুসারে যুগসংখ্যা কল্পিত হয় ॥ ২০—২১ ॥

বুধগণ কর্ত্তৃক এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম কৃত বা সত্য যুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলি। তাহার মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ চারিহাজার বৎসর। সত্যযুগে চারিশত বর্ষ সন্ধ্যা, সন্ধ্যাংশও চারিশত বর্ষ। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিনহাজার বৎসর, সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত ॥ ২২—২৫ ॥

দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর, সন্ধ্যা দুইশত ও সন্ধ্যাংশ দুইশত। কলিযুগের পরিমাণ একহাজার বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত ॥ ২৬—২৭ ॥

এষা দ্বাদশ সাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
কৃতত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥
অত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মানুষেণ প্রমাণতঃ।
কৃতস্য তাবদ্বক্ষ্যামি বর্ষাণাং তৎপ্রমাণতঃ ॥ ২৯ ॥
সহস্রাণাং শতান্যত্র চতুর্দ্দশ তু সংখ্যয়া।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি কলিকালযুগস্য তু ॥ ৩০ ॥
এবং সংখ্যাতকালশ্চ কালেম্বিহ বিশেষতঃ।
এবং চতুর্যুগং কালো বিনা সন্ধ্যাংশকৈঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥
চত্বারিংশৎ ত্রীণি চৈব নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি সসন্ধ্যাংশশ্চতুর্যুগঃ ॥ ৩২ ॥
এবং চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
কৃতত্রেতাদিযুক্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
মন্বন্তরস্য সংখ্যাতু বর্ষাগ্রেণ নিবোধত।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু বর্ষাণাং মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সাধিকাং বিনা ॥ ৩৫ ॥
মন্বন্তরস্য কালোঽয়ং যুগৈঃ সার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ বার হাজার বৎসর। এই সকল যুগে মনুষ্য-পরিমাণে সম্বৎসর এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে— মনুষ্যপ্রমাণে সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০। কলিকালের পরিমাণও এইরূপ নির্ণয় করিবে। সন্ধ্যাংশ ভিন্ন চারিযুগের পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৮—৩১ ॥

মনুষ্যমানে চারিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০। একাত্তর যুগচতুষ্টয়ে এক মন্বন্তর। মনুষ্যের ত্রিশকোটি সপ্ত ষষ্টি নিযুত ও কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর। পণ্ডিতগণ যুগচতুষ্টয়ের সহিত মন্বন্তরের পরিমাণ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

চতুঃসহস্রযুক্তং বৈ প্রথমন্তৎ কৃতং যুগম্।
ত্রেতাবশিষ্টং বক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিমেব চ ॥ ৩৭ ॥
যুগপৎ স ভবেত্যর্থো দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে।
ক্রমাগতং ময়া হ্যেতত্তুভ্যং প্রোক্তং যুগদ্বয়ম্।
ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্বাত্তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥
তত্র ত্রেতাযুগস্যাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে।
শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মণা চ প্রচোদিতম্ ॥ ৩৯ ॥
দারাগ্নিহোত্রসংযোগমৃগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতম্।
ইত্যাদি লক্ষণং শ্রৌতং ধর্ম্মং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্ ॥ ৪০ ॥
পরম্পরাগতং ধর্ম্মং স্মার্ত্তঞ্চাচারলক্ষণম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা চ বৈ।
তেষাং সুতপ্তপসামার্ষেয়েণ ক্রমেণ তু ॥ ৪২ ॥
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব আদ্যে ত্রেতাযুগস্য তু।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তেষামক্রিয়াপূর্ব্বমেব চ ॥ ৪৩ ॥

(পূর্ব্বে বলিয়াছি) সত্যযুগের পরিমাণ দিব্য চারি হাজার বৎসর। অবশিষ্ট ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কথা বলিব। এইরূপ ক্রমে ঋষিবংশের প্রসঙ্গে তোমাদের নিকটে আমি দুই যুগের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ত্রেতা-যুগের প্রথমে মনু, সপ্তর্ষি শ্রৌত ও স্মার্ত্তধর্ম্ম ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৭—৩৯ ॥

দারা, অগ্নিহোত্র সংযোগ, ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রভৃতি শ্রৌতধর্ম্ম সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। পরম্পরাগত স্মার্ত্ত, আচারলক্ষণ ও বর্ণাশ্রমের আচার-যুক্ত ধর্ম্ম স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪০—৪১ ॥

ত্রেতার প্রারম্ভে সৎকার্য্যপরায়ণ তপস্যান্বিত বিদ্বান্ সপ্তর্ষিগণ সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রুতি, তপস্যা ও আর্ষের বিধি এবং মনু প্রভৃতি স্মার্ত্ত ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন। তারকাদিদর্শনের সহিত সমস্ত মন্ত্রই তাহাদের মুখ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের জ্ঞানপূর্ব্বক বা ক্রিয়াসাপেক্ষ নহে।

অভিব্যক্তাস্তু তে মন্ত্রাস্তারকাদ্যৈর্নিদর্শনৈঃ।
আদিকল্পেতু দেবানাং প্রাদুর্ভূতাস্তু তে স্বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রণাশে ত্বথ সিদ্ধীনামপ্যাসাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
আসন্ মন্ত্রা ব্যতীতেষু যে কল্পেষু সহস্রশঃ।
তে মন্ত্রা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিভাসসমুত্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
ঋচো যজূংষি সামানি মন্ত্রাশ্চাথর্ব্বণানি চ।
সপ্তর্ষিভিস্তু তে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্ম্মং মনুর্জগৌ ॥ ৪৬ ॥
ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবলা ধর্ম্মশেষতঃ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরেষু তে ॥ ৪৭ ॥
ঋষয়স্তপসা দেবাঃ কলৌ চ দ্বাপরেষু বৈ।
অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৮ ॥
সধর্ম্মাঃ সপ্রজাঃ সাঙ্গা যথাধর্ম্মং যুগে যুগে।
বিক্রীড়ন্তে সমানার্থা বেদবাদা যথাযুগম্ ॥ ৪৯ ॥
আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রস্য হবির্যজ্ঞা বিশাম্পতেঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥

আদিকল্পে এই সকল মন্ত্রই দেবতা হইতে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং কল্পবিনাশে তাহাদের সিদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতীত কল্পে যাহার যে মন্ত্র ছিল, কল্পান্তরেও তাহাদের সেই মন্ত্র। সপ্তর্ষিগণ ত্রেতার প্রারম্ভে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এবং মনু স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৬ ॥

ত্রেতার প্রারম্ভে বৈদিক ধর্ম্মই ছিল, ক্রমে আয়ুব পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় সংহিতাদি কথিত ধর্ম্ম দ্বাপরে আদৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবতাদিগকে এবং কলি ও দ্বাপরে তপস্বী ও ঋষিগণকে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত দিব্য শরীরী করিয়াছিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

বেদচতুষ্টয় সধর্ম্ম সপ্রজ ও পরাপরসমানার্থ হইয়া যথাযথ যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ৪৯ ॥

ক্ষত্রিয়ের উৎসাহ যজ্ঞ, বৈশ্যের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রের পরিচর্য্য যজ্ঞ বা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের জপযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

তথা প্রমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপালিতাঃ ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুখিনস্তথা ॥ ৫১ ॥
ব্রাহ্মণাননুবর্ত্তন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিশঃ ।
বৈশ্যানুবর্ত্তিনঃ শূদ্রাঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ৫২ ॥
শুভাঃ প্রবৃত্তয়স্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাস্তথা ।
সঙ্কল্পিতেন মনসা বাচোক্তেন স্বকর্ম্মণা ।
ত্রেতাযুগে হ্যবিকলঃ কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৫৩ ॥
আয়ুর্ম্মেধাবলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্মশীলতা ।
সর্ব্বসাধারণা হ্যেতে ত্রেতায়াং বৈ ভবন্ত্যত ॥ ৫৪ ॥
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তেষাং ব্রহ্মা তথাঽকরোৎ ।
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাত্তান্ ধর্ম্মান্ন হ্যপালয়ন্ ॥ ৫৫ ॥
পরস্পরবিরোধেন ম্রিয়তে পুনরন্বযুঃ ।
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো দৃষ্ট্বা যাথাতথ্যং প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
ধাতা তু শতরূপায়াঃ পুমান্ স উদপাদয়ৎ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রথমন্তৌ মহীপতী ॥ ৫৭ ॥
ততঃ প্রভৃতি রাজান উৎপন্না দণ্ডধারিণঃ ।
প্রজানাং রঞ্জনাচ্চৈব রাজানস্ত্বভবন্নৃপাঃ ॥ ৫৮ ॥

ত্রেতাযুগে বর্ণসমুদায় ধর্ম্মপালিত, ক্রিয়াশীল, প্রজাবান্, সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র বৈশ্যের অনুবর্ত্তন করিত। তাহাদের সৎপ্রবৃত্তি বর্ণাশ্রমের মঙ্গলজনক। ত্রেতাযুগে মানসিক সঙ্কল্প, কর্ম্ম বা বাক্য দ্বারা অবিকল কর্ম্মারম্ভ সিদ্ধ হয়॥ ৫১—৫৩ ॥

ত্রেতাযুগে আয়ু, মেধা, বল, রূপ, আরোগ্য ও ধর্ম্মশীলতা সর্ব্বসাধারণ ছিল। ব্রহ্মা তাহাদের এইরূপ বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু মোহবশতঃ তাহারা এরূপ ধর্ম্ম পালন করিতে পারে নাই ॥ ৫৪—৫৫ ॥

পরস্পর বিরোধে প্রাণত্যাগ করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। স্বায়ম্ভুব মনু ন্যায় অন্যায় দেখিয়া প্রজাপালন করেন। সেই

প্রচ্ছন্নপাপা যে জেতুমশক্যা মনুজা ভুবি।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তেষাং শাস্ত্রে তপো ময়া ॥ ৫৯ ॥
বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তু.তে ॥ ৬০ ॥
যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতশ্চৈব তদা হ্যেবন্তু দৈবতৈঃ।
যামৈঃ শুক্লৈর্জপৈশ্চৈব সর্ব্বসম্ভারসংবৃতৈঃ ॥ ৬১ ॥
সার্দ্ধং বিশ্বভুজাচৈব দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে দেবৈর্যজ্ঞাস্তে প্রাক্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৬২ ॥
সত্যং জপস্তপো দানং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে।
ক্রিয়া ধর্ম্মশ্চ হ্রসতে সত্যধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥
প্রজায়ন্তে ততঃ শূরা আয়ুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
ন্যস্তদণ্ডমহাভাগা যজ্বানো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬৪ ॥
পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথূরস্কাঃ সুসংহিতাঃ।
সিংহান্তকা মহাসত্ত্বাঃ মত্তমাতঙ্গগামিনঃ ॥ ৬৫ ॥
মহাধনুর্দ্ধরাশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রথম মানব শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ্ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই পুত্রদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে রাজত্ব করেন। সেই হইতে দণ্ডধারী রাজগণ উৎপন্ন হইল। প্রজাদিগকে রঞ্জন করেন, এজন্য তাঁহাদের নাম রাজা হইয়াছে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য প্রচ্ছন্নপাপ ও দুর্জ্জয়, তাহাদের ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি ত্রেতাযুগে তপস্যা ও বর্ণবিভাগ প্রকাশ করিয়াছি। ঋষি ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংহিতা ও মন্ত্র কথিত হইয়াছে। দেবগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহৌজা মহেন্দ্রের সহিত দেবগণ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শুক্র, যাম, সর্ব্বসংভার, সংবৃত ও বিশ্বভোজী যজ্ঞ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ॥৫৯—৬২॥

সত্য, জপ, তপ ও দানই ত্রেতার ধর্ম্ম। ত্রেতাযুগে ক্রিয়াধর্ম্মের হ্রাস ও সত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। ত্রেতাযুগে মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন আয়ান্

ন্যগ্রোধৌ তৌ স্মৃতৌ বাহূ ব্যামো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
বামেনৈবোচ্ছ্রয়াদ্ যস্তু সম ঊর্দ্ধন্তু দেহিনঃ।
সমুচ্ছ্রয়ঃপরীণাহো জ্ঞেয়ো ন্যগ্রোধমণ্ডলঃ ॥ ৬৭ ॥
চক্রং রথো মণির্ভার্য্যা নিধিরশ্বা গজাস্তথা।
সপ্তাতিশয়রত্নানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ৬৮ ॥
চক্রং রথো মণিঃ খড়্গং ধনূরত্নঞ্চ পঞ্চমম্।
কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈতে প্রাণহীনাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৯ ॥
ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ।
মন্ত্র্যশ্বঃ কলভশ্চৈব প্রাণিনঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭০ ॥
রত্নান্যেতানি দিব্যানি সংসিদ্ধানি মহাত্মনাম্।
চতুর্দ্দশ বিধেয়ানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ৭১ ॥
বিষ্ণোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাঞ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষু বৈ ॥ ৭২ ॥
ভূতভব্যানি যানীহ বর্ত্তমানানি যানি চ।
ত্রেতাযুগাদিকেষত্র জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৭৩ ॥

সিংহান্তক মহাবল যজ্বা ব্রহ্মবাদী মাতঙ্গগামী রাজচক্রবর্ত্তী ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬১—৬৬ ॥

বাহুদ্বয়কে ন্যগ্রোধ বলা হয়। সমুচ্ছ্রয় পরীণাহকে ন্যগ্রোধমণ্ডল। চক্র, রথ, মণি, ভার্য্যা, নিধি, অশ্ব, গজ এই সাতটী চক্রবর্ত্তীগণের রত্ন। চক্র, রথ, মণি, খড়্গ, ধনু, কেতু, নিধি এই সাতটী প্রাণহীন বলিয়া কীর্ত্তিত। ভার্য্যা, পুরোহিত, রথকৃৎ, সেনানী, মন্ত্রী, অশ্ব ও ত্রিংশদ্বর্ষীয় করিশাবক, এই সাতটী প্রাণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৬৭—৭০ ॥

এই চতুর্দ্দশ প্রকার দিব্যরত্ন মহাত্মা চক্রবর্ত্তীদিগের সিদ্ধিপ্রদ। অতীত বা অনাগত সকল মন্বন্তরেই চক্রবর্ত্তীগণ বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভূত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তীগণ জন্মগ্রহণ করেন এবং বল, ধর্ম্ম সুখ ও ধন, ইহা তাঁহাদের সিদ্ধ হয়। তাঁহারা পরস্পরের সহিত বিরোধ না

ভদ্রাণীমানি তেষাং বৈ ভবন্তীহ মহীক্ষিতাম্।
অদ্ভুতানি চ চত্বারি বলং ধর্ম্মঃ সুখং ধনম্॥ ৭৪॥
অন্যোন্যস্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে বৈ নৃপৈঃ সমম্।
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ॥ ৭৫॥
ঐশ্বর্য্যেণাণিমাদ্যেন প্রভুশক্ত্যা তথৈব চ।
অন্যেন তপসা চৈব ঋষীনভিভবন্তি চ।
বলেন তপসা চৈব দেবদানবমানুষান্॥ ৭৬॥
লক্ষণৈশ্চাপি জায়ন্তে শরীরস্থৈরমানুষৈঃ।
কেশস্থিতা ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্য প্রমার্জনম্।
তাম্রপ্রভোচ্চদন্তোষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাশ্চোর্দ্ধ-রোমশাঃ॥ ৭৭॥
আজানুবাহবশ্চৈব জালহস্তাবৃষাঙ্কিতাঃ।
ন্যগ্রোধপরিণাহাশ্চ সিংহস্কন্ধাঃ সুমেহনাঃ।
গজেন্দ্রগতয়শ্চৈব মহাহনব এব চ॥ ৭৮॥
পাদয়োশ্চক্রমৎস্যৌ তু শঙ্খপদ্মৌ তু হস্তয়োঃ।
পঞ্চাশীতি-সহস্রাণি তে ভবন্ত্যজরা নৃপাঃ॥ ৭৯॥
অসঙ্গা গতয়স্তেষাঞ্চতস্রশ্চক্রবর্ত্তিনাম্।
অন্তরীক্ষে সমুদ্রে চ পাতালে পর্ব্বতেষু চ॥ ৮০॥

করিয়া অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, যশ ও বিজয়লাভ করেন। তাহারা বিষাদশূন্য ঐশ্বর্য্য, প্রভুশক্তি ও তপস্যা দ্বারা ঋষিদিগকেও জয় করেন এবং বল ও তপস্যা দ্বারা দেব, দানব এবং মানুষকে পরাভব করেন। তাহাদের শরীরস্থ লক্ষণ সকল অমানুষিক, ললাটে ঊর্ণা, জিহ্বা বিশুদ্ধ তাম্রপ্রভ, ওষ্ঠদল ও রোমাবলী উন্নত। তাহাদের আজানুলম্বিত বাহু, জালহস্ত বৃষাঙ্কিত ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, সিংহস্কন্ধ, সুমেহন, গজেন্দ্রগতি ও মহানুভববিশিষ্ট পদদ্বয়ে চক্র ও মৎস্য রেখা, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্মরেখা। পঁচাশী হাজার এইরূপ অজর নরপতি বর্ত্তমান আছে। অন্তরীক্ষে সমুদ্রে পাতালে ও পর্ব্বতে চক্রবর্ত্তীর গতি অপ্রতিহত॥ ৭১—৭৯॥

ইজ্যা দানং তপঃ সত্যং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে।
তদা প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥ ৮১॥
মর্য্যাদাস্থাপনার্থঞ্চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ত্ততে।
হৃষ্টপুষ্টাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা হ্যরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ॥ ৮২॥
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতাযুগবিধৌ স্মৃতঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তদা জীবন্তি মানবাঃ॥ ৮৩॥
পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা ম্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তু।
এষ ত্রেতাযুগে ধর্ম্মস্ত্রেতাসন্ধৌ নিবোধত॥ ৮৪॥
ত্রেতাযুগস্বভাবস্তু সন্ধ্যাপাদেন বর্ত্ততে।
সন্ধ্যায়াং বৈ স্বভাবস্তু যুগপাদেন তিষ্ঠতি॥ ৮৫॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে অনুষঙ্গপাদে যুগসংখ্যাবর্ণনোনাম একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং ত্রেতাযুগ-মুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবে সর্গে যথাবত্তদ্ব্রবীহি মে॥ ১॥
অন্তর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধং কৃতযুগেন বৈ।
কলাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা

প্রবর্ত্তিত হয়। মর্য্যাদাস্থাপনের জন্য দণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (এই যুগে) প্রজা সকল হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগী ও পরিপূর্ণ মানস॥ ৮০—৮১॥

ত্রেতাযুগে এক বেদ চতুষ্পাদরূপে স্মৃত হইয়াছে। মানবগণ তিন হাজার বৎসরকাল বাঁচিয়া থাকে এবং পুত্র ও পৌত্রসমাকীর্ণ হইয়া যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ত্রেতাযুগে এইরূপ ধর্ম্ম জানিবে। সন্ধ্যাপাদে ত্রেতাযুগের স্বভাব ও যুগপাদে সন্ধ্যার স্বভাব লক্ষিত হয়॥ ৮২—৮৪॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাদে যুগসংখ্যাবর্ণন নামক ৬১ অধ্যায় সমাপ্ত।

শাংশপায়ন কহিলেন, হে সূত! ত্রেতার প্রথমে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টিতে যেরূপে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করুন। সত্যযুগের সহিত সন্ধ্যা অন্তর্হিত ও ত্রেতাযুগে কলাপ্রবর্ত্তিত হইলে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল,

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থানং কৃতবন্তশ্চ বৈ পুনঃ।
সম্ভারাংস্তাংশ্চ সম্ভৃত্য কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
এতৎশ্রুত্বাঽব্রবীৎ সূতঃ শ্রূয়তাং শাংশপায়ন ॥ ৩ ॥
যথা ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টিসর্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং গৃহাশ্রম-পুরেষু চ ॥ ৪ ॥
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃত্বা মন্ত্রাংশ্চ সংহিতাম্।
মন্ত্রান্ সংযোজয়িত্বাথ ইহামুত্রেষু কর্ম্মসু ॥ ৫ ॥
তথা বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ত্তদা।
দৈবতৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বসম্ভার-সম্ভৃতম্ ॥ ৬ ॥
অথাশ্বমেধে বিততে সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ।
যজন্তে পশুভির্মেধ্যৈ র্হুত্বা সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ৭ ॥
কর্ম্মব্যগ্রেষু ঋত্বিক্ষু সততে যজ্ঞকর্ম্মণি।
সম্প্রগীতেষু তেষ্বেবমাগমেষ্বথ সত্বরম্ ॥ ৮ ॥
পরিক্রান্তেষু লঘুষু অধ্বর্য্যু-বৃষভেষু চ।
আলব্ধেষু চ মেধ্যেষু তথা পশুগণেষু বৈ ॥ ৯ ॥
হবিষ্যগ্নৌ হূয়মানে দেবানাং দেবহোতৃভিঃ।
আহূতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভাক্ষু মহাত্মসু ॥ ১০ ॥

এ সকল বর্ণনা করুন। সূত কহিলেন, হে শাংশপায়ন! শ্রবণ কর। ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে যেরূপ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল আমি, তাহা কহিতেছি। ওষধি সকলের জন্ম হইলে ও বৃষ্টি প্রবৃত্ত হইলে গৃহাশ্রম ও সকল পুরের বার্ত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্র, সংহিতা, ঐহিক বা পারত্রিক কর্ম্মে সংযোগ করিয়া যজ্ঞভুক্ ইন্দ্র দেবগণ সহিত যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১—৬ ॥

অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ বিস্তৃত হইলে, মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সকলে সমাগত হইয়া মেধ্য পশু দ্বারা যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

ঋত্বিকগণ সকল যজ্ঞ কর্ম্মে ব্যগ্র হইলেন। সেই যজ্ঞে আগমাদি গীত হইতে লাগিল, মেধ্য পশুগণ হত হইতে লাগিল এবং হোতৃগণ কর্ত্তৃক অগ্নিতে

য ইন্দ্রিয়াত্মকা দেবা যজ্ঞভাজস্তথা তু যে।
তান্ যজন্তে তদা দেবাঃ কল্পাদিষু ভবন্তি যে ॥ ১১ ॥
অধ্বর্য্যবঃ প্রৈষকালে ব্যুত্থিতা যে মহর্ষয়ঃ।
মহর্ষয়স্তু তান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণান্ স্থিতান্।
পপ্রচ্ছুরিন্দ্রং সংভূয় কোঽয়ং যজ্ঞবিধিস্তব ॥ ১২ ॥
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসাধর্ম্মেপ্সয়া তব।
নেষ্টঃ পশুবধস্ত্বেষ তব যজ্ঞে সুরোত্তম ॥ ১৩ ॥
অধর্ম্মো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধঃ পশুভিস্ত্বয়া।
নায়ং ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
আগমেন ভবান্ যজ্ঞং করোতু যদিহেচ্ছসি।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মেণাব্যয়হেতুনা।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষু হিংসা ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবর্ষপরমং কালমুষিতৈরপ্ররোহিভিঃ।
এষ ধর্ম্মো মহানিন্দ্রঃ স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
এবং বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈর্বেতি কৈর্যষ্টব্যমিহোচ্যতে ॥ ১৭ ॥

ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। যজ্ঞভাক্ দেবতাগণ সকল নিমন্ত্রিত হইলেন। যাহারা ইন্দ্রিয়াত্মক বা যাহারা যজ্ঞভাক্, তাহাদিগকে দেবগণ যাগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষিরা দীন পশুগণকে দেখিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইন্দ্র এ তোমার কিরূপ যজ্ঞ ॥ ৮—১২ ॥

হে সুরোত্তম! ধর্ম্মাভিলাষে যে হিংসা করা হয়, ইহা বলবান্ অধর্ম্ম। অতএব তোমার যজ্ঞে পশুবধ করা উচিত নহে ॥ ১৩ ॥

তুমি পশুঘাত করিয়া ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত এই অধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ। ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা অধর্ম্ম। হিংসাকে ধর্ম্ম বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

আপনি যদি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে অব্যয় (মোক্ষ) হেতু বিধি দৃষ্ট আগমানুগত ধর্ম্মযজ্ঞ করুন ॥ ১৫ ॥

হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাহাতে হিংসা নাই এমন যজ্ঞ করা উচিত। ত্রিবর্ষকাল রক্ষিত প্ররোহের অযোগ্য বীজ দ্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না ॥ ১৬ ॥

তে তু খিন্না বিবাদেন তত্ত্বযুক্তা মহর্ষয়ঃ।
সন্ধায় বাক্যমিন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুশ্চেশ্বরং বসুম্ ॥ ১৮ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

মহাপ্রাজ্ঞ কথং দৃষ্টস্ত্বয়া যজ্ঞবিধির্নৃপ।
উত্তানপাদে প্রব্রূহি সংশয়ং ছিন্ধি নঃ প্রভো ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ।
যথোপদিষ্টৈর্যষ্টব্যমিতি হোবাচ পার্থিবঃ ॥ ২০ ॥
যষ্টব্যং পশুভির্মেধ্যৈরথ বীজৈঃ ফলৈস্তথা।
হিংসা-স্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শয়ত্যসৌ ॥ ২১ ॥
যথেহ সংহিতা মন্ত্রা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ।
দীর্ঘেণ তপসা যুক্তৈর্দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ।
তৎপ্রামাণ্যান্ময়া চোক্তং তস্মান্মাগন্তুমর্হথ ॥ ২২ ॥

হে ইন্দ্র! এই মহান্ ধর্ম্ম পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। এইরূপে বিশ্বভুক্ ইন্দ্র তত্ত্বদর্শী মুনিগণকর্ত্তৃক কিরূপে যজ্ঞ করা উচিত, তদ্বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সেই মহর্ষিরা বিবাদে ক্লান্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন ও লোকপাল বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, মহারাজ! উত্তানপাদকে, আপনি যজ্ঞবিধি জিজ্ঞাসা করিয়া কি জানিয়াছিলেন? তাহা আমাদিগকে বলিয়া সংশয় দূর করুন ॥ ১৯ ॥

তাহাদিগের এই বাক্য শুনিয়া বলাবল বিবেচনা না করিয়াই রাজা বেদশাস্ত্র অনুযায়ী যজ্ঞতত্ত্ব বলিয়া ছিলেন, রাজা আরও বলিয়াছিলেন যেরূপ উপদিষ্ট হইবে, সেইরূপ যজ্ঞ করিবে ॥ ২০ ॥

মেধ্য, পশু, বীজ কিম্বা ফল দ্বারা যজ্ঞ করিবে, এইরূপ বিধানে যজ্ঞের হিংসাস্বভাবই বুঝা যাইতেছে ॥ ২১ ॥

যখন দীর্ঘতপা মহর্ষিগণ ও তারকাদি দর্শনসমূহ হিংসাত্মক সংহিতা মন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তখন আমি প্রামাণ্য কথাই বলিয়াছি। অতএব আপনারা ইহার অবজ্ঞা করিবেন না ॥ ২২ ॥

যদি প্রমাণং তান্যেব মন্ত্রবাক্যানি বৈ দ্বিজাঃ।
তদা প্রাবর্ত্ততাং যজ্ঞো হ্যন্যথা নোঽনৃতং বচঃ।
এবং হুতোত্তরাস্তে বৈ যুক্তাত্মানস্তপোধনাঃ॥ ২৩॥
অধশ্চ ভবনং দৃষ্ট্বা তমাথ বাগ্যতো ভব।
মিথ্যাবাদী নৃপো যস্মাৎ প্রবিবেশ রসাতলম্॥ ২৪॥
ইত্যুক্তমাত্রে নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
ঊর্দ্ধচারী বসুর্ভূত্বা রসাতলচরোঽভবৎ॥ ২৫॥
বসুধাতলবাসী তু তেন বাক্যেন সোঽভবৎ।
ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুরধোগতঃ॥ ২৬॥
তস্মান্ন বাচ্যমেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ।
বহুদ্বারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাদ্দূরমুপাগতিঃ॥ ২৭॥
তস্মান্ন নিশ্চয়াদ্বক্তুং ধর্ম্মঃ শক্যস্তু কেনচিৎ।
দেবানৃষীনুপাদায় স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্॥ ২৮॥

হে দ্বিজগণ! যদি সেই সমস্ত হিংসাবিধিযুক্ত মন্ত্রবাক্য প্রমাণ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত, অন্যথা আমাদিগের সমস্ত বাক্যই মিথ্যা। এইরূপে প্রত্যুত্তরে অসমর্থ, যুক্তাত্মা সেই তপোধনগণ অধোদিকে ভবন (রসাতল) অবলোকন করিয়া, নৃপতিকে বলিলেন, "তুমি চুপ কর" কারণ মিথ্যাবাদী রাজাকে রসাতলে যাইতে হয়। তাহারা এইরূপ বলিলে সেই মিথ্যাবাদী নৃপ রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। নৃপ বসু ঊর্দ্ধচারী হইয়াও রসাতলচারী হইয়াছিলেন॥ ২৩—২৫॥

তিনি কেবল মুনিদিগের বাক্যেই বসুধাতলবাসী হইলেন, এইরূপে ধর্ম্মের সংশয়বেদী রাজা বসু অধোগমন করিয়াছিলেন॥ ২৬॥

অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা উচিত নহে, বহুদ্বার ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম ও দুষ্প্রাপ্য॥ ২৭॥

সেই নিমিত্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা দেব, ঋষি ও স্বায়ম্ভুব মনু ব্যতীত আর কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না॥ ২৮॥

তস্মান্ন হিংসা ধর্ম্মস্য দ্বারমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
ঋষিকোটিসহস্রাণি কর্ম্মভিঃ স্বৈর্দিবং যযুঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মান্ন দানং যজ্ঞং বা প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।
তুচ্ছং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ।
এবং দত্ত্বা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩০ ॥
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমাধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্ ॥ ৩১ ॥
ধর্ম্মমন্ত্রাত্মকো যজ্ঞস্তপশ্চানশনাত্মকম্।
যজ্ঞেন দেবানাপ্নোতি বৈরাগ্যং তপসা পুনঃ ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণ্যং কর্ম্মসংন্যাসাদ্বৈরাগ্যাৎ প্রেক্ষতে লয়ম্।
জ্ঞানাৎ প্রাপ্নোতি কৈবল্যং পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩॥
এবং বিবাদঃ সুমহান্ যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনে।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৩৪ ॥

অতএব হিংসা ধর্ম্মের দ্বার নহে, এইরূপ মহর্ষিরা বলিয়াছেন। স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা সহস্র কোটি ঋষি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

এই কারণেই মহর্ষিরা যজ্ঞ বা দানের প্রসংশা করেন না, কারণ সামান্য ফল, মূল, শাক ও উদকপাত্র দান করিয়াই অনেক তপোধন স্বর্গগমন করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অদ্রোহ (হিংসাশূন্য) অলোভ, সর্ব্বভূতে সম দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অক্রোধ, ক্ষমা ও ধৈর্য্য এই সমস্ত সনাতন ধর্ম্মের মূল, কিন্তু দুঃসাধ্য ॥ ৩১ ॥

যজ্ঞসমূহ কর্ম্ম ও মন্ত্রাত্মক, কিন্তু তপস্যা অনাহারাত্মক। যজ্ঞ করিলে দেবত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু তপস্যায় বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে ব্রাহ্মণ্য, বৈরাগ্য হইলে লয় ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য এইরূপে পঞ্চপ্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩৩ ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনকালে এইরূপ দেবতা ও ঋষিদিগের ভয়ানক বিবাদ হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং বর্ত্ম বলেন তু।
বসোর্বাক্যমনাদৃত্য জগ্মুস্তে বৈ যথাগতাঃ॥ ৩৫॥
গতেষু দেবসঙ্ঘেষু দেবা যজ্ঞমবাপ্নুয়ুঃ।
শ্রূয়ন্তে হি তপঃ-সিদ্ধা ব্রহ্মক্ষত্রময়া নৃপাঃ॥ ৩৬॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ ধ্রুবো মেধাতিথির্বসুঃ।
সুমেধা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাদজ এব চ।
প্রাচীনবর্হিঃ পর্জ্জন্যো হবির্দ্ধানাদয়ো নৃপাঃ॥ ৩৭॥
এতে চান্যেচ বহবো নৃপাঃ সিদ্ধা দিবঙ্গতাঃ।
রাজর্ষয়ো মহাসত্ত্বা যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ৩৮॥
তস্মাদ্বিশিষ্যতে যজ্ঞাত্তপঃ-সর্ব্বেষু কারণৈঃ।
ব্রহ্মণা তপসা সৃষ্টং জগদ্বিশ্বমিদং পুরা॥ ৩৯॥
তস্মান্নাত্যেতি তদ্‌যজ্ঞং তপোমূলমিদং স্মৃতম্।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং হ্যেবমতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞোঽয়ং যুগৈঃ সহ ব্যবর্ত্তত॥ ৪০॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপর ঋষিগণ বসুর বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিয়া যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন॥ ৩৫॥

দেবগণও চলিয়া গিয়াছিলেন এবং অন্যান্য স্থানে যজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে যে ব্রহ্মক্ষত্রময় নৃপগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াছিলেন॥৩৬॥

প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মেধাতিথি, বসু, সুমেধা, বিরজা, শঙ্খপাদজ, প্রাচীনবর্হি, পর্জ্জন্য, হবির্দ্ধান প্রভৃতি নৃপ ও অন্যান্য অনেক নৃপ সিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই রাজর্ষি ও মহাত্মা এবং তাঁহাদের সকলেরই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৩৭—৩৮॥

এই নিমিত্ত যজ্ঞ হইতে তপস্যা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারাই প্রথমে বিশ্বসৃষ্টি করেন। তপস্যাই প্রথম মূল বলিয়া যজ্ঞে তপস্যাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এইরূপে পূর্ব্ব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অবধি যুগানুসারে সেই যজ্ঞকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে॥৩৯—৪০॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে যজ্ঞবর্ণন নামক ৬২ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্য বিধিং পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে ॥ ১ ॥
দ্বাপরাদৌ প্রজানাস্তু সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে তু যা।
পরিবৃত্তে যুগে তস্মিন্ ততঃ সা সংপ্রণশ্যতি ॥ ২ ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ।
লোভোঽধৃতির্বণিগ্ যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥
সম্ভেদশ্চৈব বর্ণানাং কার্য্যাণাঞ্চাবিনির্ণয়ঃ।
যজ্ঞৌষধেঃ পশোর্দণ্ডো মদো দম্ভোঽক্ষমা হবলম্ ॥
এষাং রজস্তমোযুক্তা প্রবৃত্তির্দ্বাপরে স্মৃতা।
আদ্যে কৃতে চ ধর্ম্মোঽস্তি ত্রেতায়াং সম্প্রপদ্যতে।
দ্বাপরে ব্যাকুলী ভূত্বা প্রণশ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

স্থত কহিলেন, অতঃপর আমি দ্বাপরযুগের বিবরণ পুনর্ব্বার বর্ণন করিব। ত্রেতাযুগ পরিক্ষীণ হইলে দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তনকালে প্রজাদিগের সিদ্ধি ত্রেতার তুল্যই হইয়া থাকে। সেই যুগ পরিবর্ত্তিত হইলে তৎপরে সেই সিদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগে লোভ, অধৈর্য্য বণিগ্ যুদ্ধ এবং যথার্থ তত্ত্বের অনিশ্চয়, বর্ণ চতুষ্টয়ের সংভেদ অর্থাৎ সঙ্করোৎপত্তি, কার্য্যের অনির্ণয়, যজ্ঞ, ওষধি নাশ ও পশুর দণ্ড, মদ, দম্ভ, অক্ষমা, বলহীনতা এবং সকলের রজ ও তমোবিশিষ্ট প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বিরাজমান থাকেন, ত্রেতাযুগে জনগণ ঐ ধর্ম্মের আচরণ করে, দ্বাপরযুগে উহা ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কলিযুগে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১—৫ ॥

বর্ণানাং বিপরিধ্বংসঃ সংকীর্য্যতে তথাশ্রমঃ।
দ্বৈধমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ শ্রুতৌ স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥
দ্বৈধাৎ শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে।
অনিশ্চয়াধিগমনাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং বিপদ্যতে ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মতত্ত্বে তু ব্যাপন্নে মতিভেদো ভবেন্নৃণাম্।
পরস্পর-বিভিন্নৈস্তৈর্দৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ চ ॥ ৮ ॥
অয়ং ধর্ম্মোহ্যয়ং নেতি নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে।
কারণানাঞ্চ বৈকল্যাৎ কার্য্যাণাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ ॥ ৯ ॥
মতিভেদেন তেষাং বৈ দৃষ্টীনাং বিভ্রমো ভবেৎ।
ততো দৃষ্টি-বিভিন্নৈস্তৈঃ হৃতং শাস্ত্রকুলস্ত্বিদং ॥ ১০ ॥
একো বেদশ্চতুষ্পাদঃ সংহন্যতে পুনঃ পুনঃ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব দৃশ্যতে দ্বাপরেষু চ ॥ ১১ ॥

আর এই যুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমুদায়ের সঙ্কর, আশ্রম চতুষ্টয়ের মিশ্রণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বৈধভাব ঘটিয়া উঠিলে শাস্ত্র নির্ণয় হয় না, নিশ্চয় বোধের অভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে বিপন্ন হইলে মানবগণের মতভেদ ঘটিয়া উঠে, মত সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলে জ্ঞানচক্ষুর ভ্রম দর্শনহেতু "ইহাই ধর্ম্ম" কি 'ইহা অধর্ম্ম' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কারণ সমূহের বিকলতা ও কার্য্যের নিশ্চয় হয় না বলিয়া, তাহাতে বুদ্ধিভ্রম হয়, বুদ্ধিভ্রম হইলে তত্ত্ব-বোধের বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে। এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞানের বিভিন্নতা হেতু সমস্ত শাস্ত্রই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮—১০ ॥

চতুষ্পাদাত্মক এক বেদই বার বার সংগৃহীত হইয়া থাকে, আয়ুঃকালের অল্পতা দেখিয়া দ্বাপরাদি যুগে বেদব্যাস উহা চারিভাগে বিভক্ত করেন।

বেদব্যাসৈশ্চতুর্ধা তু ব্যস্যন্তে দ্বাপরাদিষু।
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্বেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টি-বিভ্রমৈঃ ॥ ১২ ॥
মন্ত্র-ব্রাহ্মণ বিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণ-বিপর্য্যয়ৈঃ।
সংহিতা ঋক্ যজুঃ সাম্নাং সংহন্যন্তে শ্রুতর্ষিভিঃ ॥ ১৩ ॥
সামান্যাৎ বৈকৃতাচ্চৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণঃ কল্পসূত্রাণি মন্ত্রপ্রবচনানি চ ॥ ১৪ ॥
অন্যে তু প্রস্থিতাস্তীর্থৈঃ কেচিত্তান্ প্রত্যবস্থিতাঃ।
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে ভিন্নবৃত্তাশ্রমা দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥
একমাধ্বর্য্যবং পূর্ব্বমাসীদ্দ্বৈধং পুনস্ততঃ।
সামান্যবিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রকুলন্ত্বিদম্ ॥ ১৬ ॥
আধ্বর্য্যবস্য প্রস্তাবৈর্বহুধা ব্যাকুলং কৃতম্।
তথৈবাথর্ব্ব ঋক্সাম্নাং বিকল্পৈশ্চাপ্যসংক্ষয়ৈঃ ॥ ১৭ ॥

তত্ত্ববোধের বিপর্য্যয়ে অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ পুনর্ব্বার তাহা নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ১১—১২ ॥

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিন্যাস এবং স্বরবর্ণের বিপর্য্যয় দ্বারা বেদ-বিদ্ মহর্ষিগণ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সংহিতা সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

সামান্য ও বিকার এবং কোথাও কোথাও তত্ত্বদৃষ্টির প্রভেদ হয় বলিয়া ঋষিগণ ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও মন্ত্র প্রবচন সকলেরও সংহিতা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অন্য ঋষিগণ শিষ্যগণের সহিত প্রস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা তাহাদের সহিত অবস্থিতি করিয়া থাকেন এইরূপে দ্বাপরযুগে দ্বিজগণ ভিন্ন ভিন্ন আচার এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম অবলম্বন করেন ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে একমাত্র আধ্বর্য্যব ছিল, পুনর্ব্বার তাহা দুইপ্রকার হইল; এইরূপে সামান্য ও বিপরীত অর্থ দ্বারা শাস্ত্রসমূহ আকুল হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

আধ্বর্য্যবের বহুল প্রস্তাবে শাস্ত্রকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এইরূপে অথর্ব্ব, ঋক্ ও সামবেদের স্থিরতর বিকল্প দ্বারা ঐ সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ব্যাকুলং দ্বাপরে নিত্যং ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ।
তেষাং ভেদাঃ প্রভেদাশ্চ বিকল্পেশ্চাপ্যসংক্ষয়ৈঃ।
দ্বাপরে সম্প্রবর্ত্তন্তে বিনশ্যন্তি পুনঃ কলৌ ॥ ১৮ ॥
তেষাং বিপর্য্যয়াশ্চৈব ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ।
অবৃষ্টির্মরণঞ্চৈব তথৈব ব্যাধ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১৯ ॥
বাঙ্মনঃ কর্ম্মজৈর্দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে পুনঃ।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষ-বিচরণা ॥ ২০ ॥
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্ দোষ-দর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ॥
তেষাঞ্চ মানিনাং পূর্ব্বমাদ্যে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। ২১।
উৎপদ্যন্তে হি শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপন্থিনঃ ॥ ২২ ॥
আয়ুর্ব্বেদ বিকল্পাশ্চ অঙ্গানাং জ্যোতিষস্য চ।
অর্থ-শাস্ত্রবিকল্পাশ্চ হেতুশাস্ত্র-বিকল্পনম্ ॥ ২৩ ॥

ভিন্ন দৃষ্টি ব্যক্তিগণ দ্বাপরযুগে শাস্ত্রের ভেদ ও বহুতর বিকল্প করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত একান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ যুগে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥১৮॥

পুনর্ব্বার দ্বাপরযুগে ঐ সকলের বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে এবং তজ্জন্য অনাবৃষ্টি, মরণ ও ব্যাধি সমূহের বিবিধপ্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বাক্য, মন ও কর্ম্ম জন্য দুঃখ সমূহদ্বারা মানবগণের মানসে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং নির্ব্বেদ হইতে তাহাদের মানসে দুঃখমোচনের নিমিত্ত বিচারণা উপস্থিত হয় ॥ ২০ ॥

ঐ বিচার হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে দোষদর্শন এবং দোষদর্শন হইতে দ্বাপরযুগে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই অভিমানিগণের জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ॥ ২১ ॥

এই দ্বাপরযুগে শাস্ত্রের পরিপন্থী অর্থাৎ প্রতিকূলার্থবাদী সকল উৎপন্ন হয় ॥ ২২ ॥

দ্বাপরে আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্রের অঙ্গ, অর্থশাস্ত্র ও হেতুশাস্ত্র এই

স্মৃতিশাস্ত্র-প্রভেদাশ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বাপরেষভিবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্তথা নৃণাম্॥ ২৪॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা কৃচ্ছ্রাদ্বার্ত্তা প্রসিদ্ধ্যতি।
দ্বাপরে সর্ব্বভূতানাং কায়ক্লেশ-পুরস্কৃতা॥ ২৫॥
লোভোহধৃতির্বণিগ্ যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ।
বেদশাস্ত্র প্রণয়নং ধর্ম্মাণাং শঙ্করস্তথা॥ ২৬॥
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে রোগঃ শোকো বধ স্তথা।
বর্ণাশ্রম-পরিধ্বংসঃ কামদ্বেষৌ তথৈব চ॥ ২৭॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে দ্বে পরমায়ুস্তথা নৃণাম্।
নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিন্ তস্য সন্ধ্যা তু পাদতঃ॥ ২৮॥
প্রতিষ্ঠতে গুণৈর্হীনো ধর্ম্মোহসৌ দ্বাপরস্য তু।
তথৈব সন্ধ্যাপাদেন অংশস্তস্যাবতিষ্ঠতে॥ ২৯॥
দ্বাপরস্য চ বর্ষে যা তিষ্যস্য তু নিবোধত।
দ্বাপরস্যাংশ-শেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরতঃ॥ ৩০॥

সকলের বিকল্প, এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভেদ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রস্থান এবং মানবগণের মতিভেদ এই সমস্ত উপস্থিত হয়॥ ২৩—২৪॥

দ্বাপরে মন, কর্ম্ম ও বাক্যদ্বারা অতি কষ্টে বার্ত্তাশাস্ত্রের সিদ্ধি হয়। এই যুগে সমস্ত ভূতগণের কায়ক্লেশ উপস্থিত হয় এবং লোভ, অধৈর্য্য, বণিগ্-যুদ্ধ, তত্ত্বসমূহের অনির্ণয়, বেদশাস্ত্র প্রণয়ন, ধর্ম্মের সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রণ রোগ, শোক, অষ্টাবিংশতি প্রকার বধ, বর্ণাশ্রম ধ্বংস, কাম ও দ্বেষ এই সকল সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ২৫—২৭॥

দ্বাপরে মানবগণের পরমায়ু দুই সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইয়া থাকে পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তখন দ্বাপরযুগের সন্ধ্যাকাল প্রবর্ত্তিত হয়॥ ২৮॥

দ্বাপরের ঐ ধর্ম্ম গুণহীন হইয়া প্রস্থান করেন, তখন সন্ধ্যাপাদের অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে॥ ২৯॥

তিষ্য দ্বাপরের বর্ষ পরিমাণের শেষভাগে যাহা থাকে তাহা শ্রবণ কর।

হিংসাসূয়ানৃতং মায়া বধশ্চৈব তপস্বিনাম্ ।
এতে স্বভাবাস্তিষাস্তু সাধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ ॥ ৩১ ॥
এষ ধর্ম্মঃ কৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে।
মনসা কর্ম্মণা স্তুত্যা বার্ত্তা সিধ্যতি বা নবা ॥ ৩২ ॥
কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি বৈ।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দর্শনঞ্চ বিপর্য্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
ন প্রমাণং স্মৃতেরস্তি তিষ্যে লোকে যুগে যুগে।
গর্ভস্থো ম্রিয়তে কশ্চিৎ যৌবনস্থ স্তথাপরঃ।
স্থাবিরে মধ্যকৌমারে ম্রিয়ন্তে বৈ কলৌ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥
অধার্ম্মিকাস্ত্বনাচারা মোহকোপাল্পতেজসঃ।
অনৃতব্রুবশ্চ সততস্তিষ্যে জায়ন্তে বৈ প্রজাঃ ॥ ৩৫ ॥
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্বাপরের অংশ শেষে কলির প্রতিপত্তি হয়, এই হেতু প্রজাগণ দ্বাপরের স্বভাবজাত হিংসা, মায়া ও তপস্বীগণের বধ সাধন করিয়া থাকে ॥ ৩০—৩১ ॥

উহাতে এই সমস্ত ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাতে যথার্থধর্ম্ম হীন হইয়া পড়ে, এবং বার্ত্তাশাস্ত্র কখন সিদ্ধ হয়, কখনও বা না হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

কলিকালে প্রমারক রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টি ও বিপরীত দর্শন এই সকল সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩॥

তিষ্যযুগে স্মৃতি প্রমাণ গ্রাহ্য হয় না, কলিকালে কোন ব্যক্তি গর্ভস্থ হইয়া, কোন ব্যক্তি যৌবনে পদার্পণ করিয়া, কেহ বা মধ্যকৌমার অবস্থায়, কেহ বা বৃদ্ধকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

তিষ্যযুগে প্রজা সকল নিয়তই অধার্ম্মিক অনাচার, মোহযুক্ত, ক্রোধান্বিত অল্পতেজা ও মিথ্যাবাদী হয় ॥ ৩৫ ॥

বিপ্রগণের অঙ্গহীন ও অবিহিত যাগ, অবিহিত অধ্যয়ন, নিন্দিত আচার দুষ্ট আগম ও দূষিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা প্রজাগণের ভয় জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

হিংসা মায়া তথের্ষা চ ক্রোধোঽসূয়াঽক্ষমাঽনৃতম্।
তিষ্যে ভবন্তি জন্তূনাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৩৭॥
সংক্ষোভো জায়তে হত্যর্থং কলিমাসাদ্য বৈ যুগম্।
নাধীয়ন্তে তদা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩৮॥
উৎসীদন্তি নরাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াঃ সবিশঃ ক্রমাৎ॥ ৩৯॥
শূদ্রাণামন্ত্যযোনেস্তু সম্বন্ধা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবন্তীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসন-ভোজনৈঃ॥ ৪০॥
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবর্ত্তকাঃ।
ভ্রূণহত্যাঃ প্রজাস্তত্র প্রজা এবং প্রবর্ত্তত॥ ৪১॥
আয়ুর্মেধা বলং রূপং কুলঞ্চৈব প্রহীয়তে।
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ॥ ৪২॥
রাজবৃত্তে স্থিতাশ্চৌরাশ্চৌর-বৃত্তাশ্চ পার্থিবাঃ।
ভৃত্যাশ্চ নষ্টসুহৃদো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে॥ ৪৩॥

তিষ্যযুগে প্রজাগণের হিংসা, ঈর্ষ্যা, কপটতা, ক্রোধ, অসূয়া, অক্ষমা, মিথ্যা, রোগ ও লোভ সর্ব্বতোভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

কলিযুগ উপস্থিত হইলে দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ যজন পরিত্যাগ করেন, তখন লোক মধ্যে অতিশয় ধর্ম্ম সংক্ষোভ উপস্থিত হয় তখন ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি নরগণ উৎসন্ন হইতে থাকে॥ ৩৮—৩৯॥

সেই কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্র এবং অন্ত্যযোনি ব্যক্তিগণের শয়ন, আসন ও ভোজনাদি বিষয়ে সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

তখন রাজগণের মধ্যে শূদ্রই অধিকতর হয়, এই নরপতিগণ পাষণ্ডধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন, আর ভ্রূণহত্যা পাপ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, তখন প্রজাকুল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া বিবিধ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়॥ ৪১॥

কলিকাল পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে মনুষ্যগণের, আয়ুঃ, বুদ্ধি, বল, রূপ ও কুলহীন হইয়া পড়ে এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগের আচারও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া থাকে॥ ৪২॥

যুগান্ত উপস্থিত হইলে চৌরগণ রাজগণের কার্য্য এবং রাজগণ চৌরকার্য্য অবলম্বন করে এবং ভৃত্যগণের প্রভুভক্তি ও সৌহার্দ্দ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৪৩॥

অশীলিন্যোঽব্রতাশ্চাপি স্ত্রিয়ো মদ্যামিষপ্রিয়াঃ।
মায়ামাত্রা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৪৪ ॥
শ্বাপদ-প্রবলত্বঞ্চ গবাঞ্চৈবাপ্যুপক্ষয়ঃ।
সাধূনাং বিনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাত্তস্মিন্ কলৌ যুগে ॥ ৪৫ ॥
তদা সূক্ষ্মে মহোদর্কো দুর্লভো ভোগিনা তথা।
চতুরাশ্রম-শৈথিল্যাদ্ধর্ম্মঃ প্রবিচলিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
তদা হ্যল্পফলাদেবী ভবেদ্ভূমির্মহীয়সী।
শূদ্রাস্তপশ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৪৭ ॥
তদা হ্যৈকাহিকো ধর্ম্মোদ্বাপরে যশ্চমাসিকঃ।
ত্রেতায়াং বৎসরস্থশ্চ কৃতেতদতিরিচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
অরক্ষিতারো হর্ত্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ।
যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণ-পরায়ণাঃ ॥ ৪৯ ॥

সেইকালে স্ত্রীগণ ব্রতানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত, দুষ্টচরিত্র, কাপট্য পরিপূর্ণ হইয়া মদ্য ও আমিষ প্রিয় হয় ॥ ৪৪ ॥

সেই কলিকালে হিংস্র জন্তুগণ অত্যন্ত প্রবল ও গো সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সাধু ব্যক্তিগণের একবারেই অভাব হইয়া পড়ে ॥ ৪৫ ॥

তখন মহাদ্রব্য সকল ভোগিগণের দুর্লভ হয়, এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের শৈথিল্য হেতু ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপেই বিচলিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

সেই যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে মহতী ভূমি দেবী অত্যল্পফল প্রসব করিয়া থাকেন এবং শূদ্র সকল তপস্যা করিতে আরম্ভ করে ॥ ৪৭ ॥

দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম এক মাসকাল স্থায়ী, ত্রেতায় একবৎসর স্থায়ী, সত্যযুগে তদপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী এবং কলিকাল উপস্থিত হইলে একদিন মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যুগান্তকালে রাজগণ প্রজারক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, অপহরণকারী অন্য নৃপতিগণ কর গ্রহণ করে, তখন রাজগণ আপনার রক্ষাকরণেই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়ে ॥ ৪৯ ॥

অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিশঃ শূদ্রোপজীবিনঃ ।
শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্ব্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥
পতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবোঽস্মিন্ কলৌ যুগে ।
চিত্রবর্ষী তদা দেবো যদা স্যাত্তু যুগক্ষয়ঃ ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বে বাণিজকাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে ।
ভূয়িষ্ঠং কুটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীয়তে জনৈঃ ॥ ৫২ ॥
কুশীলচর্য্যৈঃ পাষণ্ডৈর্ব্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতম্ ।
পুরুষাল্পং বহুস্ত্রীকং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৫৩ ॥
বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরম্ ।
ক্রব্যাদনঃ ক্রূরবাক্যো নার্জবো নানসূয়কঃ ॥ ৫৪ ॥
ন কৃতে প্রতিকর্ত্তা চ ক্ষীণো লোকোভবিষ্যতি ।
অশঙ্কা চৈব পতিতে তদ্‌যুগান্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

সেইকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন নরগণ রাজা হয়, বৈশ্যগণ শূদ্রের নিকট যাচ্ঞা করে এবং দ্বিজেন্দ্রগণ শূদ্রগণকে অভিবাদন করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ক্ষয়কালে পৃথিবীপতির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন পর্জ্জন্যদেব বসুধা চিত্রিত করিয়া অর্থাৎ কোন স্থানে বর্ষণ না করিয়া কোন স্থানে বর্ষণ করিয়া থাকেন, তৎকালে তাঁহার বর্ষণ বিচিত্র বলিয়াই বোধ হয় ॥ ৫১ ॥

এই অধম যুগে সকল বর্ণই বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে, এবং মানবগণ অতিশয় কূটজাল বিস্তার করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

যুগান্তকালে কুকার্য্যকারী বৃথাচিহ্নাদিধারী পাষণ্ডগণ দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়. তখন অল্পমাত্র পুরুষ এবং অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

তখন লোক সকলের মধ্যে অধিক যাচক হইয়া পরস্পর যাচ্ঞা করে, এবং বহুলোক মাংসাশী, কর্কশভাষী, সারল্যশূন্য এবং অসূয়াপর হইয়া উঠে ॥ ৫৪ ॥

তখন লোক্ সকল ক্ষীণ হইয়া অকার্য্যের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় না, এবং পতিত ব্যক্তির প্রতি শঙ্কা হয় না এই সকলই যুগন্তকালের লক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

নরশূন্যা বসুমতী শূন্যা চৈব ভবিষ্যতি।
মণ্ডলানি ভবন্ত্যত্র দেশেষু নগরেষু চ ॥ ৫৬ ॥
অল্পোদকা চাল্পফলা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা ॥ ৫৭ ॥
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ প্রভবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ ॥ ৫৮ ॥
হর্ত্তারঃ পররত্নানাং পরদার-প্রধর্ষকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানোহ্যধর্ম্মাৎ সাহস-প্রিয়াঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রনষ্টচেতনাঃ পুংসো মুক্তকেশাস্তু চূলিকাঃ।
ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে ॥ ৬০ ॥
শুক্লদন্তাঃ জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মাং শ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৬১ ॥
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাভিমর্শনাঃ।
চৌরাশ্চৌরস্য হর্ত্তারো হন্তুর্হর্ত্তার এব চ ॥ ৬২ ॥
জ্ঞানকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাঙ্গতে।
কীট-মূষিকসর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্ ॥ ৬৩ ॥

তখন বসুমতী মনুষ্যশূন্য ও শস্যাদি বিহীন হয় এবং দেশ ও নগর সমূহে মণ্ডল হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

বৃষ্টির অভাবে পৃথিবীতে অল্প শষ্য উৎপন্ন হয় আর যাহারা রক্ষক তাহারা রক্ষা করেন না বলিয়া পৃথিবী শাসন শূন্য হয় ॥ ৫৭—৫৮ ॥

তখন অধর্ম্মের প্রবলতাহেতু সকলেই পরধন হরণ ও পরদার অপহরণ করে এবং কামুক, দুরূত্মা ও সাহস প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তৎকালে পুরুষগণ জ্ঞানশূন্য, মুক্তকেশ ও চূলিক হয় এবং ঊনষোড়শ বর্ষেই প্রায় তাহাদের জীবন শেষ হয় ॥ ৬০ ॥

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে শুক্লদন্তযুক্ত, মুণ্ডিত মস্তক, কষায়বাসা শূদ্রগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

তখন বহুতর শষ্যচৌর ও বস্ত্রচৌর হয় এবং চোরেরা চোরের ধন ও অপহারকেরা অপহারকের ধন অপহরণ করে ॥ ৬২ ॥

তৎকালে জ্ঞানের কার্য্য সমুদায় নিবৃত্তি পাইলে এবং সমস্ত লোক ক্রিয়ানুষ্ঠান বিহীন হইলে কীট, মূষিক ও সর্পগণ মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬৩ ॥

সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্লভং ভবেৎ।
কৌশিকাঃ প্রতিবৎস্যন্তি দেশান্ ক্ষুদ্ভয়-পীড়িতান্ ॥ ৬৪ ॥
দুঃখেনাভিপ্লুতানাঞ্চ পরমায়ুঃ শতং ভবেৎ।
দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগে ঽখিলাঃ ॥ ৬৫ ॥
উৎসীদন্তি তথা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্ম্ম পীড়িতাঃ।
কষায়িণশ্চ নির্গ্রন্থাস্তথা কাপালিনশ্চ হ ॥ ৬৬ ॥
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থ-বিক্রয়িণোঽপরে।
বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ৬৭ ॥
উৎপদ্যন্তে তথা তে বৈ সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নাধীয়ন্তে তদা বেদাঃ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ॥ ৬৮ ॥
যজন্তে নাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
স্ত্রীবধং গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্।
উপহন্যুস্তদাঽন্যোন্যং সাধয়ন্তি তথা প্রজাঃ ॥ ৭০ ॥
দুঃখ প্রচারতোঽল্পায়ুর্দেশোৎসাদঃ সরোগতা।
মোহো গ্লানি স্তথাঽসৌখ্যং তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতম্ ॥৭১॥

তখন সুভিক্ষ, মঙ্গল, আরোগ্য ও সামর্থ্য দুর্লভ হয় এবং পেচক সকল ক্ষুধা প্রপীড়িত দেশ সমূহে বাস করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

কলিযুগে দুঃখে পরিপ্লুত মনুষ্যগণের পরমায়ুঃ শত বৎসর হয় এবং সকল বেদ প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না, অধর্ম্মদ্বারা পরিপীড়িত যজ্ঞ সকল উৎসন্ন হয়, এবং কাষায়ধারী নির্গ্রন্থ, কাপালিগণ প্রবল হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥

সেইকালে কেহ বেদ বিক্রয়, কেহ কেহ বা তীর্থ বিক্রয় করে, এবং আশ্রমধর্ম্ম রহিত মানবগণ ধর্ম্মের পরিপন্থী হয়, তখন কোন ব্যক্তিই বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় না এবং শূদ্রগণই ধর্ম্মার্থ বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া থাকে ॥৬৭—৬৮॥

শূদ্ররাজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না এবং প্রজাগণ স্ত্রীবধ ও গোবধ এবং পরস্পর পরস্পরকে হনন করিয়া অভীষ্ট সাধন করে॥৬৯—৭০॥

তখন দুঃখের বাহুল্য বশতঃ অল্পায়ুঃ ও দেশ সকল উৎসন্ন যায়, এবং রোগ, মোহ, গ্লানি ও অসুখে পরিপূর্ণ হয় সুতরাং প্রজাগণ তামসবৃত্তি

প্রজা তু ভ্রূণহত্যায়ামথ বৈ সম্প্রবর্ত্ততে।
তস্মাদায়ুর্বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে ॥ ৭২ ॥
তদা ত্বল্পেন কালেন সিদ্ধিং যাস্যন্তি মানবাঃ।
ধন্যা ধর্ম্মঞ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৩ ॥
শ্রুতি-স্মৃত্যাদিতং ধর্ম্মং যে চরন্ত্যনসূয়কাঃ।
ত্রেতায়াং বার্ষিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ।
যথাশক্তি চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্নুয়াৎ কলৌ ॥ ৭৪ ॥
এষা কলিযুগেঽবস্থা সন্ধ্যাংশন্তু নিবোধ মে।
যুগে যুগে তু হীয়ন্তে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
যুগস্বভাবাৎ সন্ধ্যাস্তু তিষ্ঠন্তীহাস্তু পাদশঃ।
সন্ধ্যা স্বভাবাচ্চাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৬ ॥
এবং সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে।
তেষাং শাস্তা হ্যসাধূনাং ভৃগূণাং নিধনোত্থিতঃ ॥ ৭৭ ॥

অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই ভ্রূণ-হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, এইরূপে কলিকালে আয়ুঃ, বল ও রূপাদি সমস্তই হীন হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭২ ॥

যুগান্তকালে যে সকল দ্বিজবরগণ ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারা ধন্য, যেহেতু এই সময়ে মানবগণ অতি অল্পকালেই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই, এই কালে যে ব্যক্তি অসূয়া শূন্য হইয়া স্মৃতি ও শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে সত্বরই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ত্রেতাযুগে এক বৎসর, দ্বাপরে এক মাস, এবং কলিকালে একদিন মাত্র যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩—৭৪ ॥

কলিযুগে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, এক্ষণে তাহার সন্ধ্যাংশের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। যুগে যুগে সিদ্ধি সমূহের তিন তিন পদ হানি হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

স্বভাবতই এই সন্ধ্যাসকল পাদ মাত্র থাকে এবং সন্ধ্যা স্বভাব হেতু সন্ধ্যাংশ সকল পাদ পাদ বিদ্যমান থাকে ॥ ৭৬ ॥

যুগান্তকালে সন্ধ্যাংশের সময় উপস্থিত হইলে চন্দ্রবংশে স্বায়ম্ভুব অন্তরে

গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসো নাম্না প্রমিতিরুচ্যতে।
মাধবস্য তু সোঽংশেন পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৭৮ ॥
সমাঃ স বিংশতিং পূর্ণাঃ পর্য্যটন্ বৈ বসুন্ধরাম্।
আচকর্ষ স বৈ সেনাং সবাজিরথকুঞ্জরাম্॥ ৭৯ ॥
প্রগৃহীতায়ুধৈর্ব্বিপ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স তদা তৈঃ পরিবৃতো ম্লেচ্ছান্ হন্তি সহস্রশঃ ॥ ৮০ ॥
স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজ্ঞস্তান্ শূদ্রযোনিজান্।
পাষণ্ডান্ সততং সর্ব্বান্নিঃশেষান্ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ৮১ ॥
নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ তান্ সর্ব্বান্ হন্তি সর্ব্বশঃ।
বর্ণব্যত্যাসজাতাংশ্চ যে চ তানুপজীবিনঃ ॥ ৮২।
উদীচ্যান্মধ্যদেশাংশ্চ পার্ব্বতীয়াংস্তথৈব চ।
প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিন্ধ্যপৃষ্ঠাপরান্তিকান্ ॥ ৮৩ ॥
তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ।
গান্ধারান্ পারদাংশ্চৈব পহ্নবান্ যবনান্ তথা।
তুষারান্ বর্ব্বরাংশ্চীনান্ শূলিকান্ দরদান্ খসান্ ॥ ৮৪ ॥

সেই পূর্ব্বোক্ত অসাধুগণের শাসনকর্ত্তা প্রমিতি নামক রাজা মাধবের অংশে ভৃগুবংশীয়গণের নিধন হেতু উৎপন্ন হইবেন ॥ ৭৭—৭৮ ॥

তিনি পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত বহুতর সেনা সংগ্রহ করিবেন ॥ ৭৯ ॥

তিনি তখন আয়ুধধারী শত সহস্র বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবেন ॥ ৮০ ॥

সেই প্রভূত পরাক্রমশালী অনিবার্য্য গতি রাজা শূদ্র যোনিজাত পাষণ্ড রাজগণকে একবারে নিঃশেষ করিবেন ॥ ৮১ ॥

যাহারা অতিশয় ধর্ম্মশীল নয় তাহাদের সকলকে এবং যাহারা বর্ণ বিপর্য্যয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা যাহারা তাহাদের অনুজীবী তৎ সমস্তকেও বিনাশ করিবেন ॥ ৮২ ॥

সেই বলবান বিভু সর্ব্বভূতের অজেয় হইয়া বিচরণপূর্ব্বক উত্তর পার্ব্বতীয়, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যদেশ বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপরান্তি দাক্ষিণাত্য,

লম্পাকানথ কেতাংশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ ম্লেচ্ছানামন্তকৃদ্বিভুঃ।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং চ চারাথ বসুন্ধরাম্॥ ৮৫॥
মাধবস্য তু সোংঽশেন দেবস্য হি বিজজ্ঞিবান্।
পূর্ব্বজন্মবিধিজ্ঞশ্চ প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান্॥ ৮৬॥
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বে কলিযুগে প্রভুঃ।
দ্বাত্রিংশে ঽভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তে বিংশতিং সমাঃ॥৮৭॥
বিনিঘ্নন্ সর্ব্বভূতানি মানবানি সহস্রশঃ।
কৃত্বা বীর্য্যাবশেষাস্তু পৃথ্বীং রূঢ়েন কর্ম্মণা।
পরস্পর নিমিত্তেন কোপেনাকস্মিকেন তু॥ ৮৮॥
স সাধয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ॥ ৮৯॥
ততো ব্যতীতে তস্মিংস্তু অমাত্যে সত্যসৈনিকে।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ৯০॥
তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে।
স্থিতা স্বল্পাবশিষ্টাসু প্রজাস্বিহ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৯১॥

দ্রাবিড়, সিংহল, গান্ধার এই সকল দেশবাসী জনগণ এবং পহ্লব, যবন, তুষার, বর্ব্বর, শূলিক, দরদ, খস, লম্পাক, কেত ও কিরাতাদি ও ম্লেচ্ছ সকলকে সংহার করিয়া সুখে পর্য্যটন করিবেন॥ ৮৩—৮৫॥

প্রমিতি নামক পূর্ব্বজন্ম বিধানজ্ঞ সেই বীর্য্যবান রাজা পূর্ব্ব কলিযুগে চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বাত্রিংশ বৎসর অতীত হইলে পর তিনি বিংশতি বৎসর সহস্র সহস্র মানবগণ, এবং দুর্বৃত্ত সমস্ত প্রাণীবর্গকে হনন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি উগ্রতর কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীতে স্বীয় বীর্য্যমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। পরস্পরা সম্বন্ধে আগত আকস্মিক কোপ দ্বারা তিনি অধার্ম্মিক বৃষল (শূদ্র) দিগকে বিনাশ করিয়া অনুগামীগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন॥ ৮৬—৮৯॥

তদনন্তর সত্যসৈনিক সেই রাজা, সমস্ত নরপতিবর্গ ও সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ-

অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোকচেষ্টাস্তু বৃন্দশঃ।
উপহিংসন্তি চান্যোনং প্রপদ্যন্তে পরস্পরম্ ॥ ৯২ ॥
অরাজকে যুগবশাৎ সংশয়ে সমুপস্থিতে।
প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৯৩ ॥
ব্যাকুলাশ্চ পরিশ্রান্তাস্ত্যক্তা দারান্ গৃহানি চ।
স্বান্ প্রাণান্ সমবেক্ষন্তো নিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৯৪॥
নষ্টে শ্রৌতে স্মৃতে ধর্ম্মে পরস্পর হতাস্তদা।
নির্ম্মর্য্যাদা নিরাক্রন্দা নিস্নেহা নিরপত্রপাঃ ॥ ৯৫ ॥
নষ্টে বর্ষে প্রতিহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ।
হিত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ বিষাদ ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৯৬ ॥
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ।
প্রত্যন্তাং স্তান্নিষেবন্তে হিত্বা জনপদান্ স্বকান্ ॥ ৯৭ ॥

দিগকে উৎসাদিত করিয়া বিগত হইলে পর, সেই যুগান্তিক কালে কোথাও অল্প অল্প প্রজা অবশিষ্ট রহিল ॥ ৯০—৯১ ॥

তাহারা দলে দলে নিন্দিত আচার ব্যবহার অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া হনন করিতে লাগিল ॥ ৯২ ॥

যুগবশে অরাজক হইলে বুঝি পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হয় এই ভাবিয়া প্রজা সকল ভয়ে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল ॥ ৯৩ ॥

তাহারা পরিশ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া গৃহিণী ও গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিজ নিজ প্রাণ রক্ষায় যত্নপর হইয়া দুঃখিতভাবে অবস্থিত করিতে লাগিল ॥ ৯৪ ॥

বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম পরস্পর আহত হইয়া বিনষ্ট হইলে প্রজা সকল মর্য্যাদাশূন্য, অভিমানশূন্য, স্নেহশূন্য ও লজ্জাশূন্য হইল ॥ ৯৫ ॥

তখন আর বারি বর্ষণ হয় না, তাহাতে প্রজা সকল আহত হইয়া হ্রস্বদেহ পঞ্চবিংশ বৎসর পরিমাণ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তখন বিষাদে ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং অনাবৃষ্টি দ্বারা আহত সুতরাং অতিশয় দুঃখিত হইয়া অর্থাদি চিন্তা পরিহার পুরঃসর নিজ নিজ জনপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনান্তরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৯৬—৯৭ ॥

সরিতঃ সাগরান্ কূপান্ সেবন্তে পর্ব্বতাং স্তদা।
মধুমাংসৈর্মূলফলৈর্বর্ত্তয়ন্তি সুদুঃখিতাঃ ॥ ৯৮ ॥
চীরবস্ত্রাজিনধরা নিষ্পুত্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
বর্ণাশ্রম-পরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ ॥ ৯৯ ॥
এতা কাষ্ঠামনুপ্রাপ্তা অল্পশেষাস্তথা প্রজাঃ।
জরাব্যাধি ক্ষুধাবিষ্টা দুঃখান্নির্বেদমাগমন ॥ ১০০ ॥
বিচারণস্তু নির্ব্বেদান্ সাম্যাবস্থা বিচারণাৎ।
সাম্যাবস্থাসু সম্বোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা ॥ ১০১ ॥
তাসূপগমযুক্তাসু কলিশিষ্টাসু বৈ স্বয়ম্।
অহোরাত্রং তদা তাসাং যুগন্তু পরিবর্ত্ততে ॥ ১০২ ॥
চিত্ত-সম্মোহনং কৃত্বা তাসাংস্তেঃ সপ্তমন্তু তৎ।
ভাবিনোঽর্থস্য চ বলাত্ততঃ কৃতমবর্ত্তত ॥ ১০৩ ॥
প্রবৃত্তে তু পুনস্তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগে তু বৈ।
উৎপন্নাঃ কলিশিষ্টাস্তু কার্ত্তযুগাঃ প্রজাস্তদা ॥ ১০৪ ॥

তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে নদীকূল, সাগরকূল, কূপ ও পর্ব্বতে গমন করিয়া মধু, মাংস, মূল ও ফলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে থাকিল ॥ ৯৮ ॥

সেই সময়ে তাহারা দার, পুত্র বিহীন হইয়া চীর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভয়াবহ শঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৯৯ ॥

এইরূপে কষ্টের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অল্পাবশিষ্ট প্রজাগণ জরা ব্যাধি ও ক্ষুধায় পরিপীড়িত হইয়া অতিশয় দুঃখহেতু মনে মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১০০ ॥

এই নির্ব্বেদ হইতে বিচার, বিচার হইতে সম্যক্ রূপবোধ, সম্বোধ হইতে ধর্ম্মশীলতা লাভ করিল ॥ ১০১ ॥

কলির অবসানে যে অত্যল্প অবশিষ্ট প্রজা রহিল, তাহারা বিচার দ্বারা বোধ লাভ করিলে পর তখন অহোরাত্র ও যুগ পরিবর্ত্ত হইল ॥ ১০২ ॥

ভাবি বিষয়ের বলবত্তা হেতু তাহাদের চিত্ত বিমোহিত করিয়া সপ্তম সত্যযুগ উপস্থিত হইল ॥ ১০৩ ॥

সত্যযুগ পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে কলির অবশিষ্ট প্রজাগণ সত্যযুগোৎপন্নের ন্যায় হইল ॥ ১০৪ ॥

তিষ্ঠন্তি চেহ যে সিদ্ধাঃ সুদৃষ্টা বিচরন্তি চ।
সদা সপ্তর্ষয়শ্চৈব তত্র তে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১০৫ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রা বীজার্থং যে স্মৃতা ইহ।
কলিজৈঃ সহ তে সর্ব্বে নির্বিশেষাস্তদা হ্যভবন্ ॥ ১০৬ ॥
তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মং কথয়ন্তীতরেষু চ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা তু সঃ ॥ ১০৭ ॥
ততস্তেষু ক্রিয়াবন্তো বর্ত্তন্তে বৈ প্রজাঃ কৃতে।
শ্রৌতঃ স্মার্ত্তঃ কৃতানান্তু ধর্ম্মঃ সপ্তর্ষি-দর্শিতঃ ॥ ১০৮ ॥
তাসু ধর্ম্ম-ব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহাযুগক্ষয়াৎ।
মন্বন্তরাধিকারেষু তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তু বৈ ॥ ১০৯ ॥
যথা দাব-প্রদগ্ধেষু তৃণেম্বিহ তপে ঋতৌ।
নবানাং প্রথমং দৃষ্টস্তেষাং মূলে তু সম্ভবঃ ॥ ১১০ ॥
এবং যুগাৎ যুগস্যেহ সন্তানস্তু পরস্পরম্।
বর্ত্ততে হ্যব্যবচ্ছেদাদ্ যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ১১১ ॥

তখন যে সকল সিদ্ধগণ ছিলেন, তাঁহারা পরিদৃশ্যমান হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সময়ে সপ্তর্ষিগণ ব্যবস্থিত হইলেন ॥ ১০৫ ॥

সত্যযুগের বীজের নিমিত্ত যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত কলিজাত ব্যক্তিগণের সহিত অবিশেষ হইল অর্থাৎ কলির অবশিষ্টগণই এই সত্যযুগের বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিল ॥ ১০৬ ॥

সপ্তর্ষিগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে লাগিলেন। বর্ণাশ্রমের আচার-বিশিষ্ট ধর্ম্ম বৈদিক ও স্মার্ত্তভেদে দুই প্রকার হইল ॥ ১০৭ ॥

এইরূপে কৃত যুগের প্রজা সকল প্রথমে ক্রিয়াবান্ হইল, এবং সপ্তর্ষি-প্রদর্শিত বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল ॥ ১০৮ ॥

প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ঐ সপ্তর্ষিগণ মন্বন্তরাধিকারে যুগক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

যেমন গ্রীষ্মকালে তৃণ সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেলে তাহার মূল দেশে নবীন অঙ্কুর প্রথম উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ যুগ হইতে যুগের বিস্তার হইয়া থাকে। ইহা মন্বন্তর ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নরূপে চলিয়া থাকে ॥ ১১০—১১১ ॥

সুখমায়ুর্বলং রূপং ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ।
যুগেষ্বেতানি হীয়ন্তে ত্রীণি পাদক্রমেণ তু ॥ ১১২ ॥
স-সন্ধ্যাংশেষু হীয়ন্তে যুগানাং ধর্ম্ম-সিদ্ধয়ঃ।
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্বঃ কীর্ত্তিতস্তু ময়া দ্বিজাঃ ॥ ১১৩ ॥
চতুর্যুগানাং সর্ব্বেষা মেতেনৈব প্রসাধনম্।
এষা চতুর্যুগাবৃত্তিরাসহস্রাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৪ ॥
ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং রাত্রিশ্চ তাবতী স্মৃতা।
অত্রার্জ্জবং জড়ীভাবো ভূতানামাযুগক্ষয়াৎ ॥ ১১৫ ॥
এতদেব তু সর্ব্বেষাং যুগানাং লক্ষণং স্মৃতম্।
এষা চতুর্যুগানাস্তু গণনা হ্যেক-সপ্ততিঃ ॥ ১১৬ ॥
ক্রমেণ পরিবৃত্তা তু মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥
চতুর্যুগে তথৈকস্মিন্ ভবতীহ যথাশ্রুতম্।
তথা চান্যেষু ভবতি পুনস্তদ্বৈ যথাক্রমম্ ॥ ১১৮ ॥
সর্গে সর্গে যথা ভেদা উৎপদ্যন্তে তথৈব তু।
পঞ্চবিংশৎ পরিমিতা ন ন্যূনা নাধিকাস্তথা ॥ ১১৯ ॥

দ্বিজগণ! সুখ, আয়ুঃ, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই সকল সন্ধ্যাংশের সহিত যুগে যুগে একপাদক্রমে হীন হইয়া থাকে। এবং যুগসমূহের ধর্ম্ম সিদ্ধি ও উক্ত ক্রমে হীন হয়। বিপ্রগণ, এই আমি আপনাদের নিকট প্রতিসন্ধি কীর্ত্তন করিলাম॥ ১১২—১১৩॥

সমস্ত চতুর্যুগেরই এইরূপে ক্রিয়া ও ধর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগের পরিবর্ত্তন সহস্র যুগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

ইহাকেই ব্রহ্মার দিবামান কহে, তাঁহার রাত্রিও সেই পরিমাণে হয়। ব্রহ্মার যুগক্ষয় পর্য্যন্ত জীবগণের সরলভাব ও জড়তা হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

ইহাই সমস্ত যুগের লক্ষণ। এইরূপে চতুর্যুগের গণনা ৭১ একাত্তর হয়। এই একাত্তর যুগ পরিবর্ত্তিত হইলেই এক মন্বন্তর বলা যায় ॥ ১১৬—১১৭ ॥

যাহা শুনিয়াছ, প্রতি চতুর্যুগে তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং সেইরূপ অন্যান্য যুগও সেইক্রমে হইয়া থাকে। সর্গে সর্গে যেরূপ মন্বন্তরসমূহের ভেদ হয় এবং সেইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি, তাহার ন্যূন

তথা কল্পযুগৈঃ সার্দ্ধং ভবন্তি সমলক্ষণাঃ।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষা মেত দেবতু লক্ষণম্॥ ১২০॥
তথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি যুগ-স্বভাবাৎ।
তথা ন সন্তিষ্ঠতি জীব-লোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ॥ ১২১॥
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ।
অতীতানাগতানাং বৈ সর্ব্ব মন্বন্তরেম্বিহ॥ ১২২॥
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেম্বিহ॥ ১২৩॥
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি বিজানীধ্বং কল্পে কল্পেন চৈবহি॥ ১২৪॥
অস্মাভিমানিনঃ সর্ব্বে নামরূপৈর্ভবন্ত্যুত।
দেবাহ্যষ্টবিধা যে চ ইহ মন্বন্তরেশ্বরাঃ॥ ১২৫॥
ঋষয়ো মনবশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাঃ প্রয়োজনৈঃ।
এবং বর্ণাশ্রমাণান্ত প্রবিভাগো যুগে যুগে॥ ১২৬॥

বা অধিক হয় না, কল্পযুগের সহিত উহাদের লক্ষণ সমান। মন্বন্তর সকলের লক্ষণ এইরূপই জানিবেন॥ ১১৮—১২০॥

আর যুগসমূহের যুগের পরিবর্ত্তন স্বভাবহেতু চিরকালই এইরূপ হইয়া থাকে। আর ইহাও জানিবেন যে, জন্ম ও বিনাশ এই দুইটী দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবলোক কখনই চিরস্থায়ী হয়না॥ ১২১॥

বিপ্রগণ! আমি আপনাদিগের নিকট সমস্ত মন্বন্তরে অতীত ও অনাগত যুগ সকলের লক্ষণ বর্ণন করিলাম॥ ১২২॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অতীত ও অনাগত সমস্ত মন্বন্তরেই সেইরূপ লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন॥ ১২৩॥

এক মন্বন্তরে যেরূপ লক্ষণাদি উক্ত হইয়াছে সকল মন্বন্তরেই সেইরূপ জানিবেন॥ ১২৪॥

উক্ত মন্বন্তরাভিমানী নাম রূপাদিদ্বারা বিভিন্ন, অষ্টবিধ দেবতা মন্বন্তরের

যুগস্বভাবাচ্চ তথা বিধত্তে বৈ সদা প্রভুঃ।
বর্ণাশ্রম-বিভাগশ্চ যুগানি যুগ-সিদ্ধয়ে ॥ ১২৭ ॥
অনুষঙ্গঃ সমাখ্যাতঃ সৃষ্টি-সর্গান্নিবোধত।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগেষ্বিহ ॥ ১২৮ ॥
ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্যুগাখ্যানং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ঋষিলক্ষণম্।

সূত উবাচ।

যুগেষু যাস্তু জায়ন্তে প্রজাস্তা বৈ নিবোধত।
আসুরী সর্প-গো-পক্ষি-পৈশাচী যক্ষ-রাক্ষসী।
যস্মিন্ যুগে চ সম্ভূতিস্তাসাং যাবত্তু জীবিতম্ ॥ ১ ॥
পিশাচাসুর-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
যুগমাত্রন্তু জীবন্তি ঋতে মৃত্যুং বধেন তে ॥ ২ ॥

অধীশ্বর হইয়াছেন, মন্বন্তর কালস্থিত ঋষিগণ ও মনুগণের প্রয়োজন পরস্পর তুল্য, এইরূপ যুগে যুগে বর্ণাশ্রমের বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ১২৫—১২৬ ॥

ভগবান্ বিভু যুগ সিদ্ধির নিমিত্ত যুগস্বভাবে বর্ণাশ্রম বিভাগ ও যুগ বিধান করিয়া থাকেন ॥ ১২৭ ॥

ঋষিগণ! আমি অনুষঙ্গপাদ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সৃষ্টিসর্গ শ্রবণ করুন, ইহাতে যুগ সকলের স্থিতি বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বর্ণন করিব ॥ ১২৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে চতুর্যুগাখ্যান নাম ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত কহিলেন যে, যে যুগে অসুর, সর্প, গো, পক্ষী, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি যে যে প্রজা উৎপন্ন হয়, এবং যে যুগে তাহাদের যতদিন জীবনকাল তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ ইহারা যুগ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, কেহ বধ না করিলে ইহাদের মৃত্যু হয় না ॥ ২ ॥

মানুষাণাং পশূনাঞ্চ পক্ষিণাং স্থাবরৈঃ সহ।
তেষামায়ু পরিক্রান্তং যুগধর্ম্মেষু সর্ব্বশঃ ॥ ৩ ॥
অস্থিতিস্তু কলৌ দৃষ্টা ভূতানামায়ুষস্তু বৈ।
পরমায়ুঃ শতন্ত্বেতন্মনুষ্যাণাং কলৌ স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥
দেবাসুর-প্রমাণাত্তু সপ্ত-সপ্তাঙ্গুলং হ্রসেৎ।
অঙ্গুলানাং শতং পূর্ণমষ্ট-পঞ্চাশদুত্তরম্ ॥ ৫ ॥
দেবাসুর-প্রামাণস্তুচ্ছায়ং কলিজৈঃ স্মৃতম্।
চত্বারশ্চাপ্যশীতিশ্চ কলিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
স্বেনাঙ্গুল-প্রমাণেন ঊর্দ্ধমাপাদ-মস্তকম্।
ইত্যেষ মানুষোৎসেধো হ্রসতীহ যুগান্তিকে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বেষু যুগকালেষু অতীতানাগতেষ্বিহ।
স্বেনাঙ্গুল-প্রমাণেন অষ্টতালঃ স্মৃতোনরঃ ॥ ৮ ॥
আপাদতো মস্তকস্তু নবতালো ভবেত্তু যঃ।
সংহতাজানুবাহুস্তু স সুরৈরপি পূজ্যতে ॥ ৯ ॥

পৃথক্ পৃথক্ যুগধর্ম্মানুসারে সমস্ত স্থাবর পদার্থের সহিত মনুষ্য, পশু ও পক্ষীদিগের পৃথক্ পৃথক্ আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩ ॥

কলিযুগে প্রাণিদিগের আয়ুঃকালের অস্থিরতা দেখা যায়। মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪ ॥

দেবাসুরদিগের শরীর পরিমাণ হইতে ৭৭ অঙ্গুলি হ্রস্ব মনুষ্যের প্রমাণ হইয়া থাকে। একশত অষ্টপঞ্চাশৎ অঙ্গুলি দেবাসুরের পরিমাণ জানিবে ॥ ৫ ॥

দেবাসুরের পরিমাণ হইতে মনুষ্যের শরীর পরিমাণ চতুরশীতি অঙ্গুলি স্থির হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পাদ হইতে মস্তকের শেষভাগ পর্য্যন্তের পরিমাণ স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা করিতে হয়। এই মনুষ্য দেহ-পরিমাণ যুগশেষ কালে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে ॥ ৭ ॥

অতীত ও অনাগত সর্ব্ব যুগেই মনুষ্যদেহ স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে অষ্টতাল হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যে মানবের দেহ পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত নবতাল পরিমিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও সুদৃঢ় সে ব্যক্তি দেবতাদিগেরও পূজ্য ॥ ৯ ॥

গবাশ্ব-হস্তিনাঞ্চৈব মহিষ-স্থাবরাত্মনাম্।
ক্রমেণৈতেন যোগেন হ্রাসবৃদ্ধী যুগে যুগে ॥ ১০ ॥
ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুলোৎসেধঃ পশূনাং ককুদস্তু বৈ।
অঙ্গুলাষ্টশতং পূর্ণমুৎসেধঃ করিণাং স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥
অঙ্গুলানাং সহস্রন্তু চত্বারিংশাঙ্গুলং বিনা।
পঞ্চাশতং হয়ানাঞ্চ উৎসেধঃ শাখিনাং স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ।
তল্লক্ষণস্তু দেবানাং দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥
বুদ্ধ্যাতিশয়যুক্তঞ্চ দেবানাং কায়মুচ্যতে।
দেবানতিশয়ঞ্চৈব মানুষং কায়মুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
ইত্যেতে বৈ পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ।
পশূনাং পক্ষিণাঞ্চৈব স্থাবরাণাং নিবোধত ॥ ১৫ ॥
গাবোঽজা মহিষ্যোঽশ্বা হস্তিনঃ পক্ষিণো নগাঃ।
উপযুক্তাঃ ক্রিয়াস্বেতে যজ্ঞিয়াস্বিহ সর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥

গো, অশ্ব, হস্তী, মহিষ ও স্থাবর পদার্থসমূহেরও এই প্রকার যুগে যুগে ক্রমশঃ হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পশুদিগের ককুদস্থল ছিয়াত্তর অঙ্গুলি, হাতী ও কুকুরদের পরিমাণ পূর্ণ একশত অষ্ট অঙ্গুলি, শরীর পরিমাণ ৯৬০ অঙ্গুলি অশ্বের ও শাখিদিগের পঞ্চাশ অঙ্গুলি শরীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১১—১২ ॥

মনুষ্যদিগের শরীর সন্নিবেশ (গঠন) যেরূপ, তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেবতা-দিগেরও সেইরূপ শরীর সংস্থান দেখা যায় ॥ ১৩ ॥

দেবতাদিগের শরীর বুদ্ধ্যাতিশয় যুক্ত বলিয়া কথিত আছে ; মনুষ্যদিগের শরীর তদপেক্ষা অল্প বুদ্ধিযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৪ ॥

দেবতা ও মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অবস্থা বলা হইল, এক্ষণে পশু-পক্ষী ও স্থাবরদিগের সম্বন্ধে শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

গোরু, অজ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, পক্ষী ও বৃক্ষ সকল যজ্ঞীয় কার্য্য সমূহে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত ॥ ১৬ ॥

দেবস্থানেষু জায়ন্তে তদ্রূপা এব তে পুনঃ।
যথাশয়োপভোগাস্তু দেবানাং শুভমূর্ত্তয়ঃ॥ ১৭॥
তেষাং রূপানুরূপৈস্তৈঃ প্রমাণৈস্থাণু-জঙ্গমৈঃ।
মনোজ্ঞৈস্তত্ত্বভাবজ্ঞৈঃ সুখিনোহ্যপপেদিরে॥ ১৮॥
অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সতঃ সাধূংস্তথৈব চ।
সদিতিব্রহ্মণঃ শব্দস্তদ্বন্তো যে ভবন্ত্যত।
সাযুজ্যং ব্রহ্মণোঽত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ১৯॥
দশাত্মকে যে বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি জিতাত্মানস্তু তে স্মৃতাঃ॥ ২০॥
সামান্যেষু চ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশোযুক্তা যস্মাত্তস্মাদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ ২১॥
বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্য স্বর্গ-গোমুখচারিণঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানাদ্ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ২২॥

তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া (যজ্ঞে ব্যবহারান্তর) সেই সেই পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হয়, যথাভিমত উপভোগ লাভ করে ও দেব সদৃশ শুভমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে॥ ১৭॥

সুখী ব্যক্তিগণও (যাঁহারা যজ্ঞে আহুতি দেন) সেই সেই রূপের ও সেই সেই পরিমাণের মনোজ্ঞ স্থাবর জঙ্গম প্রাপ্ত হন॥ ১৮॥

এক্ষণে শিষ্ট, সৎ ও সাধুদিগের কথা বলিব। ব্রহ্মের একটী নাম সৎ, যাঁহারা সেই সৎস্বভাববিশিষ্ট তাঁহারা ব্রহ্মের অত্যন্ত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সন্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে॥ ১৯॥

যাঁহারা দশবিধ বিষয় ভোগে ও অষ্ট প্রকার কারণে কখন ক্রুদ্ধ কিম্বা হৃষ্ট হন না, তাঁহাদিগকে বিজিতাত্মা বলা যায়॥ ২০॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি সামান্য ধর্ম্মে ও বিশেষ ধর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজাতি বলা যায়॥ ২১॥

বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত, স্বর্গের প্রধান কারণ, শ্রুতি বিহিত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম জানেন বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে॥ ২২॥

বিদ্যায়াঃ সাধনাৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোর্হিতঃ।
ক্রিয়াণাং সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুরুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
সাধনাত্তপসোঽরণ্যে সাধুর্বৈখানসঃ স্মৃতঃ।
যতমানো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগস্য সাধনাৎ ॥ ২৪ ॥
এবমাশ্রমধর্ম্মাণাং সাধনাৎ সাধবঃ স্মৃতাঃ।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বাণপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ॥ ২৫ ॥
ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ।
অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবন্তো ঽভিন্ন দর্শনাঃ ॥ ২৬ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মাবিহ প্রোক্তৌ শব্দাবেতৌ ক্রিয়াত্মকৌ।
কুশলাকুশলং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি স্মৃতৌ ॥ ২৭ ॥
ধারণা ধৃতিরিত্যর্থাদ্ধাতোর্ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অধারণে ঽমহত্ত্বে চ অধর্ম্ম ইতি চোচ্যতে ॥ ২৮ ॥

যিনি আচার্য্যের প্রিয় হইয়া বিদ্যাসাধন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী সাধু বলা যায়। আর ধর্ম্মাদি ক্রিয়া সাধন করেন বলিয়া গৃহস্থও সাধু নামে অভিহিত ॥ ২৩ ॥

অরণ্যে তপঃ সাধন করেন বলিয়া বৈখানসকে (এক শ্রেণীর যোগী) সাধু বলা যায়। যোগসাধন করেন বলিয়া সংযতেন্দ্রিয় যতি (সন্ন্যাসী) সাধু বলিয়া কথিত ॥ ২৪ ॥

এই প্রকার স্ব স্ব আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন বলিয়া গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুক সাধুনামে অভিহিত ॥ ২৫ ॥

কি দেবগণ, কি পিতৃগণ, কি মুনিগণ অথবা মনুষ্যগণ, ভেদ দর্শন করেন না বলিয়া ইঁহারা কেহই এইটী ধর্ম্ম এইটী ধর্ম্ম নয়, এরূপ বলেন না ॥ ২৬ ॥

এই লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই শব্দ দুইটী কার্য্যানুসারেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কুশল ও অকুশল কর্ম্মকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলা হয় ॥ ২৭ ॥

ধারণা, ধৃতি এই অর্থযুক্ত ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ধৃতি বা মহত্ত্বের অভাব হইলে অধর্ম্ম কহা যায় ॥ ২৮ ॥

অভ্রেষ্ট-প্রাপকা ধর্ম্মা আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে।
বৃদ্ধা হ্যলোলুপাশ্চৈব আত্মবন্তো হ্যদম্ভকাঃ।
সম্যগ্বিনীতা ঋজবস্তানাচার্য্যান্ প্রচক্ষতে॥ ২৯॥
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচারং স্থাপয়ত্যপি।
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্ যমৈঃ সন্নিয়মৈর্যুতঃ॥ ৩০॥
পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্।
ঋচো যজূংষি সামানি ব্রাহ্মণোঽঙ্গানি চ শ্রুতেঃ॥ ৩১॥
মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বাচারং পুনর্জ্জগৌ।
তস্মাৎস্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রম-বিভাগজঃ॥ ৩২॥
স এষ দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচার ইহোচ্যতে।
শেষশব্দাৎ শিষ্ট ইতি শিষ্টাচারঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ৩৩॥
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ।
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোক-সন্তান কারণাৎ।
ধর্ম্মার্থং যে চ শিষ্টা বৈ যাথাতথ্যং প্রচক্ষ্যতে॥ ৩৪॥

আচার্য্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যাহা অভিলষিত দ্রব্যের প্রাপ্তি-কারক তাহাই ধর্ম্ম, আর যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, লোভশূন্য, বিশ্বাসী, অমৎসর, সম্যক্ বিনীত ও সরল প্রকৃতি তাঁহারাই আচার্য্যপদ বাচ্য। কারণ ইহারা যম ও নিয়ম যুক্ত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং সাধারণে ধর্ম্মাচার সংস্থাপন ও শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হন॥ ২৯—৩০॥

সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইয়া শ্রৌত কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং বেদাঙ্গ সকলও তাঁহারাই প্রকাশ করেন॥ ৩১॥

তাঁহারা অতীত মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই আচার প্রকাশ করেন এই কারণে বর্ণাশ্রমবিভাগজ ধর্ম্মকে স্মার্ত্ত বলে॥ ৩২॥

এই দুই প্রকার ধর্ম্ম। এক্ষণে শিষ্টাচার বলা যাইতেছে। শেষ শব্দ হইতে শিষ্ট পদটী নিষ্পন্ন হয় এই কারণে শেষ আচারকে শিষ্টাচার বলা যায়॥ ৩৩॥

এই মন্বন্তরে লোকসমূহের মঙ্গলের জন্য মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি যাঁহারা

মন্বাদয়শ্চ যে শিষ্টা যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ ।
তৈঃ শিষ্টৈশ্চরিতো ধর্ম্মঃ সম্যগেব যুগে যুগে ॥ ৩৫ ॥
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিরিজ্যা বর্ণাশ্রমা স্তথা ।
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মান্মনুনা চ পুনঃ পুনঃ ।
পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বগতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ ॥ ৩৬ ॥
দানং সত্যন্তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা প্রজনৌ দয়া ।
অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ বৈ ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাৎ শ্রৌতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে ।
ইজ্যাবেদাত্মকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ ।
প্রত্যঙ্গানি চ বক্ষ্যামি ধর্ম্মস্যেহ তু লক্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

অবশিষ্ট আছেন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

মনু প্রভৃতি যে সমস্ত শিষ্টগণের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদের আচরিত কার্য্যই ধর্ম্ম বলিয়া যুগে যুগে বিখ্যাত ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি, যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিষ্টগণ আচরণ করিয়া থাকেন এবং মনুও পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত আচরণ করিয়াছেন, সেই কারণে ও পূর্ব্বগত (প্রাচীন) বলিয়া এই সমস্ত চিরন্তন ধর্ম্মকে শিষ্টাচার বলে ॥ ৩৬ ॥

দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন ও দয়া এই আটটী শিষ্টাচারের লক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করেন, সেই কারণে সর্ব্ব মন্বন্তরেই ইহা শিষ্টাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩৮ ॥

শ্রবণ করা হয় বলিয়া শ্রৌত ও যে ধর্ম্মের স্মরণ করা হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্ত নামে উল্লেখ করা হয়। বেদাত্মক যজ্ঞ শ্রৌত ও বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্ম স্মার্ত্ত। এক্ষণে প্রত্যঙ্গ ও ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্টা প্রভূতমর্থং যঃ পৃষ্টো বৈ ন নিগূহতি।
যথাভূতপ্রবাদস্তু ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্‌॥ ৪০॥
ব্রহ্মচর্য্যং জপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ।
ইত্যেতৎ তপসো মূলং সুঘোরং তদ্দুরাসদম্‌॥ ৪১॥
পশূনাং দ্রব্যহবিষামৃক্‌সাম-যজুষাং তথা।
ঋত্বিজাং দক্ষিণানাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে॥ ৪২॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায়াহিতায় চ।
সমা প্রবর্ত্ততে দৃষ্টিঃ কৃৎস্না হ্যেষা দয়া স্মৃতা॥ ৪৩॥
আক্রুষ্টোঽভিহতো বাপি নাক্রোশেৎ যো ন হন্তি বা।
বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ ক্ষান্তিস্তিতিক্ষৈষা ক্ষমা স্মৃতা॥ ৪৪॥
স্বামিনা ঽরক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাঞ্চ মৃৎসু চ।
পরস্বানামনাদানমলোভ ইহ কীর্ত্ত্যতে॥ ৪৫॥
মৈথুনস্যাসমাচারো হ্যচিন্তনমকল্পনম্‌।
নিবৃত্তির্ব্রহ্মচর্য্যং তদচ্ছিদ্রং দম উচ্যতে॥ ৪৬॥

প্রভূত অর্থের লোভ দেখাইলেও যিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন বিষয় গোপন করেন না, কিন্তু যথাযথ বর্ণনা করেন, তাঁহার বাক্যই সত্য॥ ৪০॥

ব্রহ্মচর্য্য, জপ, মৌন ও অনাহার এই কয়টী তপস্যার মূল। ইহা অতিশয় ক্লেশসাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য॥ ৪১॥

পশু, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক্‌, সাম, যজুঃ, ঋত্বিক্‌ ও দক্ষিণা এই সমস্তের একত্র সংযোগের নাম যোগ॥ ৪২॥

সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি এবং হিত ও অহিত উভয়েই সমদৃষ্টি, দয়া বলিয়া বিখ্যাত॥ ৪৩॥

নিন্দিত বা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহূত কিম্বা আহত হইয়া ক্রোধ বা হননেচ্ছা না করা এবং বাক্‌ কর্ম্ম ও মনের ক্ষান্তি, ইহাই তিতিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ॥ ৪৪॥

ধনস্বামী যে ধন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, অথবা ভূমধ্য হইতে যে ধন উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল পরধনে ও অপ্রবৃত্তির নাম অলোভ॥ ৪৫॥

স্ত্রীসঙ্গ বা চিন্তা না করা ও সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তি, ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য নির্দ্দোষ হইলে দম বলা যায়॥ ৪৬॥

আত্মার্থং বা পরার্থং বা ইন্দ্রিয়াণীহ যস্য বৈ।
ন মিথ্যা সম্প্রবর্ত্তন্তে শমস্যৈতত্তু লক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥
দশাত্মকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যেত্তু প্রতিহতঃ স জিতাত্মা বিভাব্যতে ॥ ৪৮ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং দ্রব্যং ন্যায়েনোপাগতঞ্চ যৎ।
তত্তদ্ গুণবতে দেয়মিত্যেতদ্দান লক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥
দানং ত্রিবিধমিত্যেতৎ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-মধ্যমম্।
তত্র নৈঃশ্রেয়সং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং স্বার্থ-সিদ্ধয়ে।
কারুণ্যাৎ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সুবিভাগস্তু বন্ধুষু ॥ ৫০ ॥
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
শিষ্টাচার-বিরুদ্ধশ্চ ধর্ম্মঃ সৎসাধু-সম্মতঃ ॥ ৫১ ॥
অপ্রদ্বেষো হ্যনিষ্টেষু তথেষ্টানভিনন্দনম্।
প্রীতি-তাপ-বিষাদেভ্যো বিনিবৃত্তির্বিরক্ততা ॥ ৫২ ॥

নিজের জন্যই হউক অথবা পরের জন্যই হউক অকারণ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা না করার নাম শম ॥ ৪৭ ॥

যিনি দশবিধ ভোগ্য পদার্থে, অষ্টবিধ কারণে ও ক্রোধোৎপাদক কার্য্যে প্রতিহত হন না, তাঁহাকে জিতাত্মা বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

ন্যায়োপার্জ্জিত, প্রয়োজনীয় বস্তু সকল গুণবান্ পাত্রে দান করাই প্রকৃত দানের লক্ষণ ॥ ৪৯ ॥

এই দান তিন প্রকার। জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। নিস্বার্থ দান জ্যেষ্ঠ, দয়া প্রেরিত হইয়া সর্ব্বভূতে ও বন্ধুবর্গ মধ্যে বিভাগ করিয়া যে দান করা হয়, তাহাকে মধ্যম ও স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত যে দান করা হয় তাহাকে অধম জানিবে ॥ ৫০ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, বর্ণাশ্রমের উপযোগী ও শিষ্টাচারের অবিরুদ্ধ কার্য্যই সৎ ও সাধুদিগের সম্মত ধর্ম্ম ॥ ৫১ ॥

অনিষ্টকর, অনভিলষিত পদার্থে অবিরক্তি, ইষ্ট প্রাপ্তিতে অনাহ্লাদ ও প্রীতি, পরিতাপ কিম্বা বিষাদে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২ ॥

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ।
কুশলাকুশলানাঞ্চ প্রহাণং ত্যাগ উচ্যতে॥ ৫৩॥
অব্যক্তাৎ যোঽবিশেষাচ্চ বিকারোঽস্মিন্নচেতনে।
চেতনাচেতনান্যত্ববিজ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে॥ ৫৪॥
প্রত্যঙ্গানান্তু ধর্ম্মস্য ইত্যেতল্লক্ষণং স্মৃতম্।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥ ৫৫॥
অত্র বো বর্ত্তয়িষ্যামি বিধির্মন্বন্তরস্য যঃ।
ইতরেতর বর্ণস্য চাতুর্ব্বর্ণস্য চৈব হি।
প্রতিমন্বন্তরঞ্চৈব শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে॥ ৫৬॥
ঋচো যজূংষি সামানি যথাবৎ প্রতিদৈবতম্।
আভূত-সংপ্লবস্যাপি বর্জ্জ্যৈকং শতরুদ্রিয়ম্॥ ৫৭॥
বিধির্হোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে।
দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং তথৈবচ।
চতুর্থমাভিজনিকং স্তোত্রমেতচ্চতুর্ব্বিধম্॥ ৫৮॥

কর্ম্মের ন্যাস (অর্থাৎ সদসৎ কর্ম্মফলের অনাকাঙ্ক্ষা) সন্ন্যাস ও অকৃত কর্ম্মের সহিত সকল কৃত কুশল অথবা অকুশল কর্ম্মের পরিত্যাগকে ত্যাগ বলা যায়॥ ৫৩॥

সমস্ত ব্যক্তাব্যক্ত, চেতন আত্মা হইতে পৃথক্। এই চেতনাচেতনের পার্থক্য বিজ্ঞানই জ্ঞান॥ ৫৪॥

ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ পূর্ব্বে সায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্ম্মের এই সমস্ত প্রত্যঙ্গের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন॥ ৫৫॥

এখন আমি তোমাদিগকে বর্ত্তমান মন্বন্তরের ইতরেতর বর্ণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধি বুঝাইব। যেহেতু প্রতি মন্বন্তরেই শ্রুতি বিভিন্ন হইয়া যায়॥৫৬॥

প্রলয়কালে ঋক্, যজুঃ ও সাম, দেবতার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কেবল একমাত্র শতরুদ্রিয় পরিবর্ত্তিত হয় না॥ ৫৭॥

বিধি, হোত্র ও স্তোত্র পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তিত হয়। দ্রব্য স্তোত্র, গুণ স্তোত্র, কর্ম্ম স্তোত্র ও আভিজানিক এই চারি প্রকার স্তোত্র আছে॥ ৫৮॥

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা দেবা ভবন্তি যে।
প্রবর্ত্তয়তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং চতুর্ব্বিধম্।
এবং মন্ত্রগুণানাঞ্চ সমুৎপত্তিশ্চতুর্ব্বিধা ॥ ৫৯ ॥
অথর্ব্ব-যজুষাং সাম্নাং বেদেম্বিহ পৃথক্ পৃথক্।
ঋষীণাস্তপ্যতামুগ্রন্তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৬০ ॥
মন্ত্রাঃ প্রাদুর্বভূবুর্হি পূর্ব্বমন্বন্তরেম্বিহ।
পরিতোষাদ্ভয়াদ্ দুঃখাৎ সুখাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ॥ ৬১ ॥
ঋষিণাস্তপঃ কার্ৎস্নেন দর্শনেন যদৃচ্ছয়া।
ঋষিণাং যদৃষিত্বং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণৈঃ ॥ ৬২ ॥
অতীতানাগতানাস্তু পঞ্চধা ঋষিরুচ্যতে।
অতস্ত্বৃষীণাং বক্ষ্যামি হ্যার্ষস্য চ সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩ ॥
গুণসাম্যে বর্ত্তমানে সর্ব্ব-সম্প্রলয়ে তদা।
অতিচারে তু দেবানামতিদেশে তমোযথা ॥ ৬৪ ॥
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তদ্বৈ চেতনার্থং প্রবর্ত্ততে।
তেন হ্যবুদ্ধিপূর্ব্বং তচ্চেতনেন হ্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৫ ॥

যে যে মন্বন্তরে যে যে দেবতা হইবেন, তাহারা চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মস্তোত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। এইরূপে মন্ত্র ও গুণের উৎপত্তি চার প্রকার হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্ব মন্বন্তরে অথর্ব্ব যজুঃ সাম এই তিন বেদে অতিদুশ্চর উগ্র তপস্যাকারী ঋষিদিগের পরিতোষ, ভয়, দুঃখ, সুখ ও শোক হইতে পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ প্রকার মন্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ৬০—৬১ ॥

ঋষিদিগের যদৃচ্ছ-তপস্যা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এক্ষণে ঋষিদিগের যাহা ঋষিত্ব তাহার লক্ষণ বলিতেছি ॥ ৬২ ॥

অতীত ও অনাগত মধ্যে পাঁচ প্রকার ঋষি আছে। এক্ষণে ঋষিদিগের ও ঋষি উৎপত্তির কথা বলিব ॥ ৬৩ ॥

গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ প্রলয় সময়ে দেবগণের অতিচার হইলে জগৎ তমোময় হইয়া পড়ে ॥ ৬৪ ॥

তখন বুদ্ধি ছিল না, চেতনের নিমিত্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়, তন্নিমিত্ত বুদ্ধির পূর্ব্বে জগৎ চেতনাধিষ্ঠিত ছিল ॥ ৬৫ ॥

বর্ত্ততে চ যথা তৌ তু যথা মৎস্যোদকে উভে।
চেতনাধিষ্ঠিতস্তত্ত্বং প্রবর্ত্ততে গুণাত্মনা ॥ ৬৬ ॥
কারণত্বাত্তথা কার্য্যং তদা তস্য প্রবর্ত্ততে।
বিষয়ে বিষয়িত্বাচ্চ হ্যর্থেঽর্থিত্বাত্তথৈব চ ॥ ৬৭ ॥
কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাস্তু কারণাত্মকাঃ।
সংসিধ্যন্তি তদা ব্যক্তাঃ ক্রমেণ মহদাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
মহতশ্চাপ্যহঙ্কারস্তস্মাদ্ভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
ভূতভেদাস্তু ভেদেভ্যো জজ্ঞিরে তে পরস্পরম্।
সংসিদ্ধকারণং কার্য্যং সদ্য এব প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৯ ॥
যথোল্মুকস্তু টন্নূর্দ্ধমেককালং প্রবর্ত্ততে।
তথা বিবৃত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কালেনৈকেন কর্ম্মণা ॥ ৭০ ॥
যথান্ধকারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে।
তথা বিবৃত্তো হ্যব্যক্তাৎ খদ্যোত ইব চোল্বনঃ ॥ ৭১ ॥

যেমন জল মধ্যে মৎস্যের সম্ভাব, তদ্রূপ চেতন ও বুদ্ধি উভয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে চেতনাধিষ্টিত হইয়া বুদ্ধি গুণরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে ॥ ৬৬ ॥

বিষয়ে বিষয়িত্ব, অর্থে অর্থিত্ব, ও কার্য্যে কারণত্ব হেতু তখন চেতন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে কালক্ষয় হইতে থাকিলে কারণাত্মক অথচ বিভিন্ন ব্যক্ত পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ মহতত্ত্ব প্রভৃতিরও উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভূত পদার্থ ও ইন্দ্রিয়বর্গ, ভূত পদার্থ হইতে ভূতভেদ এইরূপ পরস্পর উৎপন্ন হইতে থাকে। যেহেতু কারণ সংসিদ্ধ হইলে কার্য্য তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যেরূপ জলন্ত অঙ্গার ঊর্দ্ধভাগে স্খলিত হইলে এককালে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এককালেও এক ক্রিয়ায় প্রকাশিত হন ॥ ৭০ ॥

যেরূপ অন্ধকারে হঠাৎ খদ্যোতের আলোক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অব্যক্ত হইতে এই মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥

স মহান্ সশরীরস্তু যত্রৈবাগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বান্ দ্বারশালামুখে স্থিতঃ॥ ৭২॥
মহাংস্তু তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাদ্ বিভাব্যতে।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বাং স্তমসোঽন্ত ইতি শ্রুতিঃ॥ ৭৩।
বুদ্ধির্বিবর্ত্তমানস্য প্রাদুর্ভূতা চতুর্ব্বিধা।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চেতি চতুষ্টয়ম্॥ ৭৪॥
সংসিদ্ধিকাণ্যথৈতানি স্বপ্রতীকানি তস্য বৈ।
মহতঃ সশরীরস্য বৈবর্ত্ত্যাৎ সিদ্ধিরুচ্যতে॥ ৭৫॥
অত্র শেতে চ যৎ পুর্য্যাং ক্ষেত্রজ্ঞানমথাপিবা।
পুরীশয়াচ্চ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ সমুচ্যতে॥ ৭৬॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাৎ ভগবান্ মতিরুচ্যতে।
যস্মাদ্ বুদ্ধ্যা তু শেতে হ তস্মাদ্ বোধাত্মকঃ স বৈ।
সংসিদ্ধয়ে পরিগতং ব্যক্তাব্যক্তমচেতনম্॥ ৭৭॥

সেই মহান্, বিদ্বান্ সশরীর, ক্ষেত্রজ্ঞ যেখানে প্রথমে অবস্থিত হইয়াছিলেন (দ্বার শালাভিমুখে) সেই স্থানেই তিনি সংস্থিত রহিয়াছেন॥ ৭২॥

শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, সেই মহান্ বিদ্বান্ পুরুষ অন্ধকারের অন্তর্ভাগে উৎপত্তি স্থানেই অবস্থিত আছেন, কিন্তু তিনি তমোলিপ্ত হন নাই॥ ৭৩॥

সেই বিবর্ত্তমান পুরুষ হইতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম এই চারিবিধ বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল॥ ৭৪॥

সেই সশরীর মহত্তত্ত্বের বিবর্ত্তন হইতে সাংসিদ্ধিক ও স্বপ্রতীক নামক সিদ্ধি উৎপন্ন হয়॥ ৭৫॥

এই শরীর-পুরীতে শয়ন করেন ও ক্ষেত্রজ্ঞান আছে বলিয়া পুরী শয়ন হইতে পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হইয়াছে॥ ৭৬॥

ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞান আছে বলিয়া এই নামে উক্ত হন ও বুদ্ধি দ্বারা শরীর ধারণ করেন বলিয়া বোধাত্মক বলা হয়। সৃষ্টি সংসিদ্ধির নিমিত্ত ইনিই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অচেতন রূপে পরিণত হইয়াছেন॥ ৭৭॥

এবং নিবৃত্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞেনাভিসংহিতা।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতো ভোগ্যোঽয়ং বিষয়স্ত্বিতি॥ ৭৮॥
ঋষীত্যেষ গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ।
এতৎ সন্নিয়তে তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ॥ ৭৯॥
নিবৃত্তিসমকালস্তু বুদ্ধ্যাঽব্যক্তমৃষিঃ স্বয়ম্।
পরং হি ঋষতে যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৮০॥
গত্যর্থাদৃষতের্ধাতোর্নামনির্বৃত্তিরাদিতঃ।
যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূতস্তস্মাচ্চাপ্যৃষিতা স্মৃতা।
ঈশ্বরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসাঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ॥ ৮১॥
যস্মান্ন হন্যতে মানৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ।
যস্মাদৃষন্তি যে ধীরা মহান্তং সর্ব্বতো গুণৈঃ।
তস্মান্মহর্ষয়ঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ॥ ৮২॥
ঈশ্বরাণাং শুভাস্তেষাং মানসাস্ত-রসাশ্চ তে।
অহঙ্কারং তমশ্চৈব ত্যক্ত্বা চ ঋষিতাঙ্গতাঃ॥ ৮৩॥

ক্ষেত্রজ্ঞতা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তৃক অভিসংহিত হইলে নিবৃত্তি এবং বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তৃক পরিজ্ঞাত বিষয় সমূহ ভোগ্য হইয়া থাকে॥ ৭৮॥

গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতে ঋষি পদটী নিষ্পন্ন হয়। বেদ, সত্য ও তপস্যায় সর্ব্বদা নিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা ইহাদিগকে ঋষি নাম দিয়াছেন॥ ৭৯॥

নিবৃত্তি সমকালে ঋষি স্বয়ং অব্যক্ত স্বরূপ হন, এবং পরম গুণযুক্ত হইলে পরমর্ষি নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন॥ ৮০॥

গত্যর্থ ঋষি ধাতুর অর্থ আদি হইতেই নিবৃত্তি এবং স্বয়ং উদ্ভূত হয় বলিয়াও আত্মার ঋষিত্ব আছে, যেহেতু ঈশ্বর স্বয়মুদ্ভূত ও মানসজাত ঋষিগণ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন॥ ৮১॥

ইহাদের সম্মান কখনও নষ্ট হয় না বলিয়া ইহারা মহান্ ও সর্ব্বপ্রকারে গুণযুক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধির পরম তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন বলিয়া ইহারা পরমর্ষি নামে অভিহিত হন॥ ৮২॥

ঋষিগণ ঈশ্বরের প্রিয়, তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আনন্দ রস

তস্মাত্তু ঋষয়স্তে বৈ ভূতাদৌ তত্ত্বদর্শনাঃ।
ঋষিপুত্রা ঋষিকাস্তু মৈথুনাদ্গার্ভ-সম্ভবাঃ ॥ ৮৪ ॥
তন্মাত্রাণি চ সত্যঞ্চ ঋষন্তে তে মহৌজসঃ।
সত্যর্ষয়স্ততস্তে বৈ পরমাঃ সত্যদর্শনাঃ ॥ ৮৫ ॥
ঋষিণাঞ্চ সুতাস্তে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ।
ঋষন্তি বৈ শ্রুতং যস্মাদ্বিশেষাংশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
তস্মাৎ শ্রুতর্ষয়স্তেপি শ্রুতস্য পরিদর্শনাঃ ॥ ৮৬ ॥
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা চাহঙ্কারাত্মা তথৈব চ।
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মাচ তেষাং তজ্জ্ঞান মুচ্যতে।
ইত্যেতা ঋষিজাতীস্তু নামভিঃ পঞ্চ বৈ শৃণু ॥ ৮৭ ॥
ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ।
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেতে উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রবাহিত। তাঁহারা অহঙ্কার ও তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

এই হেতু ইহারা তত্ত্বদর্শক ঋষি বলিয়া বিখ্যাত, ঋষির ঔরসে উৎপন্ন পুত্র ঋষিক নামে অভিহিত হন ॥ ৮৪ ॥

এই মহাতেজা ঋষিগণ বাস্তবিক তন্মাত্র (পঞ্চভূত পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা) ভোগ করেন বলিয়া ইহারা পরম সত্যদর্শন সপ্তর্ষি নামে আখ্যাত ॥ ৮৫ ॥

ঋষিদিগের পুত্রগণকে ঋষিপুত্রক বলিয়া জানিবেন এবং যাহারা বিশেষ করিয়া শ্রুতি অধ্যয়ন ও পরিদর্শন করেন তাঁহাদিগকে শ্রুতর্ষি বলা যায় ॥৮৬॥

অব্যক্তাত্মা, মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা এই গুলি তাঁহাদিগের জ্ঞান বিষয়। ইহা হইতে পাঁচ নামে পাঁচ প্রকার ঋষি জাতি হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য ব্রহ্মার এই দশটী মানস পুত্র স্বয়ং উদ্ভূত এবং ঐশ্বর্য্যশালী ॥ ৮৮ ॥

প্রবর্ত্ততে ঋষের্যস্মান্মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।
ঈশ্বরাণাং সুতাস্ত্বেতে ঋষয়স্তান্নিবোধত ॥ ৮৯ ॥
কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চোশনাস্তথা।
উতথ্যো বামদেবশ্চ অপোজ্যশ্চৈশিজস্তথা ॥ ৯০ ॥
কর্দ্দমো বিশ্রবাঃ শক্তির্বালখিল্যস্তথা ধরাঃ।
ইত্যেতে ঋষয়ঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাঙ্গতাঃ ॥ ৯১ ॥
ঋষিপুত্রান্ ঋষিকাংস্তু গর্ভোৎপন্নান্নিবোধত।
বৎসরো নগ্রহুশ্চৈব ভারদ্বাজস্তথৈব চ ॥ ৯২ ॥
বৃহদুখঃ শরদ্বাংশ্চ অগস্ত্যশ্চৌসিজস্তথা।
ঋষির্দীর্ঘতপাশ্চৈব বৃহদুক্থঃ শরদ্বতঃ ॥ ৯৩ ॥
বাজশ্রবাঃ সুবিত্তশ্চ সুবাগ্বেষ-পরায়ণঃ।
দধীচঃ শঙ্খমাংশ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা।
ইত্যেতে ঋষিকাঃ প্রোক্তাস্তে সত্যাদৃষিতাঙ্গতাঃ ॥ ৯৪ ॥
ঈশ্বরা ঋষিকাশ্চৈব যে চান্যে বৈ তথা স্মৃতাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশস্তান্নিবোধত ॥ ৯৫ ॥

ঋষি হইতে মহান্ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইঁহাদিগকেই মহর্ষি বলা হয়, এই ঋষিদিগকেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানিবে ॥ ৮৯ ॥

শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতথ্য, বামদেব, অপোজ্য, ঐশিজ, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহারা ঋষি বলিয়া কথিত। ইঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৯০—৯১ ॥

ঋষিপত্নীদিগের গর্ভোৎপন্ন (মানস পুত্র নহে) ঋষিপুত্র ঋষিকদিগের নাম শ্রবণ কর। বৎসর, নগ্রহু, ভারদ্বাজ, বৃহদুথ, শরদ্বান্, অগস্ত্য, ঔসিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুক্থ, শরদ্বত, বাজশ্রবা, সুবিত্ত সুবাগ্বেষপরায়ণ, দধীচ, শঙ্খমান্ ও রাজা বৈশ্রবণ ইঁহারা ঋষিক। সত্য বলে ইঁহারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯২—৯৪ ॥

ঈশ্বর, ঋষিকগণ ও তৎসদৃশ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই মন্ত্র-প্রণয়ণ কর্ত্তা; তাঁহাদের কথা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৯৫ ॥

ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতাস্তু দধীচো হ্যাত্মবানপি।
ঔর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বিদঃ সারস্বতস্তথা॥ ৯৬॥
আর্ষ্টিষেণোঽরূপশ্চ বীতহব্যঃ সুমেধসঃ।
বৈণ্যঃ পৃথুর্দিবোদাসঃ প্রশ্বারো গৃৎসমান্নভঃ।
একোনবিংশদিত্যেতে ঋষয়ো মন্ত্রবাদিনঃ॥ ৯৭॥
অঙ্গিরা বেধসশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ বাস্কলিঃ।
তথাঽমৃতস্তথা গার্গ্যঃ শেনী সংহৃতিরেব চ॥ ৯৮॥
পুরুকুৎসোঽথ মান্ধাতা অম্বরীষস্তথৈব চ।
আহার্য্যোঽথাজমীঢ়শ্চ ঋষভো বলিরেব চ॥ ৯৯॥
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কণ্বশ্চৈবাথ মুদ্গলঃ।
যুবনাশ্বঃ পৌরুকুৎসস্ত্রসদস্যুঃ সদস্যুমান্॥ ১০০॥
উতথ্যশ্চ ভরদ্বাজস্তথা বাজশ্রবা অপি।
আযাপ্যশ্চ সুবিত্তশ্চ বামদেবস্তথৈব চ॥ ১০১॥
ঔশিজো বৃহদুকৃথশ্চ ঋষির্দীর্ঘতপাস্তথা।
কক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা অঙ্গিরসো বরাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংস্তু নিবোধত॥ ১০২॥
কাশ্যপশ্চৈব বৎসারো বিভ্রমো রৈভ্য এব চ।
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১০৩॥

ভৃগু, কাব্য, প্রচেতাঃ, দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বিদ, সারস্বত, আর্ষ্টিষেণ, অরূপ, বীতহব্য, সুমেধাঃ, বৈণ্য, পৃথু দিবোদাস, প্রশ্বার, গৃৎসমদ্ ও নভঃ এই একোনবিংশতি ঋষি মন্ত্রবাদী॥ ৯৬—৯৭॥

অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ্য, শেনী, সংহৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য্য, অজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরুকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, আযাপ্য, সুবিত্ত, বামদেব, ঔশিজ, বৃহদুকৃথ, দীর্ঘতপা ও কক্ষীবান্ এই তেত্রিশটী অঙ্গিরসের পুত্র। এই শ্রেষ্ঠ ঋষিপুত্রগণ মন্ত্রপ্রণয়ণকর্ত্তা। এক্ষণে কশ্যপপুত্রদিগের কথা শ্রবণ কর॥ ৯৮—১০২॥

কাশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল এই ছয়জন কাশ্যপ;

অত্রিরর্চ্চিসনশ্চৈব শ্যামাবাংশ্চাথ নিষ্ঠুরঃ।
বল্‌গূতকো মুনির্দ্ধীমাংস্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ।
ইত্যেতে চাত্রয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রকায়া মহর্ষয়ঃ॥ ১০৪॥
বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তথৈব চ পরাশরঃ।
চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্তু ভরদ্বসুঃ॥ ১০৫॥
ষষ্ঠস্তু মৈত্রাবরুণঃ কুণ্ডিনঃ সপ্তমস্তথা।
সুদ্যুম্নশ্চাষ্টমশ্চৈব নবমোঽথ বৃহস্পতিঃ।
দশমস্তু ভরদ্বাজো মন্ত্রব্রাহ্মণকারকাঃ॥ ১০৬॥
এতে চৈব হি কর্ত্তারো বিধর্ম্মধ্বংসকারিণঃ।
লক্ষণং ব্রহ্মণশ্চৈতদ্বিহিতং সর্ব্বশাখিনাম্॥ ১০৭॥
হেতুর্হিতেঃ স্মৃতো ধাতোর্যস্মিহন্ত্যদিতস্পরৈঃ।
অথবার্থপরিপ্রাপ্তে হিনোতের্গতিকর্ম্মণঃ॥ ১০৮॥
তথা নির্বচনং ক্রয়াদ্বাক্যার্থস্যাবধারণম্।
নিন্দাস্তামাহুরাচার্য্যা যদ্দোষান্নিন্দ্যতে বচঃ॥ ১০৯॥

ইহারা ব্রহ্মবাদী। অত্রি, অর্চ্চিসন, শ্যামবান্, নিষ্ঠুর, বল্‌গূতক, ধীমান্ ও পূর্ব্বাতিথি ইহারা সকলেই অত্রির পুত্র, মহর্ষি ও মন্ত্র প্রস্তুত-কর্ত্তা॥ ১০৩—১০৪॥

বসিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতি, পঞ্চম, ভরদ্বসু, ষষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, সপ্তম কুণ্ডিন, অষ্টম সুদ্যুম্ন, নবম বৃহস্পতি ও দশম ভরদ্বাজ; ইহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলন করেন॥ ১০৫—১০৬॥

ইহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা ও বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইহারা সমস্ত ব্রহ্মের (বেদের) ও বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ইহা মঙ্গলের হেতু অর্থ-বোধক হি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যিনি শত্রুদিগের অভ্যুদয় বিনষ্ট করেন অথবা হি ধাতু অর্থাৎ যাহা হইতে গতি ও কার্য্যের প্রাপ্তি হইয়া থাকে তাহার নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ॥ ১০৭—১০৮॥

বাক্যের অর্থ অবধারণ করার নাম নির্ব্বচন ও যাহাতে বাক্য নিন্দিত হইয়া যায়, তাহাকে আচার্য্যেরা নিন্দা বলিয়াছেন॥ ১০৯॥

প্রপূর্ব্বাচ্ছংসতের্ধাতোঃ প্রশংসা গুণবত্তয়া।
ইদন্ত্বিদমিদন্নেদমিত্যনিশ্চিত্য সংশয়ঃ॥ ১১০॥
ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরুচ্যতে।
অন্যস্যান্যস্য চোক্তত্বাদ্ বুধাঃ পরকৃতিঃ স্মৃতা॥ ১১১॥
যো হ্যত্যন্ততরোক্তশ্চ পুরাকল্পঃ স উচ্যতে।
পুরা বিক্রান্তবাচিত্বাৎ পুরাকল্পস্য কল্পনা॥ ১১২॥
মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈস্তু নিগমৈঃ শুদ্ধবিস্তরৈঃ।
অনিশ্চিত্য কৃতামাহুর্ব্যবধারণকল্পনাম্॥ ১১৩॥
যথা হীদস্তথা তদ্বৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ।
ইত্যেষ হ্যপদেশোঽয়ং দশমো ব্রাহ্মণস্য তু॥ ১১৪॥
ইত্যেতদ্ব্রাহ্মণস্যাদৌ বিহিতং লক্ষণংবুধৈঃ।
তস্য তদ্বৃত্তিরুদ্দিষ্টা ব্যাখ্যাপ্যানুপদং দ্বিজৈঃ॥ ১১৫॥
মন্ত্রাণাং কল্পনঞ্চৈব বিধি-দৃষ্টেষু কর্ম্মসু।
মন্ত্রো মন্ত্রয়তের্ধাতো র্ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণোঽবনাৎ॥ ১১৬॥

প্রপূর্ব্বক শংস ধাতু হইতে প্রশংসা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ গুণ প্রকাশ। ইহা এরূপ কিম্বা অন্যরূপ এই অনিশ্চয়ের নাম সংশয়॥ ১১০॥

ইহা এইরূপে অবশ্যই করিবে, এই নির্দ্দেশ করার নাম বিধি ও অপরের বাক্য অপর কর্ত্তৃক উক্ত হইলে তাহাকে পরকৃতি বলে॥ ১১১॥

যাহা অভ্যন্তরোক্ত (প্রাচীন উক্তি) তাহাকে পুরাকাল বলে। প্রাচীন কার্য্যকলাপ বলিবার জন্য পুরাকল্পে সৃষ্টি হইয়াছে॥ ১১২॥

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের ন্যায় শুদ্ধ ও বিস্তর নিগম হইতে অবধারণ করাকে ব্যবধারণ কল্পনা বলে॥ ১১৩॥

ইহা যেরূপ, অন্যটীও তদ্রূপ, এটী অপরের মত ইত্যাদি (বেদশাখা মধ্যে পরস্পরের ঐক্যানৈক্য) উপদেশ দশম ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত॥ ১১৪॥

পূর্ব্বে বুধগণ ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক তাহার ব্যাখ্যানের নাম বৃত্তি॥ ১১৫॥

বিধিদৃষ্ট কর্ম্মে মন্ত্রের কল্পনা থাকে। মন্ত্র হইতে মন্ত্র ও ব্রহ্ম রক্ষা করে বলিয়া ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১১৬॥

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥ ১১৭॥
ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ঋষিলক্ষণং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মহাস্থানতীর্থবর্ণনম্।

ঋষয় উচুঃ।

ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতমাহুঃ সুদুস্তরম্।
কথং বেদাঃ পুরা ব্যস্তাস্তন্নো ব্রূহি মহামতে॥ ১॥

সূত উবাচ।

দ্বাপরে তু পরাবৃত্তে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মা মনুমুবাচেদন্তদ্বদিষ্যে মহামতে॥ ২॥
পরিবৃত্তে যুগে তাত স্বল্পবীর্য্যা দ্বিজাতয়ঃ।
সংবৃত্তা যুগ-দোষেণ সর্ব্বে চৈব যথাক্রমম্॥ ৩॥
ভ্রশ্যমানং যুগবশাদল্পশিষ্টং হি দৃশ্যতে।
দশসাহস্রভাগেন হ্যবশিষ্টং কৃতাদিদম্॥ ৪॥

অল্পাক্ষর সন্দেহশূন্য, সারবান্ বিশ্বমুখ (সর্ব্বগামী) অস্তোভ, অনিন্দ্য (দোষশূন্য) নিয়ম বন্ধনকে সূত্রবেত্তাগণ সূত্র বলেন॥ ১১৭॥

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে ঋষিলক্ষণ নামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঋষিগণ এই সমস্ত শুনিয়া সুদুস্তর (যাহার শান্তি ও জ্ঞান অনন্ত) সূতকে কহিলেন, হে মহামতে! পূর্ব্বে বেদ কি হেতু পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন॥ ১॥

সূত কহিলেন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দ্বাপর যুগ অতীত হইলে ব্রহ্মা মনুকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, হে মহাভাগ! তাত! যুগ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সমস্ত দ্বিজাতি যুগদোষে যথাক্রমে স্বল্পবীর্য্য হইয়াছে॥ ২—৩॥

বীর্য্য, তেজঃ, বল, বাক্য সমস্তই যুগদোষে ক্ষীণ হইতে হইতে কৃতযুগের

বীর্য্যং তেজো বলং বাক্যং সর্ব্বঞ্চৈব প্রণশ্যতি।
বেদবেদা হি কার্য্যাঃ স্যুর্ম্মাভূদ্বেদবিনাশনম্॥ ৫॥
বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি।
যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সর্ব্বং প্রণশ্যতি॥ ৬॥
আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংজ্ঞিতঃ।
পুনর্দশ গুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞো বৈ সর্ব্বকামধুক্॥ ৭॥
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা মনুর্লোকহিতে রতঃ।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥ ৮॥
ব্রহ্মণো বচনাত্তাত লোকানাং হিতকাম্যয়া।
তদিদং বর্ত্তমানেন যুষ্মাকং বেদকল্পনম্॥ ৯॥
মন্বন্তরেণ বক্ষ্যামি ব্যতীতানাং প্রকল্পনম্।
প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং বৈ তন্নিবোধত সত্তমাঃ॥ ১০॥
অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরন্তপঃ।
দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১॥

দশসহস্র ভাগের একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব বেদবিহিত কার্য্য আরম্ভ হউক, যেন বেদ বিনাশ না হয়॥ ৪—৫॥

বেদ বিনষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট হইবে, যজ্ঞ নষ্ট হইলে দেব নষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর কিছুই থাকিবে না, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে॥ ৬॥

এক বেদ চতুষ্পাদ, পরে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত ও পুনর্বার তাহার দশগুণ বিভক্ত ও যজ্ঞ সমস্ত কামধুক্ হউক॥ ৭॥

ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকহিতরত প্রভু মনু "তাহাই হইবে" স্বীকার করিয়া লোকের হিত নিমিত্ত ব্রহ্মার বচনানুসারে অবিভক্ত একমাত্র বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে তাত! তাহাই বর্ত্তমান যুগে তোমরা ভিন্ন বেদরূপে কল্পনা কর॥ ৮—৯॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! অতীত মন্বন্তরের সেই সমস্ত বেদকল্পনা পরোক্ষ হইলেও আমি এক্ষণে প্রত্যক্ষবৎ তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১০॥

এই কলিযুগে পরাশরপুত্র ব্যাস, যিনি দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত ও যাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়, তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বেদ

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোঽস্মিন্ বেদং ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ॥ ১২॥
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ।
পৈলন্তেষাং চতুর্থন্তু পঞ্চমং লোমহর্ষণম্॥ ১৩॥
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলঞ্জগ্রাহ বিধিবদ্ দ্বিজম্।
যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ॥ ১৪॥
জৈমিনিং সামবেদার্থশ্রাবকং সোঽম্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্॥ ১৫॥
ইতিহাসপুরাণস্য বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬॥
এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥ ১৭॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
উদ্‌গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ।
ব্রহ্মত্বমকরোদ্ যজ্ঞে বেদেনাথর্ব্বণেন তু॥ ১৮॥

বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব বেদবিভাগের নিমিত্ত চারি-জন শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১১—১২॥

জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন ও পৈল এই চারিজন পঞ্চম ও লোমহর্ষণ। ঋগ্বেদ শ্রাবক পৈলকে বিধিবৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদবক্তা বৈশম্পায়নকে, সামবেদার্থকর্ত্তা স্বরূপে জৈমিনিকে, অথর্ব্ববেদের জন্য সত্তম সুমন্তুকে ও সম্যক্ ইতিহাস ও পুরাণ বলিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস্ আমাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন॥ ১৩—১৬॥

এক মাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল, তিনি তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তাহা হইতে যজ্ঞ কল্পনা করিয়াছিলেন্॥ ১৭॥

যজুর্ব্বেদ হইতে অধ্বর্য্যু সকল, ঋক্ হইতে হোত্র, সাম হইতে উদ্গাত্র ও অথর্ব্ব বেদ হইতে যজ্ঞে ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন॥ ১৮॥

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ।
হোতৃকং কল্প্যতে তেন যজ্ঞবাহং জগদ্ধিতম্ ॥ ১৯ ॥
সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদ্গাত্রমরোচয়ৎ।
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ ॥ ২০ ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ২১ ॥
যচ্ছিষ্টন্তু যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমথাযুজৎ।
যুঞ্জানঃ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
পদানামুদ্ধৃতত্বাচ্চ যজূংষি বিষমাণি বৈ।
সতেনোদ্ধৃতবীর্য্যস্তু ঋত্বিগ্‌ভির্বেদপারগৈঃ।
প্রযুজ্যতে হ্যশ্বমেধস্তেন বা যুজ্যতে তু সঃ ॥ ২৩ ॥
ঋচো গৃহীত্বা পৈলস্তু ব্যভজত্তদ্দ্বিধা পুনঃ।
দ্বিঃকৃত্বা সংযুগে চৈব শিষ্যাভ্যামদদৎ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥

অতঃপর তিনি ঋক্ সকল উদ্ধৃত করিয়া ঋক্‌বেদ কল্পনা করিয়াছিলেন ও তাহা হইতে জগৎ হিতকর যজ্ঞবাহ হোতা কল্পিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

সাম হইতে সামবেদ ও তাহা হইতে উদ্গাত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং অথর্ব্ববেদ অনুসারে রাজাদিগকে সকল যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন ॥২০॥

পুরাণার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আখ্যান, উপাখ্যান ও কুলকর্ম্ম বা কুলাচারের সহিত পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ বিধির যোগ করা হয়। এই কারণে সেই যজুর্ব্বেদ যুঞ্জান নামে অভিহিত। শাস্ত্রের নিশ্চয় এইরূপ জানিবে ॥ ২২ ॥

যজুর্ব্বেদের অনেকগুলি পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহা বিষম অর্থাৎ ছন্দোহীন হইয়াছে। তাহা দ্বারা বেদপারগ ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতবীর্য্য অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রযুক্ত হয়। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই বেদযুক্ত হইয়াছে ॥২৩॥

পৈল ঋষি মন্ত্রগুলি লইয়া তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং তৎপরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্ব্বার সংযোগ করিয়া শিষ্যদ্বয়কে অর্পণ

ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকাং দ্বিতীয়াং বাস্কলায় চ।
চতস্রঃ সংহিতাঃ কৃত্বা বাস্কলির্দ্বিজসত্তমঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভিরতান্ হিতান্॥ ২৫॥
বোধস্তু প্রথমাং শাখাং দ্বিতীয়ামগ্নিমাঠরম্।
পারাশরং তৃতীয়ান্তু যাজ্ঞবাল্ক্যমথাপরাম্॥ ২৬॥
ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্তু সংহিতাং দ্বিজসত্তমঃ।
অধ্যাপয়ন্ মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্॥ ২৭॥
সত্যশ্রবসমগ্র্যন্তু পুত্রং সতু মহাযশাঃ।
সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্ দ্বিজঃ॥ ২৮॥
সোঽপি সত্যতরং পুত্রং পুনরধ্যাপয়দ্ বিভুঃ।
সত্যশ্রিয়ং মহাত্মানং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্॥ ২৯॥
অভবংস্তস্য শিষ্যা বৈ ত্রয়স্তু সুমহৌজসঃ।
সত্যশ্রিয়স্তু বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রগ্রহণ-তৎপরাঃ॥ ৩০॥
শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথন্তরঃ।
বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৩১॥

করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রমতি নামক শিষ্যকে একটী ও বাস্কলকে দ্বিতীয়টী অর্পণ করা হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাস্কলি চারিখানি সংহিতা করিয়া শুশ্রূষানিরত, হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বোধ নামক শিষ্যকে প্রথম শাখা, অগ্নিমাঠর নামক শিষ্যকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা ও যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ শাখা অধ্যয়ন করান হয়॥ ২৪—২৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমতি মহাভাগ যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে একটী সংহিতা অধ্যয়ন করান। মহাযশাঃ মার্কণ্ডেয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত নিজ পুত্র সত্যতরকে এবং বিভু সত্যতর মহাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণ সত্যশ্রীকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ২৭—২৯॥

তেজস্বী সত্যশ্রীর শাকল্য, রথান্তর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ এই চারিজন বিদ্বান্ শিষ্য ছিল। ইঁহারা সকলেই অধ্যয়ননিপুণ ও শাখাপ্রবর্ত্তক॥৩০—৩১॥

দেবমিত্রস্তু শাকল্যো জ্ঞানাহঙ্কারগর্ব্বিতঃ।
জনকস্য স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্দ্বিজঃ ॥ ৩২ ॥

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং বিনাশমগমৎ স মুনির্জ্ঞান-গর্ব্বিতঃ।
জনকস্যাশ্বমেধেন কথং বাদো বভূব হ ॥ ৩৩ ॥
কিমর্থঞ্চাভবদ্বাদঃ কেন সার্দ্ধমথাপি বা।
সর্ব্বমেতদ্ যথাবৃত্তমাচক্ষ্ব বিদিতন্তব।
ঋষীণান্তু বচঃ শ্রুত্বা তদুত্তরমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

জনকস্যাশ্বমেধে তু মহানাসীৎ সমাগমঃ।
ঋষীণান্তু সহস্রাণি তত্রাজগ্মুরনেকশঃ।
রাজর্ষের্জনকস্যাথ তং যজ্ঞং হি দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫ ॥
আগতান্ ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট্বা জিজ্ঞাসাস্যাভবত্ততঃ।
কোহস্বেষাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ কথং মে নিশ্চয়ো ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৩৬ ॥

দেবমিত্র শাকল্য জ্ঞান ও অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া জনকের অশ্বমেধে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

শাংশপায়ন কহিলেন, জ্ঞানগর্ব্বিত শাকল্য মুনি কি কারণে বিনষ্ট হন, জনকের অশ্বমেধে বিবাদ হইবার কারণ কি এবং কাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হয়? এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন। আপনি ইহার সমস্তই অবগত আছেন। সকল ঋষিগণের অভিমত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার উত্তর বলিয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে অনেক লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বহু সহস্র ঋষি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ দেখিবার ইচ্ছায় আগমন করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তদনন্তর মহারাজ জনক বহুতর ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া চিন্তা করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম? তাহা আমি কি প্রকারে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিব। অনন্তর তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া এক উপায় স্থির করিলেন ॥ ৩৬ ॥

গবাং সহস্রমাদায় সুবর্ণমধিকং ততঃ।
গ্রামান্ রত্নানি দাসাংশ্চ মুনীন্ প্রাহ নরাধিপঃ।
সর্ব্বানহং প্রপন্নোঽস্মি শিরসা শ্রেষ্ঠভাগিনঃ॥ ৩৭॥
যদেতদাহৃতং বিত্তং যোবা শ্রেষ্ঠতমো ভবেৎ।
তস্মৈ তদুপনীতং হি বিদ্যাবিত্তং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩৮॥
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়স্তে শ্রুতিক্ষমাঃ।
দৃষ্ট্বা ধনং মহাসারং ধনবৃদ্ধ্যা জিঘৃক্ষবঃ।
স্পর্দ্ধয়াঞ্চক্রুরন্যোন্যং বেদজ্ঞানমদোল্বণাঃ॥ ৩৯॥
মনসা গতবিত্তাস্তে মমেদং ধনমিত্যুত।
মমৈবৈতন্নবেত্যন্যো ব্রূহি কিংবা বিকল্পতে।
ইত্যেবং ধনদোষেণ বাদাংশ্চক্রুরনেকশঃ॥ ৪০॥
তথাঽন্যস্তত্র বৈ বিদ্বান্ ব্রহ্মবাহ-সুতঃ কবিঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজাস্তপস্বী ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৪১॥

সেই নরপতি সহস্র গো, ততোধিক সুবর্ণ, গ্রামসমূহ, বহুতর দাস ও রত্নরাশি গ্রহণ করিয়া মুনিগণের নিকটে গিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি এই সমস্ত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত গ্রহণ করিলাম, আমি বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া যে সমস্ত ধন আনিয়াছি, তাহা আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠতম সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করিবেন॥ ৩৭॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ জনকরাজের সেই বাক্য শ্রবণ ও বহুতর অত্যুত্তম ধন দর্শন করিয়া ধনের বাহুল্যবশতঃ সকলেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সকলেই বেদজ্ঞান মদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥

তাঁহারা মনে মনেই ধন গ্রহণ করিয়া "এই ধন আমার, এই ধন আমার" এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য ব্যক্তি বলিলেন "এই ধন আমার তোমরা ইহার সন্দেহ করিতেছ কেন? তাহা প্রকাশ করিয়া বল" এইরূপে ধনদোষে সেই ব্রাহ্মণগণ বহুতর বাদানুবাদ করিলেন। তদনন্তর সেইস্থানে বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজা ও মহাকবি বিদ্বদ্গণের মধ্যে

ব্রহ্মণোঽঙ্গাৎ সমুৎপন্নো বাক্যং প্রোবাচ সুস্বরম্।
শিষ্যং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধনমেতদ্ গৃহাণ ভোঃ ॥ ৪২ ॥
নয়স্ব চ গৃহং বৎস মমৈতন্নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্ববেদেষহং বক্তা নান্যঃ কশ্চিত্তু মৎসমঃ ॥ ৪৩ ॥
যোবা ন প্রীয়তে বিপ্রঃ স মে হ্বয়তু মাঽচিরং ॥ ৪৪ ॥
ততো ব্রহ্মার্ণবঃ ক্ষুব্ধঃ সমুদ্র ইব সংপ্লবে।
তানুবাচ ততঃ স্বস্থো যাজ্ঞবল্ক্যোঽহসন্নিব ॥ ৪৫ ॥
ক্রোধং মাকার্ষ্ বিদ্বাংসো ভবন্তঃ সত্যবাদিনঃ।
বদামহে যথাযুক্তং জিজ্ঞাসন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৬ ॥
ততোঽভ্যুপাগমংস্তেষাং বাদাজগ্মুরনেকশঃ।
সহস্রধা শুভৈরর্থৈঃ সূক্ষ্মদর্শনসম্ভবৈঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রেষ্ঠতম, ব্রহ্মার অঙ্গোৎপন্ন, মহাতপস্বী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যকে কহিলেন, বৎস! এই ধন আমার, তাহাতে আর সংশয় নাই, তুমি এই ধন গ্রহণ করিয়া আমার গৃহে লইয়া যাও। আমি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি, আমার তুল্য বেদজ্ঞ কেহই নাই; যদি কোনও বিপ্র ইহাতে প্রীত না হন, তিনি বিচার করিবার নিমিত্ত আসিয়া আমাকে আহ্বান করুন ॥ ৩৯—৪৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের সেই বাক্য শুনিয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণার্ণব ক্রোধে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর নির্ম্মলাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য উপহাস করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, আপনারা সত্যবাদী ও বিদ্বান্, আপনারা ক্রোধ করিবেন না। পরস্পর যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

তদনন্তর তাঁহাদিগের বহুতর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। তখন সেই ধনের নিমিত্ত মহাত্মা মুনিগণের মধ্যে লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহস্র সহস্র সূক্ষ্মদর্শনসম্ভূত উত্তম উত্তম অর্থদ্বারা মিথ্যোক্তিপরিশূন্য উত্তমোত্তম গুণবিশিষ্ট বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এক পক্ষে একাকী যাজ্ঞবল্ক্য

লোকে বেদে তথাধ্যাত্মে বিদ্যাস্থানৈরলঙ্কৃতাঃ।
শাপোত্তম-গুণৈর্যুক্তা নৃপৌঘপরিবর্জনাঃ।
বাদাঃ সমভবংস্তত্র ধনহেতোর্মহাত্মনাম্ ॥ ৪৮ ॥
ঋষয়স্ত্বেকতঃ সর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যস্তথৈকতঃ।
সর্ব্বে তে মুনয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
একৈকশস্ততঃ পৃষ্টা নৈবোত্তরমথাব্রুবন্ ॥ ৪৯ ॥
তান্বিজিত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মরাশি র্মহাদ্যুতিঃ।
শাকল্যমিতি হোবাচ বাদকর্ত্তারমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥
শাকল্য বদ বক্তব্যং কিং ধ্যায়ন্নবতিষ্ঠসে।
পূর্ণস্ত্বং জড়মানেন বাতাধ্মাতো যথা দৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
এবং স ধর্ষিতস্তেন রোষাত্তাম্রাস্যলোচনঃ।
প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তং পুরুষং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৫২ ॥
ত্বমস্মাংস্তৃণবত্যক্ত্বা তথৈবেমান্ দ্বিজোত্তমান্।
বিদ্যাধনং মহাসারং স্বয়ং গ্রাহং জিঘৃক্ষসি ॥ ৫৩ ॥

ও অপর পক্ষে সমস্ত ঋষিগণ মিলিত হইয়া তুমুল বিচার আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীমান্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা কেহই তদীয় বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। ॥ ৪৭—৪৯ ॥

সেই ব্রহ্মতেজোরাশি মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য সেই মুনিগণকে জয় করিয়া বেদকর্ত্তা মহর্ষি শাকল্যকে কহিলেন, হে শাকল্য! যাহা বক্তব্য থাকে বলুন, এখন ধ্যাননিমগ্নের ন্যায় অবস্থিত করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনি বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় জড়তায় পরিপূর্ণ হইয়াছেন। মহর্ষি শাকল্য এইরূপে অবমানিত হইয়া রোষভরে নেত্রদ্বয় লোহিত বর্ণ করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য তুমি আমাদিগকে এবং এই সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া বিদ্যার নিমিত্ত প্রদত্ত এই সমস্ত অত্যুত্তম ধন কেবল আপনার নিমিত্তই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৫৩ ॥

শাকল্যেনৈবমুক্তঃ স্যাজ্ঞাজ্ঞবল্ক্যঃ সমব্রবীৎ।
ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিদ্ধি বিদ্যাতত্ত্বার্থদর্শনম্॥ ৫৪॥
কামশ্চার্থেন সম্বদ্ধস্তেনার্থং কাময়ামহে।
কামপ্রশ্নধনা বিপ্রাঃ কামপ্রশ্নান্ বদামহে।
পণশ্চৈষোঽস্য রাজর্ষেস্তস্মান্নীতং ধনং ময়া॥ ৫৫॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শাকল্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যমথোবাচ কামপ্রশ্নার্থমদ্বচঃ॥ ৫৬॥
ব্রূহীদানীং ময়োদ্দিষ্টান্ কামপ্রশ্নান্ যথার্থতঃ।
ততঃ সমভবদ্বাদস্তয়োর্ব্রহ্মবিদোর্মহান্॥ ৫৭॥
সাগ্রং প্রশ্ন-সহস্রন্তু শাকল্যস্তমচূচুদৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যোঽব্রবীৎ সর্ব্বান্ ঋষীণাং শৃণ্বতাং তদা॥ ৫৮॥
শাকল্যে চাপি নির্ব্বাদে যাজ্ঞবল্ক্যস্তমব্রবীৎ।
প্রশ্নমেকং মমাপি ত্বং বদ শাকল্য কামিকম্।
শাপঃ পণোঽস্য বাদস্য অব্রুবন্ মৃত্যুমাব্রজেৎ॥ ৫৯॥

শাকল্য এই কথা বলিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, আপনি জানিবেন যে বিদ্যার তত্ত্ব ও অর্থ এই উভয় দর্শনই ব্রাহ্মণগণের বল, আর কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমুদায় অর্থদ্বারা সম্বদ্ধ সেই নিমিত্তই আমি অর্থ কামনা করিয়াছি। কাম প্রশ্নই বিপ্রগণের ধন, অতএব আমি কামপ্রশ্নই বলিতেছি। এই রাজর্ষি জনকের পণই এইরূপ, সেই নিমিত্ত আমি ধন গ্রহণ করিয়াছি। ৫৪—৫৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যের সেই বাক্য শুনিয়া মহর্ষি শাকল্য ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে কাম প্রশ্নার্থবিশিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। এক্ষণে তুমি মদুক্ত এই কামবিষয়ক প্রশ্নবাক্যের যথার্থ উত্তর কর। তখন সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বয়ের মহান্ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। তদনন্তর শাকল্য তাঁহাকে সহস্র অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক প্রশ্ন করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত মুনিগণের সমক্ষে সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর করিলেন। এইরূপে শাকল্য যখন আর প্রশ্ন করিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে কহিলেন; হে শাকল্য! এক্ষণে তুমি আমার এক কাম

অথ সম্বোদিতং প্রশ্নং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
শাকল্যস্তমবিজ্ঞায় সদ্যো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০ ॥
এবং মৃতঃ স শাকল্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যান-পীড়িতঃ।
এবং বাদশ্চ সুমহানাসীত্তেষাং ধনার্থিভিঃ।
ঋষীণাং মুনিভিঃ সার্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যস্য চৈব হি ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বৈঃ পৃষ্টাংস্তু সম্প্রশ্নান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ব্যাখ্যায় বৈ মুনে তেষাং প্রশ্নসারং মহামতিঃ ॥ ৬২ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যো ধনং গৃহ্য যশো বিখ্যাপ্য চাত্মনঃ।
জগাম বৈ গৃহং স্বস্থঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতোবশী ॥ ৬৩ ॥
দেবমিত্রস্তু শাকল্যো মহাত্মা দ্বিজসত্তমঃ।
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ বুদ্ধিমান্ পদবিত্তমঃ ॥ ৬৪ ॥
তৎ-শিষ্যা অভবন্ পঞ্চ মুদ্গলো গোলকস্তথা।
খালীয়শ্চ তথা মৎস্যঃ শৈশিরেয়স্তু পঞ্চমঃ ॥ ৬৫ ॥

বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর কর। এই পূর্ব্বপক্ষের পণ অভিশাপ; কিন্তু ইহার উত্তর করিতে না পারিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। তখন ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রশ্নবাক্য উচ্চারণ করিলেন, শাকল্য তাহা জানিতেন না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহর্ষি শাকল্যও সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই প্রকারে সেই ধনার্থী মহর্ষিগণ, মুনিগণ ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের তুমুল বাদানুবাদ হইয়াছিল। তদনন্তর সকল ঋষিই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি শত সহস্র প্রশ্ন করিলেন, সেই ঋষিবরও সেই সমস্ত মুনিবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর করিয়া যশোলাভ ও ধন গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া সুস্থচিত্তে গৃহে গমন করিলেন ॥ ৫৬—৬৩॥

সূত কহিলেন, দ্বিজসত্তম বুদ্ধিমান্ শব্দশাস্ত্রজ্ঞ দেবমিত্র ও মহাত্মা শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ণ করেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি শাকল্যের মুদ্গল, গোলক, খালীয়, মৎস্য ও শৈশিরেয় এই পাঁচ-জন শিষ্য ছিলেন ॥ ৬৫ ॥

প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শাকপূণীরথীতরঃ।
নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থং দ্বিজসত্তমঃ॥ ৬৬॥
তস্য শিষ্যাস্তু চত্বারঃ কেতবোদালকিস্তথা।
ধর্ম্মশর্ম্মা দেবশর্ম্মা সর্ব্বে ব্রতধরা দ্বিজাঃ॥ ৬৭॥
শাকল্যে তু মৃতে সর্ব্বে ব্রহ্মঘ্নাস্তে বভূবিরে।
তদা চিন্তাং পরাং প্রাপ্য গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্॥ ৬৮॥
তান্ জ্ঞাত্বা চেতসা ব্রহ্মা প্রেষিতঃ পবনে পুরে।
তত্র গচ্ছত যূয়ং বঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি॥ ৬৯॥
দ্বাদশার্কং নমস্কৃত্য তথা বৈ বালুকেশ্বরম্।
একাদশ তথা রুদ্রান্ বায়ুপুত্রং বিশেষতঃ।
কুণ্ডে চতুষ্টয়ে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং তরিষ্যথ॥ ৭০॥
সর্ব্বে শীঘ্রতরাভূত্বা তৎপুরং সমুপাগতাঃ।
স্নানং কৃতং বিধানেন দেবানাং দর্শনং কৃতম্॥ ৭১॥

দ্বিজবর শাকপূণী রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত রচনা করেন॥ ৬৬॥

তাঁহার কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা এই চারিজন ব্রতধারী ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন॥ ৬৭॥

শাকল্য কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতী হইলেন। তখন তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন॥ ৬৮॥

ব্রহ্মা মনে মনে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে পবনপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কহিয়া দিলেন যে, তোমরা তথায় গমন করিলে সদ্যই তোমাদিগের পাপ বিনষ্ট হইবে॥ ৬৯॥

তোমরা দ্বাদশার্ক, বালুকেশ্বর, একাদশ রুদ্র ও বিশেষতঃ বায়ুপুত্রকে নমস্কার করিয়া কুণ্ড চতুষ্টয়ে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে॥ ৭০॥

ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে তাঁহারা সত্বর সেই পবনপুরে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবগণকে দর্শন ও নমস্কার করিলেন॥ ৭১॥

উত্তরেশং নমস্কৃত্য বাড়বানাং প্রসাদতঃ।
সর্ব্বে পাপবিনির্ম্মুক্তাগতাস্তে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৭২ ॥
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং জাতং পাতকনাশনম্।
বায়োঃ পুরং পবিত্রঞ্চ বায়ুনা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ৭৩ ॥
অঞ্জনা-গর্ভসম্ভূতির্হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
যদা জাতো মহাদেবো হনুমান্ সত্যবিক্রমঃ।
তদৈবং নির্ম্মিতং তীর্থং বায়ুনা ব্রহ্মযোনিনা ॥ ৭৪ ॥
উর্ব্ব্যাং জাতাস্তু যে শূদ্রা ব্রাহ্মণানাং নিবেদিতাঃ।
বৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মযজ্ঞার্থং করস্তেষু কৃতোমহান্ ॥ ৭৫ ॥
অনেন বিধিনা জাতং বিপ্রাণাং শাসনং মহৎ ॥ ৭৬ ॥
গোঘ্নো বাপি কৃতঘ্নো বা সুরাপী গুরু-তল্পগঃ।
বাড়াদিত্যং নমস্কৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে মহাস্থানতীর্থ-বর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

তদন্তর বাড়বগণের প্রসাদে উত্তরেশ্বরকে নমস্কার করিয়া সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বে বায়ু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেই পুর তদবধি পাপবিনাশন-তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল ॥ ৭৩ ॥

পবনপুত্র অঞ্জনা-গর্ভজাত, সত্যবিক্রম, মহাদেব, হনুমান্ যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে ব্রহ্মা হইতে সম্ভূত বায়ু এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-সেবক যে সকল শূদ্র জন্মিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি ও ব্রহ্মযজ্ঞের নিমিত্ত তাহাদের উপরে কর স্থাপিত হয় ॥ ৭৫ ॥

এই বিধিদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহৎ শাসন হইয়াছিল ॥ ৭৬ ॥

গোঘ্নই হউক আর কৃতঘ্নই হউক, অথবা সুরাপায়ী বা গুরুপত্নীগামীই হউক বাড়াদিত্যকে নমস্কার করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মহাস্থান-তীর্থ-বর্ণন নামক ৬৫ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রজাপতি বংশানুকীর্ত্তনম্।

ঋষয় উচুঃ।

ভারদ্বাজোযাজ্ঞবল্ক্যো গালকিঃ সালকিস্তথা।
ধীমান্ শতবলাকশ্চ নৈগমশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১ ॥
বাস্কলিশ্চ ভরদ্বাজস্তিস্রঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
রথীতরোনিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থকম্ ॥ ২ ॥
ত্রয়স্তস্যাভবন্ শিষ্যা মহাত্মানো গুণান্বিতাঃ।
ধীমান্নন্দায়নীয়শ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্।
তৃতীয়শ্চার্য্যবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩ ॥
বীতরাগামহাতেজঃ-সংহিতা-জ্ঞানপারগাঃ।
ইত্যেতে বহ্বৃচাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥
বৈশম্পায়ন-গোত্রোঽসৌ যজুর্ব্বেদং ব্যকল্পয়ৎ।
ষড়শীতিস্তু যেনোক্তাঃ সংহিতা যজুষাং শুভাঃ ॥ ৫ ॥
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তে বিধানতঃ।
একস্তত্র পরিত্যক্তো যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতপাঃ।

ঋষিগণ কহিলেন ভারদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালকি, সালকি, ধীমান্ শত বলাক, দ্বিজোত্তম নৈগম, বাস্কলি, ও ভরদ্বাজ তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। রথীতর পুনর্ব্বার চতুর্থ নিরুক্ত রচনা করিয়াছিলেন ॥ ১—২ ॥

তাঁহার মহাত্মা, গুণবান্ তিনজন শিষ্য ছিলেন। ধীমান্ নন্দায়নীয় প্রথম, বুদ্ধিমান্ পন্নগারি দ্বিতীয় ও আর্য্যব তৃতীয়, ইহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী। ইহারা সংহিতা প্রবর্ত্তক বহ্বৃচ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্যবর্গ যজুর্ব্বেদের ভেদ কল্পনা করেন। তিনি ৮৬ ছিয়াশীখানি উত্তম উত্তম সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শিষ্যবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন, শিষ্যেরাও উহা বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী মহাতপা শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ঐ শিষ্যগণ উপ-

ষড়শীতিশ্চ তস্যাপি সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বেষামেব তেষাং বৈ ত্রিধা ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ত্রিধা ভেদাস্তু তে প্রোক্তা ভেদেঽস্মিন্নবমে শুভে ॥ ৭ ॥
উদীচ্যা মধ্যদেশাশ্চ প্রাচ্যাশ্চৈব পৃথগ্বিধাঃ।
শ্যামায়নিরুদীচ্যানাং প্রধানঃ সম্বভূব হ ॥ ৮ ॥
মধ্যদেশ-প্রতিষ্ঠানামারুণিঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
আলম্বিরাদিঃ প্রাচ্যানাং ত্রয়োদশাদয় স্তুতে ॥ ৯ ॥
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতাবাদিনো দ্বিজাঃ ॥১০॥
ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতং জিজ্ঞাসবোঽব্রুবন্।
চরকাধ্বর্য্যবঃ কেন কারণং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১১ ॥
কশ্চীর্ণং কস্য হেতোশ্চ বাচকত্বঞ্চ ভেজিরে।
ইত্যুক্তঃ প্রাহ তেষাং স চরকত্বমভূদ্যথা ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

কার্য্যমাসীদৃষীণাঞ্চ কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈস্তদা ত্বিতি মন্ত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥

রোক্ত ছিয়াশীখানি সংহিতার ভেদ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত সংহিতাই তিনভাগে বিভক্ত হয়, ঐ তিনের প্রত্যেকে আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় প্রকার হইয়াছে ॥ ৫—৭ ॥

উত্তরদেশ, মধ্যদেশ ও পূর্ব্বদেশে পৃথক্ পৃথক্ যজুঃসংহিতা অধীত হয়। তন্মধ্যে উত্তর প্রদেশে, শ্যামায়নি, মধ্যদেশে আরুণি, পূর্ব্বদেশে আলম্বি প্রধানরূপে পরিগণিত হন॥ ৮—৯ ॥

এই সংহিতাবাদী বিপ্রগণই চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ এই বাক্য শুনিয়া সূতকে কহিলেন, কি কারণে চরক অধ্বর্য্যু নাম হইল, কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সে এই নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ তুমি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। ইহা শুনিয়া সূত তাঁহাদিগের নিকট চরক সংজ্ঞা লাভের কারণ কহিতে লাগিলেন ॥ ১১—১২ ॥

সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! এক সময়ে ঋষিগণের একত্র সম্মিলনের কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে সকলে মেরুর পৃষ্ঠদেশে গিয়া মন্ত্রণা

যো নোঽত্র সপ্তরাত্রেণ নাগচ্ছেদ্ দ্বিজসত্তমাঃ।
স কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মবধ্যাং বৈ সময়োনঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪॥
ততস্তে সগণাঃ সর্ব্বে বৈশম্পায়ন-বর্জ্জিতাঃ।
প্রযযুঃ সপ্তরাত্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোঽভবৎ॥ ১৫॥
ব্রাহ্মণানাস্তু বচনাদ্ ব্রহ্মবধ্যাঞ্চকার সঃ।
শিষ্যানথ সমানীয় স বৈশম্পায়নোঽব্রবীৎ॥ ১৬॥
ব্রহ্মবধ্যাঞ্চরধ্বং বৈ মৎকৃতে দ্বিজসত্তমাঃ।
সর্ব্বে যূয়ং সমাগম্য ব্রূত মে তদ্ধিতং বচঃ॥ ১৭॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অহমেব চরিষ্যামি তিষ্ঠন্তু মুনয়স্ত্বিমে।
বলঞ্চোত্থাপয়িষ্যামি তপসা স্বেন ভাবিতঃ॥ ১৮॥
এবমুক্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমথাব্রবীৎ।
উবাচ যত্ত্বয়াঽধীতং সর্ব্বং প্রত্যর্পয়স্ব মে॥ ১৯॥

করিয়া স্থির করেন যে, সপ্তরাত্রের মধ্যে যিনি এই স্থানে না আসিবেন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই আমাদিগের নিয়ম হইল॥ ১৩—১৪॥

তদনন্তর মহর্ষি বৈশম্পায়ন ভিন্ন সকলেই ঐ সময় মধ্যে সেই স্থানে যাইয়া মিলিত হইয়াছিলেন॥ ১৫॥

বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতাচরণ করিতে মনঃস্থ করিয়া স্বীয় শিষ্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা আমার নিমিত্ত ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান কর, আর এই বিষয়ে যাহা হিতকর হয় তাহা তোমরা সকলে মিলিয়া আমার নিকট বল॥ ১৬—১৭॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন আপনার এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন, আমিই এই ব্রতের আচরণ করিব। ইহাতে আমি স্বীয় তপস্যার বল প্রদর্শন করিব॥ ১৮॥

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলে পর বৈশম্পায়ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ কর॥ ১৯॥

এবমুক্তঃ স রূপাণি যজূংষি প্রদদৌ গুরোঃ।
রুধিরেণ তথাক্তানি ছর্দিত্বা ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ২০॥
ততঃ স ধ্যানমাস্থায় সূর্য্যমারাধয়দ্ দ্বিজাঃ।
সূর্য্যব্রহ্ম যদুচ্ছিন্নং খঙ্গত্বা প্রতিতিষ্ঠতি.॥ ২১॥
ততোযানি গতানূর্দ্ধং যজূংষ্যাদিত্যমণ্ডলম্।
তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্টঃ সূর্য্যো বৈ ব্রহ্মরীতয়ে॥ ২২॥
অশ্বরূপায় মার্ত্তণ্ডো যাজ্ঞবল্ক্যায় ধীমতে।
যজূংষ্যঽধীয়ন্তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেন চ।
অশ্বরূপায় দত্তানি ততস্তে বাজিনোঽভবন্॥ ২৩॥
ব্রহ্মহত্যা তু যৈশ্চীর্ণাচরণাচ্চরকাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশম্পায়ন-শিষ্যাস্তে চরকাঃ সমুদাহৃতাঃ॥ ২৪॥
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তা বাজিনস্তান্নিবোধত।
যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যাস্তে কণ্ব-বৈধেয়-শালিনঃ॥ ২৫॥

ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর এই বাক্য শুনিয়া মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ সকল বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন॥ ২০॥

যজুর্ব্বেদ সকল গুরুকে প্রদানান্তর তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন, কারণ সূর্য্য ব্রহ্ম হইতে যে সকল বেদ অবনীতে সমাগত হয় তাহা আবার আকাশ দিয়া গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে পুনর্ব্বার অবস্থিত হয়, সেই কারণে যে যে যজুর্ব্বেদ উর্দ্ধগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত ছিল, সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমস্তই অশ্বরূপধারী ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিলেন॥ ২১—২২॥

অশ্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া যে কেহ সেই যজুঃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহারা বাজী নামে বিখ্যাত॥ ২৩॥

যাহারা ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই "চরক" নামে অভিহিত হন, সেই কারণেই বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ২৪॥

এই আমি চরকদিগের বিষয় বলিলাম এক্ষণে বাজীদিগের বিষয় শ্রবণ কর। বাজিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য; কণ্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী,

মধ্যন্দিনশ্চ শাপেয়ী বিদিগ্ধশ্চাপ্য উদ্দলঃ।
তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্যশ্চ তথা গালবশৈশিরী।
আটবী চ তথা পর্ণী বীরণী সপরায়ণঃ॥ ২৬॥
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ চ সংস্মৃতাঃ।
শতমেকাধিকং কৃৎস্নং যজুষাং বৈ বিকল্পকাঃ॥ ২৭॥
পুত্রমধ্যাপয়ামাস সুমন্তুমথ জৈমিনিঃ।
সুমন্তুশ্চাপি সুত্বানং পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ।
সুকর্ম্মাণং সুতং সুত্বা পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ॥ ২৮॥
স সহস্রমধীত্যাশু সুকর্ম্মাপ্যথ সংহিতাঃ।
প্রোবাচাথ সহস্রস্তু সুকর্ম্মা সূর্য্য-বর্চ্চসঃ॥ ২৯॥
অনধ্যায়েষ্বধীয়ানাংস্তান্ জঘান শতক্রতুঃ।
প্রায়োপবেশমকরোত্ততোঽসৌ শিষ্য-কারণাৎ॥ ৩০॥
ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বাততঃ শক্রো বরমস্মৈ দদৌ পুনঃ।
ভাবিনৌ তে মহাবীর্য্যৌ শিষ্যাবনলবর্চ্চসৌ॥ ৩১॥
অধীয়ানৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ সহস্রং সংহিতা উভৌ।
এতৌ সুরৌ মহাভাগৌ মা ক্রুধ্যো দ্বিজসত্তম॥ ৩২॥

বিদিগ্ধ, উদ্দল, তাম্রায়ণ, বাৎস্য, গালব, শৈশিরী আটবী, পর্ণী, বীরণী ও পরায়ণ এই পঞ্চদশ জন বাজি নামে বিখ্যাত। এইরূপে একশত একজন যজুর্ব্বেদের বিভাগ কর্ত্তা হইয়াছেন॥ ২৫—২৭॥

জৈমিনি নিজ পুত্র সমন্তুকে, সুমন্তু স্বীয় পুত্র সুত্বাকে, সুত্বা আপন পুত্র সুকর্ম্মাকে সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ২৮॥

সুকর্ম্মা সহস্র সংহিতা শীঘ্র অধ্যয়ন করিয়া সূর্য্যবর্চ্চা সহস্রকে অধ্যয়ন করান। অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন সুকর্ম্মা শিষ্যদিগের নিমিত্ত প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে ইন্দ্র তাঁহাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া বর দিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার এই মহাভাগ মহাবীর্য্য শিষ্যদ্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবেন,

ইত্যুক্ত্বা বাসবঃ শ্রীমান্ সুকর্ম্মাণং যশস্বিনম্।
শান্ত-ক্রোধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৩ ॥
তস্য শিষ্যো ভবেদ্ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী দ্বিজসত্তমাঃ।
হিরণ্যনাভঃ কৌশিক্যো দ্বিতীয়োঽভূন্নরাধিপঃ ॥ ৩৪ ॥
অধ্যাপয়ত্তু পৌষ্যঞ্জী সহস্রার্দ্ধন্তু সংহিতাঃ।
তেনান্যোদীচ্যসামান্যাঃ শিষ্যাঃ পৌষ্যঞ্জিনঃ শুভাঃ ॥ ৩৫ ॥
শতানি পঞ্চ কৌশিক্যঃ সংহিতানাঞ্চ বীর্য্যবান্।
শিষ্যা হিরণ্যনাভস্য স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামগাঃ ॥ ৩৬ ॥
লোকাক্ষী কুথমিশ্চৈব কুশীতী লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যাশ্চত্বারস্তেষাং ভেদান্নিবোধত ॥ ৩৭ ॥
রাণায়নীয়ঃ স হি তণ্ডি-পুত্র-
স্তস্মাদন্যো মূলচারী সুবিদ্বান্।
সকৈতি-পুত্রঃ সহসাত্য-পুত্র-
এতান্ ভেদান্ বিত্ত লোকাক্ষিণস্তু ॥ ৩৮ ॥
ত্রয়স্তু কুথমেঃ পুত্রা ঔরসোরসপাসরঃ।
ভাগবিত্তিশ্চ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কৌথুমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অতএব হে দ্বিজসত্তম! আপনি ক্রোধ করিবেন না। দেবরাজ যশস্বী সুকর্ম্মাকে এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়া অন্তর্ধান করিলেন ॥ ২৯-৩৩ ॥

দ্বিজগণ! তাঁহার শিষ্য ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী। পৌষ্যঞ্জীর হিরণ্যনাভ ও কৌশিক্য নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন (দ্বিতীয়টী রাজপুত্র)। পৌষ্যঞ্জী তাঁহাদিগকে পঞ্চশত সংহিতা পড়াইয়াছিলেন, এই হেতু পৌষ্যঞ্জীর উদীচ্য সামান্য শিষ্য সকল হইয়াছিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥

কৌশিক্য পঞ্চশত সংহিতা করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্যগণ প্রাচ্য-সামগ নামে বিখ্যাত ॥ ৩৬ ॥

লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীতী ও লাঙ্গলি এই চারিজন পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥

তণ্ডিপুত্র রাণায়নীয়, সুবিদ্বান্, মূলচারী সকেতিপুত্র, সহসাত্য পুত্র,

শৌরিদ্যুঃ শৃঙ্গিপুত্রশ্চ দ্বাবেতৌ চরিতব্রতৌ।
রাণায়নীয়ঃ সৌমিত্রিঃ সামবেদবিশারদৌ ॥ ৪০ ॥
প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শৃঙ্গিপুত্রো মহাতপাঃ।
চৈলঃ প্রাচীনযোগশ্চ সুরালশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥
প্রোবাচ সংহিতাঃ ষট্‌ চ পারাশর্য্যস্তু কৌথুমঃ।
আসুরায়ণ বৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ ॥ ৪২ ॥
প্রাচীনযোগ-পুত্রশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চ পতঞ্জলিঃ।
কৌথুমস্য তু ভেদাস্তে পারাশর্য্যস্য ষট্‌ স্মৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
লাঙ্গলিঃ শালিহোত্রশ্চ ষট্‌ ষট্‌ প্রোবাচ সংহিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
ভালুকিঃ কামহানিশ্চ জৈমিনির্লোমগায়নিঃ।
কণ্ডশ্চ কোহলশ্চৈব ষড়েতে লাঙ্গলাঃ স্মৃতাঃ।
এতে লাঙ্গলিনঃ শিষ্যাঃ সংহিতা যৈঃ প্রসাধিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
ততো হিরণ্যনাভস্য কৃতশিষ্যো নৃপাত্মজঃ।

লোকাক্ষীর এই সকল শিষ্য জানিবেন। কুথুমির তিন পুত্র ঔরস রসপাসর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি ইহারা কৌথুম বলিয়া অভিহিত ॥ ৩৮—৩৯ ॥

শৌরিদ্যু ও শৃঙ্গিপুত্র এই দুইজন ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। রাণায়নীয় ও সৌমিত্রি এই দুইজন সামবেদে সবিশেষ পারগ ছিলেন ॥ ৪০ ॥

মহাতপস্বী শৃঙ্গিপুত্র তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। চৈল, প্রাচীনযোগও সুরাল এই দ্বিজোত্তমগণ ছয়খানি সংহিতা করিয়াছিলেন। পারাশর্য্য কৌথুম ছিলেন। আসুরায়ণ ও বৈশাখ্য এই দ্বিজদ্বয় বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবী ॥ ৪১—৪২ ॥

প্রাচীন-যোগের পুত্র বুদ্ধিমান্‌ পতঞ্জলি। পারাশর্য্য কৌথুমের ছয় প্রকার ভেদ জানিবেন। লাঙ্গলি ও শালিহোত্র ছয় ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি, কণ্ড ও কোহল এই ছয়জন লাঙ্গল বলিয়া অভিহিত; ইহারা ছয়জন লাঙ্গলির শিষ্য সংহিতার সংস্করণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

সোঽকরোচ্চ চতুর্ব্বিংশৎ সংহিতাঃ দ্বিপদাং বরঃ।
প্রোবাচ চৈব শিষ্যেভ্যো যেভ্যস্তাংশ্চ নিবোধত ॥ ৪৬ ॥
রাড়শ্চ মহবীর্য্যশ্চ পঙ্কুমো বাহনস্তথা।
তালকঃ পাণ্ডকশ্চৈষ কালিকো রাজিকস্তথা।
গৌতমশ্চাজবস্তশ্চ সোমরাজোঽপতত্তঃ ॥ ৪৭ ॥
পৃষ্টঘ্নঃ পরিক্রুষ্টশ্চ উলূখলক এব চ।
যবীয়সশ্চ বৈশালো অঙ্গুলীয়শ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪৮ ॥
সালিমঞ্জরিসত্যশ্চ কাপীয়ঃ কানিকশ্চ যঃ।
পরাশরশ্চ ধর্ম্মাত্মা ইতি ক্রান্তাস্তু সামগাঃ ॥ ৪৯ ॥
সামগানাস্তু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠৌ দ্বৌ তু প্রকীর্ত্তিতৌ।
পৌষ্যজিশ্চ কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ ॥ ৫০ ॥
অথর্ব্বাণং দ্বিধা কৃত্বা সুমন্তুরদদদ্ দ্বিজাঃ।
কবন্ধায় পুনঃ কৃৎস্নং স চ বিদ্যাদ্ যথাক্রমম্ ॥ ৫১ ॥
কবন্ধস্তু দ্বিধা কৃত্বা পথ্যায়ৈকং পুনর্দদৌ।
দ্বিতীয়ং বেদস্পর্শায় সচতুর্দ্ধাকরোৎ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

হিরণ্যনাভের কৃতশিষ্য নৃপাত্মজ, সেই মানব শ্রেষ্ঠ চব্বিশখানি সংহিতা প্রকাশ করেন। তিনি যে যে শিষ্যকে তাহা পাঠ করাইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥

রাড়, মহবীর্য্য, পঙ্কুম, বাহন, তালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, অপতত্তত পৃষ্ঠঘ্ন, পরিক্রুষ্ট উলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাত্মা এই চব্বিশ জন উক্ত ২৪খানি সংহিতা পাঠ করিয়া সামগ হইয়াছিলেন ॥ ৪৭—৪৯ ॥

সামগদিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদকারক পৌষ্যজি ও কৃতি এই দুইজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ॥ ৫০ ॥

দ্বিজগণ! সুমন্তু অথর্ব্ববেদ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে সমস্তই প্রদান করেন, তিনিও যথাক্রমে তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

কবন্ধ আবার দুইভাগ করিয়া একভাগ পথ্যকে ও দ্বিতীয় ভাগ বেদস্পর্শকে

মোদো ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্পলাদস্তথৈব চ।
শৌক্কায়নিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতঃ।
বেদস্পর্শস্য চত্বারঃ শিষ্যাস্ত্বেতে দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৫৩॥
পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুত্তমম্।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ॥ ৫৪॥
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকন্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়ন-সংজ্ঞিতে॥ ৫৫॥
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশায় ভিন্না সা চ দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ॥ ৫৬॥
চতুর্থোঽঙ্গিরসঃ কল্পো শান্তি-কল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠস্ত্বথর্বণো হ্যেতে সংহিতানাং বিকল্পনাঃ॥ ৫৭॥
ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণ মুনিসত্তমাঃ।
আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপো হ্যকৃতব্রণঃ॥ ৫৮॥
ভারদ্বাজোঽগ্নিবর্চ্চাশ্চ বশিষ্ঠো মিত্রযুশ্চ যঃ।
সাবর্ণিঃ সোমদত্তিস্তু সুশর্ম্মা শাংশপায়নঃ॥ ৫৯॥

প্রদান করেন। বেদস্পর্শ তাহা চারি ভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে প্রদান করেন। ব্রহ্মপরায়ণ মোদ, পিপলাদ ধর্ম্মজ্ঞ শৌকায়নি ও এই তপন চারিজন বেদস্পর্শের দৃঢ়ব্রত শিষ্য॥ ৫২—৫৩॥

পথ্য আবার তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জাজলি কুমুদাদি ও শৌনককে প্রদান করেন॥ ৫৪॥

শৌনক তাহা দুইভাগ করিয়া বভ্রু ও ধীমান্ সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করান॥ ৫৫॥

সৈন্ধব মঞ্জুকেশকে প্রদান করেন। ইহাতে তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। নক্ষত্রকল্প, বৈতান, তৃতীয় সংহিতাবিধি হয়, অঙ্গিরসঃ কল্প চতুর্থ এবং শান্তিকল্প পঞ্চম বলিয়া উক্ত হয়। অথর্ব্ব বেদজ্ঞগণের মধ্যে এই সকল সংহিতার প্রভেদ কারক ঋষিগণই প্রধান॥ ৫৬—৫৭॥

হে ঋষিবরগণ! আমি ছয় ভাগে বিভাগ করিয়া পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছি। আত্রেয়, সুমতি, ধীমান্, কাশ্যপ, অকৃতব্রণ, ভারদ্বাজ, অগ্নিবর্চ্চা বশিষ্ঠ,

এতে শিষ্যা মম ব্রহ্মন্ পুরাণেষু দৃঢ়ব্রতাঃ।
ত্রিভিস্তিস্রঃ কৃতাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ পুনরেবহি ॥ ৬০ ॥
কাশ্যপঃ সংহিতা-কর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
সামিকা চ চতুর্থী স্যাৎ সা চৈষা পূর্ব্বসংহিতাঃ ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বাস্তা হি চতুষ্পাদাঃ সর্ব্বাশ্চৈকার্থ-বাচিকাঃ।
পাঠান্তরে পৃথগ্‌ভূতা বেদশাখা যথা তথা।
চতুঃসাহস্রিকাঃ সর্ব্বাঃ শাংশপায়নিকামৃতে ॥ ৬২ ॥
বিজ্ঞেয়া সাষ্টসাহস্রী দ্বিগুণা সংখ্যয়া স্মৃতাঃ।
লোমহর্ষণিকা মূলাস্ততঃ কাশ্যপিকাঃ পরাঃ।
সাবর্ণিকাস্তৃতীয়াস্তা যজুর্বাক্যার্থ-পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
শাংশপায়নিকাশ্চান্যা নোদনার্থবিভূষিতাঃ।
সহস্রানি ঋচামষ্টৌ ষট্‌শতানি তথৈব চ ॥ ৬৪ ॥
এতাঃ পঞ্চদশান্যাশ্চ দশান্যা দশভিস্তথা।
বালখিল্যাঃ সমপ্রৈখাঃ সমাবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

মিত্রয়ু, সাবর্ণি, সোমদত্ত, সুশর্ম্মা, শাংশপায়ন, ইহারাই আমার পুরাণ বিষয়ে দৃঢ় ব্রত শিষ্য পুরাণ বিষয়ে ২৭খানি সংহিতা প্রণীত হইয়াছে ॥ ৫৮—৬০ ॥

কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহারা তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, সামিকা নামে আর একখানি সংহিতা পূর্ব্বে বিরচিত হয় ॥ ৬১ ॥

এই সমস্ত সংহিতারই অর্থ এক প্রকার এবং সকলেই চারি চারি পাদে বিভক্ত। এই সংহিতা সকল বেদ শাখার ন্যায় পাঠান্তর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। শাংশপায়নিকা ব্যতিরেকে সমস্ত সংহিতাতেই পরিচালিত চারিসহস্র মন্ত্র বা শ্লোক আছে ॥ ৬২ ॥

যজুর্বাক্যার্থপণ্ডিত লোমহর্ষিকা প্রথম, কাশ্যপিকা দ্বিতীয় এবং সাবর্ণিকা তৃতীয় বলিয়া উক্ত হয়। অন্য প্রকার শাংশপায়নিকা প্রেরণার্থ দ্বারা বিভূষিত। আট সহস্র ছয়শত, অন্য প্রকার পঞ্চদশ এবং তাহারও অন্যতর দশপ্রকার ঋক্ উক্ত হয়। ইহা ভিন্ন বালখিল্যা সমপ্রৈখা ও সাবর্ণা উক্ত

অষ্টৌ সামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।
আরণ্যকং সহোমঞ্চ এতদ্গায়ন্তি সামগাঃ॥ ৬৬॥
দ্বাদশৈব সহস্রাণি ছন্দ আধ্বর্য্যবং স্মৃতম্।
যজুষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যথা ব্যাসো ব্যকল্পয়ৎ॥ ৬৭॥
সগ্রাম্যারণ্যকন্তৎ স্যাৎ সমন্ত্রকরণং তথা।
অতঃপরং কথানাস্তু পূর্ব্বা ইতি বিশেষণম্॥ ৬৮॥
গ্রাম্যারণ্যং সমন্ত্রঞ্চ ঋগ্ ব্রাহ্মণ-যজুঃ স্মৃতম্।
তথা হারিদ্রবীয়াণাং খিলান্যুপখিলানি চ।
তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরঃ ক্ষুদ্রা ইতি স্মৃতম্॥ ৬৯॥
দ্বে সহস্রে শতন্যূনে বেদে বাজসনেয়কে।
ঋগ্গণঃ পরিসংখ্যাতো ব্রাহ্মণন্তু চতুর্গুণম্॥ ৭০॥

অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টৌ
অশীতিরন্যান্যধিকশ্চ পাদঃ
এতৎ প্রমাণং যজুষামৃচাঞ্চ
স শুক্রিয়ং সাখিলযাজ্ঞবল্ক্যম্॥ ৭১॥

হইয়া থাকে। অষ্ট সহস্র সাম ও চতুর্দ্দশ সাম এবং সহোম আরণ্যক, এই সকল সামগ ব্রাহ্মণগণ গান করিয়া থাকেন॥ ৬৩—৬৬॥

ব্যাসদেব যজুঃ ও ব্রাহ্মণের গ্রাম্যারণ্যক এবং মন্ত্রকরণক সহিত দ্বাদশ সহস্র আধ্বর্য্যব বেদের বিভাগ করেন। অতঃপর কথাসমূহের পূর্ব্ব এইরূপ বিশেষ করা হয়। ঋক্ ব্রাহ্মণ ও যজুঃ এই তিনটী গ্রামারণ্য ও সমন্ত্র ভেদে দুই প্রকার। আর হারিদ্রবীয়সমূহের খিল ও উপখিল এই দুই প্রকার প্রভেদ হয়। আর তৈত্তিরীয়সমূহের পরও ক্ষুদ্র এই দ্বিবিধ ভেদ কল্পিত হইয়াছে॥ ৬৭—৬৯॥

আর বাজসনেয় সংহিতার ১৯০০ এক সহস্র নয়শত পাদ বিদ্যমান আছে, ঋক্‌সংহিতা যত, ব্রাহ্মণ তাহার চারি গুণ॥ ৭০॥

যজুর্ব্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য কৃত এবং ঋগ্‌বেদের শুক্র কৃত সংহিতা সকলের আট হাজার আট শত অশীতির ও অধিক সংখ্যক পাদ পরিমাণ জানিবেন॥ ৭১॥

তথা চরণবিদ্যানাং প্রমাণং সংহিতাং শৃণু।
ষট্‌সাহস্রম্‌চামুক্তমৃচঃ ষড়্‌বিংশতিঃ পুনঃ।
এতাবদধিকং তেষাং যজুঃ কামং বিবক্ষতি ॥ ৭২ ॥
একাদশ সহস্রাণি দশ চান্যা দশোত্তরাঃ।
ঋচান্দশ সহস্রাণি অশীতি-ত্রিশতানি চ ॥ ৭৩ ॥
সহস্রমেকং মন্ত্রাণামৃচামুক্তং প্রমাণতঃ।
এতাবদ্ভৃগুবিস্তার মন্যচ্চাথর্ব্বিকং বহু ॥ ৭৪ ॥
ঋচামথর্ব্বণাং পঞ্চ সহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ।
সহস্রমন্যদ্বিজ্ঞেয় মৃষিভির্বিংশতিং বিনা ॥ ৭৫ ॥
এতদঙ্গিরসা প্রোক্তস্তেষামারণ্যকং পুনঃ।
ইতি সংখ্যা প্রসংখ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ ॥ ৭৬ ॥
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদে হেতুস্তথৈব চ।
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেবং শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ।
অনিত্যভাবাদ্দেবানাং মন্ত্রোৎপত্তিঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৮ ॥

এক্ষণে চরণ বিদ্যাসমূহের সংহিতা ও পরিমাণ শ্রবণ করুন। ঋক্‌সমূহের পরিমাণ ছয় হাজার; পুনর্ব্বার ঋক্ সকল ২৬ ছাব্বিশ প্রকারে বিভাজিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের পাদ পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭২ ॥

যজুঃসমূহের পাদ দশাধিক একাদশ সহস্র। আরও অন্য কতকগুলির দশ অধিক। ঋকের দশসহস্র তিনশত অশীতি মন্ত্র, ঋকের পরিমাণ এক সহস্র। এই সমস্ত ভৃগু কর্ত্তৃক বিস্তারিত হয়। অন্য আথর্ব্বিকও বহুতর আছে। ঋক্‌সমূহের ও অথর্ব্বসমূহের পঞ্চসহস্র চরণ নিশ্চিত আছে। অন্যের বিংশতিবিহীন সহস্রপাদ জানিবেন। সেই সকলের মধ্যে আরণ্যক অঙ্গিরা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই আমি শাখাভেদ সংখ্যা ও শাখাসমূহের কর্ত্তা সকল ও শাখাভেদের হেতুসমূহ কীর্ত্তন করিলাম। সকল মন্বন্তরেই শাখাভেদ সমান জানিবেন ॥ ৭৩—৭৭ ॥

প্রাজাপত্যা শ্রুতি নিত্য, এই সকল তাহার বিকল্প মাত্র। দেবগণের

মন্বন্তরাদৌ ক্রিয়তে সুরাণাং নামনিশ্চয়ঃ।
দ্বাপরেষু পুনর্ভেদাঃ শ্রুতানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
এবং বেদস্তদা ন্যস্য ভগবানৃষি-সত্তমঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ পুনর্দত্ত্বা তপস্তপ্তুং গতো বনম্।
তস্য শিষ্যোপশিষ্যৈস্তু শাখাভেদাস্ত্বিমে কৃতাঃ ॥ ৮০ ॥
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাস্ত্বেতাশ্চতুর্দশ ॥ ৮১ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থ-শাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাস্ত্বষ্টাদশৈব তু ॥ ৮২ ॥
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বন্তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্যো ঋষি প্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ।
তেভ্য ঋষি-প্রকৃতয়ো মুনিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ॥ ৮৩ ॥
কশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিষু।
পঞ্চস্বেতেষু জায়ন্তে গোত্রেষু ব্রহ্মবাদিনঃ।
যস্মাদৃষন্তি ব্রহ্মাণন্তেন ব্রহ্মর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥

অনিত্যতা হেতু পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোৎপত্তি হয়। মন্বন্তর সকলের আদিতে দেবগণের নাম নিশ্চয় হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগে শ্রুতিসমূহের পুনর্ব্বার ভেদ কল্পিত হয়। ঋষিসত্তম ভগবান ব্যাস এইরূপে বেদ বিভাগ করিয়া শিষ্যগণকে প্রদানানন্তর পুনর্ব্বার তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন, তাঁহারই শিষ্য ও উপশিষ্যাদি দ্বারা এই সকল শাখাভেদ কল্পিত হইয়াছে ॥ ৭৮—৮০ ॥

চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাও তাহাতে আবার আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ব (সঙ্গীত,) ও অর্থশাস্ত্র সংযুক্ত হইয়া অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮১—৮২ ॥

ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথম, ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে দেবর্ষিগণ, তাঁহা হইতে রাজর্ষিগণ, এই তিন প্রকার "ঋষিপ্রকৃতিগণ" বলিয়া উক্ত হয়। ব্রতাবলম্বী মুনিগণের সহিত ঋষি প্রকৃতিগণ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ ও অত্রি গোত্রে ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলিয়া ব্রহ্মর্ষি এই নাম হইয়াছে ॥ ৮৩—৮৪ ॥

ধর্ম্মস্যাথ পুলস্ত্যস্য ক্রতোশ্চ পুলহস্য চ।
প্রত্যূষস্য প্রভাসস্য কশ্যপস্য তথা পুনঃ॥ ৮৫॥
দেবর্ষয়ঃ সুতাস্তেষাং নামতস্তান্নিবোধত।
দেবর্ষী ধর্ম্মপুত্রৌ তু নরনারায়ণাবুভৌ॥ ৮৬॥
বালিখিল্যাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ কর্দ্দমঃ পুলহস্য তু।
কুবেরশ্চৈব পৌলস্ত্যঃ প্রত্যূষস্যাচলঃ স্মৃতঃ॥ ৮৭॥
পর্ব্বতো নারদশ্চৈব কশ্যপস্যাত্মজাবুভৌ।
ঋষন্তি দেবান্ যস্মাত্তে তস্মাদ্ দেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৮৮॥
মানবে বৈষয়ে বংশে ঐড়বংশে চ যে নৃপাঃ।
ঐড়া ঐক্ষ্বাকনাভাগা জ্ঞেয়া রাজর্ষয়স্তু তে।
ঋষন্তি রঞ্জনাদ্‌যস্মাৎ প্রজা রাজর্ষয়স্ততঃ॥ ৮৯॥
ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতা ব্রহ্মর্ষয়ো মতাঃ॥ ৯০॥
দেবলোকপ্রতিষ্ঠাশ্চ জ্ঞেয়া দেবর্ষয়ঃ শুভাঃ।
ইন্দ্রলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু সর্ব্বে রাজর্ষয়ো মতাঃ॥ ৯১॥
অভিজাত্যা চ তপসা মন্ত্র-ব্যাহরণৈস্তথা।
এবং ব্রহ্মর্ষয়ঃ প্রোক্তা দিব্যা রাজর্ষয়স্তু যে॥ ৯২॥

ধর্ম্ম, পুলস্ত্য, ক্রতু, পুলহ, প্রত্যূষ, প্রভাস ও কশ্যপ, ইহাঁদের পুত্রগণ দেবর্ষি। তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর॥ ৮৫।

দেবর্ষি নর ও নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র, বালখিল্যগণ ক্রতুর পুত্র, কর্দ্দম পুলহের পুত্র, কুবের পুলস্ত্যের পুত্র, অচল প্রত্যূষের পুত্র, পর্ব্বত ও নারদ কশ্যপের পুত্র। ইহারা দেবগণের নিকট গমন করেন বলিয়া দেবর্ষি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ৮৬—৮৮॥

মানব, বৈষয় ও ঐড়বংশে উৎপন্ন রাজগণ, ঐক্ষ্বাকগণ ও নাভাগাদি নৃপগণ রাজর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা প্রজারঞ্জনার্থ পৃথিবীতে আগমন করিয়া "রাজর্ষি" নামে খ্যাত হন॥ ৮৯॥

ব্রহ্মর্ষিগণের ব্রহ্মলোকে, দেবর্ষিগণের দেবলোকে ও রাজর্ষিগণের ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রশস্ত কুলে জন্ম, তপস্যা ও মন্ত্র পাঠাদিদ্বারা উঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন॥ ৯০—৯১॥

এক্ষণে স্বর্গীয় ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের লক্ষণ কহিতেছি

দেবর্ষয়স্তথাঽন্যে চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানং সত্যাভিব্যাহৃতং তথা॥ ৯৩॥
সম্বুদ্ধাস্তু স্বয়ং যে তু সম্বুদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।
তপসেহ প্রসিদ্ধা যে গর্ভে যে চ প্রণোদিতাঃ॥ ৯৪॥
মন্ত্রব্যাহারিণো যে চ ঐশ্বর্য্যাৎ সর্ব্বগাশ্চ যে।
ইত্যেতে ঋষিভির্যুক্তা দেবদ্বিজনৃপাস্তু যে॥ ৯৫॥
এতান্ ভাবানধীয়ানা যে চৈত ঋষয়ো মতাঃ।
সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৯৬॥
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃতো ঈশ্বরা দিব্যচক্ষুষঃ।
বুদ্ধাঃ প্রত্যক্ষ-ধর্ম্মাণো গোত্র-প্রবর্ত্তকাশ্চ যে॥ ৯৭॥
ষট্‌কর্ম্মাভিরতা নিত্যং শালিনো গৃহমেধিনঃ।
তুল্যৈর্ব্যবহরন্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্ম্মহেতুভিঃ॥ ৯৮॥
অগ্রাম্যৈর্বর্ত্তয়ন্তি স্ম রসৈশ্চৈব স্বয়ং কৃতৈঃ।
কুটুম্বিন ঋদ্ধিমন্তো বাহ্যান্তরনিবাসিনঃ॥ ৯৯॥
কৃতাদিষু যুগাদ্যেষু সর্ব্বেষ্বেব পুনঃ পুনঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়ন্তে প্রথমন্তু বৈ॥ ১০০॥

শ্রবণ কর। যাঁহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের জ্ঞান, সত্যবাদিতা, স্বয়ং উৎপত্তি ও স্বয়ং জ্ঞান আছে এবং যাঁহারা তপস্যার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, যাঁহারা গর্ভবাসকালে প্রণোদিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যদ্বারা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ, সেই দেব, দ্বিজ ও রাজগণ ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৯২—৯৫॥

সপ্ত ঋষি সাতটী গুণে ভূষিত হইয়া সপ্তর্ষি বলিয়া উক্ত হন। ইঁহারা দীর্ঘায়ুঃ, মন্ত্রকারী, ঈশ্বর, দিব্য চক্ষুর্বিশিষ্ট, বোধবান্, প্রত্যক্ষধর্ম্মা, গোত্র-প্রবর্ত্তক, যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম-নিরত, গৃহমেধী, দুষ্কর্ম্মে লজ্জাশীল, এবং কর্ম্ম জন্য তুল্য অদৃষ্ট দ্বারা ব্যবহার এবং স্বয়ংকৃত অগ্রাম্য রস দ্বারা অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব বহুতর, ইঁহারা সমৃদ্ধিমান্ ও বাহ্যান্তরবাসী॥ ৯৬—৯৯॥

ইঁহারাই পুনঃ পুনঃ সত্যাদিযুগাদ্যকালে প্রথমে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা

প্রাপ্তে ত্রেতাযুগ-মুখে পুনঃ সপ্তর্ষয়স্ত্বিহ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি যে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
তেষামেবান্বয়ে বীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃ পুনঃ॥ ১০১॥
জায়মানে পিতা পুত্রে পুত্রঃ পিতরি চৈব হি।
এবং সমেত্যাবিচ্ছেদাদ্ বর্ত্তয়ন্ত্যাযুগক্ষয়াৎ॥ ১০২॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।
অর্য্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ।
দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ॥ ১০৩॥
গৃহমেধিনাস্তু সংখ্যেয়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি যে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে॥ ১০৪॥
যে শ্রূয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয়ো হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তারো জায়ন্তে হ যুগক্ষয়ে॥ ১০৫॥
এবমাবর্ত্তমানাস্তে দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ।
কল্পানাং ভাষ্যবিদ্যানাং নানাশাস্ত্রকৃতঃ ক্ষয়ে॥ ১০৬॥

করেন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে সপ্তর্ষিগণ পুনর্ব্বার বর্ণ ও আশ্রম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই বংশে বীর সকল পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১০০—১০১॥

পিতা পুত্রে এবং পুত্র পিতাতে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপে জন্মের অবিচ্ছেদ হেতু তাঁহারা যুগক্ষয় কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন॥ ১০২॥

গৃহমেধিগণের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র। যাঁহারা অর্য্যমার দক্ষিণে পিতৃযান আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ও দারপরিগ্রাহী, ইঁহারাই প্রজা উৎপাদনের হেতু॥ ১০৩॥

অষ্টাশী হাজার গৃহমেধী শ্মশান আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন এবং উত্তরায়ণ সময়ে সকলেই বিনষ্ট হন॥ ১০৪॥

যে ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহারা আবার যুগক্ষয়কালে মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন॥ ১০৫॥

এইরূপে দ্বাপর যুগে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ গমনাগমন) করিয়া যুগক্ষয়কালে কল্পবিদ্যা ও ভাষ্যবিদ্যা প্রণয়ন করিয়া থাকেন॥ ১০৬॥

ভবিষ্যে দ্বাপরে চৈব দ্রৌণির্দ্বৈপায়নঃ পুনঃ।
বেদব্যাসো হ্যতীতেঽস্মিন্ ভবিতা সুমহাতপাঃ ॥ ১০৭ ॥
ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যেষু শাখাপ্রণয়নানি তু।
তস্মৈ তদ্‌ব্রহ্মণা ব্রহ্মা তপসা প্রাপ্তমব্যয়ম্ ॥ ১০৮ ॥
তপসা কর্ম্ম সম্প্রাপ্তং কর্ম্মণা হি ততো যশঃ।
যশসা প্রাপ্য সত্যং হি সত্যেনাপ্তো হি চাব্যয়ঃ ॥ ১০৯ ॥
অব্যয়াদমৃতং শুক্রমমৃতাৎ সর্ব্বমেব হি।
ধ্রুবমেকাক্ষরমিদং স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণাচ্চৈব তদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ১১০ ॥
প্রণবাবস্থিতং ভূয়ো ভূর্ভুবঃ স্বরিতি স্মৃতম্।
ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বরূপিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১১ ॥
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎকারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১২ ॥
অগাধাপরমক্ষয্যং জগৎসম্মোহনালয়ম্।
সপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থ প্রয়োজনম্ ॥ ১১৩ ॥

ভবিষ্য দ্বাপরে দ্রৌণি এবং তাহা অতীত হইলে সুমহাতপাঃ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইবেন ॥ ১০৭ ॥

সমস্ত ভবিষ্য যুগে বেদের শাখা সকল প্রণীত হইবে। তন্নিমিত্ত বেদরূপ ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্ম এবং তপস্যা দ্বারা অব্যয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা ক্রমে এইরূপ তপস্যা দ্বারা কর্ম্ম, কর্ম্ম দ্বারা যশঃ, যশোদ্বারা সত্য, সত্য দ্বারা অব্যয়, অব্যয় দ্বারা অমৃত, এবং অমৃত দ্বারা সর্ব্বশুক্র লাভ করিয়া থাকেন। ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম আত্মাতেই ব্যবস্থিত আছে। বৃহত্ত্ব ও বৃদ্ধত্ব হেতু "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১০৮—১১০ ॥

ব্রহ্ম প্রণবে অবস্থিত আবার ভূঃ-ভুব-স্ব তাহারই নাম। সেই ব্রহ্ম ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদরূপী, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১১১ ॥

জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ে তিনিই কারণ এবং তিনি মহত্তত্ত্বেরও পরম গুহ্য কারণ, আমি সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ১১২ ॥

যিনি অগাধ পরাৎপর ও অক্ষয়, যিনি স্বকীয় মায়া দ্বারা জগৎ সম্মোহনের

সাংখ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনঃ।
যত্তদব্যক্তমমৃতং প্রকৃতির্ব্রহ্মশাশ্বতম্‌ ॥ ১১৪ ॥
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহ্যং সত্ত্বঞ্চ শব্দ্যতে।
অবিভাগস্তথা শুক্রমক্ষরং বহুবাচকম্‌ ।
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমোনমঃ ॥ ১১৫ ॥
কৃতে পুনঃ ক্রিয়া নাস্তি কৃতএবাকৃতক্রিয়া।
সকৃদেব কৃতং সর্ব্বং যদ্বৈ লোকে কৃতাকৃতম্‌ ॥ ১১৬ ॥
শ্রোতব্যং বৈশ্রুতং বাপি তথৈবাসাধু-সাধুতা।
জ্ঞাতব্যঞ্চাপ মন্তব্যং প্রষ্টব্যং ভোজ্যমেব চ।
দ্রষ্টব্যঞ্চাথ শ্রোতব্যং জ্ঞাতব্যং বাথ কিঞ্চন ॥ ১১৭ ॥
দর্শিতং যদনেনৈব জ্ঞানং তদ্বৈ সুরর্ষিণাম্‌।
যদ্বৈ দর্শিতবানেষ কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি।
সর্ব্বাণি সর্ব্বান্‌ সর্ব্বাশ্চ ভগবানেব সোঽব্রবীৎ ॥ ১১৮ ॥
যদা যৎ ক্রিয়তে যেন তদা তৎ সোঽভিমন্যতে।
যেনেদং ক্রিয়তে পূর্ব্বং তদন্যেন বিভাবিতম্‌ ॥ ১১৯ ॥

কারণ, যিনি সপ্রকাশ ও প্রবৃত্তি দ্বারা পুরুষার্থসাধনের প্রয়োজন, যিনি সাংখ্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিষ্ঠাস্বরূপ, যিনি শম ও দমাবলম্বী জনগণের গতিস্বরূপ, যিনি অব্যক্ত, অমৃত, নিত্য প্রকৃতি, ব্রহ্ম, প্রধান, আত্মযোনি, গুহ্য, সত্ত্ব, অবিভাগ্য, অক্ষর ও শুক্র, ইত্যাদি শব্দবাচ্য, সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১১৩—১১৫ ॥

সত্যযুগে ক্রিয়া নাই, তবে ক্রিয়ার কারণ কিরূপে সম্ভব হয়। যাহা লোকে কৃত ও অকৃত বলিয়া ব্যবহৃত, তাহা একবারই করা হইয়াছে। যাহা শ্রুত ও শ্রোতব্য, অসাধুতা ও সাধুতা এবং যাহা জ্ঞাতব্য, প্রষ্টব্য, ভোজ্য, দ্রষ্টব্য, ও জ্ঞাতব্য এবং যাহা দেবর্ষিদিগের জ্ঞান তৎসমস্তই এই ব্রহ্ম কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে; অন্য কোন্‌ ব্যক্তি ইহাকে জানিতে সমর্থ হইবে? বিশ্ব মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় তিনিই স্থির করিয়াছেন॥ ১১৬—১১৮ ॥

যে ব্যক্তি যেখানে যখন যাহা করিতেছে, তিনি তৎসমস্তই জানিতে

যদা তু ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কেনচিৎ বাঙ্ময়ং ক্বচিৎ।
তেনৈব তৎকৃতং পূর্ব্বং কর্ত্তৄণাং প্রতিভাতি বৈ ॥ ১২০ ॥
বিরক্তশ্চাবিরক্তশ্চ জ্ঞানাজ্ঞানে প্রিয়াপ্রিয়ে।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মৃত্যুশ্চামৃতমেব চ।
ঊর্দ্ধস্তির্য্যগধোভাগস্তথৈবাদৃষ্টকারণম্ ॥ ১২১ ॥
স্বায়ম্ভুবোঽথ জ্যেষ্ঠস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রত্যেকবিদ্যস্তবতি ত্রেতাস্বিহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২২ ॥
ব্যস্যতে হ্যেকবিদ্যস্তদ্দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মা চৈতদুবাচাদৌ তস্মিন্ বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ১২৩ ॥
আবর্ত্তমানা ঋষয়ো যুগাখ্যাসু পুনঃ পুনঃ।
কুর্ব্বন্তি সংহিতা হ্যেতে জায়মানাঃ পরস্পরম্ ॥ ১২৪ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি শ্রুতর্ষীণাং স্মৃতানি বৈ।
তা এব সংহিতা হ্যেতে আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১২৫ ॥
শ্রিতা দক্ষিণপন্থানং যে শ্মশানানি ভেজিরে।
যুগে যুগে তু তাঃ শাখা ব্যস্যন্তে তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২৬ ॥

পারিতেছেন, তিনিই পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন তাহাই অন্য ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ করিতেছে ॥ ১১৯ ॥

যখন কোন ব্যক্তি কোথাও শাস্ত্রপ্রণয়ণ করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই তিনি প্রণয়ণ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই প্রতিভাত হয় ॥ ১২০ ॥

বিরাগ ও অবিরাগ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও মুক্তি, ঊর্দ্ধ তির্য্যক্ অধোভাগ ও অদৃষ্ট তিনি এই সমুদায়েরই কারণ ॥ ১২১ ॥

ত্রেতা যুগসমূহে জ্যেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পুনঃ পুনঃ এক বিদ্যা হয়, দ্বাপরযুগসমূহে সেই একবিদ্যা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া থাকে ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১২২—১২৩ ॥

ঋষিগণ যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল সংহিতা প্রণয়ণ করেন। বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিগণ অষ্টাশী হাজার। তাঁহাদের সংহিতাই যুগে যুগে পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥

সূর্য্যের দক্ষিণপথ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা শ্মশান আশ্রয় করেন, তাঁহারাই

দ্বাপরেষ্বিহ সর্ব্বেষু সংহিতাশ্চ শ্রুতর্ষিভিঃ।
তেষাং গোত্রেষ্বিমাঃ শাখা ভবন্তীহ পুনঃ পুনঃ।
তাঃ শাখাস্তত্র কর্ত্তারো ভবন্তীহ যুগক্ষয়াৎ॥ ১২৭॥
এবমেব তু বিজ্ঞেয়ং ব্যতীতানাগতেষ্বিহ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শাখা-প্রণয়নানি বৈ॥ ১২৮॥
অতীতানি অতীতেষু বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেষু চ।
ভবিষ্যাণি চ যানি স্যুর্ব্বার্ণন্তে হনাগতেষপি॥ ১২৯॥
পূর্ব্বেণ পশ্চিমং জ্ঞেয়ং বর্ত্তমানেন চোভয়ম্।
এতেন ক্রমযোগেন মন্বন্তরবিনিশ্চয়ঃ॥ ১৩০॥
এবং দেবাশ্চ পিতর ঋষয়ো মনবশ্চ যে।
মন্ত্রৈঃ সহোর্দ্ধঙ্গচ্ছন্তি হ্যাবর্ত্তন্তে চ তৈঃ সহ॥ ১৩১॥
জনলোকাৎ সুরাঃ সর্ব্বে পঞ্চকল্পাৎ পুনঃ পুনঃ।
পর্য্যাপ্তকালে সম্প্রাপ্তে সম্ভূতানৈব নস্থ তু॥ ১৩২॥

যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ শাখা বিভাগ করিয়া থাকেন। সমস্ত দ্বাপর যুগেই শ্রুতর্ষি অর্থাৎ বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিগণ সংহিতা প্রণয়ণ করেন। তাঁহাদিগের গোত্র সমূহেই সকল বেদশাখা পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। তথায় তদ্গোত্রীয় ঋষিগণ যুগক্ষয়ের পর সেই সেই শাখা বিভাগ করেন॥ ১২৬—১২৭॥

সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরেই এইরূপে শাখা বিভাগ হইয়া থাকে। অতীত ও বর্ত্তমান মন্বন্তরে অতীত শাখা সকল এবং অনাগত মন্বন্তরে ভবিষ্য শাখাসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়॥ ১২৮—১২৯॥

পূর্ব্বের সহিত পশ্চিম এবং বর্ত্তমানের সহিত এই উভয় প্রবর্ত্তিত হয়, এইরূপ ক্রমযোগদ্বারা মন্বন্তর নিশ্চয় হইয়া থাকে॥ ১৩০॥

এইরূপে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ বেদমন্ত্রের সহিত উর্দ্ধে গমন করেন এবং সেই সকলের সহিত পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সুরগণ পঞ্চকল্পের পর উপযুক্ত কালে জনলোক হইতে পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকেন॥ ১৩১—১৩২॥

অবশ্যম্ভাবিনার্থেন সম্বধ্যন্তে তদা তু তে।
ততস্তে দোষবজ্জন্ম পশ্যন্তো রাগপূর্ব্বকম্ ॥ ১৩৩ ॥
নিবর্ত্তন্তে তদাহবৃত্তিস্তেষামাদোষদর্শনাৎ।
এবং দেবযুগানীহ দশ কৃত্বা নিবর্ত্ততে ॥ ১৩৪ ॥
জনলোকাত্তপোলোকং গচ্ছন্তীহানিবর্ত্তনম্।
এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ ॥ ১৩৫ ॥
নিধনং ব্রহ্মলোকে বৈ গতানি মুনিভিঃ সহ।
ন শক্যমানুপূর্ব্বেণ তেষাং বক্তুং সুবিস্তরাম্ ॥ ১৩৬ ॥
অনাদিত্বাচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৩৭ ॥
মন্বন্তরাণ্যতীতানি যানি কল্পৈঃ পুরাসহ।
পিতৃভি মুনিভি র্দেবৈঃ সার্দ্ধং সপ্তর্ষিভিশ্চ বৈ ॥ ১৩৮ ॥
কালেন প্রতিসৃষ্টানাং যুগানাঞ্চ নিবর্ত্তনম্।
এতেন ক্রমযোগেন কল্পমন্বন্তরাণি তু।
সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৩৯ ॥

তখন তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট ফল দ্বারা সম্বদ্ধ হন, তদনন্তর অনুরাগপূর্ব্বক আপনাদের দোষ সংপৃক্ত জন্ম দর্শন করেন, দোষ দর্শনের পর তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম নিবৃত্ত হয়। দশযুগ এইরূপ করিয়া নিবৃত্তি পাইয়া থাকেন ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

তদনন্তর তাঁহারা জনলোক হইতে তপোলোকে গমন করেন। তখন আর এখানে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে সহস্র সহস্র দেবযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। দেবগণ যখন মুনিগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তখন দেবযুগ নিবৃত্তি পায়। কাল অনাদি ও অসংখ্যেয়, এই হেতু পূর্ব্ব কল্পের সহিত এবং পিতৃদেব, মুনি ও সপ্তর্ষি প্রভৃতির সহিত যে সকল যুগ অতীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ১৩৫—১৩৮ ॥

কালযোগেই প্রতি সৃষ্টি ও যুগ সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রম অনুসারেই সমস্ত প্রজার সহিত শত শত ও সহস্র সহস্র কল্প মন্বন্তর অতীত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৩৯ ॥

মন্বন্তরান্তে সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ॥ ১৪০ ॥
নশক্যমানুপূর্ব্বেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বিস্তরস্তু নিসর্গস্য সংহারস্য চ সর্ব্বশঃ॥ ১৪১ ॥
মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু মানুষেণ নিবোধত॥ ১৪২ ॥
দেবতানামৃষাণাঞ্চ সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ।
ত্রিংশৎ কোট্যস্তু সংপূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজৈঃ॥ ১৪৩॥
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সোঽধিকান্ বিনা॥ ১৪৪॥
মন্বন্তরস্য সংখ্যৈষা মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা।
বৎসরেণৈব দিব্যেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ॥ ১৪৫ ॥
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্।
দ্বিপঞ্চাশত্তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু॥ ১৪৬ ॥
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কাল আভূতসংপ্লবঃ।
পূর্ণং যুগসহস্রং স্যাত্তদহর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ১৪৭ ॥
তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহ দেবর্ষিদানবৈঃ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং মহেশ্বরম্॥ ১৪৮ ॥

মন্বন্তরের পর প্রলয়, প্রলয়ের পর দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিস্তৃত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে শত বর্ষেও সমর্থ হওয়া যায় না॥ ১৪০—১৪১॥

এক্ষণে মনুষ্য, ঋষি ও দেব পরিমাণে মন্বন্তরের সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সংখ্যাবিষয়ে বিশারদ দ্বিজগণ কহেন যে, দেব-পরিমাণের ত্রিশ কোটি মন্বন্তর ঋষি পরিমাণের সাত-ষট্টি নিযুত মন্বন্তর, মানুষ পরিমাণের বিংশতি সহস্র মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে দিব্য বৎসর দ্বারা মন্বন্তর পরিমাণ কহিব, শ্রবণ কর। দিব্য সংখ্যায় আটশত সহস্র, অন্য সকল বাহান্ন সহস্রেরও অধিক মন্বন্তর পরিমাণ জানিবে। প্রলয়কাল ইহার চতুর্দ্দশ গুণ। পূর্ণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন, তখন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমস্ত জীব দগ্ধ

স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানি কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
ইত্যেষ স্থিতিকালো বৈ মনোদেবর্ষিভিঃ সহ ॥ ১৪৯ ॥
সর্ব্বমন্বন্তরাণাং বৈ প্রতিসন্ধিং নিবোধত।
যুগাখ্যা যা সমুদ্দিষ্টা প্রাগেবাস্মিন্ ময়া তব ॥ ১৫০ ॥
কৃতত্রেতাদিসংযুক্তং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
তদেকসপ্ততিগুণং পরিবৃত্তস্তু সাধিকম্।
মনোরেকমধীকারং প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ১৫১ ॥
এবং মন্বন্তরাণাস্তু সর্ব্বেষামেব লক্ষণম্।
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তমানেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২ ॥
ইত্যেষ কীর্ত্তিতঃ সর্গো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য হ।
প্রতিসন্ধিস্তু বক্ষ্যামি তস্য বৈ চাপরস্য তু ॥ ১৫৩ ॥
মন্বন্তরং যথা পূর্ব্বমৃষিভির্দৈবতৈঃ সহ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন যথাতদ্বৈ নিবর্ত্ততে ॥ ১৫৪ ॥
অস্মিন্ মন্বন্তরে পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরাস্তু যে।

হইলে দেব, ঋষি ও দানবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া দেবদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া থাকেন। তিনিই কল্পের আদিকালে নিখিল ভূতের সৃষ্টি করেন। আমি এই দেব ও ঋষিগণের সহিত মনুর স্থিতিকাল বর্ণন করিলাম ॥ ১৪২—১৪৯ ॥

এক্ষণে সমস্ত মন্বন্তরের প্রতি সন্ধিকাল শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে যুগের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, যাহা সত্যত্রেতাদি সংযুক্ত হইয়া চতুর্যুগ নামে অভিহিত হয়, তাহাকে ৭১ গুণ করিলে যাবৎ পরিমিত সময় হয়, তাহাই এক মনুর অধিকার কাল জানিবে, ভগবান্ প্রভু এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১৫০—১৫১ ॥

ইহাই সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান মন্বন্তরের লক্ষণ। এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের স্বর্গ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তাহার এবং অপর মন্বন্তরের প্রতিসন্ধি কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর ॥ ১৫২—১৫৩ ॥

ঋষি ও দেবগণের সহিত মন্বন্তর পূর্ব্বের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনের সহিত নিবৃত্ত হয় ॥ ১৫৪ ॥

সপ্তর্ষয়শ্চ দেবাস্তে পিতরো মনবস্তথা।
মন্বন্তরস্য কালে তু সম্পূর্ণে সাধকাস্তথা ॥ ১৫৫ ॥
ক্ষীণাধিকারাঃ সংবৃত্তাবুদ্ধপর্য্যায়মাত্মনঃ।
মহর্লোকায় তে সর্ব্বে উন্মুখা দধিরে গতিম্ ॥ ১৫৬ ॥
ততো মন্বন্তরে তস্মিন্ প্রক্ষীণা দেবতাস্তু তাঃ।
সম্পূর্ণে স্থিতিকালে তু তিষ্ঠন্ত্যেকং কৃতং যুগম্ ॥ ১৫৭ ॥
উৎপদ্যন্তে ভবিষ্যাশ্চ যাবন্মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনুরেব চ ॥ ১৫৮ ॥
মন্বন্তরে তু সম্পূর্ণে যদ্যন্তদ্ বৈ কলৈর্যুগে।
সম্পদ্যতে কৃতং তেষু কলিশিষ্টেষু বৈ তদা ॥ ১৫৯ ॥
যথাকৃতস্য সন্তানঃ কলিপূর্ব্বঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
তথা মন্বন্তরান্তেষু আদির্মন্বন্তরস্য চ ॥ ১৬০ ॥
ক্ষীণে মন্বন্তরে পূর্ব্বে প্রবৃত্তে চাপরে পুনঃ।
মুখে কৃতযুগস্যাথ তেষাং শিষ্টাস্তু যে তদা ॥ ১৬১ ॥

এই মন্বন্তরে পূর্ব্বে যে সকল সপ্তর্ষি, দেব, পিতৃ ও মনুগণ ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর ছিলেন, মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইলে কার্য্য সাধনানন্তর তাঁহাদের অধিকার ক্ষীণ হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা আপনার পর্য্যায় বুঝিয়া মহর্লোকের প্রতি উন্মুখ হইয়া উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫—১৫৬ ॥

তদনন্তর সেই মন্বন্তরে দেবতা সকল অত্যন্ত ক্ষীণ হন। সম্পূর্ণ স্থিতি-কালে একমাত্র সত্যযুগ কাল অবস্থিতি করেন। তদনন্তর ভবিষ্য মন্বন্তরের অধীশ্বর দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনু উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৫৭—১৫৮ ॥

মন্বন্তর সময়ে কলিকাল সম্পূর্ণ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সত্যযুগের আদিম বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৫৯ ॥

যেমন সত্যযুগের প্রজা কলির প্রথম প্রজা বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ মন্বন্তর সকলের অন্তকালে অন্য মন্বন্তরের আদিম প্রজা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬০ ॥

এক মন্বন্তর ক্ষীণ এবং অপর মন্বন্তর প্রবৃত্ত হইলে সত্য যুগের প্রথমে

সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব কালাবেক্ষাস্তু যে স্থিতাঃ।
মন্বন্তরব্যবস্থার্থং সন্তত্যর্থঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পূর্ব্ববৎ সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাস্বৌষধীষু চ।
দ্বন্দ্বেষু সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাস্বৌষধীষু চ।
প্রজাসু স নিকেতাসু সংস্থিতাসু ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ১৬২॥
বার্ত্তায়াস্তু প্রবৃত্তায়াং সদ্ধর্ম্মে ঋষিভাবিতে।
নিরানন্দে গতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥ ১৬৩॥
অগ্রামনগরে চৈব বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতে।
পূর্ব্বমন্বন্তরে শিষ্টে যে ভবন্তীহ ধার্ম্মিকাঃ।
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব সন্তানার্থং ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৬৪॥
প্রজার্থং তপতাস্তেষাং তপঃ পরম দুশ্চরম্।
উৎপদ্যন্তীহ সর্ব্বেষাং নিধনেষ্বিহ সর্ব্বশঃ॥ ১৬৫॥
দেবাসুরাঃ পিতৃগণা মুনয়ো মনবস্তথা।
সর্পা ভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ॥ ১৬৬॥
ততস্তেষাস্তু যে শিষ্টাঃ শিষ্টাচারান্ প্রচক্ষতে।

তাঁহাদের অবশিষ্ট সপ্তর্ষিগণ ও মনু কাল অপেক্ষা করিয়া অন্য মন্বন্তর প্রতীক্ষা করেন এবং সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারাও মন্বন্তরের ব্যবস্থার নিমিত্ত এবং প্রজা সকলের উৎপাদানার্থ পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিলোকের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তখন বারিবর্ষণ আরম্ভ, শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখাদি প্রবৃত্ত, এবং ওষধি সকল উৎপন্ন হইলে প্রজা সকল কোথাও কোথাও গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। ঋষিকৃত সদ্ধর্ম্ম ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইলে, স্থাবরজঙ্গমাদিরহিত বর্ণাশ্রমাদিবর্জ্জিত সামান্য গ্রাম ও নগরে লোক সকল নিরানন্দে অবস্থিত হয়, তখন পূর্ব্ব মন্বন্তরের শেষে যে সকল ধার্ম্মিক সপ্তর্ষি ও মনু-সন্তানের নিমিত্ত অবস্থিত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহারাই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবতা, অসুর, পিতৃগণ, মুনিগণ, মনুগণ, সর্পগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। তদনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহারা শিষ্ট তাহারা শিষ্টাচার কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মন্বন্তরের আদিতে সপ্তর্ষি-

সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব আদৌ মন্বন্তরস্য হ।
প্রারভন্তে চ কর্ম্মাণি মনুষ্যা দৈবতৈঃ সহ ॥ ১৬৭ ॥
মন্বন্তরাদৌ প্রাগেব ত্রেতাযুগমুখে ততঃ।
পূর্ব্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মে তু সর্ব্বশঃ ॥ ১৬৮ ॥
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তানেনাস্ত বৈ ততঃ।
পিতৃণাং প্রজয়া চৈব দেবানামিজ্যয়া তথা ॥ ১৬৯ ॥
শতং বর্ষসহস্রাণি ধর্ম্মে বর্ণাত্মকে স্থিতাঃ।
ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিং ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমাংস্তথা।
স্থাপয়িত্বাশ্রমাংশ্চৈব স্বর্গায় দধিরে মতীঃ ॥ ১৭০ ॥
পূর্ব্বং দেবেষু তেষেব স্বর্গায় প্রমুখেষু চ।
পূর্ব্বং দেবাস্ততস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মেণ কৃৎস্নশঃ ॥ ১৭১ ॥
মন্বন্তরে পরাবৃত্তে স্থানান্যুৎসৃজ্য সর্ব্বশঃ।
মন্ত্রৈঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি মহর্লোকমনাময়ম্ ॥ ১৭২ ॥
বিনিবৃত্তবিকারাস্তে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
অবেক্ষমাণা বশিনঃ স্থিতিঃ স্থ্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৭৩ ॥

গণও মনু, মনুষ্য ও দেবতাগণের সহিত ত্রৈলোক্যের কার্য্য আরম্ভ করেন ॥ ১৬১—১৬৭ ॥

মন্বন্তরের আদিতে প্রথমেই ত্রেতাযুগের মুখভাগে অগ্রে দেবতা, তদনন্তর সপ্তর্ষিগণ, মনুগণ ও মনুষ্যগণ সকলে ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬৮ ॥

তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের, সন্তানোৎপত্তি দ্বারা পিতৃগণের এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের ঋণ পরিশোধ হয় ॥ ১৬৯ ॥

তাহারা লক্ষ বৎসর বর্ণাত্মক ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং বর্ণাশ্রম ও ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গগমনে মানস করিয়া থাকেন ॥ ১৭০ ॥

প্রথমে সেই দেবগণ স্বর্গ গমনে অভিমুখ হইলে তৎপরে তাঁহারা ধর্ম্ম অনুসারে ক্রমে ক্রমে স্বর্গগমনে উন্মুখ হন। পরে যখন মন্বন্তর পরিবৃত্ত হয়, তখন তাঁহারা সেই পূর্ব্বাবলম্বিত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রের সহিত উপরিস্থিত মহর্লোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৭১—১৭২ ॥

তখন তাঁহাদের মানসিক বিকার সমস্তই বিনষ্ট হয় এবং তাঁহারা আত্ম-

ততস্তেষু ব্যতীতেষু সর্ব্বেষেতেষু সর্ব্বদা।
শূন্যেষু দেবস্থানেষু ত্রৈলোক্যে তেষু সর্ব্বশঃ।
উপস্থিতা ইহৈবান্যে দেবাঃ যে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ১৭৪ ॥
ততস্তে তপসাযুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি বৈ।
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ১৭৫ ॥
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
নিধনানীহ পূর্ব্বেষামাদিনা চ ভবিষ্যতা ॥ ১৭৬ ॥
তেষামত্যন্তবিচ্ছেদ ইহ মন্বন্তরক্ষয়াৎ।
এবং পূর্ব্বানুপূর্ব্বেণ স্থিতিরেষানবস্থিতা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৭৭ ॥
এবং মন্বন্তরাণান্তু প্রতিসন্ধান-লক্ষণম্।
অতীতানাগতানান্তু প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেন তু ॥ ১৭৮ ॥
মন্বন্তরেষতীতেষু ভবিষ্যাণান্তু সাধনম্।
এবমত্যন্তবিচ্ছিন্নং ভবত্যাভূতসংপ্লবাৎ ॥ ১৭৯ ॥

সংযমনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রলয়কালের অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে থাকেন ॥ ১৭৩ ॥

অনন্তর সেই সমস্ত অতীত হইয়া ত্রিলোকে দেবস্থান শূন্য হইলে সেই সমস্ত স্বর্গবাসী দেবগণ পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করেন ॥ ১৭৪ ॥

তখন তাঁহারা তপশ্চর্য্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নাদিসম্পন্ন হইয়া নিজ নিজ স্থান পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭৫ ॥

ইহলোকে সপ্তর্ষি, মনু, পিতৃগণ ও দেবগণের নিধন আদিক্রম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

ইহলোকে মন্বন্তর ক্ষয় হইলে তাঁহাদের অত্যন্ত বিচ্ছেদ হয়, এইরূপে আনুপূর্ব্বিক ক্রম অনুসারে সমস্ত মন্বন্তরেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ১৭৭ ॥

এই আমি স্বায়ম্ভুব মনুপ্রোক্ত অতীত ও অনাগত মন্বন্তর সমূহের প্রতি সন্ধির লক্ষণ বর্ণন করিলাম। মন্বন্তর সকল অতীত হইলে ঐ সকলই ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের সাধন এবং প্রলয়কালের পর তাহাদের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৭৮—১৭৯ ॥

মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
একান্তেতন্তানি মহর্গতানি।
মহর্জ্জনশ্চৈব জনস্তপশ্চ
একান্তগানিস্ম ভবন্তি সত্যে ॥ ১৮০ ॥
তন্তাবিনাং তত্র তু দর্শনেন
নানাত্বদৃষ্টেন চ প্রত্যয়েন।
সত্যে স্থিতানীহ তদা তু তানি
প্রাপ্তে বিকারে প্রতিসর্গকালে ॥ ১৮১ ॥
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
মুঞ্চন্তি সত্যন্তু ততোঽপরান্তে।
ততোঽভিযোগাদ্বিষমপ্রমাণং
বিশন্তি নারায়ণমেব দেবং ॥ ১৮২ ॥
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনেষু
চিরপ্রবৃত্তেষু বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং রসং তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবন্দমানঃ ॥ ১৮৩ ॥

মন্বন্তর সকলের সেইরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই সময়ের সামগ্রী সকল একান্ত ক্রমে মহর্লোক গত হয়, তৎপরে ঐ ক্রমে মহা, জন, তপঃ এবং পরে সত্যলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

সেই সেই মন্বন্তরকালে যে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই সেই সময়ে উপরোক্ত লোক সকলে অনুক্রমে সেই সেই বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহাদের নানা-বিধত্ব দর্শন ও প্রত্যয় হয়, এই নিমিত্ত বোধ হয়, তখন সেই সকল সত্যলোকে অবস্থিত হয়, তৎপরে প্রতিসর্গকালে যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন ইহলোকে আসিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮১ ॥

মন্বন্তরের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই সময়ের সামগ্রী সকল অপরান্তে অবসানকালে, সত্যলোক ত্যাগ করে, তদনন্তর অভিযোগবশে বিষম প্রমাণ দেব অর্থাৎ বিরাট্‌মূর্ত্তি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৮২ ॥

মন্বন্তরসমূহের চিরপ্রবৃত্ত পরিবর্ত্তনে বিধিস্বভাবহেতু ক্ষয় ও উদয়

ইত্যুরাণ্যেবমৃষিস্তুতানাং
ধর্ম্মাত্মনাং দিব্যদৃশাং মনূনাং।
বায়ু-প্রণীতান্যুপলভ্য দৃশ্যং
দিব্যৌজসাং ব্যাসসমাসযোগৈঃ ॥ ১৮৪ ॥

সর্ব্বাণি রাজর্ষি-সুরর্ষিমন্তি
ব্রহ্মর্ষি-দেবোরগবন্তি চৈব।
সুরেশসপ্তর্ষিপিতৃ-প্রজেশৈ
র্যুক্তানি সম্যক্ পরিবর্ত্তনানি ॥ ১৮৫ ॥

উদারবংশাভিজনদ্যুতীনাং
প্রকৃষ্টমেধাভিসমেধিতানাং।
কীর্ত্তিদ্যুতিখ্যাতিভিরন্বিতানাং
পুণ্যং হি বিখ্যাপনমীশ্বরাণাম্ ॥ ১৮৬ ॥

স্বর্গীয়মেতৎ পরমং পবিত্রং
পুত্রীয়মেতচ্চপরং রহস্যং।
জপ্যং মহৎপর্ব্বসু চৈতদগ্র্যং
দুঃস্বপ্নশান্তিঃ পরমায়ুষেয়ম্ ॥ ১৮৭ ॥

অর্থাৎ প্রলয় ও সৃষ্টি দ্বারা নিয়মিত হইয়া জীবলোক ক্ষণকালই অবস্থিত হয় ॥ ১৮৩ ॥

এইরূপে ঋষিস্তুত দিব্যজ্ঞান ও তেজোসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা মনুগণের বায়ু প্রণীত উত্তরভাগই সমষ্টি ও ব্যষ্টিযোগে দৃশ্য হইয়া থাকে ॥ ১৮৪ ॥

মন্বন্তর সকলের পরিবর্ত্তন সময়ে, রাজর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, উরগ, সুরেশ্বর, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, পিতৃগণ ও রাজগণ এই সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮৫ ॥

অতি উত্তম বংশসমুৎপন্ন, দ্যুতিমান, প্রকৃষ্ট মেধাসম্পন্ন, কীর্ত্তি কান্তি ও খ্যাতিসমন্বিত প্রজেশ্বরগণের নাম ও চরিত কীর্ত্তন করিলে পুণ্যলাভ হয় ॥ ১৮৬ ॥

এই মনু প্রভৃতি প্রজেশ্বরগণের পরম পবিত্র পরম গুহ্য নাম ও চরিত কীর্ত্তন করিলে স্বর্গলাভ ও পুত্র লাভ হয়। এই উৎকৃষ্ট বংশানুকীর্ত্তন পর্ব্বে পর্ব্বে জপ করিলে দুঃস্বপ্ন নিবারিত ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮৭ ॥

প্রজেশ-দেবর্ষি-মনু-প্রধানাং
পুণ্যপ্রসূতিং প্রথিতামজস্য।
মমাপি বিখ্যাপনসংযমায়
সিদ্ধিং জুষধ্বং সুমহেশতত্ত্বং॥ ১৮৮॥
ইত্যেতদন্তরং প্রোক্তং মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহং॥ ১৮৯॥
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে অনুষঙ্গপাদে প্রজাপতি বংশানুকীর্ত্তনং নাম
ষষ্ঠষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

ক্রমং মন্বন্তরাণাস্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দৈবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যে চ তস্যান্তরে মনোঃ॥ ১॥

সূত উবাচ।

মন্বন্তরাণাং যানি স্যুরতীতানাগতানি হ।
সমাসাদ্বিস্তরাচ্চৈব ব্রুবতো বৈ নিবোধত॥ ২॥

জন্মবর্জ্জিত মহেশের এবং প্রজেশ্বর, দেবর্ষি ও মনু এই প্রধান সুপ্রসিদ্ধ ও পবিত্র বংশের চরিত কীর্ত্তন আমারও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই মহেশতত্ত্ব ভজনা করিয়া সিদ্ধিলাভ কর॥ ১৮৮॥

এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলাম। অতঃপর কি বর্ণন করিব বল॥ ১৮৯॥

প্রজাপতি বংশানুকীর্ত্তন নামক ৬৬ অধ্যায় সমাপ্ত।

শাংশপায়ন কহিলেন—মন্বন্তরসমূহের এবং সেই সেই মন্বন্তরে যে যে দেবতাদি হন, সেই সকলের ক্রম যথাযথরূপে জানিতে ইচ্ছা করি॥ ১॥

সূত বলিলেন—অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরসমূহের বিষয় সংক্ষেপ ও বিস্তারপূর্ব্বক (যথাযোগ্য) বর্ণন করিব, শ্রবণ কর॥ ২॥

স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
উত্তমস্তামসশ্চৈব তথা রৈবত চাক্ষুষৌ।
ষড়েতে মনবোঽতীতা বক্ষ্যাম্যষ্টাবনাগতান্ ॥ ৩ ॥
সাবর্ণাঃ পঞ্চরৌচ্যশ্চ ভৌত্যো বৈবস্বতস্তথা।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুরস্তাত্তু মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৪ ॥
মনবঃ পঞ্চ যেঽতীতা মানবাং স্তান্ নিবোধত।
মন্বন্তরং ময়া চোক্তং ক্রান্তং স্বায়ম্ভুবস্য হ ॥ ৫ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু।
প্রজাসর্গং সমাসেন দ্বিতীয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
আসন্ বৈ তুষিতা দেবা মনুস্বারোচিষেঽন্তরে।
পারাবতাশ্চ বিদ্বাংসো দ্বাবেব তু গুণৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥
তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ।
পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ।
ছন্দজাশ্চ চতুর্ব্বিংশ দ্দেবাস্তে বৈ তদা স্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয়টী মনু অতীত হইয়াছে, অবশিষ্ট আটটি ভবিষ্যৎ মনুর বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৩ ॥

সাবর্ণ, পঞ্চরৌচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত এই সকলের বিষয় বৈবস্বত মনুর পরে বলিব ॥ ৪ ॥

যে পঞ্চ মনু অতীত হইয়াছে তাহাদেরও বিষয় বলিব। আমি বলিয়াছি যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, অতঃপর স্বারোচিষ নামক মহাত্মা দ্বিতীয় মনুর প্রজা সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিব ॥ ৫—৬ ॥

স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামক দুইটি গণ বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৭ ॥

স্বরোচিষ ক্রতুর তুষিতা নাম্নী রমণীতে পারাবত সকল ও শিষ্ট সকল উৎপন্ন হন. ইঁহাদের বার বারটিগণ, এবং ছন্দজ চতুর্ব্বিংশতিটী দেবগণ বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৮ ॥

বিবস্বাংশ্চ তথা গোপা দেবাঃ সাধ্যা যুগস্তথা।
অজশ্চ ভগবান্ দেবো দুরোণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৯ ॥
আপশ্চাপি মহাবাহুর্মহৌজাশ্চাপি বীর্য্যবান্।
চিকিত্বান্ নিভৃতো যশ্চ অংশো যশ্চৈব পঠ্যতে ॥ ১০ ॥
ইত্যেতে ক্রতুপুত্রাস্তু তদাসন্ সোমপায়িনঃ ॥ ১১ ॥
প্রচেতাশ্চৈব যো দেবো বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
সমঞ্জো বিশ্রুতো যশ্চ,অজিহ্মশ্চারিমর্দ্দনঃ ॥ ১২ ॥
অজিহ্মানমহীয়ানৌ বিদ্যাবন্তৌ তথৈব চ।
অজোষৌ চ মহাভাগৌ যবীয়শ্চ মহাবলঃ ॥ ১৩ ॥
হোতা যজ্বা চ ইত্যেতে পরাক্রান্তাঃ পরাবতাঃ।
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্মনুস্বারোচিষেঽন্তরে ॥ ১৪ ॥
সোমপাস্তু তদা হ্যেতাশ্চতুর্ব্বিংশতি দেবতাঃ।
তেষামিন্দ্রস্তদা হ্যাসীদ্বৈধশ্চ লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥
ঊর্জ্জো বসিষ্ঠপুত্রস্তু স্তম্ভঃ কাশ্যপ এব চ।
ভার্গবশ্চ তদা দ্রোণো ঋষভোঽঙ্গিরসস্তথা ॥ ১৬ ॥
পৌলস্ত্যশ্চৈব দত্তাত্রিরাত্রেয়ো নিশ্চলস্তথা।
পৌলহশ্চাধ্ববীরশ্চ এতেসপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

বিবস্বান্ গোপ দেবসাধ্য যুগ অজ ভগবান্ দেব দুরোণ মহাবল আপ মহাবাহু, মহৌজাঃ, বীর্য্যবান্, চিকিত্বান্, নিভৃত ও অংশ এই সকল ক্রতুপুত্রগণ তখন সোমপায়ী ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥

প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, অরিমর্দ্দন, অজিহ্ম, বিদ্যাবান্, অজিহ্মান, মহীয়ান, মহাভাগ, অজোপদ্বয়, মহাবল যবীয় এই পরাক্রান্ত পারাবতগণ হোতা ও যজ্বা, ইহারাই স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা। তখন এই চতুর্ব্বিংশতি দেবতারাই সোমপায়ী এবং লোকবিশ্রুত বৈধ তাঁহাদিগের ইন্দ্র ছিলেন ॥ ১২—১৫ ॥

বসিষ্ঠ পুত্র ঊর্জ্জ, কশ্যপ স্তম্ভবংশজ ভার্গব, দ্রোণ, অঙ্গিরস, বৃষভ, পৌলস্ত্য দত্ত, অত্রি আত্রেয়, নিশ্চল, পৌলহ, আধ্ববীয় ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥

চৈত্রঃ কবিরুতশ্চৈব কৃতান্তো বিভৃতো রবিঃ ।
বৃহদ্গুহো নবশ্চৈব সুতাশ্চৈতে নব স্মৃতাঃ ॥ ১৮ ॥
মনোঃ স্বারোচিষস্যৈতে পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ ।
পুরাণে পরিসংখ্যাতা দ্বিতীয়ঞ্চৈতদন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
সপ্তর্ষয়ো মনুর্দেবাঃ পিতরশ্চ চতুষ্টয়ং ।
মূলং মন্বন্তরস্যৈতে তেষাঞ্চৈবান্তরে প্রজাঃ ॥ ২০ ॥
ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ ।
ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ।
মনোঃ ক্ষত্রং বিশশ্চৈব সপ্তর্ষিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ ।
এতন্মন্বন্তরং প্রোক্তং সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ ॥ ২২ ॥
স্বায়ম্ভুবেন বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ স্বারোচিষস্য তু ।
ন শক্যো বিস্তরস্তস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।
পুনরুক্তবহুত্বাত্তু প্রজানাং বৈ কুলে কুলে ॥ ২৩ ॥
তৃতীয়স্ত্বথ পর্য্যায় উত্তমস্যান্তরে মনোঃ ।
পঞ্চ চৈব গণাঃ প্রোক্তাস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ২৪ ॥

চৈত্র, কবিরুত, কৃতান্ত, বিভৃত, রবি, বৃহদ্গুহ ও নব এই কয়েকজন স্বারোচিষ মনুর বংশধর পুত্র। পুরাণে ইহাদিগের সময়েই দ্বিতীয় মন্বন্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ – ১৯ ॥

সপ্তর্ষিগণ, মনু, দেবগণ ও পিতৃগণ এই চারিটিই মন্বন্তরের মূল। মন্বন্তরের প্রজাগণের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

ঋষিগণের পুত্র দেবগণ, দেবগণের পুত্র পিতৃগণ এবং দেবগণের পুত্র ঋষিগণ, ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ মনুর পুত্র, এবং দ্বিজগণ সপ্তর্ষিগণের পুত্র। এই আমি স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম, বিস্তারপূর্ব্বক বলিলাম না ॥ ২২ ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর দ্বারা স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইবে, প্রজাগণের ভিন্ন ভিন্ন কুলে বহু পুনরুক্তি হয় বলিয়া শত বৎসরেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২৩ ॥

উত্তম মনুর মন্বন্তর তৃতীয়, এই মন্বন্তরে পাঁচটিগণ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৪ ॥

সুধামানশ্চ দেবাশ্চ যে চান্যে বংশকারিণঃ।
প্রতর্দ্দনাঃ শিবাঃ সত্যা গণা দ্বাদশ বৈ স্মৃতাঃ ॥ ২৫ ॥
সত্যো ধ্রুতির্দমো দান্তঃ ক্ষমঃ ক্ষামো ধ্রুতিঃ শুচিঃ।
ঈর্ষোর্জ্জাশ্চ তথা জ্যেষ্ঠো বপুষ্মাংশ্চৈব দ্বাদশ।
ইত্যেতে নামভিঃ ক্রান্তাঃ সুধামানস্তু দ্বাদশ ॥ ২৬ ॥
সহস্রধারো বিশ্বাত্মা শমিতারো বৃহদ্বসুঃ।
বিশ্বধা বিশ্বকর্ম্মা চ মনস্বন্তো বিরাড়্‌যশাঃ ॥ ২৭ ॥
জ্যোতিশ্চৈব বিভাব্যশ্চ কীর্ত্তিতা বংশবর্ত্তিনঃ।
অন্যানারাধিতো দেবো বসুধিষ্ণো বিভাবসুঃ ॥ ২৮ ॥
দিনক্রতুঃ সুধর্ম্মা চ ধ্রুতবর্ম্মা যশস্বিনঃ।
কেতুমাংশ্চৈব ইত্যেতে কীর্ত্তিতাস্তু প্রমর্দ্দনাঃ ॥ ২৯ ॥
হংসস্বরোঽহিহা চৈব প্রতর্দ্দনযশস্করৌ।
সুদানো বসুদানশ্চ সুমঞ্জসবিষাবুভৌ ॥ ৩০ ॥
জন্তুবাহো যতিশ্চৈব সুবিত্তঃ সুনয়স্তথা।
শিবা হ্যেতে তু বিজ্ঞেয়া যজ্ঞীয়া দ্বাদশাপরাঃ ॥ ৩১ ॥
সত্যানামপি নামানি নিবোধত যথাক্রমম্।
দিকপতির্বাক্‌পতিশ্চৈব বিশ্বঃ শম্ভুস্তথৈব চ ॥ ৩২ ॥

সুধামাগণ, অন্যান্য বংশজধারী দেবগণ, প্রতর্দ্দনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ, দ্বাদশটি দ্বারা ইহাদের এক একটিগণ হয় ॥ ২৫ ॥

সত্য, ধ্রুতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধ্রুতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ্জ; জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান্ এই দ্বাদশটি সুধামাগণ ॥ ২৬ ॥

সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, শমিতা, বৃহদ্বসু, বিশ্বধা, বিশ্বকর্ম্মা, মনস্বন্ত, বিরাট্ যশাঃ, জ্যোতিঃ, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্ এই দ্বাদশটিকে বংশকারী দেবগণ কহে ॥ ২৭ ॥

বসু, ধিষ্ণু, বিভাবসু, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধ্রুতবর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান্, এই সকলকে লইয়া প্রমর্দ্দনগণ হয় ॥ ২৮—২৯ ॥

হংসস্বর, অহিহা, প্রতর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, জন্তুবাহ যতি, সুবিত্ত, সুনয়, এই দ্বাদশটি যজ্ঞকারী শিবগণ ॥ ৩০—৩১ ॥

দিক্‌পতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, বর্চ্চোধা, মুহ্যসর্ব্বশ,

স্বমৃড়ীকোঽধিপশ্চৈব বর্চোধামুহুসর্ব্বশঃ।
বাসবশ্চ সদাশ্বশ্চ ক্ষেমানন্দৌ তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥
সত্যা হ্যেতে পরিক্রান্তা যজ্ঞীয়া দ্বাদশাপরাঃ।
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্নৌত্তমস্যান্তরে মনোঃ ॥ ৩৪ ॥
অজশ্চ পরশুশ্চৈব দিব্যো দিব্যৌষধির্নয়ঃ।
দেবানুজশ্চাপ্রতিমো মহোৎসাহৌশিজস্তথা ॥ ৩৫ ॥
বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ শুচিঃ।
উত্তমস্য মনোঃ পুত্রাস্ত্রয়োদশ মহাত্মনঃ।
এতে ক্ষত্রপ্রণেতারস্তৃতীয়ঞ্চৈতদন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
উত্তমে পরিসংখ্যাতঃ সর্গঃ স্বারোচিষেণ তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ তামসাংস্তান্নিবোধত ॥ ৩৭ ॥
চতুর্থে ত্বথপর্য্যায়ে তামসস্যান্তরে মনোঃ।
সত্যাঃ স্বরূপাঃ সুধিয়ো হরয়শ্চতুরো গণাঃ ॥ ৩৮ ॥
পুলস্ত্যপুত্রস্য সুতাস্তামসস্যান্তরে মনোঃ।
গণস্তু তেষাং দেবানামেকৈকঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং শতং যদ্ধি মুনয়ঃ প্রতিজানতে।
সত্যপ্রাণাস্তু শীর্ষ্যণ্যাস্তমশ্চৈবাষ্টমস্তথা।
ইন্দ্রিয়াণি তদা দেবা মনোস্তস্যান্তরে স্মৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেমানন্দদ্বয় এই দ্বাদশজন যজ্ঞকারী উত্তম মন্বন্তরের দেবতা ছিলেন ॥ ৩২—৩৪ ॥

অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল ও শুচি এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা উত্তম মনুর পুত্র, ইহা ক্ষত্রগণের নায়ক, এই মন্বন্তর তৃতীয়। ইহার বিস্তার ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তামস মন্বন্তর হইতে অবগত হইবেন ॥ ৩৫—৩৭ ॥

তামস মন্বন্তর চতুর্থ, ইহাতে সত্য, স্বরূপ, সুধী ও হরি এই চারিটিগণ। তামস মন্বন্তরে পুলস্ত্যের পুত্র সকল গণ, ইহাদের ২৫টি লইয়া এক এক গণ নিরূপিত আছে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে ইন্দ্রিয় একশত, তন্মধ্যে সত্যপ্রাণ গণ প্রধান।

তেষাঞ্চ প্রভুর্দেবানাং শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
সপ্তর্ষয়োহন্তরে চৈব তান্নিবোধত সত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥
কাব্যো হর্ষস্তথা চৈব কাশ্যপঃ পৃথুরেব চ।
আত্রেয়শ্চাগ্নিরিত্যেব জ্যোতির্ধামাচ ভার্গবঃ ॥ ৪২ ॥
পৌলহো বনপীঠশ্চ গোত্রে বাসিষ্ঠ এব চ।
চৈত্রস্তথাপি পৌলস্ত্য ঋষয়স্তামসেহন্তরে ॥ ৪৩ ॥
জনুখণ্ডস্তথা শান্তির্নরঃ,খ্যাতির্ভয়স্তথা।
প্রিয়ভৃত্যো হ্যবক্ষিশ্চ পৃষ্টলোঢ়ো দৃঢ়োদ্যতঃ।
ঋতশ্চ ঋতবন্ধুশ্চ তামসস্য মনোঃ সুতাঃ ॥ ৪৪ ॥
পঞ্চমে ত্বথ পর্য্যায়ে মনোশ্চারিষ্ণবেহন্তরে।
গণাস্তু সুমসাখ্যাতা দেবতানাং নিবোধত ॥ ৪৫ ॥
অমৃতাভাভূতরজোবিকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
চরিষ্ণোস্তু শুভাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।
চতুর্দ্দশ চ চত্বারো গণাস্তেষাস্তু ভাস্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥
সত্রবিপ্রোহগ্নিভাসশ্চ প্রাত্যতিষ্ঠামৃতস্তথা।
সুমতির্ধাবিরাবশ্চ বাচিনোদঃ স্রবাস্তথা ॥ ৪৭ ॥
প্রবিরাশী চ বাদশ্চ প্রাশশ্চেতি চতুর্দ্দশ।
অমৃতাভাঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবাশ্চারিষ্ণবেহন্তরে ॥ ৪৮ ॥

তামস মন্বন্তরে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, সেই দেবগণের প্রভু প্রতাপবান শিবি তখন ইন্দ্র ছিলেন। তামস মন্বন্তরে ভৃগুবংশীয় হর্ষ, কশ্যপ বংশীয় পৃথু অত্রিবংশজ অগ্নি, ভার্গব, জ্যোতিধর্ম্মা; পৌলহ, বনপীঠ, বশিষ্ঠ গোত্র চৈত্র ও পৌলস্ত্য ইঁহারা ঋষি ছিলেন ॥ ৪০—৪৩ ॥

জনুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোঢ়ো, দৃঢ়োদ্যত, ঋত, ঋতবন্ধু ইঁহারা তামস মনুর পুত্র ॥ ৪৪ ॥

চারিষ্ণব বা রৈবত মন্বন্তর পঞ্চম, ইহাতে অমৃতাভ, ভূতরজা, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা এই চারিটি দেবগণ। ইহাতে বশিষ্ঠ প্রজাপতির পুত্র সকল ভাস্বর নামক চতুর্দ্দশ ও চারিটি গণ হয় ॥ ৪৫—৪৬ ॥

সত্রবিপ্র, নিভাস, প্রত্যোতিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি, ধাবিরাব, বাচিনোদ,

মতিশ্চ সুমতিশ্চৈব ঋতসত্যৌ তথৈব চ।
আবৃত্তিবিবৃত্তিশ্চৈব মদো বিনয় এব চ ॥ ৪৯ ॥
জেতা জিষ্ণুঃ সহশ্চৈব দ্যুতিমান্ শ্রবসস্তথা।
ইত্যেতানীহ নামানি আভূতরজসাং বিদুঃ ॥ ৫০ ॥
বৃষভেত্তা জয়োভীমঃ শুচির্দ্দান্তো যশোদমঃ।
নাথো বিদ্বানজেয়শ্চ কৃশো গৌরো ধ্রুবস্তথা।
কীর্ত্তিতাস্ত বিকুণ্ঠা বৈ সুমেধাস্ত নিবোধত ॥ ৫১ ॥
মেধা মেধাতিথিশ্চৈব সত্যমেধাস্তথৈব চ।
পৃশ্নিমেধাল্লমেধাশ্চ ভূয়ো মেধাদয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৫২ ॥
দীপ্তিমেধা যশোমেধা স্থিরমেধাস্তথৈব চ।
সর্ব্বমেধাশ্বমেধাশ্চ প্রতিমেধাশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
মেধাবান্ মেধহর্ত্তা চ কীর্ত্তিতাস্ত সুমেধসঃ ॥ ৫৩ ॥
বিভুরিন্দ্রস্তদা তেষামাসীদ্বিক্রান্তপৌরুষঃ।
পৌলস্ত্যো বেদবাহুশ্চ যজুর্নামা চ কাশ্যপঃ ॥ ৫৪ ॥
হিরণ্য রোমাঙ্গিরসো বেদশ্রীশ্চৈব ভার্গবঃ।
ঊর্দ্ধবাহুশ্চ বাশিষ্ঠঃ পর্জ্জন্যঃ পৌলহস্তথা।
সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় ঋষয়ো রৈবতান্তরে ॥ ৫৫ ॥

শ্রবাঃ, প্রবিরাণী, বাদ ও প্রাশ এই চতুর্দ্দশটি অমৃতাভগণ, ইহারাই চারিষ্ণব মন্বন্তরের দেবতা ॥ ৪৭—৪৮ ॥

মতি, সুমতি, ঋত, সত্য, আবৃত্তি, বিবৃত্তি, মদ, বিনয়, জেতা, জিষ্ণু, সহ, দ্যুতিমান্ শ্রবস, ইহারা আভূতরজোগণ নামে উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচি, দান্ত, যশোদম, নাথ, বিদ্বান্, অজেয়, কৃশ, গৌর ধ্রুব ইহারা বিকুণ্ঠগণ, এক্ষণে সুমেধাগণ শ্রবণ কর। মেধাঃ, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, পৃশ্নিমেধাঃ, অল্লমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্ব্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্, মেধহর্ত্তা ইহারা সুমেধাগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৫১—৫৩ ॥

প্রথিতপৌরুষ বিভু তাঁহাদিগের ইন্দ্র ছিলেন্। পৌলস্ত্য, দেববাহু, কাশ্যপ, যজুঃ, আঙ্গিরস, হিরণ্যরোমা, ভার্গব, বেদশ্রী, বসিষ্ঠ,

মহাপুরাণসম্ভাব্যঃ প্রত্যঙ্গপরহা শুচিঃ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গো দৃঢ়ব্রতঃ।
চরিষ্ণবস্য পুত্রাস্তে পঞ্চমন্বৈতদন্তরম্ ॥ ৫৬ ॥
স্বারোচিষোত্তমশ্চৈব তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥ ৫৭ ॥
ষষ্ঠে খল্বথ পর্য্যায়ে দেবা যে চাক্ষুষেঽন্তরে।
আদ্যাঃ প্রসূতা ভাব্যাশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহানুভাবলেখাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ।
দিবৌকসঃ সর্গ এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ॥ ৫৮ ॥
অত্রেঃ পুত্রস্য নপ্তার আরণ্যস্য প্রজাপতেঃ।
গণাশ্চ তেষাং দেবানামেকৈকো হ্যষ্টকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯ ॥
অন্তরীক্ষো বসুহয়ো হ্যতিথিশ্চ প্রিয়ব্রতঃ।
শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আদ্যা হ্যেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬০ ॥
শ্যেনভদ্রস্তথা পশ্যঃ পদ্মনেত্রো মহাযশাঃ।
সুমনাশ্চ সুবেচাশ্চ রেবতঃ সুপ্রচেতসঃ।
দ্যুতিশ্চৈব মহাসত্ত্বঃ প্রসূতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬১ ॥

উর্দ্ধবাহু, পৌলহ, পর্জন্য, আত্রেয়, সত্যনেত্র, ইহারা রৈবত মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহাপুরাণ সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ পরহা, শুচি, বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত ইহারা চরিষ্ণব মনুর পুত্র, ইহাই পঞ্চম মন্বন্তর ॥ ৫৬॥

স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের অন্বয়জাত ॥ ৫৭ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তর ষষ্ঠ, এই মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক, মহানুভাব লেখ এই পঞ্চ দেবগণ, এই দেবসৃষ্টি মাতৃনামে কথিত হয় ॥ ৫৮ ॥

অত্রিপুত্র আরণ্য প্রজাপতির পৌত্রেরা দেবগণ, তাঁহাদের ৮টি ৮টিতে এক এক গণ হয় ॥ ৫৯ ॥

অন্তরীক্ষ, বসুহয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা ইহারা

বিজয়ঃ সুজয়শ্চৈব মনোদ্যানৌ তথৈব চ।
সুমতিঃ সুপরিশ্চৈব বিজ্ঞাতোঽর্থপতিশ্চ যঃ।
ভাব্যা হ্যেতে স্মৃতা দেবাঃ পৃথুকাংস্তু নিবোধত ॥ ৬২ ॥
অজিষ্টঃ শাক্যনো দেবো বাণপৃষ্ঠস্তথৈব চ।
শাঙ্করঃ সত্যধৃষ্ণুশ্চ বিষ্ণুশ্চ বিজয়স্তথা।
অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৬৩ ॥
লেখাংস্তথা প্রবক্ষ্যামি ব্রুবতো মে নিবোধত।
মনোজবঃ প্রঘাসস্তু প্রচেতাস্তু মহাযশাঃ ॥ ৬৪ ॥
বাক্যো ধ্রুবক্ষিতিশ্চৈব অদ্ভুতশ্চৈব বীর্য্যবান্।
অবনো বৃহস্পতিশ্চৈব লেখাঃ সংপরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৫ ॥
মনোজবো মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রস্তদাভবৎ।
উন্নতো ভার্গবশ্চৈব হবিষ্মানঙ্গিরঃসুতঃ ॥ ৬৬ ॥
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বাসিষ্ঠো বিরজস্তথা।
অতিমানশ্চ পৌলস্ত্যঃ সহিষ্ণুঃ পৌলহস্তথা।
মধুরাত্রেয় ইত্যেতে সপ্ত বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে ॥ ৬৭ ॥

আদ্যগণ, শ্যেনভদ্র, পশু, পদ্মনেত্র, মহাযশাঃ, সুমনাঃ, সুবেচাঃ, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি ও মহাসত্ত্ব ইহারা প্রসূতগণ ॥ ৬০—৬১ ॥

বিজয়, সুজয়, মন, উদ্যান, সুমতি, সুপরি, অর্থপতি, ইহারা ভাবগণ অজিষ্ট, শাক্যন, দেব, বাণপৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয়, মহাভাগ অজিত ইহারা পৃথুকগণ ॥ ৬২—৬৩ ॥

এক্ষণে লেখগণ বলিব, শ্রবণ কর। মনোজব, প্রঘাস, প্রচেতাঃ, বাক্য, ধ্রুবক্ষিতি, অদ্ভুত অবন বৃহস্পতি ইহারা লেখগণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহাবীর্য্য মনোজব সেই দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন। ভৃগুবংশীয় উন্নত, অঙ্গিরার পুত্র হবিষ্মান্, কশ্যপবংশীয় সুধামা, বশিষ্ঠবংশীয় বিরজ, পুলস্ত্যবংশীয় অতিমান, পুলহবংশীয় সহিষ্ণু ও অত্রিবংশীয় মধু ইহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন ॥ ৬৬—৬৭ ॥

উরুঃ পূরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কৃতিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥ ৬৮ ॥
অভিমন্যুশ্চ দশমো নাড্বলেয়া মনোঃ সুতাঃ।
চক্ষুষস্য সুতা হ্যেতে ষষ্ঠঞ্চৈব তদন্তরম্ ॥ ৬৯ ॥
বৈবস্বতেন সংখ্যাতস্তস্য সর্গো মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথিতং বৈ ময়া দ্বিজাঃ ॥ ৭০ ॥

ঋষয় উচুঃ।

চাক্ষুষস্য তু দায়াদঃ সম্ভূতঃ কশ্যপান্বয়ে।
তস্যান্ববায়ে যেঽপ্যন্যে তন্নো ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ।

চাক্ষুষস্য নিসর্গন্তু সমাসাচ্ছ্রোতুমর্হথ।
তস্যান্ববায়ে সম্ভূতঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২ ॥
প্রজানাং পতয়শ্চান্যে দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা।
উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭৩ ॥

উরু, পূরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশর্জন চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ইহাই ষষ্ঠ মন্বন্তর বলিয়া জানিবেন ॥ ৬৮—৬৯ ॥

সেই মহাত্মার সৃষ্টির কথা বৈবস্বত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, উহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বর্ণন করিয়াছি ॥ ৭০ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, চাক্ষুষ মনুর দায়দগণ কশ্যপবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার বংশে অন্যান্য যে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি আমাদিগের নিকট তৎ সমুদায় কীর্ত্তন কর ॥ ৭১ ॥

সূত কহিলেন, চাক্ষুষ মন্বন্তরের সৃষ্টি বিবরণ সংক্ষেপে কহিব, শ্রবণ কর। তাঁহার বংশে বেণ-পুত্র পৃথু, প্রজাপতি দক্ষ ও প্রাচেতসগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন ॥ ৭২—৭৩ ॥

দক্ষকন্যা তু পুত্রোঽস্য রাজা হ্যাসীৎ প্রজাপতেঃ।
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা দত্তোঽত্রেঃ কারণং প্রতি ॥ ৭৪ ॥
মন্বন্তরমথাস্মাদ্য ভবিষ্যং চাক্ষুষস্য হ।
ষষ্ঠন্তদনুবক্ষ্যামি উপোদ্ঘাতেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫ ॥
উত্তানপাদাচ্চতুরা সূনৃতা বিত্তভাবিনী।
উৎপন্না চাধিধর্ম্মেণ ধ্রুবস্য জননী শুভা।
ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং লক্ষ্যাং বৈ উৎপন্না সা শুচিস্মিতা ॥ ৭৬ ॥
ধ্রুবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ অয়স্মন্তং বসুস্তথা।
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ কন্যে দ্বে চ শুচিস্মিতে।
মনস্বিনীং স্বরাঞ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭ ॥
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি দশ দিব্যানি বীর্য্যবান্।
তপস্তেপে নিরাহারঃ প্রার্থয়ন্ বিপুলং যশঃ ॥ ৭৮ ॥
ত্রেতাযুগে তু প্রথমে পৌত্রঃ স্বায়ম্ভুবস্য সঃ।
আত্মানং ধারয়ন্ যোগাৎ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্ যশঃ ॥ ৭৯ ॥
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো জ্যোতিষাং স্থানমুত্তমং।
আভূতসংপ্লবং হৃদ্যমস্তোদয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮০ ॥

প্রজাপতি দক্ষের পুত্র রাজা হন, সায়ম্ভুব মনু অত্রির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

হে দ্বিজগণ! এক্ষণে ভবিষ্যৎ ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তর অবলম্বন করিয়া উপোদ্ঘাত দ্বারা তৎ সমুদায় বর্ণন করিব ॥ ৭৫ ॥

ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে কল্যাণদায়িনী শুচিস্মিতা চতুরা সূনৃতা নাম্নী এক কন্যা উৎপন্ন হয়, তিনিই উত্তানপাদের সহধর্ম্মিণী ও ধ্রুবের জননী উত্তানপাদ সূনৃতার গর্ভে ধ্রুব কীর্ত্তিমান, অয়ষ্মান্ ও বসু এই চারিটি পুত্র এবং মনস্বিনী ও স্বরা নামে দুইটী কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ৭৬—৭৭ ॥

বীর্য্যবান্ ধ্রুব বিপুল যশঃ প্রার্থনা করিয়া দিব্য দশসহস্র বৎসর নিরাহার থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুব ত্রেতাযুগের প্রথমে সুমহৎ যশঃ প্রার্থনা করিয়া যোগমার্গে আত্মসংযমনপূর্ব্বক দুশ্চর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে

তস্যাতিমাত্রামৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য হ।
দৈত্যাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ ॥ ৮১ ॥
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহো হুতম্।
স্থিতাঃ সপ্তর্ষয়ঃ কৃত্বা যদেনমুপরি ধ্রুবম্।
ধ্রুবে দিবং সমাসক্তমীশ্বরঃ স দিবস্পতিঃ ॥ ৮২ ॥
ধ্রুবাৎ পুষ্টিঞ্চ ভবাঞ্চ ভূমিঃ সা সুষুবে নৃপৌ।
স্বাং ছায়ামাহ বৈ পুষ্টির্ভব নারী তু তাং বিভুঃ ॥ ৮৩ ॥
সত্যাভিব্যাহৃতে তস্য সদ্যঃ স্ত্রী সাভবত্তদা।
দিব্যসংহনন ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৮৪ ॥
ছায়ায়াং পুষ্টিরাধত্ত পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্।
প্রাচীনগর্ভং বৃষকং বৃকঞ্চ বৃকলং ধৃতিং ॥ ৮৫ ॥
পত্নী প্রাচীনগর্ভস্য সুবর্চ্চা সুষুবে নৃপম্।
নাম্নোদারধিয়ং পুত্রমিন্দ্রো যঃ পূর্ব্বজন্মনি ॥ ৮৬ ॥

প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত বিবর্জ্জিত মনোহর অত্যুত্তম স্থান প্রদান করেন। ৭৯—৮০ ॥

তাঁহার অতিমাত্র সমৃদ্ধি ও মহিমা দেখিয়া দৈত্য ও অসুরগণের আচার্য্য মহাত্মা শুক্র এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন। অহো ধ্রুবের তপোবীর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও যজ্ঞানুষ্ঠান অতি আশ্চর্য্যকর, যেহেতু সপ্তর্ষিগণও এই ধ্রুবকে আপনাদিগের উপরিভাগে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ধ্রুব স্বর্গপতি ঈশ্বর হইয়া তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৮১—৮২ ॥

ধ্রুব ভূমিনাম্নী নিজ পত্নীতে পুষ্টি ও ভব নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারা পরে রাজা হইয়াছিলেন। কৃতিমান্ পুষ্টি ছায়াকে কহিয়াছিলেন যে তুমি আমার পত্নী হও। সত্যবাদী পুষ্টি সেই কথা বলিলে দিব্যাকৃতি রূপ লাবণ্যবতী ছায়া মনোহর আভরণে বিভূষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥

পুষ্টি ছায়ার গর্ভে প্রাচীনগর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও ধৃতি নামে পাঁচটি পাপশূন্য পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৮৫ ॥

প্রাচীন গর্ভের পত্নী সুবর্চ্চা উদারধী নামে এক পুত্র প্রসব করেন, ইনি পরে রাজা হন। এই উদারধী পূর্ব্ব জন্মে ইন্দ্র ছিলেন। ইনি সংবৎসর

সংবৎসরসহস্রান্তে সকৃদাহারমাহরৎ।
এবং মন্বন্তরং যুক্তমিন্দ্রত্বং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ ॥ ৮৭ ॥
উদারধেঃ সুতং ভদ্রাজনয়ৎ সা দিবঞ্জয়ম্।
রিপুং রিপুঞ্জয়ং জজ্ঞে বরাঙ্গী সা দিবঞ্জয়াৎ ॥ ৮৮ ॥
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্।
ব্যজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়ামরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৯ ॥
মনোরজায়ন্ত দশ নড়্বলায়াং শুভাঃ সুতাঃ।
কন্যায়াং বৈ মহাভাগ বৈরাজস্য প্রজাপতিঃ ॥ ৯০ ॥
উরুঃ পূরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব।
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড়্বলায়াং মনোঃ সুতাঃ ॥ ৯১ ॥
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্।
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবং ॥ ৯২ ॥

পরে একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, ইহাতেই মন্বন্তর কালে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন ॥ ৮৬—৮৭ ॥

উদারধী ভদ্রা নাম্নী পত্নীতে দিবঞ্জয় নামক পুত্র উৎপাদন করেন। দিবঞ্জয়ের ঔরসে বরাঙ্গী নাম্নী রমণী রিপু নামক এক পরন্তপ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভে সর্ব্বতেজঃ সম্পন্ন চাক্ষুষ উৎপন্ন হন। চাক্ষুষ মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণীতে মনু নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৮৯ ॥

মহাভাগ বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়্বলার গর্ভে মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশটি কৃতিমান্ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৯০—৯১ ॥

উরু হইতে আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এই ছয়টী কৃতিমান্ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৯২ ॥

অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত।
অপচারেণ বেণস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ ॥ ৯৩ ॥
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দ্দক্ষিণং করং।
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব মহান্নৃপঃ।
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৪ ॥
স ধন্বী কবচী জাতস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
পৃথুর্বৈণ্যঃ সর্ব্বলোকান্ ররক্ষ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ ॥ ৯৫ ॥
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ।
তস্য স্তবার্থমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূতমাগধৌ ॥ ৯৬ ॥
তেনেয়ং গৌর্মহারাজ্ঞা দুগ্ধা শস্যানি ধীমতা।
প্রজানাং বৃত্তিকামানাং দেবৈশ্চর্ষিগণৈঃ সহ ॥ ৯৭ ॥
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ৯৮ ॥

সুনীথা নাম্নী কামিনী অঙ্গের ঔরসে বেণ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই বেণের অত্যাচারে সমস্ত প্রজাগণ বিপর্য্যস্ত হইলে ঋষিগণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বেণের দক্ষিণ ভুজ অকর্ম্মণ্য। বেণের সেই অকর্ম্মণ্য দক্ষিণ বাহু হইতে বৈণ্য নামক মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই পৃথু নামে পৃথিবীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥

তিনি ধনুর্ব্বাণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক তেজে প্রজ্বলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের প্রথম, ইনি সমস্ত লোক রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

সেই বসুধাপতি বৈণ্য রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত রাজগণের প্রথম, ইহার স্তবের নিমিত্ত স্তোত্র নিপুণ সূত ও মাগধ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

সেই ধীমান্ মহারাজ পৃথু দেব, ঋষি, দানব, পিতৃ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বীরুধ ও পর্ব্বতাদির সহিত মিলিয়া প্রজাদিগের আহারাদি বৃত্তির নিমিত্ত গোরূপধারিণী পৃথিবীর শস্যস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ৯৭—৯৮ ॥

তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা।
প্রাদাদ্যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন লোকাংস্ত্বধারয়ৎ॥ ৯৯॥

ঋষয় ঊচুঃ।

বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম কীর্ত্তয়স্ব মহামতে।
যথা মহাত্মনা দুগ্ধা পূর্ব্বং তেন বসুন্ধরা॥ ১০০॥
যথা দেবৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ।
যথা যক্ষৈঃ সগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্যথা পুরা॥ ১০১॥
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ দোগ্ধারং ক্ষীরমেব চ।
তথা বৎসবিশেষাংশ্চ তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥ ১০২॥
যস্মিংশ্চ কারণে পাণির্ব্বেণস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিঃ পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ॥ ১০৩॥

সূত উবাচ।

বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রাঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য সম্ভবং।
একাগ্রাঃ প্রযতাশ্চৈব শুশ্রূষধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০৪॥

তাহাদের অভিলষিত সেই সেই পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করিলে তিনি যথেচ্ছ ক্ষীর প্রদান করেন, তাহাতেই অখিল লোক জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করিয়াছিল॥ ৯৯॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহামতে! মহাত্মা পৃথুর জন্ম এবং তিনি পূর্ব্বে যেরূপে পৃথিবী দোহন করেন তৎসমুদায়ের বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন॥ ১০০॥

তিনি পূর্ব্বে দেব, নাগ, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত যেরূপে যে যে পাত্রবিশেষে বসুন্ধরা দোহন করেন এবং তাহাতে কোন ব্যক্তি দোহন কর্ত্তা, কোন ব্যক্তি বৎস হয় এবং কোন কোন বস্তু ক্ষীর স্বরূপ হয় তৎ সমস্ত বর্ণন করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ করুন॥ ১০১—১০২॥

আর পূর্ব্বে যে কারণে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেণরাজের পাণি মথিত (সকর্ষণ) করেন তাহাও কীর্ত্তন করুন॥ ১০৩॥

সূত কহিলেন, হে বেদজ্ঞ দ্বিজোত্তমগণ! বেণপুত্র পৃথুর উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করিব, আপনারা একাগ্র হইয়া সংযত মানসে শ্রবণ করুন॥ ১০৪॥

নাশুচে নাপি পাপায় নাশিষ্যায়াহিতায় চ।
বর্ণয়েয়মিমং পুণ্যং নাব্রতায় কথঞ্চন ॥ ১০৫ ॥
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
রহস্যং ঋষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্যোঽনসূয়কঃ ॥ ১০৬ ॥
যশ্চেমং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য সম্ভবং।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতং।
গোপ্তা ধর্ম্মস্য রাজাসৌ বভূবাত্রিসমঃ প্রভুঃ ॥ ১০৭ ॥
অত্রিবংশসমুৎপন্নো হ্যঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
যস্য পুত্রোঽভবদ্বেণো নাত্যর্থং ধার্ম্মিকস্তথা ॥ ১০৮ ॥
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ।
স মাতামহদোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ ॥ ১০৯ ॥
স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভে ব্যবর্ত্তত।
স্থাপনং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাপেতং স পার্থিবঃ ॥ ১১০ ॥
বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হ্যধর্ম্মে নিরতোঽভবৎ।

আমি অশুচি, পাপিষ্ঠ, অহিতকারী, শিষ্যহীন ও ব্রতহীন ব্যক্তিদিগের নিকট এই পুণ্যকর পবিত্র কথা বর্ণন করি না ॥ ১০৫ ॥

যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই স্বর্গপ্রদ, পুণ্যকর, যশস্কর, আয়ুস্কর, বেদসম্মিত ঋষিপ্রোক্ত রহস্য কথা শ্রবণ করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া শ্রবণ করায় কার্য্যাকার্য্যের নিমিত্ত তাহাকে কখনও শোক করিতে হয় না। সেই কৃতিমান্ রাজা ধর্ম্মের রক্ষক ও মহর্ষি অত্রির সমান ছিলেন ॥ ১০৬—১০৭ ॥

অত্রিবংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি উৎপন্ন হন, তাঁহারই পুত্র এই বেণ। তাদৃশ ধার্ম্মিক আর কেহ ছিল না ॥ ১০৮ ॥

সেই প্রজানাথ বেণ মৃত্যুসুতা সুনীথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালকন্যার অঙ্গজাত সেই মহীপতি মাতামহদোষে ধর্ম্মকে পশ্চাতে করিয়া, স্বীয় লোভবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই রাজা ধর্ম্মসমন্বিত সমস্ত কার্য্যই নিবারণ করিয়া বেদশাস্ত্র অতিক্রমপূর্ব্বক অধর্ম্মে নিরত হইয়া স্থানে স্থানে অধর্ম্মের স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজা সকল বেদ

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রশাসতি।
আসন্ন চ পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥ ১১১ ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১১২ ॥
অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্ব্বযজ্ঞে দ্বিজাতিভিঃ ॥
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥ ১১৩ ॥
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্।
ঊচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ১১৪ ॥
বয়ং দীক্ষাঃ প্রবক্ষ্যামঃ সংবৎসরশতান্ বহূন্।
মাঽধর্ম্মং বেণকার্ষীস্ত্বং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১১৫ ॥
নিধনে চ প্রসূতোঽসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ।
পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি ত্বয়াপূর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্ ॥ ১১৬ ॥
তাংস্তথা বাদিনঃ সর্ব্বান্ ব্রহ্মর্ষীনব্রবীত্তদা।
স প্রহস্য তু দুর্ব্বুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ ॥ ১১৭ ॥

অধ্যয়ন ও বষট্কারসমন্বিত সমস্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে দেবতাগণ যজ্ঞসমূহে আহুত সোমপান করিতেন না ॥ ১০৯—১১১ ॥

বিনাশকাল উপস্থিত হওয়াতে বেণরাজা এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি কোন যাগ করিব না, কোন হোম করিব না। দ্বিজগণ সমস্ত যজ্ঞে আমারই যজন ও পূজা করিবেন। আমার নিমিত্তই যজ্ঞ ও হোম বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে ॥ ১১২—১১৩ ॥

সেই বেণরাজা বেদ ও শাস্ত্র মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া অযোগ্য কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১৪ ॥

হে বেণরাজ! আমরাই বহুশত সম্বৎসরব্যাপী দীক্ষা ও উপদেশাদি বলিব; তুমি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না, তুমি যাহা করিতেছ, তাহা সনাতন ধর্ম্মের অনুমত নহে। তুমি নিশ্চয়ই নিধনের নিমিত্ত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। "আমি রাজা হইয়া প্রজাগণকে প্রতিপালন করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তোমার এক্ষণে স্মরণ করা উচিত ॥ ১১৫—১১৬ ॥

সেই ব্রহ্মর্ষিগণ এইরূপ বলিলে পর, সেই দুর্বুদ্ধি বচনপটু রাজা হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১৭ ॥

স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া।
বীর্য্যশ্রুততপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥ ১১৮ ॥
মহাত্মানমমূনং মাং যূয়ং জানীত তত্ত্বতঃ।
প্রভবঃ সর্ব্বলোকানাং ধর্ম্মাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১৯ ॥
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলেন বা।
সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২০ ॥
যদা ন শক্যতে স্তম্ভানুমানাচ্চ ভৃশমোহিতঃ।
অনুনেতুং নৃপো বেণস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১২১ ॥
নিগৃহ্য তং মহাবাহুং বিস্ফুরন্তং যথাঽনলং।
ততোঽস্য বামহস্তং তে মমন্থুর্ভৃশকোপিতাঃ ॥ ১২২ ॥
তস্মাৎ প্রমথ্যমানাদ্বৈ যজ্ঞে পূর্ব্বমভিশ্রুতঃ।
হ্রস্বোঽতিমাত্রং পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি তথা দ্বিজাঃ ॥ ১২৩ ॥
স ভীতঃ প্রাঞ্জলিশ্চৈব স্থিতবান্ ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তমার্ত্তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রুবন্ কিল ॥ ১২৪ ॥

'ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য আর কে আছে? আমি আর অন্য কাহার কথাই বা শ্রবণ করিব! পৃথিবীতলে আমার তুল্য বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ, তপঃসম্পন্ন, বীর্য্যবান্ ও সত্যবান্ কোন্ ব্যক্তি আছে? ॥ ১১৮ ॥

আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই অতি মহাত্মা এবং সমস্ত লোকগণের বিশেষতঃ ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তিস্থান বলিয়া জানিবেন ॥ ১১৯ ॥

আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি অথবা জলদ্বারা প্লাবিত করিতে পারি, সৃষ্টি করিতে পারি অথবা বিনাশ করিতে পারি, তাহাতে বিচার বা সংশয় কিছুই নাই ॥ ১২০ ॥

মহর্ষিগণ তখন অভিমানে ও অত্যন্ত মোহবশে মোহিত বেণরাজাকে অনুনয় করিয়া ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তখন সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১২১ ॥

তাঁহারা ক্রোধভরে অনলপ্রভ বেণরাজের নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বামহস্ত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২২ ॥

হে দ্বিজগণ! বেণের বামবাহু মন্থন করিতে করিতে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, পূর্ব্বে যজ্ঞকালে প্রতিশ্রুত, এক পুরুষ নির্গত হইল। সে ভীত ও

নিষাদবংশকর্ত্তাঽসৌ বভুবানন্তবিক্রমঃ ।
ধীবরানসৃজৎসোঽপি বেণকল্মষসম্ভবান্ ॥ ১২৫ ॥
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুম্বুরাঃ তুবরাঃ খসাঃ ।
অধর্ম্মরুচয়শ্চাপি সম্ভূতা বেণকল্মষাৎ ॥ ১২৬ ॥
পুনর্ম্মহর্ষয়স্তস্য পাণিং বেণস্য দক্ষিণম্ ।
অরণীমিব সংরব্ধান্ মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥ ১২৭ ॥
পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাস্ফালনতেজসঃ ।
পৃথোঃ করতলাৎ বাপি যস্মাৎ জাতঃ পৃথুস্ততঃ ।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিবোজ্জ্বলম্ ॥ ১২৮ ॥
আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্ ।
শরাংশ্চ বিভ্রদ্রক্ষার্থং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্ ॥ ১২৯ ॥
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সংপ্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ ।
সমুৎপন্নে মহারাজ্ঞি বেণশ্চ ত্রিদিবঙ্গতঃ ॥ ১৩০ ॥

ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অবস্থিত রহিল। তাহাকে ভয়ার্ত্ত ও বিহ্বল দেখিয়া ঋষিগণ কহিলেন, "নিষীদ" অর্থাৎ উপবেশন কর। এই হেতু সে বিপুল বিক্রম নিষাদ হইয়া নিষাদবংশের আদিপুরুষ হইল। বেণের পাপ হইতে উৎপন্ন সেই নিষাদ হইতে ধীবর তুম্বুর, তুবর, খস এবং অধর্ম্মনিরত বিন্ধ্যাচলনিবাসী ব্যক্তিগণ উৎপন্ন হইল ॥ ১২৩—১২৬ ॥

বেণের প্রতি অত্যন্ত কোপান্বিত সেই ঋষিগণ পুনর্ব্বার বেণের দক্ষিণ-বাহু অরণীর ন্যায় বলপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন ; সেই মথিত করতেজ হইতে পৃথু উৎপন্ন হইলেন। পৃথু অর্থাৎ স্থূল করতল হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নামও "পৃথু" হইল। তিনি স্বীয় শরীরতেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ১২৭—১২৮ ॥

তিনি প্রজাগণের রক্ষার নিমিত্ত প্রথম জাত আজগব নামক ধনুঃ, মহাপ্রভ কবচ ও শর সকল ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥

পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত প্রাণিগণ হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হইল। সেই মহারাজ উৎপন্ন হইলে বেণরাজ স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৩০ ॥

সমুৎপন্নেন রাজর্ষিঃ স সৎপুত্রেণ ধীমতা ।
পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাত্ত্রায়তে ততঃ ॥ ১৩১ ॥
তং নদ্যশ্চ সমুদ্রাশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ ।
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্ ।
মহতা রাজরাজ্যেন মহারাজং মহাদ্যুতিম্ ॥ ১৩২ ॥
সোঽভিষিক্তো মহারাজা দেবৈরঙ্গিরসঃ সুতৈঃ ।
আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩৩ ॥
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত ॥ ১৩৪ ॥
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ।
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যন্তে ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ১৩৫ ॥
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিদ্ধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া ।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ॥ ১৩৬ ॥

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বেণ, সেই সমুৎপন্ন ধীমান্ সৎপুত্র পৃথুদ্বারা পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলেন ॥ ১৩১ ॥

তখন নদী ও সমুদ্র সকল রত্নাবলী আনয়নপূর্ব্বক সেই বেণপুত্র মহাদ্যুতি নরাধিপ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ১৩২ ॥

সেই আদিরাজ মহারাজ বেণপুত্র প্রতাপবান্ পৃথু, অঙ্গিরাপুত্র দেবগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন॥ ১৩৩ ॥

তাঁহার পিতা বেণ প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই, ইনি বিশেষরূপে প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন, এই হেতু ইনি প্রজাগণের অনুরাগ জাত "রাজা" এই নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৩৪ ॥

পৃথুরাজ যখন সমুদ্রে গমন করিতেন, তখন তাঁহার জলরাশি স্তম্ভিত হইত, যখন পার্ব্বত্য পথে গমন করিতেন, তখন পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইত, কদাচও তাঁহার রথধ্বজা ভগ্ন হইত না ॥ ১৩৫ ॥

তাঁহার প্রভাবে কর্ষণ না করিয়া কেবল চিন্তা করিলেই পৃথিবী অন্ন-সমূহ উৎপাদন করিত। তাঁহার সময়ে ধেনুগণ সকলেই কামদুঘা ছিল এবং বনমধ্যে প্রতি পত্রপুটেই মধু পাওয়া যাইত ॥ ১৩৬ ॥

এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥ ১৩৭॥
ঐন্দ্রেণ হবিষা চাপি হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ।
জুহাবেন্দ্রায় দেবেন ততঃ সূতো ব্যজায়ত॥ ১৩৮॥
প্রমাদস্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কর্ম্মসু।
শিষ্যহব্যেন যৎ পৃক্তং অভিভূতং গুরোর্হবিঃ।
অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্॥ ১৩৯॥
যচ্চ ক্ষত্রাৎসমভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিতঃ।
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪০॥
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্॥ ১৪১॥
পৃথোস্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ সুরর্ষিভিঃ।
তাবূচুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ং॥ ১৪২॥

তাঁহার মহাযজ্ঞে সৌত্যদিনে যজ্ঞাভিষব ভূমিতে মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধ নামক দুই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল॥ ১৩৭॥

ইন্দ্রের হবির সহিত বৃহস্পতির হবি মিশ্রিত করিয়া ইন্দ্রের আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সূতের উৎপত্তি হয়। তখন হইতে যাগাদি সকলে প্রমাদনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। তখন আবার গুরু বৃহস্পতির হবিও শিষ্য ইন্দ্রের হবির সহিত মিলিত হইয়া হুত হইয়াছিল বলিয়া অধম ও উত্তমের সংযোগে বিকৃত বর্ণের উৎপত্তি হয়॥ ১৩৮—১৩৯॥

হীনযোনি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সূত জাতি পূর্ব্ব জাতির, স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম নিরূপিত হইল॥ ১৪০॥

রথ হস্তী ও অশ্বশিক্ষা এই ক্ষত্রধর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সূত জাতির মধ্যম ধর্ম্ম এবং চিকিৎসা কার্য্য অধম জানিবেন॥ ১৪১॥

দেবর্ষিগণ পৃথুর স্তব করিবার নিমিত্ত সূত ও মাগধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই রাজার কর্ম্মানুরূপ স্তব কর, ইনি স্তবের যোগ্য-পাত্র, সন্দেহ নাই॥ ১৪২॥

তাবূচতুস্তদা সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ সূতমাগধৌ ।
আবাংদেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৪৩ ॥
ন চাস্য কর্ম্ম বৈ বিদ্বঃ ন তথা লক্ষণং যশঃ ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্য্যাবো রাজস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ ॥১৪৪॥
ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি ।
দানধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যবান্ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানশীলো বদান্যস্তু সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ ॥ ১৪৫ ॥
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুশ্চাপি মহাবলঃ ।
তানি শীলেন বদ্ধানি স্তবদ্ভিঃ সূতমাগধৈঃ ॥ ১৪৬ ॥
ততস্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ ।
অনুপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ১৪৭ ॥
তদা বৈ পৃথিবীপালাঃ স্তূয়ন্তে সূতমাগধৈঃ ।
আশীর্ব্বাদৈঃ প্রবোধ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১৪৮ ॥

তখন সূত ও মাগধ তাঁহাদিগের সকলকেই বলিল, হে ঋষিগণ আমরা দেবতা ও ঋষিদিগের স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের স্তুতি করিয়া তাঁহাদিগেরও প্রীতি সম্পাদন করিব ॥ ১৪৩ ॥

আর আমরা সেই তেজস্বী নরপতির কর্ম্ম, লক্ষণ ও যশ প্রভৃতি কিছুই অবগত নহি, তবে কিরূপে ইঁহার স্তুতি পাঠ করিব ॥ ১৪৪ ॥

"তোমরা ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা ইঁহার স্তব কর" এই বলিয়া তাহাদের উভয়কে স্তবার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই রাজা নিয়তই দান ধর্ম্মে নিরত, সত্যবান্, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল, বদান্য ও সংগ্রামে অপরাজিত ॥ ১৪৫ ॥

মহাবল পৃথু যে যে কর্ম্ম করিতেন, সূত ও মাগধ সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী স্তুতিপাঠ করিয়া সেই সেই কর্ম্ম তাঁহার স্বভাবের সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছিল, বাস্তবিক সেই সেই প্রশংসনীয় কর্ম্ম সকল তিনি স্বীয় স্বভাববশেই সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

প্রজানাথ পৃথু তাহাদের স্তব শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া বৃত্তির নিমিত্ত সূতকে অনূপ দেশ এবং মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন ॥ ১৪৭ ॥

সেই অবধিই সূত ও মাগধগণ রাজগণের স্তব করিতে আরম্ভ করে, এবং

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজা ঊচুর্মহর্ষয়ঃ।
এষ বো বৃত্তিদো বৈণ্যো ভবত্বিতি নরাধিপঃ ॥ ১৪৯ ॥
ততো বৈণ্যং মহাভাগং প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ।
ত্বন্নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষের্বচনাত্তদা ॥ ১৫০ ॥
সোঽভিদ্রুতঃ প্রজাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া।
ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বসুধামার্দ্দয়দ্বলী ॥ ১৫১ ॥
অস্যার্দ্দনভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।
তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ১৫২ ॥
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈণ্যভয়াত্তদা।
দদর্শ চাগ্রতো বৈণ্যং কার্ম্মুকোদ্যতধারিণম্ ॥ ১৫৩ ॥
জ্বলদ্ভির্বিশিখৈর্বাণৈ দীপ্ততেজসমচ্যুতং।
মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি ॥ ১৫৪ ॥

সেই অবধিই নরপতিগণ সূত, মাগধ ও বন্দীগণের আশীর্ব্বাদ শব্দদ্বারা জাগরিত হইয়া থাকেন ॥ ১৪৮ ॥

একদিন ঋষিগণ মহারাজ পৃথুকে অবলোকন করিয়া প্রজাদিগকে কহিলেন, এই নরপতি বেণপুত্র তোমাদিগের জীবিকাবৃত্তি প্রদান করিবেন ॥ ১৪৯ ॥

মহর্ষিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ "আপনি আমাদের বৃত্তির বিধান করুন।" এই বলিয়া সেই মহাভাগ পৃথুর নিকট ধাবমান হইল ॥ ১৫০

প্রজাগণ বৃত্তির নিমিত্ত পৃথুর নিকট গমন করিলে, তিনি প্রজাগণে হিতকামনায় ধনুর্ব্বাণগ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে প্রহার করিতে লাগিলেন তাঁহার প্রহারভয়ে সংত্রস্ত হইয়া বসুধাদেবী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক বে পলায়ন করিলেন, পৃথুও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমা হইলেন ॥ ১৫১—১৫২ ॥

পৃথিবী পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোকাদি বহু লোকে গমন করিয়া কোথা পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন সতত ত্রিলোকের পূজনীয়া পৃথিবী কৃতাঞ্জলিপু প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত শর সমূহ দ্বারা দীপ্ততেজাঃ উদ্যতকার্ম্মুকধারী, মহা অচ্যুত এবং অমরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ সেই বেণপুত্র পৃথুকে অগ্রে দেখিয়া তাঁহ শরণাপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! আপনি স্ত্রীবধ-জনিত অ